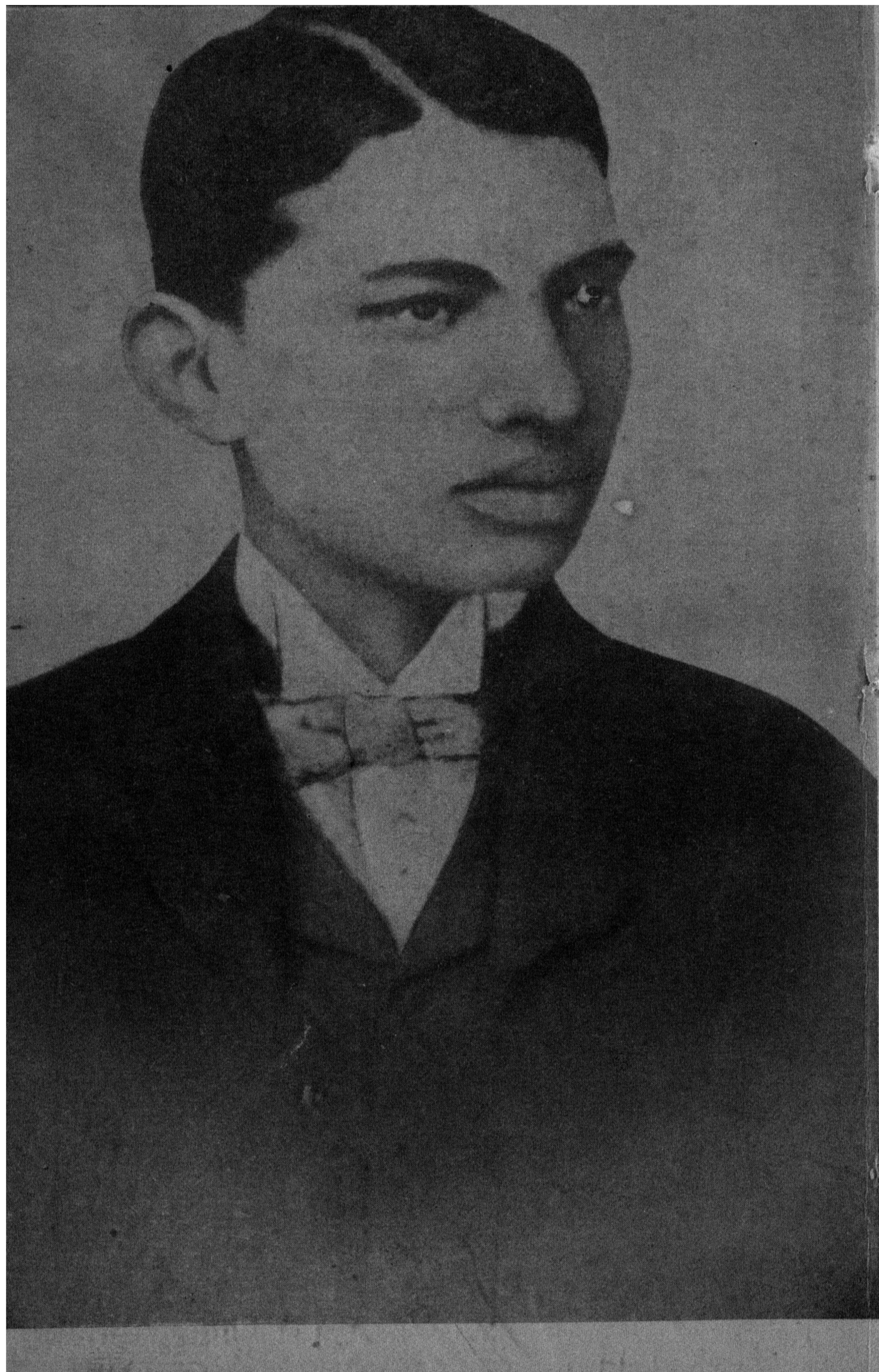
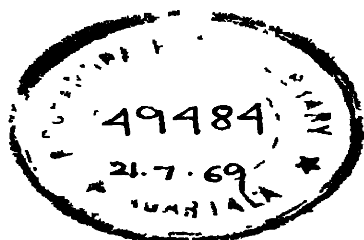
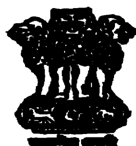


# গান্ধী রচনাবলী

## প্রথম খণ্ড

(১৮৮৪—১৮৯৬)





পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাবিভাগ

১৫ই আগস্ট, ১৯৫৮ (৩০শে শ্রাবণ, ১৩৬৫)



পাঁচ টাকা

সম্পাদক— শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়
অনুবাদক—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায়
শ্রীঋষি দাস

প্রকাশক—পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগ রাইটার্স্ বিল্ডিংস্ কলিকাতা
মুদ্রক—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

# শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহাত্মা গান্ধী কোন জীবন-দর্শন বিবৃত করেন নাই, অথবা আদর্শ ও বিশ্বাস লইয়া সুসংবদ্ধ কোন মতবাদ রচনা করিতে চান নাই। সম্ভবত এদিকে তাঁর ঝোঁক ছিল না, এ কাজ করার সময়ও তাঁর ছিল না। কিন্তু সত্য ও অহিংসায় তাঁর বিশ্বাস ছিল অটল; তাই তাঁহার সম্মুখে যত কিছু সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে কার্যত সে সকলের সমাধানকল্পে তিনি সত্য ও অহিংসার প্রয়োগ করিয়াছেন। সত্য ও অহিংসার মধ্যেই রহিয়াছে তাঁহার শিক্ষাবলী ও জীবন-দর্শন।

ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, ভূমি ও কৃষি, শ্রম, শিল্প, অথবা অন্যান্য বিষয়ে এমন কোন সমস্যাই ছিল না যাহা তাঁহার চিন্তা বা দৃষ্টিসীমার ভিতর আসে নাই এবং আপন মূলনীতিসমূহের কাঠামোর মধ্যে তিনি যাহার বিচার ও সমাধানচেষ্টা করেন নাই। খাদ্য, পরিধেয় ও দৈনন্দিন বৃত্তিসম্পর্কিত ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপার হইতে আরম্ভ করিয়া জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার মত যে সকল বৃহৎ বৃহৎ সামাজিক সমস্যা বহু শতাব্দী ধরিয়া জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে,—যেগুলি কেবল যে অমান্য করা যায় না তাহা নয়, পবিত্র বলিয়া গৃহীত হওয়ার দরুন কোনরূপে লঙ্ঘনও করা যায় না,—সে সকল পর্যন্ত, ভারতীয় জীবনের এমন কোন দিক প্রায় নাই যাহার উপর গান্ধীজী প্রভাব বিস্তার করেন নাই এবং যাহা তিনি নিজের ছাঁচে গড়িবার চেষ্টা করেন নাই।

তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গিও চমকপ্রদ ও অভিনব বলিয়া মনে হইত। চিরাচরিত প্রথা বা প্রচলিত রীতিনীতির দ্বারা তাহা বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। সেইরূপ আবার তাঁহার ছোট-বড় সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিও কম নূতন ছিল না; আপাতত ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া মনে না হইলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর কর্মপদ্ধতি সাফল্যমণ্ডিত হইত। তাঁহার স্বভাব স্পষ্টত এমনই ছিল যে, মতামত প্রকাশে তিনি কখনও যুক্তিহীন বা দাম্ভিক হইতে পারিতেন না। নব নব পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার নূতন আলোক হইতে তিনি কখনও মুখ ফিরাইয়া থাকিতেন না। সেই একই কারণে আবার, ভাসা-ভাসা বাহ্য সঙ্গতি রক্ষা করিবার জেদ তাঁহার ছিল না। বস্তুত তাঁর বিরোধীগণ, এমন কি কখনও কখনও তাঁর অনুগামী-গণও, তাঁর কোন কোন কাজে বাহ্য অসঙ্গতি দেখিতে পাইতেন। অপরের মতামত গ্রহণ বিষয়ে তাঁর মন এতই খোলা ছিল এবং তাঁর নৈতিক সাহস এত অসাধারণ পরিমাণ ছিল যে, একবার যদি তিনি বুঝিতে পারিতেন যে তাঁর কোন কাজ ত্রুটিপূর্ণ হইয়াছে, তবে তাহা সংশোধন করিতে এবং নিজের ভুল প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে তিনি কখনই ইতস্তত করিতেন না। অনেক সময় আমরা দেখি, নিজের সিদ্ধান্ত ও কাজগুলিকে বাহ্যবিষয় হিসাবে দূরে

রাখিয়া তিনি নিরপেক্ষভাবে সেগুলির সমালোচনা করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার অনেক কাজ যে সময় সময় তাঁহার অনুরাগীদের দিশাহারা করিয়া তুলিত এবং তাঁহার সমালোচকদের হতবুদ্ধি করিয়া দিত ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

এমন একটি মানুষের মূল্য যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহার শিক্ষা ও জীবনের ঘটনাবলী সমগ্র ও ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখা একান্ত আবশ্যক। তাঁহার জীবনকথা সংক্ষেপে বা বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করিলে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে। তাহাতে এই মহামানবের প্রতি সুবিচার করা হইবে না, পাঠকের নিজের প্রতিও নয়। গান্ধীজীর রচনাবলীর সংকলন এত ব্যাপকভাবে করিবার ইহাই প্রধান কারণ। শুনিতেছি এই গ্রন্থমালায় পঞ্চাশ খণ্ডেরও অধিক গ্রন্থ থাকিবে। গ্রন্থসংখ্যা এত বেশী হইবার কারণ মহাত্মা-চরিত্রের এই বিশেষত্বের মধ্যে নিহিত আছে।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশের ভার লইয়া, ভারত গভর্মেণ্টের প্রচার মন্ত্রক, মহাত্মা গান্ধী, তাঁহার উপদেশাবলী ও মতামত, এবং তাঁহার জীবনদর্শন আলোচনা করিবার জন্য যে সকল মূলবস্তুর একান্ত প্রয়োজন, তাহা যোগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী যে কাজের চেষ্টা কখনও করেন নাই, ছাত্র ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এখন তাহা করিতে পারিবেন। কারণ সমস্ত উপকরণ এইরূপে সহজলভ্য হওয়ায়, তাঁহারা এখন গান্ধীজীর জীবন-দর্শন, তাঁহার শিক্ষা, ভাবধারা ও কার্যপরিকল্পনা, এবং জীবনযাত্রার অগণিত সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত, প্রভৃতি বিষয়কে ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্রের পদ্ধতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন নাম ও পর্যায়ে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া চিন্তাপূর্ণ নিবন্ধের আকারে গ্রথিত করিতে পারিবেন। গান্ধীজীর চিন্তা ও পরিকল্পনায়, বড় এবং ছোট, সকল ব্যাপারেরই স্থান ছিল। তাহাতে বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার স্থান ছিল, আবার সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত সমস্যারও স্থান ছিল। যদিও প্রায় সারা জীবন ধরিয়াই তাঁহাকে বড় বড় রাজনৈতিক সমস্যা লইয়া সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, তবুও তাঁহার লেখার খুব একটা বড় অংশ হইল ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি ও ভাষাসংক্রান্ত সমস্যার আলোচনা লইয়া।

পত্র-ব্যবহারে তিনি খুব নিয়মিত ছিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দিবার মত চিঠি এমন একখানিও প্রায় থাকিত না যাহার উত্তর তিনি নিজে না দিতেন। তিনি যে সকল চিঠিপত্র পাইতেন তাহার অনেকগুলি ব্যক্তিগত ও ঘরোয়া বিষয় লইয়া লিখিত হইত। গান্ধীজী এই সকল চিঠির যে উত্তর দিতেন, অনুরূপ সমস্যায় অপর লোকেরও পথ-নির্দেশ করিতে পারে বলিয়া, সেগুলি মূল্যবান। গান্ধীজী জীবনে দীর্ঘকাল সঙ্কেতলিপিকর (স্টেনোগ্রাফার) বা অক্ষরলিপিকরের (টাইপিস্ট) সাহায্য লন-নাই, তাঁর যাহা কিছু লেখার দরকার হইত তাহা নিজের হাতেই লিখিতেন; এমন কি এরূপ সাহায্য যখন একান্ত

আবশ্যক হইয়া পড়িত তখনও তিনি নিজের হাতেই অনেক লেখা লিখিতেন। এমনও মাঝে মাঝে ঘটিয়াছে, যখন শারীরিক অক্ষমতাবশত তিনি ডান হাতের আঙুল দিয়া আর লিখিতে পারেন নাই। জীবনের শেষের দিকে তাই বাঁ হাত দিয়া লিখিবার কৌশল তিনি আয়ত্ত করেন। সুতাকাটার ব্যাপারেও তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন। এইভাবে ঘরোয়া চিঠিপত্র লেখায় তাঁহাকে অনেক সময় দিতে হইত। এই সকল ঘরোয়া পত্রে তাঁহার যে উপদেশাবলী রহিয়াছে তাহা সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনের বিশেষ বিশেষ সমস্যায় প্রযোজ্য বলিয়া গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য।

জীবনকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং সর্বমানবের সেবায় রত ছিলেন এমন লোক যদি কখনও পৃথিবীতে কেহ আসিয়া থাকেন তবে নিশ্চিতই তিনি গান্ধীজী। তাঁর চিন্তাধারা শ্রদ্ধা ও সেবার উচ্চ আদর্শে বিধৃত ও অনুপ্রাণিত হইলেও তাঁর কর্ম ও উপদেশাবলী সর্বদাই নৈতিকতা ও কার্যোপযোগিতার দৃষ্টি লইয়া রচিত হইত। প্রায় ষাট বৎসরের অধিক কাল তিনি জনগণের নেতৃত্ব করিয়াছেন, কিন্তু তাঁর মতামত কখনও গুরুতর পরিস্থিতির চাপে পড়িয়া গঠিত হয় নাই। অন্য ভাবে বলা যায়, সঙ্গত লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য তিনি কখনও অসঙ্গত উপায় অবলম্বন করেন নাই। উপায়-নির্বাচনে তাঁর বিচার এত সূক্ষ্ম ও সতর্কতাপূর্ণ ছিল যে, উপায়ের প্রকৃতি-নিরূপণের কাছে লক্ষ্যসিদ্ধি গৌণ হইয়া পড়িত, কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে অসৎ উপায়ে কখনও সৎ লক্ষ্যে পৌঁছান যায় না—অসৎ উপায়ে যাহা লাভ করা যায় তাহা যথার্থ লক্ষ্যের বিকৃতিমাত্র।

তাঁহার এই রচনা ও ভাষণ-সংগ্রহের স্থায়ী মূল্য আছে ইহা তো স্পষ্ট ও নিঃসন্দেহ। যাঁর ষাট বৎসরব্যাপী লোকজীবন গভীর কর্মময় এবং মানবপ্রেমে উচ্ছ্বসিত, এই সংগ্রহে সেই মহামানবের বাণী রহিয়াছে—যে বাণী এক অনুপম আন্দোলনকে রূপদান ও লালন করিয়া সফলতার অভিমুখে লইয়া গিয়াছে, যে বাণী অগণিত নরনারীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং আলো দেখাইয়াছে, যে বাণী এক নূতন মার্গের সন্ধান ও আবিষ্কার করিয়াছে, যে বাণী সেই সকল সাংস্কৃতিক গুণকে লোকসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছে, যাহা সনাতন ও আধ্যাত্মিক, যাহা দেশকালের অতীত, যাহা সর্বকালে সর্বমানবের সম্পদ। সুতরাং সেই বাণীকে যে রক্ষা করার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে।

মানুষের উপর মানুষের বিশ্বাস যে চিরন্তন এবং ধর্মবোধ যে মানব-প্রকৃতির অধ্যাত্মসম্পদের অঙ্গীভূত, গান্ধীজীর কর্মপদ্ধতি এই সত্যেরই প্রাণোন্মাদকর ঘোষণা করিয়াছে। স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা ছিল, কেবলমাত্র আইন করিয়া বা রাষ্ট্রীয় ঘোষণার দ্বারা সে স্বাধীনতা লাভ করা যায় না, বিজ্ঞান বা যন্ত্রশিল্পবিদ্যার অগ্রগতিতেও তাহা আয়ত্ত হয় না।

যথার্থভাবে স্বাধীন হইতে হইলে সমাজকে স্বাধীনতার যোগ্য করিয়া গড়িয়া তোলা দরকার। সে সংগঠনের কাজ ব্যক্তিকে লইয়া আরম্ভ করিতে হয়। ভারতের জাতীয় জীবন যে পরিমাণে গান্ধীজীর আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ থাকিবে এবং সেই আদর্শের ছাঁচে ঢালা হইবে সেই পরিমাণে ইহা অনুপ্রেরণার উৎস হইয়া রহিবে। স্বাধীন ভারত যে পরিমাণে তাঁহার ভাবধারা অনুসারে কাজ করিবে এবং ক্রমে ক্রমে যে পরিমাণে উন্নততর ঐক্যে বিকাশ লাভ করিবে, সেই পরিমাণে সংস্কৃতির সীমা বিস্তার করিতে করিতে স্বাধীন ভারত এক নূতন পথ উদ্ভাসিত করিয়া চলিবে।

গান্ধীজীর চিন্তাধারার অনেক কিছু পূর্ণরূপে অধিগত হইতে এখনও বিলম্ব আছে। এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, কোন সমাজব্যবস্থা স্বাধীনতা-বিকাশের পক্ষে কতখানি অনুকূল তাহা বিচার করিতে হইলে দেখা দরকার, সেই সমাজের মানুষকে সেই ব্যবস্থা কি পরিমাণে বাস্তব স্বাধীনতা দিয়াছে; কিন্তু এই কথাটির যথাযথ উপলব্ধি আজ হইতেছে না যে, রাষ্ট্র, সমাজ বা শিল্পসম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীভূত হইলে ব্যক্তি-স্বাধীনতাও সেই সঙ্গে খর্ব হইয়া থাকে। এই বিষয়ে কোন মধ্যপন্থা এখনও আবিষ্কৃত ও অবলম্বিত হয় নাই। গান্ধীজীর অর্থনীতিকে অভাবের না হইলেও অনেক সময়ই কৃচ্ছ্রতার অর্থনীতি বলিয়া ভুল করা হয়। তাঁহার সংযমকে বর্ণসুষমাবিহীন কঠোর নীতিমার্গ বলিয়া মনে করা হয়। তাঁর অভাব স্বল্প ও সীমাবদ্ধ হইলেও তিনি পূর্ণ সমৃদ্ধ জীবন যাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার বিশ্বাসের সত্যতা আপন জীবনযাত্রায় প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। সে জীবন এত মহান্ যে, বর্তমান যুগে ক্ষীণ ও লুপ্তপ্রায় শ্রদ্ধার পটভূমিতে তাহাকে সত্য বলিয়াই মনে হয় না। তাঁহার আশ্রমের অধিবাসীরা যে সকল ব্রত ও বিধি পালন করিতেন, এবং প্রার্থনাকালে সকাল-সন্ধ্যায় যাহা আবৃত্তি করিতেন, আজ এই আলোকেই সে সকলকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে; সে সকল ব্রত ও বিধি হইল—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অসংগ্রহ, শারীর-শ্রম, স্বাদসংযম, অভয়, স্বদেশী, অস্পৃশ্যতা পরিহার ও পরমসহিষ্ণুতা অর্থাৎ সর্বধর্মে সমান শ্রদ্ধা।

উপসংহারে এই আশ্বাসই আমি দিতে চাই যে, এই গ্রন্থরাজিতে গান্ধীজীর জীবনপ্রবাহের যে প্রকাশ প্রতিবিম্বিত, তাহাতে ডুব দিলে কেহ হতাশ হইয়া ফিরিবেন না, কারণ সেই প্রবাহের অন্তস্তলে যে রত্নরাজি গুপ্ত আছে তাহা হইতে যে-কেহ আপন শ্রদ্ধা ও সামর্থ্য অনুযায়ী যত খুশি রত্ন উদ্ধার করিয়া আনিতে পারিবেন।

রাষ্ট্রপতি ভবন
নিউ দিল্লি
জানুয়ারি ১৬, ১৯৫৮

রাজেন্দ্রপ্রসাদ

# মুখবন্ধ

আর এক মাস হইলেই গান্ধীজীর জীবনাবসানের পর দশ বৎসর অতীত হইবে। পরিণত বয়স তিনি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও প্রাণের প্রাচুর্যে তিনি পরিপূর্ণ ছিলেন আর কর্মশক্তিও তাঁর ছিল বিপুল ও বিস্ময়কর। হত্যাকারীর হস্তে অতর্কিতে তাঁহার জীবনান্ত হইল। ভারত শোকে স্তম্ভিত হইল, বিশ্বজন গভীর দুঃখবোধ করিল, এবং আমাদের মধ্যে যাহারা তাঁহার সহিত আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল তাহাদের পক্ষে এই আঘাত ও দুঃখ সহ্য করা কঠিন হইল। তবুও, এই সমুজ্জ্বল মহান জীবনের ইহাই বোধ হয় যোগ্য পরিসমাপ্তি। যে আদর্শের কাছে তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন, জীবন-কালে যেরূপ, মৃত্যুতেও সেইরূপ, সেই আদর্শেরই সাধন তিনি করিয়া গিয়াছেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহের শক্তি ও মনের জ্যোতি ক্রমশ নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছে ইহা দেখিতে আমাদের কাহারও ভাল লাগিত না। তাই জীবনে যেরূপ মৃত্যুতেও সেইরূপ, তিনি ছিলেন কৃতিত্ব ও আশার সমুজ্জ্বল তারকা, অর্ধশতাব্দী কাল ধরিয়া যে জাতিকে তিনি শিক্ষা দিয়াছেন ও গড়িয়া তুলিয়াছেন সেই জাতির জনক।

তাঁহার অগণিত কার্যাবলীর মধ্যে কিছু কিছু কাজে যুক্ত থাকার মহা সৌভাগ্য যাহাদের হইয়াছিল, তাহাদের নিকট চিরকাল তিনি যৌবনশক্তির মূর্ত আবির্ভাবরূপে বিরাজ করিবেন। আমরা তাঁহাকে বৃদ্ধ বলিয়া ভাবিব না, বরং ভাবিব বসন্তের সঞ্জীবতা লইয়া তিনি ছিলেন ভারতের নবজন্মের মূর্ত প্রতীক। পরবর্তী কালের অল্পবয়স্ক যুবকগণ তাঁহার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসে নাই; তাহাদের কাছে তিনি ঐতিহ্য হইয়া আছেন এবং তাঁহার নাম ও কাজ লইয়া অসংখ্য কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে। জীবনে তিনি মহৎ ছিলেন, মৃত্যু তাঁহাকে মহত্তর করিয়াছে।

আনন্দের বিষয়, ভারত-গভর্মেন্ট গান্ধীজীর রচনা ও ভাষণের একটি সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যাহা লিখিয়াছেন ও যাহা বলিয়াছেন, তাহার একটি পূর্ণ এবং প্রামাণিক বিবরণ তৈরি হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাঁর কাজ ছিল অসংখ্য রকমের, রচনার পরিমাণও ছিল বিপুল। সেইজন্য এই বিবরণ প্রস্তুত করার উদ্যোগ করিয়া এক বিশাল দায়িত্ব গ্রহণ করা হইয়াছে। এই কাজ সম্পন্ন করিতে বহু বৎসর লাগিতে পারে কিন্তু নিজেদের জন্য এবং ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের জন্য এই কর্তব্য আমাদের পালন করিতে হইবে।

এই রকম সংগ্রহ-পুস্তকে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বা উদ্দেশ্যবিহীন বলিয়া বোধ হইতে পারে এমন অনেক লেখা মিশিয়া যাইবেই। কিন্তু দেখা যায়, ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা লেখা বা বলা হয় তাহা অপেক্ষা উদ্দেশ্যহীন হঠাৎ-বলা কথা কখনও কখনও বক্তার চিন্তাধারার উপর বেশী আলোকপাত করে। সে যাহাই হউক, খুঁজিয়া বাছিয়া লইবারই বা আমরা কে? তিনি নিজের কথা নিজেই বলুন। তাঁহার নিকট জীবন ছিল সমগ্র ও অখণ্ড, বহু-বর্ণসমৃদ্ধ ঠাস বুননের সজ্জার মত। তাঁর কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করার প্রস্তাবের যে-গুরুত্ব, শিশুর সঙ্গে একটি আদরের কথা বলা বা আর্তকে একটি স্নেহের স্পর্শ দেওয়ার গুরুত্বও সেইরূপই ছিল।

যিনি নিজ দীপ্তিতে আমাদের যুগকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন এবং শুধু যে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছেন তাহা নহে, অন্তরের গভীরে যে সকল গুণ মানুষকে মহিমামণ্ডিত করে সেই সকল গুণ বুঝিবার মত অন্তর্দৃষ্টিও যিনি আমাদের দিয়াছেন, আমাদের সেই অতি প্রিয় নেতার স্বরূপ কি ছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাসও যাহাতে ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরা পায় তার জন্য একান্ত শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে এই কর্মভার আমরা গ্রহণ করিব।

ভাবী কালে বহু যুগ ধরিয়া লোকে অবাক হইয়া ভাবিবে যে, এমন মানুষও ভারতের মাটিতে বিচরণ করিয়াছেন এবং আমাদের দেশবাসীদের জন্য, তথা সমগ্র মানবজাতির জন্য, এমন করিয়া তাঁহার অন্তরের সেবা ও প্রেম নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছেন!

দার্জিলিংএ বসিয়া আমি ইহা লিখিতেছি। বিশাল কাঞ্চনজঙ্ঘা উর্ধ্ব হইতে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। আজ সকালে এভারেস্ট-এর ক্ষণিক দর্শন পাইলাম। মনে হইল, এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘার সমাহিত শক্তি ও কালাতীত ভাবের মত কিছু একটা যেন গান্ধীজীর মধ্যে বিরাজ করিত।

জওহরলাল নেহরু

দার্জিলিং
২৭ ডিসেম্বর, ১৯৫৭

# সাধারণ ভূমিকা

জাতির স্বাধীনতা যিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন কেবলমাত্র তাঁহার প্রতি জাতির ঋণ পরিশোধ করিবার মনোভাব লইয়া ভারত গভর্মেণ্ট মহাত্মা গান্ধীর রচনা-সংগ্রহ প্রকাশের এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। এই কাজের ভার লওয়ার সময়ে এ ধারণাও তাঁহাদের ছিল যে উত্তরপুরুষদের কল্যাণকল্পে মহাত্মার সমুদয় লেখা, বক্তৃতা ও চিঠিপত্র একত্র সংগৃহীত ও লিপিবন্ধ হওয়া আবশ্যক।

দিনের পর দিন এবং বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া গান্ধীজী যাহা কিছু বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন এই গ্রন্থাবলীতে সে সকল একত্র করার অভিপ্রায় রহিয়াছে। তাঁর কল্যাণকর্মচেষ্টা অর্ধ শতাব্দী কাল ধরিয়া ব্যাপ্ত এবং আমাদের দেশ ছাড়াও অন্য অনেক দেশকে তাহা প্রভাবান্বিত করিয়াছে। মহান্ ব্যক্তিদের মধ্যে খুব অল্প জনই তাঁর মত মানবজীবনের এত বহুবিধ সমস্যাসমাধানের প্রতি মন দিয়াছেন। তিনি যাহা বিশ্বাস করিতেন সেই মত আচরণ করিতে কঠিন প্রয়াস করিতেন। যাঁহারা গান্ধীজীকে এই রূপে সশরীরে এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতে দেখিয়াছেন তাঁহাদের একটা কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্য তাহাদের প্রতি, যাহাদের গান্ধীজীকে সশরীরে দেখিবার ও তাঁহার দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষালাভ করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। আর কর্তব্যটি হইল, সেই সব ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের হাতে গান্ধীজীর শিক্ষার বিপুল উত্তরাধিকার বিশুদ্ধভাবে এবং যথাসম্ভব সমগ্রভাবে পৌঁছাইয়া দেওয়া।

গান্ধীজীর লেখা, ভাষণ এবং চিঠিপত্র ১৮৮৪ হইতে ১৯৪৮ পর্যন্ত, তাঁর অত্যন্ত কর্মময় লোকজীবনের প্রায় ষাট বৎসর কাল জুড়িয়া আছে। এইগুলি বিশ্বের নানাস্থানে, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা এই তিনটি দেশে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

জীবিতকালে গান্ধীজী যে কয়খানি বই লেখেন বা তাঁর যে কয়খানি বই প্রকাশ করা হয়, তাঁহার লেখা ও বক্তৃতা যে কেবল সেগুলির মধ্যেই আছে তাহা নয়। ধূলিধূসর ফাইল, গভর্মেণ্টের নথিপত্র ও বিবরণী-পুস্তিকা (ব্লু বুক) এবং পুরানো ইংরেজী, গুজরাটী ও হিন্দী সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের স্তূপের মধ্যেও তাঁর লেখা পাওয়া যায়। সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া জাতিধর্ম-নির্বিশেষে ধনী ও দরিদ্র, উচ্চ ও নীচ অনেক লোকের কাছে তাঁহার চিঠিপত্র আছে। নষ্ট হওয়ার বা হারাইয়া যাওয়ার আগেই এই সকল জিনিস সংগ্রহ করা দরকার।

তাঁহার রচনা ও বক্তৃতার কয়েকখানি চয়ন বা, আরও ঠিকমত বলিতে হইলে, সংকলন আগে হইতেই আছে। আমেদাবাদের নবজীবন পাবলিশিং হাউস নামে যে ট্রাস্ট্ গান্ধীজী নিজে প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, বিশেষ করিয়া তাঁহাদেরই তত্ত্বাবধানে সেগুলি প্রকাশ করা হয়। এই গ্রন্থগুলি মূল্যবান, কিন্তু এগুলির বেশির ভাগ গান্ধীজী যে সময়ে ভারতে কাজ করেন সেই সময়ের কথা লইয়া; এবং প্রধানত **নবজীবন, ইয়ং ইণ্ডিয়া, হরিজন** সাপ্তাহিক-মণ্ডলী, প্রভৃতি গান্ধীজীর নিজের পত্রিকাগুলিতে ঐ লেখাগুলি প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া, সেগুলির বেশির ভাগই প্রসঙ্গের ক্রম অনুসারে সাজান। কাজেই, ঐ বইগুলিতে, গান্ধীজীর রচনা বা বক্তৃতার মাত্র সেই অংশগুলি দেওয়া হইয়াছে যাহা বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গের সহিত সংশ্লিষ্ট; অন্য অংশগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে।

তাঁর চিঠিপত্র সম্বন্ধে বলিতে গেলে, গান্ধী স্মারক নিধি যতগুলি পারিয়াছেন চিঠিপত্র সংগ্রহ করিয়া ও তাহার ফটোস্ট্যাট-প্রতিচিত্র (ফটোস্ট্যাট কপি) গ্রহণ করিয়া একটা বড় কাজ করিয়াছেন। কিন্তু সেগুলি এখনও প্রকাশ করা হয় নাই। নিধি এ পর্যন্ত কয়েক হাজার চিঠি সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু এখনও আরও অনেক চিঠিপত্র সংগ্রহ ও প্রকাশ করা বাকি আছে।

কাজেই, গান্ধীজীর জীবনের যে কোন সময়কার হউক, এবং যে কোন স্থান হইতেই তাহা সংগৃহীত হইয়া থাকুক, গান্ধীজীর সকল লেখা, বক্তৃতা ও চিঠিপত্র, একত্র করিয়া সময়ের ক্রম হিসাবে পর পর সাজাইয়া সমগ্রভাবে প্রকাশ করিবার কোন চেষ্টা এ পর্যন্ত হয় নাই। এই কর্ম করিবার শক্তি বেসরকারী ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠানবিশেষের নাই। ফলে, ভারত-গভর্মেণ্টকেই ইহার ভার লইতে হইয়াছে।

গান্ধীজীর রচনা, বক্তৃতা ও চিঠিপত্রের পরিমাণ, এমন কি তাঁর দক্ষিণ-আফ্রিকা-বাসের প্রথমদিকের বৎসরগুলিতেও, আশ্চর্যরূপে বিপুল ছিল। এই সময়কার উপাদানসমূহ হইতেই প্রায় ডজনখানেক গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। মোটামুটি একটা হিসাবে বলা যায়, প্রত্যেক গ্রন্থে চারি শত পৃষ্ঠা থাকিবে ধরিলে, এই রচনাসংগ্রহে, গান্ধীজীর লোক-জীবন যত বৎসরব্যাপী হইয়াছিল, গ্রন্থসংখ্যা ততগুলি হইবে।

তা ছাড়া, তাঁর ভাষণ একটি মাত্র ভাষায় সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনটি ভাষায় তিনি লিখিতেন ও বলিতেন—গুজরাটী, হিন্দী ও ইংরেজী। তাই, সম্পাদকদের কাজ কেবল সংগ্রহের কাজ নয়; ইংরেজী এবং হিন্দী, যে দুইটি ভাষায় এই গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইবে, সেই দুইটি ভাষায়, অর্থাৎ গুজরাটী ও হিন্দী হইতে ইংরেজীতে এবং গুজরাটী ও ইংরেজী হইতে হিন্দীতে, নির্ভুল অনুবাদ করার কাজও সম্পাদকদের বটে। কাজটি আরও জটিল এই

জন্য যে, গান্ধীজীর জীবনের প্রথম ভাগ দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটে বলিয়া এই সময়কার উপাদানগুলি সব ভারতের বাহিরে, লণ্ডন এবং দক্ষিণ আফ্রিকারই ঔপনিবেশিক অফিসের (কলোনিয়াল অফিস) নথিপত্রের মধ্যে আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মূল নথিপত্রের নাগাল পাওয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যাপার। তথায় রাজকর্মচারীদের নিকট লেখা চিঠিপত্র ছাড়াও গান্ধীজী **ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন**-এ প্রচুর লেখা লিখিতেন। শেষের দিকে **ইয়ং ইণ্ডিয়া, নবজীবন** এবং **হরিজন**-এর প্রবন্ধগুলিতে যেমন তাঁহার নাম থাকিত, **ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন**-এর প্রবন্ধগুলিতে সেরূপ থাকিত না। সেই লেখাগুলি শনাক্ত করিতে সম্পাদকগণ শ্রী এইচ্. এস্. এল্. পোলক ও শ্রীছগনলাল গান্ধীর নিকট মূল্যবান সাহায্য পাইয়াছেন। ইঁহারা উভয়ে কেবল **ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন**-এর সহিতই নয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর অন্যান্য কাজের সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

সংগ্রহ-কাজটির ধরনই এইরূপ যে, ইহাতে সম্পূর্ণতা বা পূর্ণ সমাপ্তি দাবি করা চলে না। আরও অনুসন্ধান করিলে এখন যাহা পাওয়া যায় নাই এমন সব দলিলপত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে। কিন্তু কাজটি সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার আশায় অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করা সমীচীন হইবে না। কাজটি আরও পূর্ণাঙ্গ করিবার ভার ভবিষ্যতের উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে। বর্তমানে যে সমস্ত উপাদান পাওয়া যাইতেছে তাহা সংগ্রহ ও যাচাই করিয়া এবং পাঠককে মূল রচনা বুঝিতে সাহায্য করিবার জন্য তাহাতে মন্তব্য সংযোগ করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশের সর্ববিধ চেষ্টা হইতেছে। নির্দিষ্ট একটি খণ্ডে দিবার মত উপাদান যদি বিলম্বে পাওয়া যায়, তবে তাহা পৃথকভাবে প্রকাশ করা হইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উপাদানগুলি সময়ের ক্রম অনুযায়ী পর পর সাজান হইবে। লেখা হউক, বক্তৃতা হউক বা চিঠি হউক, বিশেষ এক তারিখের সব উপাদানগুলিই একত্র করিয়া দেওয়া হইবে। বিভিন্ন শ্রেণীর উপাদান স্বতন্ত্র বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশ না করিয়া এইরূপভাবে প্রকাশ করিবার প্রধান কারণ এই যে, পূর্বোক্তরূপ শ্রেণীবিভাগ কৃত্রিম হইবে। গান্ধীজী, সাধারণত অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই, কখনও লেখায়, কখনও বক্তৃতায়, কখনও বা চিঠিতে একই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন। জীবনকে তিনি ভাগ ভাগ করিয়া দেখেন নাই, সমগ্রভাবেই দেখিতেন। রচনা, বক্তৃতা, বা চিঠিপত্র যে রূপেই তিনি নিজ কথা ব্যক্ত করিয়া থাকুন, রূপান্তরে তার কোন ভাবান্তর বা পরিবর্তন হইত না। এগুলি সবই যদি একই খণ্ডে ঠিক ঠিক তারিখ হিসাবে পাশাপাশি সাজান থাকে, তবে গান্ধীজী কিরূপে কাজ করিতেন এবং সমস্যা উপস্থিত হইলে কেমন করিয়া তাহার মীমাংসা করিতেন তার একটি সম্পূর্ণ চিত্র পাঠকেরা পাইবেন। গ্রন্থগুলি এইরূপে গান্ধীজীর মনের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি প্রকাশ

করিবে এবং বোঝা যাইবে, তাঁর মন একই কালে কেমন করিয়া, সাধারণের গভীর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এবং ব্যক্তিবিশেষের নিতান্ত আপন ব্যাপার, উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযুক্ত হইতে পারিত। ব্যক্তিগত চিঠিগুলিকে গ্রন্থাকারে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করার চেয়ে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসংক্রান্ত লেখাগুলির সহিত একই সঙ্গে প্রকাশ করিলে, তাহার ভিতর দিয়া গান্ধীজীকে আরও যথার্থভাবে ও পূর্ণভাবে দেখা ও বোঝা যাইবে।

রচনায় বা ভাষণে, গান্ধীজীর ঠিক ঠিক নিজের কথা যথাযথভাবে মুদ্রিত করা এই গ্রন্থাবলীর লক্ষ্য। তাই, তাঁহার বক্তৃতা, সাক্ষাৎকার (ইন্‌টারভিউ) ও আলাপ-আলোচনার যে সকল বিবরণী প্রামাণিক বলিয়া মনে হয় নাই তাহা, এবং তাঁহার বিবৃতির যে সকল বিবরণী পরোক্ষ আকারে পাওয়া গিয়াছে তাহাও, এই সংগ্রহে বাদ দেওয়া হইয়াছে। বক্তৃতা সম্পর্কে অবশ্য, যে স্থলে সেই বক্তৃতার প্রামাণিকতার বিষয়ে সন্দেহ হয় নাই, কিংবা সেই বক্তৃতার প্রত্যক্ষ আকারের বিবরণী পাওয়া যায় নাই, অথবা যে স্থলে তাহাতে এমন কোন অতিরিক্ত তথ্য ছিল যাহা অন্য উপায়ে পাওয়া সম্ভব হয় নাই সেস্থলে পরোক্ষ আকারের বিবরণী গ্রহণ করা হইয়াছে। ব্যবহারজীবী হিসাবে শুধু নিজের পেশা বা কর্ম সম্পর্কে গান্ধীজী যে সকল দলিল বা চিঠিপত্র লিখিয়াছেন এবং নিজ জীবনের সহিত সংযোগবিহীন যে সকল দলিল, ব্যবসায়ের নিত্যকর্মের মত তিনি লেখেন, সেগুলিও বাদ দেওয়া হইয়াছে। গোপনীয় চিঠিপত্র, বা এমন সকল চিঠিপত্র যাহা প্রকাশ করিলে, জীবিত কোন লোক বিব্রত বোধ করিতে পারেন, সেগুলিকেও এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

অভিজ্ঞ অনুবাদকদের নাম-তালিকা হইতে সাবধানে নির্বাচিত অনুবাদক-মণ্ডল, হিন্দী ও গুজরাটী হইতে ইংরেজীতে এবং ইংরেজী ও গুজরাটী হইতে হিন্দীতে, অনুবাদের কাজ করিতেছেন। রচনারীতির সমরূপতা রক্ষা করিবার জন্য, একখণ্ডের উপাদানের অনুবাদ, যতদূর সম্ভব, একজন অনুবাদকই করিতেছেন।

উপাদানের পুনর্মুদ্রণে মূল হইতে যাহাতে কোন বিচ্যুতি না ঘটে তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। যেগুলি স্পষ্টই ছাপার ভুল সেগুলি সংশোধন করা হইয়াছে এবং মূলে যে কথাগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া আছে, সেগুলির সাধারণত পুরা বানান দেওয়া হইয়াছে।

সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রে মুদ্রিত প্রবন্ধ বা বক্তৃতা ছাড়া অন্য সকল লেখার তারিখ, চিঠিতে সাধারণত যেমন তারিখ লেখা হইয়া থাকে সেইরূপে, সর্বত্র লেখার আরম্ভে মাথার উপর ডান দিকের কোণে দেওয়া হইয়াছে, যদিও দেখা গিয়াছে কয়েকটি ক্ষেত্রে মূল লেখায় তারিখ শেষের দিকে রহিয়াছে। যেখানে মূলে কোন তারিখ দেওয়া নাই, সেখানে অনুমান করিয়া কাছাকাছি একটা তারিখ

চৌকা বন্ধনীর ভিতর দেওয়া হইয়াছে, এবং যেখানে আবশ্যক সেখানেই এরূপ তারিখ দিবার কারণও নির্দেশ করা হইয়াছে। শেষের দিকে যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রকাশের তারিখ। ব্যক্তিগত চিঠির বেলা যাঁহাকে চিঠি লেখা হইয়াছে তাঁহার নাম সর্বত্র উপরে দেওয়া হইয়াছে। কোন তথ্যের মূল কোথায় পাওয়া গেল, তাহা সেই তথ্যের শেষে দেওয়া হইল। এক নামের ভিন্ন ভিন্ন বানান থাকিলে অনুবাদে মূল অনুযায়ী বানান রাখা হইয়াছে।

মূল লেখার সূচনা হিসাবে ও পাদটীকায় বাঁকা অক্ষরে (ইটালিক্স্) এবং মূলে চৌকা বন্ধনীর মধ্যে যাহা দেওয়া হইল তাহা সম্পাদকেরা করিয়াছেন। গোল বন্ধনীগুলি মূল অনুযায়ীই দেওয়া হইয়াছে। মূল রচনায় যেখানে গান্ধীজী অন্য কোন স্থান হইতে অথবা কখনও কখনও নিজের লেখা, বিবৃতি বা বিবরণী হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন সেখানে সেগুলিকে ডান দিকে একটু ভিতরে সরাইয়া নূতন অনুচ্ছেদে ছোট অক্ষরে দেওয়া হইয়াছে।

পাদটীকাব সংখ্যা কমাইবার জন্য স্থান, ব্যক্তি ও আইন সম্বন্ধে মন্তব্য, পরিচয়জ্ঞাপক দীর্ঘতর মন্তব্য এবং ইংরেজী নয় এমন শব্দের পারিভাষিক ব্যাখ্যা, শেষের দিকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থে যে সময়কার বিষয়বস্তু বা ঘটনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার ক্রম অনুযায়ী একটি নির্ঘণ্ট দেওয়া হইল।

এই পরিকল্পনার কাজ ১৯৫৬-র ফেব্রুয়ারি মাসে আরম্ভ হয়। ইহার মূলে ছিলেন, তখনকার ভারত-গভর্মেণ্টের প্রচার মন্ত্রকের (মিনিস্ট্রি অব্ ইন্‌ফর্‌মেশন এণ্ড্ ব্রড্‌কাস্টিং) সেক্রেটারি, শ্রী পি. এম্. লাদ। ১৯৫৭-র মার্চ মাসে অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে এই কাজের গোড়া পত্তনে তিনি সহায়তা করিয়া যান।

এই গ্রন্থাবলীর সঙ্কলনকার্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করাঃ ভার একটি উপদেষ্টা পর্ষদের (এডভাইসরি বোর্ড্) উপর দেওয়া হইয়াছে। ঐ পর্ষদের আদি সভ্য হইলেন : শ্রীমোরারজী আর্. দেশাই (সভাপতি), শ্রীকাকা কালেলকর, শ্রীদেবদাস গান্ধী, শ্রীপ্যারেলাল নায়র, শ্রীমগনভাই পি. দেশাই, শ্রী জি. রামচন্দ্রন্, শ্রীশ্রীমন্ নারায়ণ, শ্রীজীবনজী ডি. দেশাই, এবং শ্রী পি. এম্. লাদ। এই পর্ষদ গঠনের উদ্দেশ্য হইল, এই পরিকল্পনার রূপায়ণে এমন সব অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ ও সাহায্য পাওয়া যাঁহারা গান্ধীজীর জীবন ও কর্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

বিষয়বস্তু সংগ্রহের ব্যবস্থা এবং গ্রন্থগুলি সম্পাদনার ভার একজন প্রধান সম্পাদকের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। শ্রীভারতন্ কুমারাপ্পাকে প্রধান সম্পাদকরূপে নিযুক্ত করা হয়, পরে তিনি উপদেষ্টা পর্ষদেরও সদস্য হন। ১৯৫৭-র জুন মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি অকুণ্ঠ নিষ্ঠায় কাজ করিয়া যান। তাঁর মৃত্যুর পর যখন প্রথম খণ্ড প্রেসে ছাপিতে দেওয়া হয় তখন উপদেষ্টা

পর্ষদ শ্রীজয়রামদাস দৌলতরামকে প্রধান সম্পাদক হওয়ার জন্য আহ্বান করেন এবং তাঁহাকে পর্ষদেরও সদস্য করিয়া লওয়া হয়।

এই সঙ্কলনকার্যে প্রধান সম্পাদককে সাহায্য করেন এক সম্পাদকমণ্ডল—লেখার কাজে শ্রী ইউ. আর. রাও, বক্তৃতার ব্যাপারে শ্রী আর. কে. প্রভু, চিঠিপত্রের জন্য শ্রী পি. জি. দেশপাণ্ডে, হিন্দীর ব্যাপারে শ্রী এস্. সি. দীক্ষিত এবং গুজরাটীর জন্য শ্রী এম্. কে. দেশাই ও শ্রীরতিলাল মেহ্তা।

# বর্তমান খণ্ডের ভূমিকা

এই খণ্ডে গান্ধীজীর জীবনের একেবারে গোড়ার দিকের কথা দেওয়া হইয়াছে। সেই জন্য এই কাজ সম্পাদকদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কঠিন হইয়াছে। এই সময়ের শেষের দিকে, আর এই শেষের অংশটিই ছিল অধিকতর কর্মময়, গান্ধীজী বিদেশে ছিলেন। ইংলণ্ডে ছিলেন ছাত্রহিসাবে, এবং পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান প্রথমে ব্যবহারজীবী হিসাবে। এজন্য এই সময়কার মূল উপাদান-গুলি প্রধানত এই দুই দেশে পাওয়া যায়।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এই সময় সংক্রান্ত কিছু কিছু উপাদান গান্ধীজী রক্ষা করেন এবং ভারতে লইয়া আসেন। সেগুলি হইল তাঁহার চিঠিপত্রের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত কার্বন-প্রতিলিপি, চিঠি এবং স্মারকলিপির হাতে-লেখা খসড়া, তাঁহার প্রচারিত টাইপ-করা বা ছাপা আবেদনপত্র ও পুস্তিকা, দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদপত্রের কাটা টুকরা, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কয়েকখানি সরকারী বিবরণী-পুস্তিকা (ব্লু বুক) যাহাতে তাঁহার কোন কোন চিঠি, আবেদন ও বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল।

গান্ধীজী অবশ্য তাঁহার সব লেখা রক্ষা করেন নাই। হিন্দুধর্মের মূল কথা লইয়া তিনি এক প্রামাণিক নিবন্ধ রচনা করেন। তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া তাঁর **সত্যাগ্রহ ইন্ সাউথ্ আফ্রিকা** (১৯৫০, পৃঃ ২৪২), দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ, পুস্তকে তিনি বলেন : "জীবনে এরূপ অনেক জিনিস আমি ফেলিয়া দিয়াছি বা পোড়াইয়া ফেলিয়াছি। সেগুলি রক্ষা করা প্রয়োজন মনে হয় নাই অথবা আমার কার্যক্ষেত্রের পরিসর বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া সেগুলি আমি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। সেজন্য আমি দুঃখিত নই। তাহা রক্ষা করিতে গেলে বোঝা বাড়িয়া যাইত, খরচ হইত বিস্তর। সেগুলি রাখিবার জন্য দেরাজ ও বাক্স রাখিতে হইত। আমি দারিদ্র-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি. আমার পক্ষে তাহা চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইত।"

আমাদের জন্য সহকারী গবেষকগণ লণ্ডন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় সরকারী ও বেসরকারী যে সকল নথিপত্র পাওয়া যায় তাহা হইতে উপাদান-সংগ্রহের কাজ করিতেছেন। ফলে, গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সঙ্গে করিয়া যে উপাদান আনিয়াছিলেন তাহার সহিত আরও নূতন উপাদানের যোগ হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আনীত উপাদানের মধ্যে কতকগুলি আবেদনপত্র ও স্মারকলিপি আছে। গান্ধীজী ভারতীয়দের পক্ষ হইতে সেগুলি পেশ করেন। সেগুলিতে তিনি নামসই করেন নাই, ভারতীয়দের প্রতিনিধিস্থানীয় নেতৃবর্গ

সই করেন, অথবা, বলা যায়, নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস কিংবা ট্রান্‌স্‌ভাল ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাগণ সই করেন। সেগুলির মুসাবিদা যে গান্ধীজীই করেন, তাহা তাঁর ১৮৯৫-এর ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠিতে (এই খণ্ডে প্রকাশিত, পৃঃ ২৩৭) তাঁহার নিজের বিবৃতি হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়। বিবৃতিতে তিনি বলেন, "কতকগুলি দরখাস্ত মুসাবিদা করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ-ভাবে আমার উপরেই রহিয়াছে।" ১৮৯৪-এর জুলাই মাসে লর্ড রিপনের নিকট যে আবেদন পাঠান হয় সেই সম্পর্কে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ আবেদনে অন্য লোক স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, গান্ধীজী করেন নাই। এই বিষয়ে তিনি *দি স্টোরি অব্‌ মাই এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্‌স্‌ উইথ্‌ ট্রুথ্‌*-এ (১৯৫৬, পৃঃ ১৪২) লিখিয়াছেন; "এই আবেদনের মুসাবিদা করিতে আমাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়। এই বিষয় সম্পর্কে যত কিছু বইপত্র পাওয়া যায় সবই আমি পড়িয়া-ছিলাম।"

যদিও গান্ধীজী ১৮৯৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসর নাটালে বাস করেন তবুও দক্ষিণ আফ্রিকা রিপাব্‌লিক বা ট্রান্‌স্‌ভালের—রিপাবলিকেরই নাম পরে ট্রান্‌স্‌ভাল হয়—কতকগুলি আবেদনপত্র এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই আবেদনপত্রগুলি গান্ধীজীর লেখা বলিয়া ধরিয়া লইবার কারণ এই যে, তিনি তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম বৎসর, অর্থাৎ ১৮৯৩ ও ১৮৯৪-এর কিছুকাল, ট্রান্‌স্‌ভালের রাজধানী প্রিটোরিয়ায় অতিবাহিত করেন এবং ঐ সময়ে তথাকার ভারতীয়গণ ও তাহাদের সমস্যাবলীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তাঁর আত্মজীবনীতে (পৃঃ ১২৭) তিনি লিখিয়াছেন : "...প্রিটোরিয়ায় তখন এমন কোন ভারতীয় ছিল না যাহাকে আমি জানিতাম না বা যাহার অবস্থার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না।" তিনি আরও বলেন (পৃঃ ১২৬), যে তিনি সেখানে একটি সমিতি গঠন করিয়াছিলেন, "ভারতীয় অধিবাসীদের দুঃখকষ্টের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট আবেদন করিবার জন্য। এবং আমি যতদূর সম্ভব আমার সময় ও শ্রম সমিতির কাজে নিয়োগ করিব এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম।" যদিও ইহার পরে তিনি নাটালে কাজ করেন তথাপি ইহা খুবই সম্ভব যে ট্রান্‌স্‌ভালের ভারতীয়েরা আবেদনের মুসাবিদা করিবার জন্য তাঁহাকে গিয়া ধরিত। নাটাল বা ট্রান্‌স্‌ভাল, যেখানেই থাকুন না কেন, সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যার বিষয়ে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল এবং সর্বদাই তিনি অরেঞ্জ্‌ ফ্রী স্টেট, কেপ কলোনি প্রভৃতি দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য স্থানের ও এমন কি রোডেসিয়ার ভারতীয়দের সমস্যা লইয়াও লেখালেখি করিতেন, যদিও এই সকল স্থানে তিনি অবস্থান করেন নাই।

একথা অবশ্য বলিতে হইবে যে, ভারতীয়েরা যে-সকল আবেদন পেশ করিয়াছিলেন তার সবগুলির মুসাবিদাই গান্ধীজী করেন নাই; কতকগুলি

গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইবার পূর্বেই পেশ করা হইয়াছিল। বোঝা যায়, ইয়োরোপীয় আইনজীবীগণ, আইন-ব্যবসায়ী হিসাবে, উহাদের জন্য ঐ আবেদনগুলির মুসাবিদা করেন। তবুও, ইহা খুবই সম্ভব যে একবার যখন গান্ধীজী ওখানে গিয়া পড়িলেন এবং ভারতীয়দের সমস্যায় গভীরভাবে মন দিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাকে দিয়া তাহাদের আবেদনের মুসাবিদা করাইয়া লওয়াই নিয়ম হইয়া দাঁড়াইল। শ্রীছগনলাল গান্ধী ও শ্রীপোলকেরও এই অভিমত। ইঁহারা প্রায় ১৯০৪ হইতে গান্ধীজীর সঙ্গে কাজ করিতে আরম্ভ করেন এবং গান্ধীজী যতদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন, ততদিন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

আরও দুইখানি দলিল এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, যদিও তাহাতে গান্ধীজীর স্বাক্ষর নাই। একখানি হইল নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস-এর সংবিধান, আর একখানি উহার প্রথম কার্যবিবরণী। গান্ধীজী নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহার প্রথম সেক্রেটারি ছিলেন। গান্ধীজীর স্বহস্তলিখিত ঐ সংবিধানের একখানি খসড়া পাওয়া গিয়াছে।

যে সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায়, গান্ধীজী প্রথম যে আবেদনের মুসাবিদা করেন তাহা হইল ১৮৯৪-এর জুন মাসে। তাহার পর হইতে, মনে হয়, পর পর দ্রুতগতিতে তিনি একটির পর আর একটি আবেদন লিখিয়া যান। তাঁর কর্মজীবনের এই সময়ে তিনি অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে সত্য ঘটনা প্রকাশ করিবার এবং যুক্তিতর্কের সাহায্যে মানুষের বিচারশক্তি ও বিবেকের নিকট মর্মস্পর্শী আবেদন করিবার পদ্ধতি অবলম্বন করেন। বারো বৎসর ধরিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় এই পদ্ধতির পরীক্ষা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, কায়েমী স্বার্থ যখন যুক্তিতর্কে কর্ণপাত করিতে নারাজ হয় তখন **সত্যাগ্রহ** বা কোন রকমের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রয়োজন হয়।

পাঠকদের স্মরণ রাখা দরকার যে, এই খণ্ডে যে সময়ের কথা বলা হইয়াছে গান্ধীজীর বয়স তখন মাত্র বিশের কোঠায়। তাঁর লেখা ও বক্তৃতায় আশ্চর্য রকমের সংযম ও ধীরতা, অটল সত্যনিষ্ঠা, এবং প্রতিপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি পূর্ণ সুবিচার করিবার ইচ্ছার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিশেষ গুণগুলি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহাতে বর্তমান ছিল।

১৮৯৩ হইতে ১৯১৪ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর কর্ম সম্পর্কে সাধারণভাবে তথ্য জানিবার জন্য, দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানগত ব্যবস্থার বিষয়ে একটি মন্তব্য, দক্ষিণ আফ্রিকার একটি ঘটনাপঞ্জী, একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং নাটালের একটি ও দক্ষিণ আফ্রিকার একটি, এই দুইটি মানচিত্র দেওয়া হইল।

এই গ্রন্থাবলীর বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়া ইহাতে গান্ধীজীর সংক্ষিপ্ত

জীবনী দেওয়া হইবে না—তবে গান্ধীজীর জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া এই খণ্ডে বর্ণিত ঘটনাবলীর শেষ তারিখ পর্যন্ত তাঁহার জীবন ও কর্মের একটি পরিলেখ, সময় হিসাবে পর পর সাজান ঘটনাপঞ্জীতে পাঠকগণকে দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই খণ্ডের মালমসলার জন্য আমরা নিউ দিল্লির গান্ধী স্মারকনিধির নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহাদের গ্রন্থাগার ও জাদুঘরে বিস্তর প্রয়োজনীয় পুস্তক, গান্ধীজীর চিঠিপত্রের ফটোস্ট্যাট-প্রতিচিত্র, এবং অনেক অপ্রকাশিত চিঠিপত্র, তাঁহারা আমাদের স্বচ্ছন্দে দেখিতে দিয়াছেন। আমেদাবাদের সবরমতি আশ্রম প্রিজার্ভেসন ও মেমোরিয়াল ট্রাস্টের নিকটও আমরা ঋণী। দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদপত্রের কাটা টুকরা (কাটিং), সেখানকার সরকারী পুস্তিকা (ব্লু বুক), গান্ধীজীর চিঠিপত্র, সেখানে গান্ধীজী মাঝে মাঝে যে সকল জিনিস প্রচার করেন, সেই সমস্ত মূল্যবান উপাদান তাঁহারা আমাদের দেখিতে দিয়াছেন।

লণ্ডনের কলোনিয়াল অফিস, ব্রিটিশ মিউজিয়ম এবং লণ্ডন ভেজিটেরিয়ান সোসাইটির অফিস, আমাদের লণ্ডনের সহকারীকে, তাঁহাদের গ্রন্থাগার ও দফতরখানায় আমাদের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহের জন্য অনুসন্ধান চালাইতে দিয়াছেন। তাঁহারাও আমাদের ধন্যবাদভাজন।

মালমসলা সংগ্রহের সুযোগ দিবার জন্য কলিকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি এবং কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের সংবাদপত্রগুলির নিকটও আমরা বাধিত।

আমেদাবাদের গুজরাট বিদ্যাপীঠ গ্রন্থালয়, এ. আই. সি. সি. গ্রন্থাগার, নিউ দিল্লির ইণ্ডিয়ান কাউন্‌সিল অব্ ওয়ার্ল্‌ড্ এফেয়ার্‌স্-এর পুস্তকালয়, দিল্লি ইউনিভার্‌সিটি গ্রন্থালয় (আফ্রিকাবিষয়ক অধ্যয়নের বিভাগ), দিল্লি এবং বোম্বাই-এর ইউ. এস্. আই. এস্. গ্রন্থাগারগুলি এবং বোম্বাই-এর এসিয়াটিক সোসাইটি ও ইউনিভার্‌সিটির গ্রন্থালয়—ইঁহারা আমাদের তথ্যসংগ্রহ করিবার সুযোগ দিয়াছেন। তাঁহাদের নিকটও আমরা কৃতজ্ঞ।

এখানে যে আলোকচিত্রগুলি দেওয়া হইল তাহার একখানির জন্য আমরা **মহাত্মার** প্রকাশকদের নিকট এবং যে ফটোস্ট্যাট-প্রতিচিত্রগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহার জন্য আমরা গান্ধীস্মারকনিধির নিকট ঋণী।

# দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যার ঐতিহাসিক পটভূমিকা

১৮৯৩-এ যখন গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় যান তখন সে দেশে চারটি উপনিবেশ ছিল—নাটাল, কেপ, ট্রান্স্ভাল এবং অরেঞ্জ্ ফ্রী স্টেট।

আজব কাহিনীর দেশ ভারতবর্ষে পৌঁছিতে গিয়া একান্ত আকস্মিক ভাবে যাহারা দক্ষিণ আফ্রিকা আবিষ্কার করিয়া বসে, সেই সকল ইউরোপীয়দের বংশধরেরা এই উপনিবেশগুলি শাসন করিত। তাহারা এখানে বসবাস করে এবং প্রথমে পূর্বদেশে যাইবার মধ্যপথবর্তী সুবিধাজনক বাসস্থান হিসাবে এবং পরে আপন দেশ বলিয়া এই স্থানের উন্নতিসাধন করে।

যে সকল শ্বেতজাতি ১৮৯৩-এ এই দেশে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তাহারা হইল ওলন্দাজ বা বুওর এবং ব্রিটিশ, ব্রিটিশেরা নাটাল ও কেপ-এ এবং বুওরেরা ট্রান্স্ভাল ও অরেঞ্জ্ ফ্রী স্টেট-এ। ব্রিটিশ আসিবার পূর্বে প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া ওলন্দাজেরা ওখানে এক রকম একচ্ছত্র আধিপত্য করিয়াছিল। ব্রিটিশেরা তাহাদের নিকট হইতে ১৮০৬-এ কেপ ও ১৮৪৩-এ নাটাল কাড়িয়া লয়। তখন ওলন্দাজদের অনেকেই দেশের অভ্যন্তর ভাগে চলিয়া যায় এবং ট্রান্স্ভাল ও অরেঞ্জ্ ফ্রী স্টেট অধিকার করিয়া লয়। অবশ্য অনেক ব্রিটিশ ওলন্দাজ-রাজ্যে এবং অনেক ওলন্দাজ ব্রিটিশ-রাজ্যে বসবাস করিতে থাকে। উভয়পক্ষই দেশে প্রাধান্য চাহিত বলিয়া এই দুই জাতিতে নিয়ত দ্বন্দ্ব লাগিয়াই থাকিত। এই দ্বন্দ্ব বাড়িতে বাড়িতে শেষ পর্যন্ত বুওর-যুদ্ধে (১৮৯৯-১৯০২) পরিণত হয়। এই যুদ্ধের ফলে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। ব্রিটিশেরা প্রকাশ্যে বলিত যে ওলন্দাজ-অধিকারে প্রধানত ব্রিটিশ ও ভারতীয় অধিবাসীদের জন্য ন্যায্য অধিকার আদায় করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা যুদ্ধে নামিয়াছিল।

গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকা পৌঁছিবার সময়ে চারটি উপনিবেশই স্বাধীন ও স্বস্বপ্রধান ছিল এবং প্রত্যেকেই নিজস্ব কর্মনীতি অনুসরণ করিয়া চলিত। এই সময়ে লণ্ডনের ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট নিজ প্রজাদের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য এই উপনিবেশগুলিতে আপন প্রতিনিধি রাখিত এবং ঔপনিবেশিক গভর্মেণ্টগুলির কর্মনীতি কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিত। কিন্তু পরে ১৯১০-এ যখন এই উপনিবেশগুলি একযোগে ব্রিটিশ পতাকার অধীনে ইউনিয়ন গভর্মেণ্ট অব্ সাউথ আফ্রিকা গঠন করিল এবং পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ করিল তখন ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট উহাদের সম্পর্কে এবং সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্মেণ্টের সম্পর্কেই হস্তক্ষেপ না করার নীতি অবলম্বন করিল। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ

গভর্মেণ্টের যুক্তি হইল এই যে, ডোমিনিয়ান হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিটিশ গণতন্ত্রের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসনশীল রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ায় সে এখন স্বাধীনভাবে আপন ইচ্ছানুসারে নিজ কার্যের ব্যবস্থা করিতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার এশিয়াবাসী প্রজাগণের অভাব-অভিযোগের বিষয় এখন ইউনিয়ন অব্ সাউথ আফ্রিকার স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেল-এর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রসংক্রান্ত কর্মনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করিবার ক্ষমতা ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের আর থাকিল না। কিন্তু গান্ধীজী যতদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন তার বেশির ভাগ সময়েই অবস্থা এরূপ ছিল না।

দেশে কৃষির উন্নতির জন্য এবং খনিজ সম্পদ কাজে লাগাইবার জন্য এই সকল উপনিবেশের শ্বেতকায় অধিবাসীদের শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল। তাহারা দেখিল, আফ্রিকার লোকেরা একটানা কাজ করিতে অভ্যস্ত নয় এবং শ্রমিক-হিসাবে তাহারা নির্ভরযোগ্যও নয়, কারণ তাহারা জমি হইতে যাহা উৎপন্ন করিত তাহাতেই জীবনধারণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিত; তাহাদের অনেকেরই মজুরি লইয়া কাজ করিবার আগ্রহ ছিল না। সেইজন্য এই ব্রিটিশ উপনিবেশ-গুলি ভারতের ব্রিটিশ শাসনকর্তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিল যে, চুক্তির অধীনে ভারতীয় শ্রমিকদের দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠাইতে হইবে। এইরূপ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের প্রথম দল ১৮৬০-এ দক্ষিণ আফ্রিকায় যায়। চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে তাহারা ভারতে ফিরিতে পারিত বা আবও পাঁচ বৎসরের জন্য নূতন চুক্তি কবিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিতে পারিত, কিংবা গভর্মেণ্টের নিকট হইতে নির্দিষ্ট জমি বরাদ্দ লইয়া স্বাধীন নাগরিক হিসাবে স্থায়ীভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করিতেও পারিত। ভারতে ফিরিতে যে জাহাজ-ভাড়া লাগিত সেই মূল্যের জমি তাহারা পাইত।

এই শ্রমিকেরা সাধারণত ভারতের অত্যন্ত দরিদ্র ঘব হইতে আসিত। ইহারা স্বাস্থ্যবিধিপালনে অনভ্যস্ত ও অনেক বিষয়ে পশ্চাৎপদ ছিল। ইহাদের প্রয়োজননির্বাহের জন্য অচিরেই ইহাদের পিছনে পিছনে ব্যবসায়ীবা আসিয়া জুটিল। ইহাই হইল দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় অধিবাসীগণের বসতির আদি কথা।

১৮৬৯-এ, এরূপ শ্রমিকদের ভারত হইতে পুনরায় দেশান্তরে পাঠাইবার চুক্তি আবার নূতন করিয়া করার আগে, ভাবত গভর্মেণ্ট স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেন যে, চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে শ্রমিকেরা অপবের সহিত সমান মর্যাদা ভোগ করিবে এবং আইনগত বা শাসনগত কোন পার্থক্যের অধীন হইবে না। নাটাল গভর্মেণ্ট এরূপ ভারতীয় শ্রমিক চাহিয়াছিল। তাহারা ভারত গভর্মেণ্টের এইরূপ ব্যবস্থায় সম্মত হয় এবং পরে ১৮৭৫-এ লণ্ডনে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট এই ব্যবস্থার অনুমোদন করে। তাছাড়া, ব্রিটিশ রানী, ১৮৫৮-র ঘোষণায়,

প্রতিশ্রুতি দেন, "আমাদের ভারত-রাজ্যের অধিবাসীগণ, আমাদের অন্য সকল প্রজার মত" সমান অধিকার ভোগ করিবে।

ওলন্দাজেরা কিন্তু বরাবরই ভারতীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করিতে দিতে অনিচ্ছুক ছিল। তাহারা চাহিত, দক্ষিণ আফ্রিকায় এশিয়ার শ্রমিকদের (তাহার মধ্যে চীনা শ্রমিকও ছিল) একটা নির্দিষ্ট কালের জন্য আনা হইবে এবং সেই কাল উত্তীর্ণ হইলেই তাহাদের ফেরত পাঠান হইবে। তাহাদের উপনিবেশ কেবলমাত্র শ্বেত-উপনিবেশ হইবে আর সেখানে আফ্রিকাবাসীরা একটা নির্দিষ্ট এলাকায় আবদ্ধ থাকিবে—ইহাই তাহারা চাহিত।

স্থানীয় ব্রিটিশদেরও ঐরূপ ইচ্ছাই ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের মত তাহারাও দেখিল যে কৃষি ও ব্যবসায়ে ভারতীয়েরা তাহাদের দুর্দম প্রতিদ্বন্দ্বী। ভারতীয় কৃষকেরা সেখানে নূতন শাকসবজি ও ফলের প্রবর্তন করিয়াছিল এবং সেগুলি কম খরচে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিত। তাহাতে শ্বেতকায় কৃষকের উৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্য কমিয়া গিয়াছিল। ভারতীয় ব্যবসায়ী কম খরচে জীবনযাপন করিত, সরঞ্জাম ও কর্মচারীর জন্য ব্যয় প্রায় করিতই না, এবং সহজেই ব্রিটিশ ও ওলন্দাজ ব্যবসায়ীদের অপেক্ষা কম দামে জিনিসপত্র বিক্রয় করিতে পারিত। সুতরাং শ্বেতকায়দের আশঙ্কা দাঁড়াইল যে, ভারতীয়দের সেখানে অবাধে প্রবেশ করিতে দিলে এবং স্বচ্ছন্দে ভূমি বা ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে দিলে শ্বেতকায়েরা ভাসিয়া যাইবে।

এই কারণে ভারতীয়দের উপর অনেক বাধানিষেধ আরোপ করা হইল। এগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম হইল ওলন্দাজ-রিপাবলিক ট্রান্‌স্‌ভালের ১৮৮৫-র তিন আইন। এই আইনে ঘোষণা করা হইল যে, এশিয়াবাসীরা ওলন্দাজ নাগরিকের অধিকার পাইবে না। ইহাতে আদেশ করা হইল যে "স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত কারণে" ভারতীয়েরা, তাহাদের জন্য বিশেষ করিয়া নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র অঞ্চলে অবস্থান করিবে, ঐ অঞ্চলগুলি ব্যতীত অন্য স্থানে তাহারা স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে না, এবং ব্যবসার জন্য যাহাদের অন্যত্র যাইতে হইবে তাহাদের টাকা দিয়া নাম রেজিস্ট্রি করিতে হইবে ও লাইসেন্স্ বা অনুজ্ঞাপত্র লইতে হইবে।

ইহার দ্বারা অবশ্য, ১৮৮৪-তে লণ্ডনে ইংলণ্ডের রানী ও ট্রান্‌স্‌ভালের ওলন্দাজ রিপাব্‌লিক-এর মধ্যে সম্পাদিত অঙ্গীকারপত্রের চতুর্দশ ধারাকে নির্লজ্জভাবে অস্বীকার করা হইল। ঐ অঙ্গীকারপত্রে ঘোষণা করা হয় যে "আফ্রিকার আদিম অধিবাসী ব্যতীত অন্য" সকল লোক ট্রান্‌স্‌ভাল রিপাব্‌লিকের যে কোন স্থানে প্রবেশ করিতে, ভ্রমণ করিতে, বসবাস করিতে, ও সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে এবং তাহাদিগকে ওলন্দাজ নাগরিকদের উপর ধার্য কর ব্যতীত অতিরিক্ত অন্য কোন কর দিতে হইবে না। ঐ উপনিবেশে

বসবাসকারী ব্রিটিশ প্রজাদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য ট্রান্স্ভালে ব্রিটিশ হাই কমিশনার ছিলেন। কিন্তু, ট্রান্স্ভালের শ্বেতকায়গণ, ওলন্দাজই হউক আর ব্রিটিশই হউক, উপনিবেশের উপর "এশিয়াবাসীদের আসন্ন আক্রমণ"-এর রব তুলিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিল। তাহাদের আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ হাই কমিশনার ব্রিটেনের গভর্মেণ্টকে এই আইনের বিরোধিতা না করিবার পরামর্শ দিলেন। তাহার ফলে লণ্ডনে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট ঘোষণা করিল যে, তাহারা এই ভারতীয়-বিরোধী আইন সম্পর্কে কোন আপত্তি তুলিবে না।

অন্যান্য ব্রিটিশ প্রজার সহিত ভারতীয়েরা সমান অধিকার ভোগ করিবে এই মর্মে ব্রিটিশ ইম্পিরিয়াল গভর্মেণ্টের আগেকার ঘোষণাবাণী সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সম্পর্কে ইম্পিরিয়াল গভর্মেণ্টের নীতি এইভাবে উলটাইয়া গেল। ইহার ফলে শুধু ওলন্দাজ-ট্রান্স্ভালে নয়, ব্রিটিশ-নাটালেও, অবরোধমুক্ত বন্যাপ্রবাহের মত ভারতীয়দের স্বার্থবিরোধী বৈষম্যমূলক আইন-কানুন তৈরির পথ উন্মুক্ত হইয়া গেল; এবং তাহা এমন সময়ে হইল যখন দক্ষিণ আফ্রিকার, ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ, উভয় অঞ্চলেই আপন প্রজাদের রক্ষা করিবার পূর্ণ কর্তৃত্ব ইম্পিরিয়াল গভর্মেণ্টের ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বত্র জাতিগতভাবে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ চলিতে লাগিল—ট্রেন, বাস্, স্কুল, হোটেল সর্বত্র। অনুমতিপত্র ব্যতীত তাহাদের এক উপনিবেশ হইতে অন্য উপনিবেশে যাইতে দেওয়া হইত না। ব্রিটিশ উপনিবেশ নাটালে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ভারতীয় বাস করিত। সেখানে ১৮৯৪-এ ভারতীয়দের মর্যাদা হ্রাস করিবার জন্য এবং তাহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার-পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি কবার উদ্দেশ্যে তাহাদের ভোটাধিকার হরণ করিয়া একটি আইন বিধিবদ্ধ করিবাব চেষ্টা চলিতে লাগিল।

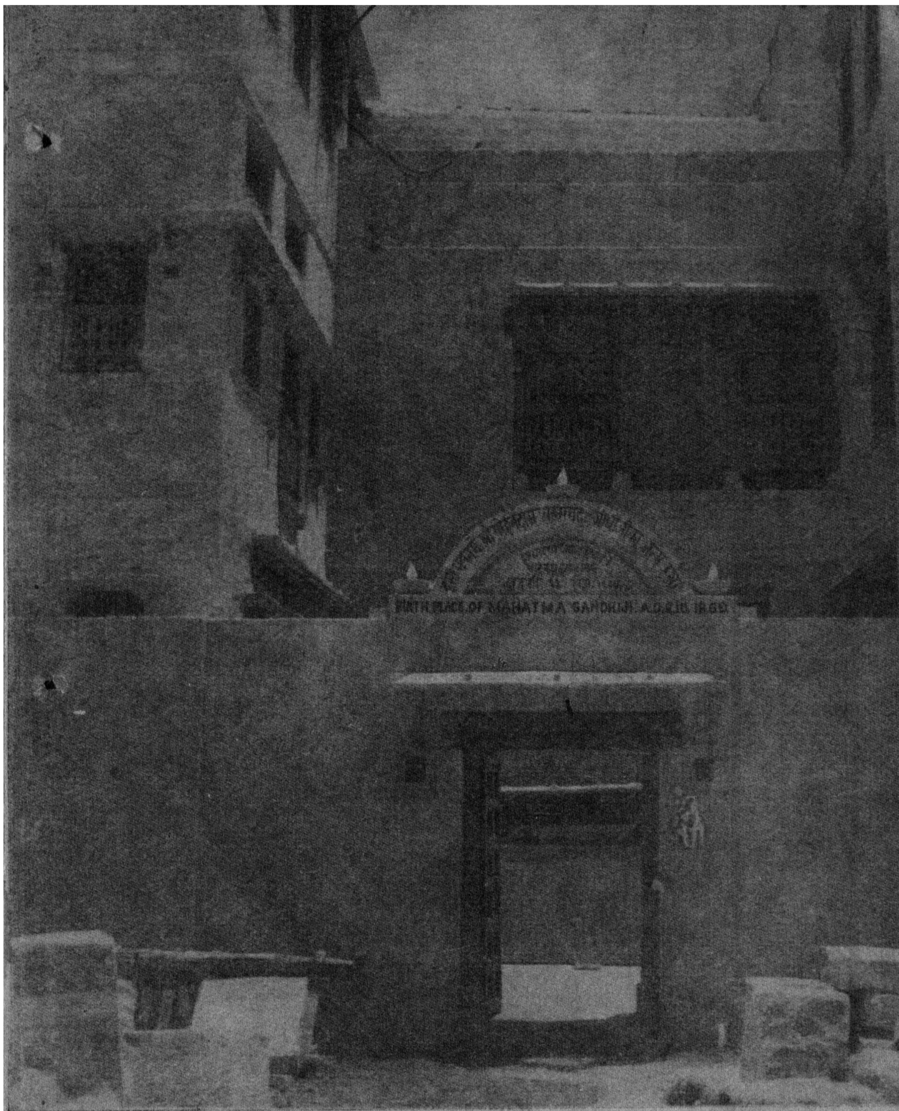
গান্ধীজী ১৮৯৩-এর মে মাসে আইনজীবী হিসাবে ব্যবসায়ের কাজে দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়াছিলেন। আইনসংক্রান্ত সেই কাজ শেষ হইলে ১৮৯৪-এ তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়িয়া যাইবেন এমন সময়ে সংবাদপত্রে তিনি এই আইন সম্বন্ধে উল্লেখ দেখিলেন। সেখানে তাঁহার স্বদেশবাসীরা অধিকাংশই অশিক্ষিত ছিলেন। তাঁহাদের পক্ষে এই আইনের ফলাফল কি দাঁড়াইবে, গান্ধীজী এ কথা বুঝাইয়া দিলে, তাঁহারা তাঁহাকে সেখানে থাকিয়া তাঁহাদের সাহায্য করিতে সম্মত করাইলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের এই আইন হইতে উদ্ধার করিবার, এবং তাহাদের অন্যান্য অভিযোগের প্রতিকার করিবার কাজে তিনি একুশ বৎসরেরও অধিক কাল অর্থাৎ ১৯১৪ পর্যন্ত সেদেশে রহিয়া গেলেন।

# সূচি

## ছবি



## মানচিত্র




পোরবন্দরে যে বাড়িতে গান্ধীজী জন্মগ্রহণ করেন



রাজকোটের এলফ্রেড হাই স্কুল, গান্ধীজী এখানে ছাত্র ছিলেন

## ১. পিতার নিকট পত্র

গান্ধীজীর সকলের আগেকার একখানি চিঠির উল্লেখ এইখানে আছে। মূল চিঠিখানি পাওয়া যায় নাই বলিয়া তাঁহার আত্মজীবনীতে তিনি নিজে ইহার সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহার বয়স যখন পনেরো বৎসর তখন তাঁহার ভাইয়ের এক সামান্য দেনা শোধ করিবার জন্য তিনি তাহার বাজু হইতে এক টুকরা সোনা কাটিয়া লইয়াছিলেন। নিজের এই কাজে তিনি এত মর্মাহত হন যে পিতার নিকট অপরাধ স্বীকার করিবেন, স্থির করেন। পিতার নীরব অশ্রুবর্ষণের ভিতর দিয়া তিনি তাঁর ক্ষমা লাভ করেন। ঘটনাটি তাঁহার মনে স্থায়ী রেখাপাত করে। গান্ধীজীর নিজের কথায়, পিতার এই দৃষ্টান্ত হইতে তিনি অহিংসার শক্তিসম্বন্ধে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেন।

[ ১৮৮৪ ]

এক টুকরা কাগজে আমি ইহা লিখিলাম এবং নিজেই তাঁহার হাতে দিলাম। এই ছোট চিঠিখানিতে আমি শুধু আমার অপরাধই স্বীকার করি নাই, অপরাধের যথাযোগ্য শাস্তিও প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমার দোষের জন্য তিনি যেন নিজেকে সাজা না দেন এই অনুরোধ করিয়া আমি চিঠি শেষ করি। ভবিষ্যতে আর কখনও চুরি করিব না, এই অঙ্গীকারও করিয়াছিলাম।

দি স্টোরি অব্ মাই এক্স্পেরিমেণ্ট্স্ উইথ্ ট্রুথ, ১৯৫৬, পৃঃ ২৭

## ২. রাজকোটের এলফ্রেড হাই স্কুলে

এইটি সম্ভবত গান্ধীজীর প্রথম বক্তৃতা। ১৮৮৮-র ৪ঠা জুলাই ব্যারিস্টারি পড়িবার জন্য যখন তিনি ইংলণ্ড রওনা হইতেছিলেন, তখন রাজকোটের এলফ্রেড হাইস্কুলের সহপাঠীগণ তাঁহাকে যে বিদায়-সংবর্ধনা দেয় তাহাতে এই বক্তৃতা করা হয়। আত্মজীবনীতে (অটোবায়োগ্রাফি) তিনি বলিয়াছেন : “আমি ধন্যবাদ জানাইয়া কয়েকটি কথা লিখিয়া লইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা ভাল করিয়া পড়িতেই পারি নাই। মনে আছে, যেমন আমি তাহা পড়িতে উঠিলাম, আমার মাথা কেমন ঘুরিতে লাগিল এবং সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল।” (পৃঃ ৩৯) গান্ধীজীর বয়স তখন ১৮ বৎসর। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

জুলাই ৪, ১৮৮৮

আমি আশা করি আপনারা আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন এবং ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনারা ভারতবর্ষে প্রাণ ঢালিয়া নানা গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের কাজ করিবেন।

[গুজরাটী হইতে]

কাথিয়াওয়াড় টাইম্‌স্‌, ১২ ৭-৮৮

## ৩. লক্ষ্মীদাস গান্ধীর নিকট লিখিত পত্র

লণ্ডন,
নভেম্বব ৯, ১৮৮৮, শুক্রবাব

শ্রদ্ধাস্পদেষু

দাদা, দুই তিন সপ্তাহ হইল আপনার কোন চিঠি না পাইয়া দুঃখিত আছি। আমার নিকট হইতে কোন পত্রাদি না পাওয়ায় বোধ হয় আপনি এইরূপ চুপ করিয়া আছেন। কিন্তু লণ্ডনে পৌঁছিবার আগে আমার পক্ষে চিঠি ডাকে দেওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু সেই কারণে আপনি আমাকে চিঠি দিবেন না ইহা আশ্চর্যের বিষয় বটে। আমি বাড়ি হইতে অনেক দূরে আছি। তাই একমাত্র চিঠির মারফতে আমাদের দেখা হইতে পারে। চিঠি না পাইলে আমি খুবই উদ্বিগ্ন হই। অতএব প্রতি সপ্তাহে একখানি করিয়া পোস্ট কার্ড অবশ্য অবশ্য ডাকে দিবেন। আপনি আমার ঠিকানা পাইয়া না থাকিলে আমি উদ্বিগ্ন হইতাম না। কিন্তু আমার দুঃখ এই যে, দুইখানি চিঠি লেখাব পব আপনি লেখা বন্ধ করিয়াছেন। গত মঙ্গলবার আমি ইনার টেম্প্‌ল্‌-এ যোগ দিয়াছি। আগামী সপ্তাহে আপনার নিকট হইতে খবর পাইবার পব আমি সবিস্তারে চিঠি লিখিব। এখানে এখন কনকনে শীত, কিন্তু এরূপ খারাপ আবহাওয়া সাধারণত বেশী দিন থাকে না। এত শীত হইলেও আমার মাংস ও সুরার দরকার হয় না। এজন্য আমার হৃদয় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া যায়। আমি খুব ভাল আছি। মা আর বৌদিদিকে আমার প্রণাম জানাইবেন।

ডি জি তেণ্ডুলকর : মহাত্মা, ১ম খণ্ড; মূল গুজবাটীব ফটোস্ট্যাট-প্রতিচিত্র হইতে।

# ৪. লণ্ডন দিনলিপি হইতে

গান্ধীজীর আত্মীয় ও সহকর্মী শ্রীছগনলাল গান্ধী ১৯০৯-এ যখন প্রথমবার লণ্ডনে যাইতেছিলেন, তখন গান্ধীজী তাঁহার লণ্ডন দিনলিপিখানি ছগনলালকে দেন। গান্ধীজী ভাবিয়াছিলেন দিনলিপি ছগনলালের ভাল লাগিবে ও কাজে আসিবে।

দিনলিপিটি ১২০ পৃষ্ঠা ভরিয়া লেখা। শ্রীছগনলাল ১৯২০-এ ইহা মহাদেব দেশাইকে দেন, কিন্তু দিবার আগে একখানি নোটবইএ নীচের অংশটি হুবহু নকল করিয়া লন। এই অংশটি মূলের প্রায় কুড়ি পৃষ্ঠা জুড়িয়া। বাকী ১০০ পৃষ্ঠা ধারাবাহিক লেখা নয়, ১৮৮৮ হইতে ১৮৯১ পর্যন্ত গান্ধীজীর লণ্ডন-প্রবাসের ঘটনাপঞ্জীমাত্র।

মূল দিনলিপি খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। শ্রীছগনলালের নকলটি তুলিয়া দিতে গিয়া সম্পাদকগণ, যেখানে যেখানে স্পষ্টই বানান-ভুল আছে কেবল সেইগুলির সংশোধন করিয়াছেন, বিরাম-চিহ্ন যোগ করিয়াছেন, এখানে-ওখানে দুই একটি কথা বসাইয়া দিয়াছেন, এবং পাঠের সুবিধার জন্য মাঝে মাঝে একটানা লেখাকে অনুচ্ছেদে ভাগ করিয়া দিয়াছেন।

গান্ধীজী ইংরেজীতে এই দিনলিপিটি লেখেন; তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র উনিশ বৎসর। ইংরেজী ভাষার উপর তাঁহার দখল তখনও পুরাপুরি হয় নাই। তাঁহার ইংরেজী লেখা তখন ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিতেছে।

লণ্ডন
নভেম্বর ১২, ১৮৮৮

লণ্ডনে আসিবার ইচ্ছা কেমন করিয়া হইল? এপ্রিলের শেষের দিকে ইহার সূত্রপাত হয়। পাঠের উদ্দেশ্যে লণ্ডনে আসার ইচ্ছা মনে ঠিকমত অঙ্কুরিত হওয়ার আগে, লণ্ডনে আসিয়া সে দেশ জানিয়া কৌতূহল মিটাইব এইরূপ একটা গোপন অভিপ্রায় আমার ছিল। ভবনগরে যখন আমি কলেজে পড়িতেছিলাম তখন জয়শঙ্কর বাক্-এর সহিত আমার কথাবার্তা হয়। এই কথাবার্তার সময় সে আমাকে, আমি সোরাঠের অধিবাসী বলিয়া, লণ্ডন যাইবার জন্য বৃত্তি প্রার্থনা করিয়া জুনাগড় রাজদরবারে আবেদন করিতে পরামর্শ দেয়। সেদিন তাহাকে আমি কি উত্তর দিয়াছিলাম তাহা সম্পূর্ণ স্মরণ নাই। মনে হয়, বৃত্তি পাওয়া অসম্ভব বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল। সেই [ সময় ] হইতে আমার মনে লণ্ডন দেখিবার বাসনা ছিল। সেই বাসনা পূর্ণ করিবার পথ আমি খুঁজিতেছিলাম।

রাজকোটে ছুটিটা আনন্দে কাটাইবার জন্য ১৮৮৮-র ১৩ই এপ্রিল আমি ভবনগর হইতে যাত্রা করিলাম। ছুটির পনেরো দিন কাটিয়া গেলে দাদা আর আমি পাটোয়ারীকে দেখিতে গেলাম। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলে দাদা বলিলেন, “আমরা এইবার মাওজী জোশীকে[১] দেখিতে যাইব।” আমরা তাই গেলাম। প্রথমত মাওজী জোশী জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কেমন আছি। তারপর ভবনগরে আমার পড়াশোনার সম্বন্ধে কয়টি প্রশ্ন করিলেন। আমি সোজাসুজি তাঁকে বলিয়া দিলাম যে, আমার প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় পাস করার কোনও সম্ভাবনা নাই। পাঠ্যবিষয় আমার খুব কঠিন বোধ হইতেছে, তাহাও বলিলাম। এই কথা শুনিয়া তিনি ব্যারিস্টারির যোগ্যতালাভের জন্য যতশীঘ্র সম্ভব আমাকে লণ্ডনে পাঠাইয়া দিতে দাদাকে পরামর্শ দিলেন। তিনি বলিলেন, ইহার জন্য ব্যয় পাঁচ হাজার টাকার বেশী হইবে না।—“কিছু মাষ-কলাইএর ডাল সঙ্গে লইয়া যাইবে, আর সেখানে নিজেই রান্না করিয়া লইবে। তাহা হইলে ধর্মের দিক হইতে অন্য কোন আপত্তি উঠিবে না। তবে এখন একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। একটা বৃত্তি পাইবার চেষ্টা কর। জুনাগড় ও পোরবন্দর দরবারে আবেদন কর। আমার ছেলে কেবলরামের[২] সঙ্গে দেখা কর। আর্থিক সাহায্য যদি না পাও, আর তোমাদের যদি অর্থের অনটন থাকে তবে আসবাবপত্র বেচিয়া ফেল। কিন্তু যে কোন রকমেই হউক মোহন-দাসকে লণ্ডনে পাঠাও। আমি মনে করি, তোমাদের স্বর্গত পিতার সুনাম রক্ষা করার ইহাই একমাত্র উপায়।” মাওজী জোশীর কথায় আমাদের পরিবারের সকলেরই খুব আস্থা। আমার দাদা স্বভাবতই সরলবিশ্বাসী মানুষ ছিলেন। মাওজী জোশীর নিকট তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমাকে লণ্ডনে পাঠাইবেন। সুতরাং এখন আমার এজন্য চেষ্টা করার সময় আসিল।

গোপন রাখিবার জন্য কথা দেওয়া সত্ত্বেও দাদা সেই দিনই কথাটা খুশলভাইকে[৩] বলিয়া ফেলিলেন। সেখানে আমার ধর্ম যদি আমি পালন করিতে পারি তবে অবশ্য ইহাতে তাঁহার অনুমোদন আছে; এই কথাই তিনি জানাইলেন। সেই দিনই মেঘজীভাইকে[৪] ইহা বলা হইল। তিনি তখনই এই প্রস্তাবে পূর্ণ সম্মতি দিলেন এবং আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাহিলেন। তাঁহার কথায় আমার কতকটা বিশ্বাস ছিল। কথাটা যখন আমার মার কাছে বলিলাম তিনি তখন আমাকে সরলবিশ্বাসী বলিয়া তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন, সে সময় যখন আসিবে তখন আমি মেঘজীভাইএর নিকট কোন অর্থ

[১] গান্ধীপরিবারের পুরোহিত, বন্ধু ও পরামর্শদাতা।

[২] কাথিয়াওয়াড়ের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি।

[৩] গান্ধীজীর জ্ঞাতিভ্রাতা (কাজিন) এবং তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকার সহকর্মী ছগনলাল ও মগনলালের পিতা।

[৪] গান্ধীজীর জ্ঞাতিভ্রাতা।

পাইব না, আর সে সময় আসিবেও না।

সেই দিন আমার কেবলরামভাইএর কাছে যাওয়ার কথা ছিল। তদনুযায়ী তাঁর কাছে গেলাম। সেখানে কথাবার্তা সন্তোষজনক হইল না। তিনি অবশ্য আমার উদ্দেশ্যের সমর্থন করিলেন, কিন্তু বলিলেন, “তোমাকে সেখানে অন্তত দশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হইবে।” তাঁহার এই কথায় আমি মনে খুব ধাক্কা খাইলাম। তিনি আরও বলিলেন, “ধর্মবিষয়ে তোমার কোন সংস্কার থাকিলে তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। তোমাকে মাংসাহার করিতে হইবে। সুরাপান করিতে হইবে। তাহা না করিলে তুমি বাঁচিতে পারিবে না। তুমি যত বেশী ব্যয় করিবে ততই চালাক-চতুর হইয়া উঠিবে। বিষয়টি খুব গুরুতর। তাই আমি তোমাকে খোলাখুলি বলিতেছি। অসন্তুষ্ট হইও না; কিন্তু, দেখ, এখনও তোমার খুব কাঁচা বয়স। লণ্ডনে প্রলোভন অনেক, তুমি সহজে ফাঁদে পড়িয়া যাইবে।” তাঁহার সেই কথায় আমি কতকটা ভগ্নোৎসাহ হইলাম। কিন্তু কোন বিষয়ে মন স্থির করিলে সহজে তাহা ছাড়িবার মত লোক আমি ছিলাম না। কেবলরামভাই নিজের কথা বুঝাইবার জন্য মিঃ গোলাম মহম্মদ মুনশীর দৃষ্টান্ত দিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম বৃত্তি পাইবার জন্য তিনি আমাকে কোন সাহায্য করিতে পারেন কিনা। তিনি পারিবেন না বলিলেন। বলিলেন, ইহা ব্যতীত আর যে কোন রকমের সাহায্য তিনি বিশেষ আনন্দের সঙ্গে করিবেন। দাদাকে সব কথা বলিলাম।

স্নেহময়ী মায়ের সম্মতি আদায় করিবার ভার আমার উপর দেওয়া হইল। আমার পক্ষে এ কাজ কঠিন হইবে বলিয়া মনে হইল না। দুই এক দিন পরে দাদা আর আমি মিঃ কেবলরামের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি সে সময়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন, তবু আমাদের সঙ্গে দেখা করিলেন। দুই এক দিন আগে আমার সঙ্গে যেরূপ কথা হইয়াছিল সেই ধরনের কথাই তাঁহার সঙ্গে হইল। তিনি আমাকে পোরবন্দর পাঠাইবার জন্য দাদাকে পরামর্শ দিলেন। দাদা রাজী হইলেন। আমরা তার পর ফিরিয়া গেলাম। ঠাট্টার ছলে মায়ের নিকট কথাটির অবতারণা করিলাম। ঠাট্টা অচিরে বাস্তবে পরিণত হইল। আমার পোরবন্দরে যাওয়ার দিন ঠিক হইল।

দুই তিনবার আমি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু কোন না কোন একটা বাধা আসিয়া জুটিল। একবার জাভেরচাঁদের সঙ্গে যাওয়া ঠিক হইল, কিন্তু যাত্রার এক ঘণ্টা আগে গুরুতর একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। আমার বন্ধু শেখ মহতাবের[১] সঙ্গে আমার সর্বদাই কলহ চলিতেছিল। যাওয়ার দিন আমি সেই কলহের চিন্তায় একেবারে মগ্ন হইয়া ছিলাম। রাত্রিতে আমাদের

১ গান্ধীজীর ছেলেবেলার বন্ধু। কয়েক বৎসর ধরিয়া ইহাকে তিনি সংশোধন করার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য হন নাই।

একটি গানের মজলিস্ ছিল। আমার তাহা তত ভাল লাগিল না। রাত প্রায় সাড়ে দশটায় গান শেষ হইল। আমরা সকলে মেঘজীভাই ও রামিকে দেখিতে গেলাম। পথে, একদিকে লণ্ডন সম্বন্ধে অসম্বন্ধ ভাবনা, অন্য দিকে শেখ মহতাব সম্বন্ধে চিন্তা, ইহাতেই আমি মগ্ন হইয়া রহিলাম। চিন্তামগ্ন অবস্থায় অজ্ঞাতে একটা গাড়ির সঙ্গে আমার ধাক্কা লাগিল। কিছু আঘাত পাইলাম। তবুও কাহারও সাহায্য না লইয়াই আমি চলিতে লাগিলাম। মনে হয়, আমার মাথা বেশ ঘুরিতেছিল। আমরা তারপর মেঘজীভাইএর বাড়িতে প্রবেশ করিলাম। সেখানে আবার অজ্ঞাতে একটা পাথরে ধাক্কা খাইলাম, আঘাতও লাগিল। আমি একেবারে অজ্ঞান হইয়া গেলাম। তারপর কি ঘটিয়াছিল আমার স্মরণ ছিল না। পরে শুনিয়াছিলাম কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠিয়াই আমি সটান মাটিতে পড়িয়া যাই। মিনিট পাঁচেকের জন্য আমাতে আর আমি ছিলাম না। সঙ্গীরা মনে করিলেন আমি মরিয়া গিয়াছি। কিন্তু যে মাটির উপর আমি পড়িয়াছিলাম ভাগ্যক্রমে তাহা চৌরস ছিল। অবশেষে আমার জ্ঞান হইল এবং তাঁহারা সকলে খুশী হইলেন। মাকে আনিতে পাঠান হইল। আমার জন্য মার খুব দুঃখ হইয়াছিল। ইহাতে আমার বিলম্ব হইয়া গেল। আমি কিন্তু তাঁহাদের বলিলাম, আমি বেশ ভাল আছি। কিন্তু তথাপি কেহই আমাকে যাইতে দিতে চাহিলেন না। পরে জানিতে পারিলাম, আমার সাহসী ও স্নেহময়ী মা আমাকে যাইতে দিতে পারেন, কিন্তু তিনি লোকনিন্দার ভয় করিতেছিলেন। শেষকালে অনেক কষ্টে কিছুদিন পরে আমি রাজকোট ছাড়িয়া পোরবন্দর যাইবার অনুমতি পাইলাম। রাস্তায়ও আমার একটু বিপদ ঘটিয়াছিল।

শেষ পর্যন্ত আমি পোরবন্দরে পৌঁছিলাম। সকলে আনন্দিত হইল। আমাকে বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য লালভাই[১] ও কার্সনদাস[২] খাদি-পুলে আসিয়াছিলেন। এখন পোরবন্দরে আমার কাজ হইল পিতৃব্যের (আন্‌ক্‌ল্‌) সম্মতি আদায় করা, দ্বিতীয়ত. মিঃ লেলির[৩] নিকট অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আবেদন করা, আর শেষ রাজ-দরবার হইতে বৃত্তি না পাওয়া গেলে পরমানন্দ-ভাইকে[৪] কিছু অর্থ দিবার জন্য অনুরোধ করা। প্রথমে আমি পিতৃব্যের সঙ্গে দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার লণ্ডনে যাওয়া তিনি পছন্দ করেন কিনা। যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইল। লণ্ডনে গেলে কি কি সুবিধা হইবে স্বভাবতই তিনি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি যথাসাধ্য তাহার বর্ণনা

১ গান্ধীজীর জ্ঞাতিভ্রাতা।

২ গান্ধীজীর বড় ভাই।

৩ ব্রিটিশ এজেন্ট। ইঁনি যুবরাজের নাবালক অবস্থায় পোরবন্দর রাজ্যের কার্য পরিচালনা করিতেছিলেন।

৪ গান্ধীজীর জ্ঞাতিভ্রাতা।

করিলাম। তিনি বলিলেন : "আজকালকার লোকেরা অবশ্য বিলাত যাওয়া খুব ভালই মনে করিবে, কিন্তু আমি ইহা ভাল মনে করি না। তথাপি আমরা এ বিষয়ে পরে বিবেচনা করিব।" এরূপ উত্তরে আমি হতাশ হই নাই। অন্তত এই বুঝিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম, যে, যাহাই হউক, মনে মনে তিনি ইহা পছন্দ করিয়াছেন। আমি যে ঠিকই বুঝিয়াছিলাম, তাঁহার কাজ হইতে তাহা প্রমাণ হইয়াছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে মিঃ লেলি পোরবন্দরে ছিলেন না। একথা খুবই ঠিক যে দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না। যে জেলায় তিনি গিয়াছিলেন সেখান হইতে ফিরিবার ঠিক পরেই তাঁহার ছুটিতে যাইবার কথা ছিল। আমার পিতৃব্য আমাকে পরের রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করিবার পরামর্শ দিলেন। আর বলিলেন, মিঃ লেলি তাহার মধ্যে ফিরিয়া না আসিলে আমাকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিবেন। খুব আনন্দের সঙ্গেই একথা বলিতেছি যে, রবিবারেই তিনি ফিরিয়া আসিলেন। তখন ঠিক হইল, সোমবারেই আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। হইলও তাহাই। জীবনে এই প্রথম একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইল। পূর্বে কখনও আমি তাহাদের সামনাসামনি হইতে সাহস করিতাম না, কিন্তু লণ্ডন যাইবার চিন্তা আমাকে সাহসী করিয়া তুলিল। তাঁহার সঙ্গে গুজরাটীতে আমার অল্প কথাবার্তা হইল। তাঁহার খুব তাড়া ছিল। তিনি সিঁড়ি দিয়া তাঁহার বাংলো-বাড়ির উপরতলায় উঠিতেছিলেন, এমন সময় আমার সহিত তাঁহার দেখা হইল। তিনি বলিলেন, পোরবন্দর দরবার অত্যন্ত দরিদ্র এবং তাঁহারা আমাকে কোন প্রকার অর্থসাহায্য করিতে পারিবেন না। এ কথাও অবশ্য তিনি বলিলেন যে, আমার প্রথমে ভারতবর্ষেই বি.এ. পাশ করা উচিত। তারপর তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, আমাকে কোন সাহায্য করিতে পারিবেন কিনা। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার এরূপ উত্তরে আমি খুবই হতাশ হইলাম। তাঁহার নিকট এরূপ উত্তর আমি আশা করি নাই।

এখন করিবার মধ্যে শুধু রহিল, পরমানন্দভাইকে পাঁচ হাজার টাকা দিবার কথা বলা। তিনি বলিলেন, আমার পিতৃব্য যদি আমার লণ্ডন যাওয়ার অনুমোদন করেন তবে খুশী হইয়া তিনি ঐ টাকা দিবেন। কাজটি যদিও কঠিন বলিয়া আমার মনে হইল, তবু পিতৃব্যের সম্মতি আদায় করিতে আমি কৃতসঙ্কল্প হইলাম। তিনি কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন, আমি তখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলাম : "পিতৃব্য, এখন বলুন তো আমার বিলাত যাওয়ার সম্বন্ধে আপনি সত্যসত্যই কি মনে করেন। আমার এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য হইল আপনার সম্মতি আদায় করা।" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি ইহার অনুমোদন করি না। তুমি কি জান না, আমি তীর্থযাত্রা করিতেছি। লোকের বিলাত যাওয়া আমি ভাল মনে করি এরূপ বলা কি

আমার পক্ষে লজ্জার কথা নয়? তবে তোমার মা আর দাদা যদি তোমার বিলাত যাওয়া ভাল মনে করেন তবে আমি ইহাতে কোন আপত্তি করিব না।" আমি বলিলাম, "কিন্তু আপনি তো জানেন না, আমার লণ্ডন যাওয়ায় মত দিতে অস্বীকার করিয়া আপনি পরমানন্দভাইকে আমায় অর্থসাহায্য করিতে বাধা দিতেছেন!" কথাগুলি বলিতেই, তিনি ক্রুদ্ধভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তাই নাকি? বাপু, তুমি জান না, কেন সে এরূপ বলিয়াছে। সে জানে, তোমার বিলাত যাওয়া আমি কখনই অনুমোদন করিব না; সেই জন্য সে এই ওজর দিয়াছে। কিন্তু, আসল কথা এই যে সে কখনও তোমাকে ঐ প্রকারের কোন সাহায্য করিবে না। তোমাকে অর্থসাহায্য করিতে আমি তাহাকে বাধা দিতেছি না।" এইরূপে আমাদের কথাবার্তা শেষ হইল। আমি স্ফূর্তির সঙ্গে পরমানন্দভাইএর কাছে ছুটিয়া গেলাম এবং পিতৃব্যের সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হইয়াছিল অবিকল তাহা তাঁহাকে বলিলাম। এই কথা শুনিয়া তিনিও রাগিয়া গেলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিবারও প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁহার অঙ্গীকার পাইয়া আমার খুব আনন্দ হইল। তিনি ছেলের নাম লইয়া অঙ্গীকার করিলেন বলিয়া আমি আরও খুশী হইলাম। সেই দিন হইতে আমি ভাবিতে লাগিলাম, আমার নিশ্চিত লণ্ডন যাওয়া হইবে। তারপর কয়েকদিন আমি পোরবন্দরে থাকিলাম। সেখানে যতই থাকিতে লাগিলাম ততই এই অঙ্গীকারের সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত বোধ করিতে লাগিলাম।

এখন আমার অনুপস্থিতিতে রাজকোটে কি ঘটিল সে কথা এখানে লিখিতেছি। আমার বন্ধু শেখ মহতাবের চালাকির অন্ত ছিল না বলিলেই হয়। সে মেঘজীভাইকে তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিল এবং আমার নাম জাল করিয়া তাঁহাকে একখানি চিঠি লিখিল যে, আমার পাঁচ হাজাব টাকার দরকার হইয়া পড়িয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই চিঠিখানি তাঁহাকে দেখান হইল এবং তাহা আমারই চিঠি বলিয়া চলিয়া গেল। ইহাতে অবশ্য তিনি খুব গর্ব অনুভব করিলেন এবং আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিবাব দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু আমি রাজকোটে পেঁৗছিবার পূর্বে একথা আমাকে জানান হয় নাই।

এখন আবার পোরবন্দবের কথায় ফিরিয়া আসা যাক। অবশেষে আমার যাত্রার দিন স্থির হইল। আমি পরিবারের সকলের নিকট বিদায় লইলাম এবং আমার দাদা কার্সনদাস ও মেঘজীর পিতার সঙ্গে রাজকোট যাত্রা করিলাম। মেঘজীর পিতা কার্পণ্যের অবতার ছিলেন। রাজকোটে যাওয়ার আগে, ভাড়া-বাড়ি ছাড়িয়া দিবার জন্য এবং আসবাবপত্র বিক্রয় করিবার জন্য আমি ভবনগবে গেলাম। এই কাজ আমি এক দিনেই শেষ করিলাম। প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধবগণ ও সহৃদয় বাড়িওয়ালী চোখের জলে আমাকে বিদায় দিলেন। তাঁহাদেব এবং

আনোপ্রাম ও অন্যান্য অনেকের সদয় ব্যবহারের কথা আমি কখনও ভুলিব না। এই কাজগুলি সারিয়া আমি রাজকোটে ফিরিয়া গেলাম।

কিন্তু তিন বৎসর কালের জন্য এই প্রবাসযাত্রার পূর্বে কর্নেল ওয়াট্‌সন্[১]-এর সঙ্গে আমাকে দেখা করিতে হইবে। ১৮৮৮-র ১৯শে জুন তাঁর রাজকোটে আসিবার কথা। আমার পক্ষে ইহা দীর্ঘ সময়, কেন না সে মাসের গোড়ার দিকে আমি রাজকোটে পেঁছিয়া গিয়াছি। কিন্তু উপায় ছিল না। কর্নেল ওয়াট্‌সন্ সম্বন্ধে দাদা খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। এই কয়টা দিন আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর হইয়াছিল। রাত্রিতে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিতাম না, সর্বদা স্বপ্ন দেখিতাম। কেহ কেহ আমাকে লণ্ডনে যাইতে বারণ করিত, কেহ কেহ আবার যাওয়ার পরামর্শই দিত। কখনও কখনও আমার মাও আমাকে নিষেধ করিতেন, কিন্তু সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হইল যে, দাদাও প্রায়ই তাঁহার মত বদলাইতে লাগিলেন। কাজেই আমি একটা দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া গেলাম। কিন্তু তাঁহারা সকলেই জানিতেন যে, একবার কোন কিছু ধরিলে আমি তাহা ছাড়িয়া দিই না। কাজেই তাঁহারা চুপ করিয়া রহিলেন। এই সময়ে দাদা মেঘজীভাইএর প্রতিশ্রুতির বিষয়ে একবার তাঁহার মন জানিতে বলিলেন। ফল অবশ্য খুবই নৈরাশ্যজনক হইল এবং তার পর হইতে তিনি বরাবরই শত্রুর মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সকল লোকের নিকট নির্বিচারে তিনি আমার নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার ঠাট্টাবিদ্রূপ আমি একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম। এইরূপ ব্যাপারের জন্য আমার স্নেহময়ী মাতা তাঁহার উপর খুব রাগিয়া গেলেন এবং সময় সময় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি সহজেই তাঁহাকে শান্ত করিতে পারিলাম। তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য চেষ্টা অনেক সময়ই সফল হইয়াছে, এজন্য আমি তৃপ্ত হইয়াছি। আমার জন্য স্নেহময়ী মাতার যখন অশ্রু-বিসর্জন করিবার কথা, তখন তাঁহাকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়া আমি তাঁহাকে হাসাইতে পারিয়াছি। অবশেষে ওয়াট্‌সন্ আসিলেন। আমি তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তিনি বলিলেন : "আমি এ বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিব," কিন্তু তাঁহার নিকট কখনও কোনও সাহায্য আমি পাই নাই। বলিতে দুঃখ হয়, অতি কষ্টে আমি তাঁহার নিকট হইতে একটা তুচ্ছ পরিচয়পত্র আদায় করিতে পারিয়াছিলাম। তিনি প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে বলিয়াছিলেন, সেই পত্রের মূল্য এক লাখ টাকা। আজ সে কথা মনে করিয়া আমার হাসি পায়।

তারপর আমার যাত্রার দিন স্থির হইল। প্রথমে ৪ঠা আগস্ট দিন ঠিক করা হইল। কিন্তু ব্যাপারটি এখন এক সংকটে পেঁছিল। আমি ইংলণ্ডে যাইতেছি এ খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল। সর্বদাই কেহ না কেহ দাদাকে আমার যাওয়ার

[১] কাথিয়াওয়াড়ের পলিটিক্যাল এজেন্ট, রাজকোটে থাকিতেন।

বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল। এইবার সময় উপস্থিত হইল যখন তিনি আমাকে যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করিতে বলিলেন। কিন্তু তাহাতে আমি রাজী হইলাম না। তৎপরে তিনি রাজকোটের ঠাকুরসাহেবের[১] সহিত দেখা করিলেন এবং আমাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সেদিক হইতে কোন সাহায্য পাওয়া গেল না। তারপর আমি শেষবারের জন্য ঠাকুরসাহেব ও কর্নেল ওয়াটসনের সঙ্গে দেখা করিলাম। ঠাকুরসাহেবের নিকট একখানি ফটো আর কর্নেলের নিকট একটি পরিচয়পত্র পাইলাম। এখানে একথা লেখা দরকার যে, যে-পরিমাণ বিরক্তিকর চাটুক্তি এই সময়ে আমাকে করিতে হয় তাহাতে আমি বেশ একটু রুষ্ট হইয়া উঠি। আমার প্রিয়তম সরল বিশ্বাসী ভ্রাতার জন্য না হইলে এরূপ নির্লজ্জ চাটুকারিতা আমি কখনই করিতাম না। যাহাই হউক ১০ই আগস্ট আসিয়া পড়িল। দাদা, শেখ মহতাব, মিঃ নাথুভাই, খুশলভাই ও আমি রওনা হইলাম।

রাজকোট ত্যাগ করিয়া বোম্বাই যাত্রা করিলাম। সেটি শুক্রবারের রাত্রি। সতীর্থেরা আমাকে অভিনন্দন দিল। যখন আমি অভিনন্দনের[২] উত্তর দিতে উঠিলাম তখন আমার বেশ অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। অর্ধেক মাত্র বলিয়াই আমি কাঁপিতে লাগিলাম। ভাবিলাম ভারতবর্ষে ফিরিয়া, আশা করি আর কখনও আমি এরূপ করিব না। কোন কিছুতে আর অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আমাকে লিখিয়া লইতে হইবে। আমাকে বিদায় দিতে সে রাত্রিতে অনেকেই আসিয়াছিলেন। যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন, সর্বশ্রী কেবল-রাম, ছগনলাল (পাটোয়ারী), ব্রজলাল, হরিশঙ্কর, অমুলখ, মানেকচাঁদ, লতিব, পোপট, ভানজি, খিমজি, রামজি, দামোদর, মেঘজি, বামজি কালিদাস, নারাণজি, রণছোড়দাস, মণিলাল। জটাশঙ্কর বিশ্বনাথ এবং অন্যান্য অনেকের নামও এখানে যোগ করিয়া দেওয়া দরকার। আমাদের প্রথম স্টেশন হইল গোণ্ডাল। সেখানে ডাঃ ভাউকে দেখিলাম এবং কপুরভাইকে আমাদের সঙ্গে লইলাম। নাথুভাই জেতপুর পর্যন্ত আসিলেন। ধোলাতে ওসমানভাই আসিয়া জুটিলেন এবং ওয়াধওয়ান পর্যন্ত আসিলেন। ধোলায় বিদায় দিতে আসিলেন সর্বশ্রী নারাণদাস, প্রাণশঙ্কর, নার্ভেরাম, আনন্দরায় ও ব্রজলাল।

২১ তারিখে আমার বোম্বাই ত্যাগ করিবার কথা। কিন্তু বোম্বাই-এ আমাকে যে-সকল বাধার প্রতিরোধ করিতে হইল তাহা অবর্ণনীয়। আমাব স্বজাতীয়বর্গ আমার আর বেশী দূর অগ্রসব হওয়ায় বাধা দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই বিরোধিতা করিতেছিল। অবশেষে আমার ভাই খুশলভাই এবং পাটোয়ারী নিজেও আমাকে যাইতে বাবণ করিলেন। কিন্তু

[১] বাজ্যের শাসনকর্তা।
[২] দ্রষ্টব্য পৃঃ ১।

আমি তাঁহাদের কথায় কান দিলাম না। তখন সামুদ্রিক আবহাওয়ার অজুহাত আমার যাত্রায় বিলম্ব ঘটাইয়া দিল। দাদা এবং আর সকলে তখন চলিয়া গেলেন। কিন্তু ১৮৮৮-র ৪ঠা সেপ্টেম্বর আমি হঠাৎ বোম্বাই ত্যাগ করিলাম। এই সময়ে সর্বশ্রী জগমোহনদাস, দামোদরদাস ও বেচারদাস আমার অশেষ উপকার করেন। শামলজীর প্রতি অবশ্য আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই এবং রণছোড়-লালের[১] প্রতি যে আমি কি পরিমাণ ঋণী তাহা আমি বলিতে পারি না। তাহা ঋণের চাইতেও বেশী। সর্বশ্রী জগমোহনদাস, মানশঙ্কর, বেচারদাস, নারায়ণদাস পাটোয়ারী, দ্বারকাদাস, পোপটলাল, কাশীদাস, রণছোড়লাল, মোদি, ঠাকুর, রবিশঙ্কর, ফেরোজশা, রতনশা, শামলজী এবং অন্য অনেকে আমাকে বিদায় দিতে ক্লাইড স্টীমারের উপর আসিলেন। ইঁহাদের মধ্যে পাটোয়ারী আমাকে পাঁচ টাকা দিলেন, শামলজীও তাই, মোদি দুই টাকা, কাশীদাস এক, নারায়ণদাস দুই এবং আরও কে কি দিলেন আমার মনে নাই। মিঃ মানশঙ্কর আমাকে একটি রূপার চেন দিলেন। তার পর তিন বৎসরের জন্য বিদায় লইয়া সকলে চলিয়া গেলেন। এই কথা শেষ করার আগে আমি লিখিতে চাই যে, আমি তখন যে-অবস্থায় পড়িয়াছিলাম অন্য কেহ হইলে, আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, তাহার পক্ষে ইংলণ্ড দেখা সম্ভব হইয়া উঠিত না। যাত্রাকালে অনেক বাধা আমাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে বলিয়া, ইংলণ্ড সাধারণভাবে আমার নিকট যতটা প্রিয় হইত, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮। সমুদ্রযাত্রা। বৈকাল প্রায় পাঁচটায় জাহাজ ছাড়িল। জলযাত্রাসম্পর্কে আমার বিশেষ উদ্বেগ ছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ইহা আমার সহ্য হইয়া গেল। এই জলযাত্রায় কোন সময়েই আমি সমুদ্রপীড়ায় কাতর হই নাই এবং আমাকে বমিও করিতে হয় নাই। জীবনে এই প্রথম আমি জাহাজে করিয়া ভ্রমণ করিলাম। জলযাত্রা আমার খুবই ভাল লাগিল। প্রায় ছয়টায় খাবার ঘণ্টা পড়িল। স্টুয়ার্ড (জাহাজের যাত্রীগণের পরিচারক) আমাকে খাবার টেবিলে যাইতে বলিল। আমি গেলাম না, সঙ্গে যাহা আনিয়াছিলাম তাহাই খাইলাম। প্রথম রাত্রিতেই মিঃ মজমুদার আমার সঙ্গে যে রকম স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করিলেন তাহাতে আমি খুব বিস্ময় বোধ করিলাম। তিনি আমার সহিত এরূপভাবে কথা বলিলেন যেন আমাদের কত কালের পরিচয়। তাঁর কালো রঙের কোট ছিল না। কাজেই খাবার টেবিলে যাওয়ার জন্য আমার কালো কোটটি তাঁহাকে দিলাম। তিনি টেবিলে খাইতে গেলেন। সেই রাত্রি হইতেই তাঁহাকে আমার খুব ভাল লাগিল। তিনি তাঁহার চাবি আমার নিকট রাখিয়া দিলেন। সেই রাত্রি হইতেই আমি তাঁহাকে নিজের বড় ভাইএর মত বলিয়া মনে করিতে

[১] রণছোড়লাল পাটোয়ারীর সঙ্গে গান্ধীজীর খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। রণছোড়লালের পিতা ইংলণ্ড যাইতে গান্ধীজীকে আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন।

লাগিলাম। একজন মারাঠা ডাক্তার আমাদের সঙ্গে এডেন পর্যন্ত যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মোটের উপরে ভালমানুষ বলিয়াই মনে হইত। এইরূপে জাহাজে আমার নিকট যে মিঠাই-মণ্ডা ও ফল ছিল তাহাতেই দুই দিন কাটাইয়া দিলাম। ইহার পর মিঃ মজমুদার জাহাজের কয়েকটি ছোকরা খালাসীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলেন যে তাহারা আমাদের জন্য রান্না করিয়া দিবে। এরূপ বন্দোবস্ত আমি কখনই করিতে পারিতাম না। আবদুল মজিদ বলিয়া একজন ছিলেন প্রথম শ্রেণীর যাত্রী, আর আমরা ছিলাম সেলুনের যাত্রী। খালাসীদের রান্না খাবার আমরা আনন্দের সহিত খাইতাম।

এখন জাহাজটির সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। জাহাজের ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত আমার খুব ভাল লাগিল। যখন আমরা কেবিন বা সেলুনে বসি তখন ভুলিয়া যাই যে, উহা এই জাহাজেরই অংশবিশেষ। কখনও কখনও আমরা যে চলিতেছি তাহা বোধই করিতাম না। লোকলস্কর ও নাবিকদের কুশলতা যথার্থই বিস্ময়কর ছিল। জাহাজে বাদ্যযন্ত্র ছিল। আমি প্রায়ই পিয়ানো বাজাইতাম। জাহাজে তাস, দাবা ও ড্রাফ্‌ট্‌ খেলার সরঞ্জাম ছিল। রাত্রে ইউরোপীয় যাত্রীগণ সর্বদাই কোন না কোন খেলা লইয়া থাকিতেন। ডেকগুলি হইল যাত্রীদের ক্লান্তি-উপশমের জায়গা। কেবিনে বসিয়া থাকিতে থাকিতে সাধারণত ক্লান্তি আসিয়া পড়ে। ডেকে খোলা হাওয়া পাওয়া যায়। তৎপর ও আলাপী হইলে সহযাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা ও কথাবার্তা কহিতে পারা যায়। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে সমুদ্রের দৃশ্য চমৎকার হয়। এক চাঁদনী রাতে আমি সমুদ্র দেখিতেছিলাম।- জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলাম। তরঙ্গভঙ্গে মনে হইতে লাগিল চাঁদ এখানে ওখানে চলিয়া বেড়াইতেছে। এক অন্ধকার রাতে আকাশ নির্মেঘ ছিল, আর নক্ষত্ররাজি জলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। তখন চাব দিক দেখিতে খুব সুন্দর হইয়াছিল। আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, সেগুলি কি। সেগুলি হীরক বলিয়া মনে হইতেছিল। কিন্তু হীরা জলে ভাসে না তাহা তো জানিতাম। তখন আমার মনে হইল, ঐগুলি জলের কোন পোকা হইবে. কেবল রাত্রিকালেই যাহা দেখা যায়। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি আকাশের দিকে তাকাইলাম। তখনই বুঝিতে পারিলাম ঐগুলি জলে তারকারাজির প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছু নয়। নিজের নির্বুদ্ধিতায় তখন আমার হাসি পাইল। তারকার এই প্রতিফলন আমাদের আতশবাজির কথা মনে করাইয়া দেয়। কল্পনা কর, যেন একটি বাংলোর উপরতলায় দাঁড়াইয়া সামনে আতশবাজি পোড়ানো দেখিতেছি। এই দৃশ্য আমি অনেক সময়ই উপভোগ করিতাম।

কয়েকদিন পর্যন্ত আমি সহযাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলি নাই। আমি প্রতিদিন সকাল আটটায় উঠিতাম, দাঁত মাজিতাম, তার পর পায়খানায় যাইতাম ও স্নান করিতাম। ইংরেজদের পায়খানাব ব্যবস্থা দেখিয়া আমাদের দেশের

যাত্রীরা অবাক হইবে। সেখানে আমরা জল পাই না, কাগজের টুকরা ব্যবহার করিতে বাধ্য হই।

প্রায় পাঁচ দিন সমুদ্রযাত্রা উপভোগ করিবার পর আমরা এডেন পৌঁছিলাম। এ কয় দিন আমরা ভূমি বা পাহাড় কিছুই দেখিতে পাই নাই। একঘেয়ে জলযাত্রায় আমরা সকলেই ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। ডাঙ্গা দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইলাম। অবশেষে ছয় দিনের দিন আমরা ডাঙ্গা দেখিতে পাইলাম। সকলেই খুব খুশী ও উৎফুল্ল হইল। বেলা প্রায় এগারোটায় আমরা এডেনে নঙ্গর ফেলিলাম। কতকগুলি বালক ছোট ছোট নৌকা লইয়া আসিল। তাহারা ভাল সাঁতারু। কোন কোন ইউরোপীয় জলে টাকাপয়সা ছুঁড়িয়া দিল। বালকেরা ডুব দিয়া জলের গভীর তল হইতে তাহা তুলিয়া লইল। আমার মনে হইল আমি যদি এরূপ করিতে পারিতাম। দৃশ্যটি রমণীয়। আধ ঘণ্টা ধরিয়া এই দৃশ্য উপভোগ করিয়া আমরা এডেন দেখিতে গেলাম। একথা এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, আমরা কেবল ছেলেদের টাকাপয়সা খুঁজিয়া বাহির করাই দেখিলাম, নিজেরা একটি পয়সাও জলে নিক্ষেপ করিলাম না। ইংলণ্ডে কি রকম খরচ হইতে পারে এই দিন হইতে সে বিষয়ে আমাদের বোধ জন্মিতে লাগিল। আমরা তিনজন ছিলাম, নৌকাভাড়া দিতে হইল দুই টাকা। তীরের দূরত্ব এক মাইলও হইবে না। পনেরো মিনিটে আমরা তীরে পৌঁছিলাম। একখানি গাড়ি ভাড়া করিলাম। জলকলের ব্যবস্থা দেখিতে যাওয়ার ইচ্ছা আমাদের ছিল। এটিই এডেনের একমাত্র দেখিবার জিনিস। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, সময় ছিল না বলিয়া আমরা সেখানে যাইতে পারিলাম না। আমরা এডেনের ছাউনি দেখিলাম। ছাউনিটি ভাল, বাড়িঘরগুলি ভাল। বাড়িগুলি সাধারণত দোকান-বাড়ি। বাড়িগুলির গড়ন খুব সম্ভব রাজকোটের বাংলোগুলির, বিশেষ করিয়া পলিটিক্যাল এজেণ্ট-এর নূতন বাংলোটির মত। কোন কুয়া বা ভাল জলের কোন জায়গা দেখিতে পাইলাম না। আমার মনে হয় ট্যাঙ্কগুলিই ভাল জলের একমাত্র জায়গা। রৌদ্রের তাপ অত্যধিক। আমি ঘামে একেবারে ভিজিয়া গেলাম। লোহিত সাগর হইতে আমরা বেশী দূরে ছিলাম না বলিয়া বোধ হয় এইরূপ হইয়াছিল। একটিও গাছ বা সবুজ চারা না দেখিয়া আমি আরও বিস্মিত হইয়াছিলাম। লোকেরা খচ্চর বা গাধায় চড়িয়া যাতায়াত করিতেছিল। ইচ্ছা করিলে আমরাও খচ্চর ভাড়া করিতে পারিতাম। ছাউনিটি ছোট পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। ফিরিবার সময় মাঝির নিকট শুনিলাম যে, যে-ছেলেদের কথা আগে লিখিয়াছি তাহারা মাঝে মাঝে আঘাতও পায়। সামুদ্রিক জন্তুরা কাহারও হাত কাহারও বা পা কাটিয়া লয়। তবুও গরিব বলিয়া বালকগুলি নিজের নিজের ছোট ডিঙিগতে বসিয়া থাকে; আমরা তাহাতে বসিতেও সাহস করি না। আমরা প্রত্যেকে এক টাকা করিয়া গাড়িভাড়া দিলাম। রাত বারোটায় জাহাজ

ছাড়িল, আমরা এডেন ত্যাগ করিলাম। কিন্তু এই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বদাই আমরা কিছু না কিছু স্থল দেখিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যাকালে আমরা লোহিত সাগরে প্রবেশ করিলাম। গরম বোধ করিতে আরম্ভ করিলাম। বোম্বাইএ কেহ কেহ যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাপ কিন্তু ততটা জ্বালাময় মনে হইল না। কেবিনের তাপ অবশ্য অসহ্য ছিল। রোদ লাগান কাহারও চলিত না। আবার কয়েক মিনিটের জন্যও কেবিনে থাকিতে কাহারও ভাল লাগিত না। কিন্তু ডেকে থাকিলে একটা ঝোড়ো হাওয়া অবশ্যই পাওয়া যাইত। সে হাওয়া ছিল নির্মল ও আরামদায়ক। আমি অন্তত ডেকেই থাকিতাম। প্রায় সকল যাত্রীই ডেকের উপর ঘুমাইত, আমিও ঘুমাইতাম। নবোদিত প্রভাত-সূর্যের তাপও সহ্য করা কঠিন ছিল। ডেকে থাকিলে সর্বদাই নিরাপদ। এরূপ উত্তাপ সাধারণত তিন দিন ধরিয়া পাওয়া যায়। চতুর্থ রাত্রিতে আমরা সুয়েজে প্রবেশ করিলাম। অনেক দূর হইতে সুয়েজের আলো চোখে পড়িল। লোহিত সাগর কোথাও কোথাও প্রশস্ত, কোথাও কোথাও আবার অতিশয় সংকীর্ণ। এত সংকীর্ণ যে দুই তীরের মাটি দেখিতে পাওয়া যায়। সুয়েজ খালে প্রবেশের পূর্বে আমরা হেল্‌স্‌গেট অতিক্রম করিলাম। হেল্‌স্‌গেট হইল, দুই দিকে পাহাড়ে-ঘেরা অত্যন্ত সংকীর্ণ এক জলভাগ। এখানে অনেক জাহাজ মারা যায় বলিয়া ইহার এই নাম। লোহিত সাগরে আমরা একখানি জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইলাম। সুয়েজে আমরা আধ ঘণ্টা কাল থাকিলাম। বলাবলি হইতে লাগিল, এখন আমরা শীত পাইব। কেহ কেহ বলিল, এডেন ছাড়ার পর হইতেই সুরাপানের দরকার হইবে। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। ইতিমধ্যে আমি সহযাত্রীদের সঙ্গে অল্পস্বল্প আলাপ আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহারা বলিল, এডেন ছাড়িবার পর মাংসাহারের প্রয়োজন হইবে; কিন্তু তাহা হইল না। জীবনে এই প্রথম আমি আমাদের জাহাজের সম্মুখে বৈদ্যুতিক আলো দেখিলাম। উহা চাঁদের আলো বলিয়া মনে হইল। জাহাজের সম্মুখভাগ খুব সুন্দর দেখাইতে লাগিল। মনে হয়, অন্য জায়গায় থাকিয়া কেহ যদি আমাদের জাহাজের সম্মুখভাগ দেখিত, তবে ইহা আরও সুন্দর বলিয়া মনে হইত,—ঠিক যেমন আমাদের দেহের সৌন্দর্য অপরে যেরূপ ভাল দেখিতে পায় আমরা নিজে তেমনটি পাই না, অর্থাৎ নিজের দেহ তেমন সুবিধাজনকভাবে নিজে দেখা যায় না। সুয়েজ খালের নির্মাণ-কৌশল আমি বুঝিতে পারি না। ইহা যথার্থই বিস্ময়কর। যিনি ইহার উদ্ভাবন করেন তাঁহার প্রতিভার কথা আমি ভাবিতেই পারি না। জানি না, কেমন করিয়া তিনি ইহা করিয়াছিলেন। একথা বলা খুবই সঙ্গত যে তিনি প্রকৃতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন। দুইটি সমুদ্রকে যোগ করা সহজ কাজ নয়। খালের ভিতর দিয়া এক বারে একখানিমাত্র জাহাজ যাইতে পারে। ইহার জন্য নিপুণ পথপ্রদর্শনের প্রয়োজন। জাহাজ খুব ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। আমরা ইহার

গতি বুঝিতে পারি না। খালের জল খুব নোংরা। ইহা কত গভীর আমার তাহা মনে নাই। রামনাথে আজি[১] নদী যতখানি চওড়া, ইহা ততখানি চওড়া। দুই তীরে লোক-চলাচল দেখিতে পাওয়া যায়। খালের ধারের জমি ঊষর। খালটি ফরাসীদের। ইস্‌মাইলিয়া হইতে আর একজন পথপ্রদর্শক (পাইলট) আসিল, জাহাজটি পরিচালনা করিবার জন্য। খাল দিয়া যে সকল জাহাজ চলাচল করে, ফরাসীরা সেগুলির মাথাপিছু কিছু কিছু টাকা নেয়। ইহাতে আয় নিশ্চয়ই বেশ মোটা রকমের হইয়া থাকে। জাহাজের বৈদ্যুতিক আলো ছাড়াও দুই তীরেই প্রায় কুড়ি ফুট অন্তর আলো দেখা যায়। এই আলোগুলি নানা রঙের। জাহাজকে এই সকল আলোর সারির মধ্য দিয়া যাইতে হয়। খালের ভিতর দিয়া যাইতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগে। এই দৃশ্যের সৌন্দর্য বর্ণনা করা আমার সাধ্যের অতীত। না দেখিলে কেহ ইহা উপভোগ করিতে পারে না। পোর্ট সৈয়দ এই খালের শেষ প্রান্ত। সুয়েজ খালের জন্যই পোর্ট সৈয়দের অস্তিত্ব। সন্ধ্যায় আমরা পোর্ট সৈয়দে নঙ্গর ফেলিলাম। সেখানে জাহাজের এক ঘণ্টা থাকিবার কথা, কিন্তু পোর্ট সৈয়দ দেখিবার পক্ষে এক ঘণ্টাই যথেষ্ট। এখানে ইংরেজী মুদ্রার প্রচলন। ভারতীয় মুদ্রায় কোন কাজই হয় না। নৌকাভাড়া মাথাপিছু ছয় পেনি। এক পেনি এক আনার সমান। পোর্ট সৈয়দের বাড়িঘর ফরাসীদেরই তৈরি। এখানে আমরা ফরাসী জীবনযাত্রার আভাস পাই। আমরা কতকগুলি কফি-রেস্তোরাঁ দেখিতে পাইলাম। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম উহা বোধ হয় থিয়েটার হইবে। কিন্তু দেখিলাম, উহা কফি খাওয়ার জায়গা ছাড়া অপর কিছু নয়। এক পার্শ্বে কফি, সোডা, চা বা অন্য কোন পানীয় পান করা যায়, আর অপর পার্শ্বে গীতবাদ্য শোনা যায়। কয়েকটি মেয়ে বেহালা বাজাইতেছিল। এই সকল রেস্তোরাঁ বা কফি-ঘরকে কাফে বলে। কাফেগুলিতে এক বোতল লেমোনেডের দাম বারো পেনি। বোম্বাইএ উহা আমরা এক পেনির কমে পাই। বলা হয়, ক্রেতারা নিখরচায় বাজনা শুনিবে, কিন্তু আসলে সেকথা ঠিক নয়। বাজনা শেষ হইলেই একটি মেয়ে রুমালে-ঢাকা একখানি রেকাব হাতে লইয়া প্রত্যেক ক্রেতার নিকট যায়। তার অর্থ এই যে, কিছু দিতে হইবে, এবং আমরা কিছু কিছু দিতে বাধ্য হই। আমরা কাফেতে ঢুকিয়াছিলাম এবং মেয়েটিকে ছয় পেনি দিলাম। পোর্ট সৈয়দ বিলাসের জায়গা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেখানকার মেয়ে-পুরুষেরা অতিশয় ধূর্ত। পথ দেখাইবার জন্য দোভাষীরা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে। তখন সাহস করিয়া বলিতে হইবে যে, তাহাদের সহায়তার কোন দরকার নাই। রাজকোটে পাড়া[২] বলিতে ঠিক যাহা বোঝায়, পোর্ট সৈয়দ তাহার চাইতেও ছোট। সন্ধ্যা সাতটায় আমরা পোর্ট সৈয়দ ত্যাগ করিলাম।

১ রাজকোটের নিকটবর্তী নদী।
২ গুজরাটী ভাষায় শহরতলি।

আমাদের সহযাত্রীদের মধ্যে মিঃ জেফ্রিজ নামক একজন আমার উপর খুব সদয় ছিলেন। তিনি সর্বদা আমাকে খাবার টেবিলে গিয়া কিছু খাইতে বলিতেন, কিন্তু আমি যাইতাম না। তিনি বলিলেন, ব্রিন্দিসি ছাড়িবার পর তুমি শীত বোধ করিবে, কিন্তু তাহা হয় নাই। তিন দিন পরে রাত্রিতে আমরা ব্রিন্দিসি পৌঁছিলাম। ব্রিন্দিসি পোতাশ্রয়টি সুন্দর। জাহাজ উপকূল স্পর্শ করে মাত্র; সেখানে মইএর ব্যবস্থা আছে। সেই মইএর সাহায্যে তীরে নামিতে হয়। অন্ধকার হইয়াছিল বলিয়া ব্রিন্দিসিতে বেশি কিছু দেখিতে পারিলাম না। সেখানে সকলে ইতালীয় ভাষায় কথা বলে। ব্রিন্দিসির বড় রাস্তাগুলি পাথর দিয়া বাঁধান। বসতির ভিতরকার রাস্তাগুলি এক দিকে ঢালু। সেগুলিও বাঁধান। আলোর জন্য গ্যাস ব্যবহার করা হয়। ব্রিন্দিসির স্টেশনটি দেখিলাম। বি. বি. এণ্ড সি. আই. রেলওয়ের স্টেশনগুলি যত সুন্দর, ইহা তত সুন্দর নয়। কিন্তু রেলের গাড়িগুলি আমাদের দেশের গাড়ির চেয়ে অনেক বড়। যাত্রী-চলাচল কম নয়। ব্রিন্দিসিতে নামিলে, তুমি যদি কালা আদমি হও, কোন লোক তোমার কাছে আসিয়া বলিবে, “মহাশয়, চৌদ্দ বৎসর বয়সের সুন্দরী মেয়ে আছে। আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে সেখানে লইয়া যাইব, টাকাকড়ি বেশী লাগিবে না।” তুমি তো হতবুদ্ধি হইয়া যাইবে। কিন্তু তুমি যদি শান্ত থাক এবং জোর করিয়া বল যে তুমি তাহাকে চাও না, আর লোকটিকেও চলিয়া যাইতে বল, তাহা হইলে তুমি বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। তুমি যদি কোন বিপদে পড় তবে তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী পুলিশের লোকের নিকটে গিয়া ঘটনাটি জানাইবে, অথবা বড় যে কোন বাড়ি দেখিতে পাও,—কোন না কোন বড় বাড়ি দেখিতে পাইবেই,—তৎক্ষণাৎ তাহাতে ঢুকিয়া পড়িবে। কিন্তু ঢোকার আগে বাড়ির গায়ে তাহার নামটি দেখিয়া লইবে, এবং তাহা যে সকলের পক্ষে উন্মুক্ত, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবে। তাহা ঠিক করিতে তোমার বিলম্ব হইবে না। বাড়ির দারোয়ানকে বলিবে যে তুমি বিপদে পড়িয়াছ। সে তোমাকে তখনই বলিয়া দিবে, তোমার কি করা উচিত। তোমার যদি সাহস থাকে তবে দারোয়ানকে বলিবে, তোমাকে প্রধান কর্মকর্তার নিকট লইয়া যাইতে, এবং তাঁহার নিকট তুমি ঘটনাটি বলিবে। বড় বাড়ি বলিতে আমি টমাস কুক বা হেনরি কিঙ্ অথবা এরূপ আর কোন এজেণ্টদের বাড়ি বুঝাইতে চাহিয়াছি। তাহারা তোমার ভার লইবে। তখন কৃপণ হইও না। দারোয়ানকে কিছু দিও। কিন্তু এই উপায় কেবলমাত্র তখনই অবলম্বন করিবে যখন মনে করিবে যে কোন বিপদে পড়িয়াছ। যে বড় বাড়িগুলির কথা বলিলাম তাহা কেবলমাত্র উপকূলের ধারেই পাইবে। তুমি যদি উপকূল হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িয়া থাক তবে কোন পুলিশের লোককে খুঁজিয়া বাহির করিবে, পুলিশের লোক না পাইলে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি-মত কাজ করিতে হইবে। খুব ভোরে আমরা ব্রিন্দিসি ত্যাগ করিলাম।

দিন তিনেক পরে আমরা মালটা পেঁাছিলাম। বৈকাল দুইটার কাছাকাছি জাহাজ নঙগর ফেলিল। জাহাজ সেখানে প্রায় চার ঘণ্টা থাকার কথা। মিঃ আবদুল মজিদের আমাদের সঙেগ যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যে কোন কারণে তাঁর খুব দেরি হইতে লাগিল। আমি যাওয়ার জন্য বেশ চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। মিঃ মজমুদার বলিলেন : "আমরা কি একাই যাইব? মিঃ মজিদের জন্য অপেক্ষা করিব না?" আমি বলিলাম, "যাহা ইচ্ছা হয় করুন। আমার কিছুতেই আপত্তি নাই।" তারপরে অবশ্য আমরা নিজেরাই গেলাম। ফিরিয়া আসিলে পর আবদুল মজিদ দেখা করিতে আসিলেন। বলিলেন, আমরা চলিয়া যাওয়ায় তিনি খুব দুঃখিত হইয়াছেন। মিঃ মজমুদার বলিলেন : "গান্ধীই তো অসহিষ্ণু হইয়াছিলেন এবং আমাকে আপনার জন্য অপেক্ষা না করিতে বলিলেন।" মিঃ মজমুদারের এই আচরণে আমি সত্যই খুব বিরক্ত হইলাম। অভিযোগ স্খালন করার কোন চেষ্টা আমি করিলাম না, নীরবে তাহা মানিয়া লইলাম। আমি জানি, যদি আমি ইঙ্গিতেও মিঃ আবদুল মজিদকে বলিতাম : "মিঃ মজমুদার যদি যথার্থই আপনার জন্য অপেক্ষা করিতে চাহিতেন তবে আমার কথামত কাজ তিনি করিতেন না", তাহা হইলেই আমার দোষ ক্ষালন হইয়া যাইত। আমি মনে করি, চলিয়া যাওয়ার ব্যাপারটিতে আমার যে কোনই হাত ছিল না, তাহা মিঃ আবদুল মজিদকে বুঝাইবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইত। তখন এরূপ কোন কিছু করিতে আমি চাহি নাই। কিন্তু সেই দিন হইতে মিঃ মজমুদার সম্বন্ধে আমি খুব নীচ ধারণা পোষণ করিতে লাগিলাম, এবং তাঁহার প্রতি আমার যথার্থ সম্মানের ভাব আর রহিল না। ইহা ছাড়া আরও দুই তিনটি ঘটনা ঘটিল। তাহাতে দিনের পর দিন মজমুদারকে আমার আরও খারাপ লাগিতে লাগিল।

মাল্‌টা আকর্ষণের জায়গা। সেখানে দেখিবার জিনিস অনেক। কিন্তু আমাদের হাতে সময় যথেষ্ট ছিল না। আগেই বলিয়াছি, মিঃ মজমুদার ও আমি তীরে গিয়াছিলাম। সেখানে আমরা অতিশয় দুষ্ট এক লোকের পাল্লায় পড়ি। সেজন্য আমাদের অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। আমরা নৌকার নম্বর লইলাম ও শহর দেখিবার জন্য একখানি গাড়ি ভাড়া করিলাম। দুষ্ট লোকটি আমাদের সঙেগই চলিল। আধ ঘণ্টা যাওয়ার পর আমরা সেণ্ট জুয়ান গির্জায় পেঁাছিলাম। গির্জাটি সুন্দরভাবে তৈরি। সেখানে বিখ্যাত লোকেদের কঙ্কাল দেখিলাম। সেগুলি খুব প্রাচীন। যে বন্ধুটি আমাদের গির্জা ঘুরিয়া দেখাইল তাহাকে এক শিলিং দিলাম। গির্জার ঠিক বিপরীত দিকে সেণ্ট জুয়ানের এক মূর্তি ছিল। সেখান হইতে আমরা শহরে গেলাম। রাস্তাগুলি বাঁধান। বাঁধান রাস্তার দুইধারে লোকচলাচলের জন্য বাঁধান ফুটপাথ। দ্বীপটি খুব সুন্দর। অনেক বড় বড় বাড়ি। আর্মারি হল (অস্ত্রাগার) দেখিতে গেলাম। হলটি

সুন্দরভাবে সাজান। সেখানে খুব প্রাচীন চিত্রসকল দেখিলাম। সেগুলি আসলে আঁকা ছবি নয়, সুচের কাজ। কিন্তু কেহ বলিয়া না দিলে বিদেশী কোন লোক বুঝিতেই পারিবে না যে তাহা সুচের কাজ। হলের ভিতর প্রাচীন কালের যোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র রাখা। সবগুলিই দেখিবার মত। লেখা নাই বলিয়া সবগুলির কথা আমার মনে আসিতেছে না। একটি শিরস্ত্রাণ ছিল ত্রিশ পাউণ্ড ওজনের। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট-এর গাড়িখানি খুব সুন্দর। যে লোকটি আমাদের হলের ভিতর ঘুরিয়া দেখাইতেছিল তাহাকে ছয় পেনি বকশিশ দিয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম। যখন আমরা গির্জা আর আর্মারি হল দেখি, তখন সম্মানের নিদর্শন হিসাবে আমাদের মাথা হইতে টুপি খুলিয়া লইতে হইয়াছিল। সেখান হইতে আমরা দুষ্ট লোকটির দোকানে গেলাম। সে জোর করিয়া আমাদের কিছু গছাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু আমরা কিছু কিনিব না। শেষকালে মিঃ মজমুদার আড়াই শিলিং দিয়া মাল্‌টার কতকগুলি দৃশ্যচিত্র কিনিলেন। দুষ্ট লোকটি তখন একজন দোভাষীকে সঙ্গে দিল, নিজে আর আমাদের সঙ্গে আসিল না। দোভাষীটি খুব ভাল লোক। সে আমাদের অরেঞ্জ গার্ডেন্‌স্‌-এ লইয়া গেল। উদ্যানটি দেখিলাম। আমার উহা মোটেই ভাল লাগিল না। ঐ উদ্যান অপেক্ষা আমাদের রাজকোটের সার্বজনিক উদ্যান (পার্ক) আমার বেশী ভাল লাগে। সেখানে আমার দেখিবার মত যাহা ছিল তাহা হইল জলের ছোট একটি ঘেরার মধ্যে রাখা পীত ও লোহিত বর্ণের মাছ। শহরে ফিরিয়া আমরা একটি হোটেল-এ গেলাম। মিঃ মজমুদার কিছু আলু ও চা খাইলেন। রাস্তায় একজন ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা হইল। মিঃ মজমুদার খুব সপ্রতিভ; তিনি তাহাকে ডাকিলেন। কথাবার্তায় জানা গেল যে তার ভাইএর মাল্‌টায় এক দোকান আছে। তখনই আমরা সেই দোকানে গেলাম। দোকান-দারটির সঙ্গে মিঃ মজমুদার বেশ আলাপ জমাইলেন। সেখানে কিছু কেনাকাটা করিলাম। দোকানে ঘণ্টা দুই কাটাইলাম। কাজেই মাল্‌টার বেশি কিছু আমরা দেখিতে পারিলাম না। আর একটি গির্জা দেখিলাম। সেটিও খুব সুন্দর, দেখিবার মত। আমাদের অপেরা-হাউস দেখিতে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তাহার আর সময় ছিল না। ভদ্রলোকটির নিকট বিদায় লইলাম। লণ্ডনে তাঁহার যে ভাই থাকে তাহাকে দিবার জন্য তিনি মিঃ মজমুদারকে নিজের নাম-লেখা কার্ড দিলেন। ফিরিবার পথে সন্ধ্যা ছয়টার সময় আবার দুষ্ট লোকটি আসিয়া আমাদের সঙ্গ লইল। আমরা সমুদ্রতীরে পেঁাছিলাম। দুষ্ট লোকটিকে, দোভাষীকে ও গাড়োয়ানকে যাহা দেয়, দিলাম। মাঝির সঙ্গে ভাড়া লইয়া গণ্ডগোল হইল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মাঝির কথাতেই রাজী হইতে হইল। এখানে আমাদের বেশ কিছু ঠকিতে হইল।

ক্লাইড জাহাজ সন্ধ্যা সাতটায় ছাড়িল। তিন দিন চলার পর বেলা বারোটায়

আমরা জিব্রালটার পৌঁছিলাম। জাহাজ সেখানে সারা রাত থাকিল। আমার জিব্রালটার দেখিবার বেশ ইচ্ছা ছিল। কাজেই খুব ভোরে উঠিয়া মিঃ মজুমদারকে জাগাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি আমার সঙ্গে তীরে যাইবেন কি না। তিনি সম্মত হওয়ায়, মিঃ মজিদকে ডাকিয়া তুলিলাম। তিনজনে তীরে গেলাম। আমাদের হাতে সময় ছিল মোটে দেড়.ঘণ্টা। খুব সকাল বলিয়া তখন দোকান-পাট সব বন্ধ ছিল। লোকে বলে, শুল্ক দিবার বালাই নাই বলিয়া জিব্রালটারে ধূমপান করার খরচ খুব কম। একটি প্রস্তরময় পাহাড়ের উপর জিব্রালটার নির্মিত। পাহাড়ের মাথায় দুর্গ। দুঃখের বিষয়, সেটি আমরা দেখিতে পারিলাম না। বাড়িগুলি সারি সারি সাজান। প্রথম সারি হইতে দ্বিতীয় সারিতে যাইতে আমাদের কয়েক ধাপ উঠিতে হইল। আমার ইহা বেশ ভাল লাগিল। নির্মাণ-কৌশল সুন্দর। রাস্তাগুলি বাঁধান। সময় না থাকায় শীঘ্রই আমাদের ফিরিতে হইল। সকাল সাড়ে আটটায় জাহাজ ছাড়িল।

তিন দিন পরে রাত এগারোটায় আমরা প্লাইমাউথ পৌঁছিলাম। এইবার যথার্থ শীতের সময় আসিল। যাত্রীরা সকলেই বলিলেন, মাংস ও সুরা ব্যতীত আমরা বাঁচিব না। কিন্তু সেরূপ কিছুই হইল না। যথার্থই বেশ শীত পড়িল। ঝড়ের কথাও শুনিয়াছিলাম, কিন্তু ঝড় দেখিতে পাইলাম না। ঝড় দেখিবার জন্য সত্যই আমি খুব উৎসুক হইয়াছিলাম, কিন্তু ঝড় দেখা গেল না। রাত্রিকাল বলিয়া প্লাইমাউথের কিছু দেখিতে পাইলাম না। দেখা গেল কেবল ঘন কুয়াশা। অবশেষে জাহাজ লণ্ডনের দিকে চলিল। চব্বিশ ঘণ্টায় আমরা লণ্ডনে পৌঁছিয়া গেলাম। জাহাজ ত্যাগ করিয়া, টিলবেরি স্টেশন হইয়া, ১৮৮৮-র ২৮শে অক্টোবর, বৈকাল চারটার সময় আমরা ভিকটোরিয়া হোটেলে উপস্থিত হইলাম।

২৮শে অক্টোবর, ১৮৮৮, শনিবার হইতে ২৩শে নভেম্বর, শুক্রবার

মিঃ মজুমদার, মিঃ আবদুল মজিদ ও আমি ভিকটোরিয়া হোটেলে পৌঁছিলাম। মিঃ মজিদ ভিকটোরিয়া হোটেলের দারোয়ানকে গম্ভীরভাবে আমাদের গাড়ি (ক্যাব) চালকের পাওনা ভাড়া মিটাইয়া দিতে বলিলেন। মিঃ মজিদ নিজেকে খুব বড় বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু একথা এখানে লেখা উচিত যে, তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ ঐ দারোয়ানের পোশাক-পরিচ্ছদ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ধরনের ছিল। মালপত্রের দিকেও তিনি নজর দিলেন না। যেন অনেক দিন ধরিয়া লণ্ডনে আছেন এই রকম একটা ভাব দেখাইয়া হোটেলের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। হোটেলের ঐশ্বর্য দেখিয়া আমার চোখ ধাঁধিয়া গেল। এত আড়ম্বর আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। আমি কেবল চুপ করিয়া দুই বন্ধুর পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলাম। চার দিকে বিদ্যুতের আলো। একটি ঘরে আমাদের

লইয়া যাওয়া হইল। মিঃ মজিদ সরাসরি ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। ম্যানেজার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তেতলা তাঁহার চলিবে কি না। দৈনিক ভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করা মর্যাদার হানিকর মনে করিয়া মিঃ মজিদ বলিলেন, চলিবে। ম্যানেজার তখনই আমাদের প্রত্যেককে দৈনিক ছয় শিলিং করিয়া এক-একটি বিল দিলেন, আর একটি ভৃত্যকে আমাদের সঙ্গে দিলেন। এই সমস্তক্ষণ আমি মনে মনে হাসিতেছিলাম। লিফ্‌ট্‌-এ চড়িয়া আমাদের তেতলায় যাইতে হইল। আমি জানিতাম না উহা কি। ভৃত্যটি কি একটা টিপিয়া দিল। মনে করিলাম উহা বোধ হয় দরজার তালা হইবে। পরে জানিয়াছিলাম, উহা একটি ঘণ্টা। লিফ্‌ট্‌-পরিচালককে লিফ্‌ট্‌ আনিতে বলার জন্য ভৃত্যটি ঘণ্টা বাজাইয়াছিল। লিফ্‌টের দরজা খোলা হইল। আমি মনে করিলাম, ঐ ঘরে কিছুক্ষণের জন্য আমাদের বসিতে হইবে। কিন্তু দেখিয়া অবাক হইলাম, আমরা তেতলায় আসিয়া গিয়াছি।

[ অসম্পূর্ণ ]

## ৫. মিঃ লেলির[১] নিকট চিঠি

লণ্ডন
ডিসেম্বর ১৮৮৮

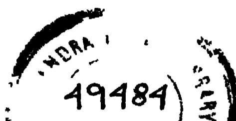
মহাশয়,

আপনার সঙ্গে যখন আমার দেখা করার সুযোগ হয় তখন আপনি বলিয়াছিলেন, স্মারকলিপিটি আপনি রাখিয়া দিবেন। সেই স্মারকলিপিটি দেখিলে আমার কথা আপনাব মনে পড়িবে।

সেই সময়ে, আমি যাহাতে ইংলণ্ডে আসিতে সমর্থ হই সেই জন্য আপনাকে কিছু অর্থ-সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে আপনার তখন চলিয়া যাইবার তাড়া ছিল; কাজেই আমার যাহা বলিবার ছিল তাহা বলার মত সময় আমি পাই নাই।

তখন ইংলণ্ডে আসিবার জন্য আমি খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কাজেই আমার নিকট অল্প যাহা কিছু ছিল তাহা লইয়াই ১৮৮৮-র ৪ঠা সেপ্টেম্বর আমি ভারত ত্যাগ করি। বাবা আমাদের তিন ভাইএর জন্য যাহা

[১] মিঃ লেলির নিকট চিঠির খসড়া। অনুমোদনের জন্য গান্ধীজী ইহা তাঁহার দাদা লক্ষ্মীদাস গান্ধীর নিকট পাঠাইয়া দেন।



রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা খুব সামান্যই। অনেক কষ্টে আমার দাদা আমাকে সর্বসমেত প্রায় ৬৬৬ পাউণ্ডের মত দিতে পারিয়াছিলেন। তবুও, আমার তিন বৎসর লণ্ডনে থাকার খরচ তাহাতেই কুলাইয়া যাইবে মনে করিয়া ইংলণ্ডে আইন পড়িবার উদ্দেশ্যে আমি ভারত ত্যাগ করি। ভারতে থাকিতে আমি জানিতাম যে, লণ্ডনে থাকিয়া পড়াশোনা করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এখন লণ্ডনে দুই মাসের অভিজ্ঞতায় দেখিতেছি আসল খরচ, ভারতে থাকিতে যেরূপ মনে হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী।

এখানে স্বচ্ছন্দে থাকিতে ও ভালভাবে শিক্ষা পাইতে হইলে আমার আরও ৪০০ পাউণ্ড সাহায্যের দরকার হইবে। আমি পোরবন্দরের অধিবাসী। সেই হিসাবে উহাই একমাত্র স্থান যেখানে আমি এরূপ সাহায্যের জন্য আবেদন করিতে পারি।

স্বর্গত রানাসাহেবের আমলে, শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ খুব কমই দেওয়া হইত। কিন্তু ইংরেজ-শাসনে শিক্ষায় উৎসাহ দেওয়া হইবে ইহা আমরা স্বভাবতই আশা করিতে পারি। আমি এমন এক ব্যক্তি যে এরূপ উৎসাহের সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে।

অতএব আশা করি, আপনি অনুগ্রহপূর্বক কিছু অর্থ-সাহায্য দ্বারা আমার বিশেষ উপকার করিয়া বাধিত করিবেন।

আমার দাদা লক্ষ্মীদাস গান্ধীকে এই সাহায্য লইতে এবং আবশ্যক হইলে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে লিখিয়া দিতেছি।

আশা করি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে আপনি সম্মত হইবেন।

অশেষ শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

আপনার

এম্. কে. গান্ধী

এই চিঠির খসড়া আমি তিন সপ্তাহ আগে তৈরি করি এবং তখন হইতে এ পর্যন্ত ইহার বিষয় চিন্তা করিয়া আসিতেছি। আমার মনে হয়, মিঃ লেলি ইহার কোন উত্তর দিবেন না। সেই হেতু আপনার বিবেচনার জন্য খসড়াটি পাঠাইতেছি। সম্পূর্ণ টাকাটা চাওয়া অসঙ্গত হইবে মনে করিয়া আমি তাহা চাই নাই। তা ছাড়া, তিনি মনে করিতে পারেন, তাঁহার সাহায্যের উপর পুরাপুরি নির্ভর করিলে, সাহায্য সম্বন্ধে নিশ্চিত না হইয়া আমি ইংলণ্ডে চলিয়া আসিতাম না। কিন্তু এখানে আসিয়া যখন দেখিলাম, আমার আরও অর্থের আবশ্যক হইবে, তখন কেবল অতিরিক্ত অর্থটুকুই চাহিলাম। আমি নিজেকে কোন রকমে আবদ্ধ করিতে চাহি নাই, কেন না তাহা আবশ্যক মনে করি নাই।

যে টাকা আমার ব্যয়ভার কেবল আংশিক ভাবে লাঘব করিবে তাহার জন্য নিজেকে আবদ্ধ করা আমি সঙ্গতও মনে করি নাই। তাহা ছাড়া, যদি...[১]

[ অসম্পূর্ণ ]

মহাত্মা, ১ম খণ্ড; ফটোস্ট্যাট-প্রতিচিত্র হইতে।

## ৬. কর্নেল জে. ডব্লিউ ওয়াট্সনের নিকট চিঠি

[ ডিসেম্বর, ১৮৮৮ ]

কর্নেল জে. ডব্লিউ ওয়াট্সন
পলিটিক্যাল এজেণ্ট
কাথিয়াওয়াড়

মহাশয়,

ছয় সাত সপ্তাহ আগে আমি এদেশে পেঁৗছিয়াছি। এই সময়ের মধ্যে আমি স্বচ্ছন্দভাবে কায়েম হইয়াছি এবং পড়াশোনাও ভালভাবে আরম্ভ করিয়াছি। আইনের পাঠ লইবার জন্য আমি ইনার টেম্প্ল্-এ যোগ দিয়াছি।

আপনি ভালই জানেন যে, ইংলণ্ডের জীবনযাত্রা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং ইহার যতটুকু অভিজ্ঞতা আমার হইয়াছে তাহাতে বুঝিয়াছি যে, ভারতে বসিয়া এ ব্যাপার যতটা ব্যয়বহুল বলিয়া মনে করিতাম, তাহা অপেক্ষাও ইহা কতখানি বেশী। আপনি জানেন আমার সঙ্গতি কত কম। আমার মনে হয় না যে, বাহির হইতে কোন সাহায্য না পাইলে তিন বৎসর সন্তোষজনক ভাবে আমি পড়া চালাইতে পারিব। আমার স্মরণ আছে, আমার পিতার সম্বন্ধে আপনার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল এবং তাঁহাকে বন্ধু বলিয়াই আপনি মনে করিতেন। এই কথা স্মরণ আছে বলিয়া, আমার সন্দেহ নাই যে, তাঁহার সম্পর্কিত ব্যাপারেও আপনি সেই আগ্রহই দেখাইবেন এবং আমি ভরসা রাখি, আমাকে এমন বেশ কিছু সাহায্য সংগ্রহ করিয়া দিতে আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন যাহাতে এদেশে পড়া চালানো আমার পক্ষে সহজ হইতে পারে। এরূপ সাহায্য আমার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন এবং ইহা করিলে আপনি আমার প্রভূত উপকার করিবেন।

কয়েকদিন আগে ডাঃ বাট্লারের সঙ্গে আমি দেখা করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে খুব ভালভাবে গ্রহণ করিলেন এবং সাধ্যমত সকল রকমে সাহায্য করিবেন বলিয়া কথা দিলেন।

[১] খসড়ার সংলগ্ন, মূলত গুজরাটীতে লেখা, এই মন্তব্য, উল্লিখিত খসড়ার সঙ্গে লক্ষ্মীদাস গান্ধীকে পাঠাইবার সময়ে, তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া লেখা হয়।

এখানকার আবহাওয়া এখন পর্যন্ত খুব পীড়াদায়ক হয় নাই। আমি ভালই আছি।

শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

আপনার বিশ্বস্ত
এম্. কে. গান্ধী

**মহাত্মা, ১ম খণ্ড; ফটোস্ট্যাট-প্রতিচিত্র হইতে।**

## ৭. ভারতীয় নিরামিষাশীগণ

এই প্রবন্ধগুলি সম্ভবত গান্ধীজীর প্রথম লেখা। এগুলি **দি ভেজিটেরিয়ান**-এ প্রকাশিত হয়।

### এক

ভারতে আড়াই কোটি[১] লোকের বাস। তাহাদের জাতি বিভিন্ন, ধর্মবিশ্বাস বিভিন্ন। যে সকল ইংরেজ ভারতে যায় নাই বা ভারতের বিষয়ে যাহারা বিশেষ কোন আগ্রহ দেখায় না, তাহাদের একটা খুব সাধারণ ধারণা আছে যে ভারতীয়-মাত্রেই জন্ম-নিরামিষাশী। কিন্তু একথা কেবল আংশিক ভাবে সত্য। ভারত-বাসীরা সাধারণত তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত—হিন্দু, মুসলমান ও পারসী। হিন্দুরা আবার চারটি প্রধান জাতিতে বিভক্ত—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ইহাদের মধ্যে, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণেরই খাঁটি নিরামিষাশী হওয়া বিধি। কিন্তু কার্যত ভারতবাসীদের প্রায় সকলেই নিরামিষভোজী—কেহ বা স্বেচ্ছায়, অন্যেরা বাধ্য হইয়া। শেষোক্তরা যদিও সর্বদাই আমিষ গ্রহণে ইচ্ছুক তথাপি তাহারা এত গরিব যে তাহাদের মাংস ক্রয় করিবার সঙ্গতিই নাই। একথার প্রমাণ এই যে, ভারতে হাজার হাজার লোক আছে যাহারা এক পয়সা আয়ে (১/৩ পেনি) দিন কাটাইতে বাধ্য হয়। ইহারা রুটি ও লবণ খাইয়া জীবনধারণ করে। সেই লবণের উপর আবার মোটা রকমের কর ধার্য আছে। ভারতের মত দারিদ্র্যগ্রস্ত দেশেও খাবার যোগ্য পশু-মাংস ১/৩ পেনিতে পাওয়া, নিতান্ত অসম্ভব না হইলেও, খুবই কঠিন ব্যাপার।

ভারতবর্ষে কাহারা নিরামিষাশী সে কথা বলা হইল। এখন স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠিবে, তাহারা যে নিরামিষ আহার করে তাহা কিরূপ? প্রথমেই বলা

[১] স্পষ্টই ছাপার ভুল। সংখ্যাটি পঁচিশ কোটি হইবে।

দরকার যে ভারতে নিরামিষভোজন বলিতে ভি. ই. এম্.[১] খাদ্যগ্রহণ বোঝায় না। ভারতীয়েরা, অর্থাৎ ভারতীয় নিরামিষভোজীগণ, মাছ ছাড়াও, পশু ও পক্ষীর মাংস এবং ডিম খায় না, কেন না তাহাদের বিচারে ডিম খাওয়া প্রাণীহত্যারই সমান; যেহেতু ডিমকে নিরুপদ্রবে থাকিতে দিলে তাহা হইতে স্বতই পাখি জন্মায়। কিন্তু এখানকার উৎকট নিরামিষাশীদের মত তাহারা যে কেবল দুধ ও মাখন খায় না তাহা নয়, দুধ ও মাখনকে তাহারা পবিত্র খাদ্য বলিয়া মনে করে। প্রতি পক্ষে যে দিনটিকে "ফলাহার দিবস" বলা হয়, এবং যাহা সাধারণত উচ্চজাতির হিন্দুরা পালন করে, সেই দিনটিতে তাহারা পবিত্র খাদ্য মনে করিয়া দুধ ও মাখন খায়; যেহেতু তাহারা বলে, গরুর নিকট হইতে দুধ লইলে গরুকে হত্যা করা হয় না। এবং গো-দোহন, যাহা, প্রসঙ্গত বলা যায়, কাব্য এবং চিত্র-শিল্পে বর্ণিত হইয়াছে তাহা আমাদের সূক্ষ্ম ও সুকুমার হৃদয়বৃত্তিতে আঘাত দেয় না, কিন্তু গোহত্যা কঠিন আঘাত দিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গরু হিন্দুদের উপাস্য, এবং হত্যার উদ্দেশ্যে গো-রপ্তানি বন্ধ করিবার যে-আন্দোলনটি সেখানে আরম্ভ হইয়াছে তাহা দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে।

*দি ভেজিটেরিয়ান*, ৭-২-১৮৯১

## দুই

ভারতীয় নিরামিষাশীদের খাদ্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। বাঙলাদেশে প্রধান খাদ্য হইল চাল, কিন্তু বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে তাহা হইল গম।

সাধারণত সকল ভারতীয়ই—বিশেষ করিয়া বয়স্কেরা, আর তাহাদের মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা—দিনে দুই বার খায়। যখন পিপাসা বোধ করে তখন দুই এক গেলাস জল তাহারা খায়। তাহারা বেলা দশটায় প্রথমবার খায়। এই আহার ইংরেজদের ডিনার বা প্রধান ভোজনের মত। তাহারা দ্বিতীয়বার খায় রাত্রি আটটায়। উহা নামে ইংরেজদের 'সাপার' বা নৈশভোজনের মত, যদিও কার্যত উহা বেশ পর্যাপ্ত রকমের ভোজন। কিন্তু উপরের বর্ণনা হইতে দেখা যাইবে যে ব্রেকফাস্ট বা প্রাতরাশ বলিয়া কোন ব্যাপার ভারতে নাই, যদিও ভারতীয়েরা সাধারণত সকাল ছয়টায় ওঠে, কখন বা ভোর চারটা পাঁচটায়ও ওঠে বলিয়া মনে হইবে তাহাদের পক্ষে প্রাতর্ভোজন আবশ্যক। মধ্যাহ্ন আহারও তাহাদের নাই। কোন কোন পাঠকের হয় তো আশ্চর্য লাগিবে যে, প্রথম আহারের পর নয় ঘণ্টা

[১] ভি. ই. এম্. বলিতে সম্ভবত দুধ বাদ দিয়া নিরামিষগ্রহণ বোঝায়।

পর্যন্ত কিছু না খাইয়া তাহারা কেমন করিয়া কাজকর্ম করে। ইহার দুইটি কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমটি হইল এই যে অভ্যাসই স্বভাবে দাঁড়াইয়া যায়। কাহারও কাহারও পক্ষে ধর্মের নির্দেশ আছে যে, দিনে দুই-বারের বেশি আহার গ্রহণ করিবে না। রুজি-রোজগারের কাজ বা প্রথার বশেও কেহ কেহ এরূপ করিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়ত, ভারতের জলবায়ু হইল এই অভ্যাসের মূলে। এই জলবায়ু কোন কোন অঞ্চল ছাড়া প্রায় সর্বত্রই খুব গরম। কারণ, দেখা যায়, ইংলণ্ডেও শীতকালে যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয়, গ্রীষ্ম-কালে সে পরিমাণ আবশ্যক হয় না। ইংরেজদের মত ভারতীয়েরা প্রত্যেক পদ আলাদা আলাদা খায় না। তাহারা অনেক জিনিস একত্র মিশাইয়া খায়। আবার হিন্দুদের মধ্যে কাহারও কাহারও পক্ষে সকল জিনিস একত্র মিশাইয়া খাওয়া ধর্মের বিধি। তা ছাড়া, প্রত্যেকটি পদ বহু শ্রম ও যত্নে তৈরি করা হয়। বস্তুত সাদামাঠা সিদ্ধ তরকারিতে তাহাদের রুচি নাই। তাহারা মরিচ, লবণ, লবঙ্গ, হলুদ, সরিষা ইত্যাদি মসলা যথেষ্ট পরিমাণে দিয়া খাদ্যবস্তু সুস্বাদু করিয়া লয়। ইহা ছাড়া আরও এমন অনেক মসলা তাহারা ব্যবহার করে যাহার ইংরেজী নাম পাওয়া কঠিন, কেবল ঔষধের জন্যই সেগুলির ব্যবহার বলিয়া সেইসব নাম ছাড়া সেগুলির অন্য নাম পাওয়া যায় না।

প্রথমবারের আহার হইল সাধারণত রুটি বা কেক,—এ বিষয়ে পরে আরও বলা যাইবে—কিছু ডাল অর্থাৎ কলাইশুঁটি, ফরাসবীন ইত্যাদি, এবং দুই তিন রকমের সবজি একত্র বা আলাদা আলাদা রান্না করা। ইহার পরে আসে নানা-রকম মসলায় সমৃদ্ধ ভাত-ডালের খিচুড়ি। শেষকালে কেহ কেহ দুধভাত বা শুধু দুধ বা দই খায়, এমন কি ঘোলও খায়, বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে।

দ্বিতীয়বারের আহারে অর্থাৎ নৈশভোজনে প্রথমবারের মতই খাবার জিনিস থাকে, কেবল পরিমাণে কম হয় আর তরকারির পদ হয় কম। এই আহারের সময় দুধ বেশী করিয়া খাওয়া হয়। পাঠককে একথা মনে করাইয়া দেওয়া দরকার যে, ভারতীয়েরা সকল সময় কেবল এইরকম খাবারই যে খায় এমন নয়। এ কথাও তাহার মনে করা ঠিক নয় যে, ইহা ভারতবর্ষের সকল জায়গার ও সকল শ্রেণীর খাবারের নিদর্শন। যেমন, এই খাদ্য-তালিকায় মিঠাই-মণ্ডার উল্লেখ করা হয় নাই, অথচ অবস্থাপন্ন ঘরের লোকেরা সপ্তাহে অন্তত এক দিন অবশ্যই মিঠাই-মণ্ডা খায়। তা ছাড়া, উপরে যেমন বলা হইয়াছে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে চালের চেয়ে গমের চলন বেশি, আবার বাঙলায় গমের চেয়ে চালেরই বেশি চলন। সেইরূপ, তৃতীয় ব্যতিক্রম হইল এই যে, শ্রমিকদের খাবার উল্লিখিত খাদ্যতালিকা হইতে ভিন্ন রকমের। ভিন্ন ভিন্ন সকল রকম খাবারের কথা উল্লেখ করিতে হইলে এক-আধখানা গ্রন্থে কুলাইবে না, এবং আশঙ্কা হয়, তাহাতে এই প্রবন্ধের আকর্ষণই চলিয়া যাইবে।

রান্নার জন্য মাখন, অথবা যদি ঘৃত বলিতে চান তবে ঘৃত, ইংলণ্ড ও এমন কি হয়তো ইয়োরোপ অপেক্ষাও বেশী করিয়া ব্যবহার করা হয়। একজন প্রতিষ্ঠাবান ডাক্তারের মতে, মাখন বেশী ব্যবহার করিলে উপকার যদি নাও হয়, তবু ইংলণ্ডের মত শীতপ্রধান দেশে যে রকম ক্ষতি হইতে পারে, ভারতের মত গরম জলবায়ুতে সে রকম ক্ষতি হইবার কথা নয়।

পাঠকের হয়তো দুঃখের সঙ্গে নজরে পড়িবে, উপরের ঐ খাদ্যতালিকায় ফলের, একান্ত প্রয়োজনীয় ফলের, কোন উল্লেখই নাই। ইহার কারণ অনেক। কয়েকটির কথা বলি : ভারতীয়েরা ফলের যথার্থ মূল্য জানে না, গরিব লোকেরা ভাল ফল কিনিতে পারে না, আর বড় বড় শহর ছাড়া ভারতের অন্য কোন জায়গায় ভাল ফল পাওয়াও যায় না। কতকগুলি ফল অবশ্য ভারতের সকল লোকেই খায়, সেগুলি এখানে পাওয়া যায় না। কিন্তু, হায়, সেগুলিও বাড়তি খাবার হিসাবে খাওয়া হয়, খাবারের আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে নয়। সেগুলির রাসায়নিক মূল্যেব কথা কেহ জানে না, কারণ কেহই সেগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার কষ্ট স্বীকার করে না।

**দি ভেজিটেরিয়ান**, ১৪-২-১৮৯১

## তিন

আগের প্রবন্ধে রুটির বিষয়ে পরে আরও কিছু বলা হইবে বলিয়া কথা দেওয়া হইয়াছিল। সাধারণত গমের আটা দিয়া রুটি তৈরি করা হয়। গম প্রথমে হাতে-চালানো জাঁতায় ভাঙ্গা হয়। জাঁতা গম পিষিবার সরল যন্ত্র। তাহাতে মিলের মত জটিল যন্ত্রপাতি নাই। এই গমের গুঁড়াকে বড় বড় ছিদ্রযুক্ত চালুনিতে চালিয়া লওয়া হয়। তাহাতে মোটা মোটা চোকলগুলি বাদ পড়িয়া যায়। গরিব লোকেরা অবশ্য আটা চালিয়াই লয় না। কাজেই, এখানে নিরামিষভোজীরা যে-আটা ব্যবহার করে, ভারতীয়দের আটা যদিও সে-আটার মত নয়, তবুও তাহা, এখানে বহুনিন্দিত সাদা রুটি তৈরি করার জন্য সাধারণ যে ময়দা ব্যবহৃত হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল। মাখন গলাইয়া ছাঁকিয়া লওয়া হয়, মাখন খাঁটি হইলে অবশ্য ছাঁকার দরকারই হয় না। সেই মাখন-গলান ঘি ঠাণ্ডা হইলে, এক পাউণ্ড আটায় চায়ের চামচের এক চামচ ঘি ময়ান দিয়া তাহাতে প্রয়োজনমত জল ঢালা হয়। তখন হাত দিয়া ঠাসিয়া সব আটাকে মিলাইয়া-মিশাইয়া গোলাকার পিণ্ড বা তালে পরিণত করা হয়। এই তালকে সমানভাবে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করিয়া ছোট ছোট চ্যাপটা কমলালেবুর আকারে লেচি কাটা হয়। কাঠ দিয়া বিশেষভাবে তৈরি বেলুনের সাহায্যে এই লেচিগুলিকে বেলিয়া ছয়-ইঞ্চি-ব্যাসবিশিষ্ট গোলাকার পাতলা এক-একটি টুকরা

তৈরি করা হয়। প্রত্যেকটি টুকরা একটি চ্যাপটা তাওয়ায় আলাদা আলাদা ভাবে ভাল করিয়া সেঁকিয়া নেওয়া হয়। একখানি রুটি সেঁকিতে পাঁচ সাত মিনিট সময় লাগে। এই রুটি গরম থাকিতে থাকিতে মাখন মাখাইয়া খাওয়া হয়। ইহার গন্ধ ও স্বাদ খুব মিষ্ট। ঠাণ্ডা হইয়া গেলেও ইহা খাওয়া যায়, লোকে খায়ও। সাধারণ ইংরেজের নিকট মাংস যে রকম, ভারতীয়ের পক্ষে, সে নিরামিষ-ভোজীই হউক বা আমিষাশীই হউক, রুটিও সেই রকম। কারণ, লেখকের মতে, ভারতবর্ষে মাংসাশীরাও মাংসকে একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করে না, বরং রুটির সহায়ক আনুষঙ্গিক খাদ্য হিসাবে ইহা গ্রহণ করে।

ভারতের সঙ্গতিপন্ন নিরামিষভোজীর খাদ্যের ইহা রেখাচিত্র, কেবলমাত্র রেখাচিত্রই। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, "ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয়দের অভ্যাসের কি কোন পরিবর্তন হয় নাই?" খাদ্য ও পানীয়ের সম্পর্কে উত্তর দিতে হইলে "হাঁ"-ও বলিতে হয়, "না"-ও বলিতে হয়। 'না' এইজন্য যে সাধারণ স্ত্রী-পুরুষেরা তাহাদের পূর্বেকার আহার ও আহার গ্রহণের সময় বজায় রাখিয়াছে। 'হাঁ' এই জন্য, যে যাহারা একটু-আধটু ইংরেজী শিখিয়াছে তাহারা এখানে সেখানে ইংরেজী ধরনধারন গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু এই পরিবর্তনও—ইহার ভালমন্দ বিচার করার ভার পাঠকের উপরই ছাড়িয়া দিতে হইবে—খুব লক্ষ্য করিবার মত নয়।

শেষোক্ত শ্রেণী প্রাতর্ভোজনে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রাত-র্ভোজনে সাধারণত এক পেয়ালা বা দুই পেয়ালা চা থাকে। এই প্রসঙ্গে পানীয়ের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। তথাকথিত শিক্ষিত ভারতীয়গণ, প্রধানত ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবেই, চা ও কফি পান করে। তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখই যথেষ্ট। চা ও কফির জন্য খরচ বড়জোর সামান্য কিছু বাড়ে এবং ইহা অত্যধিক পান করিলে সাধারণভাবে স্বাস্থ্যের হানি হয়। কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্বের সর্বাপেক্ষা গুরুতর অনিষ্টকর ফল হইল, সে দেশে কোন না কোন আকারে সুরার আমদানি করা, সেই সুরা যাহা মানবসমাজের শত্রু, যাহা সভ্যতার অভিশাপ।

এই ধার-করা অভ্যাস যে কি পরিমাণ ক্ষতি করিয়াছে তাহা পাঠক তখনই যথার্থভাবে বুঝিতে পারিবেন যখন তাঁহাকে বলা হইবে যে ধর্মের নিষেধ সত্ত্বেও এই অন্যায় ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নিজের ধর্মের বিধি অনুসারে, যে-বোতলে সুরা আছে সেই বোতল স্পর্শ করিলেই মুসলমান অপবিত্র হয়। হিন্দুধর্মেও সুরাপান সর্বথা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। তবুও, হায়, গভর্মেণ্ট যেন সুরার প্রসার বন্ধ না করিয়া তাহা বাড়াইতে সাহায্য করিতেছে। যেমন অন্য সর্বত্র, তেমনই ভারতেও, ইহার জন্য গরিব লোকেরাই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। তাহারা স্বল্প যাহা কিছু

উপার্জন করে, তাহা দিয়া ভাল খাবার বা অন্যান্য দরকারী জিনিস না কিনিয়া মদেই সব খরচ করিয়া ফেলে। ইহারা সেই নিঃস্ব সম্প্রদায়, যাহারা সুরাপান করিতে করিতে নিজেদেরই দুর্দশা ও অকালমৃত্যু ডাকিয়া আনে না, নিজেদের পরিবারকেও উপবাসী করিয়া রাখে, এবং সন্তানসন্ততি থাকিলে তাহাদের লালন-পালন করিবার পবিত্র দায়িত্বও লঙ্ঘন করিতে বাধ্য হয়। ব্যারো নির্বাচন-কেন্দ্রের ভূতপূর্ব সদস্য মিঃ কেইনের সুখ্যাতি করিয়া এখানে বলা দরকার যে, তিনি এখনও অকুতোভয়ে এই পাপের প্রসারের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রশংসনীয় অভিযান চালাইয়া যাইতেছেন। কিন্তু সুপ্তিমগ্ন ও উদাসীন গভর্মেণ্টের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে এক জনের, তা সে যতই ক্ষমতাশালী হউক না কেন, শক্তি কি করিতে পারে!

দি ভেজিটেরিয়ান, ২১-২-১৮৯১

## চার

ভারতে নিরামিষাশী কাহারা, আর সাধারণত কি তাহারা খায় তাহা জানিবার পর, নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাবলী হইতে পাঠক বিচার করিয়া দেখিতে পারিবেন, নিরামিষভোজী হিন্দুদের দুর্বল শরীর সম্পর্কে লোকে যে-সকল যুক্তিতর্ক উপস্থিত করে তাহা কত অসার ও ভিত্তিহীন।

ভারতীয় নিরামিষভোজীদের সম্পর্কে একটা কথা প্রায়ই বলা হয় যে, শরীরের দিক হইতে তাহারা খুবই দুর্বল, অতএব নিরামিষভোজন শারীরিক শক্তিরক্ষার উপযোগী নয়।

এখন, একথা যদি প্রমাণ করিতে পারা যায় যে, ভারতের নিরামিষাশীরা সাধারণত ভারতের মাংসাশীদের অপেক্ষা অধিক বলশালী না হইলেও, তাহাদের সমানই বলবান, এমন কি তাহারা মাংসাশী ইংরেজদের মতই বলবান, আর ইহাও যদি দেখানো যায় যে, যেখানে যেখানে তাহারা দুর্বল সেখানে, নিরামিষ আহার ছাড়া তাহার অন্য অনেক কারণ বর্তমান, তাহা হইলে যে কাঠামোর উপর উল্লিখিত যুক্তির নির্ভর, তাহা ধূলিসাৎ হইবে।

আরম্ভেই একথা স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত যে, হিন্দুরা সাধারণত দুর্বল বলিয়া নিন্দিত; কিন্তু একজন মাংসাশী নিরপেক্ষ লোক, যিনি ভারতবর্ষ ও তাহার অধিবাসীদের ভাসা-ভাসা ভাবেও জানেন, বলিবেন, হিন্দুদের এই সর্বজনবিদিত দুর্বলতা সৃষ্টি করিবার জন্য অন্য অনেক কারণ অবিরত কাজ করিয়া যাইতেছে। একমাত্র না হইলেও ইহার সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বসম্পন্ন অন্যতম কারণ হইল জঘন্য বাল্যবিবাহপ্রথা ও তাহার আনুষঙ্গিক কুফল। সাধারণত নয় বৎসর বয়সেই শিশুরা বিবাহিত জীবনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়।

অনেক ক্ষেত্রে, আরও অল্প বয়সে তাহাদের বিবাহ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার জন্মের আগেই তাহাদের বিবাহের বাগ্‌দান হইয়া থাকে। আবার হয়ত কোন স্ত্রীলোক সঙ্কল্প করিবে যে তাহার যদি ছেলে বা মেয়ে হয়, তবে অপর একজনের মেয়ে বা ছেলে হইলে, তাহাদের পরস্পরের বিবাহ দিবে। অবশ্য শেষোক্ত ক্ষেত্র দুইটিতে শিশুরা দশ এগারো বৎসরের না হইলে বিবাহ-কার্য সিদ্ধ হয় না। এরূপ ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে যে, ষোলো সতেরো বৎসরের স্বামীর ঔরসে বারো বৎসরের স্ত্রীর সন্তান হইয়াছে। খুব সবল শরীরের পক্ষেও কি এইরূপ বিবাহ ক্ষতিকর হইবে না?

এখন ভাবিয়া দেখুন, এরূপ বিবাহের ফলে সন্তান কিরূপ দুর্বল হইবে। তারপর চিন্তা করুন, দম্পতিকে কত ভাবনা-চিন্তার ভিতর দিয়া দিন কাটাইতে হইবে। ধরা যাক, এগারো বছরের একটি ছেলের প্রায় সমবয়সী একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হইল। ফলে যে বয়সে স্বামী হওয়ার দায়িত্ব কি, তাহা তাহার জানিবার কথা নয়, এবং জানাও নাই, সেই বয়সে বালকটির উপর জোর করিয়া একটি স্ত্রী চাপাইয়া দেওয়া হইল। সে অবশ্য তখন স্কুলে পড়িতেছে। স্কুলের নীরস খাটুনির সঙ্গে সঙ্গে বালিকা-পত্নীর দেখাশোনাও তাহাকে করিতে হইবে। অবশ্য স্ত্রীর ভরণপোষণ কার্যত তাহাকে করিতে হয় না, কেন না, পিতামাতার সঙ্গে বিরোধ না ঘটিলে,[১] ভারতে ছেলের বিবাহ হইলেই, ছেলেকে যে পিতামাতা হইতে পৃথক হইয়া যাইতে হয় এরূপ নয়; কিন্তু কেবল ভরণ-পোষণ ব্যতীত আর সকলই তাহাকে করিতে হয়।

তারপর বিবাহের ছয় বৎসর পরে তাহার একটি ছেলে হইল, সম্ভবত তখনও সে পড়া শেষ করিতে পারে নাই। তখন কেবলমাত্র নিজের জন্য নয়, স্ত্রীপুত্রের জন্যও তাহাকে অর্থোপার্জনের কথা ভাবিতে হইবে কারণ সারা জীবন তো আর সে পিতার সংসারে বসিয়া কাটাইতে পারে না, আর যদি বা তা পারে, তবুও স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের আংশিক ব্যয় সে নির্বাহ করিবে, এরূপ প্রত্যাশা তো তাহার নিকট নিশ্চয়ই করা হইবে। এই কর্তব্য বা দায়িত্বের বিষয়ে সচেতনতা কি তাহার মনকে ভারগ্রস্ত করিয়া তাহার স্বাস্থ্যের অনিষ্ট করিবে না? ইহা যে খুব সবল শরীরকেও ভাঙ্গিয়া দিবে না, একথা কি কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে? একথা অবশ্য কেহ বলিতে পারে যে, উপরে যে বালকের দৃষ্টান্ত দিয়াছি সে যদি মাংসাশী হইত তবে তার শরীর অপেক্ষাকৃত সবল থাকিতে পারিত। যে সকল ক্ষত্রিয় রাজা মাংসাশী হওয়া সত্ত্বেও লাম্পট্যের কারণে অতিশয় দুর্বল তাহাদের দৃষ্টান্তের ভিতর এই তর্কের উত্তর মিলিবে।

[১] এখানে ইংরেজী যে কথাটার ব্যবহার হইয়াছে তাহার দ্বারা গান্ধীজী সম্ভবত 'বিরোধ'-এর কথাটাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

অন্য বিরোধী কারণগুলি ভারতের মেষপালকদের মধ্যে বিদ্যমান নাই—সুতরাং ভারতের নিরামিষভোজী কিরূপ বলবান হইতে পারে তাহার ভাল উদাহরণ ভারতের মেষপালকদের মধ্যে পাওয়া যাইবে। ভারতীয় মেষপালকের দেহ সুগঠিত ও দৈত্যের মত বলশালী। যে কোন সাধারণ ইয়োরোপীয় তরবারি লইয়া যদি সম্মুখে দাঁড়ায় তবে ভারতীয় মেষপালক তার শক্ত মোটা লাঠি লইয়া ঐ ইয়োরোপীয়ের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এমন সব ঘটনার প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায় যেখানে ঐ মেষপালকেরা তাহাদের মোটা লাঠি দিয়া বাঘ ও সিংহ তাড়াইয়া দিয়াছে এবং মারিয়াও ফেলিয়াছে। "কিন্তু", একদিন এক বন্ধু বলিলেন, "আদিম প্রকৃতির মধ্যে যাহারা বাস করে ইহা তো তাহাদের দৃষ্টান্ত। বর্তমান সমাজে তো কৃত্রিমতা অতিশয় প্রবল। সমাজের এই কৃত্রিম অবস্থায় আপনার পক্ষে বাঁধাকপি ও কড়াইশুঁটির দানা ছাড়া আরও বেশী কিছুর দরকার হইবে। আপনার মেষপালকের তো বুদ্ধি নাই, সে বই পড়ে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।" ইহার একমাত্র উত্তর হইল এই যে, নিরামিষ-ভোজী মেষপালক মাংসাশী মেষপালক অপেক্ষা প্রবল যদি নাও হয় তবু অন্তত তাহার সমকক্ষ হইবে। ইহাতে এক সমশ্রেণীব নিরামিষাশী ও মাংসাশীর মধ্যে তুলনা করা হইল। ইহা বলের সঙ্গে বলের তুলনা, বলের সঙ্গে বুদ্ধিযুক্ত বলের তুলনা নয়, কারণ উপস্থিত আমি কেবল ইহাই অপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছি যে, ভারতীয় নিরামিষাশীগণ কেবল নিরামিষভোজনের কারণেই শরীরের দিক হইতে দুর্বল।

যে কোন খাদ্যই গ্রহণ করা যাক না কেন, মনে হয় দুই একটি দুর্লভ দৃষ্টান্ত ছাড়া, শারীরিক বল ও মানসিক শক্তির একত্র সমাবেশ হইতে দেখা কোথাও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ক্ষতিপূরণের নিয়ম অনুসারে মানসিক শক্তির দিক হইতে যাহা লাভ হইল শারীরিক বলের দিক হইতে তাহা হারাইতে হইবে। স্যাম্‌সন কখনও গ্ল্যাডস্টোন হইতে পারে না। এই যুক্তি যদি মানিয়াই লওয়া যায় যে, সমাজের বর্তমান অবস্থায় সবজির পরিবর্তে অন্য কিছুর প্রয়োজন আছে তাহা হইলেই কি চূড়ান্তভাবে প্রমাণ হয় যে মাংসই সেই পরিবর্ত ?

তারপর ভারতের তথাকথিত সামরিক জাতি ক্ষত্রিয়দের কথা ধরা যাক। তাহারা অবশ্য মাংসাশী, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জনই বা তরবারি চালনা করিয়াছে ? তাহারা 'যে জাতিহিসাবে দুর্বল এরূপ বলা আমার কল্পনারও অতীত। যতদিন পর্যন্ত পৃথ্বীরাজ (প্রথুরাজ), ভীম এবং তাঁহাদের মত অপর সকলের কথা—(তাঁহাদের সময় ছাড়িয়া আরও প্রাচীন কালে যাইতে হইবে না)—লোকের মনে থাকিবে, তত দিন পর্যন্ত নিতান্ত নির্বোধ ছাড়া আর কেহ বিশ্বাস করিবে না যে ক্ষত্রিয় জাতি দুর্বল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সে জাতির অধঃপতন হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ-গুলিতে ভায়া নামে যাহারা পরিচিত, অন্যান্য জাতির মধ্যে তাহারা হইল এখন ভারতের অন্যতম যথার্থ সামরিক জাতি। তাহারা গম, ডাল ও সবজি খাইয়া জীবনধারণ করে। তাহারাই দেশের শান্তি রক্ষা করে। তাহারাই অধিক পরিমাণে দেশীয় সৈন্যদলে নিযুক্ত হয়।

এই সকল তথ্য হইতে সহজেই বোঝা যাইবে যে, নিরামিষ-গ্রহণ ক্ষতিকর তো নয়ই, বরং তাহা শারীরিক শক্তির পরিপোষক এবং হিন্দুদের দুর্বলতার জন্য নিরামিষভোজনকে দায়ী করা নিছক ভ্রান্ত যুক্তিপ্রসূত।

**দি ভেজিটেরিয়ান, ২৮-২-১৮৯১**

## পাঁচ

আগেকার প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে হিন্দু নিরামিষাশীদের শারীরিক দুর্বলতার জন্য খাদ্য ব্যতীত অন্য অনেক কারণ বিদ্যমান। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, নিরামিষভোজী ঐ মেষপালকগণ মাংসাশীদের মতই বলবান। নিরামিষাশীদের খুব ভাল দৃষ্টান্ত হইল এই মেষপালক। তাহাদের জীবনযাত্রা পরীক্ষা করিলে আমরা লাভবান হইব; কিন্তু আর বেশি অগ্রসর হইবার পূর্বে পাঠককে বলা দরকার যে, এই সিদ্ধান্ত ভারতের সকল অঞ্চলের মেষপালকদের সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। ইহা ভারতের কোন বিশেষ অঞ্চলের মেষপালকদের সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা যায়। যেমন স্কটল্যাণ্ডের লোকেদের রীতিনীতি ইংলণ্ডের অধিবাসীদের হইতে ভিন্ন, তেমনই ভারতের এক অঞ্চলের লোকেদের রীতিনীতি অন্য অঞ্চলের লোকেদের রীতিনীতি হইতে ভিন্ন।

ভারতীয় মেষপালক সাধারণত ভোর পাঁচটায় ওঠে। সে যদি ধর্মভীরু হয় তবে তাহার প্রথম কাজ হয়, তাহার ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা নিবেদন করা। তার পর সে শৌচকর্ম করে অর্থাৎ মুখ-হাত ধুইয়া পরিষ্কার হয়। ভারতীয়েরা যে দাঁতন-কাঠি দিয়া দাঁত মাজে, পাঠককে তাহার পরিচয় দিবার জন্য এখানে আমাকে একটু অন্য বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে। দাঁতন-কাঠি বাবুলা (বাবুল) নামে একটি কাঁটা-গাছের ডাল ছাড়া আর কিছু নয়। একটা ডালকে এক ফুট লম্বা করিয়া কয়েকটি টুকরা করা হয়। কাঁটাগুলি অবশ্য ভাঙিয়া ফেলা হয়। একটি কাঠির এক প্রান্ত দাঁতে চিবাইয়া দাঁত মাজার উপযোগী ও নরম করিয়া লওয়া হয়। এইরূপে নিজের জন্য সে প্রতিদিন একটি করিয়া ঘরে-তৈরি নূতন দাঁতন করিয়া লয়। ভাল করিয়া দাঁত মাজা হইয়া গেলে দাঁতগুলি যখন মুক্তার মত সাদা ঝকঝক করে তখন সে দাঁতনকাঠিটিকে চিরিয়া দুই ভাগ করে এবং একটি ভাগকে বাঁকাইয়া লইয়া তাহা দিয়া নিজের জিভ

ছোলে। এইরূপে দাঁত মাজা হয় বলিয়া সাধারণ ভারতবাসীর দাঁত এত মজবুত ও সুন্দর। বলাবাহুল্য যে দাঁত মাজার সময় সে কোন গুঁড়া মাজন ব্যবহার করে না। দাঁতের জোর কমিয়া যাওয়ায় বৃদ্ধ লোকেরা দাঁতনকাঠিকে চিবাইয়া নরম করিতে পারে না; তাহারা তখন ছোট হাতুড়ির দ্বারা নরম করিয়া লইয়া উহা ব্যবহার করে। এইরূপে দাঁত মাজিতে কুড়ি পঁচিশ মিনিটের বেশী সময় লাগে না।

মেষপালকটির কথায় পুনরায় ফিরিয়া আসা যাক। সে বাজরার (বাজরি) একখানি মোটা রুটি দিয়া প্রাতর্ভোজন শেষ করে। ইঙ্গ-ভারতীয়েরা বাজরাকে বলে মিলেট; এই শস্য ভারতে গমের পরিবর্তে বা গমের সঙ্গে খুব ব্যবহার করা হয়। রুটির সঙ্গে মেষপালক ঘি আর গুড়ও খায়। যে সকল গৃহপালিত পশু চরাইবার ভার তাহার উপর দেওয়া আছে, সকাল আটটা কি নয়টার সময় সেগুলিকে সে চরাইতে লইয়া যায়। পশুচারণভূমি তাহার শহর হইতে সাধারণত দুই তিন মাইল দূরে। এই চারণক্ষেত্র পার্বত্য ভূমি, সতেজ পত্র-পল্লবসম্ভারের সবুজ গালিচায় খচিত। কাজেই, সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে নির্মল বায়ু উপভোগ করার অপূর্ব সুযোগ সে পায়। কখনও কখনও তার স্ত্রী, ভাই বা অন্য কোন আত্মীয় তার সঙ্গে যায়। পশুরা যখন চতুর্দিকে চরিয়া বেড়ায় তখন সে হয় গান করিয়া সময় কাটায়, না হয় সঙ্গীর সহিত গল্পগুজব করে। দুপুরের খাবার সে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। বেলা বারোটার সময় সে তাই খায়। দ্বিপ্রহরের আহার সেই চিরন্তন রুটি, ঘি, আর একটি তরকারি বা ডাল, অথবা তাহার পরিবর্তে কিংবা তাহার সঙ্গে, কিছু আচার ও সদ্য-দোওয়া টাটকা গো-দুগ্ধ। ইহার পর অপরাহ্ণ দুইটা কি তিনটায় সে প্রায়ই ছায়াবহুল একটি বৃক্ষের নীচে আধ-ঘণ্টার মত একটু নিদ্রা সারিয়া লয়। এই স্বল্প নিদ্রা প্রখর রৌদ্রতাপ হইতে তাহাকে রক্ষা করে। সন্ধ্যা ছয়টায় সে ঘরে ফিরিয়া যায়, সাতটায় রাতের খাবার খায়—গরম রুটি, ডাল বা তরকারি, আর দুধ-ভাত কিংবা ঘোল-ভাত দিয়া সে খাওয়া শেষ করে। তারপর সাংসারিক কাজ সারিয়া লয়—সাংসারিক কাজ অর্থে অনেক সময় পরিবারের সকলের সঙ্গে মধুর আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি—রাত দশটায় সে শুইতে যায়। সে হয় খোলা জায়গায় শোয়, না হয় একঘর লোকে ভর্তি কুঁড়ের ভিতর শুইয়া থাকে। শীতকালে বা বর্ষাকালে সে কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় লয়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে ঐ কুঁড়ে ঘরে প্রায়ই জানালা না থাকিলেও এবং উহা দেখিতে জরাজীর্ণ হইলেও উহাতে বাতাস আটকায় না। যেমন তেমন ভাবে তৈরি বলিয়া, উহার দরজা করা হয় চোর ঠেকাইবার জন্য, ঝড়-ঝাপটা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নয়। একথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না যে, কুঁড়ে ঘরগুলির অনেক উন্নতি-সাধন করা যাইতে পারে।

এই হইল একজন সঙ্গতিপন্ন মেষপালকের জীবনযাত্রা। অনেক দিক হইতে তাহার এই জীবনযাত্রা আদর্শ জীবনযাত্রা। বাধ্য হইয়াই তাহার অভ্যাসগুলি খুব নিয়মিত। বেশীর ভাগ সময় সে বাহিরে কাটায়। বাহিরে থাকার সময়ে শ্বাসের সঙ্গে সে বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করে। যথাযোগ্য অঙ্গচালনা তার হইয়া থাকে। সে পুষ্টিকর ভাল খাবার খায়। আর শেষ কথা, কিন্তু শেষ কথা হইলেও তুচ্ছ কথা নয়,—সেই সব চিন্তা-ভাবনা হইতে সে মুক্ত যেগুলি প্রায়ই শরীরের দুর্বলতার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

দি ভেজিটেরিয়ান, ৭-৩-১৮৯১

## ছয়

তাহার জীবনযাত্রাপ্রণালীতে একমাত্র যে ত্রুটি দেখা যাইবে তাহা হইল স্নানের স্বল্পতা। গরম জলবায়ুর দেশে স্নানের দরকার খুব বেশী। যেখানে একজন ব্রাহ্মণ দিনে দুইবার স্নান করে এবং একজন বৈশ্য দিনে একবার স্নান করে, একজন মেষপালক সেখানে সপ্তাহে মাত্র একবার স্নান করিয়া থাকে। ভারতের লোক কেমন করিয়া স্নান করে তাহা বুঝাইবার জন্য এখানে আমি আবার বিষয়ান্তরে যাইব। সাধারণত তাহার শহরের নিকট দিয়া যে নদী বহিয়া যায় তাহাতেই সে স্নান করে। কিন্তু আলস্য করিয়া যদি সে নদীতে যাইতে না চায়, অথবা ডুবিয়া যাইবে বলিয়া যদি সে ভয় পায়, কিংবা তাহার শহরেব নিকটে যদি কোন নদী না থাকে, তাহা হইলে সে বাড়িতেই স্নান করে। কিন্তু বাড়িতে এমন কোন স্নানের জায়গা নাই যেখানে সে ডুব দিয়া স্নান করিতে পারে। তাহার নিকটে একটা বড় পাত্রে জল থাকে। সে ঘটি করিয়া পাত্র হইতে জল তুলিয়া নিজের গায়ে ঢালে, কারণ তার বিশ্বাস, স্থির জলে অবগাহন করিলে সে জল তখনই অপরিষ্কার হইয়া যায়, এবং অন্য কাজের অনুপযুক্ত হইয়া ওঠে। ঐ একই কারণে সে কোন জলপাত্রে হাত ডুবাইয়া হাত ধোয় না, কাহাকেও দিয়া সে হাতে জল ঢালাইয়া লয় অথবা দুই হাতের মধ্যে ঘটিটি ধরিয়া নিজেই জল ঢালিয়া লয়।

কিন্তু, যাহা বলিতেছিলাম। মনে হয়, স্নানের স্বল্পতাহেতু মেষপালকের স্বাস্থ্যের আসলে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে, ঐ ব্রাহ্মণ যদি একদিনের জন্যও স্নান বাদ দেয় তবে সে দারুণ অস্বস্তি বোধ করিবে, এবং যদি কিছুদিন সে বিনা স্নানে চালায় তবে খুব শীঘ্রই অসুস্থ হইয়া পড়িবে।

এমন অনেক জিনিস আছে যাহা অন্য কোন ভাবে বুঝানো যায় না, একমাত্র অভ্যাস তাহার কারণ বলিয়া মনে হয়। আমার মনে হয় উপরোক্ত

বিষয়টি তাহারই এক উদাহরণ। যেমন, একজন মেথর বা ঝাড়ুদার নিত্য সাফাই কর্ম করিয়াও আপন স্বাস্থ্য বজায় রাখিবে, অথচ একজন সাধারণ লোক সেই কর্ম করিতে গেলে মৃত্যুর সম্মুখীন হইবে। বিলাস ও আরামে লালিত পালিত কোন লর্ড, ইস্ট্ এণ্ড-এর কোন শ্রমিকের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিলে অচিরে মৃত্যু আসিয়া তাহার দরজায় হানা দিবে।

এই কথারই সমগোত্র হিসাবে একটি উপকথা বা কাহিনী এখানে না বলিয়া পারিতেছি না। একটি মেয়ে দাঁত-মাজার বুরুশ বিক্রয় করিত। দেখিতে সে (সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী গ্রীক দেবতা) ভেনাসের মত সুন্দরী ছিল। এক রাজা তাহার প্রেমে পড়িলেন। এরূপ ক্ষেত্রে স্বভাবতই যাহা আশা করা যায় তাহাই ঘটিল। মেয়েটিকে রাজার প্রাসাদে লইয়া গিয়া রাখিবার আদেশ দেওয়া হইল। ভোগবিলাসের মধ্যে তাহার স্থান হইল। তাহার খাবার হইল সর্বোৎকৃষ্ট, পোশাক পরিচ্ছদ হইল সর্বোত্তম, যাহা কিছু সকলের অপেক্ষা ভাল, সকলের চেয়ে সুন্দর, তাহাই তাহার ভোগে আসিল। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয়, যে পরিমাণে ভোগবিলাস বাড়িতে লাগিল সেই পরিমাণে তার স্বাস্থ্যের হানি হইতে লাগিল। তাহাকে দেখিতে দলে দলে ডাক্তার আসিল, কিন্তু সকল রকমের ঔষধ খুব নিয়মিতভাবে প্রয়োগ করিয়াও কোন ফল পাওয়া গেল না। ইহাদেব মধ্যে একজন চতুর ডাক্তার মেয়েটির অসুখের আসল কারণটি ধরিয়া ফেলিল। ডাক্তার বলিল, মেয়েটিকে ভূতে পাইয়াছে। সুতরাং ভূতশান্তির জন্য, ডাক্তারের নির্দেশে. মেয়েটি যতগুলি ঘর লইয়া থাকিত তাহার প্রত্যেকটিতে, কতকগুলি করিয়া বাসি রুটি ও কিছু ফল রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা হইল। ডাক্তার বলিল, ঘরগুলি সংখ্যায় যত ঠিক ততদিনে ভূত চলিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির অসুখও সারিয়া যাইবে। তাহাই হইল। বেচারী রানীই অবশ্য রুটিগুলি খাইয়াছিল।

ইহাতে প্রমাণ হয়, মানুষের উপর অভ্যাসের প্রভাব কতখানি। তাই, আমি মনে করি, স্নানের স্বল্পতা মেষপালকের স্বাস্থ্যের বেশী ক্ষতি করে না।

এইরূপ জীবনযাত্রাপ্রণালীর ফলাফল কি তাহা পূর্ব প্রবন্ধে আংশিক-ভাবে দেখান হইয়াছে। তাহা হইল এই যে, নিরামিষভোজী মেষপালক শারীরিক সবলতা লাভ করে, সে দীর্ঘজীবীও হয়। আমি এক মেষপালিকাকে জানি। ১৮৮৮ সালে তাহার বয়স এক শত বৎসরের উপর ছিল। শেষবার তাহাকে যখন দেখি তখনও তাহার দৃষ্টিশক্তি খুব ভাল ছিল। স্মরণশক্তিও ছিল সতেজ। শৈশবে যাহা দেখিয়াছে তখনও তাহা সে স্মরণ করিতে পারিত। আশা করি সে এখনও বাঁচিয়া আছে।

তা ছাড়া, মেষপালকের দেহটি সুডৌল। তাহার কোনরূপ অঙ্গবিকৃতি ক্বচিৎ কখনও দেখা যায়। বাঘের মত ভয়ঙ্কর না হইয়াও সে বলবান ও সাহসী অথচ মেষশাবকের মতই সে অনুগত। তাহার দীর্ঘ দেহ ভীতি উৎপাদন করে

না, তাহা সম্ভ্রম জাগায়। মোটের উপর, ভারতের মেষপালক নিরামিষভোজীদের অতি উত্তম নিদর্শন; শারীরিক শক্তির দিক হইতে যে কোন মাংসাশীর সহিত তুলনা করিলে, তাহার লজ্জা পাওয়ার কোন হেতু ঘটিবে না।

*দি ভেজিটেরিয়ান*, ১৪-৩-১৮৯১

## ৮. ভারতের কয়েকটি উৎসব

### এক

এই ইস্টারের সময়ে ইহার সমকালীন উৎসব-দিনের সম্পর্কে কিছু লিখিবার ইচ্ছা আমার ছিল, কিন্তু উহার আনুষঙ্গিক অনেক ব্যাপার দুঃখদায়ক। উহা হিন্দু পর্বদিনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠও নয়। গুরুত্ব ও সমারোহের দিক হইতে দেওয়ালি উৎসব ঐ উৎসব অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কাজেই দেওয়ালি উৎসবের কথাই আগে বলা সঙ্গত।

দেওয়ালিকে হিন্দু বড়দিন বলা যাইতে পারে। ইহা হিন্দু বৎসরের শেষে অর্থাৎ নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। ইহা সামাজিক উৎসব, ধর্ম-উৎসবও বটে। এই উৎসব এক মাস ধরিয়া চলে। হিন্দু বৎসরের দ্বাদশ মাস আশ্বিনের পয়লা তারিখে এই মহোৎসবের আগমনী বাজিয়া ওঠে। এই দিনই শিশুরা প্রথম বাজি পোড়ায়। প্রথম নয় দিনকে নব রাত্রি (নয় রাত্রি) বলে।

এই কয়দিন প্রধানত গরবার (গরবি) জন্য বিখ্যাত। গরবায় বিশ, ত্রিশ বা তদধিক লোক একটি বড় বৃত্তের আকারে দাঁড়ায়। বৃত্তের ঠিক মাঝখানে একটি বিশাল আলোকস্তম্ভ রাখা হয়। আলোকস্তম্ভটি সুচারুরূপে নির্মিত এবং চতুর্দিকে দীপাবলীবেষ্টিত। মাঝখানে ঢোলক লইয়া একটি লোক বসে। সে লোক-সঙ্গীত গাহিতে থাকে। বৃত্তাকার লোকেরা তাল রাখিবার জন্য হাততালি দিতে দিতে গানের পুনরাবৃত্তি করে। গান করিতে করিতে সামনের দিকে নত হইয়া তাহারা অর্ধ-বঙ্কিম অবস্থায় দীপস্তম্ভটির চার দিকে ঘুরিতে থাকে। সাধারণত এই গরবাগুলি (গরবি) পরম উপভোগ্য হয়।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই সকল গরবাতে, স্ত্রীলোকদের তো কথাই নাই, বালিকারাও কখনও অংশগ্রহণ করে না। মেয়েদের অবশ্য নিজেদের আলাদা গরবা হয়। তাহাতে পুরুষেরা বাদ পড়ে। কোন কোন পরিবারে একবেলা উপবাসের রীতি প্রচলিত আছে। পরিবারের মাত্র একজন এই উপবাস করিলেই হয়। উপবাসী লোকটি দিনে একবেলা খায়, তাও আবার সন্ধ্যাকালে। এই আহারের সময় তাহাকে চাল, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য

বা ডাল খাইতে দেওয়া হয় না, ফল, মূল, যেমন আলু ইত্যাদি ও দুধ মাত্র খাইতে দেওয়া হয়।

এই মাসের দশম দিনকে দশেরা বলে। এই দিন বন্ধুবান্ধবরা মেলামেশা করে। পরস্পর পরস্পরকে খাওয়ায়। বন্ধুবান্ধবদের, বিশেষ করিয়া মুরুব্বী ও গুরুজনদের মিঠাই উপহার দেওয়ারও রীতি আছে। দশেরার দিন ছাড়া অন্য সকল দিনের আমোদপ্রমোদ সব কিছুই রাত্রিকালে হয়, আর দিনের বেলা লোকে দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম করে। দশেরার পর প্রায় একপক্ষকাল সব কিছু কতকটা শান্ত থাকে। কেবল আগতপ্রায় মহোৎসবের দিনটির জন্য মেয়েদের প্রস্তুতির কাজ চলিতে থাকে। তাহারা মিঠাই তৈরি করে, পিঠা তৈরি করে, আরও অনেক কিছু তৈরি করে। ভারতে উচ্চতম শ্রেণীর মেয়েরাও রান্না করিতে কুণ্ঠিত হয় না। বস্তুত রন্ধনের মত একটি সুকুমার কলা প্রত্যেক মেয়েরই অধিগত থাকিবে ইহাই আশা করা হয়।

আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি পর্যন্ত রোজ সন্ধ্যাকালে এইরূপ গান ও ভোজের উৎসব চলে। ভারতে প্রত্যেক মাসের দুই ভাগ বা পক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার পর হইতে এক-একটির আরম্ভ; যেমন, পূর্ণিমার পর দিন হইল কৃষ্ণপক্ষের প্রথম দিন, ইত্যাদি। ত্রয়োদশ দিবস এবং তাহার পরবর্তী তিন দিন ধরিয়া সর্বদিনব্যাপী আমোদ-প্রমোদ ও আনন্দ চলে। ত্রয়োদশ দিবসকে **ধনতেরাশ** বলা হয় অর্থাৎ ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মীর পূজা করার জন্য নির্দিষ্ট এই ত্রয়োদশী তিথি। ধনী লোকেরা নানা রকমের মণি, মানিক, রত্ন, মুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রহ করে ও সযত্নে একটি বাক্সে রাখিয়া দেয়। পূজা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কখনও তাহারা এগুলির ব্যবহার করে না। প্রতি বৎসর এই সংগ্রহে কিছু কিছু যোগ করা হয়। পূজা অর্থে বহিরঙ্গ পূজা,—কেন না, বাছা বাছা অল্প কিছু লোক ছাড়া, এমন কে-ই বা আছে যাহার অন্তরে লোভ নাই, অর্থাৎ যে অর্থের পূজা করে না। পূজা হইল ঐ রত্নরাজিকে জল আর দুধ দিয়া প্রক্ষালন করা এবং পুষ্প ও কুঙকুম বা লাল গিরিমাটি দিয়া সেগুলিকে সুশোভিত করা।

চতুর্দশ দিবসকে কালী-চৌদাস বলা হয়। এই দিন লোকেরা রাত্রি থাকিতে ওঠে। নিতান্ত অলস লোককেও সেদিন ভাল করিয়া স্নান করিতে হয়। শীতকাল হইলেও মায়েরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জোর করিয়া স্নান করায়। লোকের ধারণা, কালী-চৌদাসের রাত্রিতে প্রেতেরা দল বাঁধিয়া শ্মশানে বিচরণ করিতে আসে। প্রেতে যাহারা বিশ্বাস করে তাহারা মৃত-বন্ধুদের প্রেত দেখিবার জন্য সেদিন ঐ সকল জায়গায় যায়। পাছে প্রেত দেখিতে পায়, এই ভয়ে, ভীরু লোকেরা সে রাত্রিতে ঘরের বাহির হয় না।

**দি ভেজিটেরিয়ান,** ২৮-৩-১৮৯১

## দুই

এই তো পঞ্চদশ দিনের সকাল! এই দিন আসল দেওয়ালি। এই দেওয়ালির দিন ভাল ভাল বাজি পোড়ানো হয়। এই দিনে কেহ টাকাপয়সা খরচ করে না। কেহ ধার করে না, ধার দেয়ও না। যাহা কিছু কেনাকাটা সব আগের দিন শেষ করা হয়।

রাজপথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইলে দেখা যাইবে দুগ্ধধবল পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাখাল পথ চলিতেছে। পরিচ্ছদ নূতন, এই প্রথম পরা হইয়াছে। দীর্ঘ শ্মশ্রু মুখের দুই পাশ দিয়া উঠাইয়া পাগড়ির নীচে আটকান হইয়াছে। গানের বিচ্ছিন্ন টুকরা টুকরা পদ গাহিতে গাহিতে সে পথ চলিয়াছে। তাহার পিছনে পিছনে চলিয়াছে এক পাল গরু। সেগুলির শিঙ লাল ও সবুজ রঙে রঞ্জিত এবং রূপা দিয়া বাঁধান। তাহার পরই দেখিবে দল বাঁধিয়া ছোট ছোট কুমারী চলিয়াছে। তাহাদের মাথায় বিড়ার উপরে ছোট ছোট মাটির ভাঁড়। অবাক হইয়া ভাবিবে, ভাঁড়ের ভিতর কি আছে? ঐ কুমারীটি অসাবধান হইয়া ভাঁড় হইতে একটু দুধ ফেলিয়া দিল। অমনই তোমার সংশয় দূর হইয়া গেল। একজন বড়লোক যাইতেছে। তার গোঁফ-দাড়ি সাদা, মাথায় প্রকাণ্ড সাদা পাগড়ি, পাগড়িতে লম্বা একটি খাগের কলম গোঁজা। কোমরে লম্বা চাদর জড়ান, উহাতে একটি রূপার দোয়াত বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জানিয়া রাখা উচিত, লোকটি একজন বড় মহাজন। এইরূপ নানা রকমের লোক দেখিতে পাইবে, সকলেই ধীরে-সুস্থে পথ চলিতেছে, সকলেই হর্ষ-উল্লাসে সমুজ্জ্বল।

রাত্রি হইল। পথঘাট তীব্রোজ্জ্বল দীপমালায় উদ্ভাসিত হইল। যে কখনও রিজেণ্ট স্ট্রীট বা অক্সফোর্ড স্ট্রীট দেখে নাই তাহার কাছেই ইহা তীব্রোজ্জ্বল, কিন্তু, বোম্বাইএর মত বড় শহরগুলিকে বাদ দিলে, ক্রীস্টাল প্যালেস ক (স্ফটিক প্রাসাদ) যে পরিমাণে আলোকোজ্জ্বল করিয়া তোলা হয়, তাহার সঙ্গে ইহার কোন তুলনাই হয় না। মেয়ে, পুরুষ, শিশু, সকলেই তাহাদের সর্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে। প্রায় সবগুলিই রঙে-রঙে রঙিন। নানা রঙ মিলিয়া মিশিয়া অদ্ভুত এক শোভা রম্য চলচ্চিত্রের সঙ্গতির মধ্যে বিধৃত হইয়াছে। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতীর পূজাও এই রাত্রিতেই হইয়া থাকে। বেনেরা নূতন খতিয়ান খুলিয়া দেয়। তাহাতে প্রথমজমা কিছু লেখে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত,—পূজার জন্য ব্রাহ্মণ সর্বত্রই হাজির থাকে—মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবীর আবাহন করে। বালকবালিকারা উদ্গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে। পূজা শেষ হইলেই তাহারা বাজিতে আগুন ধরাইয়া দেয়। এই পূজা সাধারণত নির্দিষ্ট একটি সময়ে হয় বলিয়া রাস্তাগুলি একই সময়ে বাজির ফট ফট, হিস হিস, দুম দাম শব্দে মুখর হইয়া ওঠে। ধর্মনিষ্ঠ লোকেরা

মন্দিরে যায়। সেখানেও কেবল আনন্দ-উল্লাস, তীব্র উজ্জ্বল আলো ও সমারোহ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। পরের দিন নববর্ষের প্রথম দিন, দেখা-সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া-আসার দিন। এ দিন রান্নাঘরে আগুন জ্বলে না। কাজেই লোকেদের আগেকার রান্না বাসি খাবার খাইতে হয়। কিন্তু ভোজন-বিলাসী লোকের খাওয়ার কোন ত্রুটি হয় না, কেন না খাবারের এত প্রাচুর্য যে সে যদি কেবল খাইয়াই চলে, খায় এবং আবার খায়, তবুও প্রচুর খাবার বাঁচিয়া যায়। সঙ্গতিপন্ন লোকেরা সব রকমের সবজি, খাদ্যশস্য ও ডাল কেনে ও রান্না করে এবং নববর্ষের দিনে সব রকম খাবারই খায়।

নূতন বৎসরের দ্বিতীয় দিন অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকে। রান্নাঘবের আগুন আবার জ্বলে। কয়দিন প্রচুব আহারের পর লোকে হালকা ধরনের খাবার খায়। দুই একটি দুষ্ট ছেলেছোকরা ছাড়া বাজির খেলা কেউ খেলে না। দীপাবলীও কম হয়। দ্বিতীয় দিনের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালিও বস্তুত শেষ হইয়া যায়।

এখন দেখা যাক, এই উৎসবদিনগুলি কেমন করিয়া সমাজকে প্রভাবান্বিত করে এবং লোকেরা অজ্ঞাতে এই সময় কত ভাল ভাল কাজ করে। সাধারণত পরিবারের সকল লোক, উৎসবের দিনে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য, তাহাদের আদি বাড়িতে একত্র হইবার চেষ্টা করে। স্বামী হয়তো ব্যবসায়ের খাতিরে সংবৎসরই বাহিরে কাটাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি এখন আবার বাড়িতে স্ত্রীর নিকট ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করেন। অনেক দূব হইতে পিতা আসেন ছেলেমেয়েদের দেখিবার জন্য। ছেলে লেখাপড়ার জন্য বিদেশে থাকিলে, সেখান হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসে। কাজেই এই উৎসব উপলক্ষে সর্বদাই সাধারণভাবে একটা পুনর্মিলন ঘটে। যাহারা পারে তাহাবা সকলেই নূতন কাপড়চোপড় কেনে। ধনী লোকেরা বিশেষ করিয়া এই উপলক্ষে গয়নাও তৈরি করায়। পুরাতন পারিবারিক বিবাদও মিটাইয়া ফেলা হয়। অন্তত মিটাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়। বাড়িঘর মেবামত ও চুনকাম করা হয়। এতদিন কাঠের ঘেরের মধ্যে তুলিয়া-রাখা পুরানো আসবাবপত্র এইবাব বাহির কবিয়া পরিষ্কার করা হয় এবং এই সময়ে সেগুলি ঘর সাজাইবাব কাজে লাগে। সম্ভব হইলে পুরাতন দেনা শোধ করা হয়। নববর্ষের প্রথম দিনের জন্য প্রত্যেকেই কিছু কিছু নূতন জিনিস—প্রায়ই কোন ধাতুপাত্র বা অনুরূপ অন্য কোন কিছু—কেনে। মুক্তহস্তে ভিক্ষা দেওয়া হয়। পূজা দেওয়ার বা মন্দিরে যাওয়ার বিষয়ে যাহাদের বিশেষ নিষ্ঠা নাই, তাহারাও এ সময়ে তাহা করিয়া থাকে।

উৎসবের সময়ে কাহারও সহিত বিবাদ করিতে নাই, কাহাকেও গালি দিতে নাই। এই অনিষ্টকর অভ্যাস বিশেষ করিয়া নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই বেশী প্রচলিত। এক কথায়, সব কিছুই এখন শান্ত ও আনন্দপূর্ণ। দুর্বহ বোঝা না হইয়া জীবন এখন পরম উপভোগ্য হইয়া ওঠে। এরূপ উৎসবকে কুসংস্কারের অবশেষ

ও নির্বোধের মত আচরণ বলিয়া কেহ কেহ নিন্দা করিলেও, স্পষ্ট দেখা যায় যে এরূপ উৎসব হইতে সুদূরপ্রসারী ভাল ফল না ফলিয়া পারে না। আসলে এরূপ উৎসব মানবসমাজের পক্ষে এক আশীর্বাদ। ইহা লক্ষ লক্ষ কর্মক্লান্ত জীবনের বৈচিত্র্যহীনতার অবসাদ যথেষ্ট পরিমাণে দূর করে।

দেওয়ালি উৎসব সর্বভারতের সাধারণ উৎসব। কিন্তু কেমন করিয়া এই উৎসব পালন করিতে হয় তাহার খুঁটিনাটি বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন রকমের। তা ছাড়া, হিন্দুদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবের এই বর্ণনাও অসম্পূর্ণ বর্ণনা। এ কথাও মনে করা ঠিক নয় যে, এই উৎসবে খারাপ কিছুই করা হয় না। সকল জিনিসের মত, এই উৎসবেরও মন্দ দিক একটা থাকিতে পারে এবং হয়তো বা আছে, কিন্তু সে দিকটা বাদ দেওয়াই ভাল। ইহা ভাল যাহা করে তাহা নিশ্চয়ই মন্দ দিকের চেয়ে ওজনে অনেক ভারী।

**দি ভেজিটেরিয়ান, ৪-৪-১৮৯১**

## তিন

গুরুত্বের দিক হইতে দেওয়ালির পরেই হোলি-উৎসব বা দোল। ইহার কথাই ২৮শে মার্চের **ভেজিটেরিয়ান**-এ ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

ইহা স্মরণ থাকিতে পারে যে সময়হিসাবে আমাদের দোল ইস্টারের কাছাকাছি। দোল অনুষ্ঠিত হয় হিন্দু বৎসরের পঞ্চম মাস ফাল্গুনের পূর্ণিমার দিন। তখন বসন্তের সবে আরম্ভ। গাছে গাছে ফুলের কুঁড়ি। লোকে গরম কাপড়চোপড় ত্যাগ করিয়াছে। হালকা পরিচ্ছদই দোলের সময়ের রীতি। কোন মন্দিরে উঁকি মারিলে আমরা আরও বুঝিতে পারিব যে বসন্ত সত্যই আসিয়াছে। যেই তুমি মন্দিরে প্রবেশ করিবে—অবশ্য হিন্দু না হইলে তুমি সেখানে ঢুকিতে পারিবে না—অমনই ফুলের মিষ্ট গন্ধ ছাড়া তুমি আর কিছুই পাইবে না। ধর্মপ্রাণ লোকেরা সিঁড়িতে বসিয়া ঠাকুরজীর জন্য মালা তৈরি করিতেছে। ফুলের মধ্যে তুমি সুন্দর সুন্দর গোলাপ, চামেলি (চাম্পেলি), বেল (মোগরা) ও আরও অনেক ফুল দেখিতে পাইবে। দর্শনের জন্য মন্দিরের দরজা খোলা হইলে তুমি দেখিতে পাইবে, ফোয়ারা হইতে জল উৎসারিত হইতেছে। সুগন্ধি মৃদু বাতাস তোমাকে স্নিগ্ধ করিয়া দিবে। ঠাকুরজী হালকা পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। তাহাতে রঙের সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যের খেলা। তাঁর সম্মুখের স্তূপীকৃত পুষ্পরাশি আর গলার গুঞ্জিত পুষ্পমালাদল, তোমার দৃষ্টি হইতে তাঁহাকে প্রায় লুকাইয়া রাখিয়াছে। তাঁহাকে দোল দেওয়া হইতেছে। দোলাটি সবুজ পল্লবে ঢাকা, সুগন্ধি জলে সিক্ত।

মন্দিরের বাহিরের দৃশ্য সুরুচিকর নয়। দোলের পনেরো দিন আগে

হইতে এখানে অশ্লীল ভাষা ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। ছোট ছোট গ্রামে মেয়েদের বাহিরে আসা কঠিন। আসিলেই কর্দমাক্ত হইতে হইবে। লঘু-গুরু ভেদ না রাখিয়া পুরুষদের প্রতিও এইরকম ব্যবহারই করা হয়। লোকেরা ছোট ছোট দলে একত্র হয়। তখন এক দল ও আর এক দলের মধ্যে অশ্লীল কথা বলার আর অশ্লীল গান করার প্রতিযোগিতা হয়। বালক-বৃদ্ধ সকলেই—কেবল মেয়েরা বাদে—এই বীভৎস প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়।

এই সময়ে অশ্লীল কথা বলিলে তাহা কুরুচি বলিয়া মনে করা হয় না। যেখানে লোকেরা একেবারেই অজ্ঞ, সেখানে তাহারা পরস্পর ঢিল-ছোঁড়াছুঁড়িও করিয়া থাকে। তাহারা লোকের জামা-কাপড়ে অশ্লীল কথার ছাপও মারিয়া দিবে। পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিয়া কেহ বাহিরে গেলে তাহাকে নিশ্চয়ই প্রচুর কাদা মাখিয়া ঘরে ফিরিতে হইবে। দোলের দিন ইহা চরমে ওঠে। ঘরেই থাকো আর বাহিরেই যাও, অশ্লীল কথা তোমার কানে বাজিতে থাকিবে। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে যাও, তোমাকে নিশ্চয়ই নোংরা বা সুগন্ধি জলে অভিষিক্ত হইতে হইবে।

সন্ধ্যায় অনেক কাঠ বা ঘুঁটে স্তূপাকার করিয়া তাহাতে আগুন দেওয়া হইবে। এই স্তূপগুলি অনেক সময় কুড়ি ফুট বা আরও বেশী উঁচু হয়। কাঠের টুকরাগুলি এত মোটা যে তাহাতে আগুন ধরাইলে সাত আট দিন পর্যন্ত আগুন নেভে না। পরের দিন লোকেরা এই আগুনে জল গরম করিয়া সেই জলে স্নান করে।

এ পর্যন্ত আমি দোলের খারাপ দিকের কথাই বলিয়াছি। এখন এই কথা বলিতে পারিয়া স্বস্তি বোধ করিতেছি যে শিক্ষা ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ নোংরা ব্যাপার ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে, দূর হইয়া যাইতেছে। ধনী ও শিষ্ট শ্রেণীর লোকেরা এই উৎসব খুব সুন্দরভাবে পালন করিয়া থাকে। কাদার বদলে তাহারা রঙিন সুগন্ধি জল ব্যবহাব করে। কলসি কলসি জল না ঢালিয়া কেবল নামমাত্র জল ছিটাইয়া দেয়। উৎসবের দিনগুলিতে তাহারা কমলা-রঙের জলই বেশী ব্যবহার করে। কেশর-ফুলের (কেশুড়) রঙ কমলালেবুর মত। শুকানো কেশর-ফুল জলে ফুটাইয়া এই কমলা-রঙ তৈরি করা হয়। লোকে যেখানে পারে, গোলাপজলও ব্যবহার করে। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ করে, একে অন্যকে ভোজ খাওয়ায় এবং এইরূপে বসন্তকাল আমোদ-আহ্লাদে কাটায়।

দোল-উৎসবের অনেকটাই শিষ্টাচারসম্মত নয়। ইহার সঙ্গে তুলনায়, অনেক দিক হইতেই, দেওয়ালির পার্থক্য ও সৌন্দর্য বিশেষভাবে ফুটিয়া ওঠে। বর্ষার ঠিক পরই দেওয়ালি-উৎসব আরম্ভ হয়। বর্ষা আবার উপবাসের কাল। তাই দেওয়ালির ভূরিভোজ আরও উপভোগ্য হয়। দোল হয় শীতের শেষে।

শীতকালে সব রকমের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা হয় বলিয়া দোলের সময় সে রকমের খাবার বর্জন করা হয়। দেওয়ালির পবিত্রতম সঙ্গীতের পর আসে দোলের অশ্লীল ভাষণ। দেওয়ালিতে লোকে গরম কাপড়-চোপড় পরে, দোলে সেগুলি ত্যাগ করে। দেওয়ালি হয় আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষে, অমাবস্যার দিন। কাজেই তখন দীপসজ্জার ঘটা হয়। দোল হয় পূর্ণিমার দিন, কাজেই তখন দীপদানের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

**দি ভেজিটেরিয়ান,** ২৫-৪-১৮৯১

ভেজিটেরিয়ান পত্রিকার ১৮৯১-এর ৬ই মে তারিখের সংখ্যায় নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি বাহির হয় : "শনিবার, ২রা মে, ব্লুম্‌স্‌বেরি হল, ব্লুম্‌স্‌বেরি...... মিসেস্‌ হ্যারিসনের পর মিঃ এম্‌. কে. গান্ধী (বোম্বাই প্রেসিডেন্সির জনৈক ব্রাহ্মণ) বলিতে ওঠেন। পূর্ববর্তী বক্তাকে অভিনন্দন জানাইয়া এবং নিজের লিখিত ভাষণের জন্য ত্রুটিস্বীকার করিয়া তিনি তাহা পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রবন্ধের নাম 'ভাবতের খাদ্য'। আরম্ভের সময তিনি একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলেন। এখানে যে মূল পাঠ দেওয়া হইল তাহা ভেজিটেরিয়ান সোসাইটির পোর্ট্‌স্‌মাউথের সভায় পুনরায় পঠিত হয় এবং ১৮৯১-এর ১লা জুনের ভেজিটেরিযান মেসেঞ্জার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ভাষণের বিষয়বস্তুতে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আমার এই কাজের ভার লইবার যোগ্যতা কি তাহা বলিয়া লইতে চাই। মিল যখন ভারতের ইতিহাস লেখেন তখন ঐ পুস্তকের চিত্তাকর্ষক ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেন যে, যদিও তিনি কখনও ভারতে যান নাই বা কোন ভারতীয় ভাষা জানিতেন না তবুও কেমন করিয়া তিনি বইটি লেখার যোগ্যতা অর্জন করিলেন। সেইরূপ, আমি মনে করি, তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে, আমার যাহা করা উচিত, ঠিক তাহাই করা হইবে। কোন কাজে নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে কথা বলিতে চাওয়াই, অবশ্য, বক্তা বা লেখকের পক্ষে কতকটা অযোগ্যতার পরিচয়, এবং আমি স্বীকার করি যে 'ভারতের খাদ্য' সম্পর্কে কথা বলিবার আমি ঠিক যোগ্য লোক নই। এ বিষয়ে বলিবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা আমার আছে বলিয়া আমি এ কাজের ভার লই নাই, আমি ইহার ভার লইয়াছি এই ভাবিয়া যে এরূপ করিলে, আপনারা ও আমি অন্তরে অন্তরে যে আদর্শ পোষণ করি তাহার সাধনে কিছু সাহায্য হইবে। আমি যে সকল অভিমত প্রকাশ করিতেছি তাহা আমার বোম্বাই প্রদেশের অভিজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত। এখন, আপনারা তো জানেন,

ভারতবর্ষ এক বিশাল উপদ্বীপ; সেখানে আটাশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোকের বাস। রাশিয়াকে বাদ দিলে ইউরোপ যত বড়, ভারতও তত বড় দেশ। এরূপ একটি দেশে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার অবশ্যই বিভিন্ন হইবে। অতএব, আমি যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহা অপেক্ষা ভিন্ন কোন কিছু যদি ভবিষ্যতে আপনারা শোনেন তবে, আমার অনুরোধ, উপরের কথাটি আপনারা মনে রাখিবেন। আমার মন্তব্যগুলি সাধারণভাবে সমস্ত ভারতের পক্ষেই খাটিবে।

বিষয়টিকে আমি তিন ভাগে ভাগ করিব। প্রথমে, ভূমিকা হিসাবে, যে সকল লোক ঐ খাদ্য খাইয়া জীবনধারণ করে তাহাদের কথা কিছু বলিব; দ্বিতীয়ত ঐ খাদ্যের বিষয়ে বলিব; এবং তৃতীয়ত উহার ব্যবহার ইত্যাদির সম্পর্কে বলিব।

সাধারণভাবে এরূপ মনে করা হয় যে, ভারতের সকল লোকই নিরামিষাশী, কিন্তু তাহা ঠিক নয়; এমন কি বলিতে গেলে, সকল হিন্দুও নিরামিষাশী নয়। কিন্তু ভারতের বেশীর ভাগ লোকই নিরামিষাশী এ কথা বলিলে, সত্য কথাই বলা হইবে। তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক ধর্মের অনুশাসনে এরূপ করে, অন্য লোকেরা নিরামিষ খাইতে বাধ্য হয়, মাংস কিনিতে পাবে না বলিয়া। একথা আপনাদের নিকট তখন স্পষ্ট হইবে যখন আমি বলিব যে, ভারতে লক্ষ লক্ষ লোক আছে যাহারা দৈনিক এক পয়সায়—অর্থাৎ এক পেনির এক-তৃতীয়াংশে জীবনধারণ করে, এবং ভারতের মত দারিদ্র্য-পীড়িত দেশেও ঐ এক পয়সা আয়ে খাবার উপযুক্ত মাংস মেলে না। এই সব গরিব লোক দিনে একবাব মাত্র খাইতে পায়, আর সে খাদ্য হইল বাসি রুটি আব লবণ, যে লবণের উপর আবার মোটা রকমের কর ধার্য করা আছে। কিন্তু ভারতীয় নিরামিষভোজীগণ ও ভারতের মাংসাহারীগণ, ইংরেজ নিরামিষাশীগণ ও ইংরেজ মাংসাশীগণ হইতে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। ভারতের মাংসাশীগণ ইংরেজ মাংসভোজীদেব মত মনে করে না যে, মাংস না খাইলে তাহারা মরিয়া যাইবে। আমার যতদূর জানা আছে, ভারতের মাংসাশীরা মাংসকে জীবনধারণের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে না, কেবল বিলাসের সামগ্রী বলিয়াই মনে করিয়া থাকে। রুটি পাইলে—ব্রেডকে তাহারা সাধারণত রুটিই বলিয়া থাকে—তাহারা মাংস বাদ দিয়াও বেশ চালাইতে পারে। কিন্তু আমাদের ইংরেজ মাংসাশীকে দেখুন; সে মনে করে মাংস না হইলে তার চলিবেই না। তাহার পক্ষে রুটি তাহার মাংস খাইবার সহায় মাত্র, কিন্তু ভারতের মাংসাশী ভাবে মাংসই তাহার রুটি খাইবাব সহায়।

সেদিন একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলার সঙ্গে খাদ্যের নৈতিকতা লইয়া কথা হইতেছিল। আমি যখন তাঁহাকে বলিতেছিলাম, কেমন করিয়া তিনিও সহজে নিরামিষাশী হইতে পারেন, তখন তিনি চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঘাই

বলুন আপনি, মাংস আমার চাই-ই চাই। মাংস আমি এত ভালবাসি, আমার স্থির বিশ্বাস, মাংস না খাইলে আমি বাঁচিতে পারি না।" আমি বলিলাম, "কিন্তু মনে করুন, একমাত্র নিরামিষ খাদ্যে জীবনধারণ করিতে আপনাকে বাধ্য করা হইল, তখন আপনি কেমন করিয়া চালাইবেন?" তিনি বলিলেন, "বাপ, সে কথা বলিবেন না। আমি জানি, এরূপ করিতে আমাকে বাধ্য করা যাইবে না, কিন্তু যদি করাই হয়, তবে আমি দারুণ অস্বস্তি ভোগ করিব।" একথা বলিবার জন্য ভদ্রমহিলাকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। সমাজের এখন যে অবস্থা তাহাতে কোন মাংসাশীর পক্ষে, মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিবে অথচ গুরুতর অসুবিধা ভোগ করিবে না, এমনটা হওয়া অসম্ভব।

সেইরূপ ভারতের নিরামিষাশীও ইংরেজ নিরামিষভোজী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। যে খাদ্য গ্রহণ করিলে প্রাণী হত্যা হইবে কিংবা স্ফুটনোন্মুখ কোন জীব বিনাশ পাইবে, ভারতের নিরামিষভোজী কেবলমাত্র সেই রকম খাদ্য হইতেই বিরত থাকে, তার চেয়ে বেশী দূর সে যায় না। এইজন্য সে ডিম খায় না, কেননা, সে মনে করে যে তাহা করিলে উন্মেষোন্মুখ একটি প্রাণকে সে বিনাশ করিবে। (এখানে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিতেছি যে, প্রায় দেড় মাস ধরিয়া আমি ডিম খাইতেছি)। কিন্তু সে দুধ ও মাখন খাইতে দ্বিধাবোধ করে না। এখানে যাহাকে 'ফল-দিবস' বলা হয় সেইরূপ ফলাহারের দিন ভারতে প্রতি পক্ষে একবার করিয়া হয়। এরূপ ফলাহারের দিনেও ভারতের নিরামিষভোজী এই সকল জান্তব পদার্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই সকল দিনে গম বা চাল খাওয়ার নিষেধ আছে, কিন্তু যত ইচ্ছা মাখন বা দুধ সে খাইতে পারে, অথচ আমরা জানি, এখানকার নিরামিষাশীরা সেদিন মাখন ও দুধ বাদ দেয়, কেহ রান্নাই করে না, এবং কেহ কেহ শুধমাত্র ফল আর · ল্ম দিয়াই আহার সারিতে চেষ্টা করে।

এখন আমি আমাদের বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর বর্ণনা করিব। এখানে বলিয়া লই, মাংসের তৈরি কোন খাদ্যের কথা আমি বলিবই না, কারণ যেখানে সেগুলির ব্যবহার হয়ও, সেখানেও তাহা খাবারের প্রধান উপকরণ নয়। ভারতবর্ষ মুখ্যত কৃষিপ্রধান দেশ, এবং খুব বড় দেশ। কাজেই, ইহার উৎপন্ন দ্রব্য সংখ্যায় অনেক এবং নানা রকমের। ভারতে ইংরেজশাসনের ভিত্তি যদিও ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হয়, এবং যদিও ১৭৪৬-এর অনেক আগে হইতেই ইংরেজেরা ভারতের কথা জানিত, তবুও দুঃখের ব্যাপার এই যে, ভারতের খাদ্যসামগ্রী সম্বন্ধে ইংলণ্ডে লোকে এত কম জানে। ইহার কারণ খুঁজিতে আমাদের খুব বেশী দূর যাইতে হয় না। যে সকল ইংরেজ ভারতে যায়, তাহাদের প্রায় সকলেই জীবনযাত্রার নিজস্ব ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে। ইংলণ্ডে তাহারা যে সকল জিনিস পায়, ভারতে তাহারা যে কেবল সেই সকল জিনিসই নিয়ত পাইতে চায় তাহা নয়,

ইংলন্ডীয় প্রণালীতেই সেগুলি রান্না করাইয়াও লয়। কেন ও কিসের জন্য এরূপ হয় তাহা এখানে আমার আলোচনার বিষয় নয়। কেহ হয়তো মনে করিতে পারে যে, অন্তত কৌতূহলের বশবর্তী হইয়াও তাহারা লোকেদের রীতি-পদ্ধতির ভিতরে লক্ষ্য করিয়া দেখিবে, কিন্তু এরূপ কোন কিছুই তাহারা করে নাই। ইঙ্গ-ভারতীয়গণ তাহাদের কঠিন ঔদাসীন্যের ফলে ভারতীয় খাদ্যের প্রশ্ন পর্যালোচনা করার চমৎকার সুযোগ হারাইয়াছে। খাদ্যবস্তুর বিষয়ে আবার ফিরিয়া আসা যাক। ভারতে অনেক রকমের খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় যাহার সম্বন্ধে এখানকার লোকেরা কিছুই জানে না।

গমের গুরুত্ব অবশ্য এখানেও যেমন সেখানেও তেমনই খুব বেশী। তার পর বাজরা (ইঙ্গ-ভারতীয়েরা যাহাকে মিলেট বলে), জোয়ার, চাল ইত্যাদি। এগুলিকে আমার রুটি-খাদ্য বলাই ঠিক হইবে, কারণ এগুলি প্রধানত রুটি তৈরি করার জন্যই ব্যবহার করা হয়। রুটির জন্য গমের প্রচলনই অবশ্য বেশী, কিন্তু গমের মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া, গরিব লোকের মধ্যে গমের বদলে বাজরা ও জোয়ারই ব্যবহার হয়। দক্ষিণ ও উত্তরের প্রদেশগুলিতে এই চলন বেশী। দক্ষিণের প্রদেশগুলির কথা বলিতে গিয়া সার্ ডব্লিউ. ডব্লিউ হান্টার তাঁহার 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এ বলিয়াছেন : "সাধারণ লোকের খাবার হইল প্রধানত ছোট ছোট দানার খাদ্যশস্য, যেমন, জোয়ার, বাজরা, রাগি?" উত্তর ভারত সম্বন্ধে তিনি বলেন : "শেষের দুইটি, অর্থাৎ জোয়ার আর বাজরাই, সেখানে সাধারণ লোকের খাবার। চাউল কেবল সেচ-পাওয়া জমিগুলিতে হয় বলিয়া ধনী লোকেরাই উহা খাইতে পারে।" এরূপ লোক পাওয়া মোটেই কঠিন নয় যে কখনও জোয়ারের স্বাদ লয় নাই। জোয়ার গরিবদের খাদ্য। তাই যেন ইহাকে পবিত্র জ্ঞান করা হয। বিদায়-অভিবাদনের সময় নমস্কার না বলিয়া ভারতের গরিব লোকেরা বলে 'জোয়ার'। ইহাকে বিস্তার করিয়া অনুবাদ করিলে, আমার মতে, ইহার মানে দাঁড়ায়, "তোমার যেন কখনও 'জোয়ার'[১]-এর অভাব না হয়।" চাউল দিয়াও রুটি-খাদ্য তৈরি করা হয়, বিশেষ করিয়া বাঙলা দেশে। বাঙালীরা গমের চেয়ে চাউলের ব্যবহারই বেশি করে। অন্যান্য অঞ্চলে রুটি তৈরি করার জন্য চাউলের ব্যবহার নাই বলিলেই চলে। ইঙ্গ-ভারতীয়েরা যাহাকে গ্র্যাম বলে সেই চানা দিয়াও,—কখনও কখনও হয় গমের সঙ্গে মিশাইয়া, কখনও বা অমনিই,—রুটি তৈরি হয়। আকারে বা স্বাদে চানা প্রায় মটরেরই মত। ইহা হইতে ডাল বা সূপ তৈরি করিবার নানা প্রকার কলাইএর কথায় আসিয়া পড়িতেছি। ছোলা, মটর, মসুর, ফরাস-বীন, তুয়ার, মুগ, মুথ আর অড়হর, এইগুলিই ডাল তৈরি করিবার প্রধান কলাই। এগুলির মধ্যে তুয়ারই সর্বাপেক্ষা

[১] গান্ধীজী বোধ হয় 'জুহার'কে 'জোয়ার' বলিয়া ভুল করিয়াছেন। জোয়ার, একরূপ খাদ্যশস্য, আব জুহাব হইল কোন কোন ভারতীয ভাষায় নমস্কাব-বাক্য।

জনপ্রিয়। এই দুই রকমের খাদ্যবস্তুই প্রধানত শুকাইয়া লইয়া ব্যবহার করা হয়। এইবার সবজির কথায় আসা যাক। আপনাদের নিকট সকল রকম সবজি বা আনাজের নাম করা বৃথা। এই তরি-তরকারি এত রকমের, যে আমি তাদের সকলের কথা জানিই না। ভারতের মাটি এত উর্বর যে সেখানে ইচ্ছামত যে কোন আনাজ উৎপন্ন করা যায়। কাজেই একথা আমরা নির্বিবাদে বলিতে পারি যে, কৃষি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান লাভ করিলে, পৃথিবীতে যত রকমের তরি-তরকারি দেখা যায় সবই ভারতের মাটিতে উৎপাদন করা যাইতে পারিবে।

ফল আর বাদামের কথা বলিতে এখনও বাকি আছে। দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে, ফলের যথার্থ মূল্য ভারতের লোকে বোঝে না। যদিও ফল ব্যবহার করা হয় প্রচুর, তবুও বিলাসের দ্রব্য হিসাবেই তাহার ব্যবহার, অন্য কোন হিসাবে নয়। উপাদেয় স্বাদের জন্যই ইহার ব্যবহার, স্বাস্থ্যের জন্য নয়। সেই জন্যই কমলালেবু, আপেল প্রভৃতির মত উপকারী ফল আমরা প্রচুর পাই না। স্বল্প বলিয়া কেবল ধনী লোকেরাই তাহা পায়। কিন্তু সময়ের ফল আর শুকান ফল আমরা প্রচুর পাই। সকল দেশের মত ভারতবর্ষেও সময়ের ফলের জন্য গ্রীষ্মকালই প্রশস্ত। সময়ের ফলের মধ্যে আম সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি যে সকল ফল খাইয়াছি তাহার মধ্যে আমই সর্বাপেক্ষা সুস্বাদু। কেহ-কেহ আনারসকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে, কিন্তু যাহারা আম খাইয়াছে তাহাদের বেশীর ভাগ লোকই আমের পক্ষে মত দেয়। আমের সময়ে তিন মাস ধরিয়া আম পাওয়া যায়। তখন ইহা খুবই সস্তা থাকে, তাই ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে সকলেই ইহা খাইতে পারে। শুনিয়াছি, আমের সময়ে যতদিন আম থাকে, কিছু কিছু লোক কেবল আম খাইয়াই জীবনধারণ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আম বেশী দিন ভাল অবস্থায় থাকে না। স্বাদে ইহা কতকটা পীচের মত আর ইহার আঁঠি আছে। অনেক সময় ইহা ছোট তরমুজের মত বড় হয়। তরমুজের কথায় বলিতে হয়, ইহাও গ্রীষ্মকালে প্রচুর ফলে। এখানে যে রকম পাওয়া যায় তার চেয়ে সে দেশের তরমুজ অনেক ভাল। আর বেশী ফলের নামের ভার আপনাদের উপর চাপাইতে চাই না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বিভিন্ন ঋতুর ফল ভারতে অসংখ্য রকমের উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেগুলি বেশী দিন থাকে না। এই সকল ফলই গরিবদের পক্ষেও সুপ্রাপ্য, কিন্তু দুঃখ এই যে, একবারও তাহারা খাবারের আবশ্যিক অঙ্গহিসাবে ইহা খায় না। সাধারণত আমাদের ধারণা যে, ফল খাইলে জ্বর, পেটের অসুখ প্রভৃতি হয়। গ্রীষ্মকালে আমাদের কলেরার ভয় প্রবল হয়। তখন কর্তৃপক্ষ তরমুজ ও অনুরূপ অন্যান্য ফলের বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেন, এবং অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গতভাবেই তাহা করেন। এখানে যত রকম শুকান ফল পাওয়া যায়, ওখানেও সে সব আমরা পাইয়া থাকি। কয়েক রকমের

বাদাম আমরা পাই যাহা এখানে পাওয়া যায় না; আবার এমন কয়েক রকমের বাদাম আছে, যাহা এখানে পাওয়া যায় অথচ আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। খাদ্যহিসাবে বাদামের ব্যবহার ভারতে কখনই নাই। কাজেই সেগুলিকে ঠিক ঠিক 'ভারতের খাদ্য'-বস্তুর তালিকায় ফেলা যায় না। এখন, আমার বক্তব্য বিষয়ের তৃতীয় পর্যায়ে আসিবার আগে, খাদ্যবস্তুর যে সকল ভাগ আমি করিয়াছি তাহা মনে রাখিতে আপনাদের অনুরোধ করিব : প্রথম, রুটি-তৈরির খাদ্যশস্য, যেমন গম, বাজরা প্রভৃতি; দ্বিতীয়, ঝোল বা ডাল-তৈরির ডালকলাই; তৃতীয়, সবজি; চতুর্থ, ফল; এবং পঞ্চম ও শেষ, বাদাম।

আমি অবশ্য, বিভিন্ন খাবার রান্না করিবার প্রণালী ও মসলাপাতির কথা বলিতেছি না। তাহা আমার সাধ্যাতীত। সাধারণভাবে সেগুলি খাওয়ার উপযোগী করিয়া কেমন করিয়া রান্না করা হয় আমি সেই কথাই বলিব। কেবল খাদ্যের সাহায্যে রোগ দূর করার তত্ত্ব বা স্বাস্থ্যনীতি বিদ্যা, অপেক্ষাকৃত অল্পদিন হইল ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতে আমরা স্মরণাতীত কাল হইতে ইহা করিয়া আসিতেছি। ভারতীয় চিকিৎসকগণও ঔষধ ব্যবহার করেন বটে কিন্তু নির্দিষ্ট ঔষধের শক্তি অপেক্ষা খাদ্য-পরিবর্তনের উপরই তাঁহারা বেশী নির্ভর করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহারা লবণ খাইতে নিষেধ করেন; অনেক ক্ষেত্রে অম্ল-খাদ্য খাইতে বারণ করেন, ইত্যাদি। তাঁহাদের মতে প্রত্যেক খাদ্য-বস্তুরই চিকিৎসা-শাস্ত্রসম্মত মূল্য আছে। রুটি তৈরি করার জন্য যে খাদ্যশস্য তাহাই আহারের পক্ষে সকলের চেয়ে দরকারী জিনিস। আটা দিয়া যে খাদ্যবস্তু তৈরি করা হয় তাহার নাম আমি রুটি বলিয়াছি, কিন্তু উহাকে কেক বলিলেই ভাল হইত। রুটি তৈরি করার সম্পূর্ণ প্রণালীর কথা আমি বলিব না, শুধু এইটুকুমাত্র বলিব যে, গমের ভুসি আমরা ফেলিয়া দিই না। রুটি সর্বদাই টাটকা তৈরি করা হয় এবং সাধারণত গরম থাকিতে থাকিতে ঘি মাখাইয়া খাওয়া হয়। ইংরেজদের পক্ষে মাংস যেরকম, ভারতীয়দের পক্ষে রুটি সেইরকম। কে কয়খানা রুটি খায় তাহা দিয়াই কে কত খাইতে পারে তাহার পরিমাপ করা হয়। ডাল-তরকারির হিসাবই করা হয় না। খাওয়ার সময় কেহ ডাল না খাইতে পারে, তরকারি না খাইতে পারে, কিন্তু রুটি বাদ দিয়া কখনও খাওয়া হইতে পারে না। নানা রকম খাদ্যশস্য দিয়া রকমারি খাবার তৈরি হয় বটে কিন্তু সেগুলি রুটিরই রূপান্তরমাত্র।

মটর, মসুর প্রভৃতি ডাল জলে কেবলমাত্র ফুটাইয়া ডালের সুপ বা ঝোল তৈরি করা হয়। কিন্তু নানা রকমের মসলা দেওয়াতে ইহা খাইতে খুব উপাদেয় হয়। এই সকল খাবার জিনিস তৈরি করার ব্যাপারে রন্ধন-নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয়। আমি দেখিয়াছি, লবণ, মরিচ, লবঙ্গ, দারুচিনি ইত্যাদির সংযোগে মটর ডাল অতিশয় সুস্বাদু করা হইয়াছে। রুটি খাইবার

সুবিধা হয়—ডালের ইহাই উপযুক্ত ব্যবহার। অত্যধিক ডাল খাওয়া, ভিষকেরা ভাল বলিয়া মনে করেন না। এখানে চাউলের সম্বন্ধে একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আগেই বলিয়াছি, খাদ্যদ্রব্য তৈরি করার জন্য চাউলের ব্যবহার হয়, বিশেষ করিয়া বাঙলাদেশে। বাঙালীরা প্রায়ই যে বহুমূত্ররোগে ভোগে, অনেক ডাক্তার চাউলকেই তাহার কারণ বলিয়া সাব্যস্ত করেন। ভারতে চাউলকে কেহ পুষ্টিকর খাদ্য বলিয়া মনে করে না। ইহা ধনীদের, অর্থাৎ যাহারা শ্রম করিতে চায় না তাহাদের খাদ্য। শ্রমিকেরা চাউল খায় না বলিলেও চলে। জ্বরভাবযুক্ত রোগীকে চিকিৎসক ভাত খাইতে দেন। আমি জ্বরে ভুগিয়াছি (ডাঃ অ্যালিন্‌সন্‌ বলিবেন, নিঃসন্দেহ স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করিয়া), তখন আমাকে ভাত ও মুগ ডালের জল পথ্য করিতে দেওয়া হয়। আমি আশ্চর্যরকমে সারিয়া উঠি।

ইহার পরে আসে সবজি। এগুলি ডালের মত একই প্রণালীতে তৈরি হয়। তরকারি রান্নার জন্য তেল ও মাখনের বেশী দরকার। ইহার সহিত অনেক সময় ছোলাব ছাতুও মিশাইয়া দেওয়া হয়। কেবল সিদ্ধ তরকারি কখনও খাওয়া হয় না। আমি ভারতে সিদ্ধ-আলু কখনও দেখি নাই। প্রায়ই অনেক রকমের তরকারি একসঙ্গে মিলাইয়া রান্না করা হয়। বলাবাহুল্য যে, সুস্বাদু তরকারি রান্নার ব্যাপারে ভারত ফরাসীদেশকে অনেক পিছনে ফেলিয়া রাখিবে। তরকারির ব্যবহার ডালের মতই। প্রয়োজনীয়তা হিসাবে তরকারির স্থান ডালের পরে। সবজিগুলি কম-বেশি শখের জিনিস এবং সাধারণত এগুলিকে রোগের মূল বলিয়া মনে করা হয়। গরিব লোকেরা সপ্তাহে একবার কি দুইবার একটি তরকারি খায় কিনা সন্দেহ। তাহারা রুটি আর ডাল খায়। কতকগুলি আনাজের উৎকৃষ্ট ভেষজ-মূল্য আছে। এক রকমের আনাজ আছে, তার নাম তণ্ডুলজা। উহা খাইতে ঠিক পালং শাকের মত। অত্যধিক গোল মরিচ খাইয়া যাহাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে তাহাদের জন্য ডাক্তারেরা ইহার ব্যবস্থা করেন।

ইহার পরে ফল। ফল সাধারণত 'ফলাহার-দিবসে' খাওয়া হয়। নিত্যকার খাবারের শেষে ইহা কদাচিৎ খাওয়া হয়। লোকেরা সাধারণভাবে কখনও-সখনও ফল খায়। আমের সময়ে আমের রস করিয়া রুটি বা ভাতের সঙ্গে খুব খাওয়া হয়। আমরা পাকা ফল কখনও রান্না বা সিদ্ধ করি না। আমরা কাঁচা ফল, বেশির ভাগই আম, টক থাকিতে থাকিতে, সংরক্ষণ করি। স্বাস্থ্য-রক্ষার দিক হইতে মনে করা হয় যে, সাধারণত টক হয় বলিয়া টাটকা ফলের জ্বর ডাকিয়া আনার প্রবণতা আছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শুকানো ফল খুব খায়। শুকানো খেজুরের কথাও কিছু বলা দরকার। আমরা মনে করি, খেজুরে বলবৃদ্ধি হয়। সেই জন্য শীতকালে, যখন পুষ্টিকর খাদ্য আমরা

ব্যবহার করি সেই সময়ে, দুধ ও অন্যান্য অনেক জিনিসের সঙ্গে,—এখানে সবগুলির নাম দেওয়া কঠিন,—খেজুর সিদ্ধ করিয়া প্রতিদিন তাহা এক আউন্স করিয়া খাই।

শেষকালে, ইংরেজরা যেমন মিষ্ট কিছু খায়, আমরা তেমনই বাদাম খাই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খুব বেশী পরিমাণে চিনি-দেওয়া বাদাম খায়। 'ফলাহার-দিবসে'ও উহা খাওয়া হয়। সেগুলি আমরা মাখনে ভাজি, আর দুধেও সিদ্ধ করিয়া লই। লোকের ধারণা মস্তিষ্কের জন্য কাঠবাদাম খুব ভাল। নারিকেল আমরা নানা রকমে খাই। আমি কেবল এক রকমেরই কথা বলিব। নারিকেল বাটিয়া মাখন ও চিনির সঙ্গে মিশাইয়া লওয়া হয়। ইহা খাইতে খুব উপাদেয়। গোলাকারে পাকানো এই মিষ্টদ্রব্যগুলিকে নারিকেল-নাড়ু বলে। আমি আশা করি আপনাদের কেহ কেহ এগুলি ঘরে তৈরি করিয়া দেখিবেন। ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, ভারতীয় খাদ্যসামগ্রীর ইহা একটি রেখাচিত্র মাত্র, অত্যন্ত অসম্পূর্ণ রেখাচিত্র। আশা করি, এ সম্বন্ধে আরও জানিবার জন্য আপনারা উৎসাহিত হইবেন এবং আমার নিশ্চিত ধারণা যে তাহাতে আপনারা লাভবান হইবেন। উপসংহারে, আমি আরও আশা করি যে, ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যখন মাংসাশী ইংলণ্ড এবং শস্যভোজী ভারতের মধ্যে খাদ্যগ্রহণের অভ্যস্ত রীতিতে বর্তমানে যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে তাহা দূর হইয়া যাইবে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে এমন অনেক বিভেদও দূর হইবে যাহা কোন কোন ক্ষেত্রে, এই দুই দেশের মধ্যে যে প্রীতিপূর্ণ ঐক্য থাকা উচিত, তাহা ব্যাহত করিতেছে। আশা করি, ভবিষ্যতে আমরা রীতি-নীতির ঐক্য এবং হৃদয়ের ঐক্যের অভিমুখী হইব।

**দি ভেজিটেরিয়ান মেসেঞ্জার, ১-৬-১৮৯১**

## ১০. লণ্ডনের ব্যাণ্ড অব্ মার্সির নিকট ভাষণ

**আপার নরউড্।** আগেকার ব্যবস্থা অনুযায়ী মিস্ সীকম্ব্-এর অনুরোধে ব্যাণ্ড্ অব্ মার্সির[১] সদস্যদের এক সভায়...মিসেস্ ম্যাকডুআলের...এক বক্তৃতা দিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি অসুস্থ হইয়া পড়ায় মিঃ গান্ধীকে (ভারতের জনৈক হিন্দু) অনুরোধ করা হয় এবং তিনি সভায় বলিতে রাজী হন। মিঃ গান্ধী মানবিকতার দিক হইতে নিরামিষ ভোজনের বিষয়ে প্রায় পনেরো মিনিট ধরিয়া বলেন। তিনি জোর দিয়া বলেন যে, ব্যাণ্ড অব মার্সির

[১] পশু-নির্যাতন নিবারণের জন্য।

সদস্যদের, আচরণ ও কথায় সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে, নিরামিষাশী হওয়া উচিত। সেক্স্‌পীয়ার হইতে একটি উদ্ধৃতি করিয়া তিনি ভাষণ শেষ করেন।

**দি ভেজিটেরিয়ান, ৬-৬-১৮৯১**

## ১১. হলবর্ন-এ বিদায়-ভোজ

**জুন, ১১, ১৮৯১**

ইহা একরকমের বিদায়-ভোজ হইলেও ইহাতে দুঃখের কোন চিহ্ন ছিল না, কারণ মিঃ গান্ধী যদিও ভারতে ফিরিয়া যাইতেছেন, তথাপি তিনি নিরামিষবাদের এক বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে তো যাইতেছেন, এবং আইন-অধ্যয়নের পরিসমাপ্তির পর শেষ পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করিয়াছেন। সেই জন্য ব্যক্তিগত খেদোক্তির পরিবর্তে তাঁহাকে অভিনন্দিত করাই সঙ্গত।

অনুষ্ঠানের শেষে মিঃ গান্ধী, সঙ্কোচকুণ্ঠিত অথচ খুব সুন্দর এক বক্তৃতায়, উপস্থিত সকলকে সমাদর করিলেন, ইংলণ্ডে মাংসাহারবিরতির অভ্যাস বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন, কেমন করিয়া লণ্ডন ভেজিটেরিয়ান সোস্যাইটির সঙ্গে তাঁহার সংযোগ হইল তাহার বর্ণনা করিলেন, এবং ইহা করিতে গিয়া মর্মস্পর্শী ভাষায় মিঃ ওল্ড্‌ফিল্ড্‌[১]-এর নিকট তাঁহার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলেন...

তিনি এ আশাও প্রকাশ করিলেন যে ফেডারাল ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ এক অধিবেশন যেন ভারতে হয়।

**দি ভেজিটেরিয়ান, ১৩-৬-১৮৯১**

## ১২. কেন তিনি ইংলণ্ডে গেলেন

অধ্যয়নের জন্য ইংলণ্ডে যাইতে ইচ্ছুক হিন্দুদের সম্মুখে কিরূপ বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হয় তাহা ইংরেজদের বুঝাইবার জন্য এবং কি উপায়ে সেই সকল বাধা অতিক্রম করা যায় তাহা ঐ সকল হিন্দুদের জানাইবার জন্য, **ভেজিটেরিয়ান** পত্রিকার একজন প্রতিনিধি এই বিষয়ে গান্ধীজীকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন এবং তাঁহাকে বিশদভাবে উত্তর দিতে বলেন। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি নীচে দেওয়া হইল।

[১] ডাঃ জোশিয়া ওল্ড্‌ফিল্ড্‌, **ভেজিটেরিয়ান**-এর সম্পাদক।

## এক

**মিঃ গান্ধীকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হয়, কি কারণে ইংলণ্ডে আসিবার ও ও আইনব্যবসায় অবলম্বন করিবার ইচ্ছা প্রথম তাঁহার মনে উদিত হইল।**

এক কথায় বলিতে গেলে, বলিতে হয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষাই ইহার কারণ। ১৮৮৭ সনে আমি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। তারপর আমি ভবনগর কলেজে যোগ দিই, কারণ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট না হইলে সমাজে কোন মর্যাদা হয় না। তৎপূর্বে যদি কেহ চাকরি লইতে চায়, তবে, অবশ্য প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী কোন ব্যক্তির সমর্থন না পাইলে, সে ভাল বেতনের সম্মানের চাকরি জোগাড় করিতে পারে না। কিন্তু, আমি দেখিলাম, গ্র্যাজুয়েট হইতে হইলে আমাকে অন্তত তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করিতে হইবে। তা ছাড়া, আমি প্রায়ই মাথাধরায় ভুগিতাম, নাক দিয়াও প্রায়ই রক্ত পড়িত। গরম জলবায়ুর জন্যই ইহা হয়, এরূপ মনে করা হইত। এ ছাড়া, গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরেও সেখানে খুব বেশী একটা আয়ের প্রত্যাশা আমি করিতে পারিতাম না। যখন অনবরত এই সকল ভাবনা লইয়া আমি দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত ছিলাম তখন বাবার একজন পুরানো বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করিয়া আমাকে ইংলণ্ড যাইতে ও আইনব্যবসায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিলেন; আমার অন্তরে যে আগুন জ্বলিতেছিল তিনি যেন বাতাস দিয়া তাহা বাড়াইয়া দিলেন। আমি ভাবিলাম, "যদি আমি ইংলণ্ডে যাই তবে আমি শুধু ব্যারিস্টারই হইব না (অবশ্য ব্যারিস্টার হওয়াটা আমি বেশ বড় বলিয়াই মনে করিতাম), সভ্যতার কেন্দ্রস্থল এবং কবি ও দার্শনিকদের দেশ ইংলণ্ডও দেখিতে পারিব।" আমার গুরুজনদের উপর এই ভদ্রলোকটির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কাজেই আমাকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার জন্য তাঁহাদের রাজী করাইতে তিনি সমর্থ হইলেন।

কেন আমি ইংলণ্ডে আসিয়াছি এই তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, অবশ্য আমার বর্তমান মতামত ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

**আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই নিশ্চয় আনন্দিত হইয়াছিলেন?**

না, সকলেই নয়। বন্ধু তো রকম রকমের আছে। যাহারা আমার আসল বন্ধু, বয়সে আমার প্রায় সমান, আমার ইংলণ্ডে আসার কথা শুনিয়া তাহারা খুব খুশী হইয়াছিল। কোন কোন বন্ধু ছিলেন বয়সে প্রবীণ। তাঁদের বন্ধু না বলিয়া বরং হিতৈষী বলাই উচিত। তাঁহারা যথার্থই বিশ্বাস করিতেন যে, আমি সর্বনাশের পথেই চলিয়াছি এবং ইংলণ্ডে আসিলে আমি আমার পরিবারের কলঙ্কের কারণ হইব। অন্য অনেকে অবশ্য কেবলমাত্র

বিদ্বেষের বশেই বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিতেন, কোন কোন ব্যারিস্টার প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। তাই মনে করিয়াছিলেন, আমারও সেই-রকম আয় হইতে পারে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এমনও কেহ কেহ ছিলেন, যাঁহারা মনে করিতেন আমার বয়স খুবই কম (আমি এখন বাইশ বৎসরের), অথবা মনে করিয়াছিলেন, আমি এখানকার জলবায়ু সহ্য করিতে পারিব না। সংক্ষেপে, কোন দুই জন একই যুক্তিতে আমার আসার সমর্থন বা বিরোধিতা করেন নাই।

আপনার ইচ্ছা আপনি কিরূপে পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিলেন? অনুগ্রহ করিয়া বলুন, কি কি বাধাবিপত্তি আপনার হইয়াছিল, এবং কেমন করিয়াই বা আপনি তাহা অতিক্রম করিয়াছিলেন।

আমার বাধাবিপত্তির কাহিনী বলিবার চেষ্টা করিলে তাহাতেই আপনার মূল্যবান পত্রিকা ভরিয়া যাইবে। তাহা দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী। আমার বাধা-বিপত্তিগুলিকে রাবণের অসংখ্য মাথার সঙ্গে তুলনা করা চলে। রাবণ হইল হিন্দুদের দ্বিতীয়[১] মহাকাব্য রামায়ণে বর্ণিত সেই রাক্ষস যাহার সহিত রামায়ণের নায়ক রাম যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত যাহাকে হারাইয়াও দেন। সেই রাবণের মাথা ছিল অনেকগুলি, একটি কাটিয়া ফেলিলে তখনই সে জায়গায় আর একটি গজাইয়া উঠিত। আমার বাধাবিপত্তিগুলিও ছিল সেই রকমের। সেগুলিকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন, টাকাকড়ি, গুরুজনদের সম্মতি, আত্মীয়দের সঙ্গে বিচ্ছেদ এবং আমাদের জাতিগত বাধানিষেধ।

প্রথমে টাকাকড়ির কথাই ধরা যাক। আমার পিতা একাধিক দেশীয় রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু কখনও তিনি অর্থসঞ্চয় করেন নাই। তিনি যাহা কিছু উপার্জন করিয়াছিলেন সবই দানে এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও বিবাহে ব্যয় করিয়া ফেলেন, কাজেই, কার্যত আমাদের জন্য নগদ বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি আমাদের জন্য কিছু সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং উহাই ছিল আমাদের সব। কেন অর্থ সঞ্চয় করেন নাই এবং ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা করিয়া কিছু রাখেন নাই জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি বলিতেন, ছেলেমেয়েরাই তাঁর ধনসম্পদ, এবং যদি তিনি টাকাকড়ি জমাইয়া রাখিতেন তবে তাহাদের নষ্ট হইবার পথই করিয়া দেওয়া হইত। কাজেই টাকাকড়ির বাধা আমার পক্ষে তুচ্ছ বাধা ছিল না। আমি কয়েকটি রাজদরবার হইতে বৃত্তি পাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু পাই নাই। এক জায়গায় আমাকে বলা হইয়াছিল, গ্র্যাজুয়েট হইয়া যোগ্যতা প্রমাণ করিবার পর আমি বৃত্তির প্রত্যাশা করিতে পারি। যে ভদ্রলোক একথা আমাকে বলিয়াছিলেন, পরবর্তী অভিজ্ঞতা হইতে

[১] অন্য মহাকাব্যটি হইল মহাভারত।

আমি বুঝিয়াছি, তিনি ঠিকই করিয়াছিলেন। নিরুৎসাহ না হইয়া আমি দাদাকে অনুরোধ করিলাম, যাহা কিছু টাকাকড়ি আছে তাহা দিয়াই পড়িবার জন্য আমাকে ইংলণ্ডে পাঠানো হউক।

এখানে, ভারতে কিরূপ পারিবারিক ব্যবস্থা প্রচলিত তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য, আমি একটু অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা না করিয়া পারিতেছি না। সেখানকার ব্যবস্থা ইংলণ্ডের মত নয়। সেখানে ছেলেরা, এবং বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত মেয়েরা, সর্বদাই পিতামাতার সঙ্গে বাস করে। তাহারা যাহা উপার্জন করে তাহা পিতার নিকটই যায়, যদি কিছু নষ্ট করে সে ক্ষতিও পিতারই হয়। অবশ্য, বিশেষ কোন ক্ষেত্রে, যেমন দারুণ ঝগড়াঝাটি হইলে, ছেলেরাও পৃথক হইয়া যায়। কিন্তু তাহা হইল ব্যতিক্রম। মেইনের আইনসংক্রান্ত ভাষায় : "ব্যক্তিগত সম্পত্তি পাশ্চাত্যের ব্যবস্থা, আর প্রাচ্যের ব্যবস্থা হইল যৌথ সম্পত্তি।" কাজেই আমার নিজস্ব বলিয়া কোন সম্পত্তি নাই এবং ছিলও না। আমরা একত্র বাস করিতাম এবং আমাদের যাহা কিছু সবই আমার দাদার অধিকারে ছিল।

আবার টাকাকড়ির কথায় ফিরিয়া আসা যাক। পিতা আমার জন্য সামান্য যাহা কিছু রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহা দাদার হাতেই ছিল। তাঁহার মত হইলে তাহাতে হাত দিতে পারা যাইত। তা ছাড়া, টাকাকড়ি যথেষ্টও ছিল না। তাই আমি প্রস্তাব করিলাম সমস্ত মূলধনই আমার শিক্ষার জন্য খরচ করা হউক। আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, এখানে কোন ভাই কি এরূপ করিবে? ভারতেও এমন ভাই কম দেখা যায়। তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, পাশ্চাত্য ভাবধারা গ্রহণ করিবার ফলে আমি অযোগ্য ভাই হইয়াও উঠিতে পারি, এবং টাকাকড়ি ফিরিয়া পাইবার একমাত্র সম্ভাবনা কেবল তখনই হইতে পারে যদি আমি জীবন লইয়া ভারতে ফিরিতে পারি, আর তাহা তো খুবই সন্দেহের বিষয়। এইসকল যুক্তিযুক্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত সতর্কবাণীতে দাদা কানই দিলেন না। আমার প্রস্তাবে রাজী হওয়ার একটি, এবং একমাত্রই, শর্ত তিনি করিলেন, যে আমাকে মাতৃদেবী ও পিতৃব্যের অনুমতি লইতে হইবে। আমার কামনা, অনেকেই যেন আমার ভাইয়ের মত ভাই পান! আমি তখন আমার নির্দিষ্ট কাজে লাগিয়া গেলাম। আমি বলিতে পারি, এই কাজ খুব কঠিনই ছিল। আমি মার প্রিয়পাত্র ছিলাম। আমার উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল, তারই জোরে তাঁর কুসংস্কার আমি দূর করিতে পারিলাম, কিন্তু তিন বৎসরের আসন্ন বিচ্ছেদের কথায় কেমন করিয়া তাঁহাকে রাজী করাই? যাহা হউক, ইংলণ্ডে আসিলে পরে যে সুযোগ-সুবিধা হইবে তাহার কথা বাড়াইয়া-গুছাইয়া বলিয়া আমার প্রস্তাবে তাঁহাকে রাজী করাইলাম। অবশ্য খুব অনিচ্ছার সহিতই তিনি মত দিলেন। এইবার পিতৃব্যের কথা বলি। তিনি তখন কাশী ও অন্যান্য তীর্থস্থানে যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত। তিন দিন ধরিয়া অবিরাম অনুরোধ-

উপরোধ করিয়া ও যুক্তি দেখাইয়া তাঁহার নিকট হইতে এই উত্তরটি আদায় করিতে পারিলাম :

"আমি তীর্থযাত্রা করিতেছি। তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক হইতে পারে, কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় কেমন করিয়া তোমার এই অসাধু প্রস্তাবে 'হাঁ' বলিতে পারি? আমি কেবল এই কথাই বলিতে পারি যে, তোমার যাওয়ায় তোমার মার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আমার ইহাতে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকারই নাই।"

'হাঁ' বলিয়া ইহাকে সহজেই ব্যাখ্যা করা গেল। মাত্র এই দুইজনেরই যে মত করাইতে হইল তাহা নয়। ভারতে, যত দূরসম্পর্কের আত্মীয়ই হোক না কেন, প্রত্যেকেই মনে করে যে অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তাহার আছে। কিন্তু আমি যখন এই দুইজনের মত জোর করিয়া আদায় করিলাম (তাহা ছাড়া ইহাকে আর কি বলিব), তখন টাকাকড়ির অসুবিধা প্রায় দূর হইয়া গেল।

দ্বিতীয় দফার বাধাবিপত্তির কথা উপরে আংশিকভাবে বলা হইয়াছে। আপনারা শুনিয়া বোধ হয় বিস্মিত হইবেন যে, আমি বিবাহিত। (বারো বছর বয়সে আমরা বিবাহ হয়)। আমার স্ত্রীর পিতামাতা যদি মনে করিয়া থাকেন যে, অন্তত তাঁহাদের মেয়ের খাতিরেও তাঁহাদের এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার আছে, তবে তাহা বিশেষ দোষের কথা নয়। কে তাহার দেখাশোনা করিবে? কেমন করিয়া সে তিন বৎসর কাটাইবে? অবশ্য আমার দাদারই তাহাকে দেখাশোনা করার কথা। বেচারা দাদা! আমার মনের ভাব তখন যে রকম ছিল তাহাতে আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর ন্যায্য ভয় ও তর্জন-গর্জন আমি গ্রাহ্যই করিতাম না, যদি না মনে হইত যে তাঁহাদের অসন্তোষের ভাব আমার মা ও দাদার উপরেও পড়িবে। রাতের পর রাত শ্বশুরের সঙ্গে বাসয়া তাঁহার আপত্তির কথা শোনা ও সাফল্যের সহিত তাহা খণ্ডন করা, সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু, "ধৈর্য ও অধ্যবসায় পর্বতও জয় করিতে পারে,"—এই প্রবচনটি আমাকে এত ভাল করিয়া শেখানো হইয়াছিল যে আমি হটিয়া গেলাম না।

টাকাকড়ির ব্যবস্থা হইল, আবশ্যক অনুমতিও পাওয়া গেল। তখন আমি মনে মনে বলিলাম, "কেমন করিয়া আমি প্রিয় ও নিকট আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইব?" ভারতে আমরা এই সব বিচ্ছেদ এড়াইতে চাই। আমি যখন অল্পদিনের জন্যও কোথাও যাইতাম, আমার মা কান্নাকাটি করিতেন। তবে, নিজে অভিভূত না হইয়া, কেমন করিয়া আমি সে হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিব? মনে মনে যে যন্ত্রণা আমি ভোগ করিতেছিলাম তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। বিদায়ের দিন ঘনাইয়া আসিল, আমি প্রায় ভাঙিয়া পড়িলাম। কিন্তু আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিকটও আমি একথা বলি নাই। না বলিয়া ভালই করিয়াছিলাম।

আমি বুঝিতাম যে, আমার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িতেছে। নিদ্রায়, জাগরণে, পান-ভোজনে, ভ্রমণে, দ্রুত ধাবনে, অধ্যয়নে, আমি কেবলই ইংলণ্ডের কথা, এবং বিদায়ের সেই বিশেষ দিনে আমি কি করিব তাহারই কথা, চিন্তা করিতেছিলাম ও স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। অবশেষে দিনটি আসিয়া পড়িল। এক দিকে আমার মা হাত দিয়া তাঁর জলভরা চোখ দুটি ঢাকিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার ফোঁপানোর শব্দ স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল। আর এক দিকে প্রায় পঞ্চাশজন বন্ধুর দ্বারা পরিবৃত হইয়া আমি মনে মনে নিজেকে বলিতেছিলাম : "আমি যদি কান্নাকাটি করি তবে ইহারা আমাকে দুর্বল বলিয়া মনে করিবে; হয়তো আমাকে ইহারা ইংলণ্ডে যাইতেই দিবে না; কাজেই, যদিও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল তথাপি আমি কাঁদিলাম না। শেষে আমার স্ত্রীর নিকট বিদায় লওয়ার পালা আসিল, শেষের পালা বটে, কিন্তু তাই বলিয়া ব্যাপারটা মোটেই লঘু ছিল না। বন্ধুদের সম্মুখে তার সঙ্গে দেখা করা কিংবা কথা বলা আমার পক্ষে রীতিবিরুদ্ধ হইত। কাজেই আলাদা একটা ঘরে তাহার সহিত দেখা করিতে হইল। সে অবশ্য অনেক আগে হইতেই ফোঁপাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমি তার কাছে গেলাম, এক মুহূর্ত স্পন্দরহিত মূক মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমি তাহাকে চুম্বন করিলাম, সে বলিল, "যাইও না"। তার পরে কি হইল তাহা আর বলিবার দরকার নাই। ইহাতেই আমার উৎকণ্ঠার পরি-সমাপ্তি হইল না। পালাশেষের ইহা আরম্ভমাত্র। বিদায়-গ্রহণের পালা আধাআধি হইয়া রহিল, কেন না, রাজকোট—যেখানে আমি লেখাপড়া করিয়াছিলাম—হইতে মা আর স্ত্রীর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হইল, কিন্তু আমার দাদা আর বন্ধুরা আমাকে বিদায় দিতে বোম্বাই পর্যন্ত আসিল। সেখানে যাহা ঘটিল তাহাও কম মর্মস্পর্শী নয়।

আমার স্বজাতীয়বৃন্দের সহিত বোম্বাইএ যে সংঘর্ষ হইল তাহা বর্ণনার অতীত, কেননা, তাহারা প্রধানত বোম্বাইএ বাস করে। রাজকোটে আমি উল্লেখ-যোগ্য কোন বিরোধিতা পাই নাই। আমার দুর্ভাগ্য যে আমবা বোম্বাইএর ঠিক মধ্যস্থলে বাস করিতাম, আর তাহারাও সেখানে বেশী সংখ্যায় থাকিত। কাজেই তাহারা আমাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ধরিল। আমি বাহিরে গেলেই কেহ না কেহ আঙুল দিয়া আমাকে দেখাইয়া দিত, আর কেহ কেহ আমার দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিত। এক দিন আমি টাউনহলের নিকটে বেড়াইতেছিলাম, এমন সময় আমার স্বজাতীয় লোকেরা আমাকে ঘিরিয়া ধরিল এবং বিদ্রূপ করিতে লাগিল, আর নীরবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বেচারা দাদাকে এই দৃশ্য দেখিতে হইল। ব্যাপার চরমে উঠিল, যখন মুখ্য প্রতিনিধিগণ আমাদের স্বজাতীয়গণের এক বিরাট সভা আহ্বান করিলেন। আমাদের জাতির প্রত্যেক লোককেই সভায় যোগ দিবার জন্য হুকুম জারি করা হইল। যোগ না দিলে

পাঁচ আনা জরিমানা করার ভয়ও দেখানো হইল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এরূপ সিদ্ধান্ত করার আগে, দলের পর দল প্রতিনিধি পাঠাইয়া আমাকে উত্ত্যক্ত করা হইয়াছিল, অবশ্য ফল তাহাতে কিছুই হয় নাই। এই বিরাট সভায় আমি শ্রোতাদের মাঝখানে বসিয়া ছিলাম। এই প্রতিনিধিদের পাটেল বলা হয়। পাটেলরা তীব্রভাবে আমার কাজের প্রতিবাদ করিলেন এবং আমার পিতার সহিত তাঁহাদের সম্পর্কের কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। ইহা উল্লেখযোগ্য যে এই সমস্তই আমার পক্ষে এক অভিনব অভিজ্ঞতা হইয়া দাঁড়াইল। অক্ষরশ একথা বলা চলে যে, একান্ত নিঃসঙ্গতা হইতে তাহারা আমাকে টানিয়া বাহির করিল, কারণ এরূপ ব্যাপারে আমি অভ্যস্ত ছিলাম না। একান্ত লাজুক ছিলাম বলিয়া আমার অবস্থা আরও সঙ্গিন হইয়া দাঁড়াইল। প্রতিবাদে কোন ফল হইল না দেখিয়া মুখ্য পাটেল আমাকে উদ্দেশ করিয়া এই মর্মে কথাগুলি বলিলেন : "আমরা তোমার বাবার বন্ধু ছিলাম। তাই তোমার প্রতি আমাদের দরদ। জাতির মুখ্যহিসাবে আমাদের শক্তি কতখানি তাহা তো তুমি জানো। আমবা বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাইয়াছি যে ইংলণ্ডে তোমাকে মাংসাহার ও মদ্যপান করিতে হইবে; তা ছাড়া তোমাকে সাগর পার হইতে হইবে; তুমি নিশ্চয় জানো যে এ সমস্তই আমাদের জাতির নিয়মকানুনের বিরোধী। তাই আমরা তোমাকে তোমার সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করিতে আদেশ করিতেছি; তাহা না করিলে তোমাকে গুরুতর শাস্তি দেওয়া হইবে। ইহাতে তোমার কি বলিবার আছে?"

আমি নিম্নলিখিতভাবে তাঁহাদের উত্তর দিলাম : "আপনারা যে আমাকে সাবধান করিয়া দিলেন সেজন্য আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন আমি করিতে পারি না, সেজন্য আমি দুঃখিত। ইংলণ্ড সম্বন্ধে আমি যাহা শুনিয়াছি আর আপনারা যাহা শুনিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন; সেখানে গেলে মদ্যমাংস গ্রহণ করিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। আপনারা সাগর পার হওয়ার কথা বলিতেছেন, আমাদের জাতভাইয়েরা যদি সাগর পার হইয়া এডেনে যাইতে পারে তবে আমিই বা ইংলণ্ডে যাইতে পারিব না কেন? আমার দৃঢ় ধারণা, এই সকল আপত্তির মূলে বিদ্বেষ রহিয়াছে।"

সুযোগ্য পাটেল তখন রাগিয়া গিয়া বলিলেন, "তুমি তোমার পিতার পুত্র নও।" তারপর জনমণ্ডলীর দিকে ফিরিয়া তিনি বলিয়া চলিলেন : "এই বালক বোধশক্তি হারাইয়াছে। ইহার সহিত কোন সংশ্রব না রাখিতে আমি সকলকে আদেশ করিতেছি। যে কেহ কোনও প্রকারে ইহার সমর্থন করিবে অথবা ইহাকে বিদায় দিতে যাইবে সে জাতিচ্যুত হইবে। এই বালক যদি কখনও ফিরিয়া আসে, তবে সে জানিয়া রাখুক, তাহাকে কখনও জাতির সমাজে গ্রহণ করা হইবে না।"

কথাগুলি সকলের উপরে বোমার মত ফাটিয়া পড়িল। বিশেষ অন্তরঙ্গ জনকয়েক যাঁহারা সম্পদে-বিপদে আমার সমর্থন করিতেন, তাঁহারাও আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। এই বালসুলভ বিদ্রূপোক্তির উত্তর দিতে আমার খুব ইচ্ছা হইল, কিন্তু দাদা আমাকে থামাইয়া দিলেন। এইরূপে এই কঠোর পরীক্ষায় আমি নিরাপদে উত্তীর্ণ হইলাম বটে, কিন্তু আমার অবস্থা আগের চেয়ে আরও খারাপ হইয়া পড়িল। মুহূর্তের জন্য হইলেও আমার দাদারও মন টলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাঁহাকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ভয় দেখানো হইল যে, আমাকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিলে তাঁহার কেবল অর্থনাশই হইবে না, জাতিও যাইবে। কাজেই, যদিও তিনি সাক্ষাৎভাবে নিজে আমাকে কিছু বলিলেন না, তবুও, আমার সিদ্ধান্তের বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করিতে, অথবা উত্তেজনা প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত আমার যাত্রা স্থগিত রাখিতে, আমাকে রাজী করাইবার জন্য, তাঁহার কোন কোন বন্ধুকে তিনি অনুরোধ করিলেন। আমার নিকট হইতে উত্তর একটিমাত্রই পাওয়া গেল। তাহার পর হইতে তিনি আর কখনও বিচলিত হন নাই, আর বস্তুত তিনি সমাজচ্যুতও হন নাই; কিন্তু এখানেই পালা শেষ হইল না। স্বজাতীয়বৃন্দের চক্রান্ত সর্বদাই চলিতেছিল। মনে হইল, এইবারের মত তাহারা প্রায় জিতিয়া গেল, কেন না পনেরো দিনের জন্য তাহারা আমার যাওয়া পিছাইয়া দিতে পারিল। তাহারা নিম্নলিখিত উপায়ে ঐরূপ করিতে পারিয়াছিল। আমরা এক জাহাজ-কোম্পানির ক্যাপটেনের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। চক্রান্তকারীদের অনুরোধমত তিনি আমাদের বলিলেন যে, সেই সময়ে—আগস্টে—সমুদ্রে ভীষণ ঝড়-ঝাপটা হয়, কাজেই তখন রওনা হওয়া আমার পক্ষে অবিবেচনার কাজ হইবে। দাদা আমার যাওয়ায় কিছুতেই মত দিলেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাই আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রা। কাজেই সমুদ্রযাত্রী হিসাবে আমি ভাল কি না কেহই সেকথা জানিত না। তাই আমার তখন বলিবার কিছু ছিল না। ঘোরতর অনিচ্ছার সহিত আমাকে যাওয়া স্থগিত রাখিতে হইল। ভাবিলাম, আমার আশা-সৌধ বুঝি ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। আমার দাদা, যথাসময়ে আমাকে জাহাজ-ভাড়ার টাকাটা দিয়া দিবার অনুরোধ করিয়া তাঁহার এক বন্ধুকে চিঠি দিলেন এবং চিঠিখানি আমার কাছে রাখিয়া দিয়া বিদায় লইলেন। বিদায়ের ব্যাপার আগের মতই করুণ হইল। এখন আমি একাই বোম্বাই-এ পড়িয়া রহিলাম। জাহাজ-ভাড়া দিবার মত টাকাও আমার কাছে ছিল না। এই অপেক্ষা করার সময়ে এক-এক ঘণ্টা আমার কাছে এক-এক বৎসর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে শুনিলাম যে, আর একজন ভারতীয় ভদ্রলোক[১] অবিলম্বে ইংলণ্ড রওনা হইতেছেন; এই সংবাদ আমার কাছে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের মত মনে হইল। আমি মনে করিলাম,

[১] মজমুদার; দ্রষ্টব্য পৃঃ ১১।

আমাকে এইবার যাইতে দেওয়া হইবে। দাদার চিঠিটি যথাস্থানে দিলাম, কিন্তু দাদার বন্ধু টাকা দিতে অস্বীকার করিলেন। আমি দারুণ অস্থিরতার মধ্যে পড়িয়া গেলাম। টাকা না থাকায় নিজেকে পক্ষবিহীন পাখির মত মনে হইতে লাগিল। একজন বন্ধু—চিরকাল তিনি আমার ধন্যবাদভাজন হইয়া থাকিবেন—আমাকে রক্ষা করিলেন। তিনি জাহাজ-ভাড়ার টাকাটা অগ্রিম দিয়া দিলেন। আমি টিকিট কিনিলাম, দাদার কাছে টেলিগ্রাম করিলাম, এবং ১৮৮৮-র ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলণ্ড যাত্রা করিলাম। এই সব ছিল আমার বড় বড় বাধাবিপত্তি—এবং প্রায় পাঁচ মাস ধরিয়া ইহা চলিয়াছিল। এই সময়টা আমি দারুণ উদ্বেগ ও যন্ত্রণার মধ্যে কাটাইলাম। কখনও আশায় উৎফুল্ল হইয়া, কখনও বা হতাশায় ভাঙিয়া পড়িয়া জীবনটাকে কোন রকমে টানিয়া লইয়া চলিতে চলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ভগবান আমাকে অভীপ্সিত লক্ষ্যের পথ দেখাইয়া দিবেন, এ ভরসা অবশ্য আমার ছিল।

*দি ভেজিটেরিয়ান*, ১৩-৬-১৮৯১

## দুই

ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া আপনি অবশ্যই মাংসাহার-সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন; কেমন করিয়া আপনি তাহার সমাধান করিলেন?

অযাচিত পরামর্শের ভারে আমি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত, কিন্তু অজ্ঞ, বন্ধুবান্ধব আগ্রহহীন শ্রোতার কর্ণবিবরে তাঁহাদের মতামত জোর করিয়া ঢুকাইয়া দিতেন। তাঁহাদের বেশির ভাগই বলিতেন, শীতপ্রধান জলবায়ুতে মাংস না খাইয়া আমি বাঁচিতে পারিব না। আমার ক্ষয়রোগ হইবে। অমুক ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। সেখানে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য তাঁহাকে ক্ষয়রোগে ধরে। অন্য অনেকে বলিলেন, মাংস না খাইয়াও চলিতে পারে, কিন্তু মদ বাদ দিলে চলাফেরাই করা যাইবে না। শীতে আমি জমিয়া যাইব। একজন এতদূর অগ্রসর হইলেন যে আমাকে আট বোতল হুইস্কি সঙ্গে নিতে পরামর্শ দিয়া বসিলেন, কেন না, এডেন ছাড়িবার পর আমার হুইস্কির দরকার হইবে। আর একজন আমাকে ধূমপান করিতে বলিলেন, কারণ, তাঁহার বন্ধু ইংলণ্ডে ধূমপান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিলাত-ফেরত ডাক্তাররাও ঐ একই কথা বলিলেন। কিন্তু যেমন করিয়াই হোক আমি ইংলণ্ডে আসিতেই চাই, তাই উত্তর দিলাম যে, মদ্য-মাংসাদি বাদ দিবার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিব, কিন্তু যদি দেখা যায় যে ঐগুলি একান্ত আবশ্যক, তখন কি করিব তাহা আমি জানি না। এখানে একথা বলি যে, মাংসের প্রতি

আমার বিরূপভাব এখন যেমন প্রবল তখন ততটা ছিল না। বন্ধুরা যেরকম ভাবিত আমিও সেই রকমই ভাবিতাম। তখন ভুলাইয়া আমাকে ছয় সাত বার মাংস খাওয়ানো হইয়াছিল। জাহাজে আমার ধারণা বদলাইতে আরম্ভ করে। ভাবিলাম, কোন কারণেই আমি মাংস খাইব না। আমাকে বিলাত আসিতে দিতে সম্মত হইবার পূর্বে মা আমার কাছে এই প্রতিজ্ঞা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন যে আমি মাংস খাইব না। কাজেই, অন্তত প্রতিজ্ঞারক্ষার খাতিরেও মাংস না খাইতে আমি বাধ্য ছিলাম। জাহাজে আমাদের সহযাত্রীগণ আমাদের (আমার সঙ্গে যে বন্ধু ছিলেন তিনি আর আমি) মদমাংস খাওয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পরামর্শ দিতে আরম্ভ করিল।

তাহারা বলিল, এডেন ছাড়ার পর আমার মদমাংসের দরকার হইবে। একথা যখন খাটিল না, তখন বলা হইল, লোহিত সাগর পার হইয়া উহা দরকার হইবে। তাহাও যখন ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তখন একজন সহযাত্রী বলিল, "আবহাওয়া কঠোর হয় নাই, কিন্তু বিস্কে উপসাগরে আপনাকে মৃত্যু বা মদ্য-মাংস এ দুইটির একটি বাছিয়া নিতে হইবে।" সে সঙ্কটও নিরাপদে কাটিয়া গেল। লণ্ডনেও এরূপ প্রতিবাদ বাক্য শুনিতে হইয়াছে। মাসের পর মাস কাটিয়া গিয়াছে, একটিও নিরামিষাশী দেখিতে পাই নাই। এক বন্ধুর সঙ্গে কত উদ্বেগপূর্ণ দিবস শরীর-রক্ষার জন্য নিরামিষ খাদ্যের পর্যাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কাটাইয়াছি; কিন্তু সে সময়ে নিরামিষভোজনের পক্ষে মানবতা বা করুণার যুক্তি ছাড়া আর কোন যুক্তি আমার ভাল জানা ছিল না বলিয়া বন্ধুর নিকট বিচারে আমি হারিয়া গিয়াছি; এই সকল আলোচনায় মানবতার প্রশ্ন তুলিলেই বন্ধুটি বিদ্রূপ করিত। অবশেষে আমি এই বলিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিলাম যে, বরং আমি মরিব, তবুও মায়ের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা ভঙ্গ করিব না। বন্ধুটি বলিত, "হুঃ, ছেলেমানুষী, কাঠ কুসংস্কার; কিন্তু এখানে আসার পরও এই সকল বাজে কথায় বিশ্বাস করার মত কুসংস্কার যদি তোমার রহিয়া গিয়া থাকে, তবে তোমাকে আমার আর বলিবার কিছু নাই, আমি কেবল মনে করিব, তুমি ইংলণ্ডে না আসিলেই পারিতে।"

ইহার পর একবার ছাড়া আর কোন দিন একথা সে আগ্রহ করিয়া তোলে নাই, কিন্তু ইহার পর হইতে সে আমাকে নির্বোধ ছাড়া আর কিছু মনেও করিত না। ইতিমধ্যে আমার মনে পড়িল যে, একবার যেন আমি একটি নিরামিষ রেস্তোরাঁর পাশ দিয়া গিয়াছি (এটির নাম "পরিজ বোল")। একজন ভদ্রলোককে বলিলাম ঐ রেস্তোরাঁর পথ আমাকে চিনাইয়া দিতে, কিন্তু সেখানে পৌঁছিবার পরিবর্তে আমি "সেণ্ট্রাল" রেস্তোরাঁ দেখিতে পাইলাম। সেখানে ঢুকিয়া পড়িলাম এবং পরিজ খাইলাম। এই আমার প্রথম পরিজ খাওয়া।

প্রথমে আমার ইহা ভাল লাগিল না, কিন্তু পরে যখন দ্বিতীয় দফায় পাই-নামে একরকমের পিষ্টক আনিল তখন তাহা আমার ভালই লাগিল। এখানেই আমি প্রথম নিরামিষবাদের সম্বন্ধে কিছু পুস্তিকা ক্রয় করি। তার মধ্যে মিঃ এইচ্. এস্. সল্টের লেখা **এ. প্লি. ফর ভেজিটেরিয়ানিজ্ম্** নামে বইখানি ছিল। এই বই পড়িয়া নীতির দিক হইতে আমি নিরামিষবাদ গ্রহণ করি।

তাহার পূর্ব পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির দিক দিয়া মাংসকে আমি প্রশস্ত খাদ্য বলিয়া মনে করিতাম। অধিকন্তু সেই রেস্তোরাঁতেই আমি ম্যাঞ্চেস্টারের ভেজিটেরিয়ান সোসাইটির কথা জানিতে পারি। কিন্তু ইহার সঙ্গে কার্যত আমার কোন যোগ হয় নাই। আমি কখনও সখনও **ভেজেটেরিয়ান মেসেঞ্জার** পড়িতাম, বাস্, ঐ পর্যন্ত। দেড় বৎসর আগে আমি **ভেজিটেরিয়ান পত্রিকার** কথা জানিতে পারি। আন্তর্জাতিক ভেজিটেরিয়ান কংগ্রেসে আমি এল্. ভি. এস্.-এর কথা জানিতে পারি, বলা চলে। মিঃ জোশিয়া ওল্ড্ফিল্ড্ কোন বন্ধুর নিকট আমার কথা শুনিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুগ্রহে আমি জানিতে পারি যে, ঐ কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছে। তিনিই আমাকে উহাতে যোগ দিতে বলেন। উপসংহারে, বলা দরকার, প্রায় তিন বৎসরকাল ইংলণ্ড-বাসের মধ্যে, আমি অনেক কিছু করিতে পারি নাই, অনেক কিছুই আবার করিয়াছি যাহা না করিলেই বোধ হয় ভাল হইত। তবুও, আমার পরম সান্ত্বনার বিষয় এই যে, মদ্য ও মাংস স্পর্শ না করিয়াই আমি দেশে ফিরিয়া যাইতেছি। ইহাও আমার কম সান্ত্বনার বিষয় নয় যে, ইংলণ্ডে যে এত বেশী সংখ্যায় নিরামিষাশী আছে সে কথা আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই জানিতে পারিয়াছি।

**দি ভেজিটেরিয়ান**, ২০-৬-১৮৯১

## ১৩. এডভোকেট-তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন

বোম্বাই,
নভেম্বর ১৬, ১৮৯১

বোম্বাই হাইকোর্ট ধর্মাধিকরণের
প্রোথোনোটারি এবং রেজিস্ট্রারের
সমীপে

সবিনয় নিবেদন,

আমি হাইকোর্টের এডভোকেটরূপে গৃহীত হইতে ইচ্ছা করি। আমি গত ১০ই জুন ইংলণ্ডে ব্যারিস্টার হিসাবে গৃহীত হই। আমি ইহার টেম্প্ল-

এর বারোটি পাঠ্যকাল (টার্ম) পূর্ণ করিয়াছি এবং এখন বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে আইন-ব্যবসায় করিতে চাই।

আমার ব্যারিস্টার হিসাবে গৃহীত হওয়ার সার্টিফিকেট পাঠাইতেছি। আমার সুনাম ও যোগ্যতার সার্টিফিকেট সম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে, ইংলণ্ডের কোন বিচারকের নিকট হইতে আমি সার্টিফিকেট জোগাড় করিতে পারি নাই, কারণ, তখন, বোম্বাই হাইকোর্টে যে নিয়মাবলী বলবৎ, সেগুলি আমার জানা ছিল না। আমি অবশ্য ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণের (সুপ্রীম কোর্ট) আইনব্যবসায়ী ব্যারিস্টার মিঃ ডব্লিউ ডি. এড্ওয়ার্ড্স্-এর এক সার্টিফিকেট এই সঙ্গে দিতেছি। তিনি ভূসম্পত্তি-আইনের এক সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা ব্যারিস্টারির শেষ পরীক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দিষ্ট।

আপনার
একান্ত বশংবদ
এম্. কে. গান্ধী

মহাত্মা, ১ম খণ্ড; ফটোস্ট্যাট প্রতিচিত্র হইতে

## ১৪. আবার ভারতবর্ষে বাড়ি ফেরার পথে

### এক

১২ই জুন, ১৮৯১। তিন বৎসর ইংলণ্ডে থাকিবার পর বোম্বাই রওনা হইলাম। চমৎকার দিনটি; সূর্যের উজ্জ্বল আলো। ঠাণ্ডা হাওয়া হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ওভারকোটের দরকার নাই।

তখন বেলা ১১টা বাজিয়া ৪৫ মিনিট—যাত্রী লইয়া একখানি এক্স্প্রেস্ ট্রেন লিভারপুল স্ট্রিট স্টেশন হইতে ডকের দিকে রওনা হইল।

পি. এণ্ড ও. কোম্পানির জাহাজ **ওসিয়ানাতে** আসিয়া না ওঠা পর্যন্ত বিশ্বাস করিতেই পারি নাই যে, ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইতেছি। লণ্ডন এবং তার পরিবেশের প্রতি আমি এতই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; আর কেই বা তা না হইবে? নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সাধারণ শিল্পভবন (গ্যালারি), মিউজিয়ম, থিয়েটার, বিরাট ব্যবসা-বাণিজ্য, সাধারণ পার্ক, এবং নিরামিষ ভোজনের রেস্তোরাঁ, এই সমস্ত লইয়া লণ্ডন ছাত্র ও পর্যটক, বণিক ও বাতিকগ্রস্ত—বিরোধী দলের লোকেরা নিরামিষাশীকে এই নামই দিয়া থাকে—সকলের পক্ষেই উপযুক্ত জায়গা। কাজেই, গভীর দুঃখের সঙ্গেই, আমাদের প্রিয় লণ্ডন

পরিত্যাগ করিলাম। আবার সঙ্গে সঙ্গে খুশীও হইয়াছিলাম, কেন না, সুদীর্ঘকাল পরে আবার ভারতবর্ষে গিয়া বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের দেখিতে পাইব।

**ওসিয়ানা** অস্ট্রেলিয়ার জাহাজ। পি. এণ্ড ও. কোম্পানির বৃহত্তম বাষ্পীয় পোতগুলির অন্যতম। জাহাজটির ওজন ৬,১৮৮ টন এবং এটি ১২০০ অশ্বশক্তিসম্পন্ন জাহাজ। এই বৃহৎ ভাসমান দ্বীপে পদার্পণ করিতেই আমাদের তৃপ্তিকর উত্তম চা-যোগে আপ্যায়ন করা হইল। আমরা সকলেই (যাত্রীগণ ও তাহাদের বন্ধুবান্ধবেরা) সমানভাবে তাহার সদ্ব্যবহার করিলাম। আর এ কথা বাদ দেওয়া উচিত হইবে না যে, চা সকলকেই বিনামূল্যে দেওয়া হইল। যে রকম আরামে সকলে চা খাইতেছিলেন তাহাতে কোন অপরিচিত লোক সে সময়ে তাঁদের সকলকেই যাত্রী (ইঁহাদের সংখ্যা ভালই ছিল) বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু, যখন যাত্রীদের বন্ধুবান্ধবদের সতর্ক করিবার জন্য জাহাজ-ছাড়ার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, তখন তাঁদের সংখ্যা অনেক কমিয়া গেল। জাহাজ যখন বন্দর ছাড়িয়া চলিল তখন হর্ষধ্বনি ও রুমাল-নাড়ার ধুম পড়িয়া গেল।

**ওসিয়ানার** বোম্বাইগামী যাত্রীদের এডেনে জাহাজ বদল করিয়া **আসাম** নামে এক জাহাজে উঠিবার কথা। এখানে দুই জাহাজের মধ্যে পার্থক্য কি তাহা তুলনা করিয়া নেওয়া মন্দ নয়। **ওসিয়ানার** ইংরেজ পরিচারকগণ সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও যাত্রীদের কাজ করিয়া দিবার জন্য সদাই আগ্রহশীল। অপর দিকে **আসাম**-জাহাজের পরিচারকেরা সবাই পোর্তুগীজ। তাহারা ইংরেজী বলে না, ইংরেজীর মুণ্ডপাত করে। তাহারা সর্বদাই পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বিপরীত, অপ্রসন্নমুখ ও কাজেকর্মে মন্দগতি।

ইহা ছাড়া দুই জাহাজে যেরকমের খাবার দেওয়া হইত তাহাতে ভাল-মন্দের পার্থক্য ছিল। **আসাম**-জাহাজের যাত্রীরা খাবার লইয়া যেরকম চেঁচামেচি করিত তাহাতেই এই পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যাইত। ইহাই কিন্তু সম্পূর্ণ চিত্র নয়। **ওসিয়ানায়** থাকার ব্যবস্থা **আসাম**-এর চেয়ে অনেক ভাল ছিল; কোম্পানির অবশ্য ইহাতে খুব দোষ ছিল না; **আসাম**-এর ব্যবস্থা **ওসিয়ানার** চেয়ে খারাপ বলিয়া তাহাকে তো আর ফেলিয়া দেওয়া সম্ভব ছিল না!

জাহাজে নিরামিষাশীরা কিরূপে চালাইত? এ প্রশ্ন সমীচীন।

জাহাজে আমাকে লইয়া দুইজন নিরামিষাশী ছিল। অন্য কিছু ভাল পাওয়া না গেলে, কেবল আলু-সিদ্ধ, বাঁধাকপি আর মাখন দিয়া চালাইয়া লইবার জন্য আমরা দুই জনেই তৈরি ছিলাম। কিন্তু আমাদের অতদূর যাইতে হইল না। উৎসাহী স্টুয়ার্ড প্রথম সেলুন হইতে আমাদের জন্য কিছু তরকারি, ভাত, সিদ্ধ ও টাটকা ফল আনিয়া দিল, আর শেষে—শেষ বটে কিন্তু তুচ্ছ করার জিনিস নয়—আনিয়া দিল বাদামী রুটি; কাজেই আমরা যাহা চাহিয়াছিলাম

তাহার সবই পাইলাম। যাত্রীদের পর্যাপ্ত ভাল খাবার দিতে উহাদের মোটেই কার্পণ্য নাই, ইহা নিঃসন্দেহ। উহারা বরং প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই দিয়া থাকে; আমার অন্তত এরূপ মনে হয়।

দ্বিতীয় সেলুনের খাদ্যতালিকায় কি কি আছে এবং যাত্রীরা কতবার খাবার খায় তাহার বর্ণনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আরম্ভ করা যাক, একজন সাধারণ যাত্রী সকালে প্রথমেই দুই এক পেয়ালা চা আর খানকয়েক বিস্কুট খায়। সকাল সাড়ে আটটায় প্রাতর্ভোজনের ঘণ্টা পড়িলে যাত্রীরা সকলে খাবার ঘরে নামিয়া আসে। খাবার ব্যাপারে অন্তত, সকলে কাঁটায় কাঁটায় সময় মানিয়া কাজ করে। প্রাতর্ভোজনে সাধারণত থাকে যবের মণ্ড (পরিজ), কিছু মাছ, চপ, কড়ি, জ্যাম, মাখন, রুটি, চা বা কফি, ইত্যাদি, প্রত্যেকটিই যত ইচ্ছা তত।

আমি অনেক সময় দেখিয়াছি, যাত্রীরা মণ্ড (পরিজ), মাছের কালিয়া এবং রুটি ও মাখন খায় আর দুই তিন পেয়ালা চা দিয়া সেগুলিকে গলাধঃকরণ করে।

প্রাতর্ভোজনের খাবার হজম করিতে না করিতেই বাজিয়া উঠিল ঢং—ইহা বেলা দেড়টার ডিনারের ঘণ্টা। দুপুরের এই খাওয়াও সকালের খাওয়ার মতই ভূরিভোজন : প্রচুর মেষমাংস ও সবজি, ভাত ও তরকারি, বড়া, আরও কত কি। দ্বিতীয় সেলুনের সকল যাত্রীদেরই সপ্তাহে দুইদিন করিয়া দৈনন্দিন ডিনারের সঙ্গে ফল ও বাদাম দেওয়া হইত। কিন্তু ইহাতেও যথেষ্ট হইল না। ডিনারের খাবার এত সহজেই হজম হইয়া গেল যে, বৈকাল চারটার সময় আমাদের আবার এক পেয়ালা (স্ফূর্তির) চা আর বিস্কুটের দরকার হইয়া পড়িল। কিন্তু "সেই ক্ষুদ্র" পেয়ালা চা-এর আরামটুকু সান্ধ্য হাওয়ায় বোধ হয় অনতিবিলম্বেই উড়াইয়া লইয়া গেল। তাই সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় আবার আমাদের হাই টি, দেওয়া হইল : চা-এর সঙ্গে রুটি-মাখন, জ্যাম বা মার্মালেড অথবা দুইটিই একসঙ্গে, স্যালাড, চপ, চা, কফি ইত্যাদি। সমুদ্রের হাওয়া এত বেশী স্বাস্থ্যকর মনে হইল যে, যাত্রীরা শয়নের পূর্বে অল্প কয়খানি বিস্কুট, খুব অল্প—মাত্র আট দশখানি, বড়জোর খানপনেরো—একটু চিজ আর খানিকটা মদ বা বিয়ার না খাইয়া শয্যা আশ্রয় করিতে পারিলেন না। উপরের কথাগুলি বিবেচনা করিলে এই লাইনগুলি কি খুব সত্য বলিয়া মনে হয় না :

> উদর হইল তোমাদের ঈশ্বর, পাকস্থলী তোমাদের মন্দির, তোমাদের তুন্দ হইল তোমাদের বেদী, আর পাচক হইল তোমাদের যাজক...রন্ধনপাত্রের মধ্যে তোমাদের প্রেম উদ্দীপিত হয়, রান্নাঘরে তোমাদের বিশ্বাস জ্বলন্ত হইয়া ওঠে, মাংসের ডিশগুলিতে তোমাদের সকল আশা গুপ্ত হইয়া থাকে...যে লোক তোমাদের ঘন ঘন ডিনার দেয়, নিমন্ত্রণ করিয়া যে ষোড়শোপচারে খাওয়ায়, অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে যে লোক তোমাদের

**স্বাস্থ্যকামনায় সুরাপানের প্রস্তাব করে, তার মতো এত বেশী খাতির তোমরা আর কাহাকে করিয়া থাকো?**

দ্বিতীয় সেলুন নানারকমের যাত্রীতে বেশ ভর্তি ছিল। সেখানে সৈন্য ছিল, পাদরি ছিল, পরামাণিক ছিল, নাবিক ছিল, ছাত্র, কর্মচারী সবাই ছিল, আর হয় তো ভাগ্যান্বেষীও ছিল। তিন চারজন মহিলাও ছিলেন। আমরা প্রধানত খাদ্য আর পানীয় লইয়াই সময় কাটাইতাম। বাকি সময়টা হয় তন্দ্রায় অথবা খোশগল্পে কাটিত, কখনও কিছু বা আলোচনাও হইত, খেলায়ও কিছু সময় কাটিত। কিন্তু, দুই তিন দিন পরে আলাপ-আলোচনা, তাসখেলা বা অপরের কলঙ্কচর্চাতেও, আহারের পর, সময় আর কাটিতে চাহিত না।

আমরা জনকয়েক খুব উৎসাহী হইয়া পুরস্কার ঘোষণা করিয়া ঐকতান বাদন, দড়ি টানাটানি (টাগ অব্ ওয়ার) ও দৌড়-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিলাম। একটি সন্ধ্যা ঐকতান বাদন ও বক্তৃতার জন্য নির্দিষ্ট হইল।

আমি ভাবিলাম, এইবার গায়ে পড়িয়া আমার কিছু করার সময় আসিয়াছে। একটি কমিটির সেক্রেটারি এই সকল ব্যাপারের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে নিরামিষবাদ সম্পর্কে ছোট্ট একটি বক্তৃতা করার জন্য আমাকে পনেরো মিনিট সময় দিতে অনুরোধ করিলাম। সেক্রেটারি সদয় হইয়া আমার কথায় রাজী হইলেন। আমি ঘটা করিয়া আয়োজন করিলাম। যে বক্তৃতা দিবার কথা ছিল, সেই বক্তৃতার বিষয়ে আমি চিন্তা করিলাম, উহা লিখিয়া ফেলিলাম, এবং আবার তাহা ভাল করিয়া লিখিলাম। আমি ভাল করিয়াই জানিতাম যে, আমাকে প্রতিকূল শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখীন হইতে হইবে এবং আমার বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ যাহাতে ঘুমাইয়া না পড়েন সেজন্য আমাকে সাবধান হইতে হইবে। সেক্রেটারি আমাকে বক্তৃতায় রঙ্গরসের অবতারণা করিতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমার পক্ষে ঘাবড়ানো বরং সম্ভব, কিন্তু রঙ্গরস করা আমার দ্বারা কিছুতেই হইতে পারে না।

এখন বক্তৃতাটির কি দশা হইল আপনারা বলিতে পারেন? দ্বিতীয় ঐক্যতান বাদন ঘটিলই না। কাজে কাজেই, বক্তৃতাও আর দেওয়া হইল না। আমি খুব অপদস্থ বোধ করিলাম। আমার অনুমান, প্রথম সান্ধ্যবৈঠক কেহই উপভোগ করে নাই, কারণ দ্বিতীয় সেলুনে যাত্রীদের জন্য প্যাটি (মাংস) ও গ্ল্যাডস্টোন-সুরার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

যাহা হউক দুই তিন জন যাত্রীর সঙ্গে আমি নিরামিষ ভোজন বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলাম। তাঁহারা শান্তভাবে আমার কথা শুনিলেন এবং এই মর্মে উত্তর দিলেন, "মানিলাম, আপনার যুক্তি ঠিক; কিন্তু যতদিন পর্যন্ত বর্তমান খাদ্যে আমরা খুশী আছি (অবশ্য মাঝে মাঝে আমাদের বদহজম হয়,

সেকথা ধরিবেন না), ততদিন পর্যন্ত আমরা নিরামিষভোজনের পরীক্ষা করিতে পারি না!”

আমার নিরামিষাশী বন্ধু আর আমি প্রতিদিন সুন্দর সুন্দর ফল পাইতাম। তাহা দেখিয়া উহাদের একজন ভি. ই. এম্. (নিরামিষ) খাদ্য একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিল, কিন্তু আমিষ চপের লোভ খুব প্রবল হওয়ায় তাহার পক্ষে ঐ পরীক্ষা আর চলিল না।

বেচারা!

**দি ভেজিটেরিয়ান, ৯-৪-১৮৯২**

## দুই

যাত্রীদের পরস্পরের মধ্যে সৌজন্যের ভাব ছিল, আর প্রথম সেলুনের যাত্রীরা ভদ্রও ছিলেন। তাহারই নিদর্শন হিসাবে, তাঁহারা সময় সময় যে সকল নাট্যাভিনয় ও নাচের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা দেখিবার জন্য দ্বিতীয় সেলুনের যাত্রীদের নিমন্ত্রণ করিতেন।

প্রথম সেলুনে চমৎকার কয়েকজন মহিলা ও ভদ্রলোক ছিলেন। কিন্তু, কলহ নাই, বিবাদ নাই, শুধু খেলা—ইহা তো ভাল লাগে না। কাজেই, কোন কোন যাত্রী মাতাল হওয়া দরকার মনে করিল (সম্পাদক মহাশয়, মাপ করিবেন. মাতাল তাঁহারা প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই হইত, কিন্তু বিশেষ করিয়া এইদিন সন্ধ্যা-কালে তাহারা মাতাল হইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল)। মনে হয়, হুইস্কি পান করিতে করিতে তাহারা কথাবার্তা বলিতেছিল, এমন সময় তাহাদের কেহ কেহ অসঙ্গত ভাষা প্রয়োগ করে। তারপর বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। তাহাই শেষ পর্যন্ত মুষ্টিযুদ্ধে পরিণত হইল। ঘটনাটি ক্যাপটেনের গোচরে আনা হইল। যাহারা কলহ করিতেছিল ক্যাপটেন তাহাদের তিরস্কার করিলেন। ইহার পরে আর কোন গোলমাল হয় নাই।

এইরূপে খাওয়া-দাওয়া ও আমোদ-আহ্লাদে সময় কাটাইতে কাটাইতে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

দুই দিনের যাত্রার পর জাহাজ জিব্রালটার পার হইয়া গেল, কিন্তু সেখানে থামিল না। ইহাতে অনেকে. বিশেষ করিয়া ধূমপায়ীদের অনেকে, খুব হতাশ হইলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, জিব্রালটারে তামাকের উপর মাশুল নাই, সেখানে তাঁহারা তামাক কিনিবেন। আমাদের অনেকের আশা ছিল সেখানে জাহাজ থামিবে।

ইহার পরে জাহাজ মাল্‌টায় আসিয়া পৌঁছিল। মাল্‌টা, কয়লা লইবার

স্টেশন। জাহাজ সেখানে প্রায় ঘণ্টা নয়েক থাকে। প্রায় সব যাত্রীই তীরে নামিয়া গেল।

মাল্টা সুন্দর দ্বীপ, লণ্ডনের ধোঁয়া সেখানে নাই। বাড়িগুলির গড়ন অবশ্য আলাদা রকমের। আমরা গভর্নরের প্রাসাদ ঘুরিয়া দেখিলাম। অস্ত্রাগারটি দেখিবার মত। সেখানে নেপোলিয়নের গাড়ি দেখা গেল। কিছু কিছু সুন্দর ছবিও আছে। বাজারটি মন্দ নয়। ফল সস্তা। কেথিড্রাল-গির্জাটি বেশ জমকালো।

গাড়ি করিয়া প্রায় ছয় মাইল দূরে কমলালেবুর বাগানে (অরেঞ্জ-গার্ডেনে) গেলাম। সেখানে হাজার কয়েক কমলা-গাছ। কয়েকটি পুকুরও আছে। তাহাতে ছোট ছোট সোনালী রঙের মাছ। গাড়িভাড়া খুব কম, দুই শিলিং ছয় পেনি মাত্র।

মাল্টা কি জঘন্য জায়গা! ভিখারীতে ভর্তি। শান্তিতে রাস্তা চলিবার উপায় নাই। পদে পদে অপরিচ্ছন্ন ভিখারীরা আসিয়া বিরক্ত করিবে। কেহ কেহ পথপ্রদর্শক হইতে চাহিবে, কেহ কেহ দোকানে লইয়া যাইতে চাহিবে, যে সকল দোকানে সিগার পাওয়া যায়, আর মাল্টার বিখ্যাত নুগা (চিনি আর বাদামের তৈরি মিঠাই), পাওয়া যায়।

মাল্টা হইতে আমরা ব্রিন্দিসি আসিলাম। ব্রিন্দিসি একটি ভাল বন্দর-মাত্র। এখানে একটি দিনও আমোদে কাটাইবার জো নাই। কমবেশী নয় ঘণ্টা সময় আমাদের হাতে ছিল, কিন্তু আমরা চার ঘণ্টাও সেখানে কাটাইতে পারিলাম না।

ব্রিন্দিসির পরে আসিল পোর্ট সৈয়দ। সেখানে আমরা ইয়োরোপ ও ভূমধ্যসাগরের নিকট শেষবিদায় লইলাম। পোর্ট সৈয়দে দেখিবার কিছুই নাই, যদি না কেহ, অবশ্য সমাজের আবর্জনা দেখিতে চায়। ইহা ধূর্ত ও প্রতারকদের[১] জায়গা।

পোর্ট সৈয়দ হইতে জাহাজ ধীরে চলিতে আরম্ভ করে, কারণ তখন আমরা এম্. দ্য. লেসেপ্স্-এর সুয়েজ খালে (কেনাল) প্রবেশ করি। ইহা সাতাশি মাইল লম্বা। এই দূরত্ব অতিক্রম করিতে জাহাজের প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা লাগিল। আমরা উভয় তীরের মাটির কাছাকাছি ছিলাম। খালের বিস্তার এত কম যে, কোন কোন জায়গা ছাড়া দুখানি জাহাজ পাশাপাশি যাইতে পারে না। সকল জাহাজকেই সম্মুখে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাইতে হয় এবং এই আলোগুলি খুব জোরালো। দুইটি জাহাজ যখন পরস্পরকে অতিক্রম করে তখন দেখিতে বেশ লাগে। বিপরীত দিকের জাহাজ হইতে যে বৈদ্যুতিক আলো পাওয়া যায় তাহা চোখ একেবারে ঝলসাইয়া দেয়।

[১] এখানে স্পষ্টই অধিবাসীদের একটি অংশের কথা বলা হইয়াছে।

আমরা **গ্যাঞ্জেস**-জাহাজের পাশ দিয়া গেলাম। আমরা ঐ জাহাজের লোকদের লক্ষ্য করিয়া তিনবার হর্ষসূচক ধ্বনি করিলাম। প্রত্যুত্তরে **গ্যাঞ্জেস্**-এর যাত্রীরাও সানন্দে হর্ষধ্বনি করিল। কেনালের অপর প্রান্তে সুয়েজ শহর। জাহাজ সেখানে মাত্র আধ ঘণ্টার জন্য থামে।

লোহিত সাগরে প্রবেশ করিলাম। তিন দিন ধরিয়া লোহিত সাগরে চলিতে হইল এবং তাহা খুব কষ্টকর হইল। অসহ্য গরম পড়িল। জাহাজের ভিতরে থাকা শুধু অসম্ভব হইল না, বাহিরে ডেকের উপরেও গরম অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। এখানেই আমরা প্রথম বোধ করিলাম যে, ভারতে গরম জলবায়ু ভোগ করিতে যাইতেছি।

এডেনে পৌঁছিয়া একটু হাওয়া পাইলাম। এখানে আমাদের (বোম্বাই যাত্রীদের) জাহাজ বদল করিয়া **আসাম**-জাহাজে উঠিতে হইল। মনে হইল লণ্ডন ত্যাগ করিয়া এক অজ পাড়াগাঁয় আসিয়া পড়িলাম। **আসাম**-জাহাজটি **ওসিয়ানার** অর্ধেক হইবে কিনা সন্দেহ।

দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না। **আসাম**-এ উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঝটিকাসঙ্কুল সমুদ্র পাইলাম, কারণ তখন ছিল বর্ষাকাল। ভারত মহাসাগর সাধারণত শান্ত থাকে, তাই বর্ষাকালে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ হইয়া যেন তাহার শোধ লয়। বোম্বাই পৌঁছিবার আগে আরও পাঁচদিন আমাদের সমুদ্রে কাটাইতে হইল। দ্বিতীয় রাত্রিতে আসল ঝড় উঠিল। অনেকে পীড়িত হইয়া পড়িল। ডেকের উপরে গেলে জলের ছাট আসিয়া ভিজাইয়া দিতে লাগিল। একটা ঝন্ ঝন্ শব্দ হইল, কোনি কিছু ভাঙিগয়া গেল। কেবিনের ভিতরে শান্তিতে ঘুমাইবার জো নাই। দরজা দড়াম দড়াম করিতে লাগিল। ব্যাগগুলি যেন নাচিতে লাগিল। তুমি বিছানায় গড়াইতে থাকিলে। কখনও কখনও তোমার মনে হইল জাহাজ বুঝি ডুবিয়া যাইতেছে। খাবার টেবিলে কোন আরাম নাই। জাহাজ যেন তোমার দিকে গড়াইয়া পড়িতেছে। কাঁটা-চামচ তোমার কোলে আসিয়া পড়িল, এমন কি আচারের শিশিটা ও সুপ-প্লেটটি পর্যন্ত, তোমার তোয়ালে হরিদ্রারঞ্জিত হইয়া গেল, এবং আরও কত কি হইল।

একদিন সকালে স্টুয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহাই আসল ঝড় কিনা। সে বলিল, "না, মহাশয়, ইহা তো কিছুই নয়।" তারপর, নিজের বাহু আন্দোলিত করিয়া আমাকে দেখাইয়া দিল যে আসল ঝড়ে জাহাজ কেমন করিয়া দোল খাইবে।

এইরূপে উপর-নীচে উৎক্ষিপ্ত ও নিক্ষিপ্ত হইতে হইতে ৫ই জুলাই আমরা বোম্বাই পৌঁছিলাম। খুব জোর বৃষ্টি হইতেছিল, কাজেই তীরে নামা কঠিন হইল। যাই হোক, আমরা নিরাপদে তীরে পৌঁছিলাম এবং **আসাম**-এর নিকট বিদায় লইলাম।

ওসিয়ানা এবং আসাম মানবের কি গুরুভারই না বহন করিয়া আনিয়াছে! এই জাহাজে কেহ কেহ অসীম আশা লইয়া অস্ট্রেলিয়ায় ঐশ্বর্য অর্জন করিতে যাইতেছে, কেহ বা ইংলণ্ডে পাঠ শেষ করিয়া পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জন করার জন্য ভারতে যাইতেছে, কেহ কর্তব্যবোধে যাইতেছে, কেহ যাইতেছে অস্ট্রেলিয়া বা ভারতে তাহাদের স্বামীদের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য, আবার দুঃসাহসিক ভাগ্যান্বেষীও কেহ কেহ ইহাতে আছে যাহারা দেশে হতাশ হইয়া দুঃসাহসিক কাজের খোঁজে চলিয়াছে, কোথায় তাহা ঈশ্বরই জানেন।

সকলের আশাই কি পূর্ণ হইয়াছে, ইহাই প্রশ্ন। মানুষের মন, কখনও কেমন আশায় উৎফুল্ল হয়, আবার অনেক সময়ই হতাশায় ভাঙিগয়া পড়ে! আশা লইয়াই আমরা বাঁচিয়া থাকি!

**দি ভেজিটেরিয়ান**, ১৬-৪-১৮৯২

## ১৫ পাটোয়ারী[১]র নিকট চিঠি

বোম্বাই
সেপ্টেম্বর ৫, ১৮৯২

প্রিয় পাটোয়ারী,

আপনার চিঠি ও পরামর্শের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমার শেষ পোষ্টকার্ডে আপনাকে জানাইয়াছি যে, ব্যবসায়ের জন্য বিদেশে যাওয়া উপস্থিত আমাকে বন্ধ রাখিতে হইতেছে। আমার দাদা ইহার খুব বিরোধী। তিনি মনে করেন, কাথিয়াওয়াড়ে[২] ভালভাবে জীবিকা অর্জনের বিষয়ে আমার হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নাই, এবং প্রত্যক্ষভাবে কোন ফন্দিফিকিরে (**খুটপুট**[৩]) যোগ না দিয়াই তাহা করা যাইতে পারে। সে যাহাই হউক না কেন, তিনি যখন এরূপ আশান্বিত এবং যেহেতু তিনি সর্বপ্রকারে মান্য, সেই হেতু আমি তাঁহার পরামর্শ অনুসারে চলিব। এখানেও আমাকে কিছু কাজ দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। কাজেই, কম করিয়াও প্রায় দুই মাসের জন্য এখানে থাকিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি।

লেখাপড়ার কোন কাজ বা চাকরি লইলে যে আমার আইনবিষয়ে পড়াশোনার

[১] ইনি রাজকোটের রণছোড়লাল পাটোয়ারী।
[২] ইহা সৌরাষ্ট্র নামেও পরিচিত।
[৩] গুজরাটীতে **খুটপুট**-এর অর্থ হইল ফন্দিফিকির।

কোন বাধা হইবে তাহা আমি মনে করি না। বরং এরূপ কাজে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে, এবং তাহা পরোক্ষভাবে আমার ব্যবসায়ে সাহায্য না করিয়া পারিবে না। তা ছাড়া, ইহাতে চিন্তার হাত হইতে মুক্তি পাইব বলিয়া আমি আরও নির্বিঘ্নচিত্তে কাজ করিতে পারিব, কিন্তু সে কাজই বা কোথায়? একটি কাজ বা চাকরি পাওয়া তো সহজ নয়।

রাজকোটে থাকিতে আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহার বলেই, অবশ্য, আমি ধার চাহিয়াছিলাম। আপনার বাবা ইহা জানিতে না পারেন, সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত। এখন আর ইহার সম্বন্ধে আপনি কিছু ভাবিবেন না। আমি অন্য কোথাও চেষ্টা করিব। মাত্র এক বৎসরের ব্যবসায়ে আপনার বেশী কিছু সঞ্চয় হয় নাই তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

আমার দাদা সাকিনের নবাবের সেক্রেটারি হিসাবে সাকিনেই রহিয়াছেন। তিনি রাজকোটে গিয়াছেন, কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবেন।

কাশীদাসের নিকট শুনিয়া খুশী হইলাম যে সে ধান্ধুকায় বসবাস করিবে।

স্বজাতীয়দের বিরোধিতা আগের মতই প্রবল আছে। সমস্ত ব্যাপারটি একজন লোকের উপর নির্ভর করিতেছে এবং সে লোকটি আমাকে জাতির গণ্ডির ভিতর ঢুকিতে না দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। আমি আমার নিজের জন্য তত দুঃখিত নই। আমি দুঃখিত আমার স্বজাতিদের জন্য যাহারা ভেড়ার পালের মত একজনের কর্তৃত্ব মানিয়া চলে। তাহারা কতকগুলি অর্থহীন প্রস্তাব পাস করিতেছে। বেশী উৎসাহ দেখাইয়া তাহারা নিজেদের বিদ্বেষই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতেছে। তাহাদের যুক্তিতর্কে ধর্মের অবশ্য কোন স্থান নাই। এই রকম লোকদের তোষামোদ করিয়া এবং সুনামের মহিমাকীর্তন করিয়া, ইহাদের একজন বলিয়া গৃহীত হইবার পরিবর্তে কি ইহাদের সঙ্গে কোনরকম সংস্রব না রাখাই ভাল নয়?

ব্রজলাল ভাই গুজরাটের কোথাও পরিচালক (কারভারি[১]) নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমি খুব খুশী হইয়াছি।

আপনার লেখা খুব সুন্দর। আমি তাহা নকল করার চেষ্টা করিয়াছি, যদিও আমার নকল ভাল হয় নাই।

ভবদীয়

এম্. কে. গান্ধী

গান্ধীজীর স্বহস্তে লিখিত মূল হইতে।

[১] গুজরাটীতে কারভারির অর্থ হইল পরিচালক।

## ১৬. নিজ পরিচয়ের প্রশ্ন

প্রিটোরিয়া,
সেপ্টেম্বর ১৬, ১৮৯৩

সম্পাদক
**দি নাটাল এডভারটাইজার**

মহাশয়,

ট্রান্সভাল এডভারটাইজার-এ প্রকাশিত মিঃ পিলের যে চিঠি[১] আপনার কাগজে মন্তব্যসহ পুনরায় প্রকাশ করা হইয়াছে, তৎপ্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমিই সেই মন্দভাগ্য ব্যারিস্টার যে ডারবানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল এবং এখন যে প্রিটোরিয়ায় আসিয়াছে; কিন্তু, আমি মিঃ পিলে নই, আমি বি এ পাশও করি নাই।

বশংবদ
এম্. কে. গান্ধী

**দি নাটাল এড্ভারটাইজার**, ১৮-৯-১৮৯৩

প্রিটোবিষা,
সেপ্টেম্বর ১৯, ১৮৯৩

সম্পাদক
**দি নাটাল এডভারটাইজার**

মহাশয়,

অনুগ্রহ করিয়া আপনার কাগজে নিচের লেখাটি প্রকাশ করিলে বাধিত হইব .

মিঃ পিলে সম্প্রতি **ট্রান্সভাল এডভারটাইজারে** এক চিঠি লেখেন। তাহাতে তিনি ইতরামি করিয়াছেন এই অভিযোগে এখানে জনকয়েক ভদ্রলোক ও সেখানকার খবরের কাগজগুলি তাঁহাকে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়াছে। আপনি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে, "ধূর্ত ও জঘন্য এশিয়াবাসী ব্যবসায়ীগণ", "জীবন্ত ক্ষত যাহা সমাজের মর্মস্থল ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে", "এই সকল

[১] মিঃ পিলেকে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দিযা ফুটপাথ হইতে সরাইয়া দেওযা হয়। ইহা তাহারই অভিযোগ।

পরজীবী, যাহারা অর্ধ-অসভ্য অবস্থায় জীবনযাপন করে", এই ভাবে বর্ণনা করিয়া ইহাদের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছি, কড়া-কথার প্রতিযোগিতায় তাহা মিঃ পিলের চিঠিখানিকে হারাইয়া দিবে কিনা। যাই হোক, রচনারীতি সম্বন্ধে রুচি বিভিন্ন, এবং কাহারও লেখার ভঙ্গি সম্পর্কে বিচারক হইয়া বসিবার অধিকার আমার নাই।

কিন্তু, বেচারা এশিয়াবাসী ব্যবসায়ীদের উপরে এত রোষবৃষ্টি কেন? কলোনি কেমন করিয়া যথার্থ ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে তাহা বুঝিয়া ওঠা কঠিন। আপনার এই মাসের পনেরো তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, ইহার কারণগুলি মোটামুটি এই কথায় বলা যায়: "একজন এশিয়াবাসী দেউলিয়া হইয়াছে, এবং প্রতি পাউণ্ডে সে মাত্র পাঁচ পেনি করিয়া দিয়াছে। ইহা ভারতীয় বণিকের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ছোট ইউরোপীয় বণিককে সে উৎখাত করিয়াছে।"

ইহা যদি মানিয়াই লওয়া যায় যে এশিয়াবাসী বণিকদের বেশীর ভাগই দেউলিয়া হইয়া পড়ে এবং তাহারা মহাজনের দেনা যৎসামান্যই শোধ করিয়া থাকে (এ কথা মোটেই ঠিক নয়), তবে তাহাই কি কলোনি বা দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে তাহাদের তাড়াইয়া দিবার পক্ষে সঙ্গত কারণ হইবে? তাহারা যে এইরূপে মহাজনদের সর্বনাশ করিতে পারে তাহাতে কি এই কথাই প্রমাণ হয় না যে দেউলিয়া-আইনেই (ইন্‌সল্‌ভেন্‌সি ল) কোন দোষ আছে? আইন যদি এরূপ দুষ্কার্যের অবকাশ রাখিয়া দেয় তবে লোকে তাহার সুযোগ লইবেই। ইয়োরোপীয়েরা কি দেউলিয়া-আদালতের আশ্রয় লইয়া নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করে না? **তুমিও তো আমার মত**—এই যুক্তিতে আমি অবশ্য ভারতীয় ব্যবসাদারদের পক্ষসমর্থন করিতে চাই না। ভারতীয়েরা আদৌ এরূপ কাজ করিবে ইহা আমি বাস্তবিক দুঃখের কথা বলিয়া মনে করি। ইহা তাহাদের দেশের পক্ষে লজ্জা ও অপমানের বিষয়, কেন না এক সময়ে সে দেশে সম্মানের আদর্শ এত উন্নত ছিল যে, ব্যবসায়ে কোন অসাধু উপায়ে লিপ্ত হওয়া হীন কাজ বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু, আমার নিশ্চিত মনে হয়, ভারতীয় বণিকেরা দেউলিয়া-আইনের সুযোগ লইয়া থাকে এই যুক্তির বলে, তাহাদের যে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিতেই হইবে এ নিষ্পত্তি দাঁড়ায় না। কেবলমাত্র আইনের সাহায্যেই যে এরূপ ঘটনার পুনঃপুনঃ সংঘটন বন্ধ করা যায় তাহা নহে, আর একটু সতর্ক হইলে পাইকারী বণিকগণও ইহা বন্ধ করিতে পারে। কিন্তু, প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, এই সকল ব্যবসায়ীরা ইয়োরোপীয় বণিকদের নিকট হইতে ধার পাইয়া থাকে। তাহাতে কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে, শেষ পর্যন্ত, ভারতীয় ব্যবসায়ীদের যত খারাপ বলিয়া চিত্রিত করা হয়, আসলে তাহারা তত খারাপ নয়?

ছোট ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীরা যদি বিতাড়িত হইয়া থাকে তবে তাহার দোষ কি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের উপরই চাপাইতে হইবে? মনে হয়, ইহা তো বাণিজ্যরত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অধিকতর কর্মদক্ষতাই প্রমাণ করে, এবং এই অধিক দক্ষতাই কি তাহাদের বহিষ্কারের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে! আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি ন্যায়সঙ্গত? একজন সম্পাদক যদি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা অধিক যোগ্যতার সঙ্গে নিজ পত্রিকা সম্পাদন করে, এবং তাহার ফলে সেই প্রতিদ্বন্দ্বী ঐ ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হয়, আর আপনি যদি, তখন পূর্ববর্তী সম্পাদককে বলেন, সে যোগ্য বলিয়াই তাহাকে ভগ্নোৎসাহ প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে, তবে সে কি তাহাতে খুশী হইবে? যাহাতে অপর সকলেও উৎকর্ষলাভের জন্য সচেষ্ট হয় সেজন্য যোগ্যতার উৎকর্ষ কি যোগ্য ব্যক্তিকে উৎসাহ দিবার বিশেষ কারণ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত নয়? ন্যায্য প্রতিযোগিতাকে দাবাইয়া দেওয়া কি সঙ্গত কর্মনীতি? মর্যাদাহানিকর যদি না হয় তবে ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীর পক্ষে ভারতীয় ব্যবসায়ীর নিকট হইতে পাঠ লইয়া, শিক্ষা করা উচিত নয় কি যে, কেমন করিয়া কম খরচে ব্যবসা চালানো যায়, কেমন করিয়া অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা যায়? "অপরের প্রতি সেই রকম ব্যবহার কর যে রকম ব্যবহার তুমি নিজে পাইতে চাও।"

আপনি বলেন, এই নোংরা এশিয়াবাসীরা অর্ধ-অসভ্য জীবন যাপন করে। অর্ধ-অসভ্য জীবন কি সে বিষয়ে আপনার মতামত জানিতে পারিলে তাহা খুব চিত্তাকর্ষক হইত। এশিয়াবাসীরা কি রকম জীবন যাপন করে সে বিষয়ে আমার কিছু ধারণা আছে। ঘরে সুন্দর দামী কার্পেট ও শোভার জন্য পরদা না থাকিলে, খাওয়ার টেবিলে (সম্ভবত বার্নিশ না করা) মূল্যবান টেবিলক্লথ ও সাজাইবার জন্য ফুল না থাকিলে, তাহাতে নানারকমের মদ এবং প্রচুর পরিমাণে শূকরমাংস ও গোমাংস না থাকিলে তাহা কি অর্ধ-অসভ্য জীবন হইবে; গরম জলবায়ুর পক্ষে উপযোগী করিয়া বিশেষভাবে তৈরি আরামদায়ক সাদা পোশাক, যাহা নাকি, শুনিতে পাই, গ্রীষ্মের প্রখর তাপের সময়ে অনেক ইয়োরোপীয়েরও লুব্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা কি অর্ধ-অসভ্য জীবনের পরিচায়ক; বিয়ার না থাকা, তামাক না থাকা, বেড়াইবার জন্য সুদৃশ্য ছড়ি না থাকা, ঘড়ির জন্য সোনালী চেন না থাকা, বিলাসের উপকরণে সুসজ্জিত বসিবার ঘর না থাকা, কি অর্ধ-অসভ্য জীবন হইবে; সংক্ষেপে, সরল মিতব্যয়ী জীবন বলিতে যাহা বোঝা যায়, তাহা যদি অর্ধ-অসভ্য জীবন হয়, তবে ভারতীয় ব্যবসায়ীকে এই অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিয়া লইতেই হয়, এবং তাহা হইলে যত শীঘ্র এই উচ্চতম ঔপনিবেশিক সভ্যতা হইতে ঐ অর্ধ-অসভ্যতার বিলোপ হয় ততই ভাল।

সাধারণত যে সব কারণে একদল লোককে কোন সভ্যদেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, এই লোকগুলির ভিতর সে-সকল একেবারেই বর্তমান নাই। আমি যদি বলি যে, তাহারা গভর্মেণ্টের পক্ষে রাজনৈতিক বিপদের কারণ ঘটায় নাই, কেন না তাহারা রাজনীতির সংস্রবে যায় না বলিলেও চলে, তাহা হইলে আপনি বোধ হয় আমার সহিত একমত হইবেন। তাহারা কুখ্যাত দস্যুও নয়। আমার বিশ্বাস, এমন একটি ঘটনাও পাওয়া যাইবে না যেখানে কোন ভারতীয় ব্যবসায়ী চুরি, ডাকাতি বা অন্য কোন গর্হিত অপরাধের জন্য সাজা পাইয়াছে বা অভিযুক্ত হইয়াছে। (ভুল হইলে, আমাকে সংশোধন করা যাইতে পারে)। মাদকবর্জনের অভ্যাস তাহাদের বিশেষরূপে শান্তিপ্রিয় নাগরিক করিয়া তুলিয়াছে।

যে মুখ্য প্রবন্ধ লইয়া এই আলোচনা তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় ব্যবসায়ীরা কোনরূপ ব্যয় করে না। করে না কি? তাহা হইলে তাহারা বোধ হয় বায়ুসেবন করিয়া জীবন ধারণ করে কিংবা কেবল ভাববিলাস উপভোগ করিলেই তাহাদের চলে! আমরা জানি, **ভ্যানিটি ফেয়ার**-এর বেকি বিনা-পয়সায় বছর চালাইত। এখানে বোধ হয় সমগ্র একটি সম্প্রদায়কে বিনা পয়সায় চালাইতে দেখা গিয়াছে। তাহা হইলে ইহাও ধরিয়া লইতে হইবে যে, তাহাদের দোকানভাড়া দিতে হয় না, ট্যাক্স্ দিতে হয় না, কেরানীদের মাহিনা দিতে হয় না, মাংসবিক্রেতা, মুদী কাহাকেও কিছু দিতে হয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি। এরূপ ভাগ্যবান বণিকসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে সকলেই আগ্রহান্বিত হইবে, বিশেষ করিয়া আজিকার এই বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়-সঙ্কটের দিনে।

মোটের উপরে দেখা যাইতেছে, বেচারা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এই যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব, ইহার মূলে আসলে রহিয়াছে, তাহাদের সরল জীবন-যাপনপ্রণালী, সর্বপ্রকারে মাদক বর্জন, তাহাদের শান্ত স্বভাব, এবং সর্বোপরি, তাহাদের সুশৃঙ্খলা ও মিতব্যয়িতার অভ্যাস, যেগুলি তাহাদের পক্ষে সদ্‌গুণ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল। তাহারা আবার ব্রিটিশ প্রজা। তাহাদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার কি খ্রীস্টানজনোচিত, ইহা কি সমব্যবহার, ইহা কি ন্যায়বিচার, ইহাই কি সভ্যতা? আমি উত্তরের অপেক্ষায় রহিলাম।

ইহা আপনার কাগজে প্রকাশিত হইবে ভরসা করিয়া পূর্বাহ্ণেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ভবদীয়
এম্. কে. গান্ধী

**দি নাটাল এড্ভার্টাইজার**, ২৩-৯-১৮৯১

# ১৮. ন্তন গভর্নরকে স্বাগত-সংবর্ধনা

টাউন হল,
ডার্‌বান,
সেপ্টেম্বর ২৮, ১৮৯৩

মান্যবর
স্যার ওয়ালটার হেলি-হাচিন্‌স্‌ন্‌ কে. সি. এম্‌. জি., ইত্যাদি
সমীপে

সবিনয় নিবেদন,

মহামান্যা রাজ্ঞী ও ভারত-সাম্রাজ্ঞীর প্রতিনিধিরূপে আপনার এখানে আগমন উপলক্ষে আমরা, নাটাল-কলোনির মুসলমান ও অন্যান্য ভারতীয় সম্প্রদায়ের নিম্নস্বাক্ষরকারী লোকেরা, আপনাকে স্বাগত-অভিনন্দন জানাইতেছি।

আমরা আশা করি, এই কলোনি ও ইহার পরিবেশ আপনার পক্ষে আনন্দদায়ক হইবে, এবং আপনার নাটালে ন্তন ধরনের গভর্মেণ্ট প্রবর্তনের কাজ যেমন বাধাবিমুক্ত হইবে তেমনই তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়ও হইয়া উঠিবে।

এখানে ভারতীয়দেব প্রভাব প্রসারলাভ করিতেছে। সেই জন্য নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ ব্যাপারগুলির প্রতি সর্বদাই আপনার মনোনিবেশ করিতে হইবে। আমরা আপনার অনুমতিক্রমে, প্রার্থনা করি যে আপনি আমাদের সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সুবিবেচনা করিবেন। আমাদের ভরসা আছে, মহামান্যা রাজ্ঞীর প্রতিনিধি হিসাবে, আপনি আমাদের প্রতি সুবিবেচনার মনোভাবই দেখাইবেন।

আপনার ও মাননীয় লেডি হেলি-হাচিন্‌সনের এদেশে অবস্থানকালে আমরা আপনাদের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। আপনাদের একান্ত অনুগত,

দাদা আবদুল্লা — দাউদ মহম্মদ
এম্‌. সি. কামরুদ্দীন — আমদ জীওয়া
আমদ তিল্লি — পারসী রুস্তমজী
এ. সি. পিলে

**দি নাটাল মার্কারি,** ৩০-৯-১৮৯৩

## ১৯. ভারতীয়দের ভোট

প্রিটোরিয়া
সেপ্টেম্বর ২৯, ১৮৯৩

সম্পাদক
**দি নাটাল অ্যাড্‌ভার্‌টাইজার্‌**

মহাশয়,

আপনার কাগজে এই লেখাটি প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি :

আপনাদের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যায় প্রস্তাবিত এশিয়াবাসী-বিরোধী লীগের যে কর্মসূচী আপনারা বিবৃত করিয়াছেন তাহার বিশদ উত্তর দেওয়া কঠিন কাজ, এবং খবরের কাগজের একখানি চিঠির স্বল্প পরিসরের মধ্যে সে কাজ করা যায় না। যাহা হউক, আপনার অনুমতি লইয়া, আমি কেবল দুইটি বিষয়ের উত্তর দিব। একটি হইল, "কুলিদের ভোট ইয়োরোপীয়দের ভোটকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে," এই ভয়ের সম্পর্কে; আর একটি হইল ভারতীয়দের ভোট দিবার কল্পিত অযোগ্যতার বিষয়ে।

প্রারম্ভে, আমি আপনার শুভবুদ্ধি ও ন্যায়ানুরাগের প্রতি আবেদন জানাইতেছি। এই ন্যায়নিষ্ঠাকে ব্রিটিশ জাতির এক বিশিষ্ট গুণ বলিয়া মনে করা হয়। আপনি এবং আপনাদের পাঠকবর্গ যদি প্রশ্নটির একটিমাত্র দিক দেখিতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন তবে তথ্য ও যুক্তিতর্ক পুঞ্জীভূত করিয়াও আমার মন্তব্যের ন্যায্যতা সম্বন্ধে আপনাদের প্রতীতি জন্মানো যাইবে না। সমগ্র ব্যাপারটির সঠিক ধারণা করিতে হইলে, স্থির-বিচার এবং উত্তেজনাবিহীন নিরপেক্ষ তদন্তের একান্ত প্রয়োজন।

ভারতীয়দের ভোট ইয়োরোপীয়দের ভোটকে প্লাবিত করিয়া দিবে বলিয়া যে আশঙ্কা করা হইতেছে তাহা কি কষ্ট-কল্পিত নয়? অত্যন্ত ভাসা-ভাসা ভাবে দেখিলেও দেখা যাইবে যে, এরূপ ঘটনা ঘটিতেই পারে না। ইয়োরোপীয়দের ভোটে হারাইতে হইলে সংখ্যায় যে পরিমাণ ভারতীয় ভোটের দরকার সেরূপ পর্যাপ্ত পরিমাণ ভোট দিবার মত সম্পত্তিগত যোগ্যতা ভারতীয়ের নাই।

ভারতীয়েরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, ব্যবসায়ী ও শ্রমিক। শ্রমিকেরা সংখ্যায় অনেক বেশী এবং সাধারণত তাহাদের ভোট নাই। দারিদ্র্য-পীড়িত হইয়া অর্ধাশন মজুরিতে তাহারা নাটালে আসে। ভোট দিবার যোগ্যতা অর্জন করার মতো যথেষ্ট পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হওয়ার কথা কি তাহারা স্বপ্নেও কখনও

কল্পনা করিতে পারে? আর ইহারাই অল্পাধিক মাত্রায় স্থায়ীভাবে এখানে বাস করে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে কাহারও কাহারও সম্পত্তিগত যোগ্যতা আছে মাত্র; কিন্তু তাহারা আবার স্থায়ীভাবে নাটালে বাস করে না, এবং আইনত যাহারা ভোট দিতে পারে তাহাদেরও অনেকের ভোট দেওয়ার ব্যাপারে কোন গরজ নাই। ভারতীয়দের প্রকৃতিই এরূপ যে, তাহাদের স্বদেশেও, তাহারা রাজনৈতিক অধিকার কাজে লাগায় না। তাহারা আধ্যাত্মিক মঙ্গলের ব্যাপার লইয়া এত ব্যাপৃত থাকে যে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিবার কথা চিন্তা করিতেও পারে না। তাহাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা খুব প্রবল নয়। তাহারা রাজনীতি-ধুরন্ধর হইবার জন্য আসে না, আসে সৎপথে জীবিকার্জন করিবে বলিয়া। দুঃখের বিষয়, কেহ কেহ পুরাপুরি সৎপথে থাকিয়া উপার্জন করে না। কাজেই, মনে হয়, এখানে ভারতীয় ভোট অনুপাতে বিপুল হইয়া উঠিবে বলিয়া যে আশঙ্কা করা হইতেছে তাহা ভিত্তিহীন।

যে অল্পসংখ্যক ভোট ভারতীয়দের আয়ত্তে আছে তাহা দ্বারা কোন রকমে নাটালের রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করা যায় না। ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব দাবি করিয়া ভারতীয় রাজনৈতিক দল আন্দোলন চালাইতে থাকিবে বলিয়া যে সকল কথা উঠিয়াছে, তাহা অলীক কল্পনা বলিয়া মনে হয়। কেননা, সর্বদাই, দুইজন শ্বেতকায় লোকের মধ্য হইতেই একজনকে প্রতিনিধিস্বরূপে বাছিয়া লইতে হইবে। সে ক্ষেত্রে, ভারতীয়দের কিছু ভোট থাকায় কি বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে? এই অল্পসংখ্যক ভোট লইয়া, খুব বেশী কিছু করা গেলে, তাহারা বড় জোর একজন সজ্জন শ্বেতকায় ভদ্রলোককে প্রতিনিধিস্বরূপে পাইতে পারে, যিনি, নিজের নির্বাচনী-প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে, আইনসভায় তাহাদের কিছু উপকার করিতে পারেন। এইবার কল্পনা করুন, এইরূপ একজন বা দুইজন সদস্য লইয়া একটি ভারতীয় রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠিবে! বরং, তাঁহাদের, অথবা সেই প্রতিনিধিটির, অবস্থা হইবে, ঠিক জন্[১]-এর মত। জন্ যেন নূতন ধর্মে দীক্ষা দিবার সেই বৈদ্যুতিক, ঐশ্বরিক বলাই হয় তো সংগত, শক্তি হারাইয়া অরণ্যে রোদন করিয়া বেড়াইতেছেন। নানারকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে এরূপ ছোট ছোট দল, শক্তিসম্পন্ন হইলেও পার্লামেণ্টে বিশেষ কিছুই করিতে পারে না। তাহারা কেবল দুই একটি প্রশ্ন করিয়া গভর্মেণ্টের কর্তাদের বিব্রত করিতে পাবে এবং পরের দিনের কাগজে নিজেদের নাম বাহির হইতে দেখিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে।

তারপর, আপনারা মনে করেন যে, ভোট দিবার যোগ্যতা থাকিতে হইলে যে পরিমাণে সভ্য হওয়া দরকার ভারতীয়দের সে পরিমাণ সভ্যতা নাই; তাহারা

[১] এখানে জন দি ব্যাপটিস্‌টের কথা বলা হইয়াছে।

আদিবাসীদের অপেক্ষা বিশেষ উন্নত নয়; এবং সভ্যতার পরিমাপে তাহারা নিশ্চয়ই ইয়োরোপীয়দের সমান নয়। হয়তো বা নয়। এখন, ইহার সবই নির্ভর করিবে "সভ্যতা" বলিতে কি বোঝায় তাহার উপরে। এ বিষয় পরীক্ষা করিতে গেলে যে সকল প্রশ্ন আসিয়া পড়ে সেগুলির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবে আমার অবশ্য এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, ভারতে তাহারা এই সকল বিশেষ অধিকার ভোগ করিয়া থাকে। মহামান্যা রাজ্ঞীর ১৮৫৮-র ঘোষণাপত্রে—যাহাকে সঠিকভাবে এবং সংগত ভাবেই ভারতবাসীদের সর্বপ্রধান সনদ বলিয়া অভিহিত করা হয়—বলা হইয়াছে :

> আমাদের অন্য সকল প্রজাদের প্রতি আমাদের যে সকল কর্তব্য আছে আমাদের ভারতরাজ্যের অধিবাসীদের প্রতিও আমরা সেই সকল কর্তব্যপাশে আবদ্ধ, এবং সর্ব-শক্তিমান পরমেশ্বরের দয়ায়, সেই সকল কর্তব্য আমরা বিশ্বস্তভাবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিব। আমাদের আরও দৃঢ় সংকল্প এই যে আমাদের যে-সকল প্রজা শিক্ষায়, দক্ষতায় এবং সততায় যে যে কর্ম নিষ্পন্ন করার যোগ্যতা অর্জন করিবে, জাতি-ধর্মনির্বিশেষে অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে তাহাদের সেই সকল সরকারী চাকরিতে নিয়োগ করা হইবে।

ভারতবাসীদের সম্পর্কে অনুরূপ উদ্ধৃতি আমি আরও উল্লেখ করিতে পারি। আপনার ভদ্রতার উপরে ইতিমধ্যেই আমি অতিমাত্রায় অন্যায় দাবি করিয়া ফেলিয়াছি। তবুও, আমি বলিতে চাই, কলিকাতা হাইকোর্টের একজন অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হইলেন ভারতীয়; এলাহাবাদ হাইকোর্টের একজন বিচারপতি ভারতীয়। এখানকার ভারতীয় বণিকসমাজ সাধারণত তাঁহারই স্বধর্মাবলম্বী। তা ছাড়া, ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট অনেক বিষয়ে মহান আকবরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলে। আকবর ভারতীয় ছিলেন এবং ষোড়শ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। বর্তমান ভূমিব্যবস্থানীতি কুশলী ভারতীয় রাজস্ববিদ্ তোড়লমলের নীতির ঈষৎ পরিবর্তিত অনুকরণ মাত্র। এগুলি যদি সভ্যতার পরিণাম না হইয়া অর্ধ-অসভ্যতার পরিণাম হয় তবে আমাকে এখনও শিখিতে হইবে সভ্যতার প্রকৃত অর্থ কি?

উপরের এই সকল বিষয় জানিয়াও যদি আপনি কলহ-বিবাদে প্ররোচনা দিতে পারেন এবং ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ইয়োরোপীয়দের লাগাইয়া দিতে পারেন তবে বলিতে হইবে আপনি মহান্।

ভবদীয়

এম্. কে. গান্ধী

**দি নাটাল এড্ভার্‌টাইজার,** ৩-১০-১৮৯৩

## ২০. নিরামিষভোজনের পক্ষে প্রচেষ্টা

মিঃ এম্. কে. গান্ধী, প্রিটোরিয়া হইতে এক ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখিতেছেন :

"কোন নিরামিষবাদীর পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায় সব্জি-চাষের খুব সুন্দর সুযোগ রহিয়াছে। এখানকার মাটি খুব উর্বর, অথচ চাষের দিকে লোকের মন নাই।

"বলিতে আনন্দ বোধ করিতেছি যে, আমার বাড়িওয়ালী এক ইংরেজ-মহিলাকে আমি নিরামিষাশী হইতে এবং নিরামিষ খাদ্য দিয়া ছেলেপিলে মানুষ করিতে রাজী করাইয়াছি, কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, তিনি এই চেষ্টা ছাড়িয়া দিবেন। ভাল সব্জি এখানে পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া যায় তাহার দাম খুব বেশী। ফলেরও খুব দাম; দুধও তথৈবচ। সেইজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিমাণে রকমারি খাবার দেওয়া কঠিন হইয়াছে। ব্যয়বহুল মনে হইলে তিনি নিশ্চয়ই নিরামিষ আহারের চেষ্টা ছাড়িয়া দিবেন।

"প্রাণবন্ত খাদ্য[১] সম্পর্কে মিঃ হিল্স্-এর প্রবন্ধ আমার মনে খুব আগ্রহ জাগাইয়াছে। আমি খুব শীঘ্রই ইহা আর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিব। আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে বোম্বাই-এ আমি ইহা একবার পরীক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে সম্বন্ধে মতামত দিবার মত দীর্ঘকাল পরীক্ষা চালাই নাই।

"বন্ধুদের নিকট আমাদের কথা বলিবেন।"

দি **ভেজিটেরিয়ান**, ৩০-৯-১৮৯৩

## ২১. প্রাণবন্ত খাদ্যের পরীক্ষা

ইহাকে যদি পরীক্ষাই বলা যায় তবে এই পরীক্ষার বিবরণ দিবার আগে উল্লেখ করা দরকার যে, বোম্বাই-এ এক সপ্তাহের জন্য আমি প্রাণবন্ত খাদ্যের এই পরীক্ষা করি; সেই সময়ে অনেকগুলি বন্ধুকে লইয়া ভোজন-আপ্যায়নাদি করিতে হয় বলিয়া, ও অন্য কতকগুলি সামাজিক কর্তব্যপালনের জন্য, আমি

[১] ভেজিটেরিয়ান সোসাইটির চেয়ারম্যান মিঃ এ. এফ্. হিল্স্, ১৮৮৯-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে ঐ সোসাইটির ত্রৈমাসিক সভায়, প্রথমে প্রাণবন্ত খাদ্যের তত্ত্ব প্রচার করেন। তিনি ফল, শস্য, বাদাম এবং ডাল প্রভৃতি খাদ্যে কাঁচা অবস্থায় যে প্রাণ, শক্তি, সূর্যকিরণ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার বিস্ময়কর তত্ত্ব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। হিল্স্ : **দি ফাস্ট ডায়েট অব্ প্যারাডাইস্**। গান্ধীজীর 'প্রাণবন্ত খাদ্যের পরীক্ষা'-র জন্য পরবর্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তাহা ছাড়িয়া দিই; কিন্তু, সেই খাদ্য তখন আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশ অনুকূল হইয়াছিল; এবং যদি আমি ইহা চালাইতে পারিতাম তবে খুব সম্ভব ইহা আমার সহিয়া যাইত।

পরীক্ষা চালাইবার সময়ে আমি যে সকল মন্তব্য লিপিবন্ধ করিয়াছিলাম তাহা এখানে তুলিয়া দিতেছি।

২২শে আগস্ট, ১৮৯৩। প্রাণবন্ত খাদ্যের পরীক্ষা আরম্ভ করিলাম। গত দুই দিন আমার ঠাণ্ডা লাগিয়াছে, কানেও একটু ঠাণ্ডা বোধ হইতেছে। প্রাতর্ভোজনের সময় বড় চামচের দুই চামচ গম, এক চামচ মটরশুটি, এক চামচ চাল, দুই চামচ মনক্কা, গোটা কুড়িক ছোট বাদাম, দুটি কমলালেবু, ও এক পেয়ালা কোকো খাইয়াছি। ডাল ও চাল সারা রাত্রি ধরিয়া ভিজান ছিল। পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আমি খাওয়া শেষ করি। সকালে খুব প্রফুল্ল ছিলাম, সন্ধ্যায় সামান্য মাথাধরা ও অবসাদ বোধ করিতে লাগিলাম। দুপুরে অভ্যস্ত খাবারই খাইলাম—রুটি, সবজি, ইত্যাদি।

২৩শে আগস্ট— ক্ষুধা বোধ করায় গত সন্ধ্যায় কিছু মটরশুটি খাইয়াছিলাম। তাহার জন্য ভাল ঘুমাইতে পারি নাই। সকালে যখন উঠিলাম তখন মুখ বিস্বাদ বোধ হইতে লাগিল। গত কালের মতই প্রাতর্ভোজন ও দুপুরের খাবার খাইলাম। দিনটি মেঘাচ্ছন্ন ছিল, একটু বৃষ্টিও হইল, কিন্তু তাহাতেও আমার মাথা ধরে নাই বা ঠাণ্ডাও বোধ হয় নাই। বেকার[১]-এর সঙ্গে চা খাইলাম। চা মোটেই সহ্য হইল না। পাকস্থলীতে বেদনা অনুভব করিলাম।

২৪শে আগস্ট। সকালে জাগিয়া অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। পেট ভার বোধ হইতে লাগিল। একই রকম প্রাতর্ভোজন করিলাম, কেবল মটরশুটি এক চামচের জায়গয়া আধ চামচ করা হইল। দুপুরের খাবার আগের দিনের মতই হইল। ভাল বোধ করিতেছি না। সারাদিন একটা বদ-হজমের ভাব বোধ করিয়াছি।

২৫শে আগস্ট। জাগিবার সময়ে পেট ভার বোধ হইল। সারা দিনমানেও ভাল বোধ করিলাম না। দুপুরের খাবারের সময় ক্ষুধা বোধ হইল না। তবুও খাইলাম। কাল দুপুরে অল্পসিদ্ধ মটর খাইয়াছিলাম। পেট ভার হওয়ার তাহা কারণ হইতে পারে। অপরাহ্নে মাথা ধরিয়াছিল। দুপুরে খাওয়ার পর কিছু কুইনিন খাই। প্রাতর্ভোজন গত কল্যের মতই হইল।

২৬শে আগস্ট। পেট-ভার লইয়া উঠিলাম। বড় চামচের আধ চামচ মটর, আধ চামচ চাল, আধ চামচ গম, আড়াই চামচ মনক্কা, দশটি আখরোট এবং একটি

[১] একজন বন্ধুর উল্লেখ করা হইয়াছে। বন্ধুটি হইলেন এ. ডব্লিউ. বেকার, এটর্নি ও ধর্মপ্রচারক। ইনি গান্ধীজীর সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের আলোচনা করিতেন এবং তাঁহাকে প্রিটোরিয়ায় খ্রীস্টান বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দেন।

কমলালেবু দিয়া প্রাতর্ভোজন করিলাম। সারাদিন মুখের বিস্বাদভাব গেল না। ভালও বোধ করিলাম না। দুপুরে নিয়মিত খাবার খাইলাম। সন্ধ্যা সাতটায় একটি কমলালেবু ও এক পেয়ালা কোকো। রাত্রি আটটা, ক্ষুধা বোধ করিতেছি, অথচ আহারে স্পৃহা নাই। প্রাণবন্ত খাদ্য যেন ভাল সহ্য হইতেছে না।

২৭শে আগস্ট। সকালে খুব ক্ষুধা লইয়া উঠিলাম, কিন্তু ভাল বোধ হইতে লাগিল না। প্রাতর্ভোজনের সময় বড় চামচের দেড় চামচ গম, দুই চামচ কিশমিশ, দশটি আখরোট এবং একটি কমলালেবু (লক্ষ্য করুন, মটর বা চাল নিলাম না) খাইলাম। অপরাহ্নের দিকে ভাল বোধ করিলাম। গত কাল বোধ হয় মটর ও চালের জন্যই ভার ভার লাগিয়াছিল। বেলা একটায় ছোট চামচের এক চামচ শুষ্ক গম, বড় চামচের এক চামচ কিশমিশ, এবং চৌদ্দটি বাদাম খাইলাম (কাজেই, দুপুরেও নিয়মিত খাবারের পরিবর্তে প্রাণবন্ত খাদ্যই গ্রহণ করা হইল)। মিস্ হ্যারিসের ওখানে চা খাইলাম (রুটি, মাখন, জ্যাম আর কোকো)। চা-খাওয়া খুব উপভোগ করিলাম, মনে হইল দীর্ঘ উপবাসের পর রুটি-মাখন খাইতেছি। চা খাওয়ার পর খুব ক্ষুধার্ত ও দুর্বল বোধ হইতে লাগিল। তাই বাড়ি ফিরিয়া এক পেয়ালা কোকো ও একটি কমলালেবু খাইলাম।

২৮শে আগস্ট। সকালে মুখের স্বাদ ভাল লাগিল না। বড় চামচের দেড় চামচ গম, দুই চামচ কিশমিশ, কুড়িটি বাদাম, একটি কমলালেবু ও এক পেয়ালা কোকো খাইলাম; দুর্বল ও ক্ষুধার্ত বোধ করিতে লাগিলাম, তা ছাড়া খুব ভালই মনে হইতে লাগিল। মুখের স্বাদও ঠিক হইয়া গেল।

২৯শে আগস্ট। সকালে জাগিয়া ভালই বোধ হইতে লাগিল। সকালে বড় চামচের দেড় চামচ গম, দুই চামচ মনক্কা, একটি কমলালেবু ও কুড়িটি বাদাম খাইলাম। দুপুরে খাওয়া হইল, বড় চামচের তিন চামচ গম, দুই চামচ শুষ্ক আঙুর, কুড়িটি বাদাম ও দুইটি কমলালেবু। সন্ধ্যায় তায়াবেব ওখানে ভাত, সেমই (ভার্মিসেলি) ও আলু খাইলাম। সন্ধ্যার দিকে দুর্বল বোধ করিয়াছিলাম।

৩০শে আগস্ট। বড় চামচের দুই চামচ গম, দুই চামচ কিশমিশ, কুড়িটি আখরোট এবং একটি কমলালেবু দিয়া প্রাতর্ভোজন করিলাম। দুপুরেও তাহাই খাইলাম, বেশীর ভাগ আর একটি কমলালেবু। খুব দুর্বল বোধ করিলাম। নিয়মিত ভ্রমণে ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল।

৩১শে আগস্ট। সকালে যখন জাগিলাম মুখ মিষ্ট মনে হইল। খুব দুর্বল বোধ করিলাম। প্রাতর্ভোজন ও দুপুরের খাওয়ার সময় একই পরিমাণ খাবার খাইলাম। সন্ধ্যায় এক পেয়ালা কোকো ও একটি কমলালেবু। সারা দিনমান খুব বেশী দুর্বল বোধ হইতে লাগিল। খুব কষ্টের সঙ্গে বেড়াইলাম। দাঁতও কম-জোর হইয়া পড়িতেছে। মুখে মিষ্টতা খুব বেশী।

১লা সেপ্টেম্বর। সকালে খুব ক্লান্তির ভাব লইয়া শয্যাত্যাগ করিলাম। সকাল

ও দুপুরের খাবার আগের দিনের মতই হইল। দুর্বল বোধ করিতেছি; দাঁতে ব্যথা। পরীক্ষা ছাড়িয়া দিতে হইবে। বেকার-এর জন্মদিন, সেখানে চা খাওয়া হইল। চা খাওয়ার পর ভাল বোধ করিতে লাগিলাম।

২রা সেপ্টেম্বর। সকালে স্ফূর্তি লইয়া জাগিলাম (গত রাত্রির চা-এর ফল)। পুরাতন খাদ্য খাইলাম (পরিজ, রুটি, মাখন, জ্যাম আর কোকো)। বড়ই ভাল বোধ করিতে লাগিলাম।

প্রাণবন্ত খাদ্য লইয়া পরীক্ষা এইভাবে শেষ হইল।

আরও অনুকূল পরিবেশে ইহা বিফল না হইতেও পারিত। বোর্ডিংএর সব ব্যবস্থা বোর্ডিংএর বাসিন্দাদের আয়ত্ত নয়, সেখানে ঘন ঘন খাদ্যতালিকার পরিবর্তন করা যায় না। কাজেই খাদ্য লইয়া সফলতার সঙ্গে পরীক্ষা করার পক্ষে তাহা উপযুক্ত জায়গা নয়। তা ছাড়া ইহা নিশ্চয়ই নজরে পড়িয়াছে যে, একমাত্র কমলালেবু বাদে আর কোনও টাটকা ফল আমি পাই নাই। তখন ট্রান্‌স্‌ভালে আর কোন ফল পাওয়া যাইত না।

ইহা খুবই দুঃখের বিষয় যে, ট্রান্‌স্‌ভালের মাটি খুব উর্বর হইলেও, সেখানে ফল-চাষের দিকে লোকের একেবারেই মন নাই। তা ছাড়া, আমি দুধও পাইতাম না, কেননা দুধ অতিশয় মহার্ঘ বস্তু। দক্ষিণ আফ্রিকায় লোকেরা সাধারণত জমানো দুধ ব্যবহার করে। কাজেই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাণবন্ত খাদ্যের সারবত্তার প্রমাণ স্বরূপে এরূপ পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল। প্রতিকূল পরিবেশে মাত্র এগারো দিনের পরীক্ষায় প্রাণবন্ত খাদ্যের সম্পর্কে কোন মতামত দেওয়া নিছক ধৃষ্টতা। বিশ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া রান্না-খাবারে অভ্যস্ত পাকস্থলী একবারেই কাঁচা খাবার পরিপাক করিবে এই আশা অত্যধিক, কিন্তু আমি মনে করি এরূপ পরীক্ষার মূল্য আছে। যাহাদের সামর্থ্য, উপায়, যোগ্য পরিবেশ বা ধৈর্য নাই, কিংবা পরীক্ষাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার মত উপযুক্ত জ্ঞান নাই, অথচ যাহারা, ইহার মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া এরূপ পরীক্ষায় হাত দিবে, তাহাদের পক্ষে, আমার এই পরীক্ষা পথ-নির্দেশের কাজ করিবে। আমি স্বীকার করিতেছি, আমার ঐ গুণগুলি ছিল না। ধীরে ধীরে ফলাফল লক্ষ্য করিয়া যাইবার ধৈর্য আমার না থাকায়, আমি জোর করিয়া আমার খাদ্যের পরিবর্তন করিয়াছিলাম। গোড়া হইতেই প্রাতর্ভোজনে প্রাণবন্ত খাদ্য চালাইয়া দিয়াছিলাম এবং চার পাঁচ দিন যাইতে না যাইতেই দুপুরেও কেবল প্রাণবন্ত খাদ্য খাইতে আরম্ভ করিলাম। প্রাণবন্ত খাদ্যের তত্ত্বের সঙ্গে আমার পরিচয় অত্যন্ত ভাসা-ভাসা রকমের ছিল। মিঃ হিল্‌স্‌-এর লেখা একখানি ছোট পুস্তিকা এবং **ভেজিটেরিয়ানে** তাঁহারই লেখা সাম্প্রতিক দুটি প্রবন্ধ—প্রাণবন্ত খাদ্যের বিষয়ে ইহাই মাত্র আমার জানা ছিল। কাজেই আমার ধারণা, আবশ্যক গুণাবলীর অধিকারী না হইয়া কেহ এরূপ পরীক্ষায় হাত দিলে,

সে নিজে তো বিফল হইবেই, আর তা ছাড়া নিজের ক্ষতিও করিবে এবং পরীক্ষার দ্বারা যে আদর্শকে সে আগাইয়া দিতে চায় তাহারও অনিষ্ট করিবে।

সে যাহাই হউক, একজন সাধারণ নিরামিষাশীর স্বাস্থ্য যদি ভাল হয় এবং নিজের খাদ্যে যদি সে তুষ্ট থাকে, তবে তাহার পক্ষে এরূপ পরীক্ষায় মনোনিবেশ করা কি লাভজনক? যে সকল দক্ষ লোক এইরূপ গবেষণায় জীবন নিয়োগ করিয়াছে তাহাদের উপরেই কি ইহা ছাড়িয়া দেওয়া ভাল হইবে না? এই মন্তব্যগুলি বিশেষ করিয়া সেই সকল নিরামিষাশীর প্রতি প্রযোজ্য যাহাদের ধর্মবিশ্বাস মানবিকতার মহৎ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত—যাহারা নিরামিষাশী হইয়াছে এই কারণে যে, খাদ্যের জন্য পশুহনন তাহারা অন্যায়, এমন কি পাপ বলিয়া মনে করে। নিরামিষভোজন যে সম্ভব, ইহা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, সাধারণভাবে তাহা বুঝিতে লোকের সময় লাগে না। তবে, ইহার বেশী আমরা কি চাই? প্রাণবন্ত খাদ্যের বিপুল সম্ভাবনা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা নিশ্চয়ই আমাদের মরণশীল দেহকে অমর করিয়া দিবে না? মনুষ্য সমাজে বহু পরিমাণ লোক. কোনও কালে বিনা-রন্ধনে চলিতে পারিবে ইহা কার্যত সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। প্রাণবন্ত খাদ্য, কেবল খাদ্য হিসাবেই, আত্মার অভাব মিটাইতে পারে না, কোন দিন পারিবেও না। এবং যদি আমাদের জীবনের মহত্তম লক্ষ্য, প্রকৃতপক্ষে একমাত্র লক্ষ্য হয় আত্মাকে জানা, তবে নম্রভাবে আমি নিবেদন করিতে চাই যে, যাহা কিছু আমাদের আত্মাকে জানার সুযোগ হরণ করে, তাহা সেই পরিমাণে জীবনের একমাত্র অভীষ্ট লক্ষ্যকে আমাদের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। সুতরাং প্রাণবন্ত খাদ্য ও অনুরূপ অন্যান্য পরীক্ষা লইয়া খেলায় মাতিয়া থাকিলে সেইরূপই ঘটিবে। তাহাও সেই পরিমাণে জীবনের একমাত্র অভীষ্ট লক্ষ্যকে আমাদের নিকট হইতে দূরে ঠেলিয়া দিবে।

আমরা যাঁহার অংশমাত্র. তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিয়া বাঁচিবার জন্যই যদি আমাদের আহারের দরকার হয়, তবে, ইহা কি একান্ত আবশ্যক নয় যে, আমরা এমন কিছু খাইব না যাহা অনাবশ্যক রক্তপাত ঘটায়, যাহা প্রকৃতিরও বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে? যাহা হউক, আমি ঐ পথের জ্ঞানলাভ করিবার মাত্র প্রারম্ভিক অবস্থায় আছি, অতএব এ বিষয়ে আমার আর বেশী কিছু বলা ঠিক নয়। পরীক্ষা চালাইবার সময় আমার মনে যে সকল ভাব আনাগোনা করিয়াছিল, আমি কেবল সেইগুলির আভাস দিতেছি, যাহাতে আমার কোন ভ্রাতা বা ভগিনী ইহার মধ্যে তাঁহাদের নিজেদের চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি খুঁজিয়া পাইলেও পাইতে পারেন।

যে সকল কারণে আমি প্রাণবন্ত খাদ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পথে যাই তাহা হইল ইহার ঐকান্তিক সরলতা। আমি যে রান্না বাদ দিয়াও চলিতে পারি, যেখানেই যাই নিজের খাবার নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারি,

বাড়িওয়ালী অথবা যাহারা আমাকে খাবার দিবে তাহাদের অপরিচ্ছন্নতার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি, দক্ষিণ আফ্রিকার মত অন্যান্য দেশেও ভ্রমণের সময় প্রাণবন্ত খাদ্য যে আদর্শ খাদ্য হইয়া উঠিতে পারে, আমার পক্ষে এইগুলিই হইল দুর্নিবার আকর্ষণের বিষয়। কিন্তু এত সময় ব্যয় করিয়া ও এত কষ্ট-স্বীকার করিয়া শেষ পর্যন্ত যাহা নাকি কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধি তাহাই হইয়া উঠিবে লক্ষ্য! সর্বোচ্চ লক্ষ্যের তুলনায় তাহা কতই না নীচে! আর এই সকল কাজ করিবার পক্ষে জীবন কতই না ক্ষণস্থায়ী!

**দি ভেজিটেরিয়ান**, ২৪-৩-১৮৯৪

## ২২. ইংলণ্ডপ্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি

মিঃ এম্. কে. গান্ধী ইংলণ্ডপ্রবাসী ভারতীয়দের নিকট এই চিঠিখানি পাঠাইয়াছেন। আমরা চিঠিখানি এখানে তুলিয়া দিলাম। ইহাতে প্রমাণ হইবে, আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকিয়াও মিঃ গান্ধী কিরূপে আমাদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করিতেছেন। তবুও আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা বলিবে যে "সাধু জন বুল"-এর পুত্রদের মত নিরামিষভোজী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যপালনে নিষ্ঠা ও জেদ নাই!—সম্পাদক, **ভেজি.**

[ প্রিটোরিয়া ]

সম্পাদক

**দি ভেজিটেরিয়ান**

প্রিয় ভ্রাতা,

আপনি যদি নিরামিষাশী হন, তবে, আমার মনে হয়, আপনার লণ্ডন ভেজিটারিয়ান সোসাইটিতে যোগ দেওয়া উচিত, এবং এখনও **ভেজিটেরিয়ান** পত্রিকার গ্রাহক না হইয়া থাকিলে আপনার অবিলম্বে উহার গ্রাহক হওয়া উচিত।

ইহা আপনার কর্তব্য, কারণ—

(১) তাহা হইলে যে সংকল্প আপনি স্বীকার করেন তাহাতে উৎসাহ দেওয়া হইবে এবং তাহার সাহায্য করা হইবে।

(২) যে-দেশে নিরামিষাশীর সংখ্যা এত কম সে দেশে একজন ও অপর একজন নিরামিষাশীর মধ্যে একটা প্রীতির বন্ধন থাকা উচিত। ইহাতে তাহারই প্রকাশ হইবে।

(৩) নিরামিষভোজনের আন্দোলন রাজনৈতিক দিক হইতেও ভারতকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করিবে, কারণ ইংরেজ নিরামিষাশীগণ বেশী তৎপর হইয়া ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি দেখাইবে (ইহাই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা)।

(৪) বিষয়টিকে যদি কেবল ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার দৃষ্টি দিয়া দেখেন, তবে ইহার দ্বারা আপনি নিরামিষাশী বন্ধুবর্গের একটি বড় দল পাইবেন। তাহাদের সঙ্গ আপনার পক্ষে অন্য অনেকের চাইতে প্রীতিপ্রদ হওয়ার কথা।

(৫) যে দেশে পদে পদে নানা প্রলোভন আসিয়া আপনার সম্মুখে দাঁড়াইবে, এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহা দুর্নিবার বলিয়া প্রমাণিতও হইয়াছে, সে দেশে নিরামিষ ভোজনবিষয়ক সাহিত্যের জ্ঞান আপনাকে নিজের আদর্শে দৃঢ় থাকিবার শক্তি দিবে। যদি আপনি ঐ সোসাইটির সহিত যুক্ত থাকেন এবং তাহাদের পত্রিকার গ্রাহক হন তবে অনেক নিরামিষাশী ডাক্তারের সহিতও অতি সহজেই আপনার পরিচয় হইবে এবং আপনি কখনও অসুস্থ হইয়া পড়িলে ঐ সকল ডাক্তারের এবং ঔষধপত্রের সাহায্য আপনি পাইতে পারিবেন।

(৬) ইহা ভারতে আপনার ভাইবন্ধুদের প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিবে। তা ছাড়া, এদেশে আমাদের পিতামাতাদের মনে নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে এখনও যে সন্দেহ রহিয়াছে তাহা দূর করিবার ইহা কারণ হইবে এবং এইরূপে ইহা অন্যান্য ভারতীয়দের ইংলণ্ডে যাওয়ার পথ যথেষ্ট পরিমাণে সহজ করিয়া দিবে।

(৭) ভারতীয় গ্রাহক যদি সংখ্যায় যথেষ্ট হয় তবে **ভেজিটেরিয়ানের** সম্পাদক ভারতের সংবাদের জন্য একটি পৃষ্ঠা কিংবা একটি স্তম্ভ নির্দিষ্ট রাখিতে পারেন। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন তাহাতে ভারতের উপকার না হইয়া পারে না।

আপনি কেন ঐ সোসাইটিতে যোগ দিবেন ও কেন **ভেজিটেরিয়ান** পত্রিকার গ্রাহক হইবেন তাহার আরও অনেক কারণ দেখানো যায়, কিন্তু আমি আশা করি, আমার প্রস্তাবে অনুকূল দৃষ্টি দিবার জন্য আপনাকে উৎসাহ দিতে এইগুলিই যথেষ্ট হইবে।

আপনি যদি নিরামিষাশী নাও হন তবুও আপনি দেখিবেন উল্লিখিত কারণের অনেকগুলি আপনার পক্ষেও প্রযোজ্য হইবে এবং আপনিও **ভেজিটেরিয়ান** পত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। কে জানে, আপনিও হয়তো শেষ পর্যন্ত সেই সকল লোকের শ্রেণীতে যোগ দেওয়া সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিবেন যাহারা নিজেদের জীবনধারণের জন্য কখনও নিজ সঙ্গী জীবজন্তুর রক্তের উপরে নির্ভর করে না।

অবশ্য, ম্যান্‌চেস্‌টার ভেজিটেরিয়ান সোসাইটি এবং তাহাদের পত্রিকা

ভেজিটেরিয়ান মেসেন্‌জারও আছে। আমি এল্‌. ভি. এস্‌. ও তাহাদের পত্রিকার কথা বলিয়াছি কেবল এই কারণে যে উহা আমার হাতের খুব কাছে আছে এবং উহাদের পত্রিকা হইল সাপ্তাহিক।

আশা করি, খরচ-কমানোর অজুহাতে ওখানে যোগ দিতে এবং উহাদের পত্রিকার গ্রাহক হইতে আপনি বিরত থাকিবেন না, কারণ উহার চাঁদা খুবই কম এবং উহাতে, বিনিময়ে, আপনি প্রদত্ত অর্থের অনেক বেশী মূল্য ফিরিয়া পাইবেন।

আশা করি আপনি ইহাকে আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মনে করিবেন না।

প্রীতিমুগ্ধ

এম্‌. কে. গান্ধী

**দি ভেজিটেরিয়ান, ২৮-৪-১৮৯৪**

## ২৩. নিরামিষভোজন ও শিশুগণ

মিঃ এম্‌. কে. গান্ধী, এক ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখিতেছেন :

"সম্প্রতি ওয়েলিংটনে, রেভারেণ্ড অ্যাণ্ড্রু মারের সভাপতিত্বে কেস্‌উইক-খ্রীস্টানদের এক বিরাট সম্মেলন হয়। কয়েকটি খ্রীষ্টান-বন্ধুর সঙ্গে আমিও উহাতে যোগ দিয়াছিলাম। তাঁহাদের সঙ্গে ছয় সাত বৎসরের একটি বালক ছিল। ঐ সময়ে একদিন সে আমার সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হয়। আমি তাহার সহিত জীবজন্তুর প্রতি দয়া দেখাইবার বিষয়ে কথাবার্তা কহিতেছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে নিরামিষভোজন সম্পর্কে আমাদের কথা হয়। আমি শুনিয়াছি, তাহার পর হইতে ছেলেটি কখনও মাংস খায় নাই। আমাদের এই কথাবার্তার আগে, খাবার টেবিলে বসিয়া, সে লক্ষ্য করিত, আমি কেবল সবজি খাইতেছি। সে আমাকে প্রশ্ন করিত, আমি কেন মাংস খাই না। তাহার পিতামাতা নিরামিষাশী নহেন, কিন্তু নিরামিষ ভোজনের উৎকর্ষে বিশ্বাস করেন এবং আমি যে তাঁদের ছেলেটির সঙ্গে ঐ বিষয়ে কথাবার্তা বলিয়াছি তাহাতে তাঁহারা মনে কিছু করেন নাই।

আমি এই বিষয়টি দেখাইবার জন্য ইহা লিখিতেছি যে, শিশুদের কতই না সহজে এই মহান্‌ সত্য উপলব্ধি করানো যায় এবং মাংসবর্জন করিতে উদ্বুদ্ধ করা যায়, যদি তাহাদের পিতামাতারা এই পরিবর্তনের বিরোধী না হন। ছেলেটি আর আমি—দুইজনের এখন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। সে আমাকে খুব পছন্দ করে বলিয়া মনে হয়।

পনেরো বৎসরের আর একটি ছেলের সঙ্গে আমি আলাপ করিয়াছিলাম। সে বলিল, নিজে সে পাখি মারিতে পারে না, পাখি মারা দেখিতেও পারে না, কিন্তু মাংস খাইতে সে আপত্তি করে না।

**দি ভেজিটেরিয়ান**, ৫-৫-১৮৯৪

## ২৪. ধর্মবিষয়ে প্রশ্ন

[জুন, ১৮৯৪-এর আগে]

শ্রীরাজচন্দ্র রাওজীভাই মেহতা, অথবা রায়চাঁদভাই, একজন জৈন মনীষী। গান্ধীজী তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার **দি স্টোরি অব্ মাই এক্সপেরিমেণ্টস্ উইথ ট্রুথ** বইখানিতে পুরা একটি অধ্যায়ে রায়চাঁদভাইএর কথা লিখিয়াছেন (খ. ২. অ. ১)। ১৮৯৪-এর জুন মাসের পূর্বে প্রিটোরিয়া হইতে লেখা, এক চিঠিতে, গান্ধীজী রাওচাঁদভাইএর নিকট ধর্মসংক্রান্ত কতকগুলি প্রশ্ন করেন। মূল চিঠিখানি আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। রাওচাঁদভাইএর ভ্রাতা শ্রীমনসুখলাল আর মেহ্তাব সম্পাদনায় **শ্রীমদ্ রাজচন্দ্র** নামে একখানি গুজরাটী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থের প্রশ্নোত্তর হইতে এই প্রশ্নগুলি উদ্ধরণ করা হইযাছে; ১৯১৪, পৃঃ ২৯২ এবং তাহার পরে। মূল হইতে বোঝা যায় যে আরও কিছু প্রশ্ন করা হইয়াছিল কিন্তু সেগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে। কাজেই সে প্রশ্নগুলির মূল বচন পাওয়া যায় নাই।

আত্মা কি? ইহা কি কর্ম করে? অতীত কর্ম ইহার প্রগতিতে বাধা দেয় কি না?

ঈশ্বর কি? তিনি কি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা?

মোক্ষ কি [ স্যালভেশন ] ?

কোন লোকেব পক্ষে, তাহার জীবিতকালেই কি নিশ্চয় করিয়া জানা সম্ভব, সে মোক্ষলাভ করিবে কি না?

বলা হয় যে মৃত্যুর পর লোকে, নিজের নিজের কর্মানুসারে, পুনরায় জন্তু, গাছ বা পাথর হইয়া জন্মায়। ইহা কি ঠিক?

আর্যধর্ম বলিতে কি বোঝায়? ভারতের সকল ধর্মই কি বেদ হইতে উদ্ভূত?

বেদ কে রচনা করেন? বেদগুলি কি অনাদি? তাই যদি হয় তবে অনাদি শব্দের অর্থ কি?

গীতার প্রণেতা কে? ঈশ্বর কি ইহার প্রণেতা? এমন কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে কি যে তিনিই ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন?

পশুবলি ও অন্যান্য বলিতে কি পুণ্য হয়?

কোন ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া যদি কেহ দাবি করে, তবে সেই দাবিদারের কাছে কি প্রমাণ চাহিতে পারি না?

আপনি কি খ্রীস্ট-ধর্মের বিষয়ে কিছু জানেন? জানিলে, ইহার সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?

খ্রীস্টানেরা বলে, বাইবেল ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত, এবং খ্রীস্ট হইলেন ঈশ্বরের অবতার, কেন না তিনি ঈশ্বরের পুত্র। সত্যই কি তিনি অবতার ছিলেন?

ওল্ড টেস্টামেণ্ট-এর সকল ভবিষ্যদ্বাণীই কি খ্রীস্টের মধ্যে সফল হইয়াছিল?

কেহ কি পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে পারে কিংবা পরজন্মের সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে?

উত্তর যদি হাঁ হয়, তবে কে পারে?

আপনি কয়েক জনের নাম করিয়াছেন যাঁহারা মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। এই কথার প্রমাণ কি?

এমন কি বুদ্ধও মোক্ষ লাভ করেন নাই, একথা আপনি কেন বলিয়াছেন?

শেষ কালে পৃথিবীর কি ঘটিবে?

ভবিষ্যতে পৃথিবীর নৈতিক উন্নতি হইবে কি?

পৃথিবীর সম্পূর্ণ বিনাশ বলিয়া কিছু আছে কি?

কোন নিরক্ষর লোক কি কেবল ভক্তির দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে পারে?

রাম আর কৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হয়। তাহার মানে কি? তাঁহারা কি স্বয়ং ঈশ্বর অথবা তাঁহার এক অংশ মাত্র? তাঁহাদের শ্রদ্ধা করিয়া কি আমরা মোক্ষলাভ করিতে পারি?

ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শিব কে ছিলেন?

একটা সাপ যদি আমাকে কামড়াইতে উদ্যত হয়, আর যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে তাহাকে না মারিলে আমার বাঁচার আর কোন উপায় নাই, তবে আমার কি সাপের কামড় খাওয়াই উচিত, না, সাপটিকে মারিয়া ফেলা উচিত?

## ২৫. নাটাল এসেম্ব্লি'র নিকট আবেদন

ডারবান,
জুন ২৮, ১৮৯৪

নাটাল কলোনির লেজিস্লেটিভ্ এসেম্ব্লির
মান্যবর স্পীকার মহোদয় এবং সদস্যবৃন্দ
সমীপে

নাটাল কলোনির অধিবাসী
ভারতীয়দের আবেদন

সবিনয়ে নিবেদন করিতেছে :

১. আবেদনকারীগণ ব্রিটিশ প্রজা। তাহারা ভারত হইতে আসিয়া এই কলোনিতে বসবাস করিতেছে।

২. আবেদনকারীগণের অনেকে আপনাদের কাউন্সিল ও এসেম্ব্লির সদস্য-নির্বাচনে ভোট দিবার জন্য আইনসঙ্গতভাবে যোগ্য নির্বাচক হিসাবে রেজিস্ট্রিভুক্ত হইয়াছে।

৩. নাগরিক অধিকার আইন সংশোধন বিলের দ্বিতীয় দফা আলোচনার সময় বিতর্কের যে বিবরণ খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আবেদনকারীগণের মনে গভীর দুঃখ ও উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে।

৪. আপনাদের মান্য সভার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও, বিভিন্ন বক্তাগণ যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, আবেদনকারীগণ তাহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করে এবং তাহারা বলিতে বাধ্য হইতেছে যে এই শোচনীয় আইন পাস করার সমর্থনে প্রমাণস্বরূপ যে সকল কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে প্রকৃত ঘটনাবলী তাহা সমর্থন করে না।

৫. এই আইনের সমর্থনে যে সকল কারণ উপস্থিত করা হয়, সংবাদপত্রে তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া আবেদনকারীগণ বুঝিয়াছে কারণগুলি হইল :

(ক) ভারতীয়েরা যে দেশ হইতে আসিয়াছে সে দেশে তাহারা কখনও নাগরিক অধিকার ব্যবহার করে নাই।

(খ) নাগরিক অধিকার ব্যবহার করার যোগ্যতা তাহাদের নাই।

[১] প্রথমে ইহা কাউন্সিল ও এসেম্ব্লি উভয়ের জন্যই রচিত হয়। পরে ইহা সংশোধিত হয় এবং ইহা কেবল এসেম্ব্লিতেই দেওয়া হয়। কাউন্সিলে অন্য একটি আবেদন দেওয়া হয়; দ্রষ্টব্য পৃঃ ৯৮।

৬. আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে এ বিষয়ে মান্যবর সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে যে ঘটনাবলী ও ইতিহাস এ ব্যাপার সম্বন্ধে অনুরূপ নির্দেশ দেয়।

৭. অ্যাংলো-স্যাক্সন্ জাতিসমূহ প্রথম যখন প্রতিনিধি নির্বাচনের মূল সূত্রগুলির সহিত পরিচিত হয় তাহার অনেক আগে হইতেই ভারতীয় জাতি প্রতিনিধি নির্বাচনের কথা জানিয়া আসিয়াছে এবং নির্বাচন-ক্ষমতার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে।

৮. উল্লিখিত বিষয়ের সমর্থনে আবেদনকারীগণ স্যার হেনরি সাম্নার মেইন-এর **ভিলেজ কমিউনিটিজ** নামক গ্রন্থের প্রতি মান্য পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ঐ গ্রন্থে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, প্রায় স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতীয় উপজাতিসমূহ প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। সেই বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, যতদিন না রোমকদের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট বিশিষ্ট অবয়ব উহার সহিত যুক্ত হইয়াছিল ততদিন পর্যন্ত টিউটন জাতির গ্রাম-সম্মিলনী মার্ক-ও ভারতীয় গ্রামসমাজের মত এমন সুব্যবস্থিত বা এত **যথার্থ-ভাবে প্রতিনিধিমূলক** হইয়া উঠিতে পারে নাই।

৯. মিঃ চিজোল্ম্ অ্যান্স্টি লণ্ডনের ইস্ট্ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের নিকট এক বক্তৃতায় বলেন :

> যখন বলা হয় যে, শিক্ষা দিয়া ও অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া প্রাচ্য-দেশের অধিবাসীদের পৌর (মিউনিসিপাল) শাসন ও পার্লামেণ্টীয় গভর্মেণ্টের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে, তখন, এদেশে আমরা ভুলিয়া যাই, যে প্রাচ্যদেশ হইল মিউনি-সিপালিটিসমূহের জনক। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, যত বিস্তৃতভাবেই ইহার অর্থ করা হউক না কেন, হইল প্রাচ্যেরই মত প্রাচীন। আমরা যাহাকে প্রাচ্যদেশ বলি, সেখানকার অধিবাসী লোকেদের ধর্ম যাই হোক না কেন, সে দেশে পূর্ব হইতে পশ্চিম এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত এমন কোন জায়গা মিলিবে না যাহা অসংখ্য মিউনিসিপালিটিতে পরিপূর্ণ নয়; এবং শুধু তাহাই নয়, আমাদের প্রাচীন আমলের মিউনিসিপালিটিগুলির মত, এগুলিও যেন একরকম জালের বুনানিতে পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। কাজেই প্রতিনিধিত্ব-তন্ত্রের উন্নত কাঠামোটি হাতের কাছেই তৈরি রহিয়াছে।

প্রতি গ্রাম বা শহরের প্রত্যেক জাতির নিজের নিজের বিধি-নিয়ম আছে এবং প্রত্যেক জাতিই প্রতিনিধি **নির্বাচন করে**। এইরূপে স্যাকসন্ জাতির যে জাতীয়-কাউন্সিল উইট্যান হইতে বর্তমান পার্লামেণ্টীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহারই **অবিকল** প্রতিরূপ হিসাবে আমাদের নিকট দেখা দেয় প্রত্যেক জাতির এক-একটি সভা।

১০. **পঞ্চায়েত** কথাটি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘরে ঘরে প্রচলিত। মান্য সদস্যেরা হয়তো ভালভাবেই জানেন, এই কথাটির অর্থ হইল, কোন বিশেষ জাতির সামাজিক কাজকর্মের ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেই জাতির লোকের দ্বারা নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত পাঁচ জন লোকের সভা।

১১. বর্তমানে মহীশূর রাজ্যে হুবহু ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আদর্শে গঠিত একটি প্রতিনিধিমূলক পার্লামেণ্ট আছে। তাহার নাম মহীশূর এসেম্ব্লি।

১২. ডারবানে এখন যে ভারতীয় বণিক-সম্প্রদায় বাস করে তাহাদের নিজস্ব **পঞ্চায়েত** বা পাঁচজনের সভা আছে, এবং বিশেষ জরুরি কাজগুলিতে তাহাদের বিচার-বিবেচনা ঐ সম্প্রদায়ের জনসাধারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পঞ্চায়েতের সংবিধান অনুসারে ঐ জনসাধারণ পর্যাপ্ত মত-গরিষ্ঠতায় পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দিতে পারে। আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, প্রতিনিধিত্ব-বিষয়ে তাহাদের সামর্থ্যের প্রমাণ এখানেই পাওয়া যাইবে।

১৩. বস্তুত প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি সম্যক্ উপলব্ধি করার সামর্থ্য ভারতীয়দের এত বেশী যে মহামান্যা রাজ্ঞীর গভর্মেণ্টও তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং ভারত এখন যথার্থভাবে পৌর (মিউনিসিপাল) স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার ভোগ করিতেছে।

১৪. ১৮৯১-এ ভারতে ৭৫৫টি মিউনিসিপালিটি ও ৮৯২টি লোক্যাল বোর্ড ছিল। উহাতে ভারতীয় সদস্যসংখ্যা ছিল ২০,০০০। ইহা হইতে মিউনিসিপালিটিগুলিব এবং সেগুলির নির্বাচকমণ্ডলের বিশালতা সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যাইবে।

১৫. এ বিষয়ে আরও প্রমাণের দরকার হইলে, আবেদনকারীগণ, সম্প্রতি যে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল্স্ বিল পাস হইয়াছে, তাহার প্রতি সদস্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহে। ঐ বিলে ভারতের বিভিন্ন প্রেসিডেন্সির লেজিস্-লেটিভ কাউন্সিলগুলিতেও প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে।

১৬. আবেদনকারীগণ আশা করে, এই সকল প্রমাণ হইতে মান্য সভা দেখিতে পাইবেন যে ভাবতীয়দের নাগরিক অধিকার ব্যবহার করিতে দেওয়ার অর্থ এমন একটা নূতন অধিকার তাহাদের দেওয়া নয়, যাহা তাহারা কখনও জানে নাই বা ভোগ করে নাই; বরং তাহাদের এরূপ অধিকার-ব্যবহারে বিরত হইতে বাধ্য করিলে তাহা এমন একটা অন্যায় নিষেধ সৃষ্টি করিবে যাহা অনুরূপ অবস্থায়, তাহাদের জন্মভূমিতেও তাহাদের প্রতি আরোপ করা হয় না।

১৭. অতএব আবেদনকারীগণের মতে, তাহাদের নাগরিক অধিকার ব্যবহার করিতে দেওয়া হইলে, "যে মহান দেশ হইতে তাহারা আসিয়াছে, সেই

দেশে ফিরিয়া গিয়া তাহারা উত্তেজনাকর আন্দোলনের প্রচারক হইতে এবং রাজদ্রোহ ঘটাইতে পারে” এই মর্মে যে ভয়ের কথা উঠিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে বেশী কথা না বলিয়া এইটুকু বলাই যথেষ্ট হইবে যে এরূপ ভয়ের কোনই ভিত্তি নাই।

১৮. দ্বিতীয় দফা আলোচনায়, বিতর্ককালে যে সকল গৌণ বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যে সকল অকারণ রূঢ় মন্তব্য করা হইয়াছে সে সম্পর্কে কিছু বলা আবেদনকারীগণ অনাবশ্যক বিবেচনা করে। তথাপি তাহারা বিবেচনাধীন বিষয়টি সম্পর্কে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলিয়া দিবার অনুমতি প্রার্থনা করে। অপরে তাহাদের জাতিকে কিরূপ ভাবিয়াছে তাহা উদ্ধৃত করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা না করিতে হইলে, এবং তাহাদের কাজ দিয়া তাহাদের বিচার করা হইলে, আবেদনকারীগণ বরং তাহা ভাল মনে করিত; কিন্তু বর্তমান অবস্থায়, যখন, অবাধ মেলামেশা না থাকার দরুন তাহাদের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট ভ্রান্তধারণা রহিয়াছে, তখন, তাহাদের পক্ষে অন্য কোন পথও খোলা নাই।

১৯. কেনিংটনে এসেম্ব্লি-কক্ষে এক সভায়, মিঃ এফ. পিন্‌কট বলিয়াছিলেন :

> ভারতীয় লোকেদের অজ্ঞতা সম্পর্কে, এবং প্রতিনিধিমূলক গভর্মেণ্টের অনুপম সুযোগ-সুবিধার কথা বুঝিতে অক্ষমতার বিষয়ে, এদেশে আমরা অনেক কিছু শুনিয়াছি। এ সমস্তই নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত, কারণ শিক্ষার সহিত প্রতিনিধিমূলক গভর্মেণ্টের কোন যোগ নাই। বরং, সাধারণ বুদ্ধির সহিত ইহার যোগ যথেষ্ট, এবং আমাদের যে-পরিমাণ সাধারণ বুদ্ধি আছে ভারতের লোকেদেরও সেই পরিমাণই আছে; কোনরকম শিক্ষা লাভ করার বহুশত বৎসর আগে হইতে আমরা প্রতিনিধিমূলক গভর্মেণ্ট ও নির্বাচনের অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছি। কাজেই এখানে শিক্ষাবিষয়ক যোগ্যতার কোনই মূল্য নাই। আমাদের দেশের ইতিহাস যাঁহারা জানেন তাঁহারা একথা ভাল করিয়াই জানেন যে, দুই শত বৎসর পূর্বে এদেশে অন্ধতম কুসংস্কার ও অজ্ঞতাই প্রবল ছিল, এবং তাহা সত্ত্বেও আমাদের এখানে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান প্রচলিত ছিল।

২০. ভারতের লোকেদের সাধারণ চরিত্রের বিষয়ে লিখিতে গিয়া স্যার জর্জ বার্ড্‌উড্ এইরূপে তাঁহার বক্তব্যের সারসংক্ষেপ করেন :

> ভারতের লোকেরা মূলত আমাদের অপেক্ষা হীন নয়, বরং অনেক বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সেই সকল বিষয় আমরা আমাদের একটা মিথ্যা মাপে পরিমাপ করি। সে মাপ আমাদের নিজেদের বেলায়ও মিথ্যা। তথাপি আমরা তাহা বিশ্বাস করি বলিয়া ভান করি, এবং সেই মাপে মাপিয়া আমরা ভারতীয় লোকেদের হীন বলিয়া মনে করি, অথচ ঐ সকল বিষয়ে আসলে তাহারা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

২১. মাদ্রাজের গভর্নরদের অন্যতম স্যার টমাস্ মন্রো বলেন :

ভারতবর্ষের লোকেদের সভ্য করিয়া তুলিতে হইবে, এই কথাটি বলিতে কি বোঝায় তাহা আমি জানি না। ভাল গভর্মেণ্টের তত্ত্ব এবং পরিচালনার বিষয়ে তাহাদের দক্ষতার অভাব থাকিতে পারে; কিন্তু, উত্তম কৃষি-ব্যবস্থা, অনুপম শিল্পকলা...লেখাপড়ার জন্য বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠা, সর্বসাধারণের আতিথ্য ও সেবাপরায়ণতা...এগুলি যদি সভ্য লোকেদের লক্ষণ হয়, তবে তাহারা ইয়োরোপের লোকেদের অপেক্ষা সভ্যতায় হীন নয়।

২২. যে ভারতীয়দের অনেক নিন্দা করা হইয়াছে এবং তদপেক্ষাও বেশী ভুল বোঝা হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্স্ মুলার বলেন :

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হইত, কোন দেশে মানবমনের উৎকৃষ্টতম গুণের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিযাছে, কোথায় মানুষ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্যাগুলির বিষয়ে গভীরতম ভাবে চিন্তা করিয়াছে, এবং তাহার কতকগুলির মীমাংসাও খুঁজিয়া পাইয়াছে,—এমন মীমাংসা, যাহ., যাঁহারা প্লেটো এবং কাণ্ট অধ্যয়ন কবিয়াছেন তাঁহাদেরও অভিনিবেশের যোগ্য,—তবে আমি ভারতের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিতাম।

২৩. মানবের সুকুমার হৃদয়বৃত্তিগুলির নিকট আবেদন জানাইতে গিয়া আবেদনকারীগণ সসম্মানে উল্লেখ করিতে চায় যে, নাগরিক-অধিকার-সংশোধন-বিল পাশ হইলে তাহা, ব্রিটিশ ও ভারতীয় জাতির মনীষীগণ যে-ঐক্যের জন্য আন্তরিকভাবে প্রযত্ন করিতেছেন তাহাকে ত্বরান্বিত না করিয়া বিলম্বিত করার দিকেই যাইবে।

২৪. কোন রকম ব্যাখ্যার দ্বারা উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলির আর সম্প্রসারণ না করিয়া আবেদনকারীগণ, ইচ্ছা করিয়াই, তাহাদের পক্ষে ইংরেজ বিশেষজ্ঞ-গণকেই কথা বলিতে দিয়াছে। এরূপ উদ্ধৃতি আরও বাড়ানো যাইতে পারে কিন্তু আবেদনকারীগণের দৃঢ়বিশ্বাস, যে তাহাদের প্রার্থনার ন্যায্যতা সম্বন্ধে মান্য সভার প্রত্যয় জন্মাইবার পক্ষে উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলিই যথেষ্ট হইবে। তাহারা আপনাদের মান্য সভাকে আপনাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুনয় করিতেছে; অথবা বিলটি লইয়া আর অগ্রসর হওয়ার পূর্বে কলোনির ভারতীয় অধিবাসীগণ নাগরিক অধিকার ব্যবহার করার যোগ্য কিনা সেই প্রশ্নটি তদন্ত করিয়া দেখিবার জন্য আবেদনকারীগণ একটি কমিশন নিয়োগ করিবার অনুরোধ জানাইতেছে।

এবং এই ন্যায়বিচার ও অনুকম্পার জন্য আবেদনকারীগণ যথাবিহিত প্রার্থনা করিতে থাকিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কলোনিয়াল আফিসের নথিপত্র, নং ১৭৯, খণ্ড ১৮৯ : পার্লামেণ্টের ভোট এবং কার্য-বিবরণী, নাটাল, ১৮৯৪

## ২৬. নাটালের প্রধানমন্ত্রীসকাশে প্রতিনিধিদল

ডারবান,
জন ২৯, ১৮৯৪

স্যার জন রবিন্‌সন্‌, কে. সি. এম্‌. জি.
প্রধানমন্ত্রী এবং কলোনিয়াল সেক্রেটারি মহাশয় সমীপে
নাটাল কলোনি

সসম্মান নিবেদন,

আপনার মূল্যবান সময় ব্যয় করিয়া এই প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমরা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দিতেছি।

এই কলোনির অধিবাসী ভারতীয়দের আরজি আমরা আপনার নিকট উপস্থিত করিতেছি এবং আপনি যথার্থ মনোযোগের সহিত ইহার বিবেচনা করিবেন এই অনুরোধ জানাইতেছি।

যতটুকু একান্ত আবশ্যক তাহার বেশী সময় লইয়া আমরা আপনার সৌজন্যের অপব্যবহার করিব না। কিন্তু, আমাদের দুঃখ এই, আমাদের বিষয় আপনার নিকট যথাসম্ভব সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপিত করিতে যে সময়ের দরকার সে পরিমাণ সময় আমরা পাইতেছি না।

মহাশয়, অত্যন্ত বিলম্বে আমাদের চেতনা হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিদ্রূপ করা হইয়াছে। যে বিশেষ অবস্থায় আমাদের বিলম্ব হইয়াছে তাহা আপনার নিকট বিবৃত করিলেই আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, সম্ভবত ইহার পূর্বে আমরা মান্য সভা দুইটির সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিতাম না। আমাদের সম্প্রদায়ের দুইজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি গুরুতর প্রয়োজনে কলোনি হইতে দূরে অবস্থান করিতেছিলেন এবং কলোনির লোকেদের সহিত তাঁহাদের সংযোগ রক্ষা করার উপায় ছিল না। গুরুতর বিষয়সমূহের যতটা সংস্পর্শ আমরা রাখিতে চাই, ইংরেজী ভাষায় আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ বলিয়া আমরা বাধ্য হইয়া ততটা পারি না, তাহা হইতে আমাদের বিরত থাকিতে হয়।

আপনাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়াও আমরা নিবেদন করিতে চাই যে, অ্যাংলো-স্যাক্‌সন্‌ ও ভারতীয় এই উভয় জাতি একই মানবগোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত। বিল-এর দ্বিতীয় দফা আলোচনাকালে আপনি যে শক্তিশালী বক্তৃতা দেন তাহা আমরা গভীর অভিনিবেশের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী হইতে এই দুই জাতি উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া আপনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, কোন বিশেষজ্ঞ লেখক তাহা সমর্থন করিয়াছেন কি না তাহা

নিরূপণ করার জন্য আমরা যথেষ্ট প্রযত্ন করিয়াছি। মনে হয়, ম্যাক্‌স্ মূলার, মরিস্, গ্রীন, এবং অন্যান্য বহু লেখক একবাক্যে খুব স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন যে উভয় জাতিই একই আর্য-গোষ্ঠী, বা অনেকে যেমন ইহাকে বলেন ইণ্ডো-ইয়োরোপীয়ান গোষ্ঠী, হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যে জাতি ভ্রাতৃজাতি বলিয়া আমাদের গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক তাহাদের উপর জোর করিয়া আমরা ভ্রাতৃ-জাতির লোক বলিয়া নিজেদের চাপাইয়া দিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু আসল তথ্যাবলী বিবৃত করিলে আমাদের ক্ষমা করিতে হইবে, কেননা, নাগরিক অধিকার ব্যবহার করা সম্বন্ধে আমাদের অযোগ্যতা প্রতিপাদন করার জন্য, ঐ সকল তথ্যের অভাবকেই যুক্তিহিসাবে উপস্থিত করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া, ভারতীয়েরা ভোটের অধিকার ব্যবহার করিতে পারিবে এরূপ আশা করা কঠিন হইবে, আপনি এইরূপ বলিয়াছেন বলিয়া খবরও প্রকাশিত হইয়াছে।

আমাদের দিক হইতে আপনার বক্তৃতা যতই অন্যায় বলিয়া মনে হোক না কেন, তাহাতে যে ন্যায়পরায়ণতা, নীতি এবং বিশেষ করিয়া খ্রীস্টান আদর্শের যথার্থ ভাবধারা প্রকাশ পাইয়াছে ইহা দেখিয়া আমরা কম সন্তোষ লাভ করি নাই। যতদিন পর্যন্ত দেশের শ্রেষ্ঠ লোকেদের মধ্যে এরূপ মনোভাব দেখা যাইবে ততদিন পর্যন্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা হওয়ার বিষয়ে আমাদের হতাশ হইতে হইবে না।

সেই কারণে, এই পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হইতে সাহস করিতেছি যে, আমাদের বিনীত আবেদনে যে-সকল নূতন তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া, অনুরূপ মনোভাব দেখাইয়া কলোনির ভারতীয়দের প্রতি মোটের উপরে ন্যায়বিচার করা হইবে।

আমাদের ধারণা, এই আবেদনে খুব বেশী কিছু প্রার্থনা করা হয় নাই। সংবাদপত্রের বিবরণ যদি নির্ভরযোগ্য হয়, তবে জানা যায়, আপনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, সম্ভ্রান্ত কিছু কিছু এমন ভারতীয় আছে, যাহারা এই মূল্যবান অধিকার ব্যবহার করিবার মত বুদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে রাখে। আমাদের মতে, এই গুরুত্বসম্পন্ন প্রশ্নের বিচারের জন্য একটি তদন্ত-কমিশন বসাইবার পক্ষে একমাত্র ইহাই যথেষ্ট কারণ। এরূপ কমিশনের সম্মুখীন হইতে আমরা ইচ্ছুক, শুধু তাই বলিলেই যথেষ্ট হয় না, এরূপ কমিশন আমরা যাচনা করি। আমরা যদি চাই যে, একটি নিরপেক্ষ কমিশনের পক্ষপাতহীন বিচারে ভারতীয়েরা এরূপ ব্যবহারের উপযুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইলে তাহাদের ঐ অধিকার ব্যবহার করিতে দেওয়া হোক, তবে কি বেশী কিছু চাওয়া হইবে? আমরা যদি বিলটিকে ঠিকমত বুঝিয়া থাকি তবে, ইহা আইনে পরিণত হইলে, ভারতীয়দের অবস্থা নিম্নতম আদিবাসী হইতেও নিম্নতর হইয়া পড়িবে। কারণ, আদিবাসীরা

শিক্ষালাভ করিয়া নির্বাচন-ক্ষমতা পাইবার উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারিবে, কিন্তু ভারতীয়েরা কখনই তাহা পারিবে না। বিলটিকে এত ব্যাপক বলিয়া মনে হয় যে, ব্রিটিশ আইন-সভার (হাউস্ অব-কমন্স্) ভারতীয় সদস্যও যদি এখানে আসেন তবে তিনি ভোটার হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

সমান গুরুত্বসম্পন্ন অন্যান্য বিষয়ে আপনাকে গভীর মনোযোগ দিতে হইতেছে একথা যদি আমরা না জানিতাম, তবে, এই বিলের ব্যাখ্যা হইতে ক্ষতি-জনক কি কি কুফল আসিয়া জুটিতেছে, তাহা আমরা দেখাইয়া যাইতে পারিতাম —সে সমস্ত কুফলের কথা, বিলের খ্যাতনামা প্রণেতাগণ কখন ভাবিতেও পারেন নাই। এক সপ্তাহ সময় পাইলে আমরা আমাদের অভিযোগের বিষয় আরও বিস্তারিত ভাবে আইনসভায় (এসেম্ব্লি) উপস্থিত করিতে পারিতাম। তখন আমরা আমাদের অভিযোগটি আপনার হাতে ছাড়িয়া দিতাম, আর গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে প্রার্থনা করিতাম যে, আপনি আপনার শক্তিশালী প্রভাব প্রয়োগ করিবেন এবং দেখিবেন যেন ভারতীয়দের প্রতি পূর্ণ সুবিচার করা হয়।

আমাদের এই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আপনি সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে ধীরতা ও সৌজন্যের পরিচয় দিয়াছেন, সেজন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আমরা স্বাক্ষর করিতেছি।

বশংবদ

(স্বাক্ষর) এম্. কে. গান্ধী

এবং অন্য তিনজন

নাটাল লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লির অনুমতি অনুসারে ১৮৯৬-এর ২১শে এপ্রিলে প্রকাশিত চিঠিপত্রের তফ্সিলে ১ নং।

কলোনিয়াল আফিসের নথিপত্র নং ১৮১, খণ্ড ৪১।

## ২৭. ব্যবস্থাপকদের[১] প্রতি প্রশ্নমালা

(সাধারণ চিঠি)

ডারবান,
জুলাই ১, ১৮৯৪

..সমীপে

মহাশয়,

আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ, এই চিঠির নকল রেজিস্ট্রি-ডাকযোগে আইন-পরিষদ (লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্‌সিল) ও আইনসভার (লেজিস্‌লেটিভ্ এসেম্ব্লি) অন্যান্য সদস্যদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছি, এবং অনুরোধ করিয়াছি যে, তাঁহারা যেন ইহার সংলগ্ন প্রশ্নগুলির উত্তর দেন। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া সংলগ্ন স্মারকলিপির উত্তরের শূন্য জায়গা পূরণ করেন এবং মন্তব্যের ঘরে আপনার ইচ্ছানুরূপ মন্তব্য করেন এবং স্মারকলিপিটি সই করিয়া উপরের ঠিকানায় প্রথম নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া দেন তবে আমরা গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইব।

ভবদীয়
এম্ ক. গান্ধী
এবং অন্য চারজন

| প্রশ্ন | উত্তর | মন্তব্য |
|---|---|---|
| ১. আপনি কি ন্যায়বুদ্ধিতে মনে করেন যে নাগরিক-অধিকার-আইন-সংশোধন-বিলটি প্রকৃতই একটি ন্যায্য আইন এবং ইহার কোন সংশোধন বা পরিবর্তনের দরকার নাই? | হাঁ বা না | |
| ২. আপনি কি ইহা ন্যায্য বলিয়া মনে করেন যে, যে-সকল ভারতীয় কোন | | |

[১] লর্ড রিপনের নিকট আবেদনের ৮ অনুচ্ছেদে এই চিঠি ও প্রশ্নমালার উল্লেখ আছে, দ্রষ্টব্য পৃঃ ১১২।

| প্রশ্ন | উত্তর | মন্তব্য |
|---|---|---|
| না কোন কারণে ভোটার-তালিকায় নাম সন্নিবিষ্ট করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের দক্ষতা যতই থাকুক না কেন এবং কলোনিতে যত স্বার্থই তাঁহাদের থাকুক না কেন, পার্লামেণ্টের নির্বাচনে কোনকালেই তাঁহাদের ভোট দিতে দেওয়া উচিত হইবে না? | হাঁ বা না | |
| ৩. আপনি কি সত্য-সত্যই বিশ্বাস করেন যে, কোন ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজা কখনও কলোনির পূর্ণ নাগরিক হওয়ার উদ্দেশ্যে বা ভোট দিবার উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত গুণ অর্জন করিতে পারে না? | | |
| ৪. আপনি কি ইহা ন্যায্য বলিয়া মনে করেন যে, কোন লোক কেবলমাত্র এশিয়ায় জন্মের কারণে ভোট দিতে পারিবে না? | | |
| ৫. যে চুক্তিবদ্ধ ভারতবাসী কলোনিতে আসিয়া বসবাস করে, সে যদি আর কোন দিন ভারতে ফিরিয়া যাইতে না চায়, তবে আপনি কি ইচ্ছা করেন যে, সে চিরকাল অর্ধ-ক্রীতদাসের অবস্থায় এবং অজ্ঞানান্ধকারে থাকিবে? | | |

কলোনিয়াল আফিসের নথিপত্র নং ১৭৯, খণ্ড ১৮৯

## ২৮. নাটাল-গভর্নরের সমীপে প্রতিনিধিদল

ডারবান,
জুলাই ৩, ১৮৯৪

মান্যবর স্যার ওয়াল্টার ফ্রান্সিস্ হেলি-হাচিন্সন্,
কে. সি. এম্. জি, নাটাল কলোনির গভর্নর ও
প্রধান সেনাপতি, নাটাল কলোনির ভাইস্-অ্যাড্মিরাল,
এবং আদিবাসী অধিবাসীদের সুপ্রিম চিফ্
মহাশয় সমীপে

বিনয়পূর্বক নিবেদন,

যে নাগরিক-অধিকার-সংশোধন-বিলের তৃতীয় দফা আলোচনা গত সন্ধ্যায় নাটাল কলোনির মান্য লেজিস্লেটিভ এসেম্ব্লিতে হইয়াছে, তাহার বিষয় লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য, ডারবানে ১৮৯৪-এর ১লা এপ্রিলে নেতৃস্থানীয় ভারতীয়দের অনুষ্ঠিত এক সভায়, আমাদের অনুরোধ করা হয়।

বিলটি এখন যে অবস্থায় আছে তাহাতে, কোন ভারতীয়, সে ব্রিটিশ প্রজা হউক বা না হউক, তাহার নাম ইতিপূর্বে ভোটার-তালিকার অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে, আর ভোটার হইতে পারিবে না।

আমরা সাহস করিয়া এই কথা বলিতে চাই যে, বিলটিতে আর কোন পরিবর্তন না করা হইলে উহা স্পষ্টত অন্যায্য হইবে এবং অন্তত কিছু কিছু ভারতীয়ের উপরে অতিরিক্ত কঠোরতার সহিত প্রযুক্ত হইবে।

এমন কি ইংলণ্ডেও, যথাযথ যোগ্যতা থাকিলে, জাতিবর্ণধর্মনি... শেষে যে কোন ব্রিটিশ প্রজার ভোট দিবার অধিকার আছে।

আপনার সৌজন্যের সুযোগ লইয়া আপনার অত্যধিক সময় নষ্ট করিতে চাই না বলিয়া আমরা এখানে প্রশ্নটির বিস্তারিত আলোচনা আর করিব না, তবে, মান্য এসেম্ব্লির নিকট যে আবেদন আমরা পাঠাইয়াছি, আপনার অনুমতি লইয়া, তাহার একখানি মুদ্রিত অনুলিপি আপনার নিকট পাঠাইতেছি এবং অনুরোধ করিতেছি, আপনি যেন যত্নসহকারে আবেদনটি পাঠ করেন।

আমাদের কাছে আমাদের অভিযোগটি এত ন্যায্য বলিয়া বোধ হয় যে, ইহার সমর্থনে আর কোন যুক্তিতর্কের আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমরা মনে কি না।

আমরা আশা করি, মহামান্যা সাম্রাজ্ঞীর প্রতিনি. হইয়া এমন আইন আপনি কখনও অনুমোদন করিবেন না, যে-আইন এইরূপ নির্দেশ দিতেছে বলিয়া মনে হয় যে, রাজ্ঞীর কোন ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজা কোন কালে নাগরিক অধিকার ব্যবহার করিবার যোগ্য হইতে পারিবে না।

আমরা এ বিষয়ে একখানি নিয়মসঙ্গত আবেদন[১] যথানির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের মারফত আপনার নিকট পাঠাইবার আশা করিতেছি।

প্রতিনিধিদলকে ডারবানে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেওয়ার জন্য এবং আপনার সৌজন্য ও ধৈর্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বশংবদ

(স্বাক্ষর) এম্. কে. গান্ধী

এবং অন্য ছয়জন

নাটালের গভর্নর স্যার ওয়াল্টার হেলি-হাচিন্সনের নিকট হইতে উপনিবেশগুলির সেক্রেটারি-অব্-স্টেট্ লর্ড রিপনের নিকট প্রেরিত ১৮৯৪-এর ১৬ই জুলাই তারিখের ডেস্প্যাচ্ নং ৬২। সাংলগ্নিক (এন্ক্লোজার) ২-এর মূলের প্রতিলিপি।

## ২৯. নাটাল কাউন্সিলের নিকট আবেদন

ডারবান,

জুলাই ৪, ১৮৯৪

আইন-পরিষদের (লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিল) সভাপতি এবং সদস্যদের প্রতি নিবেদন করিয়া লিখিত নিম্নলিখিত আবেদনপত্রটি মাননীয় মিঃ ক্যাম্প্বেল সভায় উপস্থিত করেন :

নাটাল কলোনির অধিবাসী
নিম্নস্বাক্ষরকারী ভারতীয়দের আবেদন

সবিনয়ে নিবেদন করে,

যে নাগরিক-অধিকার-আইন-সংশোধন-বিলের তৃতীয় দফা আলোচনা ২রা জুলাই মান্য লেজিস্লেটিভ্ এসেম্ব্লিতে হইয়া গেল, তাহার বিষয়ে আপনাদের মান্য কাউন্সিলে বিনীত আবেদন পাঠাইবার জন্য এই কলোনির অধিবাসী

[১] বস্তুত নাটালের গভর্নরের নিকট আর কোন আবেদন পাঠানো হয় নাই। গান্ধীজী এবং তাঁহার সঙ্গীগণ স্পষ্টত এরূপ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু ঘটনাপরম্পরার দ্রুত গতিতে তাহার আর অবকাশ রহিল না। এই আবেদনটিও অগ্রাহ্য হইয়া গেল, এবং রাজ্ঞীর অনুমতি লাভের উদ্দেশ্যে লর্ড রিপনের কাছে দিবার জন্য প্রতিনিধি-সভায়, বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া অত্যন্ত তাড়াহুড়া করিয়া বিলটিকে পাস করা হইল। সেই কারণে দ্বিতীয় আর একটি আবেদন স্যার ওয়াল্টার হেলি-হাচিন্সনের মারফত লণ্ডনে লর্ড রিপনের সিদ্ধান্তের জন্য তাঁহার নিকটে পাঠাইতে হইল। দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০৯।

ভারতীয় সম্প্রদায় আবেদনকারীগণকে নিযুক্ত করিয়াছে। আবেদনকারীগণ তাহাদের অভাব-অভিযোগের কথা এখানে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত না করিয়া, ভারতীয়েরা বিলটির সম্পর্কে লেজিস্‌লেটিভ্ এসেম্ব্লির নিকট যে আবেদন করিয়াছে তাহার প্রতি, নম্রভাবে কাউন্সিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে এবং সদস্যদের দেখিবার জন্য তাহার একখানি মুদ্রিত প্রতিলিপি এই সঙ্গে দিতেছে। আবেদনপত্রটিতে প্রায় ৫০০ ভারতীয় নাম স্বাক্ষর করিয়াছে। খুব অল্প সময়ে, মাত্র একদিনের মধ্যে, ইহা করা হইয়াছে। আবেদনকারীগণ যদি আরও সময় পাইত, তবে, বিভিন্ন জেলা হইতে যেরূপ খবর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহারা পুরাপুরি বিশ্বাস করে যে, অন্তত ১০,০০০ ভারতীয় ইহাতে স্বাক্ষর করিত। আবেদনকারীগণ আশা করিয়াছিল যে লেজিস্‌লেটিভ এসেম্ব্লি তাহাদের প্রার্থনার ন্যায্যতা বুঝিতে পারিবেন এবং তাহা মঞ্জুর করিবেন, কিন্তু তাহাদের আশা ব্যর্থ হইয়াছে। সেই কারণে, পূর্বোল্লিখিত আবেদনের ব্যাপারে মাননীয় সদস্যেরা যাহাতে নিবিড় মনোযোগ দেন এবং সুবিচার ও ন্যায়পরতার সহিত নিজেদের সংশোধক শক্তির প্রয়োগ করেন, তাহার জন্য আবেদনকারীগণ আপনাদের দ্বারস্থ হইতে সাহসী হইয়াছে। নিম্নস্বাক্ষরকারী আবেদনকারী-গণের কেহ কেহ, পূর্বোক্ত আবেদন সম্পর্কে, নিম্ন সভার কোন কোন সদস্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল, এবং সাক্ষাৎকালে বোধ হইয়াছিল তাঁহাদের সকলেই, আবেদনে যে প্রার্থনা করা হয়, তাহার ন্যায্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলেই বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে, আবেদন পাঠাইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। এই প্রশ্নটির আলোচনা না করিয়া, আবেদনকারীগণ নম্রতার সঙ্গে বলিতে চায়, বিলম্বের কথা মানিয়া লইলেও, বিলটি আইনে পরিণত হইলে ফলাফল যখন এত গুরুতর হইবার কথা, এবং প্রার্থনাটি যখন এত ন্যায্য আর তাহার দাবিও এত কম, তখন আবেদনটির বিবেচনা সম্পর্কে বিলম্বের কথাটির প্রতি সদস্যদের আদৌ গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল না। বিলসম্পর্কে এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া কঠিন নয় যেখানে, ইহা অপেক্ষা কম জরুরী ব্যাপারেও এবং কমিটিতে আলোচিত হওয়ার পরও, সুসভ্য দেশের পার্লামেণ্টগুলি বিলের সংশোধন করিয়াছে বা বিল অগ্রাহ্য করিয়াছে। আবেদনকারীগণের পক্ষে, দৃষ্টান্তস্বরূপে, হাউস্ অব লর্ড্‌স্ যে আইরিস্ হোম রুল বিল অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, এবং কিরূপ অবস্থায় তাহা করিয়াছিলেন, সে কথা বোধ হয় উল্লেখ না করিলেও চলে। নাগরিক-অধিকার-আইন-সংশোধন বিলটি এখন যেরূপ আকারে আছে, তাহাতে উহার ব্যাপকতা এত বেশী যে, আবেদনকারী-গণের মতে, উহা আইনে পরিণত হইলে, যতই যোগ্যতাসম্পন্ন হউক না কেন, কোন ভারতীয়ই, পূর্ব হইতে ভোটার-তালিকার অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে, আর ভোটার হইতে পারিবে না। আবেদনকারীগণ ভরসা করে যে, কাউন্সিল

কখনও এরূপ উদ্দেশ্য সমর্থন করিবেন না, এবং সেই কারণে, পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটিকে লেজিস্লেটিভ্ এসেম্ব্লিতে ফেরত পাঠাইবেন।

এই সদাশয়তা এবং সুবিচারের জন্য আবেদনকারীগণ প্রার্থনা করিতে থাকিবে।

**দি নাটাল এড্ভার্টাইজার্**, ৫-৭-১৮৯৪

## ৩০. দাদাভাই নওরোজির নিকট চিঠি

গান্ধীজী দাদাভাই নওরোজির নিকট অনেক চিঠি লেখেন। এটি বোধ হয় সর্বপ্রথম। ১৮৯১-এ ব্রিটিশ গভর্মেন্টের নিকট তাঁহাদের আবেদন উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়েরা দাদাভাইএর নিকট উপস্থিত হন। তখন হইতে তাঁহাদের সমস্যাবলীর সংগে দাদাভাইএর পরিচয় ছিল। সম্পূর্ণ চিঠিটি পাওয়া যায় না। নীচের লেখাটি সেই চিঠি হইতে উদ্ধৃত এবং আর. পি. মাসানির **দাদাভাই নওরোজি : দি গ্র্যান্ড্ ওল্ড্ ম্যান অব্ ইন্ডিয়া**, গ্রন্থের পৃঃ ৪৬৮-৬৯ হইতে গৃহীত।

ডারবান,
জুলাই ৫, ১৮৯৪

দায়িত্বশীল গভর্মেন্টের আমলে নাটালের প্রথম পার্লামেন্ট মুখ্যত ভারতীয় ব্যাপারের পার্লামেন্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিকাংশ সময়ই ইহা ভারতীয়দের সম্পর্কিত আইন লইয়া নিযুক্ত ছিল, অবশ্য সেই আইন কোনক্রমেই ভারতীয়দের অনুকূল নয়। লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিল ও এসেম্ব্লি উদ্বোধন করিতে গিয়া গভর্নর বলেন, ভারতীয়েরা ভারতে কখনও ভোটের অধিকার ব্যবহার করিয়া না থাকিলেও, নাটালে তাহারা সেই অধিকার ব্যবহার করিয়াছে; ভোটের এই অধিকারের বিষয়ে তাঁহার মন্ত্রীগণ যথাকর্তব্য স্থির করিবেন। যে-ব্যাপক আইনে ভারতীয়দের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে তাহার সমর্থনে যুক্তি দেখানো হইয়াছে যে, ভারতীয়েরা আগে কখনও ভোটাধিকার ব্যবহার করে নাই, এবং তাহারা ইহার যোগ্য নয়।

ভারতীয়দের আবেদন বোধ হয় ইহার যথেষ্ট ও যোগ্য উত্তর দিয়াছে। এই কারণে, এখন তাহারা ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং বিলের আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে। সেই উদ্দেশ্যটি হইল শুধু এই : "এখানে আমরা ভারতীয়দের আর চাই না। আমরা কুলিদের চাই, কিন্তু তাহারা এখানে গোলামের মত থাকিবে এবং চুক্তি-শেষেই ভারতে ফিরিয়া যাইবে।" এই বিষয়ের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ দিবার

জন্য আমরা আপনাকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করি এবং ভারতীয়েরা যেখানেই থাকুক না কেন, আপনার যে-প্রভাব সর্বদাই আপনি তাহাদের পক্ষে খাটাইয়াছেন এবং খাটাইতেছেন, সেই প্রভাব প্রয়োগ করার জন্য আপনার নিকট আবেদন জানাইতেছি। শিশুরা পিতাকে যে দৃষ্টিতে দেখে, ভারতীয়েরা আপনাকে সেই দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকে। ইহাই এখানকার প্রকৃত মনোভাব।

নিজের সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া আমি শেষ করিব। আমি এখনও অনভিজ্ঞ এবং আমার বয়স কম, কাজেই আমার পক্ষে ভুল করার খুবই সম্ভাবনা। যে দায়িত্বের ভার আমি লইয়াছি আমার সামর্থ্যের তুলনায় তাহার মাত্রা অনেক বেশী। এখানে উল্লেখ করিতে পারি যে, বিনা পারিশ্রমিকেই আমি একাজ করিতেছি। কাজেই আপনি দেখিতে পাইবেন, ভারতীয়দের ক্ষতি করিয়া নিজে লাভবান হইবার উদ্দেশ্যে আমি নিজের সাধ্যাতিরিক্ত এই কাজে নামি নাই। এখানে আমিই একমাত্র সেই সুলভ লোক যে এই সমস্যা লইয়া কাজ করিতে পারে। আপনি যদি আমাকে পরিচালনা করেন, পথ দেখাইয়া দেন এবং আবশ্যকমত উপদেশ দেন তাহা হইলে আমি কৃতজ্ঞ থাকিব। পিতার উপদেশ সন্তান যেমন করিয়া গ্রহণ করে, আপনার উপদেশও আমি সেই রকম করিয়াই গ্রহণ করিব।

## ৩১. নাটাল কাউন্‌সিলের নিকট দ্বিতীয় আবেদন

ডারবান,
জুলাই ১৮৯৪

নাটাল কলোনির মান্য লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্‌সিলের
মান্যবর সভাপতি ও সদস্যমহোদয়গণ
সমীপে
নাটাল কলোনির অধিবাসী
নিম্নস্বাক্ষরকারী ভারতীয়গণের আবেদন

সবিনয়ে নিবেদন করে :

(১) "নাগরিক-অধিকার-আইন-সংশোধন-বিল" সম্পর্কে আপনাদের মান্য কাউন্‌সিলের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য কলোনির অধিবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় আবেদনকারীগণকে নিযুক্ত করিয়াছে।

(২) ১৮৯৪-এর ৪ঠা জুলাই, মাননীয় মিঃ ক্যাম্প্‌বেলের মারফত, তাহাদের যে আবেদন দাখিল করা হইয়াছিল তাহা নিয়মানুযায়ী না হওয়ায়, আবেদনকারী-

গণ আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছে এবং সেই জন্য আবার তাহাদের মান্য কাউন্‌সিলের মূল্যবান সময় নষ্ট করিতে হইতেছে।

(৩) ভারতীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বস্ত এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে আবেদনকারীগণ এই ঘটনার প্রতি মান্য কাউন্‌সিলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহে যে, আলোচ্য বিলটি ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ এবং নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বিলের বিধানগুলি ভারতীয়দের মধ্যে যতই আলোচিত হইতেছে আবেদনকারীগণ ততই এই রকম অসন্তোষের কথা শুনিতে পাইতেছে: "মা-বাপ সরকার আমাদের মারিতে চাহিতেছেন, আমরা আর কি করিব?"

(৪) কাউন্‌সিলের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়াও আবেদনকারীগণ বলিতে চায় যে ইহা নিতান্ত অর্থহীন মতপ্রকাশ নহে, ইহা আন্তরিক মনোভাবেরই অভিব্যক্তি। মান্য কাউন্‌সিলের পক্ষে ইহা অত্যন্ত গভীর বিবেচনার বিষয় হওয়ার যোগ্য।

(৫) মান্য কাউন্‌সিলে বিলটির দ্বিতীয়বার আলোচনাকালীন বিতর্কের সময়ে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল যে, ভোট দেওয়ার অর্থ কি ভারতীয়েরা তাহা জানে না। এ সম্পর্কে আবেদনকারীগণ সসম্মানে বলিতে সাহস করে যে, এ কথা সত্য নয়। ভোটের অধিকার কি সুযোগ-সুবিধা আনিয়া দেয় তাহা তাহারা ভাল করিয়াই জানে এবং এই সুযোগ সঙ্গে সঙ্গে যে দায়িত্ব বহন করিয়া আনে তাহাও তাহারা অনুভব করিয়া থাকে। আবেদনকারীগণের ইহাই কেবল আকাঙ্ক্ষা যে, এই বিলের অগ্রগতির প্রত্যেকটি অবস্থা ভারতীয় সম্প্রদায় কিরূপ উত্তেজনা ও উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছে তাহা যদি মান্য কাউন্‌সিল প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পারিতেন!

(৬) আবেদনকারীগণ এক মুহূর্তের জন্যও একথা বলিবে না যে, সম্প্রদায়ের প্রত্যেক লোকেরই এরূপ জ্ঞান এবং সেই কারণে এরূপ মনোভাবও আছে, কিন্তু তাহারা বলিতে চায়, ইহাই হইল সাধারণ অবস্থা। আবেদনকারীগণ একথাও বলিবে না যে, এমন কোনও ভারতীয় নাই যাহাদের ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা অনুচিত হইবে, কিন্তু আবেদনকারীগণের মতে, সেই কারণে এই সুযোগ হইতে ভারতীয়দের সামূহিকভাবে বঞ্চিত করা যাইতে পারে না।

(৭) বিলটি কার্যকর হইলে বিসদৃশ কি কি ফল ফলিবে, মান্য কাউন্‌সিলের বিবেচনার জন্য আবেদনকারীগণ তাহার উল্লেখ করিতেছে:

(ক) ভোটার-তালিকায় যাহাদের নাম আগে হইতেই সন্নিবিষ্ট আছে, বিল স্বেচ্ছাচারিতা করিয়া তাহা তালিকাতেই রাখিয়া দিয়াছে, অথচ যে লোক এতদিন ভোটের অধিকার ব্যবহার করিতে চায় নাই, নূতন করিয়া তাহার নাম তালিকায় ভুক্ত হওয়ার পথ চিরকালের জন্য বিলে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) কোন কোন ভারতীয় পিতা ভোট দিতে পারিবে কিন্তু তাহাদের

সন্তানেরা কখনও ভোট দিতে পারিবে না, অথচ এমন হইতে পারে যে, সন্তানেরা সকল বিষয়েই পিতাদের অতিক্রম করিয়া যাইবে।

(গ) বিলে স্বাধীন এবং চুক্তিবন্ধ ভারতীয়দের কার্যত একই পর্যায়ে ফেলা হইয়াছে।

(ঘ) বিলের যে-অভিপ্রায় সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই বিলটির মূল-নীতি কি না সে প্রশ্ন আপাতত ছাড়িয়া দিলেও, বিলটি ইহাই বিবৃত করে বলিয়া মনে হয় যে, বর্তমানে ভারতে এমন কোন ভারতীয় নাই যাহার ভোটের অধিকার ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে, এবং ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে পার্থক্য এত বেশী যে, দীর্ঘকাল ইয়োরোপীয়দের সংস্পর্শে থাকিলেও কোন ভারতীয় ঐ মূল্যবান অধিকার ব্যবহার করার যোগ্যতা লাভ করিবে না।

(৮) যেখানে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রচলিত আছে, সেই সকল সভ্যদেশে জাত, যথার্থ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকমাত্রেরই যে-ভোটাধিকার জন্মগত অধিকার বলিয়া সর্বকাল স্বীকৃত সেখানে পিতাকে যদি দেখিতে হয় যে, জন-সেবক বা প্রতিনিধি করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে পুত্রকে শিক্ষা দিতে গিয়া প্রভূত পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়াও সেই ভোটাধিকারে পুত্র অধিকারী হইতে পারিবে না, অথচ পিতা নিজে ভোটাধিকারী থাকিবে, তবে আবেদনকারীগণ জানিতে চায়, সেই ব্যবস্থা কি ন্যায়সঙ্গত হইবে?

(৯) এশিয়াবাসীদের ভোট দিতে অনুমতি দেওয়া হইলে তাহা শেষ পর্যন্ত অশ্বেতকায় ভারতীয়দের দ্বারা আদিবাসীদের শাসনে গিয়া দাঁড়াইবে বলিয়া যে ভয় হইতেছে, সে সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বলিতে পারিলে আবেদনকারীগণ খুশী হইত। কিন্তু আবেদনকারীগণ সঙ্কোচের সঙ্গে মনে করে, মান্য কাউন্‌সিলের নিকট আবেদনকারীদের বিনীত মতামত জানাইবার ইহা উপযুক্ত সময় নয়। আবেদনকারীগণ শুধু ইহা বলিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে যে, তাহাদের মতে, এরূপ দৈব সংঘটন কখনও ঘটিবে না, এবং যদি সুদূর ভবিষ্যতে এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকেও, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার উপযুক্ত সময় নিশ্চিতই এখনও আসে নাই।

(১০) আবেদনকারীগণের সসম্মান নিবেদন এই যে, বিলটি এক শ্রেণীর ব্রিটিশ প্রজা ও আর এক শ্রেণীর মধ্যে, ঈর্ষাজনক পার্থক্যের সৃষ্টি করে। আবার এ কথা বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজারা যদি ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে সমান ব্যবহার পায়, তবে অন্য ব্রিটিশ প্রজাদের, অর্থাৎ কলোনির আদিবাসীদের, প্রতিও সেইরূপ ব্যবহারই করিতে হইবে। অপ্রীতিকর তুলনার মধ্যে না গিয়া, আবেদনকারীগণ, ১৮৫৮-র রাজকীয় ঘোষণা হইতে উদ্ধৃতি করিতেছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে, কি সূত্র অবলম্বনে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রজার সহিত ব্যবহার করা হইয়াছে এবং ব্যবহার করা উচিত হইবে।

ভারতীয় রাজ্যের প্রজাদের প্রতি আমরা সেই একই কর্তব্যপাশে আবদ্ধ বলিয়া মনে করি, যে কর্তব্যপাশে আমরা আমাদের অন্য সকল প্রজার প্রতি আবদ্ধ এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অনুকম্পায় আমরা ঐ সকল কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে এবং ন্যায়পরতার সঙ্গে পালন করিব। এবং আমাদের আরও সংকল্প এই যে যতদূর সম্ভব, আমাদের প্রজাগণ, আমাদের কৃত্যকের সকল রকম পদে, যে-পদের কাজ যথাযথভাবে নিষ্পন্ন করিবার জন্য তাহারা শিক্ষা, যোগ্যতা এবং সততা অর্জন করিবে, জাতি-ধর্মনির্বিশেষে অবাধভাবে নিযুক্ত হইবে। তাহাদের সমৃদ্ধিতে আমাদের শক্তি, তাহাদেব সন্তোষে আমাদের নিরাপত্তা এবং তাহাদের কৃতজ্ঞতা হইবে আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার।

(১১) উপরের উদ্ধৃতির, এবং ১৮৩৩-এর সনদ-এর, নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া ভারতীয়েরা অত্যন্ত দায়িত্বসম্পন্ন পদে,—যেমন প্রধান বিচারপতির পদ,—অধিষ্ঠিত হইয়াছে। তথাপি এখানে, একটি ব্রিটিশ কলোনিতে, আপনাদের আবেদনকারীগণকে, অথবা তাহাদের ভ্রাতৃবৃন্দকে, কিংবা তাহাদের সন্তানদের, একজন সাধারণ নাগরিকের সাধারণতম অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

(১২) এখন বলা হইয়াছে, ভারতীয়েরা পৌর (মিউনিসিপাল) স্বায়ত্তশাসন জানে কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্তশাসন জানে না। আবেদনকারীরা নিবেদন করিতেছে যে একথাও এখন আর পুরাপুরি ঠিক নয়। কিন্তু যদি মানিয়াই লওয়া যায় যে এ কথা সর্বাংশে সত্য, তবে, যে দেশে পার্লামেণ্টীয় গভর্মেণ্ট প্রচলিত সে দেশে, ভারতীয়দের সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় ভোটাধিকারের দরজা বন্ধ করিয়া দিবার পক্ষে কি তাহা কোন যুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে? আবেদনকারীগণ নিবেদন করে, আসল এবং একমাত্র পরীক্ষা ইহাই হওয়া উচিত যে আবেদনকারীগণ এবং যাহাদের পক্ষে তাহারা ওকালতি করিতেছে, তাহারা যোগ্য কি যোগ্য নয়। রাজতান্ত্রিক গভর্মেণ্টের অধিকারভুক্ত কোন দেশ হইতে আগত কোন লোক, যেমন রাশিয়ার লোক, প্রতিনিধিমূলক গভর্মেণ্টের ধরন-ধারণ বুঝিবার বা তাহার মূল্য উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য না দেখাইতে পারে, কিন্তু, আবেদনকারীগণের ধারণা, ইহা সত্ত্বেও, অন্যান্য দিক হইতে সমর্থ ও যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, মান্য কাউন্সিল এরূপ লোককেও রাষ্ট্রীয় ভোটাধিকারের অনুপযুক্ত সাব্যস্ত করিয়া নিন্দা করিবেন না।

(১৩) উপসংহারে, আবেদনকারীগণ, লর্ড মেকলের এই স্মরণীয় উক্তির প্রতি মান্য কাউন্সিলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে : "আমরা স্বাধীন এবং সুসভ্য, কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা এবং সভ্যতা বৃথাই হইবে, যদি মানবজাতির কোন অংশকে সমপরিমাণ স্বাধীনতা ও সভ্যতা দান করিতে আমরা অনিচ্ছা প্রকাশ করি।"

(১৪) আবেদনকারীগণ সাগ্রহে আশা করে যে, উল্লিখিত তথ্য এবং যুক্তিতর্ক অন্য কিছু প্রমাণ না করিলেও, মান্য কাউন্সিলের সন্দেহ নিরসন করিয়া ইহা

অবশ্যই প্রমাণ করিবে যে, ভারতীয়দের ভোটাধিকার ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে কি না তাহা নিরূপণ করিবার জন্য, এবং ভারতীয়দের আগের মতই ভোটাধিকার ব্যবহার করিতে দিলে তাহাদের ভোট ইয়োরোপীয় ভোটকে প্লাবিত করিয়া দিবে ও গভর্মেণ্ট-পরিচালনার ভার তাহাদের হাতে গিয়া পড়িবে বলিয়া যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার কোন ভিত্তি আছে কি না তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য, এবং অন্যান্য গুরুতর প্রশ্নের বিচার করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য, একটি তদন্ত-কমিশন নিয়োগ করিবার যথার্থ আবশ্যকতা আছে। অতএব, আবেদনকারীগণ প্রার্থনা করে, যে মান্য কাউন্সিল বিলটির সম্পর্কে যেরূপ সঙ্গত মনে করেন সেইরূপ ন্যায্য এবং নিরপেক্ষ সুপারিশ সংযোগ করিয়া, বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য মান্য লেজিস্লেটিভ্ এসেম্ব্লির নিকট ফেরত পাঠাইয়া দিবেন।

এবং এই ন্যায়পরায়ণতা ও সদাশয়তার জন্য আবেদনকারীগণ কর্তব্যবোধে প্রার্থনা করিতে থাকিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

হাজি মহম্মদ হাজি দাদা এবং অন্য সাতজন ভারতীয়ের পক্ষে, মাননীয় মিঃ ক্যাম্প্বেল কর্তৃক ১৮৯৪-এর ৬ই জুলাই তারিখে নাটাল পার্লামেণ্টের লেজিস্-লেটিভ্ কাউন্সিলে উপস্থাপিত আবেদন।

কলোনিয়াল আফিসের নথিপত্র নং ১৮১, খণ্ড ৩৮।

## ৩২. ভারতীয়গণ এবং নাগরিক অধিকার

নাগরিক-অধিকার-আইন-সংশোধন বিল সম্পর্কে ভারতীয় সম্প্রদায়, নাটাল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে যে আবেদন দাখিল করে, ১৮৯৪-এর ২ই জুলাই তারিখের **নাটাল মার্কারি**, "ইণ্ডিয়ান ভিলেজ কমিউনিটিজ্" শীর্ষক একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাহার সমালোচনা করিয়া বলে, ভারতের গ্রাম্য সমাজ-গুলিতে যে ধরনের প্রতিনিধিত্বের কথা জানা ছিল, পার্লামেণ্টীয় গভর্মেণ্ট তাহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক (জিনিস)। ভারতীয়েরা নিজেদের দেশে নাগরিক অধিকার ব্যবহার করে না এই যুক্তিতে বিলে নাগরিক অধিকার হইতে ভারতীযদের বাদ দেওয়া হয়। ভারতীয়েরা বলে, প্রাচীনকাল হইতে গ্রাম্য সমাজগুলিতে তাহারা এরূপ অধিকার ব্যবহার করিয়া আসিযাছে। **নাটাল মার্কারি**, এই মতের, এবং স্যার হেনরি সাম্নার মেইন তাঁহার, **ভিলেজ কমিউনিটিজ ইন দি ইস্ট এণ্ড ওয়েস্ট** নামক গ্রন্থে, প্রায় স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতীয়েরা প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত পরিচিত ছিল বলিয়া যে মত প্রকাশ করেন তাহার প্রতিবাদ করে। **নাটাল মার্কারি** বলে, রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিত্বের সহিত ভারতীয় গ্রাম্য সমাজগুলির কোন সম্পর্ক ছিল না, সেগুলি শুধু জমির স্বত্ব-স্বামিত্বের আইনগত প্রশ্ন লইয়া কারবার করিত। **নাটাল মার্কারি** প্রতিপাদন

করার চেষ্টা করে যে, গ্রাম্য সমাজ-জীবন সকল প্রকার আদিমজাতির লোকেদের পক্ষেই সাধারণ জিনিস ছিল, এবং কোন কিছু প্রমাণ করিলে, ইহা সেই জাতির অনুন্নত অবস্থার কথাই প্রমাণ করে। **নাইন্‌টিন্‌থ্‌ সেঞ্চুরি** পত্রিকায়, ভারতীয়েরা এখনও রাজনীতিক শৈশব অবস্থায় আছে, এই মর্মে স্যার জর্জ চেস্‌নি যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, **নাটাল মার্কারি** তাহা উদ্ধৃত করে। উত্তরে গান্ধীজী নিম্নলিখিত লেখাটি লেখেন :

ডারবান,
জুলাই ৭, ১৮৯৪

সম্পাদক
**দি নাটাল মার্কারি**

মহাশয়,

আজিকার কাগজে আপনার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও শক্তিশালী সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি পাঠ করিলাম। লেখাটি উপভোগ করিবার মত। নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত আবেদনটির বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই থাকিবে না ইহা আশা করা যায় নাই। এই আধুনিক যুগে, কোন বিষয়ে বলিবার দুইটি দিক না থাকিলে তাহা এক অদ্ভুত—আমি প্রায় বলিতে যাইতেছিলাম অলৌকিক—ব্যাপার হইত। ঐ নীতির সম্পর্কে, আপনার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূলে, স্যার্‌ জর্জ চেস্‌নি-ই একমাত্র লেখক নহেন। স্যার হেন্‌রি সাম্‌নার মেইন্‌-এর সম্বন্ধে যাই বলা যাক না কেন তিনিও নশ্বর ব্যক্তি। সুতরাং, ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, তাঁহার তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তগুলির প্রতিবাদ করা হইবে। বোধ হয়, মর্ত্য লোকের পক্ষে 'দ্বন্দ্বা'তীত হওয়ার কোন উপায় নাই। আমি, অবশ্য এখন আর বিষয়টির অপর এক দিকের কথার অবতারণা করিব না। ভবিষ্যতে কোন সময়ে বিষয়টির পুনরুল্লেখ করা যাইবে।

এই চিঠি লেখার উদ্দেশ্য হইল আপনাকে "অবাক্‌" করিয়া দেওয়া। আমি সানন্দে বলিতেছি, মহীশূর রাষ্ট্র নিজের প্রজাদের রাজনীতিক নাগরিক-অধিকার দিয়াছে। আমি সংবাদপত্রের বিবরণী হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটি লইয়াছি :

দেওয়ান সম্প্রতি যে ব্যবস্থার কথা ব্যাখ্যা করিযাছেন সেই ব্যবস্থানুসারে, এক শত টাকা বা তার বেশী রাজস্ব দেয়, কিংবা তেবো টাকা বা তার বেশী মহাতরফা দেয, এরূপ ভূস্বমী, প্রতিনিধিমূলক এসেম্ব্‌লির সদস্যদের জন্য ভোট দিতে পারিবে এবং নিজেরাও সদস্য নির্বাচিত হইতে পারিবে। ইহা ছাডা, যে কোন ভাবতীয বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতকগণও (গ্র্যাজুয়েট), সাধারণত কোন তালুকে বাস করিলে, নির্বাচন করার অধিকার পাইবে, এবং নির্বাচিতও হইতে পারিবে। কাজেই বিত্ত এবং বুদ্ধি উভয়েরই প্রতিনিধি এসেম্বলিতে থাকিবে। আরও, ইহাও নির্দেশ করা হইয়াছে যে

যে-কোন জনসঙ্ঘ, পৌরসংঘ (মিউনিসিপালিটি) এবং স্থানীয় বোর্ড্গুলিও (লোক্যাল বোর্ড্) সদস্য নির্বাচন করিতে পারিবে। নির্দিষ্ট সদস্যের মোট সংখ্যা ৩৪৭, এবং এই সকল সদস্য প্রায় 4000 ভোটারের দ্বারা নির্বাচিত হইবে।

আমি আপনার সদ্বুদ্ধির নিকট আবেদন জানাইতেছি, এবং আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, দুই জাতির মধ্যে পার্থক্যের বিষয়, প্রায়শ যাহা কষ্টকল্পিত অথবা কেবলমাত্র কল্পিত এবং যাহা বাস্তবিক পক্ষে কাহারও কল্যাণ না করিয়া কেবল লোকের হীনতম প্রবৃত্তিগুলিই জাগাইতে পারে,—সেই পার্থক্যের বিষয় লোকচক্ষে তুলিয়া না ধরিয়া, দুই জাতির সাদৃশ্যের বিষয়গুলি সংগ্রহ করিয়া সেইগুলির প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক মানবজাতির উপকার করা কি আপনার পক্ষে ভাল নয়? আমি মনে করি, দুই জাতির মধ্যে ঈর্ষা-বিদ্বেষের বীজ বপন করা আপনাদের স্বার্থের অনুকূল হইতে পারে না। আমার সন্দেহ নাই যে, এরূপ করা আপনার শক্তি-সাধ্য, যেমন অল্পাধিক পরিমাণে ইহা সকলেরই সাধ্যের মধ্যে! কিন্তু ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর ও অনেক মহত্তর অপর একটা জিনিসও আপনার আয়ত্তের মধ্যে রহিয়াছে। তাহা আপনাকে শুধু শ্রেষ্ঠত্ব আনিয়া দিবে না, সাধুত্বও আনিয়া দিবে, এবং তাহার চেয়েও যা বেশী, আপনার প্রতি এমন এক জাতির কৃতজ্ঞতা আনিয়া দিবে, যে জাতি,—ঘটনাটি স্বতই একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার,—বারো শত বৎসরের অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও বিনষ্ট হয় নাই। সে জিনিসটি হইল, ভারত এবং ভারতীয় জাতিগুলির বিষয়ে কলোনিকে সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া।

ভবদীয়
এম্. কে. গান্ধী

**দি নাটাল মার্কারি**, ১১-৭-১৮৯৪

## ৩৩. নাটাল-গভর্নরের নিকট চিঠি

ডারবান,
জুলাই ১০, ১৮৯৪

মাননীয় স্যার ওয়ালটার ফ্রান্সিস্ হেলি-হাচিন্সন্,
কে. সি. এম্. জি., নাটাল কলোনির গভর্নর ও
কম্যাণ্ডার-ইন্-চিফ্, নাটাল কলোনির ভাইস্-এড্মিরাল,
এবং আদিবাসী অধিবাসীদের সুপ্রিম চিফ্
সমীপে

নিম্নস্বাক্ষরকারী ভারতীয়দের আবেদন

সসম্মানে নিবেদন করে,

১. নাটাল কলোনির অধিবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্বরূপে

আবেদনকারীগণ, নাগরিক-অধিকার-আইন-সংশোধন-বিলের সম্পর্কে সবিনয়ে আপনার স্বারস্থ হইতেছে।

২. আবেদনকারীগণ জানিয়াছে, আপনি বিলটি রাজকীয় সম্মতির জন্য হোম গভর্মেণ্টের (বিলাতের গভর্মেণ্ট) নিকট পাঠাইবেন।

৩. ঘটনা এইরূপ হওয়ায়, বিলটি সম্বন্ধে হোম গভর্মেণ্টে পেশ করিবার জন্য একটি আবেদন[১] তৈরি করা হইতেছে।

৪. আবেদনকারীগণ যতশীঘ্র সম্ভব আবেদনখানি আপনার নিকট পাঠাইয়া দিবে।

৫. আবেদনখানি যতক্ষণ না আপনার নিকট পাঠানো হয় ততক্ষণ পর্যন্ত হোম গভর্মেণ্টের নিকট এ বিষয়ে আপনার ডেস্‌প্যাচ (সরকারী বার্তা) পাঠানো স্থগিত রাখিবার জন্য আবেদনকারীগণ আপনার নিকট সসম্মান অনুরোধ জানাইতেছে।

এবং এই সুবিচার ও সদাশয়তার জন্য আবেদনকারীগণ প্রার্থনা করিতে থাকিবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

(স্বাক্ষর) এম্‌. কে. গান্ধী
এবং আরও সাতজন

নাটালের গভর্নর, স্যার ওয়াল্‌টার হেলি-হাচিন্‌সন্‌-এর নিকট হইতে, কলোনি-গুলির জন্য সেক্রেটারি অব্‌ স্টেট লর্ড রিপন-এর নিকট ১৮৯৪-এর ১৬ই জুলাই তারিখে প্রেরিত ৬২নং ডেস্‌প্যাচেব সাংলগ্নিক ৬।

কলোনিয়াল আফিসের নথিপত্র নং ১৭৯, খণ্ড ১৮৯।

## ৩৪. দাদাভাই নওরোজির নিকট চিঠি

ঠিকানা, মেসার্স. দাদা আবদুল্লা এণ্ড কো.,

ডারবান,
জুলাই ১৪, ১৮৯৪

মাননীয় মিঃ দাদাভাই নওরোজি, এম্‌. পি.
মহাশয়,

এই মাসের ৭ই তারখে[২] লেখা চিঠির অনুবৃত্তিতে আপনাকে নাগরিক-অধিকার-আইন-সংশোধন-বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অগ্রগতির কথা জানাইতেছি :

[১] দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০৯।
[২] এই চিঠি পাওয়া যায় নাই।

লেজিস্‌লেটিভ্‌ কাউন্‌সিলে ৭ই তারিখে বিলটির তৃতীয় দফা আলোচনা শেষ হইয়া গিয়াছে। অন্য আবেদনখানি কাউন্‌সিলে গৃহীত হয়। সভা আবেদনখানি বিবেচনা না করা পর্যন্ত তৃতীয় দফা আলোচনা স্থগিত রাখিবার জন্য একজন মাননীয় সদস্য প্রস্তাব আনেন। প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়।

মহামান্যা রাজ্ঞীর অগ্রাহ্য না-করার শর্তসাপেক্ষে গভর্নর বিলটিতে তাঁহার সম্মতি দিয়াছেন। বিলে একটি শর্ত আছে,—বিলটি মহামান্যা রাজ্ঞী অগ্রাহ্য করিতে ইচ্ছা করেন না বলিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত, ঘোষণার দ্বারা বা অন্যবিধ উপায়ে, গভর্নর্‌ জানাইয়া না দেন, ততক্ষণ পর্যন্ত বিলটি আইনে পরিণত হইবে না।

হোম গভর্মেণ্টের নিকট যে আবেদন[১] করা হইবে তাহার একটি নকল এই সঙ্গে পাঠাইতেছি। ইহা সম্ভবত এই মাসের ১৭ই তারিখে এখানে গভর্নরের নিকট পাঠানো হইবে। প্রায় ১০,০০০ ভারতীয় ইহাতে সই করিবে। প্রায় ৫,০০০ স্বাক্ষর ইহার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।

কাউন্‌সিলে[২] যে আবেদন দাখিল করা হয় তাহার নকল আপনাকে পাঠাইতে পারিতেছি না বলিয়া আমি দুঃখিত।

আমি, অবশ্য, খবরের কাগজ হইতে কাটা একটি অংশ আপনাকে পাঠাইতেছি। তাহাতে আপনি মোটামুটি একটা ভাল বিবরণ পাইবেন।

এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। অবস্থা এতই সঙ্গিন যে নাগরিক-অধিকার-বিলটি আইনে পরিণত হইলে, এখন হইতে দশ বৎসর পরে কলোনিতে ভারতীয়দের অবস্থা একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠিবে।

বশংবদ
এম্‌. কে. গান্ধী

মূল চিঠি গান্ধীজীর নিজের হাতে লেখা। তাহারই ফটোস্ট্যাট-প্রতিচিত্র হইতে।

## ৩৫. লর্ড রিপনের নিকট আবেদন

গান্ধীজী তাঁহার **আত্মজীবনী**তে বলিয়াছেন যে ভারতীয়দের ভোটাধিকার সম্পর্কিত এই আবেদনটির বিষয়ে তিনি বিশেষ যত্ন লন এবং পনেরো দিনের মধ্যে ইহাতে দশ হাজারের বেশী স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। নাটালের প্রধান মন্ত্রী, গভর্নরের নিকট ইহা পাঠাইবার সময়ে আবেদনটি অগ্রাহ্য করিবার সুপারিশ করিয়া ইহাতে যুক্তি সন্নিবিষ্ট করেন।

[১] দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০৯।
[২] দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০১।

ডারবান,

জুলাই ১৭, ১৮৯৪ ][১]

মাননীয় মার্কুইস্ অব্ রিপন,

কলোনিগুলির জন্য রাজ্ঞীর প্রধান সেক্রেটারি মহাশয় সমীপে

বর্তমানে নাটাল কলোনির অধিবাসী নিম্নস্বাক্ষরকারী ভারতীয়দের আবেদন

সবিনয়ে নিবেদন করে :

১. আবেদনকারীগণ ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজা। তাহারা নাটাল কলোনির বিভিন্ন জেলায় বসবাস করে।

২. আবেদনকারীগণের কেহ কেহ ব্যবসায়ী হিসাবে কলোনিতে আসিয়া বসবাস করিয়াছে। কিছু লোক আবার প্রথমে চুক্তিবন্ধ হইয়া ভারত হইতে আসে এবং বর্তমানে কিছুকাল ধরিয়া (এমন কি ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত) দায়মুক্ত অবস্থায় এখানে বসবাস করিতেছে। কিছু লোক আছে চুক্তিবন্ধ ভারতীয়, এবং কিছু লোক কলোনিতেই জন্মিয়াছে ও এখানেই শিক্ষা পাইয়া নানারকম বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। এটর্নির কেরানী, কম্পাউণ্ডার, ফটোগ্রাফার, স্কুলমাস্টার প্রভৃতি নানারকমের কাজ তাহারা করিতেছে। কোন কোন আবেদনকারীর কলোনিতে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি আছে, এবং তাহারা লেজিস্লেটিভ্ এসেম্ব্লিতে সদস্যনির্বাচন করার যথাসঙ্গত অধিকারী। আবেদনকারীগণের মধ্যে অল্প কিছু এমন লোকও আছে, যাহাদের ভোটাধিকার পাওয়ার পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ ভূসম্পত্তি আছে, কিন্তু কোন না কোন কারণে তাহারা ভোটার-তালিকায় নাম সন্নিবিষ্ট করাইতে পারে নাই।

৩. নাটাল কলোনির প্রধান মন্ত্রী স্যার জন রবিন্সন্ গত অধিবেশনে নাগরিক-অধিকার-আইন-সংশোধন-বিল উপস্থাপিত করেন। বর্তমানে লেজিস্-লেটিভ্র কাউন্সিলে তাহার তৃতীয় দফা আলোচনা শেষ হইয়াছে এবং তাহা, রাজ্ঞীর অগ্রাহ্য না-করার ঘোষণা সাপেক্ষে গভর্নরের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। ঐ বিল সম্পর্কে আবেদনকারীগণ আপনার দ্বারস্থ হইতেছে।

৪. কলোনিতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী এশিয়া-জাত লোকদের পার্লামেণ্টের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করাই হইল উক্ত বিলটির উদ্দেশ্য। যাহাদের নাম আগে হইতেই সঙ্গতভাবে ভোটার-তালিকায় সন্নিবিষ্ট আছে তাহাদের অবশ্য এই বিলের আমল হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

[১] ১০৯ পৃষ্ঠায় যে আবেদনের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারই ভিত্তিতে।

৫. এই অভিযোগের প্রতিকারকল্পে কলোনির বিধিসম্মত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যে আন্দোলন করা হইতেছে, আপনার অনুমতি লইয়া, আবেদনকারীগণ, সংক্ষেপে তাহার ইতিহাস বিবৃত করিতেছে।

৬. নাগরিক-অধিকার-আইন-সংশোধন-বিলের দ্বিতীয় দফা আলোচনা শেষ হওয়ার পর, আবেদনকারীগণ, প্রথমে লেজিস্‌লেটিভ্‌ এসেম্ব্‌লির দ্বারস্থ হয়। আবেদনকারীগণ যখন জানিতে পারিল যে দ্বিতীয় দফা আলোচনার দুই দিন পরেই বিলটির কমিটি-আলোচনাও শেষ হইয়া গিয়াছে, এবং আর এক দিন পরেই, তৃতীয় দফা আলোচনাও শেষ হইয়া যাইবে, তখন আবেদনকারীগণ দেখিল তৃতীয় দফা আলোচনা স্থগিত না রাখিলে লেজিস্‌লেটিভ্‌ এসেম্ব্‌লির নিকট তাহাদের আবেদন দেওয়া আর সম্ভব হয় না। তাই ঐ আলোচনা স্থগিত রাখিবার জন্য লেজিস্‌লেটিভ্‌ এসেম্ব্‌লিকে অনুরোধ করিয়া আবেদনকারীগণ টেলিগ্রাফ করিয়া এক আবেদন পাঠায়। ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া লেজিস্‌লেটিভ্‌ এসেম্ব্‌লি অনুগ্রহপূর্বক এক দিনের জন্য আলোচনাটি মুলতবী রাখেন। সেই এক দিনেই পাঁচ শত ভারতীয় এক আবেদনে স্বাক্ষর করে এবং পরের দিন উহা লেজিস্‌লেটিভ্‌ এসেম্ব্‌লির নিকট উপস্থিত করা হয়। মারিৎস্‌বার্গে এক প্রতিনিধিদল প্রধান মন্ত্রী ও এটর্নি-জেনার্‌ল্‌ সমেত মান্য সভার কতিপয় সদস্যের সহিত সাক্ষাৎ করে। প্রতিনিধিদলকে সৌজন্যের সহিত গ্রহণ করা হয় এবং মাননীয় সদস্যগণ ধীরতার সঙ্গে তাহাদের সকল কথা শোনেন। মাননীয় সদস্যগণের বেশীর ভাগই উক্ত আবেদনে লিখিত প্রার্থনা যে ন্যায্য, অল্পাধিক পরিমাণে তাহা স্বীকার করেন, যদিও সকলেই বলেন, আবেদনটি অত্যধিক বিলম্বে উপস্থিত করা হইয়াছে। আবেদনটি মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করিবার জন্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তৃতীয় দফা আলোচনা চার দিনের জন্য স্থগিত রাখার অনুমতি প্রার্থনা করেন। ইহাও উল্লেখ করা চলিতে পারে যে, আবেদনটি অনুমোদন করিয়া মাননীয় লেজিস্‌লেটিভ্‌ কাউন্‌সিলের নিকট ভেরুলাম, রিচ্‌মণ্ড্‌ রোড, এবং অন্যান্য জায়গা হইতে টেলিগ্রাফে আবেদন পাঠানো হয়। কিন্তু সভার কোন সদস্য সেই আবেদন উপস্থিত করেন নাই, এই যুক্তিতে আবেদনগুলি অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হয়। গভর্মেণ্ট নিশ্চয়ই সেই আবেদনগুলি আপনার নিকট পাঠাইয়া দিবেন ইহা মনে করিয়া আবেদনকারীগণ এই আরজির সঙ্গে সেই আবেদনগুলি দেয় নাই।

৭. আবেদনটি উপস্থাপন করিবার চার দিন পরে, ১৮৯৪-এর ২রা জুলাই, সোমবার, আবেদনকারীগণ যাহা আশা করে নাই তাহাই ঘটিল। অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাহারা দেখিল যে, বিলটি তৃতীয় বারের জন্য আলোচিত হইয়া গেল।

৮. পরবর্তী মঙ্গলবারে আবেদনকারীগণ লেজিস্‌লেটিভ্‌ কাউন্‌সিলের

নিকট একটি আবেদন পাঠাইল। মাননীয় মিঃ ক্যাম্প্‌বেল আবেদনটি উপস্থিত করিলেন, কিন্তু আবেদনে লেজিস্‌লেটিভ্‌ এসেম্ব্‌লি সম্বন্ধে উল্লেখ থাকায় তাহা বিধি-বহির্ভূত বলিয়া ঘোষিত হইল, এবং বিলটি দ্বিতীয় বারের জন্য আলোচিত হইল। ইহা জানিতে পারিয়াই আবেদনকারীগণ সময় নষ্ট না করিয়া পরবর্তী বৃহস্পতিবারেই মাননীয় কাউন্‌সিলের নিকট আর একখানি আবেদন-পত্র পাঠাইয়া দিল এবং সেই একই মাননীয় সদস্যের মাধ্যমে শুক্রবারে তাহা উপস্থাপিত করা হইল। ইত্যবসরে, অর্থাৎ দ্বিতীয় আলোচনার একদিন পরেই বিলটির কমিটি-অবস্থা, অর্থাৎ কমিটিতে বিলটির আলোচনাও শেষ হইয়া গিয়াছিল। শেষোক্ত আবেদনটি যাহাতে বিবেচিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে মাননীয় মিঃ ক্যাম্প্‌বেল বিলটির তৃতীয় আলোচনা স্থগিত রাখার প্রস্তাব করিলেন। আবেদনটি **অত্যধিক বিলম্বে** করা হইয়াছে এই যুক্তিতে, অবশ্য, প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়া গেল। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিবেন যে বিলটি মাত্র চার দিন মাননীয় কাউন্‌সিলের সম্মুখে ছিল, পুরাপুরি চার দিনও কিনা সন্দেহ। প্রসঙ্গক্রমে আবেদনকারীগণ উল্লেখ করিতে পারে যে, ভারতীয় সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ মান্যবর স্যার ওয়াল্‌টার এফ্‌. হেলি-হাচিন্‌সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য একটি প্রতিনিধিদল নিয়োগ করে এবং তিনি সৌজন্য ও সদাশয়তার সঙ্গে তাহাদের গ্রহণ করেন। এসেম্ব্‌লি ও কাউন্‌সিল, এই দুইটি সভার মাননীয় সদস্যদের ব্যক্তিগত মতামত জানিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের একটি কমিটি উক্ত সদস্যদের নিকটে একটি ছাপানো সার্কুলার-চিঠি পাঠায় এবং অনুরোধ করে, তাঁহারা যেন কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর পাঠাইয়া দেন। আবেদনকারীগণ এই সঙ্গে সার্কুলার-চিঠিখানি এবং প্রশ্নাবলী-সম্বলিত স্মারকলিপিটি[১] পাঠাইতেছে। এ পর্যন্ত মাত্র একজন মাননীয় সদস্য চিঠিটির উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু তিনিও প্রশ্নগুলির উত্তর দেন নাই।

৯. নাগরিক-অধিকার-বিলটির সমালোচনা করার আগে আবেদনকারীগণ, অত্যধিক বিলম্বে তাহারা লেজিস্‌লেটিভ্‌ এসেম্ব্‌লির দ্বারস্থ হইয়াছে বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে একমাত্র যে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে, সেই যুক্তি খণ্ডন করিতে চায়। এই সম্বন্ধে তাহারা শুধু এই কথাই বলিবে যে, নিছক নিয়মের দিক হইতে দেখিলে, তাহাদের অত্যধিক বিলম্ব হয় নাই। তাছাড়া, বিচার্য প্রশ্নগুলির গুরুত্ব এত বেশী এবং বিলটির সঙ্গে মহামান্যা রাজ্ঞীর ভারতীয় প্রজাদের স্বার্থ এত গভীরভাবে জড়িত আছে এবং ভবিষ্যতে জড়িত হইবে যে, গভর্মেণ্ট অথবা মাননীয় লেজিস্‌লেটিভ্‌ কাউন্‌সিল ও লেজিস্‌লেটিভ্‌ এসেম্ব্‌লি ইচ্ছা করিলে বিলটির তৃতীয় আলোচনা শেষ হইতে দিবার পূর্বেই অনায়াসে তাঁহাদের

[১] "ব্যবস্থাপকদের নিকট প্রশ্নমালা", জুলাই ১, ১৮৯৪, পৃষ্ঠা ৯৫-৬ দেখুন।

সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করিতে এবং আবেদনকারীদের অভিযোগ সম্পর্কে পুরাপুরি তদন্ত করিয়া দেখিতে পারিতেন।

১০. বিতর্কের সময়, এবং বিলের ভূমিকাতেও, ইহা বলা হইয়াছে যে এশিয়ার জাতিগুলি কখনও ভোটাধিকারের চর্চা করে নাই। বিতর্ককালে আরও বলা হয় যে, এশিয়াবাসীরা ভোটাধিকার ব্যবহার করার যোগ্য নয়। ভারতীয়দের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করার যে সকল যুক্তি দেখান হইয়াছে, এই দুইটি তাহার মধ্যে প্রধান। আবেদনকারীগণ বিশ্বাস করে যে, মাননীয় এসেম্ব্লিতে যে-আবেদন তাহারা দিয়াছে সেই আবেদনে উল্লিখিত যুক্তি দুইটির যথোচিত খণ্ডন করা হইয়াছে।

১১. এশিয়াবাসীদের ভোটাধিকার ব্যবহার করার বিরুদ্ধে দুইটি আপত্তিই যে টেকে নাই খোলাখুলিভাবে তাহা স্বীকৃত না হইলেও মনে হয় নীরবতার দ্বারা তাহার যথার্থতাই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে, কেননা, মাননীয় লেজিস্‌লেটিভ্ এসেম্[illegible]তে বিলটির দ্বিতীয় আলোচনার সময়ে যেমন নীতি এবং ন্যায় ব্যবহারের যুক্তিতে এশিয়াবাসীদের বহিষ্কারকে সমর্থন করার চেষ্টা করা হইয়াছিল, ঐ সভাতেই বিলটির তৃতীয় আলোচনার সময়ে তাহা না করিয়া কেবলমাত্র রাজনীতিক কারণেই তাহা সমর্থন করা হইতেছে, একথা আরও খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করা হয়। বলা হইয়াছিল, ভারতীয়দের ভোট দিতে দিলে, তাহাদের ভোট ইয়োরোপীয় ভোটকে প্লাবিত করিয়া দিবে এবং গভর্মেণ্টের কর্তৃত্ব ইয়োরোপীয়দের হাতে না থাকিয়া এশিয়াবাসীদের হাতে গিয়া পড়িবে।

১২. মাননীয় দুইটি সভার প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়াও আবেদনকারীগণ [ নিবেদন করিতে ] চাহে যে, উক্তরূপ ভীতির কোনই ভিত্তি নাই। বর্তমান সময়েও ইয়োরোপীয় ভোটারদের তুলনায় ভারতীয় ভোটার সংখ্যায় খুব কম। চুক্তিবদ্ধ হইয়া যে সকল ভারতীয় এদেশে আসে, চুক্তি বলবৎ থাকার সময়ে, এবং তাহার পরেও বহু বৎসর ধরিয়া, তাহাদের এরূপ যথেষ্ট পরিমাণ ভূসম্পত্তি থাকা সম্ভব হইতে পারে না যাহাতে তাহারা ভোট দেওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। তা ছাড়া, ইহা একটি কুখ্যাত সত্য যে যাহারা নিজের পয়সায় এখানে আসে তাহারা বরাবরের জন্য কলোনিতে থাকে না; কয়েক বৎসর পরে তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া যায়, এবং তাহাদের জায়গায় অন্য ভারতীয়েরা আসে। কাজেই, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কথা বলিতে গেলে, সাধারণত তাহাদের ভোটের সংখ্যা কখনই বদলাইবে না। আর একটি ঘটনার কথাও ভুলিলে চলিবে না। সেটি এই—কলোনির লোকেদের মধ্যে ইয়োরোপীয়েরা যেরূপ আগ্রহের সঙ্গে তৎপর হইয়া রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে যোগ দেয়, ভারতীয়েরা সেরূপ করে না। এখানে বোধ হয় ৪৫,০০০ ইয়োরোপীয় আছে, আর ভারতীয়দের সংখ্যাও বোধ হয়

ঐরূপই হইবে; মাত্র এই ঘটনা হইতেই বোঝা যাইবে ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় ভোটের পার্থক্য কত গুরুতর। আবেদনকারীগণ বলিতে চায় যে, পুরুষ-পরম্পরাক্রমে বহু বৎসর পর্যন্ত কোন ভারতীয়ের পক্ষে নাটাল পার্লামেণ্টে প্রবেশ করার আশা করা প্রায় অসম্ভব বলিলেও চলে। আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে নিবেদন করে যে, এই কথার সমর্থনে কোন প্রমাণের দরকার নাই।

১৩. আর যদি আবেদনকারীগণ এই অধিকার ব্যবহার করার অযোগ্য না-ই হয়, তবে কলোনির গভর্মেণ্টে, অর্থাৎ আরও বিশেষ করিয়া তাহাদের নিজেদের গভর্মেণ্টে, তাহাদের কিছু কর্তৃত্ব থাকিলে তাহাতে কিছু আসে যায় কি?

১৪. আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে বিলটি নিঃসন্দেহ প্রগতির পরিপন্থী এবং স্পষ্টতই অন্যায্য।

১৫. ভোটার-তালিকায় যাহাদের নাম সঙ্গতভাবে সন্নিবিষ্ট আছে তাহাদের নাম সেখানে থাকিতে দেওয়া হইয়াছে। আবেদনকারীগণের মতে, এই ঘটনা দ্বারা স্বতই স্বীকার করা হয় যে, ভোটাধিকারের স্বরূপ, এবং ভোটাধিকার ব্যবহার করার যে দায়িত্ব উহার সহিত সংযুক্ত আছে তাহা, আবেদনকারীগণ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পাবে। বিতর্ককালে ইহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল যে ভোট দিবার যোগ্যতা তাহাদের নাই, কিন্তু ভোট দিবার যোগ্যতা না থাকিলেও ভোটার তালিকায় তাহাদের নাম থাকিতে দেওয়া হইয়াছে, আবেদনকারীগণ ইহা বিশ্বাস করিতে পারে না।

১৬. ইহাও বলা হইয়াছে যে, বিলের দ্বিতীয় প্রকরণ ন্যায়ের মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করে। আবেদনকারীগণের মতে ঐ প্রকরণ তাহা করে না। বরং ইহা যাহাদের নাম তালিকায় আছে এবং যাহাদের নাম নাই, তাহাদের সকলেরই মনে আঘাত দেয়।

১৭. নিজেরা ভোট দিতে পারিবে অথচ যতই সুশিক্ষিত এবং যোগ্যতা-সম্পন্ন হোক না কেন, তাহাদের সন্তানেরা কখনই ভোট দিতে পারিবে না, একথা জানা, ভোটের তালিকায় যাহাদের নাম আগে হইতেই আছে তাহাদেব পক্ষে বিশেষ সুখের কারণ হইতে পারে না। কলোনির অধিবাসী ভারতীয় পিতা-মাতাদের মনে সন্তানসন্ততিদের উচ্চশিক্ষা দিবার যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, বিলটি আইনে পরিণত হইলে, তাহারই সর্বোত্তম প্রেরণা নষ্ট করা হইবে। সন্তানেরা পদমর্যাদাহীন ও জীবনে উচ্চলক্ষ্যবিহীন হইয়া সমাজে অন্ত্যজের (পারিয়া) মত বাস করিবে, পিতামাতার কখনই ইহা দেখিতে ভাল লাগিবে না। ঐশ্বর্যেরও কোন মূল্য থাকে না যদি তাহা সমাজে কোন প্রতিষ্ঠা না আনিয়া দিতে পারে। যে উদ্দেশ্য লইয়া মানুষ অর্থ সঞ্চয় করে, সে বাসনা ইহাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়।

১৮. যাহারা আগে হইতেই কলোনিতে বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যে

কেহ কেহ যখন দেখিবে যে, সম্ভবত কেবলমাত্র আয়ত্তের বহির্ভূত ঘটনাচক্রে পড়িয়া, নিজেদের নাম ভোটার-তালিকায় সন্নিবিষ্ট করাইতে না পারায় তাহারা নিজেরা ভোট দিতে পারিতেছে না, অথচ তাহাদের অপেক্ষা কোনও অংশে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন না হইয়াও তাহাদেরই অপর কোন কোন ভাইয়েরা বিলের দ্বিতীয় ধারা অনুসারে, নিতান্তই দৈবক্রমে ভোটের অধিকার বজায় রাখিতে সমর্থ হইতেছে, তখন প্রথমোক্তদের পক্ষে বিলের দ্বিতীয় ধারা বিরক্তিরই কারণ হইয়া উঠিবে।

১৯. ইহারও ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় ধারায় যে সুবিচার করা হইয়াছে, আবেদনকারীগণ তাহা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করে নাই। কিন্তু দ্বিতীয় ধারা প্রবর্তন করায় গভর্মেণ্টের ন্যায় করিবার ইচ্ছার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করিয়াও আবেদনকারীগণ ইহার মধ্যে ন্যায্যতা কিছুই দেখিতে পাইতেছে না। মাননীয় সদস্যদের কেহ কেহ নিজেরাই ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রকরণ থাকি[illegible] কি থাকিবে না সে বিষয়ে তাঁহাদের কোন মাথাব্যথাই ছিল না, কারণ, অনতিবিলম্বে ঐ ভোটগুলি অন্তর্হিত হইবেই। ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

২০. কিরূপ ব্যগ্রতার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীদের সহিত আবেদনকারীগণের তুলনা করা হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া আবেদনকারীগণ লজ্জা ও দুঃখ বোধ করিয়াছে। অনেকবারই ইহা বলা হইয়াছে যে, ভারতীয়দের যদি ভোটের বিষয়ে কোন দাবি থাকে তাহা হইলে আদিবাসীদের আরও বড় দাবি থাকিবে, শুদ্ধমাত্র এই কারণে যে তাহারা হইল ব্রিটিশ প্রজা। আবেদনকারীগণ এই তুলনামূলক আলোচনায় যোগ দিবে না। তাহারা ১৮৫৮-র রাজকীয় ঘোষণার প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিবে এবং ভারতীয় জাতির সম্বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও আপনাকে মনে করাইয়া দিবে। ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাদের গভর্মেণ্ট এবং আদিবাসী ব্রিটিশ প্রজাদের গভর্মেণ্টের মধ্যে যে লক্ষণীয় পার্থক্য রহিয়াছে—আবেদনকারীগণকে বোধ হয় তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে না।

২১. বর্তমানে এমন শত শত শিক্ষিত ভারতীয় আছে, যাহারা বিলটি আইনে পরিণত হইলে, পার্লামেণ্টের নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবে না। তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক আবেদনে স্বাক্ষরও করিয়াছে। আবেদনকারীগণ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে যে, এমন একটি বিল অনুমোদন করিতে আপনি মহামান্যা রাজ্ঞীকে কখনই পরামর্শ দিবেন না, যে-বিল এক শ্রেণীর ব্রিটিশ প্রজার প্রতি এরূপ দারুণ অবিচার ঘটাইবে।

২২. ১৮৯৪-এর ২৭শে মার্চ-এর **নাটাল গভর্মেণ্ট গেজেট**-এ প্রকাশিত ভারতীয় অভিবাসী স্কুল বোর্ডের ১৮৯৩-এর রিপোর্টে, আবেদনকারীগণ

দেখিতে পায় যে, সেই বৎসর ২৬টি স্কুল ছিল এবং তাহাতে ২,৫৮৯ জন ছাত্র লেখাপড়া করিয়াছিল। আবেদনকারীগণ সসম্মানে নিবেদন করে যে, এই বালকদের বেশীর ভাগেরই জন্ম কলোনিতে এবং ইহারা সম্পূর্ণরূপে ইয়োরোপীয় ধরন-ধারণে মানুষ হইয়াছে। পরবর্তী জীবনে তাহারা প্রধানত ইয়োরোপীয় সম্প্রদায়ের সংস্পর্শেই আসে; কাজে কাজেই, তাহারা, সকল দিক হইতে ভোটাধিকার লাভের জন্য যে কোন ইয়োরোপীয়েরই মত যোগ্য হইয়া ওঠে, অবশ্য, ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে শিক্ষাবিষয়ক যোগ্যতার প্রতিযোগিতার ব্যাপারে যদি তাহাদের মূলগত কোন ত্রুটি বা অভাব না থাকে। তাহারা যে অযোগ্য নয়, তাহা আবেদনকারীগণের মতে, এই বিষয়ের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। ভারত ও ইংলণ্ডে, ইংরেজ ও ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় একইরূপ যে ফল দেখা গিয়াছে, তাহাতে ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে সাফল্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার ব্যাপারে ভারতীয়দের সামর্থ্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উল্লিখিত বিষয়ের সম্বন্ধে পার্লামেণ্টের কমিটিগুলির কাছে যে সব সাক্ষ্যপ্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, এবং বড় বড় লেখকেরা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আবেদনকারীগণ ইচ্ছা করিয়াই তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতে বিরত থাকিতেছে, কেন না তাহা মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্প বলার মত অর্থহীন বলিয়া মনে হইবে। ইহার পর, যদি আবেদনকারীগণ, এই সব বালকেরা সাবালক হইয়া যেন ভোট দিতে পারে বলিয়া সবিনয়ে দাবি করে, তবে তাহাতে কি কেবলমাত্র ততটুকুই দাবি করা হইবে না, যতটুকু সভ্যদেশের যে-কোন লোক তাহার জন্মগত অধিকার বলিয়া মনে করে, এবং যে অধিকারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইলে, সে অতি সঙ্গত-ভাবেই ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে? আবেদনকারীগণ সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, পার্লামেণ্টীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা শাসিত দেশে নাগরিকের অতি-সাধারণ অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ার যে-অপমান, আপনি এই সকল বালককে সেই অপমানে নিপীড়িত হইতে দিবেন না।

২৩. এখানে কৃতজ্ঞচিত্তে আবেদনকারীদের উল্লেখ করিতে হইতেছে যে, যে-সকল ভারতীয় নিজেদের অর্থ-সঙ্গতির উপর নির্ভর করিয়া কলোনিতে আসিয়াছে তাহাদের উপর কিরূপ অবিচার করা হইতেছে মাননীয় মিঃ ক্যাম্পবেল ও মাননীয় মিঃ ডন তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহার সম্বন্ধে মন্তব্যও করেন, কিন্তু মনে হয় অন্য সকল মাননীয় সদস্যদের সহিত তাঁহারাও মনে করেন, চুক্তিবদ্ধ হইয়া যাহারা আসিয়াছে তাহাদের **কখনই** ভোটের অধিকার পাওয়া উচিত নয়। আবেদনকারীগণ যদিও স্বীকার করে যে, চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়গণ চুক্তিবদ্ধ থাকার সময়ে ভোটের অধিকার নাও পাইতে পারে, তবুও আবেদনকারীগণ সসম্মানে নিবেদন করে যে, এই সকল লোককে **বরাবরের** জন্য

ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা উচিত হইবে না, কেননা, ইহারা পরবর্তী-কালে যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করিতেও পারে। আবেদনকারীগণ ইহাও উল্লেখ না করিয়া পারে না যে, অন্য সকল দিক হইতে যোগ্য বিবেচিত হইলে দারিদ্র্য কাহারও পক্ষে অপরাধ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত নয়। এই সব লোকেরা সাধারণত তরুণ বয়সে কর্মক্ষম শরীর লইয়া এখানে আসে; এখানে আসিয়া তাহারা ইয়োরোপীয় প্রভাবে প্রভাবিত হয় এবং চুক্তিবন্ধ থাকার সময়েও বিশেষ করিয়া চুক্তি হইতে মুক্ত হইবার পরে, দ্রুতগতিতে নিজেদের ইয়োরোপীয় সভ্যতার অঙ্গীভূত করিয়া লইতে আরম্ভ করে এবং অচিরে পুরাপুরি ঔপনিবেশিক হইয়া ওঠে। সকলেই স্বীকার করে, তাহারা খুব কাজের লোক, বস্তুত তাহাদের না হইলে চলে না। তাহারা নিরুপদ্রবে শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করে। ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শিক্ষিত ভারতীয় যুবকদের বেশীর ভাগই চুক্তিবন্ধ হইয়া কলোনিতে আসে। এখন তাহারা সরকারী সিভিল সার্ভিসে কেরানী ও দোভাষীর কাজ করে অথবা বাহিরে শিক্ষকতা করে, অ্যাটর্নির কেরানীর কাজও করিয়া থাকে। আবেদনকারীগণ বলিতে চাহিতেছে যে, এই সব লোকেদের বা তাহাদের সন্তানসন্ততিদের ভোট না দিতে দেওয়া, অন্তত তাহাদের নিজেদের গভর্মেণ্টে কোনরূপ কথা বলিতে না দেওয়া, নিষ্ঠুরতা হইবে। আবেদনকারীগণের মতে, কোন লোক যদি অন্য সকল দিক হইতে নিয়মসঙ্গতভাবে উপযুক্ত ও যোগ্যতাবিশিষ্ট হয়, তবে কেবলমাত্র এশিয়ার কোন জাতিতে সে জন্মিয়াছে বলিয়া বা কোন এক সময়ে সে চুক্তিতে আবন্ধ ছিল বলিয়া, তাহা যে তাহার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় অধিকারের ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা সঙ্গত নয়।

২৪. আবেদনকারীগণ, এই বিসদৃশ ব্যাপারের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, এই বিল অনুসারে অনভিজ্ঞতম আদিবাসী অপেক্ষাও ভারতীয়দের নিম্নে স্থান দেওয়া হইবে। কেন না, অর্বাচীনতম আদিবাসীও যথোচিত যোগ্যতা অর্জন করিলে মুক্ত হইতে পারিবে, কিন্তু যে ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজার এখন ভোটাধিকার আছে, তাহার অধিকার এমন ভাবে রহিত করা হইবে যে পরবর্তী জীবনে সে যতই যোগ্যতা অর্জন করুক না কেন, বা ভোটাধিকার রহিত করার সময়ে তাহার যতই যোগ্যতা থাকুক না কেন, সে আর কখনও মুক্ত হইতে পারিবে না।

২৫. আইনটি এত ব্যাপক এবং এত কঠোর যে আবেদনকারীগণের মতে, সমগ্র ভারতীয় জাতির পক্ষে ইহা অবমাননার ব্যাপার, কেন না ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানও যদি নাটালে আসিয়া বসবাস করেন তবে তিনি ভোটের অধিকার পাইতে সমর্থ হইবেন না, কারণ, ইহা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে যে, ঔপনিবেশিকদের মতানুসারে তিনি ঐ অধিকারের অযোগ্য বিবেচিত হইবেন।

দুইটি সভারই মাননীয় সদস্যেরা এই অবিচারের কথা স্বীকার করেন এবং মাননীয় ট্রেজারার পর্যন্ত বলিয়াছিলেন যে এই ব্যাপার সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ অবিচারের ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট উচিতমত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

২৬. উল্লিখিত যুক্তি আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য, আবেদনকারীগণ, নাটালের মাননীয় লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিলের বিগত অধিবেশনে উত্থাপিত এবং আলোচিত ভারতীয় ভোটের প্রশ্নসংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র ও **গভর্মেণ্ট-গেজেটগুলির** প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। নাটালের কাজকর্মসংক্রান্ত চিঠিপত্র লইয়া যে সরকারী ব্লু বুক বাহির হয় (সি-৩৭৯৬, ১৮৮৩) তাহা হইতে, আবেদনকারীগণ, কলোনিয়াল আফিসের নিকট লিখিত, মিঃ সণ্ডার্সের চিঠির একটি অংশ (পৃঃ ৩) উদ্ধৃত করিতেছে :

> নাটাল কলোনিতে এশিযার লোক কর্তৃক ব্রিটিশরা অভিভূত হইয়া পড়িবে এরূপ চরম বিপদের আশঙ্কা করা যাইতেছে। কিন্তু নির্বাচকের নিজের হাতে, ইয়োরোপীয় অক্ষরে, পুরা নাম দস্তখত করিবার যে ব্যবস্থা রহিযাছে কেবল তাহাব দ্বাবাই এই আশঙ্কা অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইবে।

দেখা যাইতেছে এশিয়াবাসী-বিরোধী নীতির উৎসাহী সমর্থক মিঃ সণ্ডার্স্ও ইহার বেশী যাইতে পারেন নাই। ঐ চিঠিতেই মাননীয় ভদ্রলোকটি আরও বলিতেছেন :

> সঙ্গতিপন্ন ভারতীয়েবা বোঝে এবং দেখিতে পায় যে, তাহাদেব মধ্যে এবং অনভিজ্ঞ কুলিদের মধ্যে পার্থক্য আছে।

কাজেই, মনে হয়, তখনকার দিনের গভর্মেণ্ট ভারতীয়দের এক শ্রেণীর সহিত অপর এক শ্রেণীর পার্থক্য রাখিতে বেশ ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, বর্তমানে অধিকতর স্বাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের আমলে, চুক্তিবন্ধ, চুক্তিমুক্ত, আর স্বাধীন, সকল রকম ভারতীয়কে একই পর্যায়ে ফেলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আবেদনকারীগণ সসম্মানে ইহা প্রকাশ না করিয়া পারিতেছে না যে, আলোচ্য বিলের তুলনায় মিঃ সণ্ডার্সের ব্যবস্থা ছিল অনেক মৃদু। কিন্তু তাহাও, মহামান্য রাজ্ঞীর সদাশয় গভর্মেণ্টের সমর্থন লাভ করে নাই। কাজেই, আবেদনকারীগণ বলিতে চায় যে, নাগরিক-অধিকার-আইন-সংশোধন-বিলের তো মোটেই সমর্থন পাওয়া উচিত নয়। উল্লিখিত ব্লু বুকের সপ্তম পৃষ্ঠায়, তখনকার অভিবাসীদের প্রটেক্টর, মিঃ গ্রেভ্স্ বলেন :

> আমার মতে, যে সকল ভারতীব, নিজেদের জন্য এবং তাহাদের পরিবাবের জন্য, বিনাভাড়াব ফিরিয়া যাওয়ার সকল রকম দাবি পরিত্যাগ করিবে, তাহারা ন্যায়ত ভোটেব অধিকারী হইতে পারিবে।

তিনি বিশেষ ন্যায়পরতার সঙ্গে ইহাও উল্লেখ করেন যে, যে-দস্তখত-পরীক্ষার প্রস্তাব মিঃ স্ডার্স্ করিয়াছেন, ইয়োরোপীয় নির্বাচকদের বেলায় তাহা কার্যত প্রয়োগ করা হয় না। সেই পৃষ্ঠাতেই তখনকার এটর্নি-জেনার‍্ল্ তাঁহার রিপোর্টে বলেন :

> ইহা দেখা যাইবে যে, যে-আইনের মুসাবিদা আমি করিয়াছি তাহাতে সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ হইতে কয়েকটি প্রকরণ গৃহীত হইয়াছে। সেই প্রকরণগুলিতে মিঃ স্ডার্সের চিঠিতে উল্লিখিত বিকল্প পরিকল্পনা-নিষ্পন্ন করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু পরদেশীগণের **বিশেষ অযোগ্যতা নির্দেশ করার যে-প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই**।

ব্লু-বুকের ৯১ পৃষ্ঠায় ঐ ভদ্রলোকেরই রিপোর্টের প্রতি আবেদনকারীগণ আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। ঐ এটর্নি-জেনার‍্লেরই আর একটি রিপোর্ট হইতে পুনরায় কিছু উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করা কঠিন হইতেছে। ১৪ পৃষ্ঠায় (একই) তিনি বলিতেছেন :

> যে সকল জাতি ও গোষ্ঠীর লোকেরা সর্বপ্রকারে কলোনির চিরাচরিত অলিখিত আইন-ব্যবস্থার (কমন ল) মধ্যে পড়ে না, তাহাদের ভোটব্যবহারের অধিকার হইতে বহিষ্কার করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। সে প্রস্তাব স্পষ্টতই, কলোনির ভারতীয় ও ক্রিয়োল জাতির লোকেরা বর্তমানে নির্বাচনের যে-অধিকার ভোগ করে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই করা হইয়াছে। ১২নং বিলের রিপোর্টে আমি আগেই যে কথা বলিয়াছি, এই সম্পর্কেও, আমি তাহাই বলি যে, **এই আইনের ন্যায্যতা বা উপযোগিতার বিষয়** আমি **স্বীকার করিতে** পারি না।

২৭. কাজেই ঘটনা এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, কলোনির স্বাধীনতর সংবিধানের আমলে, যখন আবেদনকারীগণকেও তাহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া উচিত, তখন, আবেদনকারীগণ দুঃখের সঙ্গে বলিতেছে যে, প্রথম দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভা, আবেদনকারীগণের স্বাধীনতা খর্ব করিয়া সমগ্রভাবে তাহাদের ভোটাধিকার হরণ করিতে চাহিতেছে। পুরানো আমলে, আবেদনকারীগণের অধিকার-সঙ্কোচের জন্য ইহার অপেক্ষা অনেক কম সাহসিক প্রচেষ্টা ইংলণ্ডের গভর্মেণ্টের সমর্থন পায় নাই। সেই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া আবেদনকারীগণ আশা রাখে যে, বর্তমান ভোটাধিকার হরণচেষ্টারও অনুরূপ ফলই ফলিবে, এবং তাহাদের প্রতি সুবিচার করা হইবে।

২৮. নাগরিক-অধিকার সংক্রান্ত বিলটির সহিত পরোক্ষভাবে বিজড়িত অন্যান্য অনিষ্টকর ফলগুলি এত বেশী যে সবগুলি এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আবেদনকারীগণ, অবশ্য, কয়েকটির আলোচনা এখানে করিতে চায়।

২৯. একথা সকলেই জানে যে, কলোনিতে ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়দের

মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রহিয়াছে। ইয়োরোপীয়েরা ভারতীয়দের ঘৃণা করে এবং বর্জন করিয়া চলে। ভারতীয়দের অনেক সময় অকারণে বিরক্ত ও হয়রান করা হয়। আবেদনকারীগণের মতে, নাগরিক-অধিকার সংক্রান্ত বিল এইরূপ মনোভাব আরও বাড়াইয়া দিবে মাত্র। তাহার লক্ষণও দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। একথা যাচাই করিয়া দেখিবার জন্য, আবেদনকারীগণ, আজকালকার খবরের কাগজগুলির প্রতি এবং মাননীয় সভা দুইটির বিতর্কমূলক আলোচনার প্রতি, আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে।

৩০. দ্বিতীয় আলোচনায় বিতর্ককালে ইহা বলা হইয়াছিল যে, ভারতীয়দের উপর অযোগ্যতা চাপাইয়া দেওয়া হইলে কলোনির আইনপ্রণেতাগণের উপরই আরও বেশী দায়িত্ব আসিয়া পড়িবে এবং তাহার ফলে, ভারতীয়েরা নিজেরা প্রতিনিধিত্ব পাইলে যেরূপ হইত, তাহা অপেক্ষা আরও ভালভাবে ভারতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত হইবে। আবেদনকারীগণের অভিজ্ঞতায় এখন পর্যন্ত ইহার বিপরীত পরিচয়ই পাওয়া গিয়াছে।

৩১. কোন কোন মাননীয় সদস্য মনে করেন যে, মিউনিসিপালিটির (পৌরসংঘের) নির্বাচনেও ভারতীয়দের ভোট দিতে দেওয়া উচিত নয়। বিতর্কের সময়ে দায়িত্বশীল মহলে মৃদুস্বরে বলাবলি চলিতেছিল যে, এই বিষয়টিতে পরে, কিন্তু বেশী বিলম্ব না করিয়াই, মনোযোগ দেওয়া হইবে। নাগরিক-অধিকার সংক্রান্ত বিলটি হইল কেবলমাত্র প্রবাদবাক্যের কীলকের সূক্ষ্ম অগ্রভাগের মত। একবার একটু ঢুকাইতে পারিলে সমস্তটাই ঢুকাইয়া দেওয়া কঠিন হইবে না। সেদিন সকলের সেই রকম মনোভাবই বোধ হইয়াছিল।

৩২. আপনি অবগত আছেন যে, চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়েরা কলোনিতে বসবাস করিবে বলিয়া ইচ্ছা করিলে, তাহাদের উপর একটি আবাসিক-ট্যাক্স্ বসাইবার কথা চলিতেছে। বলা হইয়াছে যে, ট্যাক্স্‌টি বেশ মোটা রকমের হওয়া দরকার, কেন না, তাহা হইলে ঐ সব লোকেরা কলোনিতে থাকা আর লাভজনক মনে করিবে না, অথবা ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে তাহারা আর প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না। আবেদনকারীগণের ভোটাধিকার রহিত হইলে, তাহাদের স্বার্থ কিরূপ ভালভাবে সুরক্ষিত হইবে ইহা তাহার আর একটি নিদর্শন!

৩৩. সিভিল সার্ভিস্ বিলের বিতর্কের সময়ে কোন কোন মাননীয় সদস্য বলিয়াছিলেন যে, ভারতীয়দের ভোটাধিকার যখন কাড়িয়া লওয়া হইতেছে তখন তাহাদের সরকারী সিভিল সার্ভিসেও আর ঢুকিতে না দেওয়া উচিত। এই মর্মে একটি সংশোধন-প্রস্তাবও আনা হয়। দূরদৃষ্টি এবং ব্যবহার-কুশলতার পরিচয় দিয়া গভর্মেন্ট সভায় ভোট লইবার জন্য অনুরোধ জানান, এবং কেবলমাত্র লেজিস্‌লেটিভ্ এসেম্ব্‌লির মাননীয় স্পীকার মহাশয়ের নির্ণায়ক ভোটে (কাস্টিং ভোট) সংশোধন-প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়া যায়। আবেদনকারীগণ

সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে যে, এই ক্ষেত্রে গভর্মেণ্ট ভারতীয়দের প্রতি সহৃদয়তার মনোভাব অবলম্বন করেন; কিন্তু তবুও, এই সকল ঘটনার গতি কোন দিকে এবং এগুলি কিসের লক্ষণ সূচিত করে সে বিষয়ে ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। নাগরিক-অধিকার সংক্রান্ত বিলই এই সংশোধন-প্রস্তাবের সুযোগ আনিয়া দিয়াছে।

৩৪. আবেদনকারীগণ জানিতে পারিয়াছে যে, কেপ কলোনিতে এরূপ বর্ণবৈষম্য বা জাতিবৈষম্য নাই।

৩৫. আবেদনকারীগণ উল্লেখ করিতে চায় যে, বিলটি আইনে পরিণত হইলে, ইহার ফলাফল, দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য স্থানের ব্রিটিশ ভারতীয় প্রজাদের স্বার্থের পক্ষে দারুণ ক্ষতিকর হইবে। ট্রান্স্‌ভালে তাহারা একেই ঘৃণা ও নির্যাতনের মধ্যে বাস করে, ইহার পরে তাহাদের অবস্থা একেবারেই অসহনীয় হইয়া উঠিবে। কোন ব্রিটিশ কলোনিতে যদি কোনরকম বৈষম্যের ভিত্তিতে ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাদের প্রতি আচরণ করিতে দেওয়া হয়, তবে আবেদনকারীগণের মতে, এমন সময় শীঘ্রই আসিবে যখন বিন্দুমাত্র আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন কোন ভারতীয়ের পক্ষে কলোনিতে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এরূপ ব্যাপার তাহাদের ব্যবসায়ে গুরুতর অন্তরায়ের সৃষ্টি করিবে এবং মহামান্যা রাজ্ঞীর শত শত ভারতীয় প্রজাকে বেকার করিয়া দিবে।

৩৬. উপসংহারে, আবেদনকারীগণ আশা করে যে, উল্লিখিত তথ্যাবলী ও যুক্তিতর্কসমূহ বুঝিয়া দেখিলে, নাগরিক-অধিকার-আইন-সংশোধন-বিলের অন্যায্যতা সম্বন্ধে আপনার প্রতীতি জন্মিবে এবং আপনি মহামান্যা রাজ্ঞীর এক দল প্রজার অধিকারের উপর অপর দলকে অন্যায় হস্তক্ষেপ করিতে দিবেন না।

এবং এই ন্যায়পরতা ও সহৃদয়তার জন্য আবেদনকারীগণ সতত যথাকর্তব্য প্রার্থনা করিতে থাকিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

হাজি মহম্মদ হাজি দাদা
এবং অন্য ষোল জন

নাটালের গভর্নর স্যার ওয়াল্‌টার হেলি-হাচিন্‌সনের নিকট হইতে ঔপনিবেশিক সেক্রেটারি অব্‌ স্টেট্‌ লর্ড্‌ রিপনের নিকট প্রেরিত ১৮৯৪-এর ৩১শে জুলাই তারিখের ৬৬নং ডেস্‌প্যাচে, সাংলগ্নিক নং ১।
কলোনিয়াল আফিসের নথিপত্র নং ১৭৯, খণ্ড ১৮৯।

## ৩৬. দাদাভাই নওরোজির নিকট চিঠি

**গোপনীয়**

পি. ও. বি. ২৫৩
ডারবান,
জুলাই ২৭, ১৮৯৪

মাননীয় মিঃ দাদাভাই নওরোজি, এম্. পি.
মহাশয় সমীপে

সবিনয় নিবেদন,

আমার বর্তমান মাসের ১৪ তারিখের চিঠির সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখিয়া আপনাকে জানাইতেছি :

শুনিতেছি, ইংলণ্ডের গভর্মেণ্টের নিকট আবেদন গত সপ্তাহে পাঠানো হইয়াছে। তাহার নকল আপনাকে আগেই পাঠাইয়াছি।

আমার সংবাদদাতার সংবাদ যদি ঠিক হয়, তবে এটর্নি-জেনার্‌ল্ মিঃ এস্‌কোম্ব্ এই মর্মে এক রিপোর্ট দিয়াছেন যে, আদিবাসীদের গভর্মেণ্টে ভারতীয়গণের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা-লাভে বাধা দেওয়াই হইল বিলটি পাস করার একমাত্র কারণ। এখন আসল কারণটি বলিতেছি। উহারা ভারতীয়দের আইনগত এমন সব অক্ষমতার মধ্যে রাখিতে চায় ও এমন সব অপমান তাহাদের ভোগ করাইতে চায় যেন কলোনিতে বাস করা তাহারা আর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে না করে। অথচ উহারা ভারতীয়দের একেবারে বাদ দিতে চায় না। যে সকল ভারতীয় নিজেদের অর্থ-সামর্থ্যে এখানে আসে উহারা তাহাদের নিশ্চয়ই চায় না, অথচ চুক্তিবন্ধ ভারতীয়দের উহারা একান্তভাবে চায়; কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে উহারা পারিলে ইহাও চাহিত যে, চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে চুক্তিবন্ধ ভারতীয়েরা যেন ভারতে ফিরিয়া যায়। সিংহের সঙ্গে ইতর প্রাণীর অংশীদারি করিবার চমৎকার এক দৃষ্টান্ত! উহারা বেশ জানে যে এখনই উহারা তাহা করিতে পারে না—তাই উহারা নাগরিক-অধিকার সংক্রান্ত বিল লইয়া আরম্ভ করিয়াছে। এই প্রশ্নে বিলাতের গভর্মেণ্টের ঝোঁক কোন দিকে তাহা উহারা বুঝিয়া দেখিতে চায়। এসেম্ব্লির একজন সদস্য আমাকে লিখিয়াছেন, বিলাতের গভর্মেণ্ট এই বিল মঞ্জুর করিবেন একথা তিনি বিশ্বাস করেন না। বিলটির অনুমোদন না পাওয়া ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে যে কত দরকারী তাহা বোধ হয় বলার আবশ্যকতাই নাই।

ভারতীয়দের পক্ষে নাটাল খারাপ জায়গা নয়। অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ী এখানে বেশ ভাল রকম উপায় করে। বিলটি আইনে পরিণত হইলে, ভারতীয় ব্যবসায় সম্প্রসারণের মূলে সাংঘাতিক আঘাত করা হইবে।

অবশ্য, আগে একবার যেমন বলিয়াছি, তেমনই আবার আমি বলিতে পারি যে, আদিবাসীদের গভর্মেণ্ট ইয়োরোপীয়দের হাত হইতে ভারতীয়দের হাতে চলিয়া যাইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। ইহা কেবল বিলাতের গভর্মেণ্টকে ভয় দেখাইবার জন্যই বলা হইয়া থাকে। যাহারা এখানে বাস করে তাহারা এবং এখানকার গভর্মেণ্টও ভাল করিয়াই জানে যে, এরূপ ব্যাপার কখনই ঘটিবে না। যাহাতে কোন রকম বাধা না পাইয়া এখানকার গভর্মেণ্ট ভারতীয়দের ধ্বংস করার কাজে অগ্রসর হইতে পারে সেই জন্য, ভারতীয়েরা যে পার্লামেণ্টে নিজেদের স্বার্থ দেখাশোনা করিবার জন্য মাত্র দুই তিনজন শ্বেতকায় সদস্যেরও নির্বাচন করিবে, উহারা তাহাও চায় না।

আবেদনটির নকল ওখানে স্যার ডব্লিউ. ওয়েডারবার্ন ও অন্যান্যের নিকট এবং কয়েকখানি নকল ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির নিকট পাঠাইয়া দিয়াছি।

আমার চিঠিগুলি দীর্ঘ হয়, সেজন্য মার্জনা করিবেন। কাজ করিবার ধারা সম্বন্ধে সূত্র ধরাইয়া দিয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিবেন।

বশংবদ

এম্. কে. গান্ধী

মূল চিঠি গান্ধীজীর নিজের হাতে লেখা। তাহার ফটোস্ট্যাট প্রতিচিত্র হইতে।

## ৩৭. নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস

### (প্রতিষ্ঠিত-২২শে আগস্ট, ১৮৯৪)

আগস্ট ১৮৯৪

প্রেসিডেণ্ট

মিঃ আবদুল্লা হাজি আদম

ভাইস-প্রেসিডেণ্টগণ

মেসার্স হাজি মহম্মদ হাজি দাদা, আবদুল কাদির, হাজি দাদা হাজি হবিব, মুসা হাজি আদম, পি. দাওজি মহম্মদ, পিরান মহম্মদ, মুরুগেসা পিলে, রামস্বামী নাইডু, হুসেন মিরন, আদমজি মিঞাখাঁ, কে. আর্. নায়ানা, আমোদ বায়াত (পি. এম্. বার্গ্), মুসা হাজি কাসিম, মহম্মদ কাসিম জীব, পার্সি রুস্তমজি, দায়ুদ মহম্মদ, হুসেন কাসিম আমোদ তিলি, ডোরাইস্বামী পিলে, ওমর হাজি আবা, ওসমানখাঁ রহমতখাঁ, রঙ্গস্বামী পদযাচি, হাজি মহম্মদ (পি. এম্. বার্গ্), কামরুদ্দিন (পি. এম্. বার্গ্)।

অবৈতনিক সেক্রেটারি

মিঃ এম্. কে. গান্ধী

## কংগ্রেস কমিটি

**চেয়ারম্যান** : মিঃ আবদুল্লা হাজি আদম; **অবৈতনিক সেক্রেটারি** : মিঃ এম্. কে. গান্ধী; **কমিটির সদস্যগণ** : ভাইস্-প্রেসিডেন্ট্গণ এবং মেসার্স এম্. ডি. জোশি, নরসিরাম, মানেকজি, দাওজি মাম্মুজি মুতালা, মুথুকৃষ্ণ, বিশ্বেশ্বর, গুলাম হুসেন রণ্ডেরি, শামশুদ্দিন, জি. এ. বাসা, সরবজিত্, এল্. গেব্রিয়েল, জেম্স্ ক্রিস্টোফার, সুবু নাইডু, জন গেব্রিয়েল, সুলেমান ভোরাজি, কাসিমজি আমুজি, আর্ কুণ্ডস্বামী নাইডু, এম্. ই. কাথ্রাদা, ইব্রাহিম এম্. খত্রি. সেক ফরিদ, বারিন্দ্ ইস্মাইল, রাজিত্. পেরুমল নাইডু, পার্সি ধনজিশা, বয়াপ্পন, জুসুব আবদুল করিম, অর্জুন সিং, ইস্মাইল পাদিয়া, ইসপ্ লাদুয়া, মহম্মদ ইসাক, মহম্মদ হাফিজি, এম্. পারুক, সুলেমান দাওজি. ভি. নারায়ণ পথের, লছ্মন্ পাণ্ডে, ওস্মান আহম্মদ ও মহম্মদ তায়ুব।

## সদস্য হওয়ার শর্তাবলী

কংগ্রেসের কাজের অনুমোদন করে এমন যে কোন লোক সদস্য হইবার আবেদনপত্রে দস্তখত করিয়া এবং চাঁদা দিয়া ইহার সদস্য হইতে পারে।

## নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য

১. নাটালের অধিবাসী ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়দের মধ্যে ঐক্য এবং সদ্ভাব বাড়ানো।

২. বক্তৃতা দিয়া, পুস্তিকা প্রচার করিযা এবং সংবাদপত্রে লিখিয়া ভারতের লোকেদের নিকট সমস্ত তথ্য জানানো।

৩. হিন্দুস্থানীদের, বিশেষ করিয়া উপনিবেশ-জাত ভারতীয়দের. ভারতের ইতিহাস এবং ভারতবিষয়ক পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতে উদ্বুদ্ধ করা।

৪. ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা এবং তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করা।

৫. চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করা এবং তাহাদের দুঃখকষ্ট লাঘব করার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করা।

৬. ন্যাযসঙ্গত সর্ববিধ উপায়ে অসহায় এবং দরিদ্রদের সাহায্য করা।

৭. এমন সকল কাজ করা যাহাতে ভারতীয়দের নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির দিকে গতি হয়।

## কমিটির দ্বারা সংশোধিত অথবা পরিত্যক্ত এবং কংগ্রেসের দ্বারা অনুমোদিত নিয়মাবলী

১. সভাগুলির অধিবেশনের জন্য মাসিক ১০ পাউণ্ডের অনধিক ভাড়ায় একটি হল ভাড়া করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে।

২. মাসে অন্তত একবার করিয়া কমিটির অধিবেশন হইবে।

৩. বৎসরে অন্তত একবার কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হইবে। তাহা যে ডারবানেই করিতে হইবে এমন নয়।

৪. অবৈতনিক সেক্রেটারি কলোনির অন্যান্য স্থান হইতে সদস্যদের আমন্ত্রণ করিবেন।

৫. কমিটির নিয়মাবলী রচনা করিবার এবং পাস করার ক্ষমতা থাকিবে। সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনা করার অন্য সকল রকম ক্ষমতাও কমিটির থাকিবে।

৬. কমিটি ন্যায্য বেতনে একজন বেতনভোগী সেক্রেটারি নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৭. অবৈতনিক সেক্রেটারি, ইচ্ছা করিলে, এমন একজন ইয়োরোপীয়কে ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট্ হইবার জন্য আমন্ত্রণ করিতে পারিবেন, যিনি কংগ্রেসের মঙ্গলসাধনে আগ্রহশীল।

৮. অবৈতনিক সেক্রেটারি, ইচ্ছা করিলে, কংগ্রেস-লাইব্রেরির জন্য, কংগ্রেসের তহবিল হইতে অর্থ দিয়া সংবাদপত্রের গ্রাহক হইতে এবং পুস্তকাদি ক্রয় করিতে পারিবেন।

৯. অবৈতনিক সেক্রেটারি কোন চেক নিজে সই করিয়া থাকিলে অথবা অন্য কাহারও সহিত একযোগে সই করিয়া থাকিলে হিসাব-বহিতে তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

## কমিটি কর্তৃক গৃহীত নিয়মাবলী

১. সভার প্রত্যেক অধিবেশনে চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন: তিনি অনুপস্থিত থাকিলে প্রথম সদস্য সভাপতি হইবেন: তিনিও না থাকিলে দ্বিতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং এইরূপে হইতে থাকিবে।

২. সভার আরম্ভে, অবৈতনিক সম্পাদক পূর্ব অধিবেশনের কার্যবিবরণী পাঠ করিবেন এবং তাহার পর সভাপতি তাহাতে দস্তখত করিবেন।

৩. কোন প্রস্তাব বা রেজোলিউশন আনা হইবে বলিয়া আগে হইতে সেক্রেটারিকে নোটিশ না দিলে কমিটি তাহা স্বীকার করিবেন না।

৪. কমিটি বা কংগ্রেস যে টাকাকড়ি পাইয়াছেন বা ব্যয় করিয়াছেন, অবৈতনিক সেক্রেটারি তাহার বিস্তারিত হিসাব পাঠ করিবেন।

৫. কমিটির কোন সদস্য প্রস্তাব না করিলে এবং অন্য কোন সদস্য তাহার সমর্থন না করিলে কমিটি কোন প্রস্তাব বিবেচনা করিবেন না।

৬. চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারি পদাধিকারবলে কমিটির সদস্য হইবেন। সমান সমান ভোট হইলে চেয়ারম্যানের একটি নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

৭. সভায় বলিবার সময় প্রত্যেক সদস্য চেয়ারম্যানের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিবেন।

৮. কমিটির সভায় কোন সদস্য অপর কোন সদস্যের উদ্দেশে বলিতে গেলে মিস্টার শব্দটি ব্যবহার করিবেন।

৯. কমিটির অধিবেশনের কাজ এই ভাষাগুলির একটি বা সবগুলিতেই চলিবে : গুজরাটী, তামিল, হিন্দুস্থানী এবং ইংরেজী।

১০. আবশ্যক মনে হইলে চেয়ারম্যান কোন সদস্যের বক্তৃতা অপর কোন সদস্যকে অনুবাদ করিতে আদেশ করিবেন।

১১. কোন প্রস্তাব বা রেজোলিউশন ভোটের সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হইবে।

১২. কমপক্ষে পঞ্চাশ পাউণ্ড কংগ্রেসের হাতে থাকিলে, অবৈতনিক সেক্রেটারি, সেই টাকা তাঁহার নির্বাচিত কোন ব্যাঙ্কে নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের নামে জমা রাখিবেন।

১৩. অবৈতনিক সেক্রেটারি যে টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেন নাই, তাহার জন্য তিনি দায়ী থাকিবেন।

১৪. পাঁচ পাউণ্ডের বেশী অনির্দিষ্ট কোন খরচ করিতে হইলে আগে কমিটির নিকট হইতে অনুমতি লইতে হইবে। কমিটির মঞ্জুরি ও অনুমোদন না লইয়া, চেয়ারম্যান বা সেক্রেটারি উহার বেশী খরচ করিলে, ধরিয়া লওয়া হইবে যে তিনি নিজের দায়িত্বে তাহা করিয়াছেন। পাঁচ পাউন্ড পর্যন্ত টাকার চেকে অবৈতনিক সেক্রেটারি সই করিবেন। তাহার বেশী টাকার চেক হইলে [তাহাতে] সেক্রেটারিকে নিম্নলিখিত সদস্যদের কাহারও সহিত একযোগে দস্তখত করিতে হইবে : মেসার্স আবদুল্লা হাজি আদম, মুসা হাজি কাসিম, আবদুল কাদার, কোলাণ্ডাভেলু পিলে, পি. দাওজি মহম্মদ, হুসেন কাসিম।

১৫. সভার কার্য পরিচালনার জন্য, চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি ব্যতীত, আরও দশজন সদস্যের উপস্থিতি কোরাম বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬. প্রস্তাবিত কোন সভার ধার্য তারিখের অন্তত দুই দিন আগে সেক্রেটারি সভার বিজ্ঞপ্তিপত্র প্রচার করিবেন।

১৭. ডাকে বা পত্রবাহক মারফত লিখিত বিজ্ঞপ্তিপত্র দেওয়া হইয়া থাকিলে ১৬-সংখ্যক নিয়ম পালন করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৮. কমিটির কোন সদস্য পর পর ছয়টি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে সদস্য তালিকা হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দিবেন বলিয়া কমিটি তাঁহাকে বিজ্ঞপ্তিপত্র

দিবেন এবং তাহার পরে তাঁহার নাম তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। কোন সদস্য কোন এক সভায় অনুপস্থিত থাকিলে পরবর্তী সভায় তিনি তাহার কারণ দেখাইবেন।

১৯. কোন সদস্য, সঙ্গত কারণ না দেখাইয়া, একাদিক্রমে তিন মাস পর্যন্ত চাঁদা না দিলে তিনি আর সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন না।

২০. কমিটির সভায় কেহ ধূমপান করিতে পারিবেন না।

২১. দুইজন সদস্য একযোগে বলিতে উঠিলে কে আগে বলিবে, চেয়ারম্যান তাহা নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

২২. যথেষ্টসংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকিলে সভার কাজ নির্দিষ্ট সময়েই আরম্ভ হইবে। তবে, নির্দিষ্ট সময়ে বা তাহার আধ ঘণ্টা পর পর্যন্ত যথেষ্ট-সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হইলে, কোন কাজ না করিয়া সভার অধিবেশন শেষ হইয়া যাইবে।

২৩. নাটাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, হল এবং লাইব্রেরি বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং বিনিময়ে তাঁহারাও যথাযোগ্য কাজ করিয়া দিবেন, যেমন লেখার কাজ, ইত্যাদি।

২৪. কংগ্রেসের প্রত্যেক সদস্যই কংগ্রেস-লাইব্রেরি ব্যবহার করিতে পারিবেন।

২৫. কমিটির সদস্যেরা বেষ্টনীর ভিতরে এবং দর্শকেরা তাহার বাহিরে উপবেশন করিবেন। দর্শকেরা সভার কাজে অংশ লইবেন না। চেঁচামেচি করিয়া গোলমাল করিলে তাঁহাদের হল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে।

২৬. ভবিষ্যতে এই নিয়মগুলি সংশোধন করিবার ক্ষমতা কমিটির থাকিবে।

টাইপ-করা একখানি প্রতিলিপির ফটোস্ট্যাট-প্রতিচিত্র হইতে। গান্ধীজীর হাতে-লেখা মুসাবিদার ফটোস্ট্যাট-প্রতিচিত্রও পাওয়া যায়।

## ৩৮. "রাম্মিসাম্মি"

সম্পাদক,
**দি টাইম্‌স্‌ অব্‌ নাটাল**

ডারবান,
অক্টোবর ২৫, ১৮৯৪

মহাশয়,

আপনার কাগজের এই মাসের ২২ তারিখের সংখ্যায় "রাম্মিসাম্মি" নামে যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি বাহির হইয়াছে, আপনার অনুমতি লইয়া, তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করিতে চাই।

**টাইম্‌স্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়ার** যে প্রবন্ধটির আপনি সমালোচনা করিয়াছেন তাহার

পক্ষসমর্থন করার ইচ্ছা আমার নাই; কিন্তু আপনার সম্পাদকীয় প্রবন্ধই কি সেই প্রবন্ধটির যথেষ্ট সমর্থন নয়? আপনার প্রবন্ধের "রাম্মিসাম্মি" নামটিই কি গরিব ভারতীয়ের প্রতি ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞা প্রকাশ করে না? সমস্ত প্রবন্ধটিই কি তাহার প্রতি অনাবশ্যক এক অপমান নয়? আপনি স্বীকার করিয়াছেন যে, "ভারতে উন্নত সংস্কৃতির লোক আছে, ইত্যাদি," কিন্তু তবুও, আপনি পারিলে, তাহাদের শ্বেতকায় লোকের সমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিবেন না। আপনি কি ইহাতে সেই অপমানকে দ্বিগুণ অপমানজনক করিয়া তুলিতেছেন না? আপনি যদি মনে করিতেন যে, ভারতীয়দের কোন সংস্কৃতি নাই, তাহারা অসভ্য জানোয়ার মাত্র, এবং সেই যুক্তিতে তাহাদের রাজনীতিক সমানাধিকার দিতে অস্বীকার করিতেন, তবে আপনার মতামতের কারণ না হয় কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যাইত। একদল নিরীহ লোককে অপমান করিয়া তার ষোল আনা উল্লাস উপভোগ করিতে হইলে আপনাকে তো ইহা দেখাইতেই হয় যে, আপনি তাহাদের বুদ্ধিমান বলিয়া স্বীকার করেন, অথচ তাহাদের পদদলিত করিয়া রাখিতে চান।

তারপর আপনি বলিয়াছেন যে, কলোনির ভারতীয়েরা আর ভারতের ভারতীয়েরা এক রকমের নয়; কিন্তু আপনি দরকারমত ভুলিয়া যান যে, যে-জাতির বুদ্ধি আছে বলিয়া আপনি স্বীকার করেন, ইহারা তাহাদেরই ভাই-বন্ধু বা বংশধর, এবং সেই কারণেই, সুযোগ পাইলে, ভারতের অধিকতর ভাগ্যবান ভাই-বন্ধুদের মত হইয়া উঠিবার উপযোগী সুপ্ত শক্তি ইহাদেরও আছে, ঠিক যেমন, অজ্ঞান ও দুষ্কর্মের গভীরতর পঙ্কে নিমগ্ন লণ্ডনের ইস্ট্ এণ্ড্-এর লোকের মধ্যেও স্বাধীন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুপ্ত শক্তি নিহিত আছে।

লর্ড্ রিপনের নিকট নাগরিক-অধিকার সংক্রান্ত যে আবেদন করা হয়, তাহার উপরে আপনি এমন এক ভাষ্যের আরোপ করিয়াছেন যাহা কখনও উহার উদ্দেশ্য ছিল না। উপযুক্ত আদিবাসীরা ভোটের অধিকার ব্যবহার করিতে পারে বলিয়া ভারতীয়েরা দুঃখিত নয়। বরং, ব্যাপারটি অন্যরূপ হইলেই তাহাদের দুঃখের কারণ হইত। তবে, তাহারা অবশ্য দৃঢ়ভাবে এই কথা বলিতে চায় যে, উপযুক্ত হইলে, তাহাদেরও এই অধিকার থাকা উচিত। আপনি, আপনার বিজ্ঞতাবশে, কোন অবস্থাতেই, ভারতীয় বা আদিবাসীদের এই মূল্যবান অধিকার দিতে চান না, তাহাদের চামড়ার রঙ্ কালো বলিয়া। আপনি কেবল বাহিরটাই দেখিবেন। আপনার কাছে চামড়া সাদা থাকিলেই হইল, চামড়াটা নীচে বিষ লুকাইয়া রাখিয়াছে না অমৃত, তাহাতে আপনার কিছুই আসিয়া যায় না। ফ্যারিসি[১] শ্বেতচর্ম- বলিয়া, তাহার আন্তরিকতাহীন প্রার্থনাও, আপনার

[১] ফ্যারিসি হইল ইহুদী ধর্মযাজক। সে কেবল ধর্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করিত, আর পাব্লিক্যান হইল একজন পাপী যে নিজের পাপের জন্য সত্যসত্যই কান্নাকাটি করিত।



লণ্ডন ভেজিটেরিয়ান সোসাইটির অন্য সদস্যদের সঙ্গে গান্ধীজী, ১৮৯০



নাটাল ভারতীয় (ইন্ডিয়ান) কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতৃগণ, ১৮৯৫

3

The
Natal Indian Congress
Established
22nd August 1894 A.D

S.M. 141
L.N. 77

President

Mr Abdoolla Hajee Adam

Vice Presidents

Mr Haji Mahomed Haji Dada
" Abdul Kadir
" Haji Dada Haji Habib
" Parsee Rustomjee
" P. Dowjee Mahomed
" Peeran Mahomed
" Doroosamy Pillay
" Ramsamy Naidoo
" Hoosen Meeran
" Adamjee Miankhan
" Naynah

Mr Moosa Haji Cassim
" Mahomed C. Jeeva
" Dowd Mahomed
" Moosa Hajee Adam
" ~~Hoosen~~ Cassim
" Amod Tilly
" Mooroogasa Pillay
" Umar Haji Abba
" Osmankhan Rahamut Khan
" Rangsamy Padayachi

Hon. Secretary

Mr M. K. Gandhi

Congress Committee

Chairman

Mr Abdoolla Hajee Adam

Hon. Secretary Mr M. K. Gandhi

নাটাল ভারতীয় (ইন্ডিয়ান) কংগ্রেসের সংবিধানের সম্মুখের পৃষ্ঠা

12 Nov. 94

Dear Nazar,

Your letter of the [illegible] inst. You must have received my telegram [illegible] last evening [illegible] with copies of the telegrams exchanged between the Govt. & myself. I would like to see copies of the correspondence between the Govt. & the Agent.

The [illegible] article is bad – very bad. It might be as well for you to write to the writer to the effect that the Indians do not need public [illegible] or [illegible]. They do not trumpet their charity abroad of 10000 Indians [illegible] from the Transvaal to Natal. They would not starve & yet there would be little fuss about it. The Indians have never become a burden on the State of Natal. There is no poor law in India the poorest as the country is in the world. The [illegible] & [illegible] human charity is well known. The calumny comes with ill grace from a paper of the [illegible] standing boasting British principles and pretending to side with the weak & the poor. You may also

[illegible] yesterday and not one of them [illegible] [illegible] or [illegible] for help whereas the authorities have to make special provision for the poor whites. And finally tell them that Natal Govt. thought better & gracefully though partially suspended the deposit [illegible]. It might also be as well to write to the leader informing [illegible] of the Govt's decision & [illegible] [illegible] [illegible].

Yours [illegible]

[illegible]

I [illegible] corrected the mistakes in the [illegible] has created wrong impression

[illegible]

নাজারের নিকট চিঠি

কাছে, পাব্‌লিক্যান্‌-এর অকপট অনুতাপ অপেক্ষা বেশী গ্রহণযোগ্য, এবং আমার অনুমান, ইহাকেই আপনি খ্রীস্টানধর্ম বলিবেন। আপনি ইহা বলিতে পারেন, কিন্তু ইহা খ্রীস্টের খ্রীস্টধর্ম নয়।

কলোনিতে আপনার কাগজের সুনাম আছে। আপনি তো এই রকমের মত পোষণ করেন, তাহা সত্ত্বেও আপনি আবার **টাইমস অব্‌ ইন্ডিয়ার** উপর মিথ্যা-ভাষণের দোষ আরোপ করিয়াছেন। অভিযোগ করা এক জিনিস, তাহা প্রমাণ করা অন্য জিনিস। এই বলিয়া আপনি শেষ করিয়াছেন যে একজন নাগরিকের যাহা কাম্য, "রাম্মিসাম্মি" সে সকল অধিকারই পাইতে পারে, কেবল একটি ছাড়া। সেইটি হইল, "রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা"। ঐ মতের সঙ্গে আপনার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শিরোনাম ও তাহার সাধারণ উদ্দেশ্যের কি সামঞ্জস্য আছে? অথবা, সামঞ্জস্য বজায় রাখা কি অ-খ্রীস্টান ও অ-ইংরেজের মত কাজ? খ্রীস্ট বলিয়াছেন, "শিশুদের আমার কাছে আসিতে দাও"। তাঁহার কলোনিবাসী শিষ্যেরা (?) "শিশু" কথাটির আগে "শ্বেতকায়" কথাটি বসাইয়া বাক্যটির সংস্কার করিয়া লইবে। ডার্‌বানের মেয়র শিশুদের যে উৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি, সেই উৎসবের সময়ে শোভাযাত্রায় একটিও কৃষ্ণকায় শিশু দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কৃষ্ণকায় পিতা-মাতা হইতে জাত হওয়ার পাপের জন্যই কি এই শাস্তি? ঘৃণিত 'রাম্মিসাম্মি'কে আপনি যে সীমাবদ্ধ নাগরিকতা দিতে সম্মত ইহা কি তাহারই একটি উদাহরণ?

খ্রীস্ট যদি এখন আমাদের মধ্যে আসিতেন, তিনি কি আমাদের অনেককে বলিতেন না, "আমি তোমাদের চিনি না"? আমি ভরসা করিয়া একটি প্রস্তাব করিতে পারি কি? আপনি আপনার বাইবেলখানি (নিউ টেস্টামেন্ট) আর একবার পড়িয়া দেখিবেন কি? কলোনির কৃষ্ণকায় লোকেদের প্রতি আপনার মনোভাবের কথা আপনি কি ভাবিয়া দেখিবেন? আপনি কি তখনও বলিবেন যে বাইবেলের শিক্ষা, অথবা শ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ ঐতিহ্যের সঙ্গে, আপনি আপনার মতের সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারেন? আপনি যদি খ্রীস্টকে এবং ব্রিটিশ ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া থাকেন তবে আমার বলিবার কিছুই থাকিতে পারে না; আমি যাহা লিখিয়াছি, সানন্দে তাহা প্রত্যাহার করিব। কেবল ব্রিটেনের পক্ষে এবং ভারতের পক্ষে সেদিন দুঃখের দিন হইবে, যদি অনেকেই এই কাজে আপনার অনুসরণ করে।

ভবদীয়
এম্‌. কে. গান্ধী

**দি টাইম্‌স্‌ অব্‌ নাটাল**, ২৬-১০-১৮৯৪

## ৩৯. নাজারের নিকট চিঠি

ডারবান,
নভেম্বর ১২, ১৮৯৪

প্রিয় মিঃ নাজার,

আপনার এই মাসের ৪ তারিখের চিঠি পাইলাম। আপনি নিশ্চয়ই গত কাল সন্ধ্যায় আমার টেলিগ্রাম পাইয়াছেন। গভর্মেণ্টের সঙ্গে আমার যে সকল টেলিগ্রামের বিনিময় হইয়াছে তাহার নকল এই সঙ্গে পাঠাইলাম। গভর্মেণ্ট ও এজেণ্টের মধ্যে যে সকল চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হইয়াছে তাহার নকল আমি দেখিতে চাই।

**স্টার**-এর প্রবন্ধটি খারাপ—খুবই খারাপ। ভারতীয়দের সাধারণের নিকট হইতে কোন...[১] এবং চাঁদার দরকার নাই আপনি ইহা সম্পাদককে লিখিলে ভাল করিবেন। তাহারা তাহাদের দান লইয়া বাহিরে ঢাক পিটাইয়া বেড়ায় না। যদি ১০,০০০ ভারতীয় ট্রান্‌স্‌ভাল হইতে নাটাল আসে তবে তাহাদের উপবাসী থাকিতে হইবে না, তবুও ইহা লইয়া কোন হাঁকডাক হইবে না। ভারতীয়েরা কখনও নাটাল রাষ্ট্রের উপর ভারস্বরূপ হয় নাই। পৃথিবীর মধ্যে ভারত সর্বাপেক্ষা নিঃস্ব দেশ, তথাপি সেখানে গরিবদের ভরণপোষণের জন্য কোন আইন (পুওর-ল) করিতে হয় নাই। ভারতীয়দের নীরব, এবং সেই হেতু. খ্রীস্টানজনোচিত দানশীলতার কথা সুবিদিত। **স্টার**-এর মত প্রতিষ্ঠাপন্ন কাগজ, যে কাগজ ব্রিটিশ-নীতির গর্ব করিয়া থাকে, এবং দুর্বল ও গরিব লোকেদের পক্ষ সমর্থন করে বলিয়া ভান করিয়া থাকে, তাহার পক্ষে এরূপ মিথ্যা নিন্দা করা শোভা পায় না। আপনি সম্পাদককে একথাও জানাইতে পারেন যে গত কাল জোহান্‌স্‌বার্গ হইতে ১০০—প্রায় ১০০—ভারতীয় আসিয়াছিল। তাহাদের একজনকেও উপবাসী থাকিতে হয় নাই বা সাহায্যের জন্য কোথাও খোঁজাখুঁজি করিতে হয় নাই, অথচ গরিব শ্বেতকায়দের জন্য কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয়। পরিশেষে তাহাদের বলিবেন যে, নাটাল গভর্মেণ্টের সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছিল, এবং তাঁহারা ভদ্রভাবে, যদিও বিলম্বে, তাঁহাদের ১০ পাউণ্ড জমা দিবার নিয়মকে স্থগিত রাখিয়াছিলেন। গভর্মেণ্টের সিদ্ধান্তের কথা জানাইয়া এবং সন্তোষ ও ধন্যবাদ প্রকাশ করিয়া **লিডার**-এ লিখিয়া পাঠাইলেও ভাল হয়.

ভবদীয়
এম্‌. কে. গান্ধী

[১] এখানকার কথাটি পড়া যায় না।

আপনি বোধ করি **লিডার**-এর ভুল সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। 'ডাক্তার' কথাটি ভুল ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে।

এম্. কে. জি.

গান্ধীজীর নিজের হাতে লেখা মূল চিঠির ফটোস্ট্যাট প্রতিচিত্র হইতে

## ৪০. দি এসোটেরিক ক্রিশ্চিয়ান ইউনিয়ন

ডারবান,
নভেম্বর ২৬, ১৮৯৪

সম্পাদক,
**দি নাটাল মার্কারি**

মহাশয়,

আপনাদের বিজ্ঞাপন-বিভাগে গূঢ়-সাধন-নিরত খ্রীস্টান ইউনিয়ন (এসোটেরিক ক্রিশ্চিয়ান ইউনিয়ন) সম্পর্কে যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে তাহার প্রতি আপনার পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিবেন। বিজ্ঞাপিত পুস্তকগুলিতে যে চিন্তাধারার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা কোনরূপেই নূতন নয়, তাহা আধুনিক চিন্তা-জগতের গ্রহণযোগ্যরূপে রূপান্তরিত পুরাতনকেই ফিরিয়া পাওয়া। ইহা এমন এক রকমের ধর্মসাধনা, কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার বা ঐতিহাসিক ঘটনার উপর যাহা প্রতিষ্ঠিত নয়, যাহার প্রতিষ্ঠা শাশ্বত সত্যে এবং যাহা শিক্ষা দেয় বিশ্বজনীনতা। সাধনায় যীশুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করার জন্য মহম্মদ বা বুদ্ধকে গালি দেওয়া হয় না। বরং গ্রন্থকারদের মতে যে-খ্রীস্টানধর্ম একই শাশ্বত সত্যকে প্রকাশ করিবার নানাবিধ পন্থার মধ্যে মাত্র একটি পন্থা ছাড়া আর কিছুই নয়, ইহা সেই খ্রীস্টান ধর্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের সামঞ্জস্য সাধন করে। বাইবেলে (ওল্ড্ টেস্টামেণ্ট্) যে সকল জিনিস বুঝিতে পারা যায় না, ইহাতে সেগুলির সম্পূর্ণ ও সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়াছে।

আপনাদের পাঠকদের মধ্যে এমন যদি কেহ থাকেন, আজকালকার জড়বাদের উজ্জ্বল সমারোহকে আত্মিক প্রয়োজনের পক্ষে যিনি অ-যথেষ্ট মনে করেন, উন্নত জীবনের জন্য যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন, যিনি আধুনিক সভ্যতার তীব্র উজ্জ্বল বাহ্য আবরণের অভ্যন্তরে বিরোধী এমন অনেক কিছু দেখিতে পান যাহা এরূপ উজ্জ্বল বাহ্য আবরণের অভ্যন্তরে আশা করা যায় না, এবং সর্বোপরি, আধুনিক ভোগ-বিলাস এবং সদা-উত্তেজনাশীল অবিরাম কর্মপ্রবাহ যাঁহার অন্তরে শান্তি

বহিয়া আনে না, তবে তাঁহাকেই আমি উক্ত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে বলিব। এবং আমি বলিতে পারি যে, ঐগুলি পড়িয়া তিনি নিজেকে উন্নত বোধ করিবেন যদিও ঐ শিক্ষার সহিত তিনি হয়তো নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মিলাইয়া দিতে পারিবেন না।

কেহ এ বিষয়ে কথাবার্তা বলিতে চাহিলে, তাঁহার সহিত নিরিবিলি মত-বিনিময় করিতে আমি খুব খুশীই হইব। এরূপ ক্ষেত্রে কেহ ব্যক্তিগতভাবে আমার সহিত চিঠিপত্র লিখিলে তিনি আমার ধন্যবাদভাজনই হইবেন। একথা উল্লেখ না করিলেও চলে যে, পুস্তকবিক্রয়ের কোন আর্থিক উদ্দেশ্য নাই। ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট মিঃ মেট্‌ল্যাণ্ড, কিংবা তাঁহার এখানকার এজেণ্ট্, বই-গুলি দান করিতে পারিলে খুশী মনেই তাহা করিতেন। অনেক ক্ষেত্রে, যাহা খরচ পড়িয়াছে তাহা অপেক্ষা কম দামে বই বিক্রি করা হইয়াছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে দানও করা হইয়াছে। কিছু কিছু লোককে পড়িবার জন্য বইগুলি ধারও দেওয়া হইবে।

উপসংহারে, আমি গ্রন্থকারদের নিকট স্বর্গত ফরাসী পাদ্রী কনস্ট্যাণ্ট্ যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে একটি উদ্ধৃতি দিব : "সর্বকালে এবং সর্বদেশে মানবসমাজ নিজেদের এই তিনটি চরম প্রশ্নই করিয়াছে : কোথা হইতে আমরা আসিয়াছি? আমরা কি? কোথায় আমরা যাইতেছি? অবশেষে, **দি পার্ফেক্ট্ ওয়ে** নামক গ্রন্থে এই প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া গিয়াছে। সে উত্তর সম্পূর্ণ, সন্তোষজনক এবং সান্ত্বনাদায়ক।"

ভবদীয়
এম্. কে. গান্ধী

**দি নাটাল মার্কারি**, ৩-১২-১৮৯৪

## ৪১. বিক্রয়ের জন্য পুস্তকের তালিকা

ডারবান, নাটাল

স্বর্গত মিসেস্ অ্যানা কিংসফোর্ড্ ও মিঃ এড্‌ওয়ার্ড্ মেটল্যাণ্ডের নিম্নলিখিত বইগুলি প্রকাশিত মূল্যে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত। দক্ষিণ আফ্রিকায় বইগুলি এই প্রথম আমদানি করা হইল :

**দি পার্ফেক্ট্ ওয়ে**, ৭ শিঃ ৬ পেঃ
**ক্লোদ্‌ড্ উইথ্ দি সান**, ৭ শিঃ ৬ পেঃ
**দি স্টোরি অব্ দি নিউ গস্‌পেল অব্ ইন্‌টার্‌প্রেটেশন্**, ২ শিঃ ৬ পেঃ

**দি নিউ গস্‌পেল্‌ অব্‌ ইন্‌টার্‌প্রেটেশন্‌**, ১ শিঃ
**দি বাইব্‌ল্‌স্‌ ওউন অ্যাকাউন্ট্‌ অব্‌ ইট্‌সেল্‌ফ্‌**, ১ শিঃ
বইগুলি সম্বন্ধে কয়েকটি মতামত :

"আলোকের ঝরনা (**দি পার্ফেক্ট্‌ ওয়ে**) ব্যাখ্যামূলক ও সামঞ্জস্যবিধায়ক... দিব্য বিষয়ের আলোচনা যাঁহারা করেন তাঁহারা ইহা বাদ দিতে পারেন না।"

—**লাইট**, লণ্ডন

"ভগবৎকৃপালাভের উপায় হিসাবে শতাব্দীর ইংরেজী গ্রন্থরাজির মধ্যে ইহা অতুলনীয়।"

—**অকাল্ট ওয়ার্ল্‌ড্‌**

এই বিষয় সম্পর্কে কয়েকখানি পুস্তিকা বিনামূল্যে আমার আফিসে পাওয়া যায়।

এম্‌. কে. গান্ধী
এসোটেরিক ক্রিশ্চিয়ান ইউনিয়ন ও লণ্ডন
ভেজিটেরিয়ান সোসাইটির এজেণ্ট্‌

**দি নাটাল মার্কারি**, ২৮-১১-১৮৯৪

## ৪২. খোলা চিঠি

ডরবান,
ডিসেম্বর, ১৮৯৪[১]

মাননীয় লেজিস্‌লেটিভ এসেম্ব্‌লি ও মাননীয় লেজিস্‌লেটিভ কাউন্‌সিলের মাননীয় সদস্যগণ সমীপে

মহাশয়গণ,

আপনাদের নিকট বেনামীতে লিখিতে পারিলেই আমি সর্বাধিক আনন্দিত হইতাম। কিন্তু পত্রে আমি যে সকল উক্তি করিব, সেগুলি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, আমার নাম প্রকাশ না করিলে তাহা নিছক কাপুরুষতার কাজ বলিয়া গণ্য হইবে। যাহাই হউক, আমি সানুনয়ে আপনাদিগকে এই নিশ্চয়তা দিতে

[১] ইহা ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে নাটালে ইয়োরোপীয়গণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। (বর্তমান গ্রন্থের ১৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) সুতরাং ঐ তারিখের পূর্বেই ইহা রচিত হইয়াছিল।

পারি যে, কোনও স্বার্থপ্রণোদিত দুরভিসন্ধি, নিজেকে লাভবান্ করিবার কোনরূপ প্রচেষ্টা বা কুখ্যাত হইয়া উঠিবার বাসনা হইতে আমি ইহা লিখিতেছি না। দৈবক্রমে ভারতে জন্মিয়াছি, তাই ভারত আমার স্বদেশ। সেই ভারতের সেবা করাই, এবং এই কলোনিতে ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাবুঝির উন্নততর একটি মনোভাব গড়িয়া তোলাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির একমাত্র পন্থা হইল, যাঁহারা জনমতের প্রতিনিধিত্ব করেন, এবং তৎসহ জনমত গড়িয়া তোলেন, তাঁহাদের নিকট আবেদন করা।

কারণ, ইয়োরোপীয়গণ ও ভারতীয়গণ যদি সর্বদা বিরোধের মধ্যে বাস করিতে থাকেন, তবে আপনাদিগকেই দুর্নামের বোঝা বহিতে হইবে। আর যদি ইয়োরোপীয়গণ ও ভারতীয়গণ একসঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া চলিতে ও একত্র শান্তিতে ও নির্বিবাদে বাস করিতে পারেন, তবে সেজন্য সকল কৃতিত্বও আপনারাই পাইবেন।

ইহা প্রমাণ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই যে, সারা পৃথিবীতে জনসাধারণ বহুল পরিমাণে নেতাদের মতামতই অনুসরণ করিয়া থাকে। গ্ল্যাডস্টোনের মতামত অর্ধেক ইংলণ্ডের মতামত, এবং স্যালিসবেরির মতামত বাকী অর্ধেক ইংলণ্ডের মতামত। ডক শ্রমিকদের ধর্মঘটের সময়ে ধর্মঘটীদের জন্য চিন্তার কাজটি বার্নসের মতো এক ব্যক্তিই করিয়াছিলেন। প্রায় সমগ্র আয়ারলণ্ডের জন্য চিন্তার কাজটি করিয়াছিলেন পার্নেল। শাস্ত্রেও—দুনিয়ার সকল শাস্ত্রের কথাই বলিতেছি—তাহাই বলা হইয়াছে। এডুইন আর্নল্ড-রচিত "দি সং সেলেস্টিয়াল"[১] গ্রন্থেও বলা হইয়াছে : "যাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা স্থির করেন, তাহাই অজ্ঞ জনসাধারণ গ্রহণ করে। যাহা শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ করেন, তাহাই সর্বসাধারণ অনুসরণ করে।"

সুতরাং এই পত্রের জন্য আত্মসমর্থন ও মার্জনাভিক্ষার প্রয়োজন নাই। ইহাকে উদ্ধত বলাও চলে না।

কারণ, আপনারা ছাড়া আর কাহাদের নিকটই বা এই আবেদন অধিকতর উপযুক্ততা সহকারে করা যাইত, আপনারা ছাড়া আর কাহারাই বা অধিকতর গুরুত্বের সহিত ইহা বিবেচনা করিতে পারেন?

ইংলণ্ডে আন্দোলন চালাইয়া বিশেষ লাভ নাই। উহাতে কলোনিতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল অধিকতর বিরোধেরই সৃষ্টি হইবে। বড়জোর যেটুকু সাহায্য হইতে পারে, তাহাও হইবে সাময়িক। কলোনির ইয়োরোপীয়দিগকে যদি ভারতীয়দের প্রতি অপেক্ষাকৃত ভালো ব্যবহার করিতে অনুপ্রাণিত করা

[১] পদ্যে ভগবদ্‌গীতার ইংরেজী অনুবাদ।

না যায়, তবে ব্রিটিশ সরকারের সতর্ক দৃষ্টি সত্ত্বেও কলোনির দায়িত্বশীল সরকারের অধীনে ভারতীয়গণের কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে।

বিশদ বিবরণের মধ্যে না গিয়া আমি ভারতীয় প্রশ্নটিকে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করিতে চাই।

আমার মনে হয়, ভারতীয়গণ যে কলোনিতে ঘৃণ্য জীব বলিয়া গণ্য হয়, তাহাতে কোনও সংশয় নাই। ভারতীয়দের প্রতি প্রতিটি বিরোধিতা এই ঘৃণা হইতেই আসিয়াছে। ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণা যদি কেবল বর্ণের ভিত্তিতে জন্মিয়া থাকে, তবে, অবশ্য, ভারতীয়দের কোনও আশা নাই। তাহারা যত সত্বর কলোনি ত্যাগ করিতে পারে, ততই মঙ্গল। তাহারা যাহা কিছুই করুক না কেন, তাহাদের চামড়া কখনও সাদা হইবে না। তবে এই ঘৃণা যদি অন্য কিছুর ভিত্তিতে হইয়া থাকে, যদি উহা ভারতীয়দের স্বভাব ও উৎকর্ষ সম্পর্কে অজ্ঞতার ভিত্তিতে জন্মিয়া থাকে, তবে ভারতীয়রা কলোনির ইয়োরোপীয়দের হস্তে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য পাইবার আশা রাখিতে পারে।

আমি বলিতে চাই, ৪০,০০০ ভারতীয়ের প্রতি কলোনিতে কিভাবে ব্যবহার করা হইবে, সেই প্রশ্নটি কলোনিবাসীদের, বিশেষত যাঁহাদের হস্তে কলোনির শাসনভার রহিয়াছে ও যাঁহাদের হস্তে জনসাধারণ আইন প্রণয়নের অধিকার দিয়াছে, তাঁহাদের সকলেরই অত্যন্ত গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য। কলোনি হইতে ৪০,০০০ ভারতীয়কে উচ্ছেদ করা নিঃসন্দেহে একটি সাধ্যাতীত কাজ। ভারতীয়দের অধিকাংশই এখানে সপরিবারে বসবাস করিতেছে। কোনও ব্রিটিশ উপনিবেশে এমন কোনও আইন প্রণয়ন বিধিসম্মত নহে, যাহার বলে আইনের রচয়িতাগণ এই লোকগুলিকে বিতাড়িত করিতে পারেন। ভারতীয়গণ যাহাতে আর এখানে আসিয়া বসবাস করিতে না পারে, সেইরূপ কোনও কার্যকরী প্রতিরোধব্যবস্থা উদ্ভাবন করা সম্ভব হইতে পারে। সে কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমার উত্থাপিত এই প্রশ্নটির নিঃসন্দেহে এইটুকু গুরুত্ব আছে যে, আমি এ বিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে এবং এই পত্রখানি নিরপেক্ষভাবে পড়িবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করিতে পারি।

এই ভারতীয়দিগকে আপনারা সভ্যতার মানদণ্ডে নামাইবেন, কি তুলিবেন, এই সকল মানুষ যে স্তরে থাকিবার উপযুক্ত, তাহাদের জন্মগত কারণে তাহাদিগকে সেই স্তরের অপেক্ষা নিম্নতর স্তরে নামাইবেন, কি নামাইবেন না, তাহাদের অন্তরকে আপনাদের প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিবেন, না তাহাদিগকে আপনাদের নিকট নিবিড় করিয়া টানিয়া লইবেন—সংক্ষেপে, আপনারা তাহাদিগকে স্বেচ্ছাচারের সহিত, না সহানুভূতির সহিত, শাসন করিবেন—তাহা আপনারাই স্থির করিবেন।

আপনারা এমনভাবে জনমত গঠন করিতে পারেন, যাহাতে দিনের পর দিন ঘৃণা বাড়িতে পারে; আবার আপনারা ইচ্ছা করিলে এমনভাবে জনমত গঠন করিতে পারেন, যাহাতে ঘৃণা কমিতে শুরু করিবে।

আমি নিম্নলিখিত কয়েকটি পর্যায়ে প্রশ্নটির আলোচনা করিতে চাই :

১। কলোনিতে ভারতীয়রা নাগরিকরূপে বাঞ্ছিত কি?

২। তাহারা কি?

৩। তাহাদের প্রতি এখন যেরূপ ব্যবহার করা হইতেছে, তাহার সহিত ইংরেজদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের ন্যায় ও নীতিবোধের বিভিন্ন মূলসূত্রের, বা খ্রীষ্টীয় নীতির সামঞ্জস্য আছে কি?

৪। নিছক বৈষয়িক ও স্বার্থগত দৃষ্টিতে বিচার করিলেও ভারতীয়দিগকে অকস্মাৎ বা ক্রমে ক্রমে কলোনি হইতে অপসারিত করিলে কলোনির প্রকৃত ও স্থায়ী মঙ্গল হইবে কি?

## এক

প্রথম প্রশ্নটির আলোচনাকালে আমি সর্বাগ্রে শ্রমিকরূপে নিযুক্ত ভারতীয়দের সম্পর্কে আলোচনা করিব। এই সকল শ্রমিকের অধিকাংশই চুক্তিবন্ধ হইয়া কলোনিতে আসিয়াছে।

ওয়াকিফহাল বলিয়া পরিচিত সকলেই প্রায় স্বীকার করিয়াছেন যে, চুক্তিবন্ধ ভারতীয়রা কলোনির উন্নতির জন্য অপরিহার্য। তাহারা ভৃত্যই হউক, পরিচারকই হউক, রেল-শ্রমিকই হউক, বা বাগিচার কৃষকই হউক, সকলেই কাজের লোক হিসাবে কলোনির সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীরা যে কাজ করিতে পারে না বা করিতে চাহে না, তাহা চুক্তিবন্ধ ভারতীয়রা সানন্দে ও সুন্দরভাবে করিয়া থাকে। যেন ভারতীয়রাই এই কলোনিকে "বাগিচা কলোনি" রূপে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। চিনি উৎপাদনের জন্য নিয়োজিত ভূসম্পত্তিগুলি হইতে ভারতীয়দিগকে সরাইয়া লইলে কলোনির ঐ প্রধান শিল্পটি কোথায় থাকিবে? অদূর ভবিষ্যতে স্থানীয় অধিবাসীরা যে ঐ কাজ করিবে, এমন কথাও বলা যায় না। দৃষ্টান্তরূপে দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকের কথা উল্লেখ করা চলে। উহার দেশীয় অধিবাসীদের সুযোগ-সুবিধা-সংক্রান্ত তথাকথিত শক্তিশালী নীতি থাকা সত্ত্বেও উহা প্রকৃতপক্ষে ধূলির মরুভূমি মাত্র হইয়া আছে। অথচ উহার জমি খুবই উর্বর। খনিগুলির জন্য সস্তায় শ্রমিক সংগ্রহের সমস্যাটি দিনে দিনে ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। নেল্‌মাপিয়াস্‌ এস্টেটের বাগিচাটিই হইল একমাত্র বাগিচা যাহার নাম করা চলে। কিন্তু উহার সাফল্যের জন্য উহা কি সম্পূর্ণরূপে

ভারতীয় শ্রমিকদের নিকটই ঋণী নহে? একটি নির্বাচনী ভাষণে বলা হইয়াছে :

...এবং, পরিশেষে, করণীয়রূপে একমাত্র যাহা ছিল, ভারতীয়দের আগমন সংক্রান্ত সেই বিষয়টিতেও হাত দেওয়া হইল। এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাটির কাজ আগাইয়া দেওয়ার জন্য আইনসভা অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত তাঁহাদের সমর্থন ও সাহায্য দিলেন। যখন এই কাজে হাত দেওয়া হয়, তখন **কলোনির উন্নতি ও প্রায়-অস্তিত্ব অনিশ্চিত ছিল**। কিন্তু এখন ভারতীয়দের আসিবার এই পরিকল্পনাটির ফল কি হইয়াছে? আর্থিক দিক হইতে প্রতি বৎসর কলোনির কোষাগার হইতে ১০,০০০৲ পাউন্ড অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে লাভ কি হইয়াছে? লাভ হইয়াছে এই—কুলীদিগকে শ্রমিকরূপে কলোনিতে আনিবার ফলে আর্থিক দিক হইতে যে মুনফা হইয়াছে, সে মুনফা কলোনির শিল্পগুলির বা কলোনির অন্য কোনও বিষয়ের উন্নতির জন্য ভোটে-প্রদত্ত সরকারী টাকা ব্যয় করিয়া এ পর্যন্ত কখনও হয় নাই।...আমার বিশ্বাস, কলোনির শিল্পগুলিতে এইরূপ দরকারমতো শ্রমিক সরবরাহ না ঘটিলে ডারবানের ইয়োরোপীয় অধিবাসীদের অবস্থা এখন যেরূপ উন্নত আছে, অন্ততপক্ষে তাহার অর্ধেক থাকিত, এবং এখন যেখানে বিশজন লোক কাজ করিতেছে, সেখানে মাত্র পাঁচজন লোকের কাজ জুটিত। এখনকার তুলনায় ডারবানে সম্পত্তির দাম সাধারণত প্রায় শতকরা ৩০০ বা ৪০০ ভাগ কম হইত। ডারবানের সম্পত্তির মূল্যের অনুপাতে কলোনির ও অন্যান্য শহরের জমির, এবং সমুদ্রতীরবর্তী জমির দাম এখন ঐগুলি যে দরে বিক্রয় হইতেছে, তাহা হইতে পারিত না।

এই ভদ্রলোক (উপরে যাঁহার উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে) মিঃ গার্ল্যান্ড ছাড়া অন্য কেহ নহেন। "কুলীদের" নিকট হইতে এইরূপ মূল্যবান্ সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও—যাঁহাদের এ বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান থাকা উচিত ছিল, এমন কি তাঁহারাও গরীব ভারতীয়দিগকে ঘৃণার সঙ্গে কুলী নামেই অভিহিত করেন—এই মাননীয় ভদ্রলোক কলোনিতে ভারতীয়দের বসবাস করিবার প্রবণতা সম্পর্কে অকৃতজ্ঞতার সহিত খেদ করিয়াছেন।

**নিউ রিভিউ** পত্রিকায় প্রকাশিত এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগস্ট তারিখের **দি নাটাল মার্কারি** পত্রিকায় উদ্ধৃত মিঃ জনস্টন-লিখিত প্রবন্ধের নিম্নলিখিত অংশটি আমি এখানে তুলিয়া দিতেছি :

নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে যে সকল কাজ ইয়োরোপীয়রা করিতে পারিত, সেই সকল বিশেষ ধরনের কাজ করিবার মতো বুদ্ধি আছে এবং গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের জলবায়ু সহ্য করিতে পারে, এমন পীত জাতির লোক আমদানি করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিতে চাওয়া হইয়াছে। এতাবৎ পূর্ব আফ্রিকায় যে পীত জাতির লোকেরা সর্বাধিক সফল হইয়াছে, তাহারা হিন্দুস্থানের অধিবাসী। ইহারা বিভিন্ন ধরনের লোক; ইহাদের ধর্মও বিভিন্ন; ইহারা ব্রিটিশ ও পর্তুগীজদের অধীনে পূর্ব আফ্রিকার সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে। শান্তশিষ্ট, সহৃদয়, মিতব্যয়ী, পরিশ্রমী, শিল্পনিপুণ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি এইসব ভারতীয় মধ্য আফ্রিকায় আসিয়া বসবাস করিলে ঐ

মহাদেশে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সুদৃঢ়তা লাভ করিবে এবং গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকায় সভ্য শাসনব্যবস্থা চালু রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় তারবিভাগের সাধারণ কর্মচারী, ছোটখাটো দোকানদার, সুদক্ষ কারিগর, পাচক, সাধারণ শ্রেণীর কর্মচারী, কেরানী ও রেলপথের জন্য কর্মচারী প্রভৃতিও মিলিবে। ভারতীয়দিগকে কৃষ্ণকায় ও শ্বেতকায় উভয় জাতির লোকে পছন্দ করায় তাহারা এই দুই ভিন্নমুখী জাতির মধ্যে যোগসূত্র রূপেও কাজ করিবে।

ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে ভুল করিয়া "আরব" বলা হয়। কলোনিতে তাহাদের আগমন সম্পর্কে যে সকল আপত্তি উঠে, সেগুলি আলোচনা করিয়া দেখাই ভালো।

সংবাদপত্রগুলি হইতে, বিশেষত ৬-৭-'৯৪ তারিখের **দি নাটাল মার্কারি** ও ১৫-৯-'৯৩ তারিখের **দি নাটাল অবজার্ভার** হইতে, মনে হয়, আপত্তিগুলি এই যে, তাহারা ব্যবসায়ী হিসাবে সফল হওয়ায় এবং তাহাদের জীবনযাত্রা-পদ্ধতি অতীব সরল হওয়ায়, ক্ষুদ্র ব্যবসায়গুলিতে তাহারা ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম। ক্বচিৎ-দৃষ্ট দুই একটি ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া যদি বলা হয় যে, সকল ভারতীয় ব্যবসায়ীই দুর্নীতির আশ্রয় লইয়া থাকে, তবে সেরূপ উক্তিকে আমি বিবেচনার যোগ্য মনে করি না। দেউলিয়া হইবার কয়েকটি ঘটনা সম্পর্কে—ঐ সকল লোককে বিন্দুমাত্র সমর্থন করিবার উদ্দেশ্য না লইয়াই—আমি কেবল বলিব যে, "যাহারা পাপ করে নাই, তাহারাই প্রথম পাথর ছুঁড়িয়া মারুক।" দেউলিয়া আদালতের দলিল-দস্তাবেজগুলি দয়া করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

সাফল্যের সহিত প্রতিযোগিতার বিষয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি রহিয়াছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করিলে বলিব, আমার বিশ্বাস, উহা সত্য। কিন্তু এই সাফল্য কি ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে কলোনি হইতে বিতাড়িত করিবার পক্ষে একটা যুক্তি হইল? এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা কি একদল সভ্য মানুষের পক্ষে সুশোভন হইবে? কিসের জোরে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতায় এইরূপ কৃতকার্য হইয়াছে? যাঁহার ইচ্ছা গিয়া দেখিতে পারেন, ইহা তাহাদের বিভিন্ন অভ্যাসের ফল ছাড়া আর কিছুই নহে। তাহাদের অভ্যাসগুলি অতিশয় সরল ও অনাড়ম্বর; অবশ্য, **দি নাটাল অ্যাডভার্টাইজার** উহাকে বর্বরতা বলিয়াছেন; তবে উহা বর্বরতা নহে। আমার বিনীত অভিমত এই যে, তাহাদের সাফল্যের প্রধানতম কারণ হইল—মদ্যপান ও উহার আনুষঙ্গিক কুফল হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা। এই অভ্যাসটির ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচুর অর্থ সঞ্চিত হইতে পারে। তাহাছাড়া, তাহাদের রুচিও অত্যন্ত সাদাসিধা, এবং তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্প লাভেই সন্তুষ্ট হইতে পারে। কারণ, তাহারা দোকান-খরচের খাতে অকারণ অর্থ ব্যয় করে না। এক কথায়, তাহারা তাহাদের

মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অন্নসংস্থান করে। এই ব্যাপারগুলিকে যে কিভাবে তাহাদের কলোনিতে থাকা বন্ধ করিবার পক্ষে যুক্তিরূপে উত্থাপন করা যায়, তাহা আমার নিকট দুর্বোধ্য। অবশ্য, তাহারা জুয়া খেলে না, সাধারণত ধূমপান করে না, ছোটখাটো অসুবিধাগুলির সহিত নিজদিগকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে; তাহারা রোজ আট ঘণ্টারও বেশী কাজ করে। ইহা কি আশা করা যায়, বা আশা করা উচিত যে, তাহাদিগকে নিরুপদ্রবে কলোনিতে থাকিতে দিতে হইলে তাহাদিগকে এই সকল সদ্গুণ ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য জাতিগুলি বর্তমানে যে সকল ভয়ংকর দোষে দুষ্ট হইয়া আর্তনাদ করিতেছে, সেই সকল দোষ গ্রহণ করিতে হইবে?

ভারতীয় বণিক ও শ্রমিক সম্পর্কে যে সাধারণ আপত্তিটি রহিয়াছে, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা ভালো। আমি অতীব দুঃখের সহিত বলিতেছি, আমি নিজেও এই অভিযোগ অংশত স্বীকার করি। তাহাদের অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস-সমূহ সম্পর্কে যাহা বলা হয়, তাহার অনেকখানি ঘৃণা ও বিদ্বেষপ্রসূত হইলেও, একথা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না যে, এ ব্যাপারে তাহাদের সব কিছু আশানুরূপ নহে। কিন্তু উহাই তাহাদিগকে কলোনি হইতে বিতাড়িত করিবার পক্ষে যুক্তি হইতে পারে না। এ বিষয়ে তাহারা একেবারে সংশোধনের সীমার বাহিরেও নহে। আমার মতে, স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত আইনটিকে ন্যায় ও সহানুভূতির সহিত কঠোরভাবে প্রয়োগ করিলে, সাফল্যের সহিত এই সকল দোষ-ত্রুটির প্রতিরোধ করা যায়, এমন কি এই সকল দোষ-ত্রুটি সমূলে বিনাশ করাও সম্ভব। তাহা ছাড়া, এই সকল দোষ-ত্রুটি এমন ভয়ংকর নহে যে, রাতারাতি ব্যবস্থা করিতেই হইবে। ইহা লক্ষণীয় যে, তাহাদের শারীরিক অভ্যাসগুলি নোংরা নহে। তবে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের কথা স্বতন্ত্র। তাহারা এতই দরিদ্র যে, দৈহিক পরিচ্ছন্নতার দিকে তাহারা লক্ষ্য দিতে পারে না। আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমি একথা বলিতে পারি যে, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোকেরা ধর্মীয় কারণেই অন্ততপক্ষে সপ্তাহে একবার স্নান করিতে এবং প্রতিবার নমাজের সময়ে ওজু করিতে, অর্থাৎ মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধুইতে, বাধ্য হয়। তাহাদের রোজ চারিবার নমাজ করিবার কথা। অন্তত পক্ষে দৈনিক দুইবার নমাজ করে না, এমন লোক তাহাদের মধ্যে নাই বলিলেও চলে।

আশা করি, ইহা সহজেই স্বীকৃত হইবে যে, যে-সকল দোষ কোনও সম্প্রদায়কে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক করিয়া তোলে, সেইরূপ দোষ হইতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্যের বিষয়ে তাহারা কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে। তাহারা কখনও রাজনৈতিক বিপদের কারণ হয় নাই এবং হইবেও না। অনেক সময় কলিকাতায় ও মাদ্রাজে ইমিগ্রেশান এজেন্ট বা

আড়কাঠীরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে মাঝে মাঝে যেসব গুণ্ডা সংগ্রহ করিয়া বসেন, তাহারা ছাড়া অন্যান্য ভারতীয়রা সকলেই খুব মারাত্মক ধরনের অপরাধ-গুলি হইতে মুক্ত বলিয়াই মনে হয়। দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমি ফৌজদারী আদালতের পরিসংখ্যানগুলি তুলনা করিয়া দেখিতে পারি নাই। তাই এ বিষয়ে আমি আর অধিক কিছু মন্তব্য করিতে চাই না। তবে আমি **নাটাল অ্যাল্মানাক্** পত্রিকা হইতে এই উদ্ধৃতিটি দিতে চাই: "ভারতীয় অধিবাসীদের স্বপক্ষে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, তাহারা মোটের উপর আইন-শৃঙ্খলা মানিয়া চলে।"

আমার বিনীত বক্তব্য এই যে, উল্লিখিত তথ্যাবলী হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় শ্রমিকরা কলোনিতে কেবল বাঞ্ছিত নাগরিক নহে, তাহারা প্রয়োজনীয় নাগরিকও বটে, কলোনির মঙ্গলের জন্য তাহারা অপরিহার্য, এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা তাহাদিগকে কলোনিতে অবাঞ্ছিত করিয়া তুলিতে পারে।

এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে আমি ইহাও বলিতে চাই যে, ইয়োরোপীয় সম্প্রদায়ের দরিদ্র অংশের নিকট ভারতীয় ব্যবসায়ীরা দেবতার আশীর্বাদের মতো। কারণ, তাহাদের প্রতিযোগিতার ফলেই জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য এত অল্প রহিয়াছে। তাহারা ভারতীয় শ্রমিকদের ভাষা ও রীতিনীতি জানে বলিয়া ভারতীয় শ্রমিকদের কাছেও তাহারা অপরিহার্য হইয়াছে। ভারতীয় শ্রমিকদের কি প্রয়োজন, তাহা তাহারা লক্ষ্য করিয়া দেখে এবং সেগুলি সরবরাহ করে। তাহা ছাড়া, ইয়োরোপীয়দের তুলনায় অনেক সুবিধাজনক শর্তে তাহারা ভারতীয় শ্রমিকদের সহিত কাজ-কারবার করিতে পারে।

## দুই

আমার আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্যায়টি হইল—তাহারা কি? এই অংশটুকু আমি আপনাদিগকে সতর্কতার সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। যদি ইহা ভারত ও ভারতের অধিবাসীদের সম্পর্কে জানিবার ইচ্ছা জাগায়, তবেই এ বিষয়ে আমার লেখার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কারণ, আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়েরা যেসব অসুবিধা ভোগ করিতেছে, তাহার অর্ধেক, এমন কি দুই-তৃতীয়াংশ, ভারত সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব হইতেই ঘটিতেছে।

কাহাদেব নিকট আমি এই পত্র লিখিতেছি, সে বিষয়ে আমার অপেক্ষা অন্য কেহ অধিকতর সচেতন নহেন। কোনও কোনও মাননীয় সদস্য আমার পত্রের

এই অংশকে অপমানজনক মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হইতে পারেন। তাঁহাদিগকে আমি অত্যন্ত সশ্রদ্ধভাবে এই কথা বলিব যে, "ভারতবর্ষ সম্পর্কে আপনারা যে অনেক কিছুই জানেন, সে বিষয়ে আমি সচেতন। কিন্তু ইহা কি একটি হৃদয়হীন ব্যাপার নহে যে, আপনাদের সেই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কলোনিতে অবস্থার কোনও উন্নতি হয় নাই? ভারতীয়দের যে কোনও উন্নতি হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহ—অবশ্য, আপনারা তাহাদের সম্বন্ধে যে জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন, তাহা যদি অন্যান্য যাঁহারা ঐ একই ক্ষেত্রে কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের অর্জিত জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র ও বিপরীত না হয়। তাহা ছাড়া, আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটি প্রত্যক্ষভাবে আপনাদের উদ্দেশ্যে করা হইলেও, ইহা অপর অনেকের নিকট, বাস্তবিক পক্ষে, বর্তমান অধিবাসীগণসহ কলোনির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যাঁহাদেরই আগ্রহ আছে, তাঁহাদের সকলের নিকট পৌঁছিবে বলিয়া আমি মনে করি।"

নাগরিক অধিকার বিলের দ্বিতীয়বার আলোচনাকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁহার ভাষণে বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করিলেও, তাঁহার প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত আমি বলিতে চাই যে, ইংরেজ ও ভারতীয়গণ "ইন্ডো-আরিয়ান" নামে একই জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, আমার নিকট প্রামাণ্য পুস্তকাবলী অতি অস্পষ্ট আছে। তাই আমি আমার উপরোক্ত মন্তব্যের সমর্থনে বহুসংখ্যক লেখকের রচনাংশ উদ্‌ধৃত করিতে পারিব না। তবে আমি স্যার ডাব্লিউ. ডাব্লিউ. হান্টার-রচিত **ইন্ডিয়ান এম্পায়ার** নামক পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত উদ্‌ধৃতিটি দিতেছি :

> "এই মহত্তর জাতিটি (অর্থাৎ প্রাচীন আর্য জাতি) আর্য বা ইন্ডো-জার্মানিক মূলজাতির অন্তর্গত। আর্য বা ইন্ডো-জার্মানিক জাতি হইতে ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও ইংরেজ, সকলেই জন্মিয়াছে। ইতিহাসে দেখা যায়, ইহাদের প্রাচীন বাসভূমি ছিল মধ্য-এশিয়ায়। সেই আদি বাসভূমি হইতে ঐ জাতির কয়েকটি শাখা পূর্ব দিকে এবং অপর কয়েকটি শাখা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। পশ্চিম দিকে যে শাখাগুলি অগ্রসর হইতেছিল, তাহাদের একটি শাখা পারসীক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। অপর একটি শাখা এথেন্স ও লাসেডিমন গড়িয়া তোলে এবং হেলেনীয় জাতিতে পরিণত হয়। তৃতীয় একটি শাখা ইতালিতে গিয়া সপ্তগিরিশিখরে নগর নির্মাণ করে এবং ঐ নগরই হইয়া উঠে ইম্পিরিয়াল রোম। ঐ জাতির লোকেরাই সুদূর উপনিবেশ স্থাপন করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগে স্পেনের ভূগর্ভ খুঁড়িয়া রৌপ্যের সন্ধান করে। আমরা যখন সুপ্রাচীন ইংলন্ডকে সর্বপ্রথম দেখি, তখন সেখানে আমরা একটি আর্য উপনিবেশই দেখিতে পাই। ঐ উপনিবেশের লোকেরা তখন নৌকায় চড়িয়া মাছ ধরিত এবং কর্নোয়ালের টিনের খনির কাজ করিত।
>
> গ্রীক, রোমক, ইংরেজ ও হিন্দু, সকলের পূর্বপুরুষরা এশিয়ায় একত্র বাস করিত, একই ভাষায় কথা কহিত, একই দেবদেবীর পূজা করিত।
>
> প্রাচীন ইয়োরোপ ও ভারতের ধর্মগুলি একই উৎস হইতে উৎসারিত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই বিজ্ঞ ঐতিহাসিক, যিনি প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ পড়িয়া দেখিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তিনিও সুস্পষ্টভাবে নিঃসংশয়েই উপরোক্ত মন্তব্যটি করিয়াছেন। আমি যদি ভুল করিয়া থাকি, তবে আমার ভুলের ভালো সাথীই রহিয়াছেন। একই পতাকাতলে আইনত ও বাহ্যত আবদ্ধ এই দুই জাতির হৃদয়ের বন্ধন গড়িয়া তুলিতে যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই, ভ্রান্তই হউন, অভ্রান্তই হউন, এই একই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই কাজ করিতেছেন।

কলোনিতে এইরূপ একটি সাধারণ ধারণা সুপ্রচলিত যে, আফ্রিকার আদিবাসী বা বর্বর অধিবাসীদের তুলনায় ভারতীয়রা যদি কিছু সভ্য হইয়া থাকে, তবে তাহা অতি সামান্য মাত্রই। এমন কি শিশুদিগকেও ঐরূপ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ফলে ভারতীয়দিগকে অজ্ঞ অসভ্য কাফ্রীদের স্তরেই টানিয়া নামানো হইতেছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কলোনির খ্রীষ্টান আইন-প্রণেতারা সজ্ঞানে কখনই এইরূপ অবস্থা থাকিতে দিতে পারেন না। তাই আমি নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলি দিতে চাই। এই উদ্ধৃতিগুলি হইতে অচিরে প্রমাণিত হইবে যে, ভারতীয়রা শিল্প, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তাহাদের অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাইদের তুলনায়—সাহস করিয়া ভাই কথাটি যদি আমি ব্যবহার করি—কোনও অংশে খাটো ছিল না বা এখনও খাটো নহে।

ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম সম্পর্কে **ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার**-এর বিজ্ঞ লেখক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :

> ধর্মানুশীলনের সমস্যাগুলি ব্রাহ্মণরা যেভাবে সমাধান করিয়াছেন, তাহা হইল আত্মসংযম, ভিক্ষাদান, দেবতার নিকট বলিদান ও দেবতার ধ্যান। ধর্মে কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের অনুশীলনগত প্রশ্নগুলি ছাড়াও চিন্তাগত বহু সমস্যা রহিয়াছে,—যেমন, ভগবানের মঙ্গলময়তার সহিত অমঙ্গলের সহাস্তিত্ব, ইহলোকে সুখ-দুঃখের অসম বণ্টন, ইত্যাদি। দর্শনে এই সকল জটিল সমস্যার যত কিছু সমাধান হইতে পারে, ব্রাহ্মণরা তাহা সকলই করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং গ্রীক ও রোমক দ্রষ্টাদিগকে, মধ্য যুগের পণ্ডিতদিগকে এবং **আধুনিক বিজ্ঞানীদিগকে** (বড় হরফ আমার) অন্যান্য যে সকল বৃহৎ প্রশ্ন বিভ্রান্ত করিয়াছে, সেগুলিরও অধিকাংশই ব্রাহ্মণরা সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সৃষ্টি, স্থিতি ও বিকাশ সম্পর্কে সকল প্রকার সম্ভাব্য তত্ত্বও তাঁহারা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। **আধুনিক কালের শারীরতত্ত্ববিদ্‌দের মতামতগুলি নূতন আলোকে প্রতিভাত হইয়া কপিলের ক্রমবিকাশবাদেই ফিরিয়া আসিয়াছে।** (বড় হরফ আমার।) ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ভাষায় ধর্ম সম্পর্কে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলির সংখ্যা ছিল ১১৯২। তাহা ছাড়া, মানসিক ও নৈতিক দর্শন সম্পর্কেও ৫৬টি পুস্তক ছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ধর্ম সম্পর্কে প্রকাশিত পুস্তকের মোট সংখ্যা ১৫৪৫ এবং মানসিক ও নৈতিক দর্শন সম্পর্কে পুস্তকের মোট সংখ্যা ছিল ১৫৩।

ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে ম্যাক্স্ মুলার বলিয়াছেন (নিম্নলিখিত ও তৎপরবর্তী উদ্ধৃতিগুলি আংশিক বা সমগ্রভাবে নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত আবেদনেও প্রদত্ত হইয়াছে) :

আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কোন্ আকাশের তলে মানুষের মন তাহার শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলিকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে, জীবনের বৃহত্তম সমস্যাগুলি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছে এবং সেই সকল সমস্যার অনেকগুলির সমাধানও করিয়াছে—যে সকল সমাধান এমন কি প্লেটো-কাণ্ট-পড়া ব্যক্তিদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিবার মতো যোগ্যতা দাবী করিতে পারে—তবে আমি ভারতের দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করিব। আমি নিজেকে যদি এই প্রশ্ন করি যে, এখানে, ইয়োরোপে আমরা যাহারা কেবলমাত্র গ্রীক, রোমক ও ইহুদী নামক একটি সেমিটিক জাতির চিন্তাধারায় লালিত হইয়াছি, আমরা কোন্ দেশের সাহিত্য হইতে আমাদের অন্তর্জীবনকে—যে জীবন কেবল এই জীবনের জন্য নহে, পরন্তু যে জীবন রূপান্তরিত হইয়া চিরন্তন হইয়া আছে—তাহাকে আরও ত্রুটিহীন, আরও পরিপূর্ণ, আরও সর্বজনীন, বস্তুতপক্ষে, আরও সত্যকার মানবিক করিয়া তুলিবার জন্য নির্দেশ গ্রহণ করিতে পারি, তবে পুনরায় আমি ভারতবর্ষের দিকেই অঙ্গুলিসংকেত করিব।

উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে ভারতীয় দর্শনের যে ঐশ্বর্যসমারোহ রহিয়াছে, সে সম্পর্কে জার্মান দার্শনিক শোপেনহাউয়ের তাঁহার এই সাক্ষ্যটি সংযোগ করিয়াছেন :

প্রতিটি বাক্য হইতে গভীর, মৌলিক ও ভাবগম্ভীর চিন্তাধারা উৎসারিত হইতেছে। এবং সমগ্র বাক্যই উন্নত, পবিত্র ও আন্তরিক একটি মনোভাবে ওতপ্রোত রহিয়াছে। ভারতের বায়ু এবং সেই সঙ্গে আমাদের সমজাতীয় আত্মাগুলির আত্মগোষ্ঠীর মৌলিক চিন্তাসমূহ আমাদিগকে আবেষ্টন করে।...ঔপনেখাৎ[১] পাঠে আমাদের যরূপ উপকার ও উন্নতি হয়, উহার মূল রচনাগুলি ছাড়া সারা পৃথিবীতে আর কিছু নাই, যাহাতে তেমনটি হইতে পারে। উহা আমার জীবনে সান্ত্বনা হইয়াছে, উহা আমার মরণেও সান্ত্বনা হইবে।

বিজ্ঞান-প্রসঙ্গে স্যার উইলিয়াম বলিয়াছেন :

পাশ্চাত্য দেশে বৈয়াকরণগণ যখন আকস্মিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ভাষাবিজ্ঞান আলোচনা করিতেন, তখনও প্রকৃতপক্ষে ভারতে ভাষাবিজ্ঞান কতিপয় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ যখন সংস্কৃত পাঠ ও পর্যালোচনা শুরু করেন, তখন হইতেই আধুনিক দর্শনের জন্ম হইয়াছে।...পাণিনির ব্যাকরণ এখনও পৃথিবীর ব্যাকরণসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে।. উহাতে সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতিগত সকল বিষয়ই যুক্তিপূর্ণ রীতির সহিত সাজানো হইয়াছে, এবং উহা মানুষের উদ্ভাবনা ও কর্মপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রে অন্যতম বিস্ময়কর কীর্তি হইয়া আছে।

১ উপনিষদ্।

বিজ্ঞানের উক্ত বিভাগ সম্পর্কেই স্যার এইচ. এস. মেইন রিড তাঁহার **ভিলেজ কম্যুনিটিস্** গ্রন্থের সর্বাধুনিক সংস্করণে প্রকাশিত 'রিড্' বক্তৃতায় বলিয়াছেন :

> ভারতবর্ষ পৃথিবীকে ঔপমিক ভাষাতত্ত্ব ও ঔপমিক পুরাণতত্ত্ব দিয়াছে; ভাষা এবং লোককথার এই বিজ্ঞানের অপেক্ষা কম মূল্যবান্ নহে, এমন একটি নূতন বিজ্ঞানও ভারত আমাদিগকে দিতে পারে। আমি উহাকে ঔপমিক আইনতত্ত্ব নামে অভিহিত করিতে সংকোচ বোধ করিতেছি। কারণ, ইতিপূর্বে উহার যদি অস্তিত্ব থাকিত, তবে উহার ক্ষেত্র আইনের ক্ষেত্র হইতে অনেক বেশী ব্যাপকতর হইত। তাহার কারণ, একই আদি ভাষা হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন আর্যভাষাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম ভাষাটি এবং যে-সকল নৈসর্গিক বস্তু অন্য কোথাওকার লোকসাহিত্যে এমন নিখুঁতভাবে কাল্পনিক চরিত্রে রূপায়িত হয় নাই, সেইগুলির বিভিন্ন আখ্যা যে ভারতবর্ষে কেবল বিদ্যমান আছে (আরও যথাযথভাবে বলিতে গেলে, বিদ্যমান ছিল), তাহা নহে, বিকাশ ও ক্রমোন্নতির সুপ্রাচীনতর স্তরে আর্যদের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, বিধিনিষেধ, চিন্তাধারা, ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার কিরূপ ছিল, তাহার একটি সমগ্র জগৎও ভারতবর্ষে বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারতের সীমারেখার বাহিরে তেমনটি আর কোথাও নাই।

ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে পূর্বোল্লিখিত ঐতিহাসিক (হাণ্টার) বলিয়াছেন :

> ব্রাহ্মণদের জ্যোতির্বিদ্যা কখনও অত্যধিক প্রশংসালাভ করিয়াছে, আবার কখনও বা উহা অহেতুক নিন্দার বিষয় হইয়াছে।...অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যার অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের খ্যাতি সমগ্র পাশ্চাত্যদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং **ক্লনিক্ল্ পাশ্চাল**-এর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ৮ম ও ৯ম শতকে আরবরা তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।
>
> বীজগণিত ও পাটীগণিতে (আমি আবার স্যার উইলিয়ামের রচনা হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি) ব্রাহ্মণরা পাশ্চাত্যদেশের সাহায্য না লইয়া স্বতন্ত্রভাবেই অতি উচ্চস্তরের নৈপুণ্য অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট আমরা দশমিক রীতির সংখ্যাগত প্রতীকগুলি উদ্ভাবনের জন্য ঋণী রহিয়াছি।...ঐ সকল সংখ্যা আরবগণ হিন্দুদের নিকট হইতে লইয়া পরে ইয়োরোপকে দিয়াছিল।...ভারতের স্থানীয় ভাষাসমূহে প্রকাশিত গণিত ও যন্ত্রবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থসমূহের সংখ্যা ছিল ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ৮৯ এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ১৬৬।
>
> ব্রাহ্মণদের চিকিৎসাবিজ্ঞানও (প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আরও বলিতেছেন) স্বতন্ত্রভাবে বিকাশলাভ করিয়াছে।...পাণিনির ব্যাকরণে যে সকল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নাম রহিয়াছে, সেগুলি হইতে বোঝা যায়, তাঁহার আমলের (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০) আগেই চিকিৎসাবিষয়ে গবেষণা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল।...আরবদেশীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান সংস্কৃত নিবন্ধাবলীর অনুবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল।...সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইয়োরোপীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান আরবদেশীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।...ভারতের স্থানীয় ভাষাসমূহে চিকিৎসা সংক্রান্ত যে সকল পুস্তক

প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলির সংখ্যা ছিল ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৩০ এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ২১২। তৎসহ ৮৭ খানি প্রকৃতিবিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকও ছিল।

যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে বলিতে গিয়া উক্ত লেখক বলিতেছেন :

ব্রাহ্মণরা কেবল চিকিৎসাবিজ্ঞানকে নহে, যুদ্ধবিদ্যা এবং সংগীত, স্থাপত্য প্রভৃতি কলাশিল্পগুলিকেও তাঁহাদের দৈবানুপ্রেরিত জ্ঞানের পরিপূরক বলিয়া মনে করিতেন। ...সংস্কৃত মহাকাব্যগুলি হইতে প্রমাণিত হয় যে, খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বেই সামরিক কলাকৌশল বিজ্ঞানের মর্যাদা ও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। পরবর্তীকালে **অগ্নি-পুরাণের** একটি সুদীর্ঘ অংশেও ঐ বিষয়ে সুসংবদ্ধভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

ভারতীয় সংগীতকলা পরে ব্যাপকতরভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। স্বরলিপি-গুলি ব্রাহ্মণদের নিকট হইতেই পারসীকদের মারফত আরবদেশে গিয়াছিল, এবং তথা হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গুইদো দ' আরেজ্জো কর্তৃক ইয়োরোপীয় সংগীতে প্রবর্তিত হইয়াছিল।

উক্ত লেখক স্থাপত্য সম্পর্কে বলিতেছেন :

ভারতে বৌদ্ধরা প্রস্তর দিয়া গৃহনির্মাণের শিল্পে সুনিপুণ ছিলেন। তাঁহাদের নির্মিত বিহার ও চৈত্যগুলিতে বাইশ শত বৎসরের শিল্পকলার—গিরিগাত্রে খোদিত প্রাচীনতম গুহামন্দিরগুলি হইতে সর্বাধুনিক প্রাচীরশিল্পময়তায় বিস্ময়কর ও অলংকরণে অতিশয় সমৃদ্ধ জৈন মন্দিরগুলি পর্যন্ত সকল কিছুর ইতিহাস প্রদর্শিত হইয়াছে। ইয়োরোপের গির্জাগুলি তাহাদের সুউচ্চ সূক্ষ্মাগ্র গৃহগুলির জন্য বৌদ্ধ-স্তূপগুলির নিকট ঋণী বলিয়া মনে হয়।...হিন্দু কলাশিল্পের যে সকল স্মৃতিচিহ্ন আছে, সেগুলি এই যুগেও আমাদের নিকট প্রশংসা ও বিস্ময়ের বস্তু হইয়া আছে।

গোয়ালিয়রের হিন্দু প্রাসাদনির্মাণশিল্প, ভারতীয় মুসলমানদের মসজিদসমূহ, আগ্রা ও দিল্লীর সমাধিমন্দিরসমূহ এবং তৎসহ দক্ষিণ ভারতের কিছুসংখ্য প্রাচীনতর হিন্দু মন্দির গঠনসুষমার ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অলংকরণের ঐশ্বর্যে অতুলনীয় হইয়া আছে।

আমাদের সমসাময়িক ইংলণ্ডের অলংকরণ-শিল্প ভারতীয় ঢং হইতে বহু বিষয় গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের নিজস্ব ঢংয়ে নির্মিত ভারতীয় শিল্প-সামগ্রী আজও ইয়োরোপের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীগুলিতে উচ্চতম সম্মান অর্জন করিতেছে।

এণ্ড্রু কার্নেগি তাঁহার **রাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড** গ্রন্থে আগ্রার তাজ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই :

এমন অনেক বিষয় আছে, যেগুলি এতই পবিত্র যে, সেগুলির বিশ্লেষণ, এমন কি ভাষায় বর্ণনা, সম্ভব নহে। এখন আমি জানিয়াছি, মনুষ্যনির্মিত এমন অপরূপ ও অপার্থিব সৌধ রহিয়াছে, যাহা সেই পবিত্রলোকে উন্নীত হইয়াছে। ঈষৎ পীতাভ প্রস্তরে নির্মিত হওয়ায় তাজ মানুষকে বিশুদ্ধ শীতল শ্বেত প্রস্তরের মতো অনুভূতি-শূন্য করিয়া তোলে না। তাজ নারীর মতোই উষ্ণ ও সহানুভূতিশীল।...একজন বিখ্যাত সমালোচক তাজকে সুস্পষ্ট ভাষায় নারীত্বময় নির্মাণশিল্প বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন, উহাতে পুরুষসুলভ কিছুই নাই। উহার সকল মাধুর্য সম্পূর্ণরূপে নারীসুলভ। এই পীতাভ প্রস্তরের গাত্রে আরবীক অক্ষরে সমগ্র কোরান কৃষ্ণ প্রস্তরের রেখায় উৎকীর্ণ রহিয়াছে, যেন সে সাদা ও কালো পাথরের টানা-পোড়েনেই রচিত। ...আমার মৃত্যুকাল পর্যন্ত গিরিপ্রস্রবণগুলির পার্শ্বে অথবা জ্যোৎস্নায় আলোকিত অরণ্যে ভ্রমণকালে যখনই যেখানে আমার মানসিক অবস্থাটি আমার প্রশান্ত মানসপটে পবিত্রতম, উন্নততম ও বিশুদ্ধতম বস্তুগুলির আলোক বিকিরণের উপযুক্ত হইয়া উঠিবে, তখনই সেখানে আমার স্মৃতির ঐশ্বর্য-ভান্ডারে এই সুন্দর মনোরম বস্তুটির—তাজের—স্মৃতিও জাগরূক হইবে।

ভারতবর্ষে বিধিবন্ধ বা অন্যরূপ আইনসমূহেরও অভাব ছিল না। মনুর বিধিনিষেধগুলি চিরকালই ন্যায়পরতা ও সুনির্দিষ্টতার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়া আসিয়াছে। সেগুলির ন্যায়নিষ্ঠা দেখিয়া স্যার এইচ. এস. মেইন সম্ভবত বিস্ময়বোধ করিয়াছিলেন। তাই তিনি সেগুলিকে "ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিতে আইন কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার একটি চিত্র" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে **দি ন্যাশন্যাল রিভিউতে** মিঃ পিন্‌কট ঐ সকল বিধি-নিষেধকে "মনুর দার্শনিক তত্ত্ব" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

নাট্যশিল্পেও ভারতীয়রা পশ্চাতে ছিল না। ভারতের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত নাটক "শকুন্তলা" সম্পর্কে গ্যেটে বলিয়াছেন :

নব বৎসরের কুঁড়ি, তারি এক পাতে বরষ-শেষের পক্কফল।  
প্রাণ করে চুরি আর তারি এক সাথে প্রাণে এনে দেয় পুষ্টিবল।  
আছে স্বর্গলোক আর সেই এক ঠাঁই বাঁধা যেথা আছে মহীতল।  
হেন যদি কভু থাকে, তুমি তবে তাই, ওহে অভিজ্ঞানশকুন্তল।

ভারতীয়দের চরিত্র ও সমাজজীবন সম্পর্কে বলিতে গেলে, সে সম্পর্কে ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। আমি কেবল সামান্য কয়েকটি উদ্ধৃতি দিতেছি।

আমি নিম্নলিখিত অংশটি পুনরায় হাণ্টারের **ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার** হইতে লইতেছি :

গ্রীক রাজদূত (মেগাস্থিনিস) ভারতবর্ষে ক্রীতদাস-প্রথার অনস্তিত্ব, নারীর সতীত্ব ও পুরুষের সাহস প্রশংসার সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন। বীরত্বে তাহারা অপর সকল এশিয়াবাসীকেই ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তাহাদের ঘরের দরজায় তালা লাগাইবার প্রয়োজন হইত না। সর্বোপরি, কোনও ভারতবাসী মিথ্যা কথা বলিয়াছে, এমনটি শোনা যায় নাই। তাহারা ছিল সংযত ও পরিশ্রমী, দক্ষ কৃষক ও নিপুণ শিল্পী; তাহারা কদাচিৎ মামলার আশ্রয় লইত; তাহারা শান্তিতে তাহাদের স্থানীয় নায়কদের অধীনে বাস করিত। বংশগত বর্ণের ভিত্তিতে মন্ত্রী ও যোদ্ধার দল সহ রাজকীয় শাসনব্যবস্থার যেরূপ বর্ণনা মনু দিয়াছেন, প্রায় সেইরূপ চিত্র উহাতেও রহিয়াছে।...গ্রামীণ সমাজব্যবস্থাও সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। **প্রতিটি ক্ষুদ্র গ্রামাঞ্চল ঐ গ্রীক রাজদূতের নিকট এক-একটি স্বাধীন সাধারণতন্ত্র বলিয়া মনে হইয়াছে।** (বড় হরফ আমার)

বিশপ হেবার ভারতের অধিবাসীগণ সম্পর্কে বলিয়াছেন :

তাহাদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে আমার মোটামুটি খুব ভালো ধারণাই গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহারা উন্নত ধরনের সৎ সাহসের অধিকারী; তাহারা বিনয়ী, বুদ্ধিমান্ এবং জ্ঞান ও উন্নতিসাধনের বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহশীল।...তাহারা স্থিরবুদ্ধি, পরিশ্রমী, পিতামাতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ ও সন্তানের প্রতি স্নেহশীল। তাহাদের মানসিক অবস্থা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নম্র ও ধৈর্যশীল। সহৃদয়তা এবং তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতি মনোযোগ ও সহানুভূতি দেখাইলে সহজেই তাহাদিগকে স্পর্শ করে। আমি বহু মানুষের সহিত মিশিয়াছি, কিন্তু এমনটি প্রায় কোথাও দেখি নাই।

মাদ্রাজের স্বল্পকালীন গভর্নর স্যার টমাস মুন্রো বলেন :

ভারতবাসীকে সভ্য করা বলিতে যে কি বোঝায়, তাহা আমি ঠিক বুঝি না। সুশাসন-ব্যবস্থার তত্ত্ব ও প্রয়োগ বিষয়ে তাহারা অপটু হইতে পারে, কিন্তু কৃষির সুন্দর ব্যবস্থা, শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও বিলাসদ্রব্য উৎপাদনে দক্ষতা, শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয়-স্থাপনা, দয়া ও আতিথেয়তাপূর্ণ দৈনন্দিন ব্যবহার, এবং সর্বোপরি, স্ত্রী-জাতির প্রতি অতি-সতর্ক সম্মাননা ও সুচারু-বোধ যদি সভ্যজাতি বলিলে যেসকল গুণাবলী বোঝায়, সেগুলির মধ্যে পড়ে, তবে হিন্দুরা ইয়োরোপের কোনও সভ্য জাতিব তুলনায় নিকৃষ্ট নহে।

স্যার জর্জ বার্ডউড ভারতীয়দের সাধারণ স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে নিম্নলিখিত অভিমত দিয়াছেন :

তাহারা অতিশয় সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল, কষ্টসহিষ্ণু ও অধ্যবসায়ী, পরিশ্রমী, আইনানুগ ও শান্তিপ্রিয়।.. শিক্ষিত ও উচ্চতর বণিক সম্প্রদায়গুলি সৎ ও সত্যপরায়ণ এবং বৃটিশ সরকারের প্রতি অনুগত ও বিশ্বাসী। যথাসম্ভব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইহা আমি বলিতেছি এবং এই শব্দগুলির অর্থ যে কি, তাহা আপনারা বুঝিতেই পারেন। টিউটনিক জাতির লোকদের মতোই বোম্বাইয়ের চেট্টিয়া (উচ্চতর) শ্রেণীর লোকদের নৈতিক সততা একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এককথায়, ভারতের অধিবাসীরা প্রকৃতপক্ষে আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্টতর নহে। আব আমরা যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস করিবার ভান করি, এমন কতকগুলি ভ্রান্ত মানদণ্ডের—আমাদের নিকটও ভ্রান্ত—পরিমাপে অনেক বিষয়ে তাহারা আমাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠই হইবে।

স্যার সি. ট্রেভেলিয়ান মন্তব্য করিয়াছেন যে :

শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিবার উপযুক্ত সুপ্রচুর গুণাবলী, অসামান্য ধৈর্য, অসাধারণ শ্রমশক্তি, সুতীক্ষ্ম বিচারশক্তি ও বুদ্ধি তাহাদের রহিয়াছে।

পারিবারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ডাব্লিউ. ডাব্লিউ. হাণ্টার বলিয়াছেন :

পরিবারগত স্বার্থ ও পারিবারিক স্নেহ-সম্পর্ক তাহাদের মনে যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, সে দিক হইতে বিচার করিলে, হিন্দুদের সহিত ইংরেজদের তুলনাই হইতে পারে না। সন্তানের জন্য পিতামাতার এবং পিতামাতার জন্য সন্তানের যে ভালোবাসা

তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে, সেইরূপ কোনও বস্তু ইংলণ্ডে নাই। আমাদের এই প্রাচ্য-দেশীয় সহ-নাগরিকগণের মধ্যে সন্তানের প্রতি পিতামাতার ও পিতামাতার প্রতি সন্তানের স্নেহ-সম্পর্ক যে স্থানটি ভরিয়া রাখিয়াছে, আমাদের এই দেশে সেই স্থানটি যৌন সম্পর্ক অধিকার করিয়াছে।

এবং মিঃ পিন্‌কট মনে করেন :

সকল সামাজিক বিষয়েই ইংরেজরা হিন্দুদের শিক্ষাদানের অপেক্ষা হিন্দুদের পদতলে বসিয়া শিক্ষাগ্রহণের অধিকতর উপযুক্ত।

মসিয়ে লুই জাকলিঅ বলেন :

হে ভারতের প্রাচীন ভূমি, হে মানবতার লালনক্ষেত্র, তুমি ধন্যা! হে শ্রদ্ধেয়া সুনিপুণা ধাত্রী, বহু শতাব্দীর বহু বর্বর অভিযান তোমাকে মৃত্তিকাতলে প্রোথিত করিতে পারে নাই। তুমি ধন্যা! হে ধর্মের, প্রেমের, কাব্যের ও বিজ্ঞানের জন্মভূমি, তুমি ধন্যা! তোমার অতীত আমাদের পাশ্চাত্যের ভবিষ্যতের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হউক!

ভিক্‌তর হিউগো বলেন :

ফ্রান্স ও জার্মানি, এই দুই দেশ ইয়োরোপের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাচ্যের পক্ষে ভারত যেমন, পাশ্চাত্যের পক্ষে জার্মানিও তেমনি।

উপরিউক্ত তথ্যগুলির সহিত এই তথ্যগুলিও যোগ করুন। ভারতই একজন বুদ্ধের জন্ম দিয়াছে। অনেকে মনে করেন, কোনও মর মানুষের পক্ষে যতখানি সুন্দর ও পবিত্রভাবে জীবন যাপন সম্ভব, বুদ্ধই তাহা করিতে পারিয়াছিলেন। আবার অনেকে মনে করেন, একমাত্র যিশুর জীবনের পরেই তাঁহার জীবনের স্থান। ভারত একজন আকবরেরও জন্ম দিয়াছে—যে আকবরের নীতি বৃটিশ সরকার অতি সামান্যমাত্র পরিবর্তন করিয়াই অনুসরণ করিয়াছেন। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের একজন পার্শী ব্যারনেটের মৃত্যু হইয়াছে; এই ব্যারনেট তাঁহার মুক্তহস্ত দানে কেবল ভারতকে নহে, ইংলণ্ডকেও বিস্মিত করিয়াছিলেন। ভারত কৃষ্টদাস পালের মতো একজন সাংবাদিকেরও জন্ম দিয়াছে; বর্তমান বড়লাট লর্ড এল্‌গিন তাঁহাকে ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকদের সহিত সমকক্ষরূপে তুলনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষ বিচারপতি মহম্মদ ও বিচারপতি মুথুকৃষ্ণ আয়ারের মতো বিচারকগণের জন্ম দিয়াছে; ইঁহারা উভয়ে ভারতীয় হাই কোর্টের বিচারপতি এবং ইঁহাদের রায়গুলি ভারতীয় বিচারালয়ের ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় বিচারকগণের প্রদত্ত রায়সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুনিপুণ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। সর্বশেষে ভারত বদ্‌রুদ্দিন [তায়েবজী], [সুরেন্দ্রনাথ]

ব্যানার্জী এবং [ফিরোজ শাহ্] মেহ্‌তার মতো বাগ্মীদের জন্ম দিয়াছে। ইঁহাদের বাগ্মিতা বহুবার ইংরেজ শ্রোতাদিগকেও মুগ্ধ করিয়াছে।

ভারত এইরূপ। এই চিত্র যদি আপনাদের নিকট কিছুটা অতিরঞ্জিত বা কাল্পনিক মনে হয়, তাহা হইলেও ইহা মিথ্যা নহে। অবশ্য, ইহার অপর দিকও রহিয়াছে। যাঁহারা এই দুই জাতিকে মিলিত অপেক্ষা বিচ্ছিন্ন করিবার কাজে অধিক আনন্দ পান, তাঁহারা সেই দিকের চিত্র আঁকিবেন। সুতরাং অনুগ্রহ করিয়া ড্যানিয়েলের মতো নিরপেক্ষতা সহকারে উভয় দিক বিচার করিয়া দেখুন। আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, আমি উপরে যে সকল তথ্য সন্নিবেশ করিয়াছি, সেগুলি অনেকাংশেই অক্ষুণ্ণ থাকিবে; ভারত যে আফ্রিকা নহে এবং সভ্য বলিতে প্রকৃত যাহা বোঝায়, সেই অর্থে ভারত যে একটি সভ্য দেশ, উপরোক্ত তথ্যগুলি আপনাদিগকে তাহা বিশ্বাস করাইতে সমর্থ হইবে।

তবে আমি এই প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিবার পূর্বে একটি সম্ভাব্য প্রতিবাদের কথা আগে হইতে ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ প্রার্থনা করি। এইরূপ বলা হইতে পারে যে, "তুমি যাহা বলিলে, তাহা যদি সত্য হয়, তবে কলোনিতে যাহাদিগকে তুমি ভারতীয় বলিতেছ, তাহারা ভারতীয় নহে। কারণ, কলোনিতে যাহাদিগকে ভারতীয় বলিতেছ, তাহাদের মধ্যে যে সকল রীতি-নীতি প্রচলিত আছে, সেগুলির দ্বারা ভারতীয়দের সম্বন্ধে তোমার ঐ সকল মন্তব্য প্রতিপন্ন হয় না। দেখ, উহারা কিরূপ মিথ্যা কথা বলে।" কলোনিতে আমার সহিত যাঁহারই আলাপ হইয়াছে, তিনিই ভারতীয়দের মিথ্যাভাষণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। কিছু পরিমাণে আমিও এই অভিযোগ স্বীকার করি। এ বিষয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা, বিশেষত তাঁহারা ভারতীয়দের মতো শোচনীয় অবস্থায় পড়িলে, ভারতীয়দের অপেক্ষা কিছু ভাল পরিচয় দিতে পারিবেন না, প্রতিবাদের উত্তরে এই কথা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া আমি বিশেষ সন্তোষবোধ করিব না। তথাপি আমাকে সম্ভবত বাধ্য হইয়াই ঐরূপ যুক্তির আশ্রয় লইতে হইবে। মানুষ হিসাবে তাহারা অনারূপ হয়, ইহা আমার নিকট যতই অভিপ্রেত হউক না কেন, তাহারা যে মানুষের বাড়া কিছু, ইহা প্রমাণ করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম এবং তাহা আমি স্বীকার করিব। তাহারা প্রায় অনাহারে থাকিতে হয় এমন মজুরিতে নাটালে আসিয়াছে। (আমি চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের কথা বলিতেছি।) এখানে তাহারা একটি অপরিচিত অবস্থায় ও অসুবিধাজনক পরিবেশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। কলোনিতে যদি তাহারা বসবাস করে তবে যে মুহূর্তে তাহারা ভারত ত্যাগ করিয়াছে, সেই মুহূর্ত হইতেই তাহারা চিরজীবনের জন্য নৈতিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহারা হিন্দুই হউক বা মুসলমানই হউক, নৈতিক বা ধর্মীয় শিক্ষা বলিতে যাহা বোঝায়, তাহার সকল সুযোগ তাহারা হারাইয়াছে। বাহিরের সাহায্য বিনা নিজদিগকে শিক্ষিত করিবার উপযোগী

যথেষ্ট শিক্ষা তাহারা পায় নাই। এই অবস্থায় পড়িয়া তাহারা মিথ্যা বলিবার সামান্যতম প্রলোভনের কাছেও আত্মসমর্পণ করিয়া বসে। কিছুদিন বাদে মিথ্যা বলাটা তাহাদের অভ্যাসে ও ব্যাধিতে পরিণত হয়। তাহারা বাস্তবিক পক্ষে বিনা কারণেই, বৈষয়িক দিক হইতে উহাতে তাহাদের কোনও লাভের সম্ভাবনা না থাকিলেও, নিজেদের অজ্ঞাতসারেই মিথ্যা বলিতে থাকে। কলোনিতে তাহারা জীবনে এমন একটি অবস্থায় আসিয়া পেঁাছে, যখন অবহেলার ফলে তাহাদের নৈতিক বৃত্তিগুলি ভাঙিয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, মিথ্যা ভাষণের একটি শোচনীয় প্রকারভেদও আছে। এমন কি তাহাদের ভাইয়ের উপর অযথা নির্যাতন হইলেও মনিবের হাতে লাঞ্ছিত হইবার ভয়ে তাহারা সত্য কথা বলিতে সাহস পায় না। তাহাদের খাদ্যের সামান্য বরাদ্দটুকুও যখন হ্রাস করা হয় বা তাহাদিগকে যখন কঠোর শারীরিক শাস্তি দেওয়া হয়, তখনও নির্বিকার থাকিবার মতো দার্শনিকতা তাহাদের নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কি তাহারা তাহাদের মনিবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে সাহস করে? অতএব, এই সকল মানুষ সহানুভূতির যোগ্য, না ঘৃণার যোগ্য? করুণা লাভের অযোগ্য বদমায়েশ বলিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া উচিত, না তাহাদিগকে সহানুভূতির যোগ্য অসহায় জীবরূপে দেখা উচিত? তাহারা যাহা করিতেছে, অনুরূপ অবস্থায় পড়িলেও তাহাই করিবে না, এমন কোনও মানব-সম্প্রদায় আছে কি?

এখন আমাকে প্রশ্ন করা হইতে পারে যে, আমি ব্যবসায়ীদের সমর্থনে কি বলিব। তাহারাও তো ঐরূপ মিথ্যাকথা বলে। এ সম্পর্কে আমি বিনীতভাবে বলিতে চাই যে, তাহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। আইন ও ব্যবসায়ের খাতিরে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকে যেরূপ মিথ্যাকথা বলে, তাহারা তাহার বেশী বলে না। অনেক সময় তাহাদিগকে ভুল বোঝা হইয়া থাকে। কারণ, প্রথমত তাহারা ইংরেজী বলিতে পারে না; দ্বিতীয়ত, দোভাষীরা যে অর্থ করে, তাহাতে ত্রুটি থাকে। সেজন্য দোভাষীদের দোষ নাই। দোভাষীদিগকে সাফল্যের সহিত তামিল, তেলেগু, হিন্দুস্থানী ও গুজরাটী, এই চারিটি ভাষায় ব্যাখ্যা করিবার প্রায়-দুঃসাধ্য কাজটি করিতে হয়। ব্যবসায়ী ভারতীয়রা সকলেই হিন্দুস্থানী বা গুজরাটীতে কথা বলেন। যাঁহারা কেবল হিন্দুস্থানীতে কথা বলেন, তাঁহারা বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানী বলেন। কিন্তু দোভাষীরা প্রায় সকলেই স্থানীয় হিন্দুস্থানী বলেন। এই স্থানীয় হিন্দুস্থানী অত্যন্ত বাজে হিন্দুস্থানী ব্যাকরণের পোশাকে সাজানো তামিল, গুজরাটী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার এক জগাখিচুড়ি। তাই ইহাই খুব স্বাভাবিক যে, ঠিকমতো অর্থটি বুঝিবার জন্য দোভাষীকে সাক্ষীর সহিত তর্ক করিতে হয়। এই তর্ক যখন চলিতে থাকে, তখন বিচারপতি অধীর হইয়া উঠেন এবং ভাবেন যে, সাক্ষী মিথ্যা বলিতেছে। দোভাষী বেচারাকে প্রশ্ন করা হইলে, সে মানুষের

স্বভাববশতই নিজের ভাষাজ্ঞান সংক্রান্ত দুর্বলতা ঢাকিবার জন্য বলে যে, সাক্ষী সরলভাবে উত্তর দিতেছে না। হতভাগ্য সাক্ষীর নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করিবার কোনও সুযোগ নাই। যাহারা গুজরাটীতে কথা বলে, তাহাদের অবস্থা আরও সঙগীন। আদালতগুলিতে একজনও গুজরাটী দোভাষী নাই। দোভাষী অনেক চেষ্টার পর সাক্ষী কি বলিতেছে, তাহার মর্মটি ধরিতে পারে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, একজন গুজরাটীভাষী সাক্ষী নিজের কথা বুঝাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, দোভাষীও সেই গুজরাটী-হিন্দুস্থানী বুঝিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে, অপরিচিত শব্দের অরণ্য হইতে দোভাষীরা যে অর্থটুকু উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়, তাহাতেও তাহাদের বুদ্ধিমত্তার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এদিকে যখন সাক্ষী ও দোভাষীর মধ্যে এইরূপ লড়াই চলিতে থাকে, ওদিকে তখন বিচারপতি সাক্ষীর একটি কথাও বিশ্বাস না করিবার জন্য মনঃস্থির করিতে থাকেন এবং সাক্ষীকে মিথ্যাবাদী বলিয়াই লিখিয়া রাখেন।

## তিন

"তাহাদের সহিত এখন যেরূপ ব্যবহার করা হইতেছে, তাহার সহিত ইংরেজদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যসমূহের, ন্যায় ও নীতিবোধের বিভিন্ন সূত্রের, বা খ্রীষ্টীয় নীতির সামঞ্জস্য আছে?"—এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে, তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইতেছে, তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, ভারতীয়দিগকে কলোনিতে যে খুবই ঘৃণা করা হয়, ইহা সহজেই স্বীকৃত হইবে। পথের লোকেরা তাহাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে, তাহাদিগকে গালাগালি দেয়, তাহাদের গায়ে থুতু ফেলে, এবং প্রায়ই তাহাদিগকে ফুটপাত হইতে ঠেলিয়া সরাইয়া দেয়। সংবাদপত্রগুলি তাহাদিগকে গালি দেওয়ার মতো যথেষ্ট জোরালো শব্দ যেন ভালো ভালো ইংরেজী অভিধান খুঁজিয়াও পায় না। এখানে কিছু নমুনা দেওয়া হইল : "যে বিষাক্ত ক্ষত সমাজের প্রাণশক্তিকে শুষিয়া ফেলিতেছে," "এই সকল পরগাছা," "এই সকল ধূর্ত, ঘৃণ্য, অর্ধবর্বর এশিয়াবাসী," "কালো, রোগা ও পরিচ্ছন্নতা হইতে বহু দূরে অবস্থিত এই বস্তুগুলি যাহাদিগকে হিন্দু এই অভিশপ্ত নামে অভিহিত করা হয়," "ইহারা আকণ্ঠ পাপে পূর্ণ, ইহারা ভাত খাইয়া বাঁচিয়া থাকে:.. আমি মনের সুখে এই সব হিন্দুকে গালাগালি দিই," "মিথ্যায় ও ধূর্ততায় পূর্ণ এই নোংরা কুলীর দল।" সংবাদপত্রগুলি প্রায় সর্বসম্মতিক্রমেই ভারতীয়দিগকে তাহাদের যথাযথ নামে অভিহিত করিতে চায় না। ভারতীয়দের কেহ "রামসামি", কেহ "মিঃ

সামি", কেহ "মিঃ কুলী", কেহ বা "কালা আদমি"। আর এই সব অপমানজনক বিশেষণ এতই সুপ্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে যে, এইগুলি (অন্ততপক্ষে এইগুলির একটি—"কুলী") বিচারালয়ের পবিত্র চতুঃসীমার মধ্যেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "কুলী" শব্দটা যেন যে কোনও ভারতীয়ের প্রতি প্রযোজ্য বৈধ ও যথাযথ একটি আখ্যা। জননায়করাও ঐ শব্দটিকে ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন না। এ বিষয়ে যাঁহাদের অধিকতর জ্ঞান থাকা উচিত, এমন সব লোকের মুখেও আমি "কুলী-কেরানীর" মতো বেদনাদায়ক শব্দপ্রয়োগ শুনিয়াছি। এই ধরনের কথা স্ববিরোধী, এবং উহা যাহাদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনকও। কিন্তু এই কলোনিতে তো ভারতীয়রা হইল অনুভবশক্তিহীন প্রাণী মাত্র!

ট্রামগাড়িগুলি ভারতীয়দের জন্য নহে। রেলওয়ের কর্মচারীরা ভারতীয়দের সহিত পশুর প্রতি যেরূপ আচরণ করা যায়, সেইরূপ করে। ভারতীয়রা যতই পরিচ্ছন্ন হউক না কেন, তাহার দর্শনও কলোনির প্রতিটি শ্বেতাঙ্গের নিকট এমনই অপরাধ যে, অতি সামান্য সময়ের জন্যও শ্বেতাঙ্গরা ভারতীয়দের সহিত একই কামরায় বসিতে আপত্তি করে। হোটেলগুলি ভারতীয় দেখিলে দোর বন্ধ করে। সম্মানিত ভারতীয়দিগকে মাত্র একরাত্রির জন্যও হোটেলে থাকিতে দেওয়া হয় নাই, এমন ঘটনাও আমি জানি। এমন কি জনসাধারণের ব্যবহার্য শৌচাগারগুলিও ভারতীয়দিগকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় না—সেই ভারতীয় যে-ই হউন কেন।

বিভিন্ন জমিদারিতে চুক্তিবন্ধ ভারতীয়দের প্রতি যে ধরনের ব্যবহার করা হইয়া থাকি, সে সম্পর্কে আমি যেসব সংবাদ পাইয়াছি, তাহার এক-দশমাংশও যদি সত্য হয়, তবে তাহা ঐ সকল জমিদারির মালিকদের মানবতা এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সম্পর্কে তাহাদের রক্ষক কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগরূপে দেখা দিবে। কিন্তু এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা এতই সীমাবদ্ধ যে, এ সম্পর্কে আমি আর অধিক মন্তব্য করিতে চাহি না।

ভবঘুরে আইনটিকে অকারণে অত্যন্ত কঠোর করা হইয়াছে। সেজন্য সম্মানিত ভারতীয়দিগকেও প্রায়ই অবাঞ্ছিত অবস্থায় পড়িতে হয়।

এই জনরব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, ভারতীয়দিগকে পৃথকভাবে নির্দিষ্ট স্থানে বাস করিতে সম্মত বা বাধ্য করা হইবে। ইহাও পূর্বোক্ত তথ্যের ইহাতে ভারতীয়দের প্রতি কলোনির ইয়োরোপীয়দের মনোভাব সূচিত সহিত যোগ করুন। ইহা অভিপ্রায় মাত্র হইতে পারে; কিন্তু তাহা হইলেও হইতেছে। এই অভিপ্রায় যদি কার্যে পরিণত করা হয়, তবে নাটালে ভারতীয়রা কি অবস্থায় পড়িবে, তাহা আমি আপনাদিগকে কল্পনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

এখন, এই ব্যবহারের সহিত ন্যায়পরতার ক্ষেত্রে ইংরেজদের যে সকল ঐতিহ্য আছে, সেগুলির, বা নীতিবোধের, বা খ্রীষ্টধর্মের সামঞ্জস্য রহিয়াছে কি?

আপনাদের অনুমতি পাইলে আমি মেকলের রচনা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারি এবং বর্তমান ব্যবহার মেকলের সমর্থন পাইত কিনা, সে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ভার আপনাদের উপর ছাড়িয়া দিতে চাই। ভারতীয়দের প্রতি ব্যবহারের বিষয়ে বলিতে গিয়া তিনি নিম্নলিখিতরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন :

> এই মহান্ জাতির ভার ভগবান্ আমাদের হস্তে দিয়াছেন। এই সমগ্র জাতিকে আমরা অধিকতর সহজে আমাদের আয়ত্তাধীনে রাখিবার হীন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, ইহাকে **পোস্ত** (আফিম) খাওয়াইতে—বিমূঢ় ও নিষ্ক্রিয় করিয়া তুলিতে—কখনও সম্মত হইতে পারি না। যে ক্ষমতা অপরাধের উপর, অজ্ঞতার উপর, দুঃখ-দারিদ্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে ক্ষমতা শাসিতের প্রতি শাসকের—তিন হাজার বৎসরের স্বৈরাচার ও পুরোহিততন্ত্রের দ্বারা অধঃপতিত একটি জাতির প্রতি অনন্যসাধারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী অপর একটি জাতির—সুপবিত্র কর্তব্যসমূহকে অমান্য করিয়া রক্ষা করিতে হয়, সেই ক্ষমতার কি মূল্য আছে? **মানব জাতির কোনও অংশকে আমরা যদি সমান স্বাধীনতা ও সভ্যতা দান করিতে কুণ্ঠিত হই, তবে আমরা স্বাধীন, আমরা সভ্য, এই সকল কথার অর্থ কি?**

কলোনিতে ভারতীয়দের প্রতি যে ব্যবহার করা হয়, তাহা মিল, বার্ক, ব্রাইট, ফসেট প্রভৃতি লেখকরা কেহই যে সমর্থন করিতেন না, তাহা দেখাইবার জন্য আপনাদের নিকট তাঁহাদের নামোল্লেখই যথেষ্ট।

কাহাকেও অনাহারের উপযুক্ত মজুরি দিয়া এখানে আনিয়া দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখা এবং সে যদি কখনও স্বাধীন মনোভাবের সামান্যতম লক্ষণ দেখায় বা অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে থাকিবার মতো অবস্থায় পৌঁছে, তবে তাহাকে তাহার দেশে—যেখানে সে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত ও সম্ভবত যেখানে সে জীবিকার্জন করিতে অসমর্থ—পাঠাইয়া দেওয়া, ব্রিটিশ জাতির চরিত্রগত ন্যায়নিষ্ঠা ও সুবিচারের পরিচয় নহে।

ভারতীয়দের প্রতি যে ব্যবহার করা হয়, তাহা যে খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষার বিরোধী, তাহা যুক্তি দিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। যিনি আমাদিগকে আমাদের শত্রুকেও ভালোবাসিতে, কেহ কোর্টটি চাহিলে তাহাকে চোগাটি দিতে, কেহ বাম গালে চড় মারিলে তাহার দিকে ডান গালটি বাড়াইয়া দিতে, এবং ইহুদী ও অ-ইহুদী জাতিগুলির মধ্যে সকল প্রকার পার্থক্য মুছিয়া ফেলিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই মানুষটি কখনই অপর মানুষের সামান্য ছোঁয়া লাগিলেও মানুষ অপবিত্র হইবে, মানুষের এইরূপ দর্পিত মনোভাবকে প্রশ্রয় দিতেন না।

## চার

আমার বিশ্বাস, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের শেষ পর্যায়টি প্রথম পর্যায়ের আলোচনা-কালে যথেষ্ট পরিমাণে আলোচিত হইয়াছে। যদি কলোনি হইতে প্রতিটি ভারতীয়কে বিতাড়িত করিবার পরীক্ষা চালানো হয়, তাহাতে ব্যক্তিগত-ভাবে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হইব না। সে ক্ষেত্রে আমার স্থির বিশ্বাস এই যে, কলোনির অধিবাসীরা এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের দিনটির জন্য একদিন অনুতপ্ত হইবে এবং ভাবিবে যে, এইরূপ না করিলেই তাহারা ভালো করিত। ছোটখাটো ব্যবসায় ও ছোটখাটো পেশার কাজগুলি তখন বন্ধ হইবে। যেসব কাজের জন্য ঐ সকল লোককে বিশেষভাবে উপযুক্ত মনে হইত, সেইসব কাজ ইয়োরোপীয়রা করিতে চাহিবে না এবং কলোনি ভারতীয়দের নিকট হইতে এখন যে বিপুল পরিমাণে রাজকর পাইয়া থাকে, তাহা হইতেও বঞ্চিত হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকার জলবায়ু এমনই যে, যেসব কাজ ইয়োরোপীয়রা ইয়োরোপে করিতে পারে, সেগুলি তাহারা এখানে করিতে পারিবে না। যাহাই হউক, আমি অত্যন্ত বিনয়সহকারে বলিতে চাহি যে, ভারতীয়গণকে কলোনিতে রাখিতে হইলে তাহাদের চরিত্র ও কর্মশক্তি অনুসারে তাহাদের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করুন—অর্থাৎ তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য এবং পক্ষপাত ও কুসংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া আপনাদের ন্যায়বুদ্ধি অনুসারে সামান্য-তম যাহা তাহাদিগকে দিতে চান, তাহাই দিন্।

এখন আমি আপনাদিগকে কেবল এই বিষয়টি আন্তরিকতার সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। আমি আপনাদিগকে (এখানে আমি বিশেষত ইংরেজদের কথা বলিতেছি) স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, বিধাতা ইংরেজ ও ভারতীয়গণকে একত্র মিলিত করিয়াছেন, ইংরেজদের হস্তে ভারতীয়দের ভবিষ্যৎ ন্যস্ত করিয়াছেন; এবং এই একত্রীকরণ উদার সহানুভূতি, প্রেম, পারস্পরিক স্বাধীন যোগাযোগ ও ভারতীয়দের চরিত্র সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের দ্বারা চিরস্থায়ী ঐক্যে পরিণত হইবে, না, যতদিন ভারতীয়দিগকে দমন করিবার মতো যথেষ্ট শক্তি ইংরেজদের থাকিবে, যতদিন না স্বভাব-কোমল ভারতীয়রা ত্যক্তবিরক্ত হইয়া সক্রিয়ভাবে বৈদেশিক শাসনের বিরোধী হইয়া উঠিবে, মাত্র ততদিন এই একত্রীকরণ স্থায়ী হইবে তাহা, প্রতিটি ইংরেজ ভারতীয়দের প্রতি কিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন, তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহার উপরই নির্ভর করিবে। একথাও আমি আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, ইংলণ্ডে ইংরেজরা তাঁহাদের লেখায়, কথায় ও কাজে দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারা এই দুই জাতির হৃদয়ের মিলন চাহেন, তাঁহারা বর্ণের পার্থক্য বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা ভারতের ধ্বংসস্তূপের উপর

নিজেদিগকে উন্নীত না করিয়া ভারতকেই উন্নত করিবেন। আমার এই উক্তির সমর্থনে আমি ব্রাইট, ফসেট, ব্র্যাড্‌ল, গ্ল্যাডস্টোন, ওয়েডারবার্ন, পিন্‌কট, রিপন, রে, নর্থব্রুক, ডাফরিন এবং জনমতের প্রতিনিধিত্ব করেন, এমন অন্যান্য অসংখ্য বিখ্যাত ইংরেজের নামোল্লেখ করিতে পারি। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর প্রকাশ্য বিরোধিতা সত্ত্বেও ইংরেজ নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক একজন ভারতীয়কে ব্রিটিশ হাউস অব কমন্‌সে নির্বাচিত করণ,[১] রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক প্রায় সকল সংবাদপত্র কর্তৃক নির্বাচিত ভারতীয়কে অভিনন্দনদান এবং পরে রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক সকল সদস্যসহ সমগ্র পরিষদ্‌ কর্তৃক তাঁহাকে অভ্যর্থনাজ্ঞাপন—এই একটিমাত্র ঘটনাকেই আমার উক্তির সমর্থনে উল্লেখ করিতে চাই। এখন, আপনারা তাঁহাদের অনুসরণ করিবেন, না, অপর নূতন পথে অগ্রসর হইবেন? "ঐক্য না হইলে অগ্রগতি হয় না;" "অনৈক্যই অধঃপতনের মূল।" আপনারা ঐক্য গড়িয়া তুলিবেন, অথবা অনৈক্যের পথ প্রশস্ত করিবেন?

উপসংহারে আমি আপনাদিগকে এই অনুরোধ করিব যে, যে মনোভাব লইয়া এই পত্রটি রচিত হইয়াছে, আপনারাও সেই মনোভাব লইয়াই ইহা গ্রহণ করিবেন।

আপনাদের একান্ত বংশবদ
এম. কে. গান্ধী

নাটাল মার্কারি স্টীম প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্‌স্‌, ডারবান, হইতে মুদ্রিত পুস্তিকা হইতে।

## ৪৩. ইয়োরোপীয়দের নিকট পত্র[২]

বীচ গ্রোভ, ডারবান,
১৯শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪

মহাশয়,

আমি এই খামেভরা পত্রটি আপনার পাঠের জন্য পাঠাইবার দুঃসাহস করিতেছি, এবং এই "খোলা চিঠির" বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপনাকে আপনার অভিমত জানাইতে অনুরোধ করিতেছি।

[১] ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট্রাল ফিন্‌স্‌বেরি হইতে দাদাভাই নওরোজীর নির্বাচনের কথা বলা হইতেছে।

[২] নাটালে ইয়োরোপীয়দের নিকট গান্ধীজী কর্তৃক প্রেরিত একটি প্রচারপত্র।

আপনি যাজক, সম্পাদক, জননায়ক, বণিক, আইনজীবী, যেই হউন না কেন, এই বিষয়টি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ না করিয়া পারে না। আপনি যদি যাজক হন, তবে আপনি যিশুর বাণীর প্রতিনিধিত্ব করেন। সুতরাং যিশুর নিকট আনন্দদায়ক হইত না এমন কোনও ব্যবহার যাহাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই অপর মানুষের প্রতি করা না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা আপনার অবশ্যকর্তব্য। আপনি যদি সংবাদপত্রের সম্পাদক হন, তবে সে-ক্ষেত্রেও আপনার দায়িত্ব কম নহে। আপনি সাংবাদিক রূপে আপনার প্রভাব মানব-সমাজের ক্রমোন্নতির জন্য, না, ক্রমাবনতির জন্য প্রয়োগ করিতেছেন, তাহা নির্ভর করিবে আপনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ঘটাইবার জন্য অথবা ঐক্যসাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহার উপর। আপনি যদি জননায়ক হন, তাহা হইলেও আপনার প্রতি অনুরূপ মন্তব্য প্রযোজ্য। আপনি যদি বণিক বা আইনজীবী হন, তবে আপনি যাহাদের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন, আপনার সেই খরিদ্দার ও মক্কেলদের প্রতিও আপনার কর্তব্য আছে। অজ্ঞতার প্রাধান্যের ফলে কলোনিতে ভারতীয়দের উপর যে নির্মম নিপীড়ন হইয়া থাকে, তাহাতে তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করিয়া তাহাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো হইবে, না, তাহাদের প্রতি কুকুরের যোগ্য ব্যবহার করা হইবে, আপনি নিজে তাহা স্থির করিবেন। আপনি ভারতীয়দের সহিত অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তাই তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দেখিবার মতো সুযোগ ও উদ্যম নিশ্চয়ই আপনার আছে। শত শত ইয়োরোপীয় তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দেখিবার যে সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং যেভাবে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিলে আপনারাও সম্ভবত তাহাদিগকে সেইভাবেই দেখিতে পাইবেন।

আপনাদের অভিমত প্রার্থনার উদ্দেশ্য এই যে, কলোনিতে ভারতীয়দের প্রতি যে ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তাহা বাঞ্ছিত নহে ধরিয়া লইয়া, তাহাদের প্রতি সক্রিয়ভাবে সহানুভূতি দেখাইতে ও তাহাদের কথা ভাবিতে পারেন এমন বহুসংখ্যক ইয়োরোপীয় কলোনিতে আছেন কিনা, তাহা নির্ধারণ করা।

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত
এম্. কে. গান্ধী

শবরমতী সংগ্রহশালায় রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি হইতে।

## ৪৪. জড়বাদের অপর্যাপ্ততা

এম্. কে. গান্ধী

দি এসোটেরিক খ্রীষ্টান ইউনিয়ন ও দি লণ্ডন ভেজিটেরিয়ান সোসাইটির প্রতিনিধি

ডারবান,
২১শে জানুয়ারি, ১৮৯৫

সম্পাদক, দি নাটাল অ্যাডভার্টাইজার

মহাশয়,

আপনাদের বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে দি এসোটেরিক খ্রীষ্টান ইউনিয়ন ও দি লণ্ডন ভেজিটেরিয়ান সোসাইটি সম্পর্কে যে বিজ্ঞপ্তি বাহির হইয়াছে, তৎপ্রতি আপনার পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার সুযোগ দিয়া আমাকে বাধিত করিবেন।

উক্ত "ইউনিয়ন" যে দার্শনিক চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করিতেছে, তাহা এই কথাই প্রতিপন্ন করে যে, সকল শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলির মধ্যে ঐক্য রহিয়াছে এবং সেগুলি একই উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। জড়বাদ জগৎকে একটি অভূতপূর্ব সভ্যতা দান করিয়াছে বলিয়া গর্ব করে। উহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি যে ধ্বংসের ভয়ংকরতম অস্ত্রশস্ত্রের উদ্ভাবন, অরাজকতার ভয়াবহ বিস্তার, পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে ভীষণ কলহ সৃষ্টি এবং তথাকথিত বিজ্ঞানের নামে নিরপরাধ মূক জীবন্ত প্রাণীদের উপর যথেচ্ছ পৈশাচিক অত্যাচার—এইসব কথা সুবিধামতো ভুলিয়া গিয়া উহা মানব-সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ করিয়াছে বলিয়া দাবী করে। কিন্তু মানব-কল্যাণের জন্য জড়বাদ যে যথেষ্ট নহে, সে বিষয়ে উক্ত দার্শনিক চিন্তাধারা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। বিজ্ঞাপিত পুস্তকগুলি হইতে জড়বাদের অপর্যাপ্ততা যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণিত হইবে।

তবে প্রতিক্রিয়ার লক্ষণও দেখা দিতে শুরু করিয়াছে—যেমন, থিওজফিক্যাল সোসাইটি প্রায় অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছে; যাজকগণ পবিত্রতার মতবাদ (doctrine of holiness) ক্রমেই গ্রহণ করিতেছেন; তাহারও অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল এই যে, ম্যাক্স্ মুলার যে জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন, তাহা দি পারফেক্ট ওয়ে (The Perfect Way) গ্রন্থে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিয়া দেখানো হইয়াছে; তিনি বলিয়াছেন, ইংলণ্ডে ও অন্যত্র চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে ক্রমেই এই মতবাদ প্রসার লাভ করিতেছে; এবং যিশু খ্রীষ্টের অজ্ঞাত জীবন (The Unknown Life of Jesus

Christ) নামে পুস্তকখানিও প্রকাশিত হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই সকল পুস্তক সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। তাই ঐ সকল পুস্তক সম্পর্কে আমার জ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ পুস্তকগুলির সমালোচনাতেই সীমাবদ্ধ। আমি বলিতে চাই যে, যে জড়বাদ আমাদিগকে নির্মমভাবে স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা হইতে ফিরিয়া কেবল যিশু খ্রীষ্টের নহে, বুদ্ধ, জরথুস্ত্র ও মহম্মদের অলৌকিক সাধনার বাণীর দিকেও প্রত্যাবর্তনের লক্ষণ যে দেখা যাইতেছে, তাহা উপরিউক্ত ও অন্যান্য বহু তথ্যাবলী হইতে বুঝা যায়। সভ্য জগৎ এখন আর সাধারণত বুদ্ধ, জরথুস্ত্র ও মহম্মদকে ভ্রান্ত দ্রষ্টা বলিয়া নিন্দা করে না। এখন তাঁহাদের ও যিশুর বাণীগুলি পরস্পরের পরিপূরক বলিয়া স্বীকৃত হইতে শুরু করিয়াছে।

আমি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমি এখনও নিরামিষ-ভোজন সংক্রান্ত পুস্তকগুলির বিজ্ঞাপন দিতে পারিতেছি না। কারণ পুস্তকগুলি ভুলক্রমে ভারতবর্ষে পাঠানো হইয়াছে। ফলে সেগুলির ডারবানে আসিয়া পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হইবে। তবে নিরামিষ-ভোজনের উপযোগিতা সম্পর্কে একটি মূল্যবান তথ্য আমি আপনাদিগকে জানাইতে পারি। মদ্য পানের মতো এমন সাংঘাতিক পাপ আর নাই। আমি বলিতে পারি যে, যাঁহারা মদ্যপানের জন্য উৎকট আকাঙ্ক্ষা বোধ করেন, অথচ বাস্তবিকপক্ষে ঐ অভিশাপের হাত হইতে মুক্তি পাইতে চান, তাঁহারা অন্ততপক্ষে এক মাসের জন্য খাদ্যরূপে প্রধানত লাল রুটি, কমলালেবু ও আঙুর ভক্ষণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন। আমি নিজেই ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। এবং আমি বলিতে পারি যে, কোন কিছু না মিশাইয়াই নিরামিষ খাদ্যরূপে যথেষ্ট পরিমাণে শুধু রসাল টাটকা ফল খাইয়া আমি বিনা চায়ে, বিনা কফিতে, এমন কি বিনা জলে একটানা কয়েকদিন বেশ আরামেই কাটাইয়াছি। এই কারণেই ইংলণ্ডে শত শত লোক নিরামিষাশী হইয়াছেন। যাঁহারা একদা পাঁড় মাতাল ছিলেন, তাঁহারা এখন এমন স্তরে পৌঁছিয়াছেন যে. গ্রগ বা হুইস্কির গন্ধও তাঁহাদের রুচিতে বাধে। ডাঃ বি. ডাব্লিউ. রিচার্ডসন তাঁহার **মানুষের খাদ্য** গ্রন্থে নিরামিষ ভোজনকে পানাসক্তি-নিরাময়ের উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক, শারীরিক, আর্থিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক হইতে মাংসাহারের তুলনায় নিরামিষ আহারের শ্রেষ্ঠতার কথা ছাড়িয়া দিলেও, নাটালের মতো অপেক্ষাকৃত গরম দেশে, যেখানে ফল ও শাকসবজি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সেখানে (রক্তহীন) নিরামিষ খাদ্যই সকল দিক হইতে হিতকর প্রমাণিত হইবে।

সম্ভবত ইহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই যে. ই সি. ইউ.-র পুস্তকগুলি অর্থার্জনের উদ্দেশ্যে বিক্রয় করা হয় না। ক্ষেত্রবিশেষে পুস্তকগুলি বিতরণ

করাও হইয়াছে। ক্ষেত্রবিশেষে ঐ সকল পুস্তক পড়িবার জন্য লইতে দেওয়াও হইবে। আপনার পত্রিকার কোনও পাঠক যদি ই. সি. ইউ. বা এল. ভি. এস. সম্পর্কে আরও খবর জানিতে বা আমার সহিত এই সকল গুরুত্বপূর্ণ (অন্ততপক্ষে আমার নিকট গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে কথা বলিতে চান, তবে আমি তাঁহার সহিত সানন্দে পত্রালাপ করিব।

রেভারেণ্ড জন পাল্‌স্‌ফোর্ড ডি. ডি. মহাশয় ই. সি. ইউ.-র শিক্ষা সম্পর্কে কি বলিয়াছেন, তাহা দিয়াই আমি এই পত্র শেষ করিব :

এই বাণীগুলি যে এক অশরীর যবনিকার অভ্যন্তর হইতেই পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আধ্যাত্মিক-বুদ্ধিসম্পন্ন কোনও পাঠকের সংশয় হওয়া অসম্ভব। এইগুলির মধ্যে সুপবিত্র দিব্যলোকের ও ভগবানের জ্ঞান কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত রূপে নিহিত আছে। খ্রীষ্টানদের নিজ ধর্ম সম্পর্কে যদি জ্ঞান থাকে, তবে তাঁহারা এই সকল মহামূল্য বিবরণের মধ্যে খ্রীষ্ট ও তাঁহার জীবনধারার দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ সুপ্রচুর পরিমাণে পাইবেন। এই সকল যোগাযোগ যে সম্ভব হইয়াছে এবং তাহার কথা যে পৃথিবীকে জানিতে দিতে পারা গিয়াছে,—ইহা আমাদের এই যুগের একটি লক্ষণ, সর্বাপেক্ষা আশাপ্রদ লক্ষণ।

বিনীত
এম্. কে. গান্ধী

**দি নাটাল এডভার্টাইজার ১-২-১৮৯৫**

## নওরোজির নিকট পত্র

৩২৮, স্মিথ স্ট্রীট,
ডারবান, নাটাল
২৫শে জানুয়ারি, ১৮৯৫

শ্রীযুক্ত দাদাভাই নওরোজি, এম. পি., লণ্ডন, সমীপে

মহাশয়,

সরকার নীরব থাকিলেও সংবাদপত্রগুলি জনসাধারণকে ক্রমাগত জানাইতেছে যে, মহারানী নাগরিক অধিকার বিল অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এ বিষয় আপনি আমাদিগকে কোনও সংবাদ দিতে পারেন কি?

ভারতীয় উপনিবেশকারীদের হিতার্থে আপনারা যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, সেজন্য তাহারা আপনাকে ও কংগ্রেস কমিটিকে ধন্যবাদ জানাইয়া শেষ করিতে পারিবে না।

আপনার একান্ত অনুগত
এম্. কে. গান্ধী

আপনার পাঠের জন্য এই খামে ভরা পত্রখানি পাঠাইবার দুঃসাহস করিতেছি।

এম্. কে. জি.

গান্ধীজীর স্বহস্তলিখিত মূল রচনার ফটোস্টাট হইতে।

## ৪৬. বিক্রয়ের জন্য বই

পরলোকগত ডাঃ অ্যানা কিংসফোর্ড ও মিঃ এডওয়ার্ড মেট্ল্যান্ড রচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি এই প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়াছে এবং সেগুলি প্রকাশিত মূল্যে বিক্রয়ার্থ দেওয়া হইতেছে :

**দি পারফেক্ট ওয়ে, ৭ শিঃ ৬ পেঃ**
**ক্লোদ্ড্ উইথ্ দি সান, ৭ শিঃ ৬ পেঃ**
**দি স্টোরি অব্ দি নিউ গস্পেল অব্ ইন্টারপ্রেটেশন, ৩ শিঃ ৬ পেঃ**
**বাইবেল্স্ ওন্ অ্যাকাউন্ট অব্ ইট্সেল্ফ্, ১ শিঃ**
**দি নিউ গস্পেল অব্ ইন্টারপ্রেটেশন, ১শিঃ**

ইহা ভগবান বা দেবদূতের মুখের কথা শুনিবার মতো। সমগ্র সাহিত্যে ইহার (**দি পারফেক্ট ওয়ে** পুস্তকের) সমতুল্য আর কিছু আছে বলিয়া আমি জানি না।—**স্বর্গত স্যার এফ. এইচ. ডোয়েল।**

আমরা **দি পারফেক্ট ওয়ে** পুস্তকখানিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা জ্ঞানোজ্জ্বল ও উপযোগী পুস্তক বলিয়া মনে করি।

—**নোস্টিক** (ইউ. এস. এ.)

এম্. কে. গান্ধী
দি এসোটেরিক খ্রীষ্টান ইউনিয়ন ও দি লন্ডন
ভেজিটেরিয়ান সোসাইটির প্রতিনিধি

**দি নাটাল এডভার্টাইজার,** ২-২-১৮৯৫

# ৪৭. ইসলামিক আইন

১৮৯৩ খৃীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ তারিখের **দি নাটাল উইটনেস** পত্রিকায় **নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছিল :**

হাসান দাওজীর সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কিভাবে বণ্টন হইবে, সে সম্পর্কে প্রদত্ত মাস্টার্স রিপোর্টটি অনুমোদনের জন্য প্রার্থনা করিয়া গতকল্য সুপ্রীম কোর্টে মিঃ ট্যাথম আবেদন করেন। তিনি বলেন যে, ব্যারিস্টার মিঃ গান্ধী কর্তৃক রচিত বণ্টনের একটি পরিকল্পনা ঐ রিপোর্টে দেওয়া হইয়াছে, এবং পরিকল্পনাটি ইসলামিক আইন অনুসারে রচিত হইয়াছে।

স্যার ওয়াল্টার র‍্যাগ[১] : এবিষয়ে একটিমাত্র কথা বলা যায় যে, মিঃ গান্ধী ইসলামিক আইন সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ফরাসীদের মতোই ইসলামিক আইনের সহিত তাঁহার বিন্দুমাত্র পরিচয় নাই। তিনি যাহা বলিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার বই পড়িয়া দেখা উচিত ছিল; আপনারও পড়িয়া দেখা উচিত। তাঁহার নিজের জ্ঞান সম্পর্কে তাঁহার কোনও জ্ঞান নাই।

মিঃ ট্যাথম বলেন যে, বণ্টনের পরিকল্পনাটি মোল্লাদের নিকট হইতে ও মিঃ গান্ধীর নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। আর অন্য কোথা হইতে এই পরিকল্পনা সংগৃহীত হইতে পারিত, তাহা তিনি জানেন না। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের যেসব মতামত পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই তাঁহারা ভালো করিয়া দেখিয়াছেন।

স্যার ওয়াল্টার র‍্যাগ : মৃতের ভ্রাতা যে অংশটি পাইবে বলিয়া মিঃ গান্ধী বলিয়াছেন, তাহা ইসলামিক আইন অনুসারে গরীবরা পাইবে। মিঃ গান্ধী হিন্দু, তিনি হিন্দু ধর্মের কথা জানেন, কিন্তু ইসলামিক আইন সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

মিঃ ট্যাথম : প্রশ্ন হইল এই যে, আমরা মিঃ গান্ধীর মত, অথবা মোল্লাদের মত, কোন্‌টি গ্রহণ করিব?

স্যার ওয়াল্টার র‍্যাগ : মোল্লাদের মতই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি ভ্রাতা দেখাইতে পারে যে, সে গরীবদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে, তবেই সে মিঃ গান্ধীর উক্তি অনুসারে অংশ পাইবার অধিকারী হইবে।

**ইহার উপর মন্তব্য করিয়া গান্ধীজী নিম্নলিখিত পত্র লেখেন :**

ডারবান,
২৩শে মার্চ, ১৮৯৫

দি নাটাল উইটনেস পত্রিকার
সম্পাদক মহাশয় সমীপে

মহাশয়,

এই মাসের ২২শে তারিখে আপনাদের পত্রিকায় ঐসলামিক আইন সম্পর্কে স্যার ওয়াল্টার র‍্যাগ ও মিঃ ট্যাথমের মধ্যে কথোপকথনের যে বিবরণ প্রকাশিত

[১] সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি।

হইয়াছে, ন্যায়বিচারের খাতিরে সে সম্পর্কে আমাকে দুই-একটি কথা বলিবার সুযোগ দিবেন, আশা করি।

আমি আপনাদের সৌজন্যের সুযোগ লইবার দুঃসাহস করিয়াছি। আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যে ইহা করিয়াছি তাহা নহে। আমি ইহা করিয়াছি, কারণ, স্যার ওয়াল্টার র‍্যাগের প্রতি আমার পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা থাকিলেও আমার বিশ্বাস, সুপ্রীম কোর্ট যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ইসলামিক আইন সম্পর্কে একটি ভ্রমাত্মক ধারণার ভিত্তিতেই করা হইয়াছে, এবং তাহার ফলাফল কলোনির ভারতীয় বসবাসকারীদের একটি বৃহৎ অংশকে ভোগ করিতে হইবে।

আমি যদি মুসলমান হইতাম, এবং মুসলমান হইয়া জন্মিয়াছেন মাত্র এই গুণের জোরে যদি কোনও মুসলমান আমার বিচার করিতেন, তবে তাহা আমার নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইত। এখন আমার জ্ঞান হইল যে, মুসলমানরা ইসলামিক আইনের জ্ঞানটি নিজ সহজ বোধশক্তি হইতেই লাভ করেন, আর অমুসলমানরা ইসলামিক আইন সম্পর্কে কোনও মতামত প্রকাশ করিতে সাহস করেন না।

ভাই যদি দেখাইতে পারে যে, সে গরীবদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে, তবেই সে ৫/২৪ ভাগ পাইবার অধিকারী হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত (আপনাদের সংবাদ যদি সত্য হয়) নাকি ভারতে প্রচলিত এবং কোরানসম্মত ইসলামিক আইন অনুসারে করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা ঐ আইনের বিরোধীই হইয়াছে। ম্যাক্‌নটন-রচিত **ম্যাহোমেডান ল** পুস্তকের "উত্তরাধিকার" সংক্রান্ত অধ্যায়গুলি আমি সতর্কতার সহিত পাঠ করিয়াছি। (এখানে বলা প্রয়োজন যে, একজন অমুসলমান ঐ পুস্তকখানির সম্পাদনা করিয়াছেন এবং মিঃ বিন্‌স ও মিঃ ম্যাসন ভারত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহাদের প্রকাশিত বিবরণীতে বলিয়াছেন, ঐ পুস্তকখানি মুসলমান আইন সংক্রান্ত শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলির অন্যতম।) কোরানের যে অংশে ঐ বিষয়ের আলোচনা রহিয়াছে, তাহাও আমি পাঠ করিয়াছি। কিন্তু মৃত মুসলমানের উত্তরাধিকারের কোনও অংশ গরীবরা পাইবে, এমন একটি কথাও সেগুলিতে কোথাও পাই নাই। যদি কোরান ও উপরোক্ত পুস্তকখানিকে ঐ আইন সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া ধরা যায়, তবে কেবল এই আলোচ্য মামলার ক্ষেত্রেই যে গরীবরা কোনও অংশ পাইবে না, তাহা নহে; কোনও ক্ষেত্রেই তাহারা উত্তরাধিকাররূপে প্রাপ্য সম্পত্তির অংশ পাইবে না। আমি খুব সম্ভব দেখাইতে পারিব যে, ভাই (প্রকৃতপক্ষে বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভাই) যখন ঐ আইন অনুসারে কিছু পায়, তখন সে **নিজের অধিকারেই** পায়, এবং সে **ভাই বলিয়াই** পায়।

সম্ভবত মাননীয় বিচারপতি যখন মুখে উত্তরাধিকারের কথা বলিতেছিলেন, তখন তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে ভিক্ষা দেওয়ার কথাই ভাবিতেছিলেন। ভিক্ষা-

দান প্রত্যেক মুসলমানের নিকট অবশ্য কর্তব্য। ইহা তাহাদের ধর্মের অন্য মূলনীতি। কিন্তু যে নীতি অনুসারে মানুষ জীবদ্দশায় ভিক্ষা দেয়, তাহার দায়ভাগের ক্ষেত্রেও সেই নীতি প্রযোজ্য হইতে পারে না। মুসলমানেরা জীবদ্দশায় ভিক্ষা দিয়া বেহস্তে যাইবার অথবা তথায় একটি সম্মানযোগ্য স্থান পাইবার অধিকার লাভ করে। তাহার সম্পত্তি হইতে সরকার যদি ভিক্ষা দিয়া থাকেন, তবে তাহাতে নিশ্চয় তাহার পারলৌকিক কোনও মঙ্গল হইবে না। কারণ, উহা তাহার স্বকৃত কর্ম নহে। কোনও মুসলমানের মৃত্যুর পর সর্বাগ্রে—না, সর্বাগ্রে নয়, কেবলমাত্র—তাহার আত্মীয়রাই তাহার সম্পত্তির উপর দাবী জানাইতে পারে।

কোরানে বলা হইয়াছে :

> পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজন তাহাদের মৃত্যুর পর যাহা রাখিয়া যাইবে, সকল আত্মীয়ই তাহার অংশ পাইবে, আমরা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছি।

আইন বলিতেছে :

> মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি সম্পর্কে পর পর চারটি কর্তব্য যুক্ত রহিয়াছে : প্রথমতঃ, অযথা ব্যয়বাহুল্য না করিয়া অথচ কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি না ঘটাইয়া মৃতের শেষকৃত্য ও শব সমাধিস্থ করিতে হইবে; অতঃপর তাহার অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি হইতে তাহার ন্যায্য ঋণগুলি শোধ করিতে হইবে; ঋণ পরিশোধের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার এক-তৃতীয়াংশ হইতে মৃতের অভিলষিত দানগুলি দিতে হইবে; অবশেষে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা তাহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে।

উত্তরাধিকারীদের এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে :

> ১। বৈধ শরিকগণ; ২। অবশিষ্টাংশ পাইবার অধিকারী ব্যক্তিগণ; ৩। দূর সম্পর্কের আত্মীয়গণ; ৪। চুক্তি অনুসারে নিযুক্ত উত্তরাধিকারীগণ, ৫। আত্মীয় বলিয়া স্বীকৃত ব্যক্তিগণ; ৬। মৃতের ইচ্ছা অনুসারে মনোনীত ব্যক্তিগণ ও ৭। রাজা।

"কোরান-শরিয়ত, হাদিশ অথবা সর্বসাধারণের সম্মতি অনুসারে যাহাদের জন্য বিশেষ অংশ নির্দিষ্ট রহিয়াছে", তাহাদের সকলকেই বৈধ শরিক বলা হইয়াছে। শরিকদের ১২টি শ্রেণীর উল্লেখ করিয়া যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভ্রাতারাও রহিয়াছে। অবশিষ্টাংশ পাইবার অধিকারী হইল তাহারা যাহাদের জন্য কোন অংশ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই এবং যাহারা শরিকদের হিস্যা মিটাইয়া দিবার পর অবশিষ্টাংশ পায় অথবা কোন শরিক না থাকিলে সমস্ত সম্পত্তি পায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এমন কতকগুলি বৈধ শরিক আছে, যাহারা কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে আর বৈধ শরিক বলিয়া গণ্য হয় না। তখন তাহারা অবশিষ্টাংশ পাইবার অধিকারী ব্যক্তিদের

শ্রেণীতে পড়ে। "বৈধ শরিক নহে অথবা অবশিষ্টাংশ পাইবার অধিকারী নহে, এমন সকল আত্মীয়ই দূর সম্পর্কের আত্মীয়।" "বৈধ শরিকদের প্রাপ্য মিটিবার পর মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে **তাহা অবশিষ্টাংশ পাইবার অধিকারী নামে পরিচিত পরবর্তী শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিভক্ত হইবে।** যদি অবশিষ্টাংশ পাইবার অধিকারী কেহ না থাকে, তবে ঐ অবশিষ্টাংশ শরিকরা তাহাদের প্রাপ্ত অংশের অনুপাতে পাইবে।

অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের সংজ্ঞা দিয়া আমি আপনার পত্রিকার মূল্যবান্ স্থান নষ্ট করিতে চাহি না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাহাদের মধ্যে গরীবরা পড়ে না এবং প্রথম তিন শ্রেণীর প্রাপ্য মিটিবার পরে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবেই তাহা ঐ সকল উত্তরাধিকারী "লইতে" পারে।

মৃত ব্যক্তির পিতার বংশধররা, অর্থাৎ ভাইয়েরা, রক্তের সম্পর্ক আছে এমন ভাইয়েরা এবং তাহাদের ছেলেরা ও তাহাদের অধস্তন বংশধররা নিজ নিজ অধিকার-বলেই অবশিষ্টাংশ পাইবার অধিকারীদের মধ্যে পড়ে। ১নং ধারার ১২নং বিধিতে বলা হইয়াছে : "ইহাই সাধারণ নিয়ম যে, ভাই ভগিনীর দ্বিগুণ পাইবে; একই মাতার গর্ভে কিন্তু পৃথক পিতার ঔরসে জাত ভাই-ভগিনীদের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে।" ১১ ধারার ২৫ বিধিতে বলা হইয়াছে : "যে ক্ষেত্রে কন্যারা বা পুত্রের কন্যারা রহিয়াছে, কিন্তু **ভাইয়েরা** নাই, সে ক্ষেত্রে কন্যারা ও পুত্রের কন্যারা তাহাদের প্রাপ্যাংশ পাইবার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা ভগিনীরা পাইবে। একমাত্র কন্যা বা পুত্রের কন্যা হইলে এইরূপ অবশিষ্টাংশ অর্ধেক হইবে; কন্যা বা পুত্রের কন্যা দুই বা ততোধিক হইলে এইরূপ অবশিষ্টাংশ দুই-তৃতীয়াংশ হইবে। এই দুইটি বিধি একত্র পড়িলে উহা বর্তমান ক্ষেত্রে ভাই কিরূপ অংশ পাইবে, তাহা স্থির করিতে আমাদিগকে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে।

আমি যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি, তাহাতে যে সকল বহুদৃষ্ট দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, সেগুলি হইতে আমি নিম্নলিখিত রূপ সমাধান করিয়াছি : "**৭নং দৃষ্টান্ত।** স্বামী, কন্যা, ভ্রাতা ও তিনজন ভগিনী।" সমাধানটি পুরাপুরি দেওয়ার প্রয়োজন নাই। ভাই **নিজ অধিকার-বলে** অবশিষ্টাংশ পাইবার অধিকারী-রূপে ২/২০ অংশ পাইবে।

• উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে, ভাইয়েরা বা তাহাদের অবর্তমানে বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা নিজ নিজ অধিকার-বলে হয় শরিকের, নয় অবশিষ্টাংশ পাইবার অধিকারীর শ্রেণীতে পড়িবে। তাই বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে স্যার ওয়াল্টার-প্রদত্ত অভিমতের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রাখিয়াই বলিব যে, ভাই যদি আদৌ "লইয়া" থাকে, তবে সে **দরিদ্রের প্রতিনিধিরূপ নহে, নিজ অধিকারবলেই** "লইবে"। আর ভাই যদি না "লয়" (আইন মানিয়া চলিলে এক্ষেত্রে

তাহা হইতেই পারে না), তবে অবশিষ্টাংশটি শরিকদের নিকটে ফিরিয়া যাইবে।

কিন্তু সংবাদে বলা হইয়াছে যে, মোল্লার ও আমার মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছে। আপনারা যদি "আমি" শব্দটি বাদ দিয়া তৎপরিবর্তে "আইন" শব্দটি ব্যবহার করেন (কারণ, আইনে যাহা বলা হইয়াছে কেবল তাহাই আমি বলিয়াছি), তবে এই কথা আমি বলিতে সাহস করিব যে, মোল্লা ও আইনের মধ্যে কখনও মতানৈক্য ঘটা উচিত হইবে না এবং ঐরূপ ঘটিলে আইনকে নহে, মোল্লাকেই, হার মানিতে হইবে। ট্যাথম আমার নিকট দায়ভাগ সংক্রান্ত যে বিবরণ পাঠাইয়াছিলেন, তাহা যদি মোল্লার দ্বারা অনুমোদিত বিবরণ হইয়া থাকে—আর উহা অনুমোদিত হইয়াছিল বলিয়াই মিঃ ট্যাথমের পত্র হইতে মনে হয়—তবে বর্তমান মামলায় মোল্লার সহিত আমার মতানৈক্য হয় নাই। বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভ্রাতারা দরিদ্রের প্রতিনিধিরূপে সম্পত্তির অংশ পাইবে, এই ধরনের একটি কথাও মোল্লা বলেন নাই।

পরিশেষে বলিতে চাই, খবরটি পড়িবার পর আমি স্যার ওয়াল্টারের মতে যাঁহারা আইনজ্ঞ এমন কয়েকজন মুসলমান ভদ্রলোকের সহিত ইচ্ছা করিয়াই দেখা করিয়াছিলাম। আমি তাঁহাদিগকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানাইলে তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। বিষয়টি তাঁহাদের নিকট এতই সরল ও সুস্পষ্ট ছিল যে তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবার মতো এতটুকু সময়ও না লইয়াই বলিলেন "উত্তরাধিকাররূপে প্রাপ্য কোনও সম্পত্তি হইতে গরীবরা কখনও কিছুই পায় না। বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভ্রাতারা তাহাদের নিজ নিজ অধিকার-বলেই তাহাদের অংশ পায়।"

তাই আমি বলিতে চাই যে সিদ্ধান্তটি ইসলামিক আইনের এবং মোল্লা ও অন্যান্য মুসলমান ভদ্রলোকের মতের বিরোধী হইয়াছে' কোনও মৃত মুসলমানের আত্মীয়দের ন্যায্য প্রাপ্যাংশকে "তাহারা গরীবদের প্রতিনিধি" বলিয়া নিজেদিগকে প্রমাণ করিতে না পারা পর্যন্ত যদি আটক রাখা হয়, তবে তাহা স্পষ্টতঃ অত্যন্ত অসুবিধার সৃষ্টি করিবে। আইন বা মুসলমানদের চিরাচরিত প্রথা কখনও এইরূপ অসুবিধা সৃষ্টি করিতে চাহে নাই।

আপনাদের একান্ত অনুগত
এম কে গান্ধী

**দি নাটাল উইট্‌নেস,** ২৮-৩-১৮৯৫

## ৪৮. প্রিটোরিয়াস্থ এজেন্টের নিকট আবেদন

প্রিটোরিয়া,
১৬ই এপ্রিল, ১৮৯৫

মহারানীর প্রিটোরিয়াস্থ এজেন্ট মাননীয় স্যার জ্যাকোবাস ডে ওয়েস্ট কে. সি. এম. জি. সমীপে

এই রিপাবলিকের বৃটিশ ভারতীয় বণিকগণের পক্ষ হইতে কমিটিরূপে কার্যে রত প্রিটোরিয়ার তায়োব খান ও আবদুল গনি এবং জোহানেসবার্গের হাজী হাবিব হাজী দাদার আবেদন।

ভারতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের ব্লোয়েম্‌ফোণ্টেনে মহারানীর সরকার ও দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিক সরকারের মধ্যে সাম্প্রতিক আপস-আলোচনায় সালিস যে রায় দিয়াছেন, মহারানীর সরকার তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন কিনা, তাহা জানিবার জন্য আপনাকে মহামান্য হাই কমিশনারের সহিত যোগাযোগ করিতে আমরা সসম্মানে অনুরোধ করিতেছি। আপনি জানেন, সালিস এইরূপ রোয়েদাদ দিয়াছেন যে, এই সরকার অবশ্যই ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভোক্‌স্রাদস্‌ বেস্‌লুইট কর্তৃক সংশোধিত ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩নং আইন কার্যকরী করিবেন, এবং আইনের ব্যাখ্যা লইয়া যদি কোনও বিতর্ক বা মতদ্বৈধ দেখা দেয়, তবে এই রিপাবলিকের হাই কোর্টই সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

উপরোক্ত আপস-আলোচনার সময়ে এই রিপাবলিক সরকার যে সকল "গ্রীন বুক" দেখাইয়াছিলেন, সেগুলির একটির ২১৮৯৪নং গ্রীন বুকের ৩১ ও ৩৫ পৃষ্ঠায় এই মর্মে উক্তি করা হইয়াছে যে, সুলেমান অ্যাণ্ড কোম্পানির পক্ষ হইতে হাইকোর্টে একটি আবেদনের বিচারকালে মাননীয় প্রধান বিচারপতি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, ক্রয়-বিক্রয় যেখানেই হউক বা ভারতীয়রা যেখানেই বাস করুক না কেন, তাহাতে কোনও পার্থক্য ঘটিবে না। এই সকল বিষয়দৃষ্টে আমরা হাই কোর্ট সম্পর্কে কোনও বিরূপ সমালোচনা না করিয়াই সসম্মানে বলিতে চাই যে, প্রধান বিচারপতির রায় সম্পর্কে উপরোক্ত উক্তি যদি নির্ভুল হয়, তবে নিঃসংশয়ে ধরিয়া লওয়া যায় যে, উপরোক্ত আইন অনুসারে রুজু-করা কোনও মামলায় আদালত যে রায় দিবেন, তাহা এই রিপাবলিকে বসবাসকারী মহারানীর প্রজাদের বিপক্ষেই যাইবে। সুতরাং সালিসকে যে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা তিনি "ডীড অব সাবমিশনের" শর্তাবলী অনুসারে না করিয়া কার্যতঃ এই রিপাবলিকের হাই কোর্টের সিদ্ধান্তের উপরই ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাই আমরা সসম্মানে

বলিতে চাই যে, তাঁহাকে যে নির্দিষ্ট সূত্র দেওয়া হইয়াছিল, তদনুসারে সালিস প্রশ্নটির মীমাংসা করেন নাই। সুতরাং আমরা আপনাকে মহারানীর সরকারের সহিত যোগাযোগ করিতে এবং মহারানীর সরকার উপরোক্ত রোয়েদাদে সন্তুষ্ট ও সম্মত হইয়াছেন কিনা জানিতে অনুরোধ করিতেছি।

স্বাঃ তায়েব হাজী খান মহম্মদ
আবদুল গনি
হাজী হাবিব হাজী দাদা

মহারানীর দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকস্থ হাই কমিশনারের নিকট হইতে প্রধান ঔপনিবেশিক সচিবের নিকট ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল তারিখে প্রেরিত ২০৪ নং ডেস্‌প্যাচ।

ঔপনিবেশিক কার্যালয়ের নথি নং ৪১৭, ভল্যুম নং ১৪৮।

## ৪৯. নাটাল এসেম্‌ব্লির নিকট আবেদন[১]

[ ডারবান,
১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখের পূর্বে ]

নাটাল কলোনির লেজিস্‌লেটিভ এসেম্‌ব্লির মাননীয় স্পীকার ও সদস্যগণ সমীপে

নাটাল কলোনির অধিবাসী নিম্নে স্বাক্ষরকারী ভারতীয়গণের আবেদন বিনীতভাবে দর্শানো যাইতেছে যে,

আপনাদের মাননীয় এসেম্‌ব্লিতে বর্তমানে বিবেচনার্থে যে ভারতীয় বহিরাগত আইন সংশোধন বিলটি উত্থাপিত হইয়াছে, তৎপ্রতি আবেদনকারীগণ এই কলোনিতে বসবাসকারী ভারতীয়দের প্রতিনিধিরূপে এতদ্বারা সসম্মানে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে।

আবেদনকারীগণ সসম্মানে বলিতে চাহে যে, উক্ত বিলে পুনরায় চুক্তি করিবার এবং ঐরূপ চুক্তি না করিলে করস্থাপন করিবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টতঃ অন্যায়, সম্পূর্ণরূপে অহেতুক এবং বৃটিশ সংবিধান যে সকল মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলির সরাসরি বিরোধী।

আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, বিলটি যে স্পষ্টতঃ অন্যায় হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করিয়া দেখাইবার জন্য বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। চুক্তির ঊর্ধ্বতম মেয়াদকে পাঁচ বৎসর হইতে বাড়াইয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য করাই

[১] ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে দি নাটাল অ্যাড্‌ভার্টাইজার পত্রিকায় আবেদনটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

অন্যায় হইয়াছে। কারণ, উহা দ্বারা চুক্তিবন্ধ ভারতীয়দের মনিবদের সম্মুখে অত্যাচার ও দুর্ব্যবহার করিবার পক্ষে অধিকতর প্রলোভন স্থাপন করা হইয়াছে। কলোনিতে মালিকরা যতই মানবিকতাসম্পন্ন হউন না কেন, তাঁহারা সর্বদা মানুষই থাকিবেন। কেবল স্বার্থবুদ্ধি অনুসারেই যখন মানুষের কার্যাবলী পরিচালিত হয়, তখন মানব-প্রকৃতি যে কিরূপ হইয়া উঠে, তাহা সম্ভবতঃ আবেদনকারীদের বলিবার প্রয়োজন হইবে না। তাহা ছাড়া, বর্তমান আবেদনকারীরা একথা বলিতে সাহস করিবে যে, বিলটি পুরাপুরি একটি একতরফা ব্যবস্থা মাত্র হইয়াছে। কারণ, এই বিলে যেখানে নিয়োগকারী-দিগকে সকলপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, সেখানে তাহার বিনিময়ে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে কিছুই দেওয়া হয় নাই।

আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, বিলটি অহেতুক হইয়াছে, কারণ, উহা চালু করিবার মতো কোনও যুক্তিসংগত কারণ নাই। কোনরূপ আর্থিক সংকট হইতে কলোনিকে রক্ষা করা বা শ্রমশিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য সাহায্য করা এই বিলের উদ্দেশ্য নহে। অপর পক্ষে, যে সকল শ্রমশিল্পে বিশেষ-ভাবে ভারতীয় শ্রমিক লাগে, সেগুলির জন্য এখন আর অতিরিক্ত সাহায্যের প্রয়োজন হয় না এবং এই কারণেই গত বৎসর হইতে বাজেট অনুসাবে প্রদত্ত ১০,০০০ পাউন্ড সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, এইরূপ আইন করিবার কোনও কারণ নাই।

বিলটি যে ব্রিটিশ সংবিধানের মূলনীতিগুলির সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য বিগত শতাব্দীতে যে সকল বিরাট ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে এবং সেগুলিতে ব্রিটেন যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, সে বিষয়ে আবেদন-কারীগণ সবিনয়ে আপনাদের মাননীয় আইনসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। বলপ্রয়োগ করিয়া খাটানো—তাহা ক্রীতদাস প্রথার স্থূলতম রূপ হইতে "বেঠেব" মৃদুতম রূপ পর্যন্ত যাহাই হউক না কেন,—সর্বদাই ব্রিটিশ ঐতিহ্যের নিকট ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, এবং যেখানেই কার্যতঃ সম্ভব হইয়াছে, সেখানেই উহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কলোনির মতো আসামেও চুক্তিবন্ধ শ্রমের ব্যবস্থা রহিয়াছে। মাত্র কিছুদিন হইল, সে দেশের এইরূপ শ্রমব্যবস্থা সম্পর্কে মহারানী সরকার স্বীকার করিয়াছেন যে, চুক্তিবন্ধ শ্রমব্যবস্থা একটি অকল্যাণকর বস্তু, কোনও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের সংরক্ষণ বা উন্নতির জন্য যতদিন উহা একান্ত প্রয়োজনীয় থাকিবে, মাত্র ততদিন উহাকে সমর্থন করা যাইবে এবং তুলিয়া দেওয়ার মতো সুযোগ আসিলেই উহা তুলিয়া দেওয়া হইবে। আবেদনকারীগণ সসম্মানে বলিতে চাহে যে, বিবেচ্য বিলটি উপরোক্ত নীতি লঙ্ঘন করিয়াছে।

যদি চুক্তির মেয়াদ বাড়াইবার প্রস্তাবটি অন্যায়, অহেতুক ও ব্রিটিশ

সংবিধানের মূলনীতিগুলির বিরোধী হয় (আবেদনকারীগণ সম্ভবতঃ তাহা মাননীয় এসেমব্লিকে দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে), তবে কর ধার্য করিবার প্রস্তাবটি আরও অন্যায়, আরও অহেতুক এবং ব্রিটিশ সংবিধানের মূলনীতি-গুলির আরও বিরোধী হইয়াছে। ইহা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে পরিগণিত হইতেছে যে, রাজস্বের জন্যই কর স্থাপন করা হইয়া থাকে। আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে মনে করে যে, একথা এক মুহূর্তের জন্যও বলা যাইবে না যে, প্রস্তাবিত করটি ঐরূপ কোনও উদ্দেশ্যে ধার্য করা হইয়াছে। সুতরাং উহা একটি নিরোধমূলক কর হইবে, এবং উহা অবাধ বাণিজ্যের নীতিগুলির পরিপন্থী হইবে।

আবেদনকারীগণ এইরূপ আশঙ্কা পোষণ করে যে, অধিকন্তু উহা চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের উপর একটি অপ্রত্যাশিত অন্যায়কে চাপাইয়া দিবে, কারণ চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়রা ভারতের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সপরিবারে কলোনিতে আসিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ভারতে ফিরিয়া যাওয়া এবং সেখানে জীবিকার্জন করা প্রায় সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার হইয়াছে। আবেদন-কারীগণ তাহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে একটি বিষয় আপনাদিগকে জানাইতে চাহে যে, সাধারণতঃ যে সকল ভারতীয় ভারতে বাঁচিবার মতো সামান্য কাজও জুটাইতে পারে না, কেবল তাহারাই চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরূপে কলোনিতে আসে। ভারতীয় সমাজটি এমনভাবে গঠিত যে, প্রথমত, ভারতীয়রা গৃহ ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে চাহে না, এবং যখন সে যাইতে বাধ্য হয়, তখন আর তাহার পক্ষে ভারতে ফিরিয়া আসিবার এবং অর্থ সঞ্চয় দূরের কথা, জীবিকা অর্জন করিবার আশাও থাকে না।

ইহা একটি সর্বজনস্বীকৃত বিষয় যে, কলোনির উন্নতিব জন্য ভারতীয় শ্রমিক অপরিহার্য। যদি তাহাই হয়, তবে আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, যে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়রা কলোনির উন্নতির জন্য বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে, তাহাদের অপেক্ষাকৃত ভালো ব্যবহার দাবী করিবার অধিকার বহিয়াছে।

একথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই যে, বিলটি একটি শ্রেণীবৈষম্যমূলক আইন হইয়াছে, কলোনিতে ভারতীয়দের প্রতি সংস্কারপ্রসূত যে বিদ্বেষ রহিয়াছে, উহাতে তাহা বাড়িবে ও উৎসাহ পাইবে, এবং এইরূপে এক শ্রেণীর ব্রিটিশ প্রজা ও অপর এক শ্রেণীর ব্রিটিশ প্রজার মধ্যে ব্যবধানকে বিস্তৃতত্তর করিবে। অতএব আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছে যে, আপনাদের মাননীয় এসেম্‌ব্লি এই সিদ্ধান্ত করুন যে, উক্ত বিলের যে অংশে পুনরায় চুক্তি করিবাব ও চুক্তি না করিলে কর স্থাপন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা এরূপ যে, আপনাদের মাননীয় এসেম্‌ব্লি আনুকূল্যের সহিত তাহা বিবেচনা করিতে পারেন না। আপনাদের এই ন্যায় ও করুণার কার্যটির

জন্য আবেদনকারীগণ চিরদিন ভগবানের নিকট আপনাদের মঙ্গল কামনা করিবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

(স্বাঃ) আবদুল্লা হাজী আদম
এবং অপর কয়েকজন

একটি মুদ্রিত কপির ফটোস্টাট হইতে।

## ৫০. কমরুদ্দিনের নিকট পত্র

পোঃ অঃ বক্স ৬৬
ডারবান, নাটাল,
৫ই মে, ১৮৯৫

প্রিয় মিঃ মহম্মদ কাশিম কমরুদ্দিন,

আমি আপনার প্রেরিত ভারতীয়দের স্বাক্ষরগুলি পাইয়াছি। আশা করি, ওলন্দাজদের নিকট হইতে স্বাক্ষরগুলি আপনি পাইয়াছেন এবং সেগুলি প্রিটোরিয়ায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। কাজটি অত্যন্ত জরুরী, তাই এ বিষয়ে বিলম্ব করা চলিবে না। প্রিটোরিয়ায় ওলন্দাজরা যে দরখাস্ত করিয়াছে[১], তাহার একটি কপি পাঠাইবার জন্য আমি প্রিটোরিয়ায় তার করিয়াছি। এ সমস্তই বুধবারের মধ্যে শেষ করিতে হইবে। আপনি কি করিয়াছেন, সে সম্পর্কে আমাকে বিশদভাবে লিখিয়া জানাইবেন।

এ বিষয়ে প্রত্যেকটি ভারতীয়ের যথাশক্তি আত্মনিয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় আমাদিগকে অনুতাপ করিতে হইবে।

বিনীত
মোহনদাস গান্ধী

গুজরাটী ভাষায় গান্ধীজীর স্বহস্তে লিখিত একটি পত্রের ফটোস্টাট হইতে অনূদিত।

## ৫১. নিরামিষ-ভোজন সম্পর্কে একটি প্রচারকদল

আমি ইংলণ্ডে থাকাকালে মিসেস অ্যানা কিংসফোর্ডের **পারফেক্ট ওয়ে ইন ডায়েট** নামক পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় নিরামিষাশী ট্র্যাপিস্টদের[২] একটি উপনিবেশ রহিয়াছে। তখন হইতেই আমি এই নিরামিষাশী-

[১] ১৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
[২] সিস্টারসিয়ান সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, ইঁহারা মৌন ও অন্যান্য কৃচ্ছ্রতা সাধনের জন্য খ্যাত।

দের সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলাম। অবশেষে আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

আমি গোড়াতেই বলিয়া রাখিতে চাই যে, দক্ষিণ আফ্রিকা, বিশেষতঃ নাটাল, নিরামিষাশীদের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। ভারতীয়রা নাটালকে দক্ষিণ আফ্রিকার "বাগিচা কলোনি"তে পরিণত করিয়াছে। ইচ্ছা করিলেই দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে প্রায় সকল কিছুই ফলানো যায়, এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ফলানো যায়। এখানে কলা, আনারস ও কমলার সরবরাহের প্রায় শেষ নাই, এবং এই সরবরাহ চাহিদার তুলনায় অনেক বেশী। ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই যে, নাটালে নিরামিশাষীরা বেশ ভালোভাবেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে। একমাত্র বিস্ময়ের বিষয় হইল এই যে, এত সুযোগ-সুবিধা এবং উষ্ণ জলবায়ু সত্ত্বেও এখানে নিরামিশাষীর সংখ্যা এত অল্প। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, সুবিস্তৃত ভূখণ্ডগুলি এখনও অবহেলিত ও অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন সকল প্রকার প্রধান খাদ্য-দ্রব্যই উৎপন্ন করা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব, তখনও ঐগুলি আমদানি করিতে হইতেছে; এবং নাটালের মতো একটি সুবিশাল অঞ্চলে মাত্র ৪০,০০০ শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী থাকা সত্ত্বেও তাহারা এমন দুঃখদৈন্য ভোগ করিতেছে। ইহার কারণ, তাহারা কৃষিকার্যে বিমুখ।

এই অস্বাভাবিক জীবনযাত্রাপদ্ধতির আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক অথচ বেদনাদায়ক ফল হইয়াছে এই যে, যে ৭০,০০০ ভারতীয় এখানে বাস করে, তাহাদের প্রতি একটি বিরুদ্ধ মনোভাব অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে। ভারতীয়রা নিরামিষাশী হওয়ায়, সহজেই কৃষিকার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। ফলে তাহারা স্বভাবতঃই কলোনির সর্বত্র ছোটখাটো ক্ষেতখামারগুলির মালিক হইয়াছে এবং তাহাদের প্রতিযোগিতায় শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের বিরক্তির কারণ ঘটিয়াছে। এইরূপ ব্যবহারের দ্বারা শ্বেতাঙ্গরা নিজে-করিবে-না-অথচ-অপরকেও-করিতে-দিবে-না এইরূপ আত্মঘাতী নীতি অনুসরণ করিতেছে। দেশে কৃষির উপযোগী যে বিপুল সম্পদ্ রহিয়াছে, তাহার কোনরূপ উন্নতি না হউক, তাহাও বরং ভালো, তথাপি ভারতীয়দিগকে তাহার উন্নতি সাধন করিতে তাহারা দিবে না। এইরূপ নির্বুদ্ধিতা ও অদূরদর্শিতার ফলে, যে-কলোনিতে ইহার দ্বিগুণ, এমন কি তিনগুণ সংখ্যক ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় অধিবাসীর খাদ্যসংস্থান সহজেই হইতে পারে, সেখানে অতি কষ্টে মাত্র ৮০,০০০ ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়ের অন্নসংস্থান হইতেছে। ট্রান্সভাল সরকারের এই বিরুদ্ধ মনোভাবটি এতই প্রবল যে, ট্রান্সভালের মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর হওয়া সত্ত্বেও, সমগ্র রিপাবলিকটি একটি ধূলির মরুভূমি হইয়া পড়িয়া আছে। যদি কোনও কারণে সোনার খনিগুলিতে কাজ বন্ধ হয়, তবে হাজার

হাজার লোক বেকার হইয়া সত্যই অনাহারে মরিবে। ইহা হইতে কি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করা যায় না? মাংসাহারজনিত অভ্যাসগুলি বাস্তবিক পক্ষে সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত করিয়াছে, এবং পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া একযোগে কাজ করিতে পারিত এমন দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পরোক্ষ বিভেদ সৃষ্টি করিতেছে। তাহা ছাড়া, আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কলোনির ভারতীয়দের স্বাস্থ্যও কলোনির ইয়োরোপীয়দের মতো ভালো এবং আমি জানি, ইয়োরোপীয়রা যদি না থাকিতেন বা তাঁহাদের মাংসপাত্রগুলি যদি না থাকিত, তবে অনেক ডাক্তারকে অনাহারেই থাকিতে হইত। নিরামিষ আহারের ফলে যে মিতব্যয়িতা ও সংযমের অভ্যাসগুলি গড়িয়া উঠে, তাহার দ্বারা ভারতীয়রা সাফল্যের সহিত ইয়োরোপীয়দের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারেন। অবশ্য, ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, কলোনির ভারতীয়রা বিশুদ্ধ নিরামিষাশী নহেন। তাঁহারা কার্যতঃ নিরামিষাশী।

পাইনটাউনের নিকটবর্তী মেরিয়ান হিলের ট্র্যাপিস্টরা কি করিয়া উপরোক্ত মন্তব্যগুলির সত্যতা স্থায়ীভাবে প্রমাণ করেন, তাহা আমরা এখন দেখিব।

পাইনটাউন একটি ছোট গ্রাম, উহা ডারবান হইতে ট্রেনে ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। উহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১১০০ ফুট উপরে রহিয়াছে এবং উহার জলবায়ু সুন্দর।

পাইনটাউন হইতে ট্র্যাপিস্ট মঠের দূরত্ব প্রায় তিন মাইল। মেরিয়ান হিল নামক পাহাড়ের—উহাকে কতকগুলি পাহাড় বলাই ভালো—উপর মঠটি অবস্থিত। আমি ও আমার সংগী মেরিয়ান হিলে পায়ে হাঁটিয়াই গিয়াছিলাম। সবুজ ঘাসে ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়গুলির উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে খুব ভালোই লাগিয়াছিল।

উপনিবেশে পেঁাছিতেই পাইপ-মুখে এক ভদ্রলোকের সহিত আমাদের দেখা হইল। আমরা তৎক্ষণাৎ বুঝিলাম যে, ভদ্রলোকটি মঠের কেহ নহেন। তিনি আমাদিগকে অতিথিশালায় লইয়া গেলেন। সেখানে অতিথিদের পরিচয়াদি লিখিয়া রাখিবার জন্য একটি খাতা ছিল। তাহা দেখিয়া মনে হইল, উহা ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শুরু হইয়াছে, কিন্তু কুড়ি পৃষ্ঠাও ভর্তি হয় নাই। সত্যই, এই মিশনটির কথা যেরূপ প্রচারিত হওয়া উচিত ছিল, সেরূপ হয় নাই।

মঠের একজন লোক আসিলেন এবং অত্যন্ত নত হইয়া নমস্কার করিলেন। আমাদিগকে তেঁতুলের জল ও আনারস খাইতে দেওয়া হইল। জলযোগের পর ক্লান্তি দূর হইলে আমরা গাইডের সহিত বিভিন্ন জায়গা দেখিতে গেলাম। যে সকল বাড়ি দেখা হইল, সেগুলি সমস্তই লাল ইঁট দিয়া তৈয়ারী বড় বাড়ি। চারিদিক নিস্তব্ধ। কেবল কারখানার যন্ত্রপাতির শব্দে ও দেশীয় অধিবাসীদের শিশুদের চেঁচামেচিতে সেই নিস্তব্ধতা ভংগ হইতেছিল।

উপনিবেশটি প্রকৃত প্রজাতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে গঠিত, শান্ত, ক্ষুদ্র, আদর্শ একটি গ্রাম। এখানে স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের নীতিকে সম্পূর্ণ-রূপে কার্যে পরিণত করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি পুরুষ এখানে ভাই, প্রত্যেকটি নারী ভগিনী। এই উপনিবেশে সন্ন্যাসীর সংখ্যা প্রায় ১৬০ এবং সন্ন্যাসিনীর বা ভগিনীর—তাঁহাদিগকে ভগিনীই বলা হয়—সংখ্যা প্রায় ৬০। ভগিনীদের বাসস্থানটি ভাইদের বাসস্থান হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে অবস্থিত। ভাই ও ভগিনীরা সকলেই মৌন ও কৌমার্যের কঠোর ব্রত পালন করেন। মঠাধ্যক্ষই হইলেন নাটালের ট্র্যাপিস্টদের প্রধানতম ব্যক্তি। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন ভাই ও ভগিনীরা কেহই কথা বলিতে পান না। যাঁহারা শহরে কেনাকাটা করিতে যান বা অতিথিদের সেবা করেন, কেবল তাঁহারাই কথা বলিবার অনুমতি পান।

ভাইয়েরা লম্বা ঝোলা পোশাক পরেন। পোশাকগুলির সামনে ও পিছনে কালো রঙের কাপড় থাকে। ভগিনীরা লাল রঙের সাদাসিধা ধরনের পোশাক পরেন। কেহ মোজা পরেন বলিয়া মনে হয় না।

কেহ এই ভ্রাতৃসংঘে যোগদানের জন্য প্রার্থী হইলে তাঁহাকে দুই বৎসর ব্রত পালন করিতে হয়। ঐ সময় তাঁহাকে "নবিশ" বলা হয়। দুই বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি মঠ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারেন বা চিরজীবনের জন্য ব্রতগ্রহণ করিতে পারেন। আদর্শস্থানীয় ট্র্যাপিস্টরা রাত দুইটার সময় উঠেন এবং চারি ঘণ্টা ধ্যান ও উপাসনায় কাটান। ছয়টার সময় তাঁহারা প্রাতরাশ গ্রহণ করেন। প্রাতরাশে রুটি ও কফি বা ঐ ধরনের কিছু সাধারণ খাদ্য থাকে। বেলা বারোটায় তাঁহারা দিনের প্রধান খাদ্য গ্রহণ করেন। রুটি, ঝোল ও ফল ঐ সময় আহারের জন্য থাকে। সন্ধ্যা ছয়টায় তাঁহারা নৈশাহার করেন এবং রাত্রি ৭টা বা ৮ টায় শুইতে যান। ভাইয়েরা মাছ-মাংস কিছুই খান না। এমন কি ডিমও তাঁহারা বর্জন করেন। তাঁহারা দুধ খান, তবে শুনিলাম যে, নাটালে দুধ সস্তায় পাওয়া যায় না। ভগিনীরা সপ্তাহে চারিদিন মাংস খাইতে পান। তাঁহারা এইরূপ অসামঞ্জস্য কেন মানিয়া লইয়াছেন, প্রশ্ন করা হইলে গাইড বলিলেন, "কারণ, ভগিনীরা ভাইদের অপেক্ষা দুর্বল।" আমি ও আমার সংগী– সংগীটিও প্রায় নিরামিষাশী—কেহই এই যুক্তির মধ্যে শক্তি বা সংগতি খুঁজিয়া পাইলাম না। ভাই ও ভগিনীরা সকলেই নিরামিষাশী, আমরা এইরূপই আশা করিয়াছিলাম। তাই এইরূপ অপ্রত্যাশিত সংবাদে আমরা সত্যই খুব মর্মাহত হইলাম।

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া তাঁহারা কোনরূপ মাদক পানীয় গ্রহণ করেন না। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কেহ টাকা-পয়সা রাখিতে পারেন না। তাঁহারা সকলেই সমান ধনী বা সমান নির্ধন।

আমরা সকল স্থান তন্নতন্ন করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। কিন্তু

আমরা কোথাও পোশাকের আলনা, আলমারি, সিন্দুক বা বাক্স-পেঁটরা দেখিতে পাইলাম না। কোনও কাজের জন্য যাইবার অনুমতি ছাড়া তাঁহারা কেহই উপনিবেশের বাহিরে যাইতে পারেন না। ধর্মীয় সংবাদপত্র ও ধর্মীয় পুস্তক ছাড়া তাঁহারা অন্য কিছুই পড়িতে পান না। সকল ধর্মীয় পুস্তকও তাঁহারা পড়িতে পান না, কেবল যেগুলি পড়িবার অনুমতি দেওয়া হয়, সেগুলিই পড়িতে পান। পাইপ-মুখে যে বন্ধুটির সহিত আমাদের প্রথমে দেখা হইয়াছিল, তিনি ট্র্যাপিস্ট কিনা প্রশ্ন করা হইলে তিনি ট্র্যাপিস্টদের এইরূপ কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ কঠোর জীবনযাত্রার জন্যই বলিয়াছিলেন, "মাভৈঃ, আমি আর যাহাই হই, ট্র্যাপিস্ট নই।" কিন্তু তথাপি সাধু ভাই ও ভগিনীরা যে তাঁহাদের জীবন কঠোরতার মধ্যে যাপন করিতেছেন বলিয়া মনে করেন, আমাদের এমন মনে হইল না।

একজন প্রোটেস্ট্যাণ্ট যাজক তাঁহার শ্রোতাদের নিকট বলিয়াছিলেন যে, রোমান ক্যাথলিকরা দুর্বল, রুগ্ণ ও বিষণ্ণ। কিন্তু ট্র্যাপিস্টদিগকে দেখিয়া রোমান ক্যাথলিকরা কি তাহা যদি বিচার করা হয়, তাহা হইলে ব্যাপারটা দাঁড়াইবে ঠিক তাহার বিপরীত—রোমান ক্যাথলিকরা সুস্থ ও প্রফুল্ল। আমরা যেখানেই গেলাম, সর্বত্রই, কি ভাই, কি ভগিনী, যাঁহারই সহিত দেখা হইল, সকলেই উজ্জ্বল স্মিতহাস্যে ও আনত নমস্কারে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। এমন কি গাইড যখন তাঁহার এই বহুপ্রশংসিত ব্যবস্থা সম্পর্কে উৎসাহ সহকারে বিবরণ দিতেছিলেন, তখনও তিনি এই স্বেচ্ছাবৃত নিয়মানুবর্তিতার কঠোরতাকে আদৌ দুর্বহ মনে করেন বলিয়া মনে হইল না। অটুট বিশ্বাস ও নিখুঁত নীরব আনুগত্যের এমন দৃষ্টান্ত আর কোথাও সহজে পাওয়া যাইবে না।

তাঁহাদের আহার যেমন যথাসম্ভব অনাড়ম্বর, তাঁহাদের আহারের টেবিল ও শয়নকক্ষগুলিও তাহার অপেক্ষা কম অনাড়ম্বর নহে।

টেবিলগুলি ঐ উপনিবেশেই কাঠ দিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে, সেগুলিতে কোনরূপ বার্নিশ নাই। তাঁহারা টেবিলক্লথও ব্যবহার করেন না। ছুরি ও চামচগুলিও অত্যন্ত স্বল্পমূল্যের, উহার অপেক্ষা অল্পমূল্যের ছুরি-চামচ ডারবানে পাওয়া যায় না। কাচের জিনিসের পরিবর্তে তাঁহারা এনামেলের জিনিস ব্যবহার করেন।

শয়নকক্ষগুলির জন্য একটি বিরাট হল রহিয়াছে (তবে অধিবাসীর সংখ্যার তুলনায় বিশেষ বড় নহে)। ঐ হলে ৮০টি শয্যা রহিয়াছে। যতটুকু স্থান পাওয়া গিয়াছে, সমস্তটুকুই শয্যার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে।

এ দেশীয় লোকেরা যে সকল বাড়িতে থাকে, সেখানে শয্যার সংখ্যাধিক্যের ব্যাপারে একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছে। দেশীয় অধিবাসীদের শয়নকক্ষে ঢুকিতেই

শয্যাগুলির ঘনসন্নিবেশ ও বদ্ধবায়ু আমাদের চোখে পড়িল। বিছানাগুলি পরস্পর লাগিয়া আছে, কেবল মাঝে একটি করিয়া তক্তা রহিয়াছে। যাতয়াত করিবার মতো জায়গা নাই বলিলেই চলে।

বর্ণবৈষম্যে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। সেখানে দেশীয় অধিবাসীরা শ্বেতাঙ্গদের সহিত একইরূপ ব্যবহার পাইয়া থাকে। তাহাদের অধিকাংশই শিশু। ভাইরা যে খাবার খান, সেই খাবারই তাহাদিগকে দেওয়া হয়; ভাইরা যেরূপ পোশাক পারেন, সেইরূপ পোশাকই তাহারা পরে। সাধারণতঃ বলা হয় যে, "খ্রীষ্টান কাফ্রী" জিনিসটা সফল হয় নাই। এই উক্তির মধ্যে কিছুটা সত্য যে নাই, তাহা নহে। কিন্তু ঘোর অবিশ্বাসীকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, দেশীয় অধিবাসীদিগকে প্রকৃত ভালো খ্রীষ্টানে পরিণত করিবার কাজে ট্র্যাপিস্টদের মিশন সর্বাধিক সফল হইয়াছে। অন্যান্য খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মিশন স্কুলগুলি প্রায়ই দেশীয় অধিবাসীদিগকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ভয়ংকর দোষগুলির সংস্পর্শে আসিতেই সক্ষম করে এবং তাহাদের উপর কোনরূপ নৈতিক প্রভাব বিস্তার করে না। কিন্তু ট্র্যাপিস্ট মিশনের দেশীয় অধিবাসীরা সারল্য, সততা ও সৌজন্যের দিক হইতে আদর্শস্থানীয় হইয়া আছে। পাশ দিয়া কেহ গেলে তাঁহাকে তাহারা যেরূপ বিনয় অথচ আত্মমর্যাদাবোধের সহিত নমস্কার করে, তাহা দেখিবার মতো জিনিস।

এই মিশনে প্রায় ১২০০ শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক দেশীয় অধিবাসী আছে। তাহারা সকলেই আলস্য, শৈথিল্য ও কুসংস্কারের জীবন ত্যাগ করিয়া তাহার বিনিময়ে শ্রম, উপযোগিতা ও মহান্ একেশ্বর উপাসনার জীবন গ্রহণ করিয়াছে।

এই উপনিবেশে কামার, রাং-ঝালাইকর ও টিনের কারিগর, ছুতার, মুচি ও চর্মকার প্রভৃতির বিবিধ কর্মশালা রহিয়াছে। এই সকল কর্মশালায় দেশীয় অধিবাসীদিগকে এইসব উপযোগী শ্রমশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তাহাদিগকে ইংরেজী এবং জুলু ভাষাগুলিও শেখানো হয়। এখানে একথা বলা যাইতে পারে যে, ইহাতে এই মহৎ উপনিবেশকারীদের মহানুভবতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, এই সকল উপনিবেশকারীর অধিকাংশই জার্মান হইলেও, তাঁহারা দেশীয় অধিবাসীদিগকে জার্মান ভাষা শিখাইতে কখনও চেষ্টা করেন নাই। এই দেশীয় অধিবাসীরা সকলে শ্বেতাঙ্গদের পাশাপাশি একত্র কাজ করে।

ভগিনীদের মঠগুলিতে ইস্ত্রি, সেলাই, টুপি তৈয়ারি ও সূচিশিল্পের বিভিন্ন বিভাগ রহিয়াছে। সেখানে দেখা যায়, দেশীয় বালিকারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিয়া অক্লান্তভাবে কাজ করিতেছে।

মঠ হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে মুদ্রণ বিভাগ এবং জলপ্রপাত-চালিত ময়দার কল রহিয়াছে। উহা ঘরবাড়ির একটি সুবিপুল স্তূপের মতো।

একটি তেলের কলও আছে। উহাতে কাজু বাদাম মাড়িয়া তেল বাহির করা হয়। বলাই বাহুল্য যে, উপরোক্ত কারখানাগুলি হইতে উপনিবেশের লোকের অধিকাংশ প্রয়োজনীয় দ্রব্যই সরবরাহ হইয়া থাকে।

উপনিবেশকারীরা তাঁহাদের ক্ষেত-খামারে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার ফল ফলাইয়া থাকেন। ফলে উপনিবেশটি প্রায় আত্মনির্ভর হইয়া উঠিয়াছে।

পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে সকল দেশীয় লোক বাস করে, তাহাদিগকে তাঁহারা ভালোবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন, তাহারাও তাঁহাদিগকে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে। এই দেশীয় অধিবাসীরাই সাধারণতঃ তাঁহাদিগকে ধর্মান্তরিতকরণের জন্য লোক সরবরাহ করিয়া থাকে।

এই উপনিবেশের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় দিকটি হইল এই যে, সর্বত্রই আপনি ধর্ম দেখিতে পাইবেন। প্রত্যেকটি ঘরে ক্রুশ রহিয়াছে, প্রবেশপথে একটি ক্ষুদ্র পাত্রে মন্ত্রপূত জল থাকে, অধিবাসীদের সকলেই সেই জল ভক্তির সহিত চোখে, কপালে ও বুকে দেয়। ময়দার কলে যাইবার স্বল্প পথটুকুও ক্রুশের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই পায়ে-হাঁটা পথটি অতি সুন্দর। একদিকে একটি মনোরম উপত্যকা, তাহার মধ্য দিয়া এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী অস্ফুট মধুর কলধ্বনিতে বহিয়া চলিয়াছে : অপর দিকে রহিয়াছে ছোট ছোট শৈল-গুলি, সেগুলির উপর নানা লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। শৈলগুলি ক্যালভারির দৃশ্যের কথা মনে করাইয়া দেয়। উপত্যকাটি লতা-গুল্মের সবুজ মখমলে ঢাকা, আর তাহার মাঝে মাঝে এখানে ওখানে সুন্দর গাছগুলি। ইহার অপেক্ষা সুন্দরতর ভ্রমণপথ বা সুন্দরতর দৃশ্যের কথা সহজে স্মরণ করা যায় না। লিপিগুলি এমন জায়গায় উৎকীর্ণ করা হইয়াছে যে, সেগুলি মনের উপর সুমহৎ একটি প্রভাব বিস্তার না করিয়া পারে না। সেগুলি এমন সুনিয়মিত ব্যবধানে উৎকীর্ণ করা হইয়াছে যে, একটি লিপির কথা ভাবা শেষ না হইতেই আর একটি লিপি চোখে পড়ে।

এইভাবে সমগ্র পথটি অবিচ্ছেদে প্রশান্ত ধ্যানধারণার অনুশীলন করাইতে থাকে। অন্য কোনও চিন্তা বা বাহিরের কোনও কোলাহল উহা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। কতকগুলি লিপি এইরূপঃ "যিশু প্রথমবার পতিত হইলেন"; "যিশু দ্বিতীয়বার পতিত হইলেন"; "সাইমন ক্রুশ বহিয়া লইয়া চলিল"; "যিশু ক্রুশবিদ্ধ হইলেন"; "যিশুকে তাঁহার মায়ের কোলে শোয়ানো হইল", ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অবশ্য, দেশীয় অধিবাসীরাও প্রধানতঃ নিরামিষাশী। মাংসাহার তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ না হইলেও, এই উপনিবেশে তাহাদের জন্য মাংস সরবরাহ করা হয় না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এই ধরনের প্রায় বারোটি উপনিবেশ আছে এবং সেগুলির অধিকাংশই নাটালে। সেগুলিতে সর্বসুদ্ধ প্রায় ৩০০ জন সন্ন্যাসী ও প্রায় ১২০ জন সন্ন্যাসিনী আছেন।

নাটালে আমাদের এই নিরামিষাশীরা এইরূপ। যদিও তাঁহারা নিরামিষ আহারকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেন নাই, যদিও তাঁহারা নিজেদের রক্ত-মাংসের শরীরকে অধিকতর কষ্ট দেওয়ার জন্যই নিরামিষ আহার গ্রহণ করিয়া থাকেন, যদিও সম্ভবত তাঁহারা নিরামিষাশী সমিতিগুলির অস্তিত্ব সম্পর্কেও সচেতন নহেন এবং এমন কি নিরামিষ আহার সংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠ করিতেও চাহিবেন না, তথাপি এমন কোন্ নিরামিষাশী রহিয়াছেন, যিনি এই মহানুভব গোষ্ঠীটি সম্পর্কে গর্ববোধ না করিবেন? ইঁহাদের সহিত এমন কি সামান্য আলাপেও মানুষের মন প্রেম, ঔদার্য ও আত্মদানের প্রেরণায় ভরিয়া উঠে। ইঁহারা আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে নিরামিষ-আহারের জয়যাত্রার জীবন্ত সাক্ষ্য হইয়া আছেন। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছি, লণ্ডন হইতে নাটালে সমুদ্রযাত্রা এই উপনিবেশটি দেখিলে সার্থক হইবে। ইহা মনের উপর একটি স্থায়ী পবিত্র ছাপ না রাখিয়া পারে না। প্রোটেস্ট্যাণ্ট, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, কিংবা অন্য যে-ই হউন না কেন, এ উপনিবেশটি দেখিবার পর উচ্চৈস্বরে এই কথা না বলিয়া পারিবেন না যে, "ইহা যদি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম হয়, তবে ইহার বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহা সমস্তই মিথ্যা।" আমার নিকট ইহাই চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোনও ধর্মের লোকে সেই ধর্মকে যেভাবে দেখাইতে চাহে, তদনুসারেই সেই ধর্ম ঐশ্বরিক বা পৈশাচিক রূপে দেখা দেয়।

**দি ভেজিটেরিয়ান পত্রিকা, ১৮-৫-১৮৯৫**

# ৫২. লর্ড রিপনের নিকট আবেদন

প্রিটোরিয়া, দঃ আঃ রিঃ
[মে, ১৮৯৫][১]

মহামান্য মার্কুইস অব রিপন, মহারানীর প্রধান উপনিবেশ সচিব, লণ্ডন, সমীপে

দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকে বসবাসকারী ব্রিটিশ ভারতীয়গণের আবেদন বিনীতভাবে দর্শানো যাইতেছে যে :

দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকে তাহাদের অবস্থা, এবং বিশেষতঃ ভারতীয় সালিস মামলায় অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের প্রধান বিচারপতি সম্প্রতি যে রায় দিয়াছেন, তাহার ফলে ঐ অবস্থার উপর যে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছে, তৎপ্রসঙ্গে আবেদনকারীগণ মহামান্য আপনার নিকট সসম্মানে আবেদন করিতে সাহস করিতেছে।

২। ব্যবসায়ী, দোকান-কর্মচারী, ফেরিওয়ালা, পাচক, পরিচারক অথবা শ্রমিক, এই বিভিন্নরূপে আবেদনকারীগণ সমগ্র ট্র্যান্স্‌ভালে ছড়াইয়া রহিয়াছে। অবশ্য, জোহানেস্‌বার্গ ও প্রিটোরিয়ায় তাহারা সর্বাধিক সংখ্যায় বসবাস করিতেছে। ব্যবসায়ীর সংখ্যা প্রায় দুই শত; তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দিলে তাহার আর্থিক পরিমাণ হইবে প্রায় ১০০,০০০ পাউণ্ড। ইহাদের মধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠান ইংলণ্ড, ডারবান, পোর্ট এলিজাবেথ, ভারত এবং অন্যান্য স্থান হইতে সরাসরি মাল আমদানি করে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ইহাদের বহু শাখা রহিয়াছে এবং সেগুলির অস্তিত্ব প্রধানতঃ ট্র্যান্স্‌ভালে তাহাদের কারবারের উপর নির্ভব করে। অবশিষ্টরা ছোটখাটো ব্যবসায়ী, বিভিন্ন জায়গায় তাহাদের দোকানপাট আছে। এই রিপাবলিকে প্রায় ২,০০০ ফেরিওয়ালা আছে, তাহারা মাল কিনিয়া বিভিন্ন জায়গায় ফেরি করিয়া বেড়ায়। আবেদনকারীগণের মধ্যে যাহারা শ্রমিক, তাহারা সাধারণতঃ ইয়োরোপীয়দের গৃহে ও হোটেলে ভৃত্যরূপে কাজ করে। তাহাদের সংখ্যা প্রায় ১,৫০০, তন্মধ্যে প্রায় ১,০০০ জোহানেস্‌বার্গে বাস করে।

৩। এই রাজ্যে তাহাদের দুরবস্থা সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া আবেদনকারীগণ পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত এই বিষয়ে মহামান্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহে যে, আবেদনকারীদের স্বার্থ বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও এই সালিস সম্পর্কে তাহাদের কোনও পরামর্শ লওয়া হয় নাই, এবং যে মুহূর্তে

[১] দরখাস্তটি ১৪ই মের পরবর্তী কোনও সময়ে পেশ করা হইয়াছিল (১৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে স্যার জ্যাকোবাস ডি ওয়েট ইহা কেপ টাউনস্থ হাই কমিশনারের নিকট পাঠাইয়া দেন।

সালিসের কথা উঠিয়াছিল, সেই মুহূর্তেই আবেদনকারীগণ সালিসের মূলনীতি এবং মধ্যস্থ নির্বাচন, উভয় বিষয়ের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করিয়াছিল। আবেদনকারীগণ এই প্রতিবাদ প্রিটোরিয়াস্থ মাননীয় ব্রিটিশ এজেন্টকে মৌখিকভাবে জানাইয়াছিল। এখানে আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, তাহারা ট্র্যান্স্‌ভালে ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে বহুবার মাননীয় ব্রিটিশ এজেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে, তিনি তাহাদের প্রতি অতিশয় সৌজন্য দেখাইয়াছেন ও মনোযোগ দিয়াছেন। আবেদনকারীগণ এ বিষয়েও মহামান্য আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিতে চাহে যে, এই সম্পর্কে এমন কি একটি লিখিত প্রতিবাদও কেপ টাউনে মহারানীর হাই কমিশনারের নিকট পাঠানো হইয়াছিল। যাহাই হউক, আবেদনকারীগণ এই প্রসঙ্গে অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতির উদারতা ও বিচারবুদ্ধি এবং মহারানীর পদস্থ কর্মচারীদের বিচক্ষণতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও কটাক্ষপাত করিতে চাহে না। এই বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতির ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের কথা জানিয়া আবেদনকারীগণ ভাবিত, এবং এখনও বিনীতভাবে ভাবে যে, তিনি তাঁহার যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও এই প্রশ্নটি সম্পর্কে নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। অথচ এই ক্ষেত্রে তথ্যগুলি ঠিকমতো বুঝিবার জন্য তাহা একান্ত প্রয়োজন ছিল। এমনও জানা আছে যে, পাছে পূর্ব হইতে গঠিত ধারণা বা বিরূপ মনোভাবের বশবর্তী হইয়া পড়েন এই ভয়ে, অনেক বিচারক মামলার বিষয়টি পূর্বে জানা থাকিলে সে বিষয়ে রায় দিতে চাহেন না।

৪। মহারানীর সরকারের পক্ষ হইতে মামলাটি পেশ করিবার সময়ে সালিসের সূত্র সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে : সালিস পক্ষপাত হইতে মুক্ত থাকিয়া মীমাংসা করিবেন। তিনি মহারানীর সরকার বা দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিক, কাহারও পক্ষ হইতে উত্থাপিত দাবীসমূহের প্রতি পক্ষপাত দেখাইবেন না। উক্ত প্রশ্ন সংক্রান্ত ডেস্‌প্যাচগুলির সহিত একযোগে পাঠ করিয়া উল্লিখিত অর্ডিন্যান্সগুলির যেরূপ ব্যাখ্যা তাঁহার নিকট নির্ভুল মনে হইবে, তাহাই তিনি নিরপেক্ষ ভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন।

৫। সংবাদপত্রে রোয়েদাদটি যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এই :

(ক) নিম্নলিখিত সাব্যস্ত বিষয়টি ছাড়া মহারানীর সরকার ও দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিক সরকার, উভয়ের অন্যান্য দাবীগুলিও না মঞ্জুর করা হইল; অর্থাৎ :

(খ) ভারতীয় ও অন্যান্য এশীয় ব্যবসায়ীগণ ব্রিটিশ সরকারের প্রজা হওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিক ইহাদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকের ভোক্‌স্রাদ কর্তৃক ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রণীত ও ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সংশোধিত ৩নং আইন পরিপূর্ণরূপে চালু ও কার্যকরী করিতে পারিবে ও করিতে

বাধ্য থাকিবে। (উক্ত সংশোধিত আইনে যেরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা লঙ্ঘন করিয়া কোনরূপ আচরণ করা হইলে, যদি কোনও ব্যক্তির পক্ষ হইতে আপত্তি করা হয়, তবে) সধারণতঃ কেবল ঐ দেশের ট্রাইব্যুনালগুলিই ঐ আইন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারিবেন।

৬। এখন, আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে বলিতে চাহে যে, উক্ত রোয়েদাদটি সালিসের সূত্র অনুযায়ী না হওয়ায় বিধিসম্মত হয় নাই, এবং তাহার ফলে মহারানীর সরকার উহা মানিতে বাধ্য নহেন। এ বিষয়ে সবিনয়ে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় যে, যে উদ্দেশ্যে সালিস নিয়োগের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল, তাহাই ব্যর্থ হইয়াছে। সালিসকে এইরূপ অধিকার দেওয়া হইয়াছিল যে, **হয়** তিনি ঐ দুই সরকারের একটির দাবী মঞ্জুর করিবেন, **নয়** উক্ত প্রশ্ন সংক্রান্ত ডেস্‌প্যাচগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অর্ডিন্যান্সগুলির যে ব্যাখ্যা তাঁহার নিকট নির্ভুল মনে হইবে, তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন। কিন্তু বিজ্ঞ সালিস নিজে ঐগুলির ব্যাখ্যা না করিয়া অপরের উপর ব্যাখ্যা করিবার ভার দিয়াছেন। তাহা ছাড়া, ভার এমনভাবে দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাতে উহাকে সীমায়িত করা হইয়াছে। সকল প্রমাণ-প্রয়োগের সুযোগ সালিস পাইতে পারিতেন, শুধু তাহাই নহে,—সকল প্রমাণ-প্রয়োগের শর্ত তাঁহার উপর সুস্পষ্টভাবে আরোপ করা হইয়াছিল,—এদিকে ঐরূপ ব্যাখ্যার ভার যে সকল ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হইয়াছে, তাঁহারা এমন পদে নিযুক্ত আছেন যে, ঐসকল প্রমাণ-প্রয়োগ ব্যবহারের সুযোগ তাঁহারা সম্ভবতঃ লইতে পারেন না। ইহার ফলে তাঁহারা যে ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হইবেন, তাহা ন্যায়সংগত হইলেও খুব সম্ভব ঠিক আইনসংগত হইবে না।

৭। আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, রোয়েদাদটি দুইটি কারণে অসিদ্ধ হইয়াছে। প্রথমতঃ সালিসের উপর যে কাজের ভার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা তিনি অপরের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, দুনিয়ায় কোনও সালিসই উহা করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ সালিসকে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, তদনুসারে তিনি কাজ করিতে সক্ষম হন নাই, কারণ, যে প্রশ্ন সমাধান করিবার জন্য তাঁহাকে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছিল, সেই প্রশ্নের তিনি সমাধান করেন নাই।

৮। ইহাই মনে হইবে যে, ব্যাখ্যার প্রশ্নটি আদালতে মীমাংসা হউক, এইরূপ উদ্দেশ্য **ছিল না**, সমস্যাটি চিরদিনের জন্য শেষ হউক, ইহাই ছিল উদ্দেশ্য। তাহা যদি না হইত, তবে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১ ও ২নং ট্রান্স্‌ভাল গ্রীন বুকে ব্যাখ্যার প্রশ্ন সম্পর্কে যে বিপুল পরিমাণ চিঠিপত্র থাকিতে দেখা যায়, মহারানীর সরকার কখনও ঐরূপ পত্রালাপে অবতীর্ণ হইতেন না। কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতিতে যে প্রশ্নের মীমাংসা হইবার কথা এবং বর্তমান আবেদনকারীগণের মতে, কেবল ঐভাবেই মীমাংসা হইতে পারিত,—

ঐ রোয়েদাদকে সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাহার মীমাংসা কেবল আদালতের বিচারের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। ট্র্যান্স্‌ভাল সরকার কর্তৃক উত্থাপিত মামলায় ট্র্যান্স্‌ভালের প্রধান বিচারপতি ইতিপূর্বেই তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, একথা যদি সত্য হয়, তবে এই প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্তটি পূর্ব হইতে প্রায় করাই ছিল। উহা যে সত্য, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বর্তমান আবেদনকারীগণ মহামান্য আপনাকে ঐ সময়ের সংবাদপত্রগুলি, বিশেষত ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল তারিখের **দি জোহানেস্‌বার্গ টাইম্‌স্‌** (সাপ্তাহিক সংস্করণ) দেখিতে অনুরোধ করিতেছে।

৯। কিন্তু আবেদনকারীগণ মহামান্য আপনার নিকট উচ্চতর ও ব্যাপকতর কারণেই আবেদন করিতেছে। এ বিষয়ে আবেদনকারীগণ সুনিশ্চিত যে, যে প্রশ্নের সহিত মহারানীর হাজার হাজার প্রজার ভবিষ্যৎ জড়িত রহিয়াছে, যে প্রশ্নের নির্ভুল সমাধানের উপর শত শত ব্রিটিশ প্রজার অন্ন নির্ভর করিতেছে, যে প্রশ্নের কূট সমাধানের ফলে শত শত পরিবার ধ্বংস ও নিঃস্ব হইতে পারে, সেই প্রশ্নের মীমাংসা কেবল আদালতের উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হইবে না। কারণ, আদালতে প্রত্যেকের হাত বাঁধা থাকে, সেখানে এইরূপ কোনও বিচার-বিবেচনার স্থান নাই। ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে বলিতে গেলে, ট্র্যান্স্‌ভাল সরকারের এই দাবী যদি শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়, তবে ব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণরূপে সর্বস্বান্ত হইবে। কেবল তাহারা যে ব্যক্তিগতভাবেই সর্বস্বান্ত হইবে, তাহা নহে; ভারত ও ট্র্যান্স্‌ভালে তাহাদের উপর নির্ভরশীল তাহাদের পরিবার, আত্মীয়স্বজন, ভৃত্য-পরিচারক, সকলেই সর্বস্বান্ত হইবে। বর্তমান আবেদনকারীগণের কয়েকজন সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া ট্র্যান্স্‌ভালে ব্যবসায় করিতেছে, তাহাদের পক্ষে অন্য কোথাও "নূতন ক্ষেত্র" সন্ধান করা সম্ভব নহে। তাহাদিগকে যদি তাহাদের বিনা দোষে এবং কেবল কয়েকজন মাত্র স্বার্থপ্রণোদিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রকৃত অবস্থাকে বিকৃত করিয়া দেখাইবার ফলে (এখনই তাহা প্রমাণিত হইবে) তাহাদের বর্তমান কর্মস্থান হইতে বিতাড়িত করা হয়, তবে তাহাদের পক্ষে জীবিকা সংস্থান করাও অসম্ভব হইবে।

১০। প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ, এবং বিপুল জনস্বার্থ বিপন্ন হইতে চলিয়াছে। তাই আবেদনকারীগণ নিম্নে তাহাদের অবস্থার কিছুটা দীর্ঘ বর্ণনা দিতেছে এবং বিনীতভাবে উহার প্রতি মহামান্য আপনার অখণ্ড মনোযোগ প্রার্থনা করিতেছে।

১১। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের "কন্‌ভেন্‌শনের" ১৪নং ধারাটিতে **এদেশীয় অধিবাসী ছাড়া** অন্যান্য **সকল** লোকের স্বার্থ সমানভাবে রক্ষিত হইয়াছে। ঐ ধারাটি হইতে যে বেদনাদায়ক বিচ্যুটি ঘটিয়াছে, তাহা ট্র্যান্স্‌ভালে ভারতীয় বসবাসকারীগণ স্বাস্থ্যরক্ষার রীতিনীতিগুলি উপযুক্তরূপে পালন করে না

এইরূপ ধরিয়া লইবার ফলে এবং কতিপয় স্বার্থপ্রণোদিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রকৃত তথ্য বিকৃত করিয়া দেখাইবার ভিত্তিতে করা হইয়াছে ও সমর্থন করা হইতেছে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইন সম্পর্কে মহারানীর সরকার যে পত্রালাপ করিয়াছেন, তাহাতে আগাগোড়া জোরের সহিত বলা হইয়াছে যে, জনস্বাস্থ্যের খাতিরে ভারতীয়দের ব্যবহারের জন্য পৃথক রাস্তা রাখা যাইতে পারে, কিন্তু কেবল শহরগুলির কতিপয় নির্দিষ্ট অংশে তাহাদিগকে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে বাধ্য করা চলিবে না। কিছুকাল ধরিয়া ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইনটি সম্পর্কে তুমুল বিরোধিতা চলিবার পর তৎকালীন হাই কমিশনার স্যার এইচ্. রবিন্‌সন্ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধিত আইনটির প্রতি বিরোধিতা প্রত্যাহার করিবার সময়ে তাঁহার পত্রে (২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬; ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১নং গ্রীন বুক, ৪৬ পৃষ্ঠা) বলিয়াছিলেন : "যদিও সংশোধিত আইনটি এখনও লণ্ডন কন্‌ভেন্‌শনের ১৪ ধারার পরিপন্থী রহিয়াছে, তথাপি আপনি **জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের** জন্য ইহা প্রয়োজন বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া আমি মহারানীর সরকারকে আর ইহার বিরোধিতা করিবার জন্য পরামর্শ দিব না।" সালিস নিয়োগের শর্ত ও ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইন হইতেও সুস্পষ্টভাবেই দেখা যায় যে, কেবল স্বাস্থ্যরক্ষার কারণেই "কন্‌ভেনশন" হইতে এই বিচ্যুতিতে সম্মতি দেওয়া হইয়াছিল।

১২। এইরূপ বিচ্যুতি ঘটাইবার উপযোগী স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত কারণ-সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে, এই কথা ধরিয়া লইবার বিরুদ্ধে এতদ্‌দ্বারা আবেদন-কারীগণ অত্যন্ত সসম্মানে কিন্তু দৃঢ়তার সহিত প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে; এইরূপ কোনও কারণ যে বিদ্যমান নাই, তাহা দেখাইতে আবেদনকারীগণ সমর্থ হইবে বলিয়াই আশা করে।

১৩। আবেদনকারীগণ ইহার সহিত চিকিৎসকগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত তিনটি পরিচয়পত্র সংযোজিত করিয়া দিতেছে। ঐগুলি সম্পর্কে আমাদের কিছুই আর বলিতে হইবে না। ঐগুলি হইতে স্বতঃই প্রমাণিত হইবে যে, স্বাস্থ্যনীতির দিক হইতে ইয়োরোপীয়দের গৃহগুলির তুলনায় ভারতীয় বসবাসকারীদের গৃহগুলি কোনও অংশেই নিকৃষ্টতর নহে। (ক্রোড়পত্র ক., খ, গ।) ভারতীয়দের বাসগৃহগুলির অব্যবহিত সান্নিধ্যে ইয়োরোপীয়দের যেসকল বাসগৃহ রহিয়াছে, সেগুলির সহিত তুলনা করিয়া দেখিবার জন্য বর্তমান আবেদনকারীগণ আহ্বান করিতেছে। কারণ প্রিটোরিয়ায় ঘটনাক্রমে বর্তমান আবেদনকারীদের কয়েকজনের গৃহ ও দোকানের পাশাপাশি ইয়োরোপীয়দের গৃহ ও দোকানগুলিও রহিয়াছে।

১৪। অযাচিতভাবে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত এই পরিচয়পত্রটি আপনার বক্তব্য

আপনিই বলিবে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্কের তৎকালীন জয়েণ্ট জেনারেল ম্যানেজার মিঃ মিচেল এইভাবে হাই কমিশনার স্যার এইচ্. রবিন্সনকে লিখেন যে :

এ কথা বলিলেও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমি যতদূর জানি, তাহারা (ভারতীয় ব্যবসায়ীরা) সকল দিক হইতেই সুশৃঙ্খল শ্রমপরায়ণ ও সম্মানার্হ ব্যক্তি এবং তাহাদের অনেকে ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ী, মরিসিয়াস, বোম্বাই ও অন্যত্র তাহাদের বৃহৎ দোকান-পাটসকল রহিয়াছে। (গ্রীন বুক, ১, পৃঃ ৩৭)।

১৫। প্রায় ৩৫টি খ্যাতনামা ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান

সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিয়াছে যে, পূর্বোল্লিখিত ভারতীয় বণিকগণ—ইঁহাদের অধিকাংশই বোম্বাই হইতে আসিয়াছেন—তাঁহাদের ব্যবসায়ের স্থানগুলিকে ও বাস-স্থানগুলিকে, প্রকৃতপক্ষে ঠিক ইয়োরোপীয়দের মতোই পরিচ্ছন্ন ও উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখেন।

১৬। অবশ্য, একথা সত্য যে, উহা সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হয় না। সাধারণের সংবাদপত্রগুলি ভাবে যে, আবেদনকারীগণ "নোংরা অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ" মাত্র। ভোক্স্রাদের নিকট প্রদত্ত অভিমতগুলিতেও ঐরূপই বলা হইয়া থাকে। কারণগুলি সুস্পষ্ট। আবেদনকারীগণ ইংরেজী ভাষা জানে না এবং ঐরূপ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। এমন কি তাহাদের সম্পর্কে তথ্যের যে সকল বিকৃতি করা হয়, তাহারা সেগুলি সম্পর্কে সংবাদ রাখে না। ঐ সকল বিকৃতি অপ্রমাণ করিবার মতো সুযোগও সকল সময় তাহাদের থাকে না। তাহাবা যখন বুঝে যে, তাহাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হইতে চলিয়াছে, কেবল তখনই তাহারা তাহাদের স্বাস্থ্যর·· সংক্রান্ত অভ্যাসাবলী সম্পর্কে অভিমতের জন্য ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও চিকিৎসকগণের নিকট যায়।

১৭। কিন্তু আবেদনকারীগণ নিজেদের সম্পর্কে বলিবারও একটি অধিকার দাবী করে এবং তাহারা একথা জোরের সহিত বলিতে সংকোচ বোধ করে না যে, সমগ্রভাবে ধরিলে, তাহাদের বাসগৃহগুলি দেখিতে কদাকাব মনে হইলেও এবং নিশ্চিতরূপে সেগুলিতে অত্যধিক সাজসজ্জা না থাকিলেও, সেগুলি স্বাস্থ্যনীতির দিক হইতে ইয়োরোপীয়দের বাসগৃহগুলির তুলনায় কোনও অংশেই নিকৃষ্টতর নহে। এবং ব্যক্তিগত অভ্যাসগুলি সম্পর্কে বলিতে গেলে তাহারা একথা জোরের সহিত বলিতে পারে যে, তাহারা ট্রান্সভালে বসবাসকারী যে সকল ইয়োরোপীয়ের সহিত প্রায়ই মেলামেশা করে, তাহাদের তুলনায় তাহারা অনেক বেশী পরিমাণ জল ব্যবহার করে এবং অনেক বেশী বার স্নান করে। তুলনা করিবার বা ইয়োরোপীয় ভাইদের অপেক্ষা নিজেদিগকে

শ্রেষ্ঠতর প্রমাণ করিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও আবেদনকারীদের নাই। কেবল ঘটনাচক্রেই তাহাদিগকে এই পথ গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

১৮। ২নং গ্রীন বুকের ১৯-২১ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত দুইটি মনোজ্ঞ আবেদনে সকল এশিয়াবাসীকে অপসারণের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। ঐগুলিতে চীনা প্রভৃতি সকল এশিয়াবাসীর আগাগোড়া নিন্দা রহিয়াছে। তাই আমাদের দিক হইতে উপরোক্ত উক্তি করা একান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম আবেদনটিতে অভিযোগক্রমে চীনাদের বৈশিষ্ট্যরূপে কতকগুলি ভয়াবহ দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় আবেদনে প্রথমটির প্রসঙ্গ তুলিয়া সকল এশিয়াবাসীরই নিন্দা করা হইয়াছে। বিশেষভাবে চীনা, কুলী ও অন্যান্য এশীয়দের সম্পর্কে বলিতে গিয়া দ্বিতীয় আবেদনে বলা হইয়াছে—"এই সকল লোকের নোংরা অভ্যাস ও নীতিবিগর্হিত আচার-ব্যবহারের ফলে জাত কুষ্ঠ. সিফিলিস ও অনুরূপ জঘন্য ব্যাধির বিস্তারের দ্বারা সমগ্র সমাজ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে।"

১৯। আর অধিক তুলনা এবং চীনাদের সম্পর্কে যে প্রশ্ন তোলা হইয়াছে. তাহার আলোচনা না করিয়া আবেদনকারীগণ অত্যন্ত জোরের সহিত বলিতেছে যে, উপরোক্ত অভিযোগগুলি আবেদনকারীগণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন।

২০। স্বার্থপ্রণোদিত আন্দোলনকারীগণ যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্য আবেদনকারীগণ অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের ভোক্স্রাদের নিকট প্রেরিত একটি স্মারকলিপি হইতে কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছে। ঐ স্মারকলিপির একটি কপি অনুমোদনের জন্য প্রিটোরিয়া চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক ট্রান্সভাল সরকারের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

> এইসব লোক স্ত্রী বা আত্মীয় সঙ্গে না লইয়াই এই রাজ্যে প্রবেশ কবায তাহাব সুস্পষ্ট ফল ফলিয়াছে। তাহাদের ধর্ম তাহাদের এই শিক্ষা দেয় যে, স্ত্রীলোকেব আত্মা বলিয়া কিছু নাই এবং খ্রীষ্টানরা তাহাদের স্বাভাবিক শিকার। (১নং গ্রীন বুক, ১৮৯৪, পৃঃ ৩০)।

২১। আবেদনকারীগণ জিজ্ঞাসা করিতে চায় যে, ইহার অপেক্ষা ভারতে প্রচলিত ধর্মগুলির সম্পর্কে মর্যাদাহানিকর মিথ্যা উক্তি ও ভারতীয় জাতির প্রতি অধিক অবমাননা আর কি হইতে পারে?

২২। উল্লিখিত গ্রীন বুকগুলি হইতে দেখা যাইবে যে, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অভিযোগ খাড়া করিবার জন্য এই ধরনের বিবৃতিগুলি ব্যবহার করা হইয়াছে।

২৩। প্রকৃত ও একমাত্র কারণটিকে আগাগোড়া চাপিয়া যাওয়া হইয়াছে। আবেদনকারীগণকে (নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করিতে) বাধ্য করিবার এবং তাহাদের

সৎভাবে জীবিকার্জনের পথে নানারূপ অন্তরায় সৃষ্টি করিবার একমাত্র কারণ হইল ব্যবসায় সংক্রান্ত ঈর্ষা। আবেদনকারীগণ, অর্থাৎ যাহারা ব্যবসায়ী—সমগ্র জেহাদটি বস্তুতপক্ষে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধেই চলিয়াছে—তাহাদের প্রতিযোগিতার দ্বারা এবং তাহাদের মাদকবর্জন ও মিতাচারের ফলে জীবন-ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যগুলির মূল্য কমাইতে সমর্থ হইয়াছে। ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীরা প্রচুর পরিমাণে মুনফা করিতে চায়। সুতরাং ইহাতে তাহাদের পোষায় না। এখানে ইহা একটি কুখ্যাত ব্যাপার যে, আবেদনকারীগণ—ইহারা সকলেই ব্যবসায়ী—প্রায় সবাই মদ্যপানবিরোধী। তাহাদের অভ্যাস-গুলি সরল, ফলে তাহারা অল্প লাভেই সন্তুষ্ট থাকে। ইহা, এবং কেবল ইহাই, তাহাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণের একমাত্র কারণ, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সকলেই ইহা ভালোভাবে জানেন। ব্যাপারটি যে এইরূপ, তাহার প্রমাণ দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদপত্রগুলি হইতেও সংগ্রহ করা যায়। ঐসকল সংবাদপত্র অনেক সময় সরলভাবে সত্য কথা বলে এবং ঘৃণার স্বরূপটি প্রকাশ করিয়া ফেলে। তাই "কুলী সমস্যাটি" সম্পর্কে আলোচনা করিয়া—উহাকে ঘৃণাভরে ঐ নামেই অভিহিত করা হয়—এবং প্রকৃত "কুলীরা" যে দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে অপরিহার্য, তাহা দেখাইয়া ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের **দি নাটাল এডভার্টাইজার** পত্রিকা নিম্নলিখিতরূপ উক্তি করিয়াছে :

> ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে দমন কবিবার জন্য, এবং সম্ভব হইলে বাধ্য করিবার জন্য যত শীঘ্র ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, ততই মঙ্গল। এই ব্যবসায়ীরা প্রকৃত দুষ্ট ক্ষতের মতো সমাজের প্রাণশক্তিকে খাইয়া ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে।

২৪। আবার, ট্যান্স্‌ভালের সরকারী মুখপত্র **প্রেস** এই প্র'' সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বলিতেছে : "যদি এই এশীয় আক্রমণ সময় মতো বন্ধ করা না যায়, তবে নাটালে ও কেপ কলোনির বহু অঞ্চলে যেমনটি হইয়াছে, তেমনিভাবে ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীগণ কোণঠাসা হইবে।" উপরোক্ত সমগ্র প্রবন্ধটি পড়িলে কৌতুক বোধ হয়; উহাতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইয়োরোপীয়দের বর্ণবিদ্বেষের মনোভাবটির একটি সুন্দর নমুনা পাওয়া যায়। উহার সমগ্র সুরটিতে এশীয় প্রতিযোগিতার কারণে একটি আতঙ্ক প্রকাশ পাইলেও উহাতে এইরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনুচ্ছেদও রহিয়াছে :

> এই সকল লোক যদি দলে দলে ভীড় করিয়া আমাদের মধ্যে আসিতে থাকে, তবে ইয়োরোপীয়দের পক্ষে ব্যবসায-বাণিজ্য করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। বিপুলসংখ্যক অপরিচ্ছন্ন নাগরিকের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিলে যে বিপদ অনিবার্যভাবে ঘটে, আমরা প্রত্যেকেই সেইরূপ বিপদের কবলে পড়িব। উহাদের সকলেরই সিফিলিস ও কুষ্ঠরোগ আছে। ভয়াবহ দুর্নীতিপরায়ণতা উহাদের নিকট স্বাভাবিক ব্যাপার মাত্র।

২৫। কিন্তু তবুও ইহার সহিত সংযোজিত একটি প্রশংসাপত্রে ডাঃ ভীল তাঁহার এই সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "নিম্নতম শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় স্বাস্থ্যনীতিগত ব্যবস্থাসমূহের দিক্ হইতে নিম্নতম শ্রেণীর ভারতীয়গণ অধিকতর ভালোভাবে জীবন যাপন করে এবং অধিকতর ভালো বাড়িতে বাস করে।" (ক্রোড়পত্র 'ক'।)

২৬। তাহা ছাড়া, ঐ ডাক্তার ইহাও লিখিয়াছেন যে, "প্রত্যেক জাতির এক বা একাধিক লোক কখনও না কখনও **লাজারেট্টোতে** থাকে, কিন্তু একজনও ভারতীয় সেখানে থাকে নাই।" ইহার সহিত জোহানেসবার্গ হইতে প্রাপ্ত দুইজন ডাক্তারের সাক্ষ্যও সংযোজিত করা হইল। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, "একই রূপ সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ইয়োরোপীয়দের সহিত তুলনায় ভারতীয়রা কোনও অংশেই নিকৃষ্ট নহে।" (ক্রোড়পত্র 'খ' ও 'গ'।)

২৭। আবেদনকারীগণ তাহাদের বক্তব্যের অনুকূলে আরও প্রমাণ রূপে ১৮৮৯ খৃীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল তারিখের **কেপ টাইম্‌স্** পত্রিকার প্রধান প্রবন্ধ হইতে কিছু অংশ উদ্‌ধৃত করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। এই প্রবন্ধে ভারতীয়দের বিষয়টি আশানুরূপ সততার সহিত বর্ণিত হইয়াছে :

> অল্প কিছুদিন পূর্বে ট্র্যান্স্‌ভালের রাজধানীতে 'কুলী ব্যবসায়ীদের' বিরুদ্ধে যে সোরগোল তোলা হইয়াছিল, তাহার কথা প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রগুলিতে ভারতীয় ও আরব ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে লিখিত কিছু কিছু বিবরণ পড়িয়া মনে পড়িতেছে।

অন্য একটি সংবাদপত্র হইতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কর্মপ্রচেষ্টার একটি প্রশস্তিপূর্ণ বর্ণনা উদ্‌ধৃত করিবার পর ঐ প্রবন্ধে বলা হইয়াছে :

> এইরূপ স্মরণোদ্দীপক তথ্যাবলীর সম্মুখীন হইয়া কেহ যদি কয়েক মুহূর্তের জন্য একদল সম্মানভাজন ও পরিশ্রমী মানুষের সম্পর্কে কিছু বলে, তবে সে সংগত কারণেই মার্জনা আশা করিতে পারে। এই সকল সম্মানভাজন ও পরিশ্রমী লোকের সম্পর্কে এমনই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহাদেব জাতীয়তা পর্যন্ত উপেক্ষা করিয়া, তাহাদিগকে এরূপ নামে অভিহিত করা হইতেছে যাহাতে তাহাদিগকে অন্যান্য মানুষের পক্ষে অত্যন্ত নিম্নস্তরে নামাইয়া আনিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সকল লোকের অর্থনৈতিক সাফল্য তাহাদের অনেক নিন্দাকারীরও ঈর্ষার কারণ হইতে পারে। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হইলে বুঝিতেই পারা যায় না যে, এই সকল লোককে অর্ধ-সভ্য এদেশীয় অধিবাসীদের সহিত একই শ্রেণীতে ফেলিতে, কতিপয় নির্দিষ্ট স্থানে বাস করিতে বাধ্য করিতে এবং যে সকল কঠোরতর আইনের দ্বারা ট্র্যান্স্‌ভালের কাফ্রীরা শাসিত হইয়া থাকে, সেগুলির দ্বাবা শাসন করিতে, কেন আন্দোলন করা হয়। যে সকল শান্ত ও অমায়িক আরব এবং অনুরূপভাবেই নিরীহ ভারতীয় ব্যবসায়ী তাহাদের সুন্দর পণ্যসামগ্রী পিঠে লইয়া দ্বারে দ্বারে সওদা করিয়া বেড়ায়, তাহারা সকলেই 'কুলী', এইরূপ একটি ধারণা ট্র্যান্স্‌ভালে ও এই কলোনিতে

ব্যাপকভাবেই রহিয়াছে। ঐ সকল লোক কোথা হইতে আসিয়াছে, সে সম্পর্কে একটি উদ্ধত অজ্ঞতাই এইরূপ ধারণার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। ঐ "কুলী ব্যবসায়ীর" দেশেই কাব্যময় ও রহস্যময় পৌরাণিক কাহিনীসহ ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল, ঐ দেশেই ২৪ শতাব্দী পূর্বে প্রায়-দেবতুল্য বুদ্ধ আত্মত্যাগের গৌরবময় বাণী প্রচার ও অনুশীলন করিয়াছিলেন। ঐ প্রহেলিকাময় প্রাচীন দেশের সমভূমি ও পর্বতমালা হইতে আমরা যে ভাষাতে কথা বলি তাহার মূল সত্যগুলি পর্যন্ত আমরা পাইয়াছি।

এইসব কথা চিন্তা করিলে, এমন একটি জাতির সন্তানদের প্রতি যে এই দেশের অসভ্যতা ও অজ্ঞতাপূর্ণ কৃষ্ণাঙ্গ সন্তানদের মতোই ব্যবহার করা হইতেছে, তাহাতে বেদনাবোধ না করিয়া পাবা যায না। যাঁহারাই ভারতীয় ব্যবসায়ীর সহিত কয়েক মুহূর্ত থাকিয়া আলাপ করিযাছেন, তাঁহারাই সম্ভবতঃ ইহা আবিষ্কার করিয়া বিস্মিত হইয়াছেন যে, তাঁহারা পণ্ডিত ও ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতেছেন।...অথচ এই আলোকের দেশের সন্তানবাই কুলীর মতো ঘৃণা ও কাফ্রীদের মতো ব্যবহার পাইতেছে।

যাহারা ভারতীয় বণিকের বিরুদ্ধে চীৎকার করে, তাহাদের এখন উচিত ভারতীয় বণিককে দেখাইয়া দেওয়া, সে কে ও কি। সর্বাধিক নিন্দাকারীদের অনেকেই ব্রিটিশ প্রজা, তাহাবা একটি গৌরবময় সম্প্রদায়ের লোক এবং সেই সম্প্রদায়ে সকল সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা ও ন্যায়ের প্রতি প্রীতি জন্মগতভাবেই রহিয়াছে। তাহাদের নিজেদেব ক্ষেত্রে, বৈদেশিক বা দেশীয় সরকার, যাহার অধীনেই হউক না কেন, আপন অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে দাবী জানাইবার তাহাদের একটি পদ্ধতি আছে। সম্ভবত ইহা কখনও তাহাদের মনে উদয় হয় নাই যে, ভারতীয় বণিকরাও ব্রিটিশ প্রজা এবং তুল্যরূপ ন্যায়সংগতভাবেই স্বাধীনতা ও অধিকার দাবী করিতে পারে। খুব অল্প করিয়া বলিলেও, পামাবস্টোনেব কালের প্রচলিত একটি বাক্য ব্যবহার করিয়া আমরা বলিতে পাবি যে, যে অধিকাব অপরকে দেওযা যায় না, সে অধিকার নিজে দাবী করা অত্যন্ত অ-ইংবেজোচিত। এলিজাবেথেব যুগের একচেটিয়া ব্যবসায়ের রীতি তুলিয়া দেওয়ার সময় হইতে সমান সুযোগ-সুবিধা সহ ব্যবসায় করিবার অধিকারটি প্রায় ব্রিটিশ সংবিধানেব অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। বেং যদি এই অধিকাবে হস্তক্ষেপ করে, তবে তাহার প্রতিরোধের জন্য ব্রিটিশ নাগবিকত্বের সুযোগ-সুবিধার অধিকার চকিতে সম্মুখে উপস্থিত কবা হয। ভারতীযবা ইংরেজ বণিকদের সহিত প্রতিযোগিতায় সফল হইয়াছে, বা তাহারা ইংরেজ বণিকদের অপেক্ষা অল্পেই জীবন ধারণ করে, এইরূপ যুক্তি অন্যায়তম ও দুর্বলতম। আমরা অন্যান্য জাতির সঙ্গে সাফল্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারি, ইহার উপরই ব্রিটিশ বাণিজ্যের ভিত্তিটি প্রতিষ্ঠিত। ইহা নিঃসন্দেহ যে, যখন ইংরেজ বণিকরা তাহাদের প্রতিযোগীদের অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত ক্রিয়া-কলাপের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সবকাবকে হস্তক্ষেপ করিতে বলে, তখন সংরক্ষণ উন্মত্ততায় পরিণত হয়। ভারতীয়দের প্রতি অন্যায় এতই সুস্পষ্ট যে, ভারতীয়রা ব্যবসায়ে সফল হইয়াছে, কেবল এই কারণেই তাহাদের প্রতি কাফ্রীদের মতো ব্যবহার কবা হউক, ইংরেজদের এই দাবীতে ইংরেজদের স্বজাতীয়রা লজ্জাবোধ করে। ভারতীয়রা যে তাহাদের শাসক জাতির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় এমন সাফল্য লাভ করিয়াছে, কেবল এই কারণই তাহাদিগকে নিম্ন স্তর হইতে উপরে তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট।...ভারতীয় ব্যবসায়ীরা যে সংবাদপত্র, ওলন্দাজগণ,

ও ব্যর্থ দোকানদারগণ কর্তৃক বর্ণিত "কুলী" হইতে স্বতন্ত্র ও অধিকতর কিছু, তাহা প্রমাণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট বলা হইয়াছে।

২৮। উপরোক্ত উদ্ধৃতি হইতে ইহাও লক্ষিত হইবে যে, ইয়োরোপীয়দের মনোভাব স্বার্থান্ধ না হইলে ভারতীয়-বিরোধী হয় না। কিন্তু পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত গ্রীন বুকগুলিতে আগাগোড়া জোরের সহিত বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের নাগরিক ও ইয়োরোপীয় অধিবাসীগণ সকলেই ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইয়াছেন। তাই আবেদনকারীগণ দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকের মাননীয় রাষ্ট্রীয় প্রেসিডেণ্টের নিকট দুইটি আবেদন পাঠাইতেছে। একটি আবেদনে দেখানো হইয়াছে যে, বিপুলসংখ্যক নাগরিক ভারতীয়গণের ট্রান্স্‌ভালে স্বাধীনভাবে বসবাস ও ব্যবসায় করিবার বিরোধী নহে, কেবল তাহাই নহে, যাহার ফলে অবশেষে ভারতীয়গণকে চলিয়া যাইতে হইতে পারে, এমন সব কঠোর ব্যবস্থা যদি গ্রহণ করা হয়, তবে তাহা তাঁহারা অত্যন্ত অসুবিধাজনক বলিয়াই মনে করিবেন। (ক্রোড়পত্র 'ঙ'।) অপর আবেদনপত্রে ইয়োরোপীয় অধিবাসীগণ স্বাক্ষর করিয়াছেন। তাহাতে দেখানো হইয়াছে যে, স্বাক্ষরকারীদের মতে, ভারতীয়দের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অভ্যাসাবলী ইয়োরোপীয়দের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অভ্যাসাবলীর তুলনায় নিকৃষ্টতর নহে, এবং ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হইতেছে, তাহা ব্যবসায় সম্পর্কিত ঈর্ষার ফলেই হইতেছে। (ক্রোড়পত্র 'চ'।) অবস্থা যদি এইরূপ না হইত—প্রতিটি ইয়োরোপীয় এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক যদি ভারতীয়দের ভয়ংকর বিরোধী হইতেন—তথাপি সে ক্ষেত্রেও, আবেদনকারীগণ বলিতে চায় যে. যে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এইরূপ মনোভাব রহিয়াছে, সেই সম্প্রদায়কে অনুপযুক্ত বা অপরাধী প্রমাণ করিবার কারণসমূহ বর্তমান না থাকিলে প্রধান আলোচ্য বিষয়টি অপরিবর্তিতই থাকিত। মুদ্রণের জন্য পাঠাইবার সময়ে (১৪-৫-৯৫) ওলন্দাজদের আবেদনটিতে ৪৮৪ জন নাগরিক এবং ইয়োরোপীয়দের আবেদনটিতে ১৩৪০ জন স্বাক্ষর করিয়াছেন।

২৯। অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের প্রধান বিচারপতির রোয়েদাদটি যে সমস্যাটিকে আদৌ সহজ করে নাই বা উহার সমাধানের দিকে এক পদও অগ্রসর হয় নাই, তাহা নিম্নলিখিত বিষয় হইতে প্রতীয়মান হইবে :

রোয়েদাদটি যেন কখনই প্রদত্ত হয় নাই, এইভাবেই মহারানীর সরকারের সংরক্ষণব্যবস্থাকে সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। কারণ, কেবল যদি যুক্তির খাতিরেই ধরিয়া লওয়া যায় যে, ঐ রোয়েদাদটি যথাযথ চূড়ান্ত হইয়াছে, এবং ট্রান্স্‌ভালের বিচারপতি স্থির করিয়াছেন যে, সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট কতিপয় স্থানে বাস ও ব্যবসায় করিতে ভারতীয়রা বাধ্য থাকিবে, তবে তৎক্ষণাৎ এই প্রশ্ন উঠে যে : তাহাদিগকে কোথায় রাখা হইবে? তাহাদিগকে কি গলিতে

রাখা হইবে—যেখানে স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা অসম্ভব এবং যেস্থান শহর হইতে এত দূরে যে, ভারতীয়দের পক্ষে ভদ্রভাবে ব্যবসায় ও বাস করা আদৌ সম্ভব হইবে না? ঐরূপ ঘটিবার সম্ভাবনাই যে খুব বেশী, তাহা ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ট্রান্স্‌ভাল সরকার মালয়ীদের জন্য বাসের অনুপযোগী একটি স্থান নির্দিষ্ট করায় মাননীয় ব্রিটিশ এজেণ্ট যে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন, তাহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে। ঐ প্রতিবাদটি ২নং গ্রীন বুকের ৭২ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে :

> যেখানে শহরের আবর্জনা ফেলা হইত, যেখানে শহর ও ঐ স্থানের মধ্যবর্তী নর্দমার চোয়ানো নোংরা জল ছাড়া আর কোনরূপ জল নাই, সেখানে একটি ক্ষুদ্র স্থানের মধ্যে তাহাদিগকে বাস করিতে বাধ্য করা হইলে তাহাদের মধ্যে অনিবার্যভাবে মারাত্মক জ্বর ও অন্যান্য ব্যাধি দেখা দিবে। ফলে তাহাদের জীবন ও শহরের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য বিপন্ন হইবে। তাহা ছাড়া, এই সকল গুরুত্বপূর্ণ আপত্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও, তাহাদের অনেকেরই ঐ নির্দিষ্ট স্থানে (বা অন্যত্র কোথাও) তাহারা যেরূপ বাড়িতে বাস করিতে অভ্যস্ত, সেরূপ বাড়ি করিয়া লইবার মতো সংগতি নাই। সুতরাং তাহাদিগকে তাহাদের বর্তমান বসতবাড়িগুলি হইতে জোর করিয়া বাহির করিয়া দিলে তাহাদের সকলকেই প্রিটোরিয়া ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। তাহাতে, তাহাদের কষ্টের কথা ছাড়িয়া দিলেও, যে সকল শ্বেতাঙ্গ তাহাদিগকে শ্রমিকরূপে ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদের অত্যন্ত অসুবিধা ও ক্ষতি হইবে।...

৩০। ঐ গ্রীন বুকের শেষ পৃষ্ঠায় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখে প্রেরিত পত্রে হাই কমিশনার বলিতেছেন :

> ...মহারানীর সরকার ধরিয়া লইতেছেন যে, এই সালিস ব্রিটিশ প্রজা হইলে যে কোন এশীয় আদিবাসীর পক্ষে প্রয়োজ্য হইবে।

৩১। ঐ পত্রের শর্তানুসারে, যদি সালিস এশিয়ার আদিবাসীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়, তবে প্রশ্ন এই যে, সমস্ত এশিয়াবাসীকেই কার্যতঃ এশীয় আদিবাসী বলিয়া ধরিয়া না লইলে ট্রান্স্‌ভালে কি আদৌ কোনও এশীয় আদিবাসী থাকে? বর্তমান আবেদনকারীগণ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, সকল এশিয়াবাসীকেই এশীয় আদিবাসী বলিয়া ধরিয়া লইলে তাহা মুহূর্তের জন্যও বিচারে টিকিবে না। সুতরাং বর্তমান আবেদনকারীগণ নিশ্চয় আদিবাসী শ্রেণীভুক্ত হইবে না।

৩২। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে সমগ্র আপত্তিটি যদি স্বাস্থ্যনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন কারণেই করা হইয়া থাকে, তবে নিম্নলিখিত বিধিনিষেধগুলি সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য লাগে :

১। কাফ্রীদের মতো ভারতীয়রাও কোনও স্থাবর সম্পত্তির মালিক হইতে পারে না।

২। ভারতীয়দিগকে ৩ পাউন্ড ১০ শিলিং ফী দিয়া রেজিস্টারভুক্ত হইতে হয়।

৩। রিপাবলিকের মধ্য দিয়া যাতায়াতকালে এদেশীয় অধিবাসীদের মতো তাহাদিগকে রেজিস্ট্রেশন টিকিট না থাকিলে পাস দেখাইতে হয়।

৪। রেলপথে তাহারা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে পারে না। তাহাদিগকে এদেশীয়দের সহিত এক কামরায় ভরিয়া দেওয়া হয়।

৩৩। আবেদনকারীদের অনেকেরই ডেলাগোয়া বে-তে বিরাট সম্পত্তি রহিয়াছে। সেকথা মনে পড়িলে এইসব অপমান ও অমর্যাদা আরও বেদনাদায়ক হইয়া উঠে। আবেদনকারীদিগকে সেখানে এতই সম্মান করা হয় যে, সেখানে তাহারা রেলের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট বাহির করিতে পারে না। সেখানে ইয়োরোপীয়রাও তাহাদিগকে সানন্দে গ্রহণ করেন। তাহাদের পাসের প্রয়োজন হয় না। আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতে চায় যে, তবে ট্রান্স্‌ভালে তাহাদের প্রতি এইরূপ পৃথক্‌ ব্যবহার কেন করা হইবে? যখনই তাহারা ট্রান্স্‌ভালের ভূমিতে প্রবেশ করে, তখনই কি তাহাদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত অভ্যাসগুলি নোংরা হইয়া যায়? এমনও প্রায়ই ঘটিয়া থাকে যে, একই ভারতীয়দের প্রতি একই ইয়োরোপীয় ডেলাগোয়া বে-তে ও ট্রান্স্‌ভালে পৃথক্‌রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

৩৪। পাস সংক্রান্ত আইনটি যে কিরূপ কঠোর ও অসুবিধাজনক, তাহা দেখাইবার জন্য আবেদনকারীগণ এই সঙ্গে মিঃ হাজি মহম্মদ হাজী দাদা-প্রদত্ত একটি শপথপত্র সংযোগ করিয়া দিতেছে। (ক্রোড়পত্র 'ছ'।) ঐ শপথপত্র হইতে সমস্ত বুঝিতে পারিবেন। মিঃ হাজী মহম্মদ কে, তাহা ঐ শপথপত্রের সহিত প্রদত্ত একটি চিঠির কপি হইতে জানা যাইবে। (ক্রোড়পত্র 'জ'।) তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বাগ্রগণ্য ভারতীয়গণের অন্যতম। আবেদনকারীগণ ঐ শপথপত্রটি একটি দৃষ্টান্তরূপে এই সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিতেছে; তাহারা দেখাইতে চাহে যে, যদি একজন সর্বাগ্রগণ্য ভারতীয় নানারূপ অসম্মান ও নানারূপ প্রকৃত অসুবিধা ভোগ না করিয়া যাতায়াত করিতে না পারেন, তবে অন্যান্য ভারতীয়দের ভাগ্যে কি দুর্ভোগই না ঘটে। প্রয়োজন হইলে এইরূপ দুর্ব্যবহারের শত শত ঘটনা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিয়া দেখানো যাইতে পারে।

৩৫। ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারতীয়রা পরগাছারূপে বাস করে এবং কিছুই ব্যয় করে না। ভারতীয় শ্রমিক ও তাহাদের সন্তানদের ক্ষেত্রে এইরূপ আপত্তি আদৌ সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে না। এমন কি অত্যন্ত বিরুদ্ধভাবাপন্ন ইয়োরোপীয়রাও তাহাদিগকে পরান্নভোজী ভাবিতে পারেন

না। আবেদনকারীগণ তাহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এই কথা উল্লেখ করিবার সুযোগ চাহে যে, অধিকাংশ শ্রমিকই তাহাদের সংগতির তুলনায় অধিক ব্যয় করিয়া বাস করে, তাহাদের সহিত তাহাদের পরিবারও রহিয়াছে। ব্যবসায়ী ভারতীয়রাই সমস্ত বিরুদ্ধ মনোভাবের লক্ষ্যস্থল। তাহাদের সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে। আবেদনকারীগণ ব্যবসায়ী; তাহারা অস্বীকার করে না, বরং স্বীকার করিয়া গৌরববোধ করে যে, তাহারা ভারতে তাহাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের জন্য টাকাপয়সা পাঠায়। কিন্তু তাহারা যাহা পাঠায়, তাহা মোটেই তাহাদের ব্যয়ের অনুপাতে নহে। তাহারা প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা বিলাস-দ্রব্যের জন্য ইয়োরোপীয়দের তুলনায় অল্প টাকাই ব্যয় করে। কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদিগকে ইয়োরোপীয় বাড়িওয়ালাকে ভাড়া দিতে হয়, এদেশীয় ঝি-চাকরকে মাহিনা দিতে হয়, মাংসের জন্য তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় জীব-জন্তুর খাতে ক্ষেত-খামারের ওলন্দাজ মালিকদিগকে টাকা দিতে হয়। চা, কফি প্রভৃতি অন্যান্য জিনিস তাহারা গ্রামাঞ্চল হইতে কিনিয়া আনে।

৩৬। সুতরাং, ভারতীয়রা এই রাস্তায় বাস করিল, কি ঐ রাস্তায় বাস করিল, তাহাই প্রকৃত প্রশ্ন নহে। প্রকৃত প্রশ্ন হইল, সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় কিরূপ **অবস্থায়** তাহারা থাকিবে। কারণ, ট্রান্স্‌ভালে যাহা করা হইবে, তাহা অপর দুইটি কলোনির কার্যকেও প্রভাবিত করিবে। সর্বসাধারণের অভিমত এইরূপ বলিয়া মনে হয় যে, তিনটি কলোনিতেই একইরূপ ভাবে প্রশ্নটির সমাধান করিতে হইবে, কেবল স্থানীয় পরিবেশ অনুসারে কিছুটা রদবদল ঘটিবে।

৩৭। মনোভাবটা যেরূপ **প্রকাশ করা হইয়াছে,** তাহাতে ভারতীয়গণকে কাফ্রীদের পর্যায়ে নামাইয়া দিতেই চাওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইয়োরোপীয় সম্প্রদায়ের একটি গণ্যমান্য অংশের সাধারণ মনোভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেকথা সংবাদপত্রে খুব জোরের সহিত প্রকাশিত না হইলেও, এখানে ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

৩৮। নাটাল কলোনি দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য রাজ্যগুলিকে একটি "কুলী" সম্মেলনে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছে। সরকারীভাবেই "কুলী" কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য মনোভাবটা যে কিরূপ প্রবল এবং ঐ সম্মেলন যে প্রশ্নটি সম্পর্কে পারিলে কি করিবে, উহা হইতে তাহা বোঝা যায়। ট্রান্স্‌ভাল সরকার সার্সিসের নিকট যে মামলাটি দিয়াছিলেন, তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, এশিয়া হইতে আগত **সকল** ব্যক্তিকেই "কুলী" বলা যাইবে।

৩৯। দক্ষিণ অফ্রিকায় ভারতীয়দের সম্পর্কে বিরুদ্ধ মনোভাব যখন এতই

প্রবল, যখন স্বার্থপ্রণোদিত আন্দোলনের ফলে এইরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, (আশা করা যায়, উপরে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণ করিয়া দেখানো হইয়াছে), যখন জানা গিয়াছে যে, সকল ইয়োরোপীয়ই কোনমতেই এইরূপ মনোভাব পোষণ করেন না, যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ধনসম্পদ্ লইয়া সকলের মধ্যে কাড়াকাড়ি চলিতেছে, যখন জনসাধারণের নৈতিক বোধ বিশেষ প্রবল নহে, যখন ভারতীয়দের অভ্যাসসমূহ সম্পর্কে নির্লজ্জ মিথ্যা বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং তাহার ফলে বিশেষ আইন করা হইতেছে, তখন আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত বিবৃতিসমূহ সম্পর্কে সতর্ক হইতে বলা এবং ভারতীয় সমস্যার সমাধান করিতে মহামান্য আপনাকে অনুরোধ করা অত্যধিক কিছু নহে।

৪০। আবেদনকারীগণ ইহাও আপনাকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিবে যে, কেবল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণা-বলেই আবেদনকারীগণ মহারানীর অন্যান্য প্রজাদের সহিত সমান সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার পাইবার অধিকারী নহে, মহামান্য আপনার প্রেরিত পত্রের দ্বারাও আবেদনকারীদিগকে এরূপ ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেওয়া হইয়াছে। ঐ পত্রে বলা হইয়াছে :

> মহারানীর সরকারের অভিপ্রায় এইরূপ যে, মহারানীর ভারতীয় প্রজারাও মহারানীর অন্যান্য প্রজাদের সহিত সমান মর্যাদা ও ব্যবহার লাভ করিবে।

৪১। ইহা একটি স্থানীয় প্রশ্নও নহে; আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, ইহা প্রধানতঃ সারা সাম্রাজ্যের প্রশ্ন। অন্যান্য উপনিবেশে ও দেশে যেখানে মহারানীর প্রজারা ব্যবসায় ইত্যাদি ব্যাপারে স্বাধীনতা ভোগ করে এবং যেখানে মহারানীর ভারতীয় প্রজারা গিয়া বসবাস করিতে পারে, এই প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্তটি সেই সকল উপনিবেশ ও দেশের নীতিকেও প্রভাবিত ও পরিচালিত করিতে পারে। তাহা ছাড়া, এই প্রশ্নটি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপুলসংখ্যক ভারতীয় অধিবাসীর সহিত জড়িত। যাহারা দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা তো জীবন মরণের প্রশ্ন। ক্রমাগত দুর্ব্যবহার করিলে তাহাদের অধঃপতন না হইয়া পারে না। ফলে তাহারা তাহাদের সদভ্যাসগুলি হইতে বিচ্যুত হইয়া ক্রমেই আফ্রিকার আদিবাসীদের অভ্যাসগুলি গ্রহণ করিবে। এবং এইরূপে অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইলে, এখন হইতে এক পুরুষ পরে অভ্যাস, আচার-ব্যবহার ও চিন্তায় তাহাদের ও আফ্রিকার দেশীয় লোকদের মধ্যে অতি অল্প পার্থক্যই থাকিবে। তাহাতে অভিবাসীদের (immigrants) আসিবার উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হইবে এবং মহারানীর প্রজাদের একটি বিপুল অংশ সভ্যতার মানদণ্ডে উন্নীত না হইয়া প্রকৃতপক্ষে অবনমিতই হইবে। এইরূপ অবস্থার ফলাফল বিপজ্জনক না হইয়া পারে না। আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন

কোনও ভারতীয়ই আর দক্ষিণ আফ্রিকায় এমন কি আসিতেও সাহস করিবে না। সমস্ত ভারতীয় কাজ-কারবার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিবে। আবেদনকারী-গণের এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, যেখানে মহারানীর সার্বভৌমত্ব রহিয়াছে, যেখানে ইউনিয়ন জ্যাক উড়িতেছে, এমন কোনও স্থানে এইরূপ বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটিতে মহামান্য আপনি কখনও দিবেন না।

৪২। আবেদনকারীগণ এবিষয়ে বিনীতভাবে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহে যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্তমানে ভারতীয়দের প্রতি যে বিরুদ্ধ মনোভাব রহিয়াছে, সেই অবস্থায় আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে স্বার্থপ্রণোদিত চীৎকারের নিকট মহারানীর সরকার আত্মসমর্পণ করিলে, আবেদনকারীদের প্রতি ঘোর অবিচার করা হইবে।

৪৩। ইহা যদি সত্য হয় যে, আবেদনকারীদের স্বাস্থ্যনীতি সংক্রান্ত অভ্যাসসমূহ ইয়োরোপীয়দের স্বাস্থ্য বিপন্ন করিবার মত নহে, এবং ইহা যদি সত্য হয় যে, তাহাদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন ব্যবসায় সংক্রান্ত ঈর্ষার ফলেই হইতেছে, তাহা হইলে আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের প্রধান বিচারপতির রোয়েদাদ সালিসকে প্রদত্ত শর্তসমূহের সহিত সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ হইলেও, গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। কেননা, যে কারণে মহারানীর সরকার কন্‌ভেন্‌শনের শর্তাবলীর ব্যতিক্রম করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, সেই কারণই আর এখন থাকে না।

৪৪। অবশ্য মহামান্য আপনি যদি এই আবেদনে প্রদত্ত আবেদনকারীদের স্বাস্থ্যনীতি সংক্রান্ত অভ্যাসসমূহের বিবরণ সম্পর্কে সংশয়ান্বিত হইবার মত মনোভাব পোষণ করেন, তাহা হইলে আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে আপনাকে অনুরোধ করিবে যে, যেহেতু বৃহৎ স্বার্থসমূহ বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, যেহেতু আবেদনকারীগণের স্বাস্থ্যনীতি সংক্রান্ত অভ্যাসাবলী সম্পর্কে বিপরীত ধরনের বিবৃতি পাওয়া গিয়াছে, এবং যেহেতু দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব প্রবল রহিয়াছে, সেই হেতু "কন্‌ভেন্‌শন"-এর কোনরূপ ব্যতিক্রম করিবার জন্য চূড়ান্তভাবে সম্মতিদানের পূর্বে ঐ সকল পরস্পর-বিরোধী বিবরণ সম্পর্কে কোনপ্রকার নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করা এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা ও মর্যাদার সমগ্র প্রশ্নটি বিচার করিয়া দেখা উচিত হইবে।

অবশেষে, আবেদনকারীগণ সমস্ত বিষয়টি মহামান্য আপনার হস্তে ছাড়িয়া দিতেছে। তাহারা আন্তরিকভাবে প্রার্থনা ও সম্পূর্ণরূপে আশা করিতেছে যে, আপনি আবেদনকারীগণকে বর্ণবিদ্বেষরূপ কুসংস্কারের শিকারে পরিণত হইতে দিবেন না এবং মহারানীর সরকার দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিককে ভারতীয়গণের প্রতি এমন কোনও ব্যবহার করিতে দিবেন না, যাহা তাহাদিগকে

একটি অধঃপতিত ও অস্বাভাবিক অবস্থায় ফেলিবে এবং তাহাদিগকে সৎভাবে জীবিকা উপার্জনের উপায় হইতে বঞ্চিত করিবে।

এবং এই ন্যায় ও করুণার কার্যের জন্য আবেদনকারীগণ কর্তব্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়া ভগবানের নিকট চিরদিন প্রার্থনা করিবে, ইত্যাদি।[১]

### ক্রোড়পত্র 'ক'

আমি এতদ্দ্বারা জানাইতেছি যে, আমি গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া প্রিটোরিয়া শহরে সর্বসাধারণের চিকিৎসকরূপে কাজ করিয়াছি।

ঐ সময়ে, বিশেষতঃ প্রায় তিন বৎসর আগে যখন ভারতীয়রা এখনকার তুলনায় অনেক বেশী ছিল, তখন, আমি ভারতীয়দের মধ্যে প্রচুর প্র্যাক্‌টিশ করিয়াছি।

আমি সাধারণতঃ তাহাদিগকে শারীরিক দিক হইতে পরিচ্ছন্ন এবং নোংরা ও অসতর্ক অভ্যাসসমূহের ফলে যে সকল ব্যাধি হয়, সেগুলি হইতে মুক্ত দেখিয়াছি। তাহাদের বাসগৃহগুলি সাধারণতঃ পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যনীতিগত ব্যবস্থাগুলির প্রতি তাহারা যথেষ্ট মনোযোগ দেয়। শ্রেণী হিসাবে বিবেচনা করিলে, আমার অভিমত এই যে, নিম্নতম শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় নিম্নতম শ্রেণীর ভারতীয়রা অনেক ভালো, অর্থাৎ, নিম্নতম শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় নিম্নতম শ্রেণীর ভারতীয়রা অধিক ভালোভাবে জীবন যাপন করে, অপেক্ষাকৃত ভালো বাসস্থানে বাস করে এবং স্বাস্থ্যনীতিগত ব্যবস্থাগুলির প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেয়।

তাহা ছাড়া, আমি আরও দেখিয়াছি যে, শহরে ও গ্রামাঞ্চলে কলেরা যখন মহামারীর আকার ধারণ করিয়াছিল এবং এখনও যখন গ্রামাঞ্চলে উহা মহামারীর আকারে রহিয়াছে, তখন প্রায় প্রত্যেক জাতির এক বা ততোধিক লোক কখনও না কখনও "লাজারেট্টো"তে (সংক্রামক রোগীদের জন্য হাসপাতাল) গিয়াছে; কিন্তু একজনও ভারতীয়কে সেখানে যাইতে হয় নাই।

আমার মতে, কর্তৃপক্ষের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শন-ব্যবস্থাটি যদি সর্বদা শ্বেতাঙ্গদের ক্ষেত্রে যেরূপ হয়, সেইরূপ কঠোর ও সুনিয়মিত রাখা যায়, তাহা হইলে সাধারণতঃ স্বাস্থ্যনীতিগত কারণে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা অসম্ভব হইবে।

২৭শে এপ্রিল, ১৮৯৫
প্রিটোরিয়া, জেড্. এ. আর.

এইচ. প্রায়র ভীল
বি. এ., এম. বি., বি. সি., (ক্যান্টাব)

### ক্রোড়পত্র 'খ'

জোহানেস্‌বার্গ
১৮৯৫

এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি এই পত্রবাহকের বাসস্থান পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, ঐ বাসস্থান সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রহিয়াছে, প্রকৃত-

[১] আবেদনের মূল মুদ্রিত কপিতে কোনও স্বাক্ষর ছিল না।

পক্ষে উহা এইরূপ যে, উহাতে যে কোনও ইয়োরোপীয়ও বাস করিতে পারিতেন। আমি ভারতেও বাস করিয়াছি। আমি বলিতে পারি যে, তাঁহাদের দেশের বাসস্থানগুলির তুলনায় এখানে দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকে তাঁহাদের বাসস্থানগুলি অনেক উন্নততর ধরনের।

সি. পি. স্পিংক্,
এম. আর. সি. পি. ও এ. আর. সি. পি. (লণ্ডন)

### ক্রোড়পত্র 'গ'

১৪ই মার্চ, ১৮৯৫

পেশাগতভাবে আমাকে জোহানেস্‌বার্গের উন্নত শ্রেণীর ভারতীয় অধিবাসীদের (বোম্বাই হইতে আগত ব্যবসায়ী ইত্যাদি) নিকট প্রায়ই যাইতে হয়। আমার মত এই যে, ভারতীয়রা তাঁহাদের অভ্যাসসমূহে ও গার্হস্থ্য জীবনে সমান অবস্থাসম্পন্ন শ্বেতাঙ্গদের মতই পরিচ্ছন্ন।

ডাঃ নাহ্‌মাচের, এম. ডি., ইত্যাদি

### ক্রোড়পত্র 'ঘ'

জোহানেস্‌বার্গ
১৪ই মার্চ, ১৮৯৫

নিম্নোক্ত স্বাক্ষরকারীগণ সংবাদ পাইয়াছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাব্লিকের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রশ্ন সংক্রান্ত সালিস কমিশন এখন ব্লোয়েম্‌ফোণ্টেনে সভা করিতেছেন; এবং স্বাক্ষরকারীগণকে এ বিষয়ে সচেতন করা হইয়াছে যে, ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ তাঁহাদের অপরিচ্ছন্ন অভ্যাসসমূহের ফলে ইয়োরোপীয় অধিবাসীদের মধ্যে বাস করিবার পক্ষে বিপজ্জনক হইয়াছেন, এইরূপ অভিযোগ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে করা হইয়াছে। তাই এতদ্দ্বারা স্বাক্ষরকারীগণ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতেছে যে :

১ম। পূর্বোক্ত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই বোম্বাই হইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের ব্যবসায়ের স্থান ও বাসস্থানগুলিকে—প্রকৃতপক্ষে ইয়োরোপীয়দের মতোই—পরিচ্ছন্ন ও যথাযথভাবে স্বাস্থ্যনীতিসম্মত অবস্থায় রাখেন।

২য়। তাঁহাদিগকে "কুলী" বা ব্রিটিশ ভারতের "নিম্নতর শ্রেণীর" অধিবাসী বলিয়া অভিহিত করা স্পষ্টতঃ ভ্রমাত্মক। কারণ, তাঁহারা নিঃসন্দেহে ভারতের উন্নততর ও উচ্চতর শ্রেণীর লোক।

হেম্যান গর্ডন অ্যাণ্ড কোং
ব্র্যাণ্ড অ্যাণ্ড মেয়ার্ক্‌স্‌
লিণ্ড্‌সে অ্যাণ্ড ইনেস্‌
গুস্তাভ শ্নাইডার
সি লীব
ক্রিস্টোফার পি. স্পিংক্‌
এ. ওয়েণ্টোয়ার্থ্‌ বল্‌
পি. পি., জে. গ্যারলীক
এইচ. উডক্রফ্‌ট্‌
পি. পি., গর্ডন মিচেল অ্যাণ্ড কোং,
জোহানেসবার্গ, জেড্‌.এ.আর.
আর. কোর্টার
পি. বার্নেট অ্যাণ্ড কোং
পি. পি., ইস্রায়েল ব্রাদার্স
এইচ. ক্ল্যাপহ্যাম্‌
পি. পি., পেন ব্রাদার্স্‌
এইচ. এফ. বার্ট
জোসেফ ল্যাজারাস অ্যাণ্ড কোং
জিও. জ্যাস্‌. কেট্‌ল্‌ অ্যাণ্ড কোং
বোর্টেন্‌স্‌ ব্রাদার্স
পি. পি., জে. ডাব্লিউ জাগের অ্যাণ্ড কোং
টি. চার্ল্‌
আর. জি. ক্র্যামার অ্যাণ্ড কোং
পি. পি., হোল্ট অ্যাণ্ড হোল্ট
বি. এমানুয়েল

অ্যাডাম আলেকজাণ্ডার
বি. আলেকজাণ্ডার
এ. বেহ্‌রেন্‌স্‌
এস. কোল্‌ম্যান
আলেকজাণ্ডার পি. কে
পি. পি., জি. কোনিস্‌বের্গ
জে. এইচ. হপ্‌কিন্‌স্‌
পি. পি., লাইবারম্যান,
বেল্‌স্‌টেড্‌ অ্যাণ্ড কোং
জে. এইচ. হপ্‌কিন্‌স্‌
জে. এইচ. হপ্‌কিন্‌স্‌
শল্‌ম্‌ অ্যাণ্ড আর্ম্‌স্‌বের্গ
পি. পি., হিউগো বিংগেন
জ্যাস. ডাব্লিউ. সি.
পি. পি., এইচ. বার্নবের্গ অ্যাণ্ড কোং
জেনারেল মার্চেণ্ট্‌স্‌ অ্যাণ্ড
ইম্‌পোর্টার্স্‌, জোহানেসবার্গ
ই. নীল
জে. কুম্পিং
এন. ডাব্লিউ ল্যুইস
স্পেন্‌স্‌ অ্যাণ্ড হ্যাঁর
ফ্রাইসম্যান অ্যাণ্ড সাপিসো
জে. ফোগেল্‌ম্যান
টি. রেট্‌স্‌ অ্যাণ্ড কোং
পি. পি., বি. গাণ্ডেল্‌ফিংগার
জে. গাণ্ডেল্‌ফিংগার

**ক্রোড়পত্র 'ঙ'**

(হুবহু অনুবাদ)

দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকের মাননীয় স্টেট প্রেসিডেণ্ট সমীপে
সবিনয় নিবেদন এই যে :

এই রিপাবলিকে বাসকারী কতিপয় স্বার্থপ্রণোদিত ইয়োরোপীয় এই মর্মে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন যে, এই রাষ্ট্রের নাগরিকগণ এই রাষ্ট্রে ভারতীয়গণের বাস ও ব্যবসায় করিবার বিরোধী। তাঁহারা ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আন্দোলনও চালাইতেছেন। এতদ্‌দৃষ্টে আমরা, নিম্নে স্বাক্ষরকারীগণ, বিনীতভাবে বলিতে চাহি যে, এই রাষ্ট্রে ভারতীয়দের বাস ও ব্যবসায় করিবার বিরোধিতা করা দূরে থাক্‌, নাগরিকগণ ভারতীয়গণকে শান্তিপূর্ণ ও আইনানুগ, সুতরাং বাঞ্ছনীয়, এক শ্রেণীর লোক বলিয়া স্বীকার করেন। ভারতীয়রা

নিঃসন্দেহে দরিদ্রদের নিকট দেবতার আশীর্বাদের মতো। কারণ, তাহাদের তীব্র প্রতি-যোগিতার দ্বারা তাহারা জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য দ্রব্যগুলির মূল্য এত কম রাখিতে পারিয়াছে। তাহারা তাহাদের মিতব্যয়িতা ও সংযত অভ্যাসসমূহের ফলেই এইরূপ প্রতিযোগিতা করিতে পারে।

আমরা একথা বলিতে সাহস করি যে, এই রাষ্ট্র হইতে তাহারা সরিয়া গেলে তাহা আমাদের পক্ষে, বিশেষতঃ আমাদের মধ্যে যাহারা ব্যবসায়কেন্দ্রগুলি হইতে দূরে বাস করায় দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য ভারতীয়দের উপর নির্ভর করে, তাহাদের পক্ষে, ভয়ংকর বিপর্যয়রূপে দেখা দিবে। সুতরাং ভারতীয়দের, বিশেষত ভারতীয় ব্যবসায়ী ও ফেরিওয়ালা-দের, অবশেষে অপসারণের উদ্দেশ্যে তাহাদের স্বাধীনতা সংকোচের কোনও ব্যবস্থা করিলে প্রকৃতপক্ষে তাহা আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত ঘটাইবে। তাই আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করি যে, সরকার এমন কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন না, যাহার ফলে ভারতীয়রা ভয় পাইয়া ট্রান্স্‌ভাল ত্যাগ করিবে।

[ কতিপয় নাগরিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত ]

### ক্রোড়পত্র 'চ'

দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকের মাননীয় স্টেট প্রেসিডেণ্ট,
প্রিটোরিয়া, সমীপে

আমরা এই রিপাবলিকের অধিবাসী নিম্নে স্বাক্ষরকারী ইয়োরোপীয়গণ, এই দেশে স্বাধীনভাবে বাসকারী ও ব্যবসায়কারী ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে কতিপয় স্বার্থপ্রণোদিত ব্যক্তি যে আন্দোলন করিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে বিনীতভাবে প্রতিবাদ জানাইতেছি।

আমাদের যতদূর অভিজ্ঞতা আছে, তাহা হইতে আমাদের বিশ্বাস, ভারতীয়দের স্বাস্থ্য-নীতিগত অভ্যাসগুলি কোনও অংশে ইয়োরোপীয়দের স্বাস্থ্যনীতিগত অভ্যাসগুলির তুলনায় হীন নহে এবং তাহাদের মধ্যে, বিশেষতঃ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে, সংক্রামক রোগ ব্যাপক-ভাবে আছে বলিয়া যে সকল বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি যে ভিত্তিহীন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

আমরা দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি যে, এই আন্দোলন ভারতীয়দের স্বাস্থ্যনীতিগত অভ্যাসগুলির জন্য হইতেছে না, হইতেছে ব্যবসায়গত ঈর্ষার জন্য। কারণ, ভারতীয়রা তাহাদের মিতব্যয়িতা ও সংযত অভ্যাসগুলির ফলে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-গুলির মূল্য হ্রাস করিয়া রাখিতে পারিয়াছে এবং তাহার ফলে তাহারা এই রাষ্ট্রে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীগুলির নিকট অশেষ আশীর্বাদরূপে দেখা দিয়াছে।

তাহাদিগকে পৃথক্ অঞ্চলে বাস বা ব্যবসায় করিতে বাধ্য করিবার মতো উপযুক্ত কোনও কারণ আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না।

তাই তাহাদের স্বাধীনতা সংকোচ করিতে পারে এবং রিপাবলিক হইতে তাহাদিগকে সরিয়া যাইতে হয়, এমন কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ বা সমর্থন না করিবার জন্য আমরা বিনীত-ভাবে মাননীয় আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছি। তাহারা চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলে, তাহাদের জীবিকা অর্জনের উপায়ের মূলেই আঘাত হইবে। সুতরাং আমরা বিনীতভাবে বলিতে চাই যে, একটি খ্রীষ্টান দেশে নিশ্চিন্ত মনে ঐরূপ অন্যায় অবস্থার কথা চিন্তা করাও যায় না।

[উপরোক্ত আবেদনটি আফ্রিকান ও ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছিল। ফাইলে রাখা কপিতে মূল স্বাক্ষরগুলি ছিল না।]

## ক্রোড়পত্র 'ছ'

আমি, ডারবান, প্রিটোরিয়া, ডেলাগোয়া বে ও অন্যত্র অবস্থিত হাজী মহম্মদ হাজী দাদা অ্যান্ড কোম্পানী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও উর্ধ্বতন অংশীদার, শপথ গ্রহণ করিয়া বলিতেছি যে :

১। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের কোনও সময়ে আমি ঘোড়ার গাড়িতে করিয়া জোহানেস্‌বার্গ হইতে চার্লস্‌টাউনে যাইতেছিলাম।

২। আমি ট্রান্স্‌ভালের সীমান্তে উপস্থিত হইলে একজন উর্দি-পরা ইয়োরোপীয় অপর একজন ইয়োরোপীয় সহ আসিয়া আমার পাস আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম যে, আমার পাস নাই এবং আগে কখনও আমাকে পাস দেখাইতে হয় নাই।

৩। তাহাতে তিনি আমাকে রূঢ়ভাবে বলিলেন যে, আমাকে একটি পাস সংগ্রহ করিতে হইবে।

৪। আমি তাঁহাকে পাস সংগ্রহ করিয়া দিতে বলিলাম ও টাকা দিতে চাহিলাম।

৫। তখন তিনি আমাকে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে তাঁহার সহিত পাস অফিসারের কাছে যাইতে বলিলেন, এবং যদি আমি না যাই, তবে আমাকে টানিয়া লইয়া যাইবার ভয় দেখাইলেন।

৬। আর কোনও ঝামেলা যাহাতে না হয়, সেজন্য আমি নামিলাম। আমাকে পায়ে হাঁটাইয়া প্রায় দুই মাইল পথ লইয়া যাওয়া হইল। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া চলিলেন।

৭। আমি অফিসে পৌঁছিলে আমাকে পাস লইতে বলা হইল না, আমি কোথায় যাইতেছি, কেবল তাহা জিজ্ঞাসা করা হইল। তারপর আমাকে চলিয়া যাইতে বলা হইল।

৮। যিনি ঘোড়ায় চড়িয়া আমার সহিত গিয়াছিলেন, তিনিও আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। আমাকে দুই মাইল পথ পায়ে হাঁটিয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। আসিয়া দেখিলাম, গাড়ি চলিয়া গিয়াছে।

৯। ফলে চার্লস্‌টাউন পর্যন্ত ভাড়া দেওয়া সত্ত্বেও আমাকে সেখানে পায়ে হাঁটিয়াই যাইতে হইল। ঐ পথের দূরত্ব ছিল দুই মাইলেরও বেশী।

১০। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানিয়াছি যে, আমার মতোই সমান মর্যাদাসম্পন্ন অন্যান্য অনেক ভারতীয়কে এই ধরনের অসুবিধায় ও অপমানজনক অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে।

১১। কয়েকদিন পূর্বে আমাকে দুইজন বন্ধুর সহিত দেলাগোয়া হইতে প্রিটোরিয়া যাইতে হইয়াছিল।

১২। যাহাতে ট্রান্স্‌ভালে যাতয়াত করিতে পারি, সেজন্য আমাদের সকলকেই দক্ষিণ আফ্রিকার দেশীয় অধিবাসীদের মতো পাসে সুসজ্জিত হইয়া যাইতে হইল।

হাজী মহম্মদ হাজী দাদা

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল তারিখে ইহা আমার নিকট শপথ করিয়া বলা হয়।

এন্‌ ভারালোহেরি
ভি. রুসাক

ক্রোড়পত্র 'জ'

টেলি. ও ক্যাব্‌ল্‌ ঠিকানা : "বোটিং" পয়েণ্ট, পোর্ট নাটাল,

২রা মার্চ, ১৮৯৫

আফ্রিকা বোটিং কোম্পানি লিঃ হইতে
মিঃ হাজী মহম্মদ হাজী দাদা (মেসার্স হাজী মহম্মদ হাজী দাদা অ্যাণ্ড কোং) সমীপে

প্রিয় মহাশয়,

আপনি শীঘ্রই ভারতে যাইতেছেন জানিয়া, আমরা আপনার বিভিন্ন ব্যবসায়িক গুণাবলী সম্পর্কে যে অত্যুচ্চ ধারণা পোষণ করি, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য এই সুযোগ গ্রহণ করিতেছি। গত পনের বৎসর ধরিয়া আপনার সহিত আমাদের যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহাতে ঐ গুণাবলী প্রতিপন্ন হইয়াছে। একথা আমরা অতীব আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, ব্যবসায়িক বিষয়ে আপনার সততা সম্পর্কে এখানে আপনার বসবাসকালে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাহারও পক্ষ হইতে কখনও কোনরূপ আপত্তিজনক প্রশ্ন উঠে নাই। আমরা বিশ্বাস করি, আপনি পুনরায় নাটালে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন এবং আমরা আশা করি, তখন আপনার সহিত আমাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক পুনরায় নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিবে। আপনার সমুদ্রযাত্রা অতিশয় আনন্দপূর্ণ হইবে, আশা করি।

আফ্রিকান বোটিং কোম্পানির পক্ষ হইতে
(স্বাঃ) চার্লস্‌ টি. হিচিন্‌স্‌

ক্রোড়পত্রসমূহ সহ আবেদনখানি এক মুদ্রিত কপির ফটোস্ট্যাট হইতে গৃহীত।

## ৫৩. লর্ড এল্‌গিনের নিকট আবেদন[১]

[মে, ১৮৯৫]

মহামান্য দি রাইট অনারেব্‌ল্‌ দি আর্ল অব এল্‌গিন, পি. সি., জি. এম. এস. আই. জি. এম. আই. ই., ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ভারতের ভাইস্‌রয় ও গভর্ণর-জেনারেল, কলিকাতা, সমীপে

দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকের অধিবাসী নিম্নে স্বাক্ষরকারী ভারতীয়-গণের আবেদন

সবিনয়ে দর্শানো যাইতেছে যে :

দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকের ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে আবেদনকারীগণ এতদ্‌দ্বারা মহামান্য আপনার নিকট দক্ষিণ আফ্রিকার রিপাবলিকস্থ মহারানীর ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাদের সম্পর্কে আবেদন করিতে দুঃসাহস করিতেছে।

১০,০০০-এর অধিক ব্রিটিশ ভারতীয়ের স্বাক্ষরিত এবং মহামান্য উপনিবেশ সচিবের নিকট প্রেরিত অনুরূপ একটি আবেদনপত্রে[২] যে সকল তথ্য ও যুক্তি সমাবেশ করা হইয়াছে, সেগুলির পুনরুক্তি না করিয়া আবেদনকারীগণ সবিনয়ে এই আবেদনের সহিত ক্রোড়পত্রগুলিসহ উক্ত আবেদনের একটি অনুলিপি সংযোগ করিতেছে এবং তাহা পাঠ করিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছে।

আবেদনকারীগণ সুপরিণত চিন্তা-বিবেচনার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, যদি তাহারা মহারানীর প্রতিনিধি এবং ভারতের কার্যতঃ শাসক রূপে মহামান্য আপনার নিকট সরাসরি রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য প্রার্থনা না করে, এবং যদি সেই রক্ষা-ব্যবস্থা করুণার সহিত প্রদত্ত না হয়, তবে দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকে, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায়, ভারতীয়দের অবস্থা সম্পূর্ণ-রূপে নিঃসহায় হইয়া পড়িবে, দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্যোগী ভারতীয়রা দক্ষিণ আফ্রিকার দেশীয় অধিবাসীদের স্তরে নামিতে বাধ্য হইবে, এবং সে অবস্থা তাহাদের নিজেদের কোনও অপরাধের ফলে হইবে না।

যদি কোনও বুদ্ধিমান্‌ নবাগত ব্যক্তি দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকে বেড়াইতে যাইতেন এবং তাঁহাকে বলা হইত যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় এমন এক

[১] লর্ড রিপনের নিকট আবেদনসহ এই আবেদনখানি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে স্যার জ্যাকোবাস ডি ওয়েট কেপটাউনস্থ হাই কমিশনারের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

[২] লর্ড রিপনের নিকট প্রেরিত আবেদন—১৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা স্থাবর সম্পত্তির মালিক হইতে পারে না, যাহারা বিনা পাসে রাজ্যের এক স্থান হইতে অন্যত্র যাতায়াত করিতে পারে না, কেবল যাহাদিগকেই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ঐ দেশে প্রবেশ করা মাত্র তিন পাউণ্ড দশ সিলিং বিশেষ রেজিস্ট্রেশ্যন ফী দিতে হয়, যাহারা ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবার জন্য লাইসেন্স পায় না, যে শহরগুলিতে তাহারা কেবল বাস ও ব্যবসায় করিতে পারে, সেইসব শহর হইতে যাহাদিগকে অবিলম্বে সরিয়া যাইতে হুকুম জারী করা হয়, যাহারা নয়টা বাজিবার পর বাড়ির বাহির হইতে পারে না, এবং যদি সেই নবাগতকে এইসব বিশেষ অধিকারহীনতার কারণগুলি সম্পর্কে অনুমান করিতে বলা হইত, তবে সেই নবাগত ব্যক্তি কি এইসব লোক নিশ্চয় দুর্বৃত্ত নৈরাজ্যবাদী—রাষ্ট্রের ও সমাজের পক্ষে রাজনৈতিক বিপদ-স্বরূপ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন না? তথাপি আবেদনকারীগণ মহামান্য আপনাকে এ বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া বলিতে চাহে যে, যে ভারতীয়রা এইসব সুযোগ-সুবিধাহীনতার জন্য কষ্ট পাইতেছে, তাহারা দুর্বৃত্ত-ও নহে, নৈরাজ্যবাদীও নহে, তাহারা দক্ষিণ আফ্রিকার এবং বিশেষতঃ দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকের, সর্বাপেক্ষা শান্তিপ্রিয় ও আইনানুগ সম্প্রদায়গুলির অন্যতম। কারণ, জোহানেস্‌বার্গে ইয়োরোপীয় জাতিগুলির অন্তর্ভুক্ত এমন সব লোক আছে, যাহারা রাষ্ট্রের পক্ষে প্রকৃত বিপদের কারণ হইয়া উঠিয়াছে; উহাদের জন্য এইমাত্র সেদিনও পুলিস-বাহিনী বাড়াইবার প্রয়োজন হইয়াছে এবং গোয়েন্দা বিভাগের কাজের বোঝা বাড়িয়াছে। কিন্তু এই দিক হইতে জোহানেস্‌বার্গে ভারতীয় সম্প্রদায় রাষ্ট্রের উদ্‌বেগের কোনরূপ কারণ ঘটায় নাই।

এই উক্তির সমর্থনে আবেদনকারীগণ সবিনয়ে মহামান্য আপনাকে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদপত্রগুলি দেখিতে অনুরোধ করিতেছে।

এমন কি যে সক্রিয় আন্দোলনের ফলে ভারতীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতেও ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে এইরূপ কোনও অভিযোগ আনিবার চেষ্টা করা হয় নাই।

ভারতীয়দের বিরুদ্ধে কেবল একটি মাত্র যে অভিযোগ আনা হইয়াছে, তাহা হইল, ভারতীয়রা যথাযথভাবে স্বাস্থ্যনীতি পালন করে না। আবেদন-কারীগণের বিশ্বাস, এই অভিযোগ যে ভিত্তিহীন, তাহা মহামান্য মার্কুইস্‌ অব রিপনের নিকট প্রেরিত আবেদনপত্রে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়া দেখানো হইয়াছে। তথাপি এই অভিযোগের কিছুটা ভিত্তি আছে, এইরূপ ধরিয়া লইলেও, ইহা সুস্পষ্ট যে, ইহা কখনও ভারতীয়গণকে স্থাবর সম্পত্তির মালিক হইতে এবং এই দেশে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে না দেওয়ার কারণ হইতে

পারে না। ভারতীয়গণকে ৩ পাউন্ড ১০ শিলিং বিশেষ ফী দিতে বাধ্য করিবারও ইহা কারণ হইতে পারে না।

ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইতিপূর্বেই দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিক সরকার কতগুলি আইন করিয়াছেন এবং অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের প্রধান বিচারপতি তাঁহার রোয়েদাদ দিয়াছেন। এই রোয়েদাদ মানিবার বাধ্যবাধকতা মহারানীর সরকারের রহিয়াছে।

আবেদনকারীগণের বিনীত বিশ্বাস এই যে, এই সকল আপত্তির উত্তর এই সঙ্গে প্রেরিত আবেদনখানির মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। লণ্ডন কন্‌ভেন্‌শনে মহারানীর সকল ব্রিটিশ প্রজার অধিকারসমূহ বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা হইয়াছে। উহা একটি সর্বজনস্বীকৃত ঘটনা। মহারানীর সরকার ঐ কন্‌ভেন্‌শন হইতে বিচ্যুত হইতে এবং **স্বাস্থ্যনীতি সংক্রান্ত কারণে** সালিস মানিতেও সম্মত হইয়াছেন। এবং আবেদনকারীগণ এই সংবাদ পাইয়াছে যে, কন্‌ভেন্‌শন হইতে বিচ্যুত হইবার এইরূপ সম্মতি মহামান্য আপনার স্থলাভিষিক্ত পূর্ববর্তী ব্যক্তির সহিত আলোচনা না করিয়াই দেওয়া হইয়াছিল। তাই আবেদনকারীগণ বলিতে সাহস করে যে, এই সম্মতি সম্পর্কে ভারত সরকারের কোনও বাধ্য-বাধকতা নাই। এ বিষয়ে ভারত সরকারের সহিত আলোচনা করা যে উচিত ছিল, তাহা স্বতঃই সুস্পষ্ট। এমন কি মহামান্য আপনি যদি আবেদনকারীদের পক্ষ হইতে এখন এই অবস্থায় এবং কেবল এই কারণেই হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক না হন, তবে আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, যে কারণগুলির ফলে সম্মতি দেওয়া হইয়াছিল, সেই কারণগুলি তখন ছিল না বা এখন নাই এবং প্রকৃতপক্ষে মহারানীর সরকারকে ভুল তথ্যাদির দ্বারা বিভ্রান্ত করা হইয়াছিল, কেবল এই ব্যাপারটিই আবেদনকারীগণ কর্তৃক মহামান্য আপনার নিকট হস্তক্ষেপের জন্য প্রার্থনা করিবার এবং মহামান্য আপনার দ্বারা সেই প্রার্থনা পূরণকে ন্যায়সংগত বলিয়া প্রমাণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

এবং ইহার সহিত যেসকল বিষয় জড়িত রহিয়াছে, সেগুলি এতই ভয়ংকর-ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যক যে, স্বাস্থ্যনীতি সংক্রান্ত অভিযোগের বিরুদ্ধে আবেদনকারীদের দৃঢ় অথচ সশ্রদ্ধ প্রতিবাদ স্মরণ রাখিয়া, আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে এই দাবী করিতেছে যে, আগাগোড়া অনুসন্ধান না করিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকস্থ মহারানীর ভারতীয় প্রজাদের প্রতি যাহাতে অন্যায় না হয়, সেরূপ ব্যবস্থা না করিয়া. এই সমস্যাটির মীমাংসা হইতে পারে না।

মহামান্য আপনার মূল্যবান্ সময় আর অধিক নষ্ট না করিয়া আবেদন-কারীগণ পুনরায় মহামান্য আপনাকে ক্রোড়পত্রগুলির প্রতি অখণ্ড মনোযোগ দানের জন্য অনুরোধ জানাইতেছে এবং সর্বশেষে সর্বান্তঃকরণে এই আশা

পোষণ করিতেছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য মহামান্য আপনি অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করিবেন।

এবং এই ন্যায় ও করুণার কার্যটির জন্য আবেদনকারীগণ চিরদিন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে, ইত্যাদি।

একটি মুদ্রিত কপির ফটোস্ট্যাট হইতে।

## ৫৪. নাটাল কাউন্সিলের নিকট আবেদন[১]

ডারবান,
[ ২৬-এ জুন, ১৮৯৫-এর পূর্ববর্তী কোনও সময়ে ]

মাননীয় লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের মাননীয় সভাপতি ও সদস্যগণ সমীপে

নাটাল কলোনিতে ব্যবসায়ীরূপে বাসকারী নিম্নে স্বাক্ষরকারী ভারতীয়-গণের আবেদন

বিনীতভাবে দর্শানো যাইতেছে যে :

এতদ্বারা আবেদনকারীগণ কলোনিস্থ ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে ভারতীয় অভিবাসন (immigration) আইন সংশোধন বিলে আনীত বর্তমান চুক্তির মেয়াদ এবং মেয়াদ শেষ হইবার পর কলোনিতে থাকিবার জন্য প্রত্যেক অধিবাসীর নিকট হইতে বার্ষিক ৩ পাউণ্ড ফী লইবার প্রস্তাব সম্পর্কে আপনাদের মহামান্য পরিষদের নিকট আবেদন করিবার সাহস করিতেছে।

আবেদনকারীগণ শ্রদ্ধার সহিত জানাইতে চাহে যে, উপরে যে দুইটি ধারার কথা বলা হইয়াছে, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে অন্যায় ও অহেতুক।

মিঃ বিন্‌স্‌ ও মিঃ ম্যাসনকে এই ব্যাপারে প্রতিনিধিরূপে ভারতে পাঠানো হইয়াছিল। আবেদনকারীগণ উঁহাদের প্রদত্ত বিবরণী হইতে উদ্‌ধৃত নিম্ন-লিখিত মন্তব্যের প্রতি এই মাননীয় পরিষদের মনোযোগ বিনীতভাবে আকর্ষণ করিতেছে :

> এ বিষয়ে প্রায়ই ভারত সরকারের সম্মতি চাওয়া হইলেও যেখানে কুলীরা গিয়া বসবাস করিতেছে এমন কোনও দেশের ক্ষেত্রেই এ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার চুক্তিবদ্ধকরণের জন্য সম্মতি দেওয়া হয় নাই; এবং চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলেই দেশে ফিরিতে হইবে, এইরূপ বাধ্যতামূলক শর্ত-ও কোনও ক্ষেত্রেই অনুমোদন করা হয় নাই।

[১] আবেদনটি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন তারিখে **দি নাটাল মার্কারি** পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

তাই আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে বলিতে চাহে যে, বিলে আনীত ধারাগুলি সমগ্র ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে প্রচলিত রীতি হইতে পূর্ণ বিচ্যুতি মাত্র, এবং এই বিচ্যুতি অধিকতর মন্দের দিকেই হইয়াছে।

চুক্তি করিবার সময়ে চুক্তিবন্ধ শ্রমিকদের বয়স গড়ে পঁচিশ বৎসর ধরিয়া লইলে এবং শর্ত অনুসারে তাহারা দশ বৎসর কাজ করিবে, এইরূপ আশা করিলে, বুঝা যায় চুক্তিবন্ধ ভারতীয়দের জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ কেবল দাসত্বের মধ্যেই কাটিয়া যাইবে।

কলোনিতে ক্রমাগত দশ বৎসর থাকিবার পর কোনও ভারতীয়ের পক্ষে ভারতে ফিরিয়া যাওয়া নিছক নির্বুদ্ধিতা মাত্র। তখন পুরাতন সকল বন্ধন ও সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে। এইরূপ কোনও ভারতীয় তাহার মাতৃভূমিতে অপেক্ষাকৃত নবাগতরূপেই ফিরিয়া আসিবে। ভারতে কাজ পাওয়া তখন প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিবে। বাজার তো আগেই অত্যধিক ভীড়ে ভরিয়া আছে, এবং তাহার এমন যথেষ্ট পরিমাণ টাকাপয়সাও থাকিবে না যাহাতে সে মূলধন হইতে প্রাপ্ত সুদের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিবে।

দশ বছরের মোট মজুরি হইবে ৮৭ পাউন্ড। যদি চুক্তিবন্ধ ভারতীয় তাহার কাপড়-জামা ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ সারা দশ বছরে মাত্র ৩৭ পাউন্ড খরচ করিয়া ৫০ পাউন্ড জমায়, তবে তাহার ঐ পুঁজি হইতে ভারতের মতো একটি গরীব দেশেও তাহার বাঁচিবার মতো সুদ মিলিবে না। সুতরাং এইরূপ কোনও ভারতীয় যদি দেশে ফিরিয়া যাইতে দুঃসাহসও করে, তবে সে পুনরায় চুক্তিবন্ধ শ্রমিক রূপে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইবে এবং তাহার সমগ্র জীবন দাসত্ববন্ধনেই অতিবাহিত হইবে। উপরন্তু, তাহার যদি পরিবার থাকে, তবে চুক্তিবন্ধ ভারতীয় ঐ দশ বৎসরে তাহার পরিবারের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করিবে। এবং পরিবার আছে এমন কোনও ব্যক্তি এমন কি ৫০ পাউন্ড-ও জমাইতে সক্ষম হইবে না। পরিবার আছে এমন চুক্তিবন্ধ ভারতীয়রা যে কিছুই জমাইতে পারে না, এমন বহু দৃষ্টান্ত আবেদনকারীদের জানা আছে।

দ্বিতীয় ধারা, অর্থাৎ ৩ পাউন্ড দিয়া লাইসেন্স লইবার ব্যবস্থা, সম্পর্কে আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে বলিতে চাহে যে, উহা ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি ও পীড়নের জন্যই করা হইয়াছে। আবেদনকারীদের বিনীত অভিমত এই যে, মহারানীর প্রজাদের মধ্যে একটি শ্রেণীকে, এবং কলোনির হিতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী শ্রেণীকে, কেন যে এইরূপ বিশেষ করভার চাপাইবার জন্য বাছিয়া লওয়া হইল, তাহা বুঝা কঠিন।

আবেদনকারীগণ শ্রদ্ধাসহকারে বিনীতভাবে বলিতে সাহস করিতেছে যে, দশ বৎসর দাসত্ববন্ধনে কাটাইবার পর কলোনিতে স্বাধীনভাবে থাকিবার জন্য

কাহারও উপর এইরূপ গুরু করভার ন্যস্ত করা সাধারণ সুবিচার ও ন্যায়-বোধের নীতিসমূহের অনুসারী নহে।

বিলটি আইনে পরিণত হইবার পরে যে সকল ভারতীয় কলোনিতে আসিবে, কেবল তাহাদের ক্ষেত্রেই ঐ ধারাগুলি প্রযুক্ত হইবে এবং কি শর্তে কাজ করিতে হইবে, তাহা তাহারা জানিয়াই আসিবে, এই যুক্তি দিয়া ঐ ধারাগুলিকে উহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলি হইতে মুক্ত করা যাইবে না। কারণ, আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে বলিতে চাহে যে, যে দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তি হইবে, তাহাদের উভয়ের কাজ করিবার সমান স্বাধীনতা থাকিবে না। দারিদ্র্যের জ্বালায় তাড়িত হইয়া এবং পরিবারের ভরণ-পোষণ অসম্ভব দেখিয়া যে ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হইবার জন্য স্বাক্ষর দিবে, তাহাকে তখন স্বাধীন বলা যাইবে না। আশু অভাব-অভিযোগের তাড়নার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মানুষ যে ইহার অপেক্ষাও অনেক মন্দ কাজ করিতে রাজী হয়, তাহা জানা আছে। তাই আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে আশা ও প্রার্থনা করে যে, উপরে উল্লিখিত ধারাগুলি এই মাননীয় কাউন্সিলের অনুমোদন পাইবে না। এবং এই ন্যায় ও করুণার কার্যটির জন্য আবেদনকারীগণ চিরদিন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

(স্বাক্ষর) আবদুল্লা হাজী আদম
এবং অন্যান্য কতিপয় ভারতীয়

একটি মুদ্রিত কপির ফটোস্ট্যাট হইতে।

## ৫৫. মিঃ চেম্বারলেনের নিকট আবেদন

ডারবান,
[ ১১-ই আগস্ট, ১৮৯৫ ]

মহারানীর প্রধান উপনিবেশ সচিব মাননীয় জোসেফ চেম্বারলেন, লণ্ডন, সমীপে

নাটাল কলোনিতে বাসকারী নিম্নে স্বাক্ষরকারী ভারতীয়গণের স্মারক-লিপি

বিনীতভাবে দর্শানো যাইতেছে যে :

নাটাল কলোনির ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে আবেদনকারীগণ নাটালের মাননীয় লেজিস্‌লেটিভ এসেম্ব্‌লি এবং মাননীয় লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল কর্তৃক সম্প্রতি গৃহীত ভারতীয় অভিবাসন আইন সংশোধন বিলে

চুক্তি সংক্রান্ত বর্তমান ব্যবস্থার যে রদবদল ঘটিয়াছে এবং ঐ আইন অনুসারে চুক্তিবন্ধ ভারতীয়দিগকে কলোনিতে স্বাধীন ভারতীয় হিসাবে থাকিতে হইলে, বার্ষিক ৩ পাউন্ড ফী দিয়া লাইসেন্স লইবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে বিনীতভাবে আপনার নিকট আবেদন করিবার সাহস করিতেছে।

২। উপরোক্ত বিষয় সংক্রান্ত ধারাগুলি যাহাতে পরিত্যক্ত হয়, সেজন্য আবেদনকারীগণ মাননীয় উভয় পরিষদের নিকট সশ্রদ্ধ আবেদন প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু আবেদনকারীগণ দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছে যে, তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। আবেদনগুলির[১] অনুলিপি যথাক্রমে "ক" ও "খ" চিহ্নিত করিয়া এই সঙ্গে পাঠানো হইল।

৩। উক্ত বিষয় সংক্রান্ত ধারাগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

> ধারা ২। এই আইন যেদিন হইতে বলবৎ হইবে, সেদিন এবং তৎপরবর্তী সময়ে ভারতীয় অভিবাসীগণ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় অভিবাসন আইনের ১১ উপধারায় উল্লিখিত উক্ত আইনের 'ক' ও 'খ' তফসিল অনুসারে যে চুক্তি স্বাক্ষর করিবে, তাহাতে নিম্নলিখিত ভাষায় ভারতীয় অভিবাসীগণ কর্তৃক গৃহীত একটি মূলশর্ত থাকিবে :
>
> এবং আমরা আরও স্বীকার করিতেছি যে, চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে বা অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা হইলে আমরা হয় ভারতে ফিরিয়া যাইব, নয় বিভিন্ন সময়ে পর পর চুক্তি করিয়া নাটালে থাকিব; নূতন চুক্তিতে কাজ করিবার মেয়াদ প্রতি বার দুই বৎসর করিয়া হইবার ব্যবস্থা থাকিবে; আরও ব্যবস্থা থাকিবে যে, এই চুক্তি অনুসারে কাজের মেয়াদ শেষ হইবার পর চুক্তিবন্ধ কাজের জন্য বার্ষিক মজুরির হার প্রথম বৎসরে মাসিক ১৬,, দ্বিতীয় বৎসরে মাসিক ১৭,, তৃতীয় বৎসরে মাসিক ১৮,, চতুর্থ বৎসরে মাসিক ১৯,, এবং পঞ্চম বৎসরে ও তৎপরবর্তী বৎসরগুলিতে মাসিক ২০, হইবে।

৬নং ধারায় এইরূপ বলা হইয়াছে :

> এই আইনের ২ উপধারায় লিপিবন্ধ শর্তাবলী গ্রহণ করিয়াছে এমন প্রত্যেক চুক্তি-বন্ধ ভারতীয় ভারতে ফিরিয়া যাইতে না পারিলে, ফিরিয়া যাইতে অবহেলা বা অস্বীকার করিলে বা নাটালে পুনরায় চুক্তিবন্ধ হইলে কলোনিতে থাকিবার জন্য প্রতি বৎসর জিলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত পাস বা লাইসেন্স লইতে বাধ্য থাকিবে এবং এইরূপ পাস বা লাইসেন্সের জন্য সে বার্ষিক ৩ পাউন্ড করিয়া দিবে। এই অর্থ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে ক্লার্ক অব পীস অথবা লাইসেন্সের টাকা আদায়ের জন্য নিযুক্ত অন্য কোনও কর্মচারীর দ্বারা সংগৃহীত হইবে।

উপরে উদ্ধৃত ২ ধারায় যে 'খ' তফসিলের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে কার্যকালের যে বর্ণনা রহিয়াছে, তাহা নিম্নলিখিতরূপ :

> নিম্নে স্বাক্ষরদানকারী.....হইতে নাটালে আগত আমরা এতদ্দ্বারা নাটালে অভিবাসী ভারতীয়গণের সংরক্ষক কর্তৃক যে মনিবের নিকট কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত হইব,

[১] ১৬৭-৭০ এবং ২০৩-৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাহার নিকট কাজ করিতে প্রতিশ্রুতি দিতেছি; এই ব্যবস্থা অনুসারে আমরা আমাদের প্রত্যেকের নামের বিপরীত দিকে উল্লিখিত মজুরি লিখিয়া প্রতি মাসে উহা নগদ পাইব এবং সেইসঙ্গে অন্যান্য ভাতাও পাইব।

৪। উপরোক্ত বিবরণ হইতে ইহা লক্ষিত হইবে যে, যদি আলোচ্য বিলটি আইনে পরিণত হয়, তবে চুক্তিকালীন পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইবার পর কোন চুক্তিবন্ধ ভারতীয় কলোনিতে থাকিতে চাহিলে, হয় তাহাকে চিরকালের জন্য চুক্তিবন্ধ হইয়া থাকিতে হইবে, নয় তাহাকে বার্ষিক ৩ পাউন্ড কর দিতে হইবে; আবেদনকারীগণ কর কথাটি ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিয়াছে; কারণ কমিটি স্তর পার হইবার পূর্বে মূল বিলে এই শব্দটিই ব্যবহৃত হইয়াছিল। আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে বলিতে চাহে যে, করের স্থলে লাইসেন্স নামটি ব্যবহার করিলেই কেবল উহার অপমানকরতা হ্রাস পাইবে না। তবে উহা হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, কলোনির অধিবাসীদের একটি বিশেষ শ্রেণীর উপর মাথা পিছু একটি বিশেষ কর ধার্য করা যে ব্রিটিশ ন্যায়বোধের বিরোধী, বিলের রচয়িতারা তাহা জানেন।

৫। এখন আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত বলিতে চাহে যে, চুক্তির মেয়াদ পাঁচ বৎসর হইতে বাড়াইয়া কার্যতঃ অনির্দিষ্ট কালের জন্য করা অতিশয় অন্যায়। বিশেষতঃ এই কারণে অন্যায় যে, চুক্তিবন্ধ ভারতীয়ের দ্বারা সংরক্ষিত বা প্রভাবিত শিল্প সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অহেতুক।

৬। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নাটাল সরকার ভারতে যে কমিশন পাঠাইয়াছিলেন এবং যে প্রতিনিধিদের লইয়া ঐ কমিশন গঠিত হইয়াছিল, সেই মিঃ বিন্‌স্‌ ও মিঃ ম্যাসনের প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই ধারাগুলির উদ্ভব হইয়াছে। সেই রিপোর্টে এইরূপ আইন প্রণয়নের কারণগুলি "১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের অভিবাসীগণের সংরক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক বিবরণীর" ২০ ও ২১ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। প্রতিনিধিদের প্রদত্ত রিপোর্ট হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিতে আবেদনকারীগণ সাহস করিতেছে :

> যে দেশে স্থানীয় অধিবাসীরা সংখ্যায় ইয়োরোপীয়দের অপেক্ষা এতো বেশী, সেখানে ভারতীয়গণের অপরিমিত সংখ্যায় বসবাস বাঞ্ছনীয় নহে এবং সাধারণতঃ লোকে এইরূপ চাহে যে, ভারতীয়দের চুক্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হইলেই ভারতীয়রা ভারতে ফিরিয়া যাইবে। ইতিপূর্বেই কলোনিতে ২৫,০০০ স্বাধীন ভারতীয় বসবাস করিয়াছে; তাহাদের অনেকেই ভারতে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নষ্ট হইতে দিয়াছে; এই হিসাবের মধ্যে সুপ্রচুরসংখ্যক বেনিয়া ব্যবসায়ী অধিবাসীকে ধরা হয় নাই।

৭। সুতরাং এই বিশেষ ব্যবস্থার কারণগুলি রাজনৈতিক মাত্র। যথার্থ বলিতে কি, জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধির কোন প্রশ্নই নাই। একটি নবাবিষ্কৃত

দেশে যেখানে এখনও সুবিস্তৃত বহু অঞ্চল অনধ্যুষিত ও অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে, সেখানে এইরূপ কোন প্রশ্ন থাকিতেই পারে না।

৮। পুনরায়, ঐ একই রিপোর্টে প্রতিনিধিগণ নিম্নলিখিতরূপ উক্তি করিয়াছেন :

আরবগণ সকলেই ব্যবসায়ী, তাহারা কেহ শ্রমিক নহে। আরবদের সম্পর্কে ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের মধ্যে একটি প্রবল বিরুদ্ধ মনোভাব রহিয়াছে। কিন্তু আরবদের অধিকাংশই ব্রিটিশ প্রজা এবং তাহারা কোনও চুক্তি অনুসারে কলোনিতে আসে নাই। তাই তাহাদের ক্ষেত্রে যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা যায় না, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে।

* * *

কুলীরা কোনরূপ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ইয়োরোপীয়দের সহিত প্রতিযোগিতায় নামে নাই। উপকূল অঞ্চলে বাগিচাগুলি অবস্থিত। উপকূল অঞ্চলে ইয়োরোপীয়দের পক্ষে ক্ষেতের কাজ অসম্ভব। এবং কুলী ও দেশীয় অধিবাসী ছাড়া তাহাদের ভৃত্যের সংখ্যাও অতি সামান্য।

* * *

যদিও আমাদের সুদৃঢ় অভিমত এই যে, এ পর্যন্ত যে সকল শ্রমজীবী ভারতীয় **বসবাস করিয়াছে (বড় হরফ আবেদনকারীদের)**, তাহারা কলোনির প্রচুর উপকারেই আসিয়াছে। আমরা ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার দেশীয় অধিবাসী সংক্রান্ত অমীমাংসিত বৃহৎ সমস্যার সম্মুখীন হইয়া, বর্তমানে যে উদ্বেগ অনুভূত হইতেছে, তাহাতে অংশ গ্রহণ না করিয়া পারি না। কুলীদের একটি বৃহৎ অংশ যদি তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইবার জন্য যে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, তাহা গ্রহণ করিত, তাহা হইলে আশঙ্কার কারণ হ্রাস পাইত।

৯। আবেদনকারীগণ শ্রদ্ধার সহিত বলিতে চাহে যে, এই উদ্ধৃতি-গুলিতে কলোনিতে **মুক্তিপ্রাপ্ত ভারতীয়গণের** বসবাস সংকোচ করিবার জন্য গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের কারণগুলি কতকাংশে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐ উদ্ধৃতিগুলি উহার বিপরীতই প্রমাণ করিতেছে। এই আবেদনকারীগণের অধিকাংশই ব্যবসায়ী শ্রেণীভুক্ত। তাহারা "কোনরূপ চুক্তি অনুসারে কলোনিতে যায় না।" তাহাদের ক্ষেত্রে যদি হস্তক্ষেপ করা না যায়, তবে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের বেলায় হস্তক্ষেপ করা **আরও** যায় না। চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়রাও ব্রিটিশ প্রজা। তাহাদিগকে, বলিতে গেলে, আমন্ত্রণ করিয়া কলোনিতে আনা হইয়াছে। এবং তাহাদের **বসবাস** (প্রতিনিধিদের নিজেদের কথায়) "কলোনির প্রচুর উপকারেই আসিয়াছে।" সুতরাং কলোনির অধিবাসীদের শুভেচ্ছা ও মনোযোগের উপর তাহাদের বিশেষ দাবী রহিয়াছে।

১০। আর যদি 'কুলীরা' "ইয়োরোপীয়দের সহিত উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রতিযোগিতায় না নামে", তবে, আবেদনকারীরা বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করে যে, চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের শান্তিতে থাকিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের পথে

বাধা সৃষ্টির জন্য ব্যবস্থাবলী গ্রহণের কি ন্যায়সংগত যুক্তি থাকিতে পারে? চুক্তিবন্ধ ভারতীয়দিগকে সমাজের বিপজ্জনক অংশে পরিণত করিতে পারে এমন কোনও বিশেষ চারিত্রিক ত্রুটি তাহাদের নিশ্চয়ই নাই। ভারতীয় জাতির শান্তিপ্রিয় মনোভাব ও অমায়িকতা কিংবদন্তীতে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের উপরে যাঁহারা প্রভুত্ব করেন, তাঁহাদের প্রতি আনুগত্য তাহাদের চরিত্রের কম লক্ষণীয় দিক নহে। অন্যরূপ কিছু বলিতে প্রতিনিধিদের মুখেও বাধিয়াছে; সংরক্ষক (Protector) নিজেও অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। ঐ একই পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠায় তাঁহার বিবরণীতে তিনি বলিতেছেন:

> আমি জানি, অনেকে জাতি হিসাবে ভারতীয়দের নিন্দা করেন। কিন্তু তাঁহারাও যদি চারিদিকে চোখ মেলিয়া দেখেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, শত শত এই সকল ভারতীয় সততার সহিত শান্তিপূর্ণভাবে নিজ নিজ উপযোগী ও বাঞ্ছনীয় কাজগুলি করিয়া যাইতেছে।

* * *

> আমি সানন্দে একথা বলিতে পারি যে, সাধারণতঃ কলোনির অধিবাসী ভারতীয়রা সমাজের একটি সমৃদ্ধ, উদ্‌যোগী ও আইনানুগ অংশ ক্রমাগতই গড়িয়া তুলিতেছে।

১১। বিলের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনাকালে মাননীয় এটর্নি জেনারেল এইরূপ উক্তি বলিয়া জানা গিয়াছে:

> কোনও শ্রমশিল্পের ক্ষতি করিয়া শ্রমিক আমদানি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু স্থানীয় শ্রমশিল্পগুলির উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে শ্রমিক সরবরাহের জন্যই এই সকল ভারতীয়কে আনা হইয়াছিল। বিভিন্ন রাজ্যে যে দক্ষিণ আফ্রিকান জাতি গড়িয়া উঠিতেছে, ইহারা তাহার অংশ হইয়া উঠুক, তাহা চাওয়া হয় নাই।

১২। বিজ্ঞ এটর্নি-জেনারেলের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা রাখিয়াই আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে বলিতে চাহে যে, উপরোক্ত মন্তব্যগুলি আলোচ্য ধারাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিন্দনীয় করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহারা এইরূপ বিশ্বাস করিতে সাহস করে যে, মহারানীর সরকার ঐ বিল মঞ্জুর করিয়া এইরূপ মন্তব্যগুলিকে সমর্থন করিবেন না।

১৩। আবেদনকারীগণ এইরূপ ভাবিতে সাহস করে যে, মানুষকে চিরকালের জন্য দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে চাহে, এমন কোনও ব্যবস্থাকে ব্রিটিশ সংবিধানের অন্তর্নিহিত নীতি সমর্থন করিতে পারে না। বিনীত-

ভাবে বলা যায় যে, ঐ বিল যদি পাস হয়, তবে ঐ ব্যবস্থাই যে ঘটিবে, তাহা স্বতঃই সুস্পষ্ট।

১৪। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে তারিখে সরকারী মুখপত্র **দি নাটাল মার্কারি** এইভাবে এই ব্যবস্থার যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন :

> যাহা হউক, কলোনির অধিবাসীদের সাহায্য করিবার জন্য ভালো মজুরি দিয়া যে সব লোককে আনা হইয়াছিল, তাহাদিগকে চুক্তি ভঙ্গ করিতে দিতে সরকার রাজী হইতে পারেন না। তাহারা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনও শর্তে নহে—কলোনির অধিবাসীদিগকে সেবা করিবার জন্যই আনীত হইয়াছিল; সেই কলোনির অধিবাসীদের বিরুদ্ধেই তাহারা প্রতিযোগী রূপে থাকিবে, সরকার ইহাতে কখনও রাজী হইতে পারেন না। ইহার ব্যতিক্রম করিলে তাহার অর্থ হইবে ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে সকল পার্থক্য ঘুচাইয়া দেওয়া এবং আইন ও ন্যায়বিচারকে নীরবে অস্বীকার করা। ইহাতে কোনরূপ কঠোরতা নাই, কোনও কঠোরতা অবলম্বনের ইচ্ছাও নাই; নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধিতে নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে, এমন কিছুই নাই।

১৫। শ্রমিকরূপে কাজ করিবার পর—চুক্তির মেয়াদের মধ্যে নহে, মেয়াদ শেষ হইবার অনেক পরে—**অতি সামান্য সংখ্যক** ভারতীয় কলোনিতে ব্যবসায় করিবার দুঃসাহস করে বলিয়া ভারতীয়দের বিরুদ্ধে দায়িত্বশীল মহলের অনেকের মধ্যে যে কিরূপ মনোভাব রহিয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য আবেদন-কারীগণ উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি দিয়াছে।

১৬। আবেদনকারীগণ নিঃসংশয়ে বোধ করে যে, কলোনির হিতের জন্য তাহারা অপরিহার্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাদিগকে হয় চিরকালের জন্য দাসত্ববন্ধনে থাকিতে, নয়—৯-৫-৯৫ তারিখের **দি নাটাল এডভার্টাইজার** পত্রিকার ভাষায় বার্ষিক ৩ পাউন্ড কর দিয়া "স্বাধীনতা ক্রয় করিতে" নির্দেশ দিয়া যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা "কঠোরও নহে, অন্যায়ও নহে", এই মত মহারানীর সরকার কর্তৃক গৃহীত হইবে না।

১৭। এই ধারাগুলির অন্যায্যতা এতই স্পষ্ট ও প্রবল যে, এমন কি **দি নাটাল এডভার্টাইজারের** মতো একখানি সংবাদপত্র, যাহা ভারতীয়দের প্রতি আদৌ অনুকূল নহে, তাহাও এই অন্যায্যতা বোধ করিয়াছে এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে নিম্নলিখিত ভাষায় ইহা প্রকাশ করিয়াছে :

> বিলের শাস্তিমূলক ধারাটি গোড়ায় কার্যতঃ এইরূপ ছিল যে, কোনও ভারতীয় ভারতে ফিরিতে অপারক হইলে 'সরকারকে একটি বার্ষিক কর' দিবে। মঙ্গলবার এটর্নি-জেনারেল প্রস্তাব করিলেন যে, ইহা পরিবর্তন করিয়া এইরূপ লিপিবদ্ধ করা হউক : 'কলোনিতে থাকিবার জন্য পাস বা লাইসেন্স লইবে এবং সেজন্য ৩ পাউন্ড দিতে হইবে।' এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে পূর্বের অপেক্ষা ভালোই হইয়াছে এবং একই

উদ্দেশ্য অপেক্ষাকৃত অল্প অপ্রিয় ভাষায় সাধিত হইয়াছে। তবে কুলী বসবাসকারীদের উপর এই বিশেষ কর ধার্য করিবার প্রস্তাব হওয়ায় একটি বড় প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। যদি সাম্রাজ্যের এক অংশ হইতে আগত কুলীদের উপর এইরূপ অসুবিধা আরোপ করা হয়, তবে নিশ্চয় ইহাকে বিস্তৃততর করিয়া সাম্রাজ্যের সহিত কোনও সম্পর্ক নাই এমন অ-ইয়োরোপীয় জাতির লোকদের—যেমন চীনা, আরব, রাজ্যের বাহির হইতে আগত কাফ্রী ও এই ধরনের সকল আগমনকারীর উপরও আরোপ করা উচিত। এইভাবে মনোযোগ দানের জন্য কেবল কুলীদিগকেই বিশেষভাবে বাছিয়া লওয়া এবং অন্যান্য বিদেশীয়দিগকে রেহাই দিয়া, বিনা অসুবিধায় বসবাস করিতে দেওয়া ন্যায়সংগত ব্যবস্থা নহে। যদি বিদেশীয়দের উপর করভার একান্তই চাপাইতে হয়, তবে, আমরা পছন্দ করি বা না করি, যাহারা আমাদের মত একই সার্বভৌম শাসকের প্রজারূপে রহিয়াছে, তাহাদের উপর দিয়া আরম্ভ না করিয়া, এখানকার যে সকল জাতি তাহাদের স্বদেশে ব্রিটিশ পতাকাতলে নাই, তাহাদের উপর দিয়াই আরম্ভ করিতে হইবে। আমাদের সহিত যাহারা একই সার্বভৌম শাসনে রহিয়াছে, তাহাদের উপর বিশেষ কোনও অসুবিধা সর্বপ্রথমে নহে, সর্বশেষেই আরোপ করা উচিত হইবে।

১৮। আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, ব্যবস্থাটি কোনও বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিরই মনঃপুত হয় নাই। যতোই অনিচ্ছাসত্ত্বে হউক না কেন, অনির্দিষ্ট কালের জন্য চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি বা বাধ্যতামূলক প্রত্যাবর্তন মঞ্জুর করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইতে, ভারত সরকারকে নাটাল সরকারের প্রতিনিধিরা যে কিভাবে সম্মত করাইলেন, তাহা আবেদনকারীগণ জানে বলিয়া বলিতে পারে না। তবে আবেদনকারীগণ সাহসের সহিত ইহা আশা করে যে, চুক্তিবন্ধ ভারতীয়দের পক্ষ হইতে এখানে যে বিষয়টি উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা মহারানীর সরকার ও ভারত সরকার উভয়ের মনোযোগ লাভ করিবে এবং একতরফা কমিশনের প্রস্তাব ও সুপারিশের কারণে কোনপ্রকার অনুমোদন দিয়া চুক্তিবন্ধ ভারতীয়দের স্বার্থের ক্ষতিসাধনের সুযোগ দেওয়া হইবে না।

১৯। হাতের কাছে প্রাসঙ্গিক প্রমাণরূপে, আবেদনকারীগণ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে নাটালের মহামান্য গভর্নরের নিকট লিখিত মহামান্য ভাইসরয়ের পত্র হইতে নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃত করিবার অনুমতি চাহিতেছে :

চুক্তি শেষে কোনও অভিবাসীর পক্ষে নিজের ইচ্ছামতো কলোনিতে বসবাস করিবার যে ব্যবস্থা বর্তমানে রহিয়াছে, তাহা থাকাই আমি নিজে অধিকতর পছন্দ করি এবং ব্রিটিশরাজের কোনও প্রজাকে ব্রিটিশ পতাকার অধীন কোনও উপনিবেশে বসবাসের অধিকার হইতে বঞ্চিত করে এমন কোনও ব্যবস্থার প্রতি আমার সহানুভূতি নাই। কিন্তু বর্তমানে নাটাল কলোনিতে ভারতীয় বসবাসকারীদের প্রতি যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০-শে জানুয়ারি তারিখে প্রতিনিধিদল পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লিখিত যে সকল প্রস্তাব ('ক' হইতে 'চ' পর্যন্ত)

লিপিবন্ধ করিয়াছেন, সেগুলি আমি নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি থাকিবার শর্তে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। যথা,

(ক) কুলী যখন প্রথম সংগৃহীত হইবে, তখন সে যদি পূর্বের ন্যায় একই শর্তে পুনরায় চুক্তিবন্ধ হইতে ইচ্ছা না করে, তবে তাহার চুক্তির মেয়াদ শেষ হইবার মধ্যে বা অব্যবহিত পরে তাহাকে ভারতে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

(খ) কোনও কুলী ফিরিতে অসম্মত হইলে তাহাকে কোনক্ষেত্রে ফৌজদারী আইন অনুসারে দণ্ডিত করা চলিবে না; এবং

(গ) নূতন চুক্তিগুলি দুই বৎসরের জন্য করা হইবে, এবং প্রথম চুক্তির এবং পরবর্তী প্রত্যেক নূতন চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে অভিবাসীকে বিনা খরচে দেশে ফিরিবার সুযোগ দিতে হইবে।

বর্তমান ব্যবস্থায় যে সকল পরিবর্তন আমি মহারানীর সরকারের অনুমোদন সহ মঞ্জুর করিতে প্রস্তুত আছি, তাহা সংক্ষেপে নিম্নোক্তরূপ হইবে[১] :

২০। আবেদনকারীগণ স্বস্তির সহিত লক্ষ্য করিয়াছে যে, মহারানীর সরকার এখনও প্রতিনিধিদলের পরামর্শগুলি অনুমোদন করেন নাই।

২১। বাধ্যতামূলক প্রত্যাবর্তন অথবা পুনরায় চুক্তিবন্ধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ যে এই পরিকল্পনাটির সূচনা হইতেই কিরূপ ঘোর অন্যায় ছিল, তাহা আরও দেখাইবার জন্য আবেদনকারীগণ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নাটালে যে অভিবাসন কমিশন বসিয়াছিল, তাহাতে প্রদত্ত সাক্ষ্য এবং তাহার বিবরণ হইতে উদ্ধৃতি দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে।

২২। অন্যতম কমিশনার মিঃ জে. আর. সন্ডার্স্ এ বিষয়ে নিজ মতামত তাঁহার অতিরিক্ত বিবরণীতে নিম্নলিখিত ভাষায় দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন :

চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে যদি ভারতীয়রা পুনরায় চুক্তিবন্ধ না হয়, তবে তাহাদিগকে জোর করিয়া ভারতে পাঠাইবার জন্য আইন পাস করা সম্পর্কে কমিশন কোনরূপ সুপারিশ না করিলেও, এইরূপ কোনও চিন্তাকে আমি দৃঢ়তার সহিত নিন্দা করিতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যাঁহারা এইরূপ কোনও পরিকল্পনার পক্ষে এখন ওকালতি করিতেছেন, তাঁহারা যখন বুঝিবেন ইহার অর্থ কি, তখন তাঁহাদের অনেকে আমার মতোই এই পরিকল্পনা ত্যাগ করিবেন। বাহির হইতে ভারতীয়দের আগমন বন্ধ করুন এবং তাহার ফলাফলের সম্মুখীন হউন, কিন্তু অন্যায় করিবার চেষ্টা করিবেন না। ই⁻ যে মহা অন্যায়, তাহা আমি প্রমাণ করিয়া দেখাইতে পারি।

ইহা ভৃত্যদের হইতে (ভালো ও মন্দ উভয় প্রকার) সর্বাধিক কাজ আদায় করিয়া তাহাদের প্রাপ্য পুরস্কার ভোগ করিতে না দেওয়া ছাড়া আর কি! আমাদের মঙ্গলের

[১] মূল কপিতে সংক্ষিপ্তসারটি নাই।

জন্য যখন তাহাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিনগুলি ব্যয়িত হইয়াছে, তখন তাহাদিগকে জোর করিয়া ফেরত পাঠানো (আমরা যদি পারিতাম, কিন্তু তাহা আমরা পারি না)। কোথায় পাঠানো ? কেন, যে অনাহারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাহারা তরুণ বয়সে পলাইয়া আসিয়াছিল, সেই অনাহারের মুখে পাঠানো। শাইলকের মতো আমরা এক পাউন্ড মাংস লইতে চাহিতেছি, এবং শাইলকের মতোই আমরা পাইবার আশা করিতে পারি—শাইলকের পুরস্কার।

যদি চান, তবে বাহির হইতে ভারতীয়দের আগমন বন্ধ করুন। যদি এখন যথেষ্ট খালি বাড়ি না পাওয়া যায়, তবে আরব ও ভারতীয় বাসিন্দাদিগকে,—যাহারা ঐসব বাড়িতে বাস করে, এবং যাহারা অর্ধেকেরও উপর জনহীন এই দেশের উৎপাদন ও উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছে—তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া আরও বাড়ি খালি করুন। কিন্তু, আসুন, অনুসন্ধানের এই একটি শাখাতেই ফলাফল লক্ষ্য করিয়া দেখি। অন্যান্য শাখার অনুসন্ধানের সময় ইহাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যাইবে। লক্ষ্য করিয়া দেখুন—ভাড়াটেহীন হইয়া এই খালি বাড়িগুলি সম্পত্তি ও জামানতের মূল্য কিভাবে কমাইয়া দিবে—কিভাবে ইহা হইতে গৃহনির্মাণের ব্যবসায় এবং গৃহনির্মাণের ব্যবসায়ের উপর নির্ভরশীল অন্যান্য ব্যবসায় ও সরবরাহের দোকান-গুলি অচল হইয়া পড়িবে—সেই সঙ্গে কিভাবে শ্বেতাঙ্গ যন্ত্রবিদ্‌দের চাহিদা হ্রাস পাইবে এবং তৎসহ এতগুলি মানুষের ব্যয়শক্তি কমিবে, তৎপরে কিভাবে রাজস্ব-হ্রাস দেখা দিবে, ছাটাই বা করবৃদ্ধির কিংবা উভয়েরই প্রয়োজন ঘটিবে। আসুন, আমরা এইসব ও অন্যান্য ফলাফলের—সেগুলির সংখ্যা এতই অধিক যে বিশদভাবে হিসাব করিয়া দেখানো সম্ভব নহে—সম্মুখীন হই। তাহা সত্ত্বেও যদি আমাদের ভিতর অন্ধ জাতীয় ভাবপ্রবণতা ও ঈর্ষা প্রাধান্য লাভ করে, তবে তাহাই হউক। কলোনি বাহির হইতে ভারতীয়দের আগমন বন্ধ করিতে পারে, এবং সম্ভবতঃ কিছুসংখ্যক "জনপ্রিয়তা-সন্ধানী" ব্যক্তি যেমনটি চান, তাহার অপেক্ষা অনেক সহজে ও চিরতরে বন্ধ করিতে পারে। কিন্তু কাজ ফুরাইলে মানুষকে তাড়াইয়া দেওয়া, কলোনি এই কাজ করিতে পারে না। এবং এইরূপ করিবার চেষ্টার দ্বারা একটি কলঙ্কহ[illegible] নামে কলঙ্ক লেপন না করিবার জন্য আমি অনুরোধ ও আহ্বান জানাইতেছি।

২৩। প্রাক্তন লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের প্রাক্তন সদস্য এবং বর্তমান এটর্নি-জেনারেল (মাননীয় মিঃ এস্‌কোম্ব্‌) কমিশনে সাক্ষ্যদান-কালে বলেন (পৃঃ ১৭৭) :

মেয়াদ ফুরাইয়া গিয়াছে এমন-সব ভারতীয়দের সম্পর্কে বলিতে গেলে, আমি মনে করি না যে, অপরাধের জন্য নির্বাসনে পাঠানো ছাড়া কাহাকেও পৃথিবীর কোনও অংশে যাইতে বাধ্য করা উচিত হইবে; এই প্রশ্ন সম্পর্কে আমি অনেব কিছুই শুনিয়াছি; এই বিষয়ে ভিন্নতর মনোভাব গ্রহণের [illegible] আমাকে বার বার বলা হইয়াছে, কিন্তু আমি তাহা পারি নাই। **বাহ্যতঃ তাহার সম্মতি লওয়া হইলেও, কার্যতঃ প্রায়শঃই তাহার বিনা সম্মতিতেই** (বড় হরফ আবেদনকারীদের) একটি লোককে এখানে আনা হইয়াছে। লোকটি তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাঁচ বৎসর এখানেই দিয়াছে। এখানে তাহার নূতন বন্ধন গড়িয়া উঠিয়াছে, পুরাতন বন্ধনগুলির কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে;

সম্ভবতঃ এখানে সে একটি ঘর-ও বাঁধিয়াছে। ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে আমার ধারণা অনুসারে, এখন তাহাকে ফেরত পাঠানো চলিতে পারে না। ভারতীয়গণকে যথাসম্ভব খাটাইয়া লইবার পর তাড়াইয়া দেওয়া অপেক্ষা এদেশে তাহাদের আর আমদানি বন্ধ করাই বহুগুণে ভালো। কলোনি বা কলোনির অংশবিশেষ ভারতীয়দিগকে চাহে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহারা বাহির হইতে ভারতীয়দের এখানে আগমনের ফলাফলও এড়াইতে চাহে। আমি যতদূর জানি, ভারতীয়রা কোনও ক্ষতি করে না; অনেক দিক হইতে তাহারা অনেক উপকারই করে। যে লোক পাঁচ বৎসর সৎভাবে কাটাইয়াছে, তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়ার কোনও যুক্তি আছে বলিয়া আমি জানি না। অপরাধী না হইলে, পাঁচ বৎসর কাজ করিবার পর ভারতীয়দিগকে পুলিসের তত্ত্বাবধানে রাখা উচিত বলিয়া আমি মনে করি না। ইয়োরোপীয়দিগকে যদি পুলিসের তত্ত্বাবধানে রাখা না হয়, তবে আরবদিগকে পুলিসের তত্ত্বাবধানে কেন রাখা হইবে, তাহা আমি বুঝি না। অনেক আরবের ক্ষেত্রেই আবার ব্যাপারটি হাস্যকর। তাহাদের প্রচুর ধন-সম্পদ্ এবং বহু প্রতিপত্তিশালী বন্ধু-বান্ধব আছে। অন্যদের তুলনায় তাহাদের সহিত কাজ-কারবার যদি অধিকতর লাভজনক হয়, তবে তাহা সর্বদাই করা হইবে।

২৪। আবেদনকারীরা উপরোক্ত অংশের প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহে, এবং সেই সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ না করিয়া পারে না যে, দশ বৎসর পূর্বে যে ভদ্রলোক উপরোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনিই এখন সদস্যরূপে আলোচ্য বিলটি উত্থাপন করিয়াছেন।

২৫। বাধ্যতামূলক প্রত্যাবর্তন বা পুনরায় চুক্তিকরণ সম্পর্কে অনুমোদন দানের জন্য ভারত সরকারকে রাজী করাইতে মিঃ এইচ. বিন্স্ মিঃ ম্যাসনের সহিত অন্যতম প্রতিনিধিরূপে গিয়াছিলেন। তিনি কমিশনের সমক্ষে তাঁহার সাক্ষ্যে নিম্নলিখিতরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন :

আমি মনে করি, চুক্তির মেয়াদ-শেষে সকল ভারতীয়কেই ভারতে ফিরিযা যাইতে বাধ্য করিবার যে পরিকল্পনাটি উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে ভাবতীয় অধিবাসীদের প্রতি সর্বাপেক্ষা অবিচার করা হইয়াছে এবং ভারত সরকার ইহা কখনও মঞ্জুর করিবেন না। আমার মতে এখানকার স্বাধীন ভারতীয় অধিবাসীরা সমাজের সর্বাপেক্ষা উপযোগী অংশ। তাহাদের একটি বৃহৎ অংশ—সাধারণতঃ যতটা বৃহৎ মনে করা হয়, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী বৃহৎ—কলোনির সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে, বিশেষতঃ তাহারা শহর ও গ্রাম-গুলিতে গৃহভৃত্যের কাজ করিতেছে। যখন এইসব স্বাধীন ভারতীয় অধিবাসীরা এখানে ছিল না, তখন পিটারমারিৎস্‌বার্গ ও ডারবানে ফল, শাক-সবজি ও মাছ জুটিত না। এখন ঐ সকল জিনিস পুরা মাত্রায় সরবরাহ হইতেছে। ইয়োরোপ হইতে যে সকল অভিবাসী আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কখনও আমরা বাজারের উপযোগী চাষ-আবাদ করিবার ও মৎস্যজীবী হইবার ইচ্ছা দেখি নাই, এবং আমার মত এই যে, স্বাধীন ভারতীয় অধিবাসীরা না থাকিলে দশ বৎসর পূর্বে পিটারমারিৎস্‌বার্গ ও ডাববানের বাজারগুলিতে সরবরাহের ক্ষেত্রে যে দুরবস্থা ছিল, তাহাই পুনরায় এখন দেখা দিবে। (১৫৫-১৫৬ পৃষ্ঠা)।

২৬। বর্তমান প্রধান বিচারপতি এবং তৎকালীন এটর্নি-জেনারেল এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন :

> কলোনিতে ভারতীয়গণকে আইনাবলীর যে সকল শর্তে আনা হইয়াছে, তাহার কোনরূপ পরিবর্তনে আমার আপত্তি আছে। আমার মতে, যে সংখ্যক ভারতীয়কে আনা হইয়াছে, তাহাদের একটি বৃহৎ অংশ শ্বেতাঙ্গ বহিরাগতদের ব্যর্থতার ফলে উপকূল অঞ্চলে নিযুক্ত হইয়াছে। সেখানে তাহারা জমি আবাদ করিয়াছে। তাহারা না আসিলে এই অঞ্চল অনাবাদী পড়িয়া থাকিত। সেখানে তাহারা যে সকল ফসল ফলাইয়াছে, তাহাতে কলোনির অধিবাসীদের প্রকৃত উপকার হইয়াছে। যাহারা ভারতে ফিরিয়া যাইবার ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে নাই, তাহাদের অনেকে বিশ্বস্ত ও যোগ্য গৃহভৃত্যরূপে কাজ করিতেছে। (৩২৭ পৃষ্ঠা)।

২৭। কলোনির বহু প্রখ্যাত ব্যক্তি এই ব্যবস্থা সম্পর্কে কিরূপ চিন্তা করিয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্য এই একই সুবৃহৎ বিবরণী ও সাক্ষ্য হইতে আরও বহু উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতে পারে।

২৮। আবেদনকারীগণ মিঃ বিনস্ ও মিঃ ম্যাসনের রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত অংশের প্রতিও আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহে :

> কুলীরা যে সকল দেশে গিয়াছে, এ পর্যন্ত বার বার ভারত সরকারের অনুমতি চাওয়া সত্ত্বেও সেগুলির কোনটিকেই দ্বিতীয়বার চুক্তির বিষয়ে সম্মতি দেওয়া হয় নাই এবং কোনও ক্ষেত্রেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হইবার পর বাধ্যতামূলক প্রত্যাবর্তনের শর্ত মঞ্জুর করা হয় নাই।

২৯। এই ব্যবহার সমর্থনে কলোনিতে বলা হইয়াছে যে, যখন দুই পক্ষ স্বেচ্ছায় কিছু করিবার জন্য চুক্তি করে, তখন তাহাতে অন্যায় কিছু হইতে পারে না, এবং নাটালে আসিবার পূর্বে ভারতীয়গণ জানিতে পারিতেছে যে, তাহাদিগকে কি শর্তে নাটালে যাইতে হইবে। এই বিষয়টি মাননীয় এসেম্বলি ও মাননীয় কাউন্সিলের নিকট প্রেরিত আবেদনে আলোচনা করা হইয়াছে এবং আবেদনকারীগণ পুনরায় একথা বলিতে সাহস করিতেছে যে, চুক্তিকারী দুই পক্ষের অবস্থা সমান না হওয়ায় এই প্রস্তাব আদৌ কার্যতঃ প্রযোজ্য হইতে পারে না। কোনও ভারতীয় যখন—মিঃ সন্ডার্সের ভাষায়—"অনাহারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য" চুক্তি করিতে রাজী হইতেছে, তখন তাহাকে স্বাধীন চুক্তিকারী বলা যায় না।

৩০। এই সেদিনও, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে, ভারতীয়রা যে অপরিহার্য ছিল, সে সম্পর্কীয় সাক্ষ্য পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত "সংরক্ষকের বিবরণীতে" আলোচিত হইয়াছে। ১৫ পৃষ্ঠায় সংরক্ষক বলিতেছেন :

> যদি স্বল্পকালের জন্যও সমগ্র ভারতীয় অধিবাসীকে এই কলোনি হইতে সরাইয়া লওয়া সম্ভব হয়, তবে আমার সুদৃঢ় ধারণা এই যে, বর্তমানে যে সকল শ্রমশিল্প

রহিয়াছে, সেগুলির প্রত্যেকটিই কেবল নির্ভরযোগ্য শ্রমিকের অভাবেই ভাঙিয়া পড়িবে। এই বিষয়টি এড়াইয়া যাইবার কোনও উপায় নাই যে, এদেশীয় লোকেরা সাধারণতঃ এই সব কাজ করিবে না; সুতরাং সমগ্র কলোনিতে সাধারণভাবেই স্বীকৃত হইয়াছে যে, শ্রমিকরূপে ভারতীয়দিগকে বাদ দিয়া কৃষি বা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পই সাফল্যের সহিত চালানো সম্ভব হইবে না; কেবল তাহাই নহে, নাটালের প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারকেই তখন গৃহভৃত্য ছাড়াই থাকিতে হইবে।

৩১। আবেদনকারীরা বলিতে চাহে যে, যাহাকে অভিজ্ঞ অভিমত বলা যাইতে পারে, শুরু হইতে আজ পর্যন্ত তাহার প্রায় সকল ধারাই যদি ভারতীয়-গণের উপযোগিতা প্রমাণ করিয়া দেখায়, তবে এইরূপ লোকদিগকে চিরদিনের জন্য দাসত্ববন্ধনে রাখা বা, তাহারা দিতে পারুক বা না পারুক, তাহাদিগকে বৎসরে ৩ পাউন্ড করিয়া কর দিতে বাধ্য করা, খুব কম করিয়া বলিতে গেলেও, পূর্ণ পক্ষপাতিত্ব ও স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছু নহে।

৩২। আবেদনকারীরা শ্রদ্ধার সহিত এই বিষয়ে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহে যে, এই বিল যদি আইনে পরিণত হয়, তবে বাহির হইতে লোক আনিবার উদ্দেশ্যটিই সকল দিক দিয়া ব্যর্থ হইবে। ভারতীয়দিগকে যদি পরিশেষে বৈষয়িক ব্যাপারে উন্নত হইতে সক্ষম করিবার জন্য ইহা করা হয়, তবে তাহাদিগকে চিরদিনের জন্য চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় থাকিতে বাধ্য করিবার ফলে সে উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইবে। যদি ভারতের অত্যধিক জনবহুল অঞ্চল-গুলিকে জনভার হইতে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য ইহা করা হয়, তবে সেই উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইবে। কারণ, বিলটির উদ্দেশ্য হইল কলোনিতে ভারতীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে না দেওয়া। চুক্তির দুর্বহ বোঝা যাহারা আর বহন করিতে পারিতেছে না, তাহাদিগকে ভারতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিয়া তাহাদের স্থলে নূতন লোক আনিবার ইচ্ছাই ইহাতে রহিয়াছে। সুতরাং আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে বলিতে চাহে যে, পূর্বের অবস্থার অপেক্ষা শেষের অবস্থাটি আরও মন্দ হইবে। কারণ নাটালকে ভারত হইতে বাহিরে গিয়া বসবাসের স্থানরূপে ধরিলেও, অত্যধিক জনবহুল অঞ্চলগুলিতে ভারতীয়ের সংখ্যা একইরূপ থাকিবে। অধিকন্তু যাহারা তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইবে, তাহারা সেখানে অধিকতর উদ্বেগ ও গোলযোগের কারণ হইয়া উঠিবে। কারণ, তাহাদের সেখানে কাজ পাইবার সম্ভাবনা ৲। জীবনধারণের উপযোগী পুঁজি না থাকায় তাহাদিগকে হয়তো জনসাধারণের খরচেই প্রতিপালন করিতে হইবে। এই প্রতিবাদের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ইহাতে এমন অবস্থার কথা কল্পনা করা হইতেছে, যাহা কখনও ঘটিবে না, অর্থাৎ ভারতীয়রা এখানে সানন্দে বার্ষিক কর দিবে। যাহাই হউক, আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে এ বিষয়ে আপনার মনোযোগ

আকর্ষণ করিতে চাহে যে, এইরূপ যুক্তি যদি দেখানো হয়, তবে তাহা হইতে প্রকৃতপক্ষে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে, পুনরায় চুক্তিবন্ধকরণ ও কর সংক্রান্ত ধারাগুলি সম্পূর্ণরূপে অনাবশ্যক, কারণ, উহাতে বাঞ্ছিত ফল ফলিবে না। রাজস্ব বৃদ্ধি করাই যে এই বিলের উদ্দেশ্য, ইহা কখনই যুক্তিরূপে দেখানো হয় নাই।

৩৩। তাই আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, যদি কলোনি ভারতীয়দিগকে সহ্য করিতে না পারে, তবে, আবেদনকারীদের বিনীত অভিমত এই যে, তখন একমাত্র পথ হইবে ভবিষ্যতে, অন্ততঃপক্ষে সাময়িকভাবে, নাটালে বহিরাগতদের আগমন বন্ধ করা। যে ব্যবস্থার ফলে কেবল একটি পক্ষ সর্বপ্রকারে উপকৃত হইবে, এবং তাহাও যে পক্ষের উপকারের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা কম, আবেদনকারীরা শ্রদ্ধার সহিত কিন্তু দৃঢ়ভাবেই সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইতেছে। আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, অভিবাসন বন্ধ করিলে ভারতের জনবহুল অঞ্চলগুলির আর্থিক বা বৈষয়িক দিক হইতে কোনও ক্ষতি হইবে না।

৩৪। আবেদনকারীগণ এ পর্যন্ত চুক্তি ও লাইসেন্স সংক্রান্ত ধারাগুলি একই সঙ্গে আলোচনা করিয়াছে। লাইসেন্স সংক্রান্ত ধারা সম্পর্কে আবেদনকারীগণ এই বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহে যে, এমন কি ট্রান্সভালে—একটি বিদেশী রাষ্ট্রে—ভারতীয়রা নিজেদের ইচ্ছায় ও অর্থব্যয়ে সেখানে গেলেও, সরকার তাহাদের উপর কোনও বার্ষিক কর ধার্য করিতে সাহস করেন নাই। সেখানে কেবল একবার চিরকালের জন্য ৩ পাউন্ড ১০ শিলিং দিয়া লাইসেন্স লইতে হয়। আবেদনকারীগণ জানে যে, অন্যান্য বিষয়ের সহিত এই বিষয় সম্পর্কেও মহারানীর সরকারের নিকট একটি স্মারকলিপি পাঠানো হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এ ক্ষেত্রে লাইসেন্সটি অত্যন্ত একটি বিশ্রী ধরনের বার্ষিক কর মাত্র। এই কর যে সকল হতভাগ্যের উপর ন্যস্ত হইবে, তাহাদের দেওয়ার শক্তি থাকুক বা না থাকুক, তাহাদিগকে দিতেই হইবে। আলোচনাকালে একজন সদস্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, যদি কোনও ভারতীয় এই কর দিতে অস্বীকার করে বা না দেয়, তবে ইহা কিভাবে আদায় করা হইবে। তাহার উত্তরে মাননীয় এটর্নি-জেনারেল মন্তব্য করিয়াছিলেন, যে-ভারতীয় কর না দিবে, তাহার গৃহে সংক্ষিপ্ত বিচারপদ্ধতিতে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবার মতো যথেষ্ট জিনিস সর্বদাই পাওয়া যাইবে।

পরিশেষে, আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, উপরে ভাইসরয়ের যে পত্রের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে যে সীমা সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, লাইসেন্স ধারার প্রবর্তন সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

উপসংহারে আবেদনকারীগণ আন্তরিকভাবে এই প্রার্থনা এবং বিশ্বাসের সহিত এই আশা করে যে, ইহাতে যে ধারাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে, সেগুলি যে সুস্পষ্টরূপে অন্যায়, মহারানীর সরকার এইরূপ সিদ্ধান্তে আসিবেন এবং তাহার ফলে উল্লিখিত ভারতীয় অভিবাসন সংশোধন বিলটি অনুগ্রহ করিয়া বাতিল করিবেন কিংবা অন্য কোনও সহায়তার ব্যবস্থা মঞ্জুর করিবেন যাহাতে তাহাদের প্রতি সুবিচার করা হইবে। এবং এই ন্যায় ও করুণায় কার্যটির জন্য আবেদনকারীগণ কর্তব্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া চিরদিন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

একটি মুদ্রিত কপিব ফটোস্টাট হইতে।

## ৫৬. লর্ড এল্‌গিনের নিকট আবেদন

[ ডাববান,
১১ই আগস্ট, ১৮৯৫ ]

মহামান্য ভারতের ভাইস্‌রয় ও সপরিষদ্‌ গভর্নর-জেনারেল লর্ড এল্‌গিন মহোদয়, কলিকাতা, সমীপে

নাটাল কলোনির অধিবাসী নিম্নে স্বাক্ষবকারী ভারতীয়গণের স্মারকলিপি

বিনীতভাবে দর্শানো যাইতেছে যে,

আবেদনকারীগণ মহারানীর ভারতীয় প্রজা। সম্প্রতি নাটালের মাননীয় লেজিস্‌লেটিভ এসেম্ব্‌লি ও মাননীয় লেজিস্‌লেটিভ কাউন্‌সিল ভারতীয় অভিবাসন আইন সংশোধন বিল পাস করিয়াছেন। ঐ বিলের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে নাটালের মহামান্য গভর্নরের নিকট মহামান্য আপনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, ঐ বিল অংশতঃ তাহার উপর ভিত্তি কবিয়া রচিত হইয়াছে। উক্ত বিলের কতিপয় ধারা সম্পর্কে মহারানীর সরকারের নিকট যে বিনীত স্মারকলিপি[১] প্রেরিত হইয়াছে, তাহার একটি কপি এই সঙ্গে প্রেরিত হইতেছে এবং আবেদনকারীগণ উহার প্রতি মহামান্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ কবিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে।

[১] ২০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আবেদনকারীগণ উপরোক্ত স্মারকলিপির প্রতি মহামান্য আপনার মনোযোগ আকর্ষণ ছাড়াও বিনীতভাবে ঐ বিল সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বলিতে চাহিতেছে :

মহামান্য আপনার নিকট প্রেরিত এই স্মারকলিপির প্রেরকগণ দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছে যে, মহামান্য আপনি পুনরায় চুক্তিবন্ধকরণ অথবা বাধ্যতামূলক প্রত্যাবর্তনের নীতি অনুমোদনের মনোভাব দেখাইয়াছেন।

আবেদনকারীগণ দুঃখের সহিত ইহাও স্বীকার করে যে, যখন প্রতিনিধিদল[১] ভারত অভিমুখে যান, তখন তাহারা তাহাদের পক্ষ হইতে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য কোনও বিবৃতি বা আবেদন প্রেরণ করে নাই। কেন তাহারা এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা আলোচনা করিয়া লাভ নাই। তবে তাহারা দৃঢ়তার সহিত এই আশা পোষণ করে যে, বিলটি আইনে পরিণত হইলে যে ভয়ানক অন্যায় অনুষ্ঠিত হইবে, তাহা এড়াইবার পথে তাহাদের উপরোক্ত ত্রুটি কোনও অন্তরায় সৃষ্টি করিবে না।

আবেদনকারীগণ পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সাহস করে যে, বাধ্যতামূলক প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত শর্ত ভঙ্গ করিলে যদি ফৌজদারী দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা না যায়, তবে চুক্তির ঐরূপ দুইটি ধারা ঢুকাইয়া দেওয়া কার্যতঃ যদি ক্ষতিকর না-ও হয়, তবু সম্পূর্ণরূপে অনাবশ্যক। কারণ, উহা চুক্তিকারী ব্যক্তিদিগকে চুক্তিভঙ্গ করিতে উৎসাহিত করিতে পারে এবং আইন ঐরূপ চুক্তিভঙ্গ দেখিয়াও দেখিবে না। চুক্তিটি অন্যায় বুঝিয়াই এত সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। তাই আবেদনকারীগণ শ্রদ্ধার সহিত বলিতে চাহে যে, অনুমোদন লাভের জন্য যে সকল প্রমাণ দেখানো হইয়াছে, সেগুলি আদৌ যথেষ্ট নহে—উহার ন্যায্যতা প্রমাণ করিবার মতো যদি বা কোনও কারণ থাকে-ও।

আবেদনকারীগণ এই সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছে যে, মহামান্য আপনি সংযোজনীতে[২] উদ্ধৃত মিঃ জে. আর. সণ্ডার্স্ ও মাননীয় মিঃ এস্কোম্বের সুদৃঢ়ভাবে প্রদত্ত অভিমত অনুসারে নাটালে অভিবাসন বন্ধ করা মঞ্জুর করা ছাড়া, আপত্তিকর ধারাগুলির আর কোনটিতেই সম্মতি দিবেন না। সংযোজনীতেও এইরূপ ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

মহারানীর প্রজাদের একাংশ, তাহারা দরিদ্রতম হইলেও, কার্যতঃ ক্রীতদাসে পরিণত হইবে, আর তাহার ফলে কলোনির আর একদল লোক, যাহারা ইহাদের দিয়া প্রচুর লাভবান হইতেছে, তাহাদের খেয়াল চরিতার্থ করিবে এবং কোনরূপ প্রতিদান না করিয়াই ঐ প্রজাদের নিকট হইতে জবরদস্তি করিয়া

[১] ২০৭-৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
[২] ২০৭-৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আরও কাজ আদায় করিয়া লইবে—আবেদনকারীগণ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছে। বাধ্যতামূলক পুনর্বার চুক্তিবন্ধকরণ বা তৎপরিবর্তে মাথা পিছু করস্থাপনকে খেয়ালখুশি বলিয়া অভিহিত করিয়া আবেদনকারীগণ উপযুক্ত ভাষাই প্রয়োগ করিয়াছে বলিয়া মনে করে। কারণ আবেদনকারীগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, কলোনিতে ভারতীয় অধিবাসীর সংখ্যা যদি এমন কি তিন-গুণও বৃদ্ধি পায়, তাহাতেও আশঙ্কার কোনও কারণ থাকিবে না।

কিন্তু আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে বলিতে চাহে যে, উপরোক্ত ব্যাপারটির মত কোনও ব্যাপারে কলোনির ইচ্ছাই মহামান্য আপনার সিদ্ধান্তের নিয়ামক হইতে পারে না, ভারতীয়দের যে সকল স্বার্থ এই ধারাগুলির দ্বারা ক্ষুণ্ন হইবে, তাহাও আপনি বিবেচনা করিবেন। এবং আবেদনকারীগণ উপযুক্ত শ্রদ্ধার সহিত একথা বলিতে দ্বিধা করিবে না যে, যদি এই ধারাগুলি কখনও অনুমোদন লাভ করে, তাহা হইলে মহারানীর অতীব নিরুপায় ভারতীয় প্রজাদের উপর ভয়ংকর অবিচার ও অন্যায় করা হইবে।

আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, মানিয়া চলিবার পক্ষে পাঁচ বৎসরের চুক্তিই সুদীর্ঘ। ইহাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাড়াইয়া দেওয়ার অর্থ হইল, যে ভারতীয় মাথাপিছু ৩ পাউন্ড কর দিতে বা ভারতে ফিরিতে পারিবে না তাহাকে চিরদিনের জন্য বিনা স্বাধীনতায়, আপন অবস্থার কখনও কোনরূপ উন্নতি সাধনের বিনা আশায়, এমন কি নিজের কুটিরখানির, নিজের সামান্যতম ভাতার, নিজের ছিন্ন বস্ত্রের কখনও কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়া একটু ভালো একখানি গৃহের, উপভোগ্য কিছু খাদ্যের, ভদ্রলোকের মতো কিছু পোশাক-পরিচ্ছদের চিন্তামাত্র না করিয়াই থাকিতে হইবে। এমন কি নিজের অভিরুচি মত তাহার ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার বা একটু আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়া স্ত্রীকে আনন্দ দেওয়ার কথাও সে কখনও ভাবিতে পাইবে না। আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, ভারতে অর্ধভুক্ত স্বাধীন বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে থাকিয়া অর্ধাহারে হইলেও স্বাধীনভাবে জীবন যাপন উপরোক্ত অবস্থার তুলনায় নিশ্চয় অধিকতর শ্রেয় ও অধিকতর বাঞ্ছনীয় হইবে। এই ক্ষেত্রে ভারতীয়রা কখনও তাহাদের অবস্থার উন্নতি প্রত্যাশা করিতে বা সে সুযোগ লাভ করিতে পারে না। আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে এবং বিশ্বাস করে যে, তাহা কখনও অভিবাসনে উৎসাহদানের উদ্দেশ্য ছিল না।

তাই আবেদনকারীগণ উপসংহারে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা এবং বিশ্বাসের সহিত প্রত্যাশা করে যে, কলোনি যদি ঐ আপত্তিকর ব্যবস্থার অনুমোদন ব্যতীত বাহির হইতে ভারতীয়দের আগমন না চায়, তবে মহামান্য আপনি দয়া করিয়া বাহির হইতে নাটালে ভারতীয়দের আগমন বন্ধ করুন, অথবা তাহা-দিগকে সাহায্য করিবার জন্য যাহা উচিত ও ন্যায্য মনে করিবেন, তাহাই করুন।

এবং এই ন্যায় ও করুণার কার্যের জন্য আবেদনকারীগণ চিরদিন কর্তব্য-বন্ধনে আবন্ধ হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

(স্বাক্ষর) আব্দুল করিম হাজী আদম
ও অন্যান্য ব্যক্তিরা

মুদ্রিত কপির একটি ফটোস্টাট হইতে।

## ৫৭. নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম বিবরণী

আগস্ট, ১৮৯৫

### ইহার প্রতিষ্ঠা

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে নাটাল সরকার লেজিস্‌লেটিভ এসেম্ব্লিতে নাগরিক অধিকার আইন সংশোধন বিল নামে একটি বিল উত্থাপন করিলেন। উহার ফলে কলোনিতে ভারতীয়গণের অস্তিত্বও যে বিপন্ন হইয়াছে, তাহা স্বীকৃত হইল। এই বিল যাহাতে পাস না হয়, সেজন্য কি ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা উচিত, তাহা আলোচনার জন্য মেসার্স দাদা আবদুল্লা অ্যাণ্ড কোম্পানির গৃহে কতিপয় সভা হইল। লেজিস্‌লেটিভ এসেম্ব্লি ও লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের নিকট আবেদন পাঠানো হইল এবং প্রতিনিধিরা ডারবান হইতে পিটারমারিৎস্‌বার্গে গিয়া ঐ দুই পরিষদের সদস্যদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যাহাই হউক, উভয় পরিষদ্‌ কর্তৃক বিলটি পাস হইল। আন্দোলনের ফল এই হইল যে. আইন প্রণয়ন বিষয়ে ভারতীয়গণের সম্পর্কে কলোনির দায়িত্বশীল প্রথম সরকারের অপকৃষ্ট ধরনের কার্যকলাপ রোধ করিতে পারে এবং ভারতীয়দের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে, এমন একটি স্থায়ী সংস্থা স্থাপনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সকল ভারতীয়ই স্বীকার করিলেন।

মেসার্স দাদা আবদুল্লার গৃহে কতিপয় প্রাথমিক সভা হইবার পর ২২শে আগস্ট তারিখে মহা উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারতীয় সম্প্রদায়ের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই কংগ্রেসে যোগ দিলেন। প্রথম সন্ধ্যায় ছিয়াত্তরজন সদস্য চাঁদা দিলেন। তালিকা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া সংখ্যা ২২৮-এ গিয়া পেঁাছিল। মিঃ আবদুল্লা হাজী সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। অন্যান্য প্রধান সদস্যদিগকে সহ-সভাপতি করা হইল। মিঃ এম. কে. গান্ধী অবৈতনিক সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন। একটি ছোট কমিটিও গঠিত হইল। কিন্তু কংগ্রেসের প্রথম অবস্থায় কংগ্রেসের

অন্যান্য সদস্যরাও কমিটির সভাগুলিতে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করায় ঐ কমিটিকে বাতিল করা হইল এবং সকল সদস্যই সভায় আমন্ত্রিত হইলেন।

ন্যূনতম মাসিক চাঁদা হইল ৫/-[১]। চাঁদায় নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সীমা কিছুই রহিল না। দুইজন সদস্য প্রত্যেকে মাসিক ২ পাউণ্ড করিয়া দিলেন। একজন ২৫/-, দশজন ২০/-, পঁচিশজন ১০/-, তিনজন ৭/৬, তিনজন ৫/৩, দুইজন ৫/১, এবং একশত সাতাশিজন ৫/- শিলিং করিয়া মাসিক চাঁদা দিলেন। নিম্নলিখিত সারণীতে বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য, তাঁহাদের প্রদত্ত চাঁদা, বাকি ইত্যাদি দেখানো হইল।[২]

| শ্রেণী | বাৎসরিক সংখ্যা | পাউণ্ড শি. পে. | কার্যত প্রাপ্তি | বাকি |
|---|---|---|---|---|
| ৪০/- | ২ | ৪৮- ০-০ | পা. ৪৮- ০-০ | নাই |
| ২৫/- | ১ | ১৫- ০-০ | পা. ১৫- ০-০ | নাই |
| ২০/- | ১০ | ১২০- ০-০ | পা. ৯৩- ০-০ | পা. ২৭- ০-০ |
| ১০/- | ২২ | ১৩২- ০-০ | পা. ৮৮- ৫-০ | পা. ৪৩-১৫-০ |
| ৭/৬ | ৩ | ১৩-১০-০ | পা. ৮-১২-৬ | পা. ৪-১৭-৬ |
| ৫/৩ | ২ | ৬- ৬-০ | পা. ৩- ৮-৩ | পা. ২-১৭-৯ |
| ৫/১ | ২ | ৬- ২-০ | পা. ৫- ৬-৯ | পা. ০-১৫-৩ |
| ৫/- | ১৮৭ | ৫৫৯-১০-০ | পা. ২৭৩- ৫-০ | পা. ২৮৬-১৫-০ |
| | ২২৮ | ৯০০- ৮-০ | পা. ৫৩৫-১৭-৬ | পা. ৩৬৬- ০-৬ |

উপরে প্রদত্ত সারণী হইতে দেখা যাইবে যে, পা. ৯০০-৮-০ পরিমাণ সম্ভাবিত অর্থাগমের মধ্য হইতে এ পর্যন্ত কংগ্রেস মাত্র পা. ৫০০-১৭-৬ অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৫৯ ভাগ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। ৫/- শিলিং চাঁদার সদস্যদের ক্ষেত্রেই বাকী পড়িয়াছে সবচেয়ে বেশী। কারণ অনেক। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, অনেকে খুব শেষের দিকে যোগ দিয়াছেন, এবং স্বভাবতই, সারা বছরের জন্য চাঁদা দেন নাই। অনেকে ভারতে ফিরিয়া গিয়াছেন, কয়েকজন এমনই গরীব যে, চাঁদা দিতে পারেন নাই। কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইল দেওয়ার অনিচ্ছা। কিছু সংখ্যক কর্মী যদি আগাইয়া আসিয়া আত্মনিয়োগ করেন, তবে বাকি চাঁদার শতকরা ৩০ ভাগ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বেনেট মামলার জন্য সাধারণ ও বিশেষ দানরূপে প্রাপ্ত অর্থ এবং নিউক্যাশ্‌ল্‌ ও চার্ল্‌স্‌টাউন

[১] শিলিং।

[২] সম্ভবত লক্ষ্য না করিবার ফলে যোগফলগুলি সব ক্ষেত্রে নির্ভুল হয় নাই।

হইতে প্রাপ্ত চাঁদার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তালিকাটি পুরাপুরি দেওয়া হইয়াছে, কারণ, নামগুলি মুদ্রিত তালিকায় প্রকাশিত হয় নাই। সর্বসুদ্ধ পাওয়া গিয়াছে :

| | | |
|---|---|---|
| চাঁদা | পা. | ৫৩৫-১৭-৬ |
| দান | পা. | ৮০-১৭-০ |
| | পা. | ৬১৬-১৪-৬ |

উপরোক্ত হিসাব মুদ্রিত তালিকার ভিত্তিতে করা হইয়াছে।

এখন ব্যাঙ্কে যে আমানত রহিয়াছে, তাহার পরিমাণ পা. ৫৯৮-১৯-১১। উপরের মোট হিসাবে পৌঁছিবার জন্য নগদ খরচ এবং হস্তান্তরিত অর্থও যোগ করা হইয়াছে।

নগদ খবচ হইয়াছে পা. ৭-৫-১। হস্তান্তরিত অর্থের পরিমাণ পা. ১০-১০-০—মিঃ নাইডুকে দেয় ভাড়া বাবদ ৮ পাউন্ড চাঁদার খাতে ওয়াসিল করা হইয়াছে, ভাড়া বাবদ দেয় ২ পাউন্ড মিঃ আবদুল কাদির লন নাই, এবং ভাড়া বাবদ দেয় ১০/- মিঃ মুসা এইচ. আদম লন নাই, উহা তাঁহার চাঁদার খাতে ওয়াসিল হইয়াছে।

| | | |
|---|---|---|
| এইভাবে | পা. | ৫৯৮-১৯-১১ |
| | পা. | ৭- ৫- ১ |
| | পা. | ১০-১০- ০ |
| | পা. | ৬১৬-১৫- ০ |

সুতরং মুদ্রিত তালিকায় প্রদত্ত আমানতের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের নিকট ছয় পেন্স গরমিল হইতেছে। এই ৬ পেন্স পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু মুদ্রিত তালিকায় বিশেষভাবে উল্লেখ কবা হয় নাই। এইরূপ ঘটিবার কারণ এই যে. একজন সদস্য একবার ২/৬ এবং পবে একবার ৩/- দিয়াছিলেন। ৩/-টি ঠিকমতো তালিকায় তোলা হয় নাই।

এ পর্যন্ত চেকে খরচ হইয়াছে পা. ১৫১-১১-১২। একটি পূর্ণ বিবরণ[১] এই সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহার ফলে ব্যাঙ্কে জমা রহিয়াছে পা. ৪৪৭-৮-৯২। দায়গুলি এখনও মিটানো হয় নাই এবং বহিরাগমন সংক্রান্ত আবেদন ও নিম্নে উল্লিখিত টিকিটগুলির জন্য খরচ এখনও দেওয়া হয় নাই।

[১] উল্লিখিত তালিকা ও বিবৃতি বাদ দেওয়া হইয়াছে।

চেক কাটিবার নিয়মগুলি কঠোরভাবে পালিত হইয়াছে। যদিও অবৈতনিক সম্পাদক একাকী ৫ পাউণ্ড পর্যন্ত চেকে সই করিতে পারেন, তথাপি এই ক্ষমতা তিনি কখনও ব্যবহার করেন নাই। চেকগুলিতে তিনি এবং মিঃ আবদুল করিম এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে মিঃ দোরস্বামী পিল্লাই এবং মিঃ পি. দাউজী এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে মিঃ হুসেন কাশিম সই করিয়াছেন।

## কংগ্রেসের কার্যকলাপ :

## ইহার কার্য ও কর্মীগণ এবং ইহার অসুবিধা

শেষোক্ত বিষয়টিকে প্রথমে ধরিলে, কংগ্রেস যথেষ্ট অসুবিধার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। গোড়াতেই দেখা গিয়াছিল যে, চাঁদা সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার। নানারূপ যুক্তি-পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কোনটিই পুরাপুরি সফল হয় নাই। অবশেষে কতিপয় কর্মী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া অগ্রসর হইলেন, এবং তাঁহাদের পরিশ্রমের ফলে এমন কি ৪৪৮ পাউণ্ডের মতো জমা দেখানো সম্ভব হইয়াছে। মিঃ পার্শী রুস্তমজী, মিঃ আবদুল কাদির, মিঃ আবদুল করিম, মিঃ দোরস্বামী, মিঃ দাউজী কাথ্রাদা, মিঃ রাণ্ডেরি, মিঃ হুসেন কাশিম, মিঃ পীরুন মহম্মদ, মিঃ জি. এইচ. মিঞাখাঁ এবং আহ্‌ম্মদ জীওয়া বিভিন্ন সময়ে চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই বা তাঁহাদের অধিকাংশই একাধিক বার চাঁদা সংগ্রহের জন্য ঘুরিয়াছেন। মিঃ আবদুল কাদির একাকী নিজের খরচে পিটারমারিৎস্‌বার্গে গিয়া প্রায় ৫০ পাউণ্ড সংগ্রহ করেন। ইহা না করিলে ঐ অর্থের বেশির ভাগ হইতেই কংগ্রেস বঞ্চিত হইত। মিঃ আবদুল করিম নিজের খরচে ভেরুলাম পর্যন্ত যান এবং প্রায় ২৫ পাউণ্ড সংগ্রহ করেন।

চেকে স্বাক্ষর করা লইয়াও প্রধান সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটে। গোড়াতে এই নিয়ম ছিল যে, চেকগুলিতে অবৈতনিক সম্পাদক স্বাক্ষর করিবেন এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের যে কোনও একজন প্রতিস্বাক্ষর দিবেন : মিঃ আবদুল্লা এইচ. আদম, মিঃ মুসা হাজী কাশিম, মিঃ পি. দাউজী মহম্মদ, মিঃ হুসেন কাশিম, মিঃ আবদুল কাদির এবং মিঃ দোরস্বামী পিল্লাই। আরও বেশী লোকে স্বাক্ষর দিবেন, এইরূপ পরামর্শ দেওয়া হইল। এক সময় মতদ্বৈধ এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল যে, কংগ্রেসের অস্তিত্বও বিপন্ন হইয়াছিল. কিন্তু সদস্যগণের সুবুদ্ধি এবং এইরূপ চূড়ান্ত সংকট এড়াইবার জন্য তাঁহাদের উদ্‌বেগের ফলে এই মেঘ কাটিল। এবং পূর্বোক্ত পরিবর্তনটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

ডারবানে কংগ্রেসের কাজ ভালোভাবে আরম্ভ হইবার সংগে সংগেই মেসার্স দাউজী মহম্মদ, মুসা হাজী আদম, মহম্মদ কাশিম জীভা, মিঃ পার্শী রুস্তমজী, মিঃ পীরুন মহম্মদ এবং অবৈতনিক সম্পাদক নিজ নিজ খরচে সদস্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রচার চালাইবার জন্য পিটারম্যারিৎস্‌বার্গ গিয়াছিলেন। সেখানে একটি সভা হইয়াছিল এবং ৪৮ জন চাঁদা দিয়া সদস্য হইয়াছিলেন। অনুরূপ দ্বিতীয় একটি সভা হইয়াছিল ভেরুলামে। সেখানে প্রায় ৩৭ জন চাঁদা দিয়া সদস্য হইয়াছিলেন। মিঃ হুসেন কাশিম, মিঃ হাজী, মিঃ দাউদ, মিঃ মুসা হাজী কাশিম, মিঃ পার্শী রুস্তমজী এবং অবৈতনিক সম্পাদক সেখানে গিয়াছিলেন। মেসার্স আমোদ ভায়াত্‌, হাজী মহম্মদ, কমরুদ্দিন পিটারম্যারিৎস্‌বার্গে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং ভেরুলামে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন মেসার্স ইব্রাহিম মুসাজী আমোদ, আমোদ মেতের ও পি. নাইডু।

মিঃ আমীরুদ্দিন কংগ্রেসের সদস্য না হইলেও কংগ্রেসের জন্য বহু প্রয়োজনীয় কার্য করিয়াছিলেন। মিঃ এন. ডি. যোশী দয়া করিয়া গুজরাটীতে বিবরণীর একটি পরিচ্ছন্ন পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বৎসরের গোড়ার দিকে মিঃ সোমসুন্দরম্‌ সভাগুলিতে দোভাষীর কাজ ও প্রচারপত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। নিউক্যাশ্‌ল্‌ ও চার্ল্‌স্‌-টাউনেও কাজ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় বৎসরের জন্য সদস্যরা চাঁদা দিয়াছেন।

মিঃ মহম্মদ সিদত্‌, মিঃ সুলেমান ইব্রাহিম এবং মিঃ মহম্মদ মীর নিউ-ক্যাশ্‌লে অক্লান্তভাবে কাজ করিয়াছেন। তাঁহারা এবং মিঃ দাউদ আমলা নিজেদের খরচে চার্ল্‌স্‌টাউনেও গিয়াছিলেন। চার্ল্‌স্‌টাউনের লোকেরা সুন্দরভাবে সাড়া দিয়াছিল। যাঁহাদের পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহারা সকলেই এক ঘণ্টার মধ্যে চাঁদা দিয়াছিলেন। মিঃ দিন্‌দার, মিঃ গোলাম রসুল এবং মিঃ বান্দা প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। ভোটাধিকার বিষয়ক আবেদন সম্পর্কে প্রায় ১০০০ পত্র ইংলণ্ড ও ভারতে অবস্থিত ভারতীয়গণের বন্ধুদের কাছে লেখা হইয়াছিল এবং বৃটিশ সরকারের নিকট ট্র্যান্স্‌ভাল সংক্রান্ত আবেদন ও বহিরাগমন সংক্রান্ত আবেদন পাঠানো হইয়াছিল।

যে অভিবাসন আইনে চুক্তিবদ্ধকরণের পরিবর্তে ৩ পাউণ্ড কর ধার্য করিবার পরিকল্পনা রহিয়াছে, তাহার তীব্র বিরোধিতা করা হইয়াছে। উভয় পরিষদের নিকট আবেদন পাঠানো হইয়াছে।

ট্রান্সভাল সংক্রান্ত আবেদনটি সরাসরি কংগ্রেসের তত্ত্বাবধানে পাঠানো না হইলেও, কংগ্রেসের কার্যকলাপের আলোচনা প্রসংগে উহার উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না।

কংগ্রেসের নীতি ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী উভয় পরিষদের সদস্যদের নিকট

একটি খোলা চিঠি লেখা হইয়াছে এবং উহা কলোনিতে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচার করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে সংবাদপত্রগুলিতে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে এবং বহু সহানুভূতিপূর্ণ ব্যক্তিগত পত্রালাপের সূচনা হইয়াছে। নাটালে ভারতীয়গণের অবস্থা সম্পর্কে অনেক পত্রও মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ডাকঘরগুলিতে ইউরোপীয় এবং এ দেশীয় ও এশীয় অধিবাসীদের পৃথক পৃথক প্রবেশপত্রগুলি সম্পর্কে প্রাক্তন সভাপতি সরকারের সহিত পত্রালাপ করিয়াছেন।

ফল একেবারে অসন্তোষজনক হয় নাই। এখন তিনটি সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক্ প্রবেশপথের ব্যবস্থা করা হইবে। চুক্তিবন্ধ ভারতীয়দের মধ্যেও কাজ করা হইয়াছে। বালসুন্দরমের প্রতি তাহার মনিব দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন। এখন তাহাকে মিঃ অ্যাস্‌কিউর নিকট স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

মহরম উৎসব এবং কয়লার পরিবর্তে কাঠ সরবরাহের বিষয়ে কংগ্রেস রেলওয়ে বিভাগের চুক্তিবন্ধ ভারতীয়দের পক্ষ সমর্থন করিয়া হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। সভাপতিরূপে ম্যাজিস্ট্রেট যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়াছেন।

তুয়োহি মামলাটিও উল্লেখযোগ্য। একটি প্রকাশ্য স্থানে ইস্‌মাইল আমোদের টুপী খুলিয়া লওয়া হইয়াছিল এবং অন্য ভাবেও তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার করা হইয়াছিল। রায় তাহার পক্ষেই হইয়াছে।

বিখ্যাত বেনেট মামলার জন্য কংগ্রেসের অনেক টাকা খরচ হইয়াছে। কিন্তু মনে হয়, টাকা অযথা নষ্ট হয় নাই। ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে যে আমরা রায় পাইব না, তাহা আগে হইতেই জানা ছিল। মিঃ মোর্‌কমের বিরুদ্ধ অভিমত সত্ত্বেও আমরা মামলা করিয়াছিলাম। কিন্তু ইহাতে অবস্থা অনেক স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ ঘটনা ঘটিলে আমাদের কি করা উচিত হইবে, তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি।

ভারতীয়দের দাবীটি কলোনির ইউরোপীয়দের যথেষ্ট সক্রিয় সহানুভূতি না পাইলেও উহা ভারতে ও ইংলণ্ডে প্রচুর সহানুভূতির উদ্রেক করিয়াছে। লণ্ডনের **টাইম্‌স্** এবং **টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া** পত্রিকাগুলি দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দিগকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করিয়াছে। জাতীয় কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটি অত্যন্ত সজাগ রহিয়াছেন। স্যার ডাব্লিউ. ডাব্লিউ. হাণ্টার, এম. এ. ওয়েব, মাননীয় ফিরোজশাহ্ মেহ্‌তা, মাননীয় ফজলভাই বিশরাম এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট হইতে সহানুভূতিসূচক পত্র পাওয়া গিয়াছে। ভারত ও ইংলণ্ডের অন্যান্য সংবাদপত্রগুলি আমাদের অভিযোগগুলিকে সমর্থনের চক্ষে দেখিয়াছেন।

মিঃ অ্যাস্‌কিউই একমাত্র ইউরোপীয় যিনি কংগ্রেসের সভায় যোগ দিয়াছিলেন। কংগ্রেস তখনও সরকারীভাবে জনসাধারণের নিকট আত্মঘোষণা

করে নাই। ইহার স্থায়ী অস্তিত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ঐরূপ না করাই সমীচীন ভাবা হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত নীরবে কাজ করিয়াছে।

প্রাক্তন সভাপতি মিঃ আবদুল্লা হাজী আদমকে তাঁহার ভারতে প্রত্যাবর্তন-কালে যে মানপত্র দেওয়া হয়, তাহার উল্লেখ করিয়াই কংগ্রেসের কার্যকলাপের এই বিবরণ উপযুক্তভাবে সমাপ্ত হইতে পারে।

## কংগ্রেসকে প্রদত্ত দান

দানগুলি বেশ বিভিন্ন ধরনের ও অসংখ্য হইয়াছে। এই বিষয়ে মিঃ পার্শী রুস্তমজীর স্থান সর্বাগ্রে। তিনি কংগ্রেসকে তিনটি আলো, টেবিলক্লথ, একটি ঘড়ি, একটি দরজার পরদা, দোয়াতদানি, কতকগুলি কলম, চোষ-কাগজ, ফুলদানি এবং সারা বৎসর ধরিয়া তেল সরবরাহ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক সভার দিন হল ঝাঁট দেওয়ার ও হলের আলোগুলি জ্বালিবার জন্য অসাধারণ সময়ানুবর্তিতার সহিত তাঁহার লোক-জন পাঠাইয়াছেন। তিনি কংগ্রেসকে ৪০০০ প্রচারপত্রও সরবরাহ করিয়াছেন। মিঃ আবদুল কাদির সদস্যদের তালিকাটি ছাপাইয়া দিয়াছেন।

মিঃ সি. এম. জীওয়া ২,০০০ প্রচারপত্র বিনাব্যয়ে ছাপাইয়া দিয়াছেন। ঐ প্রচারপত্রগুলির জন্য কাগজ আংশিকভাবে মিঃ হাজী মহম্মদ এবং আংশিক-ভাবে মিঃ হুসেন কাশিম দিয়াছেন।

মিঃ আবদুল্লা হাজী আদম একটি কার্পেট দান করিয়াছেন। মিঃ মানেকজী একটি টেবিল দিয়াছেন।

মিঃ প্রাগজী ভীমভাই ১,০০০ খাম দিয়াছেন।

অবৈতনিক সম্পাদক নিয়মাবলী গুজরাটী ও ইংরেজী ভাষায় ভারতে ছাপাইয়া লইয়াছেন এবং সাধারণ পাক্ষিক প্রচারপত্রগুলির জন্য টিকিট, কাগজ ইত্যাদি যোগাইয়াছেন।

মিঃ লরেন্স সদস্য না হইলেও নীরব উৎসাহের সহিত প্রচারপত্র বিতরণের কাজ করিতেছেন।

## বিবিধ

অত্যন্ত অল্প লোকই সভায় উপস্থিত হন, দুঃখের কথা, তাহাও যথা-সময়ে নহে। তামিল সদস্যরা কংগ্রেসের কাজে খুব উৎসাহ দেখান নাই। তাঁহারা যথাসময়ে ও নিয়মিতভাবে সভায় যোগ দিয়া তাঁহাদের ত্রুটি পূরণ করিতে পারিতেন। সামান্য পরিমাণের দানগুলি সংগ্রহের সুবিধার জন্য মিঃ

এ. এইচ. আদম, মিঃ আবদুল কাদির, মিঃ ডি. পিল্লাই এবং অবৈতনিক সম্পাদকের সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষরযুক্ত এক শিলিং, দুই শিলিং ও দুই শিলিং ছয় পেন্সের কিছু টিকিট ছাড়া হইয়াছে। তবে এই পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে এখনও কোনরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণী করা সম্ভব নহে।

সক্রিয় কর্মীদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য পদক পুরস্কার দেওয়া সম্পর্কে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। তবে সেগুলি এখনও প্রস্তুত হয় নাই।

## মৃত্যু ও অন্যত্র গমন

দুঃখের সহিত লক্ষ্য করা হইতেছে যে, মিঃ দিন্‌শা কয়েক মাস পূর্বে মারা গিয়াছেন।

প্রায় দশজন সদস্য ভারতে রওনা হইয়া গিয়াছেন। প্রাক্তন সভাপতি ছাড়া তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন মিঃ হাজী মহম্মদ, মিঃ হাজী সুলেমান, মিঃ হাজী দাদা, মিঃ মানেকজী। মিঃ মুতুকৃষ্ণ ও মিঃ রণজিৎ সিং ইস্তফা দিয়াছেন।

প্রায় ২০ জন সদস্য একবারও চাঁদা দেন নাই। তাঁহারা কখনও কংগ্রেসে যোগ দেন নাই বলিয়া গণ্য হইতে পারেন।

## কতিপয় পরামর্শ

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে পরামর্শটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেছে, চাঁদা যাহাই হউক, তাহা সারা বৎসরের জন্য অগ্রিম দিতে হইবে।

## অতিরিক্ত মন্তব্য

লক্ষ্য কবা প্রয়োজন যে, কংগ্রেস কর্তৃক ভোটে কতকগুলি খরচ মঞ্জুর করা হইলেও, সেই খরচগুলি করা হয় নাই। ব্যয়সংকোচ কঠোরভাবে পালিত হইয়াছে। কংগ্রেসকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অন্ততঃপক্ষে ২,০০০ পাউন্ড দরকার।

শবরমতী সংগ্রহালয়ের একটি কপি হইতে।

# ৫৮. ভারতীয় নাগরিক অধিকার

ডারবান,
২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

সম্পাদক,
**দি নাটাল মার্কারি**
সমীপে

মহাশয়,

দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়গণ সম্পর্কে সম্প্রতি তারযোগে প্রাপ্ত সংবাদ-গুলি লইয়া আপনারা যেসব ক্ষুদ্র সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখিয়াছেন, সেগুলির বিষয়ে আমি কয়েকটি মন্তব্য করিবার সুযোগ লইব। ভারতীয়রা ভারতবর্ষে ইয়োরোপীয়দের সহিত সমান রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে না, তাই দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীরাও তাহাদিগকে সমান রাজনৈতিক অধিকার দিতে চাহিতেছে না এবং তাহারা ভারতে যেরূপ অধিকার ভোগ করে, সেইরূপ অধিকার দিতে আপনাদের আপত্তি নাই, এইকথা আপনারা এই প্রথম বলিতেছেন না। একথা আমি অন্যত্রও বলিয়াছি এবং এখানেও পুনরায় বলিতেছি যে, অন্ততঃপক্ষে তত্ত্বের দিক হইতে ভারতে ভারতীয়রা ইয়োরোপীয়দের সহিত সমান রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে। মহারানীর অন্যান্য প্রজারা যে অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, ভারতীয়গণকে সেই অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ ও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণায় দেওয়া হইয়াছে। এই কলোনির এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য অংশের ভারতীয়রা অনুরূপ অবস্থায় যেসকল অধিকার ভোগ করিতে পারিত, কেবল সেইসকল অধিকার ভোগ করিতে পাইলেই সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হইবে।

ভারতে যখন ইয়োরোপীয়গণকে ভোটদানের সুযোগ দেওয়া হয়, তখন ভারতীয়দিগকে বাদ দেওয়া হয় না। পৌরসভার নির্বাচনগুলিতে ইয়োরোপীয়দের ভোটাধিকার আছে, ভারতীয়দেরও রহিয়াছে। ইয়োরোপীয়রা যদি কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচন করিতে বা নির্বাচিত হইতে পারেন, তবে ভারতীয়রাও তাহা পারে। যদি ইয়োরোপীয়রা রাত্রি নয়টা বাজিবার পর স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে পারেন, তবে ভারতীয়রাও তাহা পারে। ভারতীয়রা ইয়োরোপীয়দের মতোই ইচ্ছামতো অস্ত্রশস্ত্র রাখিতে পারেন না। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও ভারতীয়রা নিজেদিগকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিবার জন্য বড়-একটা আগ্রহ বোধ করে না। ভারতে মাথা পিছু কোনও কর নাই। আপনারা কি দয়া করিয়া সাম্প্রতিক অভিবাসন আইনটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া

নিরুপায় চুক্তিবন্ধ ভারতীয়গণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন? এই একই সর্বজন-স্বীকৃত সমান রাজনৈতিক অধিকারের ফলেই মিঃ নওরোজী হাউস অব্ কমন্সের সদস্য হইতে পারিয়াছেন।

"ব্রিটিশের শক্তি ও অর্থ" এই কলোনি গড়িয়া তুলিয়াছে বলিয়াই আপনারা ভারতীয়দিগকে সমান অধিকার দিতে আপত্তি করিতেছেন, ইহাই যদি হয়, তবে জার্মান ও ফরাসীদের বিরুদ্ধেও আপনাদের সুস্পষ্টভাবে আপত্তি করা উচিত। যেসকল পথিকৃৎ রক্ত দিয়াছিলেন, ঐ একই নীতি অনুসারে, তাঁহাদের বংশধররা এখন এমন কি ইংলন্ড হইতে যাহারা আসিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধেও তো আপত্তি করিতে পারে, তাহাদিগকে বিতাড়িতও করিতে পারে। ইহা কি সংকীর্ণ ও স্বার্থপর দৃষ্টি নহে? মাঝে মাঝে আমি আপনাদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলিতে অতি উন্নত ও মানবকল্যাণপূর্ণ মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু দরিদ্র ভারতীয়দের দুর্ভাগ্য এই যে, যখন তাহাদের প্রশ্ন লইয়া আপনারা আলোচনা করেন, তখন এই মনোভাব আপনাদের থাকে না। কিন্তু তথাপি, আপনারা পছন্দ করুন আর না করুন, তাহারা আপনাদেরই সহ-প্রজা। ইংলন্ড ভারতের উপর তাহার অধিকার ছাড়িতে রাজী নহে, কিন্তু সেই সঙ্গে সে লৌহদন্ড দিয়া ভারত শাসন করিতেও চাহে না। তাহার রাষ্ট্রনেতারা বলেন, তাঁহারা ভারতীয়দের কাছে ইংরেজ শাসনকে এমন প্রিয় করিয়া তুলিতে চাহেন, যাহাতে ভারতীয়রা আর অন্য কোনও শাসন চাহিবে না। আপনারা যে ধরনের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কি সেই সকল উদ্দেশ্য সাধনে বাধা দিবে না?

আমি খুব অল্প ভারতীয়কেই জানি, যাঁহারা ১,০০০ পাউন্ড রোজগার করিয়াও, যেন ৫০ পাউন্ড রোজগার করেন, এমনভাবে থাকেন। আসলে ব্যাপারটি হইল এই যে, কলোনিতে সম্ভবতঃ এমন কোনও ভারতীয় নাই, যিনি একাকী ১,০০০ পাউন্ড রোজগার করেন। এমন কিছু লোক আছেন, যাঁহাদের কারবার দেখিয়া লোকের ধারণা হইবে যে, তাঁহারা "রাশি রাশি টাকা জমাইতেছেন"। তাঁহাদের কয়েকজনের ব্যবসায় নিঃসন্দেহে খুবই বড়। কিন্তু আয় তত নহে, কারণ ঐসব ব্যবসায়ে অনেক অংশীদার আছেন। ভারতীয়রা ব্যবসায় ভালোবাসে, এবং যতক্ষণ তাহারা ভালো মতো উপার্জন করিতে পারে, ততক্ষণ তাহারা তাহাদের লাভের মোটা অংশ অপরকে দিতে কুণ্ঠিত হয় না। সিংহের বৃহত্তম ভাগ পাইবার জন্য সে পীড়াপীড়ি করে না। ইয়োরোপীয়দের মতো ভারতীয়রাও টাকা খরচ করিতে ভালোবাসে, কেবল এমন বেপরোয়াভাবে খরচ করে না। বোম্বাইয়ে যেসব ব্যবসায়ী অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজের জন্য প্রাসাদোপম গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন। মোম্বাসায় যে একটিমাত্র প্রাসাদোপম ভবন রহিয়াছে, তাহা জনৈক ভারতীয়ই নির্মাণ

করিয়াছেন। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা জাঞ্জিবারে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন, ফলে তাঁহারা সেখানে বহু প্রাসাদ, এবং, অনেক ক্ষেত্রে, প্রমোদভবনও, নির্মাণ করিয়াছেন। ডারবানে বা দক্ষিণ আফ্রিকায় কোন ভারতীয় তাহা করেন নাই, কারণ, এখানে তাঁহারা সেরূপ করিবার মতো যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেন না। মহাশয়, আপনি যদি বিষয়টি কেবল আরও একটু ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখেন (আমার এই উক্তির জন্য মার্জনা করিবেন), তবে দেখিতে পাইবেন, ভারতীয়রা নিজেকে বিপন্ন না করিয়া যতখানি ব্যয় করা যায়, এই কলোনিতে তাহা করে। যাহারা রোজগার করে, তাহারাও দোকানের মেঝেতে শুইয়া স্বচ্ছন্দে ঘুমায়, এই উক্তি, আমি সাহসের সহিত বলিতে পারি, নির্ভুল নহে। আপনি যদি নিজের ভুল ভাঙিতে চান, এবং আপনার সম্পাদকের চেয়ার ছাড়িয়া যদি কয়েক ঘণ্টার জন্য আসেন, তবে আমি আপনাকে কয়েকটি দোকানে লইয়া যাইব। তাহা হইলে আপনি সম্ভবতঃ ইহাদের সম্বন্ধে এখনকার তুলনায় অনেক কম কঠোরভাবেই চিন্তা করিবেন।

আমি বিনীতভাবে বিশ্বাস করি যে, অন্ততঃপক্ষে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে ভারতীয় প্রশ্নটির যেমন স্থানীয় দিক হইতে তেমনই সাম্রাজ্যের দিক হইতেও গুরুত্ব রহিয়াছে, এবং আমি বলিতে চাহি যে, ইহা লইয়া মেজাজ গরম করা বা পূর্বকল্পিত কোনও ধারণার বশবর্তী হইয়া প্রকৃত তথ্যাবলী সম্পর্কে চোখ বুজিয়া থাকা, প্রশ্নটির সন্তোষজনক সমাধানের পথ নহে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি করা কলোনির দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণের কর্তব্য নহে। তাঁহাদের কর্তব্য, সম্ভব হইলে, এই ব্যবধান দূর করা। কলোনিতে ভারতীয়-গণকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া কলোনির দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা তাহাদিগকে তিরস্কার করেন কিভাবে? ভারতীয় শ্রমিক আমদানির স্বাভাবিক ফলাফলের হাত হইতে তাঁহারা কিভাবে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন?

আপনাদের অনুগত ইত্যাদি

এম. কে. গান্ধী

**দি নাটাল মার্কারি**, ৫-৯-১৮৯৫

## ৫৯. ভারতীয় নাগরিক অধিকার

মিঃ টি. মার্স্‌টন ফ্রান্সিস কয়েক বৎসর ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়গণকে ভোটাধিকার দান সম্পর্কে গান্ধীজীর যুক্তির বিরোধিতা করিয়া ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে **দি নাটাল মার্কারি** পত্রিকায় লেখেন যে, ভারতবর্ষে ভারতীয়গণ পৌরসভার নির্বাচনে ভোট দিতে এবং আইন পরিষদের সদস্য হইতে পারে, কিন্তু সেখানে এমনভাবে ব্যবস্থা-গুলি করা হইয়াছে, যাহাতে তাহারা কখনও ইউরোপীয়গণকে অধিকসংখ্যক ভোটের জোরে পরাজিত করিতে বা সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব অধিকার করিতে না পারে। তিনি বলেন, সর্বদাই ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অঙ্গীকারবন্ধ (covenanted) পদস্থ কোনও কর্মচারী পৌরসভার সভাপতি হন এবং বিভাগীয় কমিশনার, গভর্নর, ভাইস্‌রয়, ভারত সচিব এবং সর্বশেষে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতের পৌর-সভাসমূহ এবং আইন-প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। ইহার প্রতিবাদে গান্ধীজী নিম্নলিখিতরূপ উত্তর দেন :

ডাববান,
১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

সম্পাদক,
**দি নাটাল মার্কারি**
সমীপে

মহাশয়,

ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে মিঃ টি. মার্স্‌টন ফ্রান্সিসের উত্তরে আমি কতিপয় মন্তব্য করিতে সাহস করিতেছি।

আমার বিশ্বাস, ভারতীয় পৌরসভাসমূহ এবং আইন পরিষদ্‌গুলি সম্পর্কে আপনার পত্রলেখকের বর্ণনা যথাযথ নহে। কেবলমাত্র একটি দৃষ্টান্তই উল্লেখ করি; কেবল অঙ্গীকারবন্ধ সিভিল সার্ভিসের কোনও লোকই পৌর-সভার সভাপতি হন বলিয়া আমার মনে হয় না। বোম্বাই কর্পোরেশনের বর্তমান সভাপতি একজন ভারতীয় সলিসিটার।

আমি কখনও এইরূপ বলি নাই—এখনও বলিতেছি না—যে, ভারতে ভোটাধিকার-ব্যবস্থা এখানকার মতো এমন ব্যাপক। আমার এইরূপ উক্তিও অনর্থক হইবে যে, ভারতে লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলগুলি এখানকার লেজিস্‌-লেটিভ এসেম্ব্লির মত প্রতিনিধিত্বশীল। কিন্তু আমি যাহা বলিতে চাই, তাহা হইল এই যে, ভারতের ভোটাধিকার যেরূপ সীমাবন্ধ হউক না কেন বর্ণনির্বিশেষেই তাহা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রতিনিধিত্বশীল শাসনব্যবস্থা বুঝিবার মত শক্তি যে ভারতীয়গণের আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। মিঃ ফ্রান্সিস যাহা বলিয়াছেন, অর্থাৎ ভোটাধিকারের যোগ্যতাগুলি ভারতে ও নাটালে একই

নহে, তাহাও কখনও অস্বীকৃত হয় নাই। ইহাকেই যোগ্যতার মান রূপে গ্রহণ করিলে, এমন কি ইয়োরোপ হইতে আগত কোন ব্যক্তিও ভোটাধিকার পাইবে না, কারণ বিভিন্ন ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে ভোটাধিকারের যোগ্যতাও নিশ্চয় এখানকার অনুরূপ নহে।

ভারতীয়গণ যে কখনও যোগ্যতার প্রকৃত এবং একমাত্র পরীক্ষায়, অর্থাৎ তাহারা প্রতিনিধিত্বের নীতি বুঝে কিম্বা বুঝে না, তাহাতে বিফল হয় নাই, তাহার সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিক প্রমাণ এই সপ্তাহের ডাকে পৌঁছিয়াছে। **দি টাইমস্** পত্রিকার "ইণ্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স্" প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃতি করিতেছি :

> কিন্তু বীরত্বের জন্য যেসকল ভারতীয় সৈনিক স্বীকৃতি পাইয়াছে, তাহাদের বীরত্ব যদি আমাদের অন্তরে তাহাদের মত সহ-প্রজা পাইয়াছি বলিয়া গর্ব জাগাইয়া তোলে... প্রকৃতপক্ষে, সেই মারাত্মক গিরিবর্ত্মে সহকর্মীদের প্রতি তাহাদের অপূর্ব গৌরবময় আত্মোৎসর্গ অপেক্ষা অধিক গৌরবময় কিছু থাকিতে পারে না। আসল সত্যটি হইল এই যে, ভারতীয়রা যোগ্য সহ-প্রজারূপে গণ্য হইবার অধিকার একাধিক পথে অর্জন করিতেছে। বিভিন্ন জাতির সম্মানজনক সমানাধিকার লাভের সংক্ষিপ্ত পথ হইল রণক্ষেত্র। কিন্তু অসামরিক জীবনের মন্থরতর ও কঠিনতর পদ্ধতিগুলির দ্বারাও ভারতীয়রা নিজেদিগকে আমাদের শ্রদ্ধার যোগ্য প্রমাণ করিতেছে। তিন বৎসর পূর্বে আংশিক নির্বাচনের ভিত্তিতে ভারতীয় আইন পরিষদগুলির যে সম্প্রসারণ করা হইয়াছিল, পরাধীন দেশে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার তদপেক্ষা বৃহত্তর পরীক্ষা আর কখনও হয় নাই।...অনেক আলোচনা খুবই সহায়ক হইয়াছে, এবং বাংলার ক্ষেত্রে—যে প্রদেশে নির্বাচনী ব্যবস্থায় সর্বাপেক্ষা অসুবিধা ঘটিবে মনে করা হইয়াছিল—সেখানে একটি কঠোর প্রচেষ্টার পর পরীক্ষাটি সার্থক প্রতিপন্ন হইয়াছে।

সকলেই জানেন, এই কথা লিখিয়াছেন একজন ন ভারতে একজন পদস্থ ভারতীয় কর্মচারী-হিসাবে ৩০ বৎসর কাজ করিয়াছেন। নাগরিক অধিকার হরণ জিনিসটাকে অনেকে খুব সামান্য ব্যাপার বলিয়াই মনে করেন। কিন্তু ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহার ফলাফল যে কি, তাহা ভাবিতেও ভয় করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোনও জাতি বা নেশন্‌কে অধঃপতিত করিয়া বা অধঃপতিত অবস্থায় রাখিয়া যদি আনন্দ পাওয়া না যায়, তবে কলোনির ইয়োরোপীয় অধিবাসীরা ভারতীয়গণের ভোটাধিকার হরণ হইতে আনুষঙ্গিক অপর কোনও সুযোগ-সুবিধাই পাইবেন না। "শ্বেতকায় বা পীতকায় শাসনের" কোনও প্রশ্ন নাই এবং এই বিষয়ে যে আশঙ্কা পোষণ করা হয়, তাহা যে সম্পূর্ণ অমূলক, তাহা আ... ভবিষ্যতে কোনও সময়ে দেখাইতে সক্ষম হইব।

মিঃ ফ্রান্সিসের পত্রে এমন সব অংশ রহিয়াছে, যাহা হইতে সম্ভবতঃ

১ স্যার ডাব্লিউ ডাব্লিউ. হাণ্টার; ২৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রমাণিত হইবে যে, তিনি সুদীর্ঘকাল পূর্বে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছেন। সিভিল কমিশনারের পদের অপেক্ষা অধিকতর দায়িত্বশীল পদ খুব অল্পই আছে। কিন্তু তথাপি সম্প্রতি ভারত সচিব ঐ পদে একজন ভারতীয়কে নিয়োগ করা সমীচীন মনে করিয়াছেন। ভারতে প্রধান বিচারপতির এক্তিয়ার কি, তাহা মিঃ ফ্রান্সিস জানেন, এবং একজন ভারতীয় বাংলা ও মাদ্রাজ উভয় প্রদেশেই ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছে। যাঁহারা ব্রিটিশ ও ভারতীয়, এই দুই জাতিকে "ভালোবাসার রেশমী সূতায়" বাঁধিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে এই দুই জাতির মধ্যে সংযোগের অসংখ্য সূত্রসমূহ লক্ষ্য করিবার অসুবিধা হইবে না। এমন কি এই দুই জাতির তিনটি ধর্মের মধ্যে আপাতঃদৃষ্টিতে বিরোধিতা থাকিলেও বহু সাদৃশ্যই রহিয়াছে, এবং তাহা ত্রিত্বে ঐক্যবদ্ধ হইলেও মন্দ হইবে না।

আপনাদের একান্ত অনুগত
এম. কে. গান্ধী

*দি নাটাল মার্কারি*, ২৩-৯-১৮৯৫

## কংগ্রেস

সম্পাদক,
*দি নাটাল এডভার্টাইজার*
সমীপে

ডারবান,
২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

মহাশয়,

ভারতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে আরও নির্ভুলভাবে বলিতে গেলে, "নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস" সম্পর্কে আপনার শনিবারের সংখ্যায় আপনি যেসকল মন্তব্য করিয়াছেন, সেগুলি যথাসময়ের পূর্বেই করা হইয়াছে। কারণ, যে মামলায়[১]

[১] একটি মারপিট সংক্রান্ত মামলায় সাক্ষ্যদান হইতে বিরত করিবার জন্য নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের নেতারা একজন ভারতীয় সাক্ষীকে ভয় দেখাইয়াছিলেন, বলা হয়। অভিযোগটি নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সদস্য পাড়ায়াচির বিরুদ্ধেই প্রকৃতপক্ষে করা হইয়াছিল, তবে বলা হইয়াছিল যে কংগ্রেসের নেতাদের প্ররোচনাতেই সে এইরূপ করিয়াছে। আরও অভিযোগ করা হয় যে, কংগ্রেস গান্ধীজীর নেতৃত্বে সরকারের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য চক্রান্ত করিতেছে, ইহা ভারতীয় শ্রমিকদিগকে আপন অভাব-অভিযোগ লইয়া আন্দোলন করিবার জন্য দাঁড় করাইতেছে, গান্ধীজী তাহাদের সুবিধা করিয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া ভারতীয় শ্রমিক ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতেছেন, এবং সেই টাকা তিনি নিজের জন্য ব্যয় করিতেছেন। এই পুস্তকের ২৪০-২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর তারিখে উপনিবেশ সচিবকে লিখিত গান্ধীজীর পত্র-ও দ্রষ্টব্য।

ঐ নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এখনও শেষ হয় নাই। আদালত অবমাননার বিপদে পড়িবার ভয় আমার যদি না থাকিত, তবে কি পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ঐ মামলার সহিত জড়িত হইয়াছে, সে সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করিতাম। তাই মামলাটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনরূপ মন্তব্য করা স্থগিত রাখিতে আমি বাধ্য হইতেছি।

আপনার মন্তব্যগুলি যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিবে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি এখন আপনার সানুগ্রহ অনুমতি লইয়াই কংগ্রেসের উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করিতে চাই। সেগুলি হইল :

"(১) কলোনিস্থ ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়গণের মধ্যে পারস্পরিক বোঝা-পাড়া দ্বারা উন্নত সম্পর্ক স্থাপন করা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব গড়িয়া তোলা।

"(২) সংবাদপত্রে লিখিয়া, পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া, বক্তৃতা ইত্যাদি দিয়া ভারত ও ভারতীয়গণ সম্পর্কে তথ্যাবলী প্রচার করা।

"(৩) ভারতীয়গণকে, বিশেষতঃ যাহারা কলোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে, ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া এবং ভারতীয় বিষয় পড়াশুনা করিতে উৎসাহিত করা।

"(৪) ভারতীয়গণ যেসকল বিভিন্ন অভাব-অভিযোগের জন্য কষ্ট পাইতেছে, সেগুলি নির্ণয় করা, এবং সেগুলি দূর করিবার জন্য সর্বপ্রকার আইনসম্মত পদ্ধতিতে আন্দোলন করা।

"(৫) চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা, এবং তাহাদের বিশেষ অসুবিধায় তাহাদিগকে সাহায্য করা।

"(৬) সকল প্রকার সংগত উপায়ে গরীব ও দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করা।

"(৭) এবং নৈতিক, সামাজিক, মানসিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে ভারতীয়গণকে উন্নততর অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিতে পারে, এমন সকল কাজ সাধারণভাবে করা।"

ব্যক্তিগত কোনও অভাব-অভিযোগের সহিত যদি সর্বসাধারণের কোন সম্পর্ক না থাকে, তবে সে বিষয়ে কিছু না করিবার জন্য কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রেই ব্যবস্থা রহিয়াছে।

"নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে", এই কথা বলা জ্ঞাত তথ্যাবলীর সহিত সংগতিপূর্ণ নহে। যখন কংগ্রেস সবেমাত্র গঠিত হইতেছিল, তখন তাহা **দি নাটাল উইটনেস্** পত্রিকায় ঘোষিত হইয়াছিল। এবং, আমার যদি ভুল না হয়, তবে ঘোষণার সেই অনুচ্ছেদটি আপনারাও হুবহু ছাপিয়াছিলেন। এ কথা সত্য যে, পূর্বে

সরকারীভাবে ইহা ঘোষণা করা হয় নাই। ঘোষণা করা হয় নাই, কারণ, ইহার সংগঠকগণ ইহার স্থায়ী অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না, এবং এখনও নাই। কালক্রমে ইহা সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে আসুক, তাঁহারা ইহাই সমীচীন মনে করিয়াছিলেন। ইহাকে গোপন রাখিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করা হয় নাই। অন্যপক্ষে, ইহার সংগঠকগণ যেসকল ইয়োরোপীয়কে সহানুভূতিশীল বিবেচনা করিয়া ইহাতে যোগ দিবার বা ইহার পাক্ষিক সভাগুলিতে উপস্থিত থাকিবার উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তাঁহারা আমন্ত্রণও জানাইয়াছিলেন। ব্যক্তিগত বা ঘরোয়া আলাপ-আলোচনায় ইহার সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা হইয়াছে। এবং কেবল সেই কারণেই এখন আপনি (নিশ্চয় অজ্ঞাতসারে) সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ্যভাবে ভুল ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন। সেজন্যই উপরোক্ত কৈফিয়তের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

আপনার একান্ত অনুগত ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী
অবৈতনিক সম্পাদক,
নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস

পুনশ্চ : আপনার জ্ঞাতার্থে এই সঙ্গে আমি নিয়মাবলী, প্রথম বৎসরের সদস্যগণের তালিকা এবং প্রথম বার্ষিক বিবরণীর কপিগুলি পাঠাইলাম।

এম. কে. জি.

**দি নাটাল এডভার্টাইজার**, ২১-৯-১৮৯৫

## ৬১. ভারতীয় কংগ্রেস

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে **দি নাটাল মার্কারি** পত্রিকায় পত্রলেখক "এইচ" একটি সংবাদ প্রসঙ্গে লেখেন যে, ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের সিভিল সার্ভিসযুক্ত জনৈক দোভাষী, কংগ্রেস ও উহার কার্যকলাপের পশ্চাতে আছেন। তাঁহাকে এই ধরনের "কুকার্য" হইতে বিরত করা উচিত বলিয়া "এইচ" দাবি করেন। গান্ধীজী এইভাবে তাহার উত্তর দেন :

ডারবান,
২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

সম্পাদক,
**দি নাটাল মার্কারি**
সমীপে

মহাশয়,

স্পষ্টতঃ আপনার সংবাদদাতা "এইচ" নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব এবং তৎসহ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ভুল সংবাদ পাইয়াছেন। প্রধানতঃ মিঃ

আবদুল্লা হাজী আদমের প্রচেষ্টায় কংগ্রেস গঠিত হইয়াছিল। আমি কংগ্রেসের সকল সভাতেই উপস্থিত ছিলাম, এবং আমি জানি যে, সিভিল সার্ভিসের কোন লোক কোন সভাতেই অংশ গ্রহণ করেন নাই। নিয়মাবলী এবং কতিপয় স্মারকলিপির খসড়া রচনার দায়িত্ব আমার উপরই ন্যস্ত হইয়াছিল। স্মারকলিপিগুলির মুদ্রণ এবং কংগ্রেসের সদস্যগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সিভিল সার্ভিসের কোন লোকই সেগুলি এমন কি চোখেও দেখেন নাই।

এম. কে. গান্ধী

অবৈতনিক সম্পাদক, এন্. আই. সি.

**দি নাটাল মার্কারি**, ২৭-৯-১৮৯৫

## ৬২. ভারতীয় কংগ্রেস

কংগ্রেস জনৈক সিভিল সার্ভিসের লোক কর্তৃক গোপনে সংগঠিত হইয়াছে এবং গান্ধীজীকে সম্পাদকরূপে তাঁহার কার্যের জন্য বৎসরে ৩০০ পাউন্ড করিয়া দেওয়া হইতেছে, এইরূপ উক্তি করিয়া পুনরায় "এইচ" ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে **দি নাটাল মার্কারি** পত্রিকায় লেখেন। ইহার প্রতিবাদে গান্ধীজী এই জবাব দেন :

ডারবান,
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

সম্পাদক,
**দি নাটাল মার্কারি**
সমীপে

মহাশয়,

আপনার শনিবারের সংখ্যায় প্রকাশিত "এইচ"-এর পত্রে যে বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কেবল আমার সম্পর্কে হইলে আমি লক্ষ্য করিতাম না। কিন্তু তাঁহার পত্র সিভিল সার্ভিসের লোকদিগকে জড়িত করায় আমি আপনার সৌজন্যের সুযোগ লইতে বাধ্য হইতেছি। আমি কংগ্রেসের মাহিনা-করা সম্পাদক নহি। অন্য পক্ষে, কংগ্রেসের তহবিলে অন্যান্য সদস্যদের সহিত আমিও আমার সামান্য অংশটুকু দিয়া থাকি। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আমাকে কেহই কিছু দেয় না। কয়েকজন ভারতীয় আমাকে আইনজীবীর বার্ষিক পারিশ্রমিক দিয়া থাকেন। তাহা সরাসরি আমাকেই দেওয়া হয়। গোপন করিবার মতো কিছুই কংগ্রেসের নাই; কংগ্রেস নিজের ঢাক নিজে পিটায় না, এই মাত্র। সর্বসাধারণের

পক্ষ হইতে বা ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেস সম্পর্কে কোনও অনুসন্ধান করিলে সত্বর জবাব দেওয়া হয়। এই সঙ্গে আমি কংগ্রেস সংক্রান্ত কিছু কাগজ-পত্র পাঠাইতেছি। সেগুলি কংগ্রেসের কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করিবে।

আপনাদের অনুগত ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী
অবৈতনিক সম্পাদক, এন্. আই. সি.

**দি নাটাল মার্কারি**, ৪-১০-১৮৯৫

## ৬৩. নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসে অভিভাষণ

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ৮০০ হইতে ১০০০ সংখ্যক ভারতীয়ের এক বিরাট সমাবেশে গান্ধীজী ভাষণ দেন।

মিঃ গান্ধী সভায় এক সুদীর্ঘ ভাষণ দেন। তিনি বলেন, এখন যখন নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের অস্তিত্বের কথা সকলের নিকট পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত হইয়াছে, কংগ্রেস সদস্যদের কর্তব্য হইল নিয়মিতভাবে যথাসময়ে তাঁহাদের চাঁদাগুলি দেওয়া। তাঁহাদের হাতে এখন ৭০০ পাউণ্ড রহিয়াছে। গত বারে যখন তাঁহাদের সহিত তিনি মিলিত হইয়াছিলেন, তখনকার তুলনায় ইহা ১০০ পাউণ্ড বেশী। তাঁহাদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ৪,০০০ পাউণ্ড চাই। এবং তিনি বলেন, একটি নির্দিষ্ট সময়ে চাঁদা দেওয়ার জন্য একটি অঙ্গীকারপত্র তাঁহাদের প্রত্যেকের স্বাক্ষর করা উচিত। প্রত্যেকটি ব্যবসায়ী যাঁহারা ১০০ পাউণ্ড মূল্যের মাল বিক্রয় করেন, তাঁহাদের কংগ্রেসকে ৫ শিলিং করিয়া দিতে চেষ্টা করা উচিত।

মিঃ গান্ধী বলেন, তাঁহারা এ পর্যন্ত ইংলণ্ডে সাফল্যলাভ করিয়াছেন; এখন তাঁহারা ভারত হইতে সুসংবাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। খুব সম্ভব তিনি (মিঃ গান্ধী) জানুয়ারি মাসে ভারতে যাইবার জন্য তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইবেন, এবং তখন তিনি কিছুসংখ্যক ভালো ভারতীয় ব্যারিস্টারকে নাটালে আসিবার জন্য রাজী করাইতে চেষ্টা করিবেন।

**দি নাটাল এডভার্টাইজার**, ২-১০-১৮৯৫

## ৬৪. ভারতীয় প্রশ্ন

ডারবান,
৯ই অক্টোবর, ১৮৯৫

সম্পাদক,
**দি নাটাল এডভার্টাইজার**
সমীপে

মহাশয়,

আপনার গতকল্যকার সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়ের সাধারণ সুর সম্পর্কে কোনও ভারতীয়ই আপত্তি করিতে পারে না।

যদি কংগ্রেস, এমন কি পরোক্ষভাবেও, একজন সাক্ষীকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করে, তবে কংগ্রেস নিশ্চয়ই সরকার কর্তৃক দমন করিবার যোগ্য হইবে। কংগ্রেস এইরূপ কোনও চেষ্টা করে নাই, পুনরায় আপাততঃ এই উক্তি করিয়া আমি এখন সন্তুষ্ট থাকিব। যে রায়ে কংগ্রেসকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হইয়াছে, তাহা এখন আপীলে বিচারাধীন আছে। তাই আমি নিজেকে সাক্ষ্য সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করিবার মতো স্বাধীন মনে করি না। একমাত্র যে সাক্ষীকে কংগ্রেস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, সে এই ব্যাপারের সহিত কংগ্রেসের যে কোনও সম্পর্ক আছে, তাহা অস্বীকার করিয়াছে। লোকে ব্যক্তিগত অধিকারে যে কাজ করে, তাহার দায়িত্ব যদি সে যে-সংঘের অন্তর্ভুক্ত তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমি একথা ভাবিতে সাহস করিব যে, যে কোনও সংঘের বিরুদ্ধে প্রায় যে কোনও অভিযোগই প্রমাণ করা যাইতে পারে।

"একজন ভারতীয়, একটি ভোট", এইরূপ দাবী ভারতীয়রা করে নাই। শুধু যে "কুলী", তাহার জন্যও ভোট দাবী করা হয় নাই। কিন্তু এমন কি, বর্তমান আইনে শুধুমাত্র "কুলী", যতক্ষণ সে "কুলী" থাকে, ভোটাধিকার পায় না। মাত্র বর্ণগত ও জাতিগত পার্থক্যের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করা হইয়াছে। সমগ্র প্রশ্নটি যদি স্থির মস্তিষ্কে পর্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলে কাহারও পক্ষে কোনভাবে ভাল বা মন্দ মনোভাব দেখাইবার উপলক্ষ্য থাকিবে না।

পৃথিবীর কোন অংশেই ভারতীয়গণ রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের জন্য চেষ্টা করে নাই। মোরিসিয়াসে তাহারা বিপুল সংখ্যায় রহিয়াছে। সেখানেও তাহারা কোনরূপ রাজনৈতিক উচ্চাশা দেখাইয়াছে বলিয়া বলা হয় নাই। তাহাদের সংখ্যা যদি ৪০,০০০-এর স্থলে ৪০০,০০০ হয়, এমন কি সে ক্ষেত্রেও নাটালে তাহাদের সেরূপ করিবার সম্ভাবনা নাই।

আপনার অনুগত ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

**দি নাটাল এডভার্টাইজার**, ১০-১০-১৮৯৫

## ৬৫. নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস

ডারবান,
২১শে অক্টোবর, ১৮৯৫

মাননীয় উপনিবেশ সচিব,
পিটারমারিৎসবার্গ, সমীপে

মহাশয়,

সংবাদপত্রে প্রকাশিত কতিপয় মন্তব্য এবং সম্প্রতি ডারবান রেসিডেণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মহারানী বনাম রঙ্গস্বামী পাড়ায়াচির বিচারে প্রদত্ত তাঁহার রায়ের ফলে কংগ্রেসের অবৈতনিক সম্পাদকরূপে উক্ত মন্তব্যগুলি ও রায় সম্পর্কে আমার আপনাকে লেখা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

রায়ে বলা হইয়াছে যে, আগস্ট মাসের কোনও একদিন কংগ্রেস আসগর নামে জনৈক ভারতীয়কে ডাকিয়া পাঠায় এবং একটি মামলায় সাক্ষ্যদান হইতে বিরত থাকিবার জন্য তাহাকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করে, এবং কংগ্রেস একটি চক্রান্তমূলক সংঘ ইত্যাদি।

আমি বলিতে চাই যে, সাক্ষ্যদান হইতে বিরত করিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস যে কেবল উপরোক্ত ব্যক্তিকে বা অন্য কোনও ব্যক্তিকে নিজের নিকট ডাকিয়া পাঠায় নাই তাহাই নহে, বিচারকারী ম্যাজিস্ট্রেটেরও ঐরূপ কোনও মন্তব্য করিবার কোনও কারণই ছিল না।

যে রায়ে এইসকল মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহা আপীলে বিচারাধীন আছে। সেজন্য সংবাদপত্রে এ বিষয়ে দীর্ঘভাবে আলোচনা করিতে আমাকে বিরত হইতে হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই সকল মন্তব্য ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হওয়ায় বিচারপতিগণ এগুলি পুরাপুরি আলোচনা না-ও করিতে পারেন। সাক্ষী আসগরের সওয়াল, জেরা এবং পুনরায় সওয়ালের সময়ে কংগ্রেসের নাম এমন কি উল্লিখিতও হয় নাই। পুনরায় সওয়াল শেষ হইবার পরে ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষীকে কংগ্রেস সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। সওয়াল ও জবাব হইতে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছিল, যে-সপ্তাহে সাক্ষীকে ভীতিপ্রদর্শন করা হইয়াছিল বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কংগ্রেসের কোনরূপ সভা হয় নাই। একটি ১৪ই আগস্টের তারিখ দেওয়া এবং অপর একটি ১২ই সেপ্টেম্বরের তারিখ দেওয়া, এই দুইটি প্রচারপত্র প্রদর্শন করা হইয়াছিল। উহাতে উল্লিখিত তারিখগুলির পরবর্তী মঙ্গলবারগুলিতে, অর্থাৎ ২০শে আগস্ট ও ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে, কংগ্রেসের সদস্যগণকে সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল।

১২ই আগস্ট তারিখে ভীতিপ্রদর্শন করা হইয়াছিল বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ঐদিন মুসা-র অফিসে মহম্মদ কমরুদ্দিনকে দিয়া সাক্ষীকে ডাকিয়া পাঠানো হয় এবং অফিসে এম. সি. কমরুদ্দিন, দাদা আবদুল্লা, দাউদ মহম্মদ এবং দুই-তিনজন অপরিচিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বলা হইয়াছে যে, এখানে সাক্ষীকে মামলা সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। সাক্ষী তাহার সাক্ষ্যে বলিয়াছে যে, মুসার অফিসে কংগ্রেসের অধিবেশনগুলি হইত না, সেই অফিসে সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে কোনরূপ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় নাই, সাক্ষী বিজ্ঞপ্তিগুলি অনুসারে সভাগুলিতে যোগ দেয় নাই, কংগ্রেসের সভাগুলির অধিবেশন কংগ্রেস হলে হইত, বিজ্ঞপ্তিগুলির সহিত এই মামলার কোনও সম্পর্ক নাই, এবং সে প্রকৃত-পক্ষে কংগ্রেসের সভাগুলিতে উপস্থিত থাকিত না। এই সকল সত্ত্বেও এই ম্যাজিস্ট্রেট কংগ্রেসকে জড়িত করিয়াছেন।

যে একটিমাত্র কথা কোনক্রমে ম্যাজিস্ট্রেটের সিদ্ধান্তসমূহের সমর্থনে ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহা হইল এই যে, মুসার অফিসে যে ছয়-সাত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে তিনজন কংগ্রেসের সদস্য।

এই সঙ্গে আমি ঐ বিষয় সংক্রান্ত সাক্ষ্য হইতে কতিপয় উদ্ধৃতি পাঠাইবার সুযোগ প্রার্থনা করিতেছি।

আমি বলিতে সাহস করি যে, যে কোনও ভাবেই হউক, ম্যাজিস্ট্রেট পক্ষপাতদুষ্ট হইয়াছেন। পুনুস্বামী পাথের এবং অন্য তিনজনের মামলায় ছিটেফোঁটা বিন্দুমাত্র সাক্ষ্য ব্যতিরেকেই তিনি তাঁহার রায়ের যুক্তিসমূহে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রতিবাদীরা কংগ্রেসের সদস্য ও সাহায্যপ্রাপ্ত। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার হইল এই যে, তাহাদের সকলে কংগ্রেসের সদস্য নহে এবং এই বিষয়ের সহিত কংগ্রেসের কোনরূপ সম্পর্ক নাই। রঙ্গস্বামীর মামলায় মিঃ মিলারকে আমার পরামর্শদান লইয়া অনেক কিছুই বলা হইয়াছে। তাই আমি বলিতে চাই যে, পুনুস্বামী এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের মামলার সহিত আমার কোনও সম্পর্ক নাই। মামলাটি চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে পেঁীছিবার পূর্ব পর্যন্ত আমি জানিতামও না যে, আদৌ ঐরূপ একটি মামলা চলিতেছে। রঙ্গস্বামী যখন একই অপরাধের জন্য দ্বিতীয়বার অভিযুক্ত হইয়াছিল, তখন আমার হস্তক্ষেপ চাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তখন তাহা চাওয়া হইয়াছিল, কংগ্রেসের অবৈতনিক সম্পাদক রূপে নহে, একজন আইনজীবীরূপে।

আমি সরকারকে সুনিশ্চিত করিয়া জানাইতে চাহি যে, কংগ্রেসের সংগঠক-গণ কংগ্রেসকে কলোনিতে উভয় সম্প্রদায়ের জন্য একটি উপযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এবং ভারতীয়গণের স্বার্থের সহিত জড়িত প্রশ্নাবলী সম্পর্কে

ভারতীয়দের মনোভাবগুলি ব্যাখ্যা করিবার মাধ্যমরূপে গড়িয়া তুলিয়া সরকারকে সাহায্য করিতে চাহেন। তাঁহারা সরকারকে বিব্রত করিতে চাহেন না—অবশ্য, যদি কোনও ক্ষেত্রে আদৌ বিব্রত করা হইয়া থাকে।

তাঁহাদের এইরূপ ধারণা থাকায়, তাঁহারা কংগ্রেসের উপযোগিতা হ্রাস পাইতে পারে, কংগ্রেস সপর্কে এমন কোনও মন্তব্য করা হইলে স্বভাবতঃই বিরক্ত হন। সুতরাং, সরকার যদি ম্যাজিস্ট্রেটের মন্তব্যগুলির উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের সংবিধান ও কার্যকলাপ সম্পর্কে আগাগোড়া তদন্ত হওয়াই কংগ্রেসের সদস্যগণ সর্বাধিক বাঞ্ছনীয় মনে করিবেন।

আমি বলিতে পারি যে, ভারতীয়গণের মধ্যে আদালতে বিচার্য কোনও বিষয়ে এ পর্যন্ত কখনও কংগ্রেস হস্তক্ষেপ করে নাই। এবং সর্বসাধারণের স্বার্থ জড়িত না থাকিলে কোনও ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগের ব্যাপারে কংগ্রেস ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেও অস্বীকার করিয়াছে। কংগ্রেসের নিয়মাবলী অনুসারে অনুষ্ঠিত সভায় কংগ্রেসের সদস্যগণের ভোটাধিক্যে গৃহীত অনুমোদন ছাড়া কংগ্রেসের কোনও একজন সদস্য বা সদস্যগণ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বা কংগ্রেসের নামে কিছুই করিতে পারেন না। কংগ্রেসের সদস্যদের এইরূপ সভা কেবল অবৈতনিক সম্পাদকের লিখিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

উল্লিখিত মামলার সহিত কংগ্রেসের কোনও সম্পর্ক নাই বলিয়া সরকার যদি বুঝিতে পারেন, তবে আমি কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বিনীতভাবে প্রার্থনা করি যে, জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে যেন এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়; অন্য পক্ষে, এ বিষয়ে যদি কোনও সংশয় থাকে, তবে আমি তদন্তের জন্য অনুরোধ জানাইতে সাহস করিতেছি।

আমি এই সঙ্গে কংগ্রেসের নিয়মাবলী, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগস্ট তারিখে সমাপ্ত বর্ষের সদস্যগণের তালিকা এবং প্রথম বার্ষিক বিবরণ, এইগুলির প্রত্যেকটির এক কপি করিয়া পাঠাইয়া দিতেছি।

আরও তথ্যাদির প্রয়োজন হইলে, তাহা আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত পাঠাইব।

আপনার একান্ত অনুগত ইত্যাদি
(স্বাক্ষর) এম. কে. গান্ধী
অবৈতনিক সম্পাদক, এন্. আই. সি.

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তারিখে নাটালের গভর্নরের নিকট হইতে মহারানীর সরকারের প্রধান উপনিবেশ সচিবের নিকট প্রেরিত ১২৮ নম্বর ডেস্প্যাচের ১ নং এন্‌ক্লোজার।

উপনিবেশ কার্যালয়ের নথি নং ১৭৯, ১৯২ ভল্যুম।

## ৬৬. মিঃ চেম্বারলেনের নিকট আবেদন

জোহানেস্‌বার্গ
দঃ আঃ রিঃ
২৬শে নভেম্বর, ১৮৯৫

মহারানীর প্রধান উপনিবেশ সচিব মাননীয় জোসেফ চেম্বারলেন, লণ্ডন, সমীপে

"দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকে বাসকারী নিম্নে স্বাক্ষরকারী ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাগণের স্মারকলিপি

বিনীতভাবে দর্শানো যাইতেছে যে :

আবেদনকারীগণ দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকস্থ ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে এতদ্‌দ্বারা ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তারিখে দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকের মাননীয় ভোক্‌স্রাদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে মহারানীর সরকারের নিকট শ্রদ্ধার সহিত আবেদন জানাইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বাসকারী ব্রিটিশ প্রজাদিগকে সামরিক কার্য হইতে অব্যাহতি দানের জন্য মহারানীর এবং দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিক সরকারের মধ্যে সম্পন্ন সন্ধিটিকে "ব্রিটিশ প্রজা বলিতে কেবল শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিদিগকে" বুঝাইবে এই বিশেষ অর্থসহ উক্ত প্রস্তাবে অনুমোদন করা হইয়াছে।

আবেদনকারীগণ এই প্রস্তাবটি পাঠ করিয়া শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ ব্রিটিশ প্রজাদের মধ্যে এই পার্থক্য রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর তারিখে আপনাকে তার করিতে সাহস করিয়াছে।

ব্যতিক্রম স্পষ্টতঃ দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকে বাসকারী ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাদের উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে।

আবেদনকারীগণ এ বিষয়ে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে যে, সন্ধিপত্রে "ব্রিটিশ প্রজাগণ" শব্দগুলির উপর আদৌ কোনও বিশেষ অর্থ আরোপ করা হয় নাই এবং বলিতেছে যে, প্রস্তাবটিতে ঐ সন্ধিপত্র হুবহু গ্রহণ করিবার পরিবর্তে উহাকে সংশোধিত করা হইয়াছে, এবং মাত্র এই কারণেই আবেদনকারীগণ এ বিষয়ে নিশ্চিত বোধ করিতেছে যে, এই সংশোধিত অনুমোদন মহারানীর সরকার কর্তৃক গৃহীত হইবে না।

এই প্রস্তাব অনাবশ্যকভাবে ভারতীগণের যে সম্মানহানি ঘটাইয়াছে, আবেদনকারীগণ সে সম্পর্কে আলোচনা করিবে না।

ব্রিটিশ প্রজাদিগকে সামরিক কার্য হইতে অব্যাহতি দানের জন্য প্রধানতঃ যে কারণ দেখানো হইয়াছিল, তাহা হইল এই যে, ব্রিটিশ প্রজাদের পূর্ণ

নাগরিক অধিকার নাই এবং তাহাদিগকে রিপাবলিকে বহু প্রকার অধিকার-হীনতা ভোগ করিতে হয়, সুতরাং নাগরিকদের সহিত একভাবে সামরিক কার্য করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করা উচিত হইবে না। এইরূপ আন্দোলনের সময় প্রকাশ্যে এইকথা বলা হইয়াছিল যে, রিপাবলিকের উইট্‌ল্যান্ডার অধিবাসী-দিগকে যদি নাগরিকরূপে স্বীকার করিয়া ভোটাধিকার দেওয়া হয়, তবে তাহারা সানন্দে মালাবক অভিযানে অংশগ্রহণ করিবে।

সুতরাং, যদি ইয়োরোপীয়দিগকে, অথবা প্রস্তাবের ভাষায় "শ্বেতাঙ্গ" ব্রিটিশ প্রজাদিগকে, তাহাদের রাজনৈতিক অধিকারহীনতার কারণে অব্যাহতি দেওয়া হয়, তবে, বিনীতভাবে ইহা বলা যাইতেছে যে, ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাদের পক্ষে এই যুক্তি আরও অধিক পরিমাণে প্রযোজ্য হইবে। কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকে ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজারা কেবল রাজনৈতিক অধিকারসমূহ ভোগ করিতে পায় না নহে, তাহাদিগকে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়াই গণ্য করা হয়। উক্ত প্রস্তাবটিও তাহার অন্যতম নিদর্শন।

উপসংহারে আবেদনকারীগণ সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা এবং নিশ্চিত আশা করিতেছে যে, সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায়, তাহা কলোনিগুলিতেই হউক বা স্বাধীন রাজ্যগুলিতেই হউক (এমন কি বুলাওয়েয়োর নবগঠিত অঞ্চলসমূহে ও অন্যান্য অংশে), ভারতীয়গণের উপর নিরন্তর যে নিপীড়ন চলিতেছে তাহা বুঝিয়া এবং সাধারণভাবে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়গণের উপর পূর্ব হহতেহ যে সকল বাধানিষেধ রহিয়াছে, তাহার পরিমাণ দেখিয়া, এবং মহারানীর সরকারের হস্তক্ষেপের দ্বারা সেগুলি দূর করিবার জন্য আবেদনকারীগণের ও তাহাদের সহযোগী ভ্রাতাদের চেষ্টার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকান সরকারের পক্ষ হইতে ভারতীয়গণের স্বাধীনতা আরও সংকোচ করিবার জন্য নূতন প্রচেষ্টা মহারানীর সরকার কর্তৃক সমর্থিত হইবে না।

এবং এই ন্যায় ও করুণার কার্যটির জন্য আবেদনকারীগণ কর্তব্যপাশে বদ্ধ হইয়া চিরদিন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এম. সি. কমরুদ্দিন
আবদুল গনি
মহম্মদ ইস্‌মাইল
ইত্যাদি, ইত্যাদি

মহারানীর প্রধান উপনিবেশ সচিবের নিকট দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকস্থ মহা-রানীর হাই কমিশনার কর্তৃক ১৮৯৫ খৃীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে ৬৯২ নম্বর ডেস্‌প্যাচে প্রেরিত।

উপনিবেশ কার্যালয়ের নথি নং ৪১৭, ১৫২ ভল্যুম।

# ৬৭. ভারতীয় নাগরিক অধিকার

## দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ প্রত্যেক ব্রিটনের নিকট আবেদন

বীচ গ্রোভ, ডারবান,
৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫

সংবাদপত্রগুলির দিক হইতে ভারতীয়গণের নাগরিক অধিকার প্রশ্নটি সমগ্র কলোনিতে, প্রকৃতপক্ষে, সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং এই আবেদনের জন্য কোনরূপ মার্জনা ভিক্ষার প্রয়োজন নাই। ইহাতে যথাসম্ভব সংক্ষেপে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ প্রত্যেক ব্রিটেনের নিকট ভারতীয়গণের নাগরিক অধিকার সম্পর্কে ভারতীয়দের মতামত উত্থাপিত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

ভারতীয়গণকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার পক্ষে কতিপয় যুক্তি হইল এইরূপ :

(১) ভারতে ভারতীয়গণ ভোটাধিকার ভোগ করে না।

(২) দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণ নিম্নতম শ্রেণীর ভারতীয়গণেরই প্রতিনিধিত্ব করে, বস্তুতপক্ষে, তাহারা ভারতীয়গণের আবর্জনা মাত্র।

(৩) ভোটাধিকার কি, তাহা ভারতীয়গণ বোঝে না।

(৪) ভারতীয়গণের ভোটাধিকার পাওয়া উচিত নয় কারণ, এই দেশীয় অধিবাসীরাও ভারতীয়গণের মতোই ব্রিটিশ প্রজা এবং এই দেশীয় অধিবাসীদের ভোটাধিকার নাই।

(৫) এই দেশীয় অধিবাসীদের স্বার্থের খাতিরে ভারতীয়গণকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা উচিত।

(৬) এই কলোনি, কৃষ্ণাঙ্গের নহে, শ্বেতাঙ্গেরই দেশ হইবে ও থাকিবে; এবং ভারতীয়দের ভোটাধিকার দিলে তাহা ইয়োরোপীয়দের ভোটকে সংখ্যাধিক্যে ডুবাইয়া দিবে এবং ভারতীয়গণকে রাজনৈতিক প্রাধান্য দিবে।

আমি আনুক্রমিকভাবে আপত্তিগুলির আলোচনা করিব।

### এক

বারংবার ইহা বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে ভারতীয়গণ যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, তাহার অপেক্ষা উচ্চতর সুযোগ-সুবিধা তাহারা দাবী করিতে পারে না ও করিতে পাইবে না এবং ভারতে তাহাদের কোনরূপ ভোটাধিকার নাই।

এখন, প্রথমতঃ, ভারতীয়গণ ভারতে যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, তাহার অপেক্ষা উচ্চতর কোনও সুযোগ-সুবিধা এখানে তাহারা দাবী করে না। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এখানে যে ধরনের শাসনব্যবস্থা রহিয়াছে, ভারতের শাসনব্যবস্থা ঠিক সেইরূপ নহে। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, এই দুইটির মধ্যে কোনরূপ সাদৃশ্যমূলক তুলনা চলিতে পারে না। ইহার উত্তরে একথা বলা যাইতে পারে, ভারতীয়গণ ভারতে যতদিন না এইরূপ শাসনব্যবস্থা লাভ করিতেছে, ততদিন তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ উত্তরে চলিবে না। এই একই নীতি অনুসারে এই যুক্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, নাটালে আসিয়াছে এমন কোনও লোকই ভোটাধিকার পাইতে পারে না, যদি সে যে দেশ হইতে আসিয়াছে, সেখানেও এইরূপভাবে একই অবস্থায় তাহার ভোটাধিকার না থাকে, অর্থাৎ যদি তাহার দেশের ভোটাধিকার আইন নাটালের অনুরূপ না হয়। এই মতবাদ যদি সর্বজনীনভাবে প্রযুক্ত হয়, তবে সহজেই দেখা যাইবে যে, এমন কি ইংলণ্ড হইতে আগত কেহই নাটালে ভোটাধিকার পাইতে পারে না কারণ ইংলণ্ডের ভোটাধিকার আইন নাটালের অনুরূপ নহে। জার্মানি ও রাশিয়ায়, যেখানে ন্যূনাধিক স্বৈরশাসন প্রচলিত আছে, সেখান হইতে আগত লোকে তো আরও পাইবে না। সুতরাং একমাত্র ও প্রকৃত নিরিখ হইবে, ভারতীয়দের ভারতে ভোটাধিকার আছে কিনা তাহা নহে, তাহারা প্রতিনিধিত্বশীল শাসনব্যবস্থার নীতি বোঝে কিনা।

কিন্তু ভারতে ভারতীয়দের ভোটাধিকার আছে, তবে ইহা সত্য যে, তাহা অতীব সীমাবদ্ধ। তাহা হইলেও ভোটাধিকার আছে। প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা বুঝিবার ও তাহার শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিবার মতো ক্ষমতা যে ভারতীয়গণের আছে, তাহা আইন পরিষদগুলি স্বীকার করিয়াছে। সেগুলি প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভারতীয়গণের যোগ্যতার স্থায়ী সাক্ষ্যরূপে রহিয়াছে। ভারতীয় আইন পরিষদগুলির সদস্যগণ আংশিকভাবে নির্বাচিত এবং আংশিকভাবে মনোনীত হন। নাটালের প্রাক্তন আইন পরিষদের অবস্থার সহিত ভারতের আইন পরিষদগুলির অবস্থার খুব বেশী পার্থক্য নাই। এবং এই সকল আইন পরিষদে প্রবেশে ভারতীয়গণকে বাধা দেওয়া হয় না। তাহারা সমান অধিকারের ভিত্তিতেই ইয়োরোপীয়দের সহিত প্রতিযোগিতা করে।

বোম্বাইয়ের আইন পরিষদের সদস্যগণের বিগত নির্বাচনে একটি নির্বাচন-কেন্দ্রের প্রার্থী ছিলেন একজন ইয়োরোপীয় এবং একজন ভারতীয়।

ভারতের সকল আইন পরিষদেই ভারতীয় সদস্যগণ রহিয়াছেন। ইয়োরোপীয়দের সহিত ভারতীয়রাও এই সকল নির্বাচনে ভোট দেন। ভোটাধিকার নিঃসন্দেহে সীমাবদ্ধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বলা যায়, ইহা পরোক্ষ: বোম্বাই কর্পোরেশন, আইন পরিষদে একজন সদস্য নির্বাচন করিয়া পাঠায়,

এবং করদাতাদের, তাহাদের অধিকাংশই ভারতীয়, দ্বারা নির্বাচিত সদস্যগণকে লইয়া বোম্বাই কর্পোরেশনটি গঠিত। যে শ্রেণী বা যাহার অনুরূপ শ্রেণী হইতে নাটালের ভারতীয় ব্যবসায়ীরা আসিয়াছেন, বোম্বাইয়ের পৌরসভার নির্বাচনগুলিতে সেই শ্রেণীর বহু সহস্র ভারতীয় ভোট দেন।

তাহা ছাড়া, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিও ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। ইহা হইতে কি প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা বুঝিতে অক্ষম? একজন ভারতীয় প্রধান বিচারপতি হইয়াছেন। ঐ পদের জন্য বার্ষিক ৬০,০০০ টাকা বা ৬,০০০ পাউন্ড বেতন দেওয়া হয়। এখানকার অধিকাংশ ব্যবসায়ীরা যে শ্রেণী হইতে আসিয়াছেন, তাহারই অন্তর্ভুক্ত একজন ভারতীয় এই সেদিন মাত্র বোম্বাইয়ে হাই কোর্টের এক্তিয়ার-ভুক্ত পিউনি জজ (অধস্তন বিচারপতি) নিযুক্ত হইয়াছেন।

অনেক চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় যে জাতির অন্তর্ভুক্ত, সেই জাতির এক তামিল ভদ্রলোক মাদ্রাজ হাই কোর্টের পিউনি জজ হইয়াছেন। বাংলাদেশে একজন ভারতীয়ের উপর সিভিল কমিশনারের অতীব দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছে।

কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে ভারতীয়গণ ভাইস-চ্যান্সেলরের আসনে অধিষ্ঠিত আছেন।

সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়গণ সমান অধিকারের ভিত্তিতে ইয়োরোপীয়দের সহিত প্রতিযোগিতা করেন।

বোম্বাই কর্পোরেশনের বর্তমান সভাপতি ঐ কর্পোরেশনের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন ভারতীয়।

সভ্য জাতিগুলির সহিত ভারতীয়গণের সমান অধিকার পাইবার যোগ্যতার সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিক প্রমাণ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগস্ট তারিখের লণ্ডন **টাইম্‌স্‌** পত্রিকায় পাওয়া যায়।

**দি টাইম্‌স্‌** পত্রিকার "ভারতীয় বিষয়"-এর লেখক—সকলেই জানেন, ইনি আর কেহ নহেন, ইনি সম্ভবতঃ ভারতীয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান্ লেখক স্যার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার—বলেন :

> যে দুঃসাহসিক কার্যাবলী এবং এমন কি ততোধিক সহিষ্ণুতার বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত-সমূহের দ্বারা ঐ সম্মানগুলি লব্ধ হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া প্রশংসায় আমোদিত না হওয়া কঠিন। একজন সিপাহীকে কৃতিত্বসূচক পদকে ভূষিত করা হইয়াছিল। সে একত্রিশটিরও অধিক আঘাত পাইয়াছিল। "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ" পত্রিকা বলিয়াছে, "সম্ভবতঃ উহাই রেকর্ড সংখ্যা।" যে সংকীর্ণ বর্ত্মে রস্-এর দলটি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে একজন সিপাহী গুলীতে আহত হইয়াছিল। বুলেটটি কোথায় আছে তাহা সে নীরবে অনুভব করে এবং যন্ত্রণায় কাতর না হইয়া দুই হাত দিয়া

**সজোরে চাপিয়া উহাকে উপরিভাগে তুলিয়া আনে। শেষে যখন সে বুলেটটিকে দুই আঙুলের নাগালের মধ্যে পায়, তখন তাহাকে টানিয়া বাহির করে। তারপর সে রক্ত-ধারায় সিক্ত হইয়া পুনরায় বন্দুক ঘাড়ে লইয়া একুশ মাইল পথ মার্চ করিয়া চলে।**

**কিন্তু যে সকল ভারতীয় সৈন্য স্বীকৃতি ও সম্মান পাইয়াছে, তাহাদের দুঃসাহসিকতা যেমন তাহাদের মত সহ-প্রজা লাভ করায় আমাদের মধ্যে গর্ব জাগাইয়া তোলে, তেমনই অনুরূপ ধৈর্য ও সাহস প্রদর্শন করার জন্য তাহাদিগকে যেরূপ তুচ্ছ পারিতোষিকগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভাবিলে মনে অন্যরূপ ভাবের উদয় হয়। 'কোরাঘ' যুদ্ধের সময়ে দুঃসাহসিকতা ও বিশ্বস্ততা দেখাইবার জন্য চতুর্থ বেঙ্গল পদাতিক বাহিনীর দুইজন ভিস্তির কথা ডেস্‌প্যাচ্‌গুলিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। বাস্তবিকই সেই ভয়ংকর গিরিবর্ত্মে তাহারা তাহাদের সঙ্গীদের জন্য আত্মত্যাগের যে মহান্‌ মনোভাব দেখাইয়াছিল, তাহার তুলনা হয না। যে দলটি চিত্রল দুর্গে পরলোকগত ক্যাপ্টেন বেয়ার্ডকে লইয়া আসিয়াছিল, তাহাদের সহিত থাকাকালে ঐ রেজিমেণ্টের একজন লোকের কথা সমুজ্জ্বল 'দুঃসাহসিকতা ও বিশ্বস্ততা' দেখাইবার জন্য উল্লিখিত হইয়াছিল।...সত্য কথা হইল এই যে, ভারতীয়রা একাধিক দিক দিয়া যোগ্য সহ-প্রজা হইবার অধিকার অর্জন করিতেছে। জাতিগুলির মধ্যে সম্মানজনক সমানাধিকার লাভের সংক্ষিপ্ত পথ হইল রণক্ষেত্রগুলি। কিন্তু ভারতীয়রা অসামরিক জীবনের মন্থরতর ও কঠিনতর পদ্ধতিগুলিরও অনুশীলনে আমাদের শ্রদ্ধালাভের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে। তিন বৎসর পূর্বে আংশিক নির্বাচনের ভিত্তিতে ভারতীয় আইন পরিষদ্‌-গুলির যে সম্প্রসারণ করা হইয়াছে, পরাধীন দেশগুলির গঠনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাহার অপেক্ষা বৃহত্তর পরীক্ষা আর কখনও হয় নাই।** (বড় হরফ আমার।) আবার বাংলাদেশের অপেক্ষা ভারতের অন্য কোনও অঞ্চলে এই পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে অধিকতর সংশয় ছিল না। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিগুলির লোকসংখ্যা একত্র করিলে যাহা হইবে, লেপ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নরের অধীনস্থ বাংলাদেশের লোকসংখ্যা তাহার সমান এবং প্রশাসনিক দিক হইতে উহার পরিচালনা অধিকতর কঠিন।

স্যার চার্ল্‌স্‌ এলিয়ট উদারভাবে এই সাক্ষ্যই দিয়াছেন যে, সেখানে কেবল দলগত বিরোধিতাই যে নাই তাহা নহে, লর্ড স্যালিস্‌বেরির বিধান (Statute) অনুসারে সম্প্রসারিত তাঁহার আইনসভা হইতে এই অপরিহার্যরূপে জটিল ব্যবস্থাটিকে (বঙ্গীয় স্বাস্থ্যসম্মত জলনির্গমন আইন) সুপরিণত করিয়া তুলিতে তিনি মূল্যবান্‌ সক্রিয় সাহায্যও পাইয়াছেন। বহু আলোচনা অত্যন্ত সহায়ক হইয়াছে, এবং বাংলার ক্ষেত্রে—এই প্রদেশে নির্বাচনী ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা সমস্যাবহুল মনে হইয়াছিল—**কতিপয় প্রচেষ্টার পরে পরীক্ষাটি সার্থক প্রতিপন্ন হইয়াছে।** (বড় হরফ আমার।)

## দুই

দ্বিতীয় আপত্তিটি হইল এই যে, দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়রা নিম্নতম শ্রেণীর ভারতীয়। উক্তিটি নির্ভুল নহে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সম্পর্কে ইহা অবশ্যই সত্য নহে। চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়গণের সম্পর্কেও ইহা আদৌ সত্য হইবে না। তাহাদের অনেকেই ভারতের উচ্চতম জাতির লোক। নিশ্চয়ই তাহারা

সকলে অতিশয় দরিদ্র। নিম্নতম শ্রেণীর লোকও অনেক আছে। কোনরূপ আঘাত দেওয়ার মনোভাব না লইয়াই আমি বলিতে চাহি যে, নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায় যদি উচ্চতম শ্রেণীর না হয়, তবে নাটালের ইয়োরোপীয় সম্প্রদায়ও উচ্চতম শ্রেণী হইতে আসেন নাই। তবে আমি বলিতে সাহস করি যে, এই ব্যাপারটির উপর অনাবশ্যক গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। ভারতীয়রা যদি আদর্শ ভারতীয় না হয়, তবে তাহাদিগকে আদর্শ ভারতীয় হইতে সাহায্য করাই সরকারের কর্তব্য। যদি কোনও পাঠক জানিতে চাহেন যে, আদর্শ ভারতীয় কি, তবে তাঁহাকে আমি দয়া করিয়া আমার "খোলা চিঠিখানি" পড়িতে বলিব। তাহাতে বহু প্রামাণ্য ব্যক্তিদের উদ্ধৃতি সংকলন করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, আদর্শ ভারতীয়রা "আদর্শ" ইয়োরোপীয়দের মতোই সুসভ্য। ইয়োরোপে নিম্নতম শ্রেণীর ইয়োরোপীয়রা যেমন উচ্চতম স্তরে উঠিতে পারেন, তেমনই ভারতে নিম্নতম শ্রেণীর ভারতীয়রা উচ্চতম স্তরে উঠিতে পারে। ক্রমাগত ঔদাসীন্য এবং অধঃপতন ঘটাইবার উপযোগী আইন প্রণয়নের ফলে ভারতীয়রা কলোনিতে আরও নিম্নে নামিয়া যাইবে এবং এইরূপে পূর্বে ছিল না এমন প্রকৃত বিপদের সম্ভাবনা তাহাদের ঘটিবে। পরিত্যক্ত, ঘৃণিত ও অভিশপ্ত হইয়া অনুরূপ অবস্থায় অপরে যেরূপ করিয়াছে ও হইয়াছে, তাহারাও সেইরূপ করিবে ও হইবে। তাহাদিগকে ভালোবাসিলে ও তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিলে তাহারা অন্য যে কোনও জাতির লোকের মতোই উচ্চতর স্তরে উঠিতে পারিবে। অনুরূপ অবস্থায় তাহারা যেসকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে বা করিবে, এমন কি সেগুলিও যতদিন তাহাদিগকে দেওয়া না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করা হইতেছে, বলিতে পারা যায় না।

## তিন

ভারতীয়রা ভোটাধিকার বোঝে না, একথা বলার অর্থ হইল ভারতের সমগ্র ইতিহাসকে অস্বীকার করা। প্রতিনিধিত্বের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা ভারতীয়রা সুপ্রাচীন কাল হইতে বোঝে ও তাহার কদর করে। ঐ নীতি—পঞ্চায়েত—ভারতবাসীর সকল কার্যকেই পরিচালিত করে। ভারতবাসী নিজেকে পঞ্চায়েতের একজন সদস্য মনে করে। প্রকৃতপক্ষে, পঞ্চায়েতই হইল সমগ্র রাজনৈতিক সংস্থা, ভারতীয়রা সাময়িকভাবে যাহার অন্তর্ভুক্ত থাকে। ঐরূপ অন্তর্ভুক্ত থাকিবার শক্তি—গণপরিচালিত শাসনব্যবস্থার নীতিকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার শক্তি—ভারতীয়কে পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও নিরীহ করিয়া তুলিয়াছে। বহু শতাব্দীব্যাপী বৈদেশিক শাসন ও নির্যাতন তাহাকে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক করিয়া তুলিতে পারে নাই। সে যেখানেই যাক, যে অবস্থার মধ্যেই থাক,

তাহার উপরে কর্তৃত্ব করিবার জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তকেই সে নতমস্তকে মানিয়া লয়। কারণ, সে যে সংস্থার অন্তর্ভুক্ত, সেই সংস্থার সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতি ছাড়া কেহই যে তাহার উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে না, তাহা সে জানে। এই নীতি ভারতীয়ের অন্তঃকরণে এমন বদ্ধমূল যে, এমন কি ভারতীয় রাজ্যগুলির সর্বাধিক স্বৈরাচারী রাজারাও বোঝেন যে, তাঁহাদিগকে জনসাধারণের হিতার্থেই রাজ্য শাসন করিতে হইবে। ইহা সত্য যে, তাঁহারা সকলেই এই নীতি অনুসারে কাজ করিতে পারেন না। কারণগুলি এখানে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বিষয় হইল এই যে, এমন কি যেখানে নামে রাজতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা রহিয়াছে, সেখানেও পঞ্চায়েতই সর্বোচ্চ সংস্থা। এই সংস্থার সদস্যদের কার্যকলাপ সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা অনুসারেই পরিচালিত হয়। আমার এই উক্তির সমর্থনে নির্ভরযোগ্য প্রমাণের জন্য আমি পাঠককে মাননীয় লেজিসলেটিভ এসেম্বলির নিকট ভোটাধিকার সংক্রান্ত আবেদনটি পড়িতে অনুরোধ করি।

## চার

"এ দেশীয় অধিবাসীরা ভারতীয়গণের মতোই ব্রিটিশ প্রজা এবং এ দেশীয় অধিবাসীদের যখন ভোটাধিকার নাই, তখন ভারতীয়দের ভোটাধিকার থাকাও উচিত হইবে না।" আমি এই আপত্তির কথা বলিতেছি, কারণ, এইরূপ আপত্তি আমি সংবাদপত্রগুলিতে দেখিয়াছি। নাটালে যে পূর্ব হইতেই ভারতীয়গণ ভোটাধিকার ভোগ করিতেছে, সেই বিষয়টির সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই। এখন ভারতীয়গণকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

কোনরূপ তুলনা না করিয়াই আমি স্থূল তথ্যগুলি বিবৃত করিতে চাই। এ দেশীয়দের ভোটাধিকার একটি বিশেষ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আইনটি কয়েক বৎসর ধরিয়া বলবৎ রহিয়াছে। এই আইনটি ভারতীয়দের প্রতি প্রযোজ্য নহে। ইহা ভারতীয়দের প্রতি প্রযোজ্য হওয়া উচিত, এমন প্রস্তাবও উত্থাপিত হয় নাই। ভারতে ভারতীয়গণের ভোটাধিকার (তাহা যাহাই হউক না কেন) কোনও বিশেষ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। তাহা সকলের প্রতি একই ভাবেই প্রযোজ্য। ভারতীয়দের স্বাধীনতার সনদ আছে। এই সনদ হইল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণা।

## পাঁচ

ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার সমর্থনে সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিক যে যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা হইল ভারতীয়দের ভোটাধিকার কলোনির

এ দেশীয় অধিবাসীদের ক্ষতি করিবে। কিভাবে ইহা ঘটিবে, তাহা আদৌ বলা হয় নাই। কিন্তু আমি ধরিয়া লইতে পারি যে, ভারতীয়রা এ দেশীয় অধিবাসীদিগকে মদ সরবরাহ করে এবং তাহার ফলে তাহারা নষ্ট হয়, এই এক পুরাতন আপত্তির উপরই ভারতীয়গণের ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে আপত্তি-কারীগণ নির্ভর করিবেন। আমি এখন বলিতে সাহস করিব যে, ভারতীয়গণের ভোটাধিকার লাভের ফলে তাহাতে কোনও ইতরবিশেষ হইবে না। ভারতীয়রা যদি মদ সরবরাহ করিয়া থাকে, তবে ভোটাধিকার পাইলে তাহাদের সরবরাহের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে না। ভারতীয়দের ভোট কখনই কলোনির এ দেশীয় অধিবাসী সংক্রান্ত নীতিকে প্রভাবিত করিবার মতো যথেষ্ট শক্তি লাভ করিবে না। ডাউনিং স্ট্রীটের কর্তৃপক্ষ এই কলোনি সংক্রান্ত নীতিকে কেবল অত্যধিক আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করেন না, তাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণে উহাকে নিয়ন্ত্রিতও করেন। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যাপারে কলোনির ইয়োরোপীয় অধিবাসীরাও ডাউনিং স্ট্রীটের বিরুদ্ধে কিছু করিতে অক্ষম। কিন্তু আসুন, আমরা কয়েক মুহূর্তের জন্য তথ্যগুলি লক্ষ্য করিয়া দেখি।

নিম্নে যে বিশ্লেষণমূলক সারণীটির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে তালিকায় পূর্ব হইতেই ভারতীয় ভোটারগণের যে স্থান রহিয়াছে, তাহা দেখানো হইয়াছে। তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, তাহাদের মধ্যে সর্বাধিকসংখ্যক লোক হইল ব্যবসায়ী। ইহা সুবিদিত যে, ভারতীয় ব্যবসায়ীরা কেবল নিজেরাই পানবিরোধী নহেন, দেশ হইতে মদ্য সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়, তাহাও তাঁহারা দেখিতে চান। এবং ভোটারের তালিকাটি যদি এইরূপই থাকে, তবে এই ভোটের ফল যদি কিছু হয়, তাহা এ দেশীয় অধিবাসী সংক্রান্ত নীতির পক্ষে ভালোর জন্যই হইবে। কিন্তু ১৮৮৫-১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় অভিবাসন কমিশনের বিবরণী হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশগুলি হইতে দেখা যায় যে, এই দিক হইতে ভারতীয়রা ইয়োরোপীয়দের তুলনায় অধিক খারাপ নহে। এই উদ্ধৃতিগুলি দিয়া কোনরূপ তুলনা করিবার ইচ্ছা আমার নাই। তুলনা আমি যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিয়াছি। ইহার দ্বারা আমার দেশের লোকদিগকে নির্দোষ প্রমাণ করিবার ইচ্ছাও আমার নাই। ভারতীয়রা পানোন্মত্ত হইয়াছে বা এ দেশীয় অধিবাসীদিগকে মদ্য সরবরাহ করিতেছে, ইহা দেখিয়া আমি কাহারও অপেক্ষা কম বেদনাবোধ করি না। আমি পাঠককে নিশ্চিত করিয়া বলিতে চাই যে, আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল, এই বিশেষ কারণের জন্য ভারতীয়গণের ভোটের বিরুদ্ধে আপত্তি করা অগভীর দৃষ্টির পরিচয় মাত্র, ভালো করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলে উহা অর্থহীন হইয়া পড়ে।

অন্যান্য বিষয়ের সহিত ভারতীয়গণের পানোন্মত্ততা এবং পানোন্মত্ততার ফলে অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহের অভিযোগ সম্পর্কে বিবরণ দেওয়ার জন্য

কমিশনারগণকে বিশেষভাবে নিয়োগ করা হইয়াছিল। তাঁহাদের রিপোর্টের ৪২ ও ৪৩ পৃষ্ঠায় তাঁহারা বলিতেছেন :

আমরা এই বিষয়ে বহু সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছি। তাহাদের সাক্ষ্য এবং অপরাধসমূহের পরিসংখ্যান যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা—সমাজের অন্যান্য যে সকল অংশের জন্য এইরূপ কোনও নিয়ন্ত্রণমূলক আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয় নাই, তাহাদের তুলনায় ভারতীয় অভিবাসীদের মধ্যে পানোন্মত্ততা ও পানোন্মত্ততা হইতে উদ্ভূত অপরাধের হার অধিকতর—আমাদের মনে এইরূপ কোন দৃঢ় ধারণা জন্মাইতে সমর্থ হয় নাই।

ভারতীয়গণের মাধ্যমে স্থানীয় অধিবাসীরা সহজেই মাদক পানীয় সংগ্রহ করে, এই উক্তির মধ্যে যে যথেষ্টই সত্য রহিয়াছে, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় নাই।...কিন্তু যে সকল শ্বেতাঙ্গ মদ্যের ব্যবসা করে, তাহাদের অপেক্ষা ভারতীয়রা যে এ বিষয়ে অধিকতর অপরাধী, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

খুবই বিচক্ষণতার সহিত লক্ষ্য করা হইয়াছে যে, এ দেশীয় অধিবাসীদিগকে মদ্য বিক্রয় বা সরবরাহের জন্য ভারতীয় অভিবাসীদের বিরুদ্ধে যাঁহারা সর্বোচ্চকণ্ঠে অভিযোগ করেন, তাঁহারা নিজেরাই এ দেশীয় অধিবাসীদিগকে মদ্য বিক্রয় করিয়া থাকেন। ভারতীয় মদ্যব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতার ফলে তাঁহাদের ব্যবসায় ব্যাহত এবং মুনফা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

উপরোক্ত অংশের পরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা খুবই শিক্ষাপ্রদ। কারণ, তাহাতে দেখানো হইয়াছে যে, কমিশনারদের মতে, ভারতে ভারতীয়রা পানাভ্যাস হইতে মুক্ত এবং উহা তাহারা এখানেই শিখে। কিভাবে এবং কেন তাহারা নাটালে পানাভ্যস্ত হয়, তাহার উত্তরদানের ভার আমি পাঠকের উপরই ছাড়িয়া দিলাম।

কমিশনারগণ ৮৩ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিতরূপ উক্তি করিয়াছেন :

যদিও আমাদের দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, নাটালে ভারতীয়রা, বিশেষতঃ স্বাধীন ভারতীয়রা, তাহাদের স্বদেশের তুলনায় মাদক পানীয় সেবনের নিকট অধিকতর পরিমাণে আত্মসমর্পণ করে, তথাপি আমরা একথা লিখিতে বাধ্য হইতেছি যে, কলোনিতে বাসকারী অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে যেমনটি রহিয়াছে, তাহার অপেক্ষা ভারতীয়গণের মধ্যে পানোন্মত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদের শতকরা হার যে অধিকতর, এইরূপ কোনও সন্তোষজনক প্রমাণ আমরা পাই নাই।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আলেকজাণ্ডার কমিশনের সমক্ষে তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন (১৪৬ পৃঃ) :

বর্তমানে ভারতীয়গণকে একটি অনিবার্য আপদ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে; শ্রমিকরূপে তাহাদিগকে বাদ দিয়া আমাদের চলে না; দোকানদার হিসাবে তাহাদিগকে

বাদ দিয়া আমাদের চলিতে পারে; তাহারা এ দেশীয় অধিবাসীদের অনুরূপ; বর্তমানে তাহারা অনেক উন্নত হইয়াছে, কিন্তু এ দেশীয় অধিবাসীর অনেক অবনতি ঘটিয়াছে, এখন প্রায় সমস্ত চুরিই এ দেশীয় অধিবাসীদের দ্বারা সংঘটিত হইতেছে; আমার যতখানি অভিজ্ঞতা আছে, তাহা হইতে বলিতে পারি, এ দেশীয় অধিবাসীরা ভারতীয়দের নিকট হইতে এবং অন্য যে কেহ তাহাদিগকে সরবরাহ করে, তাহাদের নিকট হইতে মদ্য সংগ্রহ করে; এ ব্যাপারে আমি দেখিয়াছি, কিছুসংখ্যক শ্বেতাঙ্গও ভারতীয়দের মতোই খারাপ; ইহারা হইল বেকার, ভবঘুরে; ইহারা ছয় পেন্স রোজগারের জন্যই এ দেশীয় অধিবাসীকে এক বোতল মদ সরবরাহ করিবে।

.. নাটালের বর্তমান অবস্থায় ভারতীয় অধিবাসীদের স্থলে শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা কাজ চালানো সম্ভব নহে বলিয়াই আমি মনে করি। আমরা সেরূপ করিতে পারি বলিয়া আমি মনে করি না। আমি আমার লাঠিটা দেখাইয়া ৩,০০০ ভারতীয়কে বশে রাখিতে পারি, কিন্তু সে স্থলে যদি ৩,০০০ শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ শ্রমিক কাজ করে, তবে আমি তাহা পারিব না।

১৪৯ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন :

আমি দেখি, লোকে সাধারণতঃ কুলীরা মুরগী চুরি ইত্যাদি সকল রকম মন্দ কাজ করে বলিয়া সন্দেহ করে। কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ সেরকম নহে। মুরগী-চুরির গত নয়টি মামলার সবগুলিতেই আমার কর্পোরেশনের মেথর কুলীদের অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু দেখা গেল সেগুলির মধ্যে মুরগী-চুরির জন্য দুইজন এ দেশীয় অধিবাসী এবং তিনজন শ্বেতাঙ্গকে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

আরও সম্প্রতি-প্রকাশিত "নেটিভ ব্লু বুক"-এর প্রতি আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। এবং সেখানে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, প্রায় সকল ম্যাজিস্ট্রেটই এই অভিমত দিয়াছেন যে, ইয়োরোপীয়দের প্রভাবেই এ দেশীয় অধিবাসীদের নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটিয়াছে।

এই অকাট্য তথ্যগুলি দেখিবার পরও কি এ দেশীয় অধিবাসীদের অধঃপতনের জন্য ভারতীয়গণকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা অন্যায় নহে? ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মদ্য সরবরাহের জন্য বোরোতে ২৮ জন ইয়োরোপীয় দণ্ডিত হইয়াছিল। সে ক্ষেত্রে ভারতীয় দণ্ডিত হইয়াছিল মাত্র ৩ জন।

## ছয়

"এই দেশ, কৃষ্ণাঙ্গদের নহে, শ্বেতাঙ্গদের হইবে ও থাকিবে, এবং ভারতীয়গণের ভোট সংখ্যাধিক্যে ইয়োরোপীয় ভোটকে ডুবাইয়া দিবে এবং নাটালে ভারতীয়দিগকে রাজনৈতিক প্রাধান্য দিবে।"

এই উক্তির প্রথমাংশ সম্পর্কে আমি আলোচনা করিতে চাহি না। আমি স্বীকার করিতেছি যে, আমি ইহা এমন কি সম্পূর্ণরূপে বুঝিও না। তবে শেষের অংশের মূলে যে ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে, তাহা নিরসনের জন্য আমি চেষ্টা করিব। আমি একথা বলিতে সাহস করি যে, ভারতীয় ভোট কখনও সংখ্যাধিক্যে ইয়োরোপীয় ভোটকে ডুবাইয়া দিতে পারে না এবং ভারতীয়রা রাজনৈতিক প্রাধান্য দাবী করিবার চেষ্টা করিতেছে, এইরূপ ধারণা অতীত সকল অভিজ্ঞতারই বিরোধী। এই প্রশ্ন সম্পর্কে বহু ইয়োরোপীয়ের সহিত আলাপ করিবার সুযোগ আমি পাইয়াছি এবং তাঁহারা প্রায় সকলেই কলোনিতে "একজন লোক, একটি ভোট" এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়াই যুক্তি দেখাইয়াছেন। ভোটাধিকারে সম্পত্তি সংক্রান্ত যোগ্যতার বিষয়টি তাঁহারা নূতন শুনিলেন। তাই নাগরিক অধিকার আইনের যে ধারায় এই যোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলে আমাকে নিশ্চয় মার্জনা করা হইবে :

> পরবর্তী অংশে যাহাদিগকে বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহারা ছাড়া, যাহাদের ৫০ পাউণ্ড মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি রহিয়াছে বা যাহারা নির্বাচনী এলাকার মধ্যে বাৎসরিক ১০ পাউণ্ড মূল্যের এইরূপ কোনও সম্পত্তির জন্য ভাড়া দেয়, এবং যাহারা পরে উল্লিখিত নিয়মাবলী অনুসারে যথাযথভাবে তালিকাভুক্ত হইয়াছে, একুশ বৎসরের অধিক বয়স্ক এইরূপ সকলেই এইরূপ এলাকার জন্য সদস্য নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী হইবে। পূর্বে বর্ণিত এইরূপ কোন সম্পত্তি মালিক বা ভাড়াটিয়ারূপে একাধিক ব্যক্তির দখলে থাকিলে, ঐ সম্পত্তির মূল্য, বা ক্ষেত্র অনুসারে, উহার ভাড়া সমানভাবে দখলকারীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে যদি যৌথ দখলকারীদের প্রত্যেকে ভোটদানের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে, তবে ঐরূপ সম্পত্তির জন্য প্রত্যেক দখলকারী যথাযথভাবে তালিকাভুক্ত হইয়া ভোটদানের অধিকারী হইবে।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রত্যেক ভারতীয়ই ভোটাধিকার পাইতে পারে না। ইয়োরোপীয়দের তুলনায় কলোনিতে কয়জন ভারতীয় আছে, যাহাদের ৫০ পাউণ্ড মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি আছে বা যাহারা বার্ষিক ১০ পাউণ্ড মূল্যের এইরূপ কোনও সম্পত্তির ভাড়া দেয়? এই আইনটি সুদীর্ঘকাল বলবৎ রহিয়াছে এবং নিম্নলিখিত সারণী হইতে ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়-গণের ভোটের আপেক্ষিক শক্তি সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যাইবে। "গেজেটে" প্রকাশিত সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিক তালিকাগুলি হইতে আমি এই সারণীটি সংকলন করিয়াছি :

ভোটদাতাগণ

| সংখ্যা | নির্বাচনী বিভাগ | ইয়োরোপীয়গণ | ভারতীয়গণ |
|---|---|---|---|
| ১ | পিটারমারিৎসবার্গ | ১৫২১ | ৮২ |
| ২ | আম্‌গেনি | ৩০৬ | নাই |
| ৩ | লায়ন্‌স্‌ রিভার | ৫১১ | নাই |
| ৪ | ইক্‌সোপো | ৫৭৩ | ৩ |
| ৫ | ডারবান | ২১০০ | ১৪৩ |
| ৬ | কাউন্টি অব ডারবান | ৭৭৯ | ২০ |
| ৭ | ভিক্টোরিয়া | ৫৬৬ | ১ |
| ৮ | আম্‌ভোটি | ৪৩৮ | ১ |
| ৯ | উইনেন | ৫২৮ | নাই |
| ১০ | ক্লিপ রিভার | ৫৯১ | ১ |
| ১১ | নিউক্যাশ্‌ল্‌ | ৯১৭ | নাই |
| ১২ | আলেক্‌জেন্দ্রা | ২০১ | নাই |
| ১৩ | আল্‌ফ্রেড | ২৭৮ | নাই |
| | | ৯৩০৯ | |

একুনে ৯৫৬০

সুতরাং ৯৫৬০ জন তালিকাভুক্ত ভোটদাতার মধ্যে মাত্র ২৫১ জন হইল ভারতীয় এবং মাত্র দুইটি বিভাগে উল্লেখযোগ্য ভারতীয় ভোটদাতা রহিয়াছে।

ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় ভোটদাতার সংখ্যার অনুপাত মোটামুটি বলিতে গেলে ১ : ৩৮, অর্থাৎ বর্তমানে ইয়োরোপীয় ভোট ভারতীয় ভোটের অপেক্ষা ৩৮ গুণ বেশী। ভারতীয় অভিবাসীগণের সংরক্ষক-প্রদত্ত ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের বিবরণ অনুসারে মোট ৪৬,৩৪৩ সংখ্যক ভারতীয় অধিবাসীর মধ্যে মাত্র ৩০,৩০৩ জন স্বাধীন ভারতীয়। ইহার সহিত, ধরুন, ৫.০০০ ভারতীয় ব্যবসায়ী যোগ করিলে মোটামুটি স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ও স্বাধীন ভারতীয়ের সংখ্যা হইবে ৩৫,০০০। সুতরাং ভোটের ব্যাপারে ইয়োরোপীয়দের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে ভারতীয়দের সংখ্যা এরূপ সুবৃহৎ নহে। আমার বিশ্বাস, যদি বলি যে, অর্থনৈতিক অবস্থার দিক হইতে এই ৩৫,০০০ হাজারের অর্ধেকেরও

বেশী লোক চুক্তিবন্ধ ভারতীয়দের অপেক্ষা এক ধাপ মাত্র উ'চুতে আছে, তাহা হইলে তাহা খুব অযথার্থ উক্তি হইবে না। আমি ডারবানের পার্শ্ববর্তী ও ৫০ মাইলের মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলিতে কিছুদিন যাবৎ ভ্রমণ করিতেছি, তাই একথা নির্ভয়ে বলিতে সাহস করি যে, স্বাধীন ভারতীয়দের অধিকাংশই দিন-আনে-দিন-খায় অবস্থায় রহিয়াছে এবং তাহাদের ৫০ পাউণ্ড মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি নিশ্চয়ই নাই। কলোনিতে প্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীন ভারতীয়দের সংখ্যা মাত্র ১২,৩৬০। সুতরাং একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয়দের ভোট সংখ্যাধিক্যের জোরে ইয়োরোপীয়দের ভোটকে ডুবাইয়া দিবে, এই আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন।

ভারতীয় ভোটদাতাদের তালিকার নিম্নলিখিত বিশ্লেষণ হইতে আরও দেখা যায় যে, ভারতীয় ভোটদাতাদের অধিকাংশই হইল সেইসব ভারতীয়, যাহারা কলোনিতে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া বসবাস করিতেছে; যে ২০৫ জনকে আমি চিনিতে পারিয়াছি, তাহাদের মধ্যে মাত্র ৩৫ জন একসময়ে চুক্তিবন্ধ ভারতীয় ছিল এবং তাহারা সকলেই কলোনিতে ১৫ বৎসরেরও অধিককাল রহিয়াছে।

ভারতীয় ভোটদাতাগণ কতদিন এখানে বাস করিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে কতজন চুক্তিবন্ধ ভারতীয়রূপে কাজ করিয়াছে, নিম্নলিখিত সারণীতে তাহা দেখানো হইতেছে :

| | |
|---|---|
| বাসকাল ৪ বৎসর ... ... ... | ১৩ |
| „ ৫ হইতে ৯ বৎসর ... ... ... | ৫০ |
| „ ১০ „ ১৩ „ ... ... ... | ৩৫ |
| „ ১৪ „ ১৫ „ ... ... ... | ৫৯ |
| স্বাধীন ভারতীয়গণ, যাহারা একদা চুক্তিবন্ধ ছিল, কিন্তু যাহারা কলোনিতে ১৫ বৎসরের, এবং অনেক ক্ষেত্রে, ২০ বৎসরের অধিক কাল বাস করিয়াছে ... ... | ৩৫ |
| কলোনিতে জন্মিয়াছে এমন ... ... ... | ৯ |
| দোভাষী ... ... ... | ৪ |
| শ্রেণীবন্ধ করা হয় নাই এমন ... ... ... | ৪৬ |

অবশ্য, এই সারণীকে কোনমতেই সম্পূর্ণ নির্ভুল বলা চলে না। তবে আমার মনে হয়, বর্তমান উদ্দেশ্যের পক্ষে ইহা যথেষ্ট যথাযথ হইয়াছে। সুতরাং, এই সংখ্যাগুলি হইতে দেখা যাইতেছে যে, চুক্তিবন্ধরূপে আসিয়াছিল এমন ভারতীয়দের ভোটদাতার তালিকাভুক্ত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পত্তি সংক্রান্ত যোগ্যতা অর্জন করিতে ১৫ বা ততোধিক বৎসর লাগিয়াছে। এবং স্বাধীনতা-প্রাপ্ত ভারতীয়দিগকে বাদ দিলে, কেবল ব্যবসায়ী ভারতীয় অধিবাসীরা ভোট-দাতার তালিকাকে ডুবাইয়া দিবে, একথা কেহ বলিতে পারে না। তাহাছাড়া, এই ৩৫ জন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতীয়ের অধিকাংশই ব্যবসায়ীর মর্যাদা লাভ করিয়াছে। যাহারা গোড়ায় নিজেদের টাকাপয়সার জোরে এখানে আসিয়াছিল, ভোটদাতার তালিকাভুক্ত হইতে তাহাদের অধিকাংশেরই সুদীর্ঘ সময় লাগিয়াছে। যে ৪৬ জনকে আমি চিনিতে পারি নাই, তাহাদের নাম হইতেই বোঝা যায়, তাহাদের অনেকেই ব্যবসায়ী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কলোনিতে জন্মিয়াছে এমন বহু লোকও কলোনিতে আছে। তাহারা লেখাপড়াও শিখিয়াছে, কিন্তু ভোট-দাতার তালিকায় তাহাদের মাত্র ৯ জন স্থান পাইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, তাহারা অত্যন্ত গরীব, তালিকাভুক্ত হইবার জন্য উপযুক্ত যোগ্যতা তাহারা লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং মোটামুটিভাবে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, বর্তমান তালিকাকে ভিত্তিরূপে ধরিলে, ভারতীয় ভোট অনুপাতের দিক হইতে একটি ভয়াবহ আকার ধারণ করিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা অমূলক মাত্র। ২০৫ জনের মধ্যে ৪০ জনের অধিক হয় মারা গিয়াছে, নয় কলোনি ত্যাগ করিয়াছে।

নিম্নলিখিত সারণীতে পেশা অনুসারে ভারতীয় ভোটদাতাগণের তালিকাটির বিশ্লেষণ করা হইয়াছে :

| | | |
|---|---|---|
| ব্যবসায়ী শ্রেণী | দোকানদার ... ... ... ... | ৯২ |
| | বণিক ... ... ... ... | ৩২ |
| | স্বর্ণকার ... ... ... ... | ৪ |
| | রত্নবণিক ... ... ... ... | ৩ |
| | মোদক ... ... ... ... | ১ |
| | ফলবিক্রেতা ... ... ... ... | ৪ |
| | ব্যবসায়ী ... ... ... ... | ১১ |
| | রাংঝালওয়ালা ... ... ... ... | ১ |
| | তামাক-ব্যবসায়ী ... ... ... ... | ২ |
| | হোটেলওয়ালা ... ... ... ... | ১ |
| | | ১৫১ |

| | | |
|---|---|---|
| কেরানী ও সহকারী কর্মচারিগণ | কেরানী | ২১ |
| | গাণনিক | ৬ |
| | খাজাঞ্চী | ১ |
| | দোকান কর্মচারী | ৬ |
| | শিক্ষক | ১ |
| | ফটোগ্রাফার | ১ |
| | দোভাষী | ৪ |
| | আড়তের কর্মচারী | ৫ |
| | নাপিত | ২ |
| | হোটেলের কর্মচারী | ১ |
| | কর্মসচিব | ২ |
| | | ৫০ |
| বাগিচা শ্রমিক ও অন্যান্য | শাকসব্জি-বিক্রেতা | ১ |
| | চাষী | ৪ |
| | গৃহভৃত্য | ৫ |
| | জেলে | ১ |
| | বাগিচা শ্রমিক | ২৬ |
| | বাতিওয়ালা | ৩ |
| | গাড়োয়ান্ | ২ |
| | কনস্টেবল | ২ |
| | শ্রমিক | ২ |
| | হোটেলের পরিচারক | ১ |
| | পাচক | ৩ |
| | | ৫০ |
| | | ২৫১ |

আমার ধারণা, অনুপযুক্ত বা নিম্নতম শ্রেণীর ভারতীয়দের দ্বারা ভোটদাতাদের তালিকাটির ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার যে আতঙ্ক তাঁহাদের আছে, তাহা দূর করিবার জন্য এই বিশ্লেষণটি নিরপেক্ষ লোকদিগকে সাহায্য করিবে। কারণ, ব্যবসায়ী বা তথাকথিত "আরব" শ্রেণীভুক্ত লোকেরাই সংখ্যায় অনেক

বেশী। এই শ্রেণীর লোকেরা অন্ততঃপক্ষে ভোটদানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত নহে বলিয়াই স্বীকৃতি পাইয়াছে।

যাহাদিগকে দ্বিতীয় পর্যায়ে ফেলা হইয়াছে, তাহারা হয় ব্যবসায়ী শ্রেণীর, নয় যে শ্রেণীর ভারতীয় মোটামুটি ইংরেজী শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাহার অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় বিভাগে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদিগকে উচ্চতর স্তরের শ্রমিক নামে অভিহিত করা যায়—তাহারা সাধারণ চুক্তিবন্ধ ভারতীয়দের অনেক উপরেই রহিয়াছে। তাহারা কলোনিতে ২০ বৎসরেরও অধিক কাল সপরিবারে বসবাস করিতেছে এবং হয় তাহাদের সম্পত্তি আছে, নয় তাহারা বেশ কিছু পরিমাণেই ভাড়া দেয়। আমি ইহাও বলিতে পারি যে, আমি যাহা জানিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে অধিকাংশ ভোটদাতাই তাহার মাতৃভাষায় পড়িতে ও লিখিতে পারে। সুতরাং, যদি বর্তমান ভোটদাতাদের তালিকাটি ভবিষ্যতে নীতিনির্ধারকরূপে গৃহীত হয় এবং ভোটাধিকারের যোগ্যতা এখন যেমন আছে, তেমনই থাকিবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে ইয়োরোপীয়দের দিক হইতে ঐ তালিকাটি অত্যন্ত সন্তোষজনক, কারণ, প্রথমতঃ, সংখ্যাগতভাবে ভারতীয়দের ভোটদানের ক্ষমতা অত্যল্প, এবং দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় ভোটদাতাদের অধিকাংশ (¾-এর অপেক্ষাও বেশী) ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, কলোনিতে ব্যবসায়ী ভারতীয়দের সংখ্যা দীর্ঘকালের জন্য প্রায় একইরূপ থাকিবে। কারণ, প্রতি মাসে বহু লোক যেমন আসিতেছে, তেমনই বহু লোকে ভারতে ফিরিয়াও যাইতেছে। সাধারণতঃ, যাহারা আসিতেছে তাহারা, যাহারা চলিয়া যাইতেছে তাহাদের স্থানগুলিই গ্রহণ করিতেছে।

এ পর্যন্ত আমি আমার যুক্তির মধ্যে দুই সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক প্রবণতার কথা আদৌ আনি নাই, কেবল উভয়ের সংখ্যা সম্পর্কেই আলোচনা করিয়াছি। তথাপি, এই দুই সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক প্রবণতাগুলি উহাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের সহিত কম জড়িত নহে। ভারতীয়রা যে সাধারণতঃ রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয় না, এই বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। তাহারা কোথাও কখনও রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিবার জন্য চেষ্টা করে নাই। তাহাদের ধর্ম (তাহা ইসলাম বা হিন্দু বা যাহাই হউক না কেন, কেবল নামের পরিবর্তনের ফলে যুগ-যুগব্যাপী শিক্ষাকে মুছিয়া ফেলিতে পারা যায় না) তাহাদিগকে বৈষয়িক লালসার ব্যাপারে নিরাসক্ত থাকিতেই শিক্ষা দেয়। স্বভাবতঃই তাহারা ভদ্রভাবে বাঁচিবার মতো জীবিকা অর্জন করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট থাকে। আমি একথা বলিবার সুযোগ লইতেছি যে, যদি তাহাদের ব্যবসায়িক কার্যকলাপকে পদদলিত করিবার চেষ্টা না হইত, যদি তাহাদিগকে

সমাজে অস্পৃশ্য অচ্ছুতের অবস্থায় নামাইয়া আনিবার জন্য বার বার চেষ্টা করা না হইত, বাস্তবিকপক্ষে তাহাদিগকে যদি চিরদিনের জন্য অতি সাধারণ শ্রমিক ও ভৃত্যের স্তরে, অর্থাৎ, চুক্তিবন্ধ বা ঐরূপ কোনও অবস্থায়, রাখিবার চেষ্টা না চলিত, তবে ভোটাধিকার আন্দোলনও হইত না। আমি আরও অধিক বলিব। আমার বলিতে সংকোচ নাই যে, প্রকৃত রাজনৈতিক আন্দোলন বলিতে যাহা বোঝায়, তাহা এখানে এখনও নাই। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের কথা, সংবাদপত্রগুলি এইরূপ একটি রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার দায়িত্ব ভারতীয়গণের উপর চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে। ভারতীয়দিগকে তাহাদের বৈধ কাজগুলি করিতে দিন, তাহাদিগকে অধঃপতিত করিবার চেষ্টা বন্ধ করুন, সাধারণ সহৃদয়তার সহিত তাহাদের সহিত ব্যবহার করুন, তাহা হইলেই ভোটাধিকারের প্রশ্নও আর থাকিবে না। কারণ, ভোটদাতাদের তালিকায় নাম তুলিবার মতো সামান্য কষ্টটুকুও তাহারা স্বীকার করিবে না।

কিন্তু একথা বলা হইয়াছে যে, এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাই বলিয়াছেন যে, কতিপয় ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করিতে চাহিতেছে, তাহারা হইল অল্পসংখ্যক রাজনৈতিক আন্দোলনকারী মুসলমান; অতীত অভিজ্ঞতা হইতে হিন্দুদের বোঝা উচিত যে, মুসলমানদের শাসন তাহাদের পক্ষে সর্বনাশকর হইবে। প্রথম উক্তিটি ভিত্তিহীন এবং শেষ উক্তিটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও পীড়াদায়ক। যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার বলিতে লেজিস্‌লেটিভ এসেম্ব্লিতে প্রবেশ বোঝায়, তবে তাহা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। এইরূপ উক্তির অর্থ হইল, ইংরেজী ভাষায় উপযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন অত্যন্ত সম্পদ্‌শালী ভারতীয়রা কলোনিতে রহিয়াছে, ইহা আগে হইতেই ধরিয়া লওয়া। এখন, অবস্থা ভালো ও সম্পদ্‌শালী এই দুই-এর মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা ধরিলে অতি সামান্যসংখ্যক সম্পদ্‌শালী ভারতীয়ই কলোনিতে আছেন এবং আইনপ্রণেতার কর্তব্যগুলি পালনের ক্ষমতা তাঁহাদের কাহারও নাই। তাঁহারা রাজনীতি বোঝেন না বলিয়া যে তাঁহাদের এই ক্ষমতা নাই, তাহা নহে, আইনপ্রণেতাদের নিকট ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে যে জ্ঞান আশা করা যায়, তাহা তাঁহাদের কাহারও নাই। দ্বিতীয় উক্তিটি দ্বারা কলোনিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের খাড়া করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কলোনির কোনও দায়িত্বশীল ব্যক্তি যে কিভাবে এইরূপ ভয়ঙ্কর বিপদ কামনা করেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর। এইরূপ চেষ্টার ফল ভারতবর্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইয়াছে, এমন কি ব্রিটিশ শাসনের চিরস্থায়িত্বকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। কলোনিতে এই দুই সম্প্রদায় অত্যন্ত সৌহার্দ্যের সহিত বাস করিতেছে। সেখানে এইরূপ চেষ্টা যে অত্যন্ত দুরভিসন্ধিপ্রসূত, তাহা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি।

সকল ভারতীয়কেই ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে যে একটি ভয়ঙ্কর

অবিচার হইবে, তাহা যে এখন স্বীকৃত হইতেছে, ইহা সুস্থতার লক্ষণ। অনেকে মনে করেন, তথাকথিত আরবদিগকে ভোটাধিকার দেওয়া উচিত হইবে, অনেকে মনে করেন, তাহাদের মধ্য হইতে কিছুসংখ্যক লোক বাছিয়া লইতে হইবে। আবার অনেকে মনে করেন, চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দিগকে কখনও ভোটাধিকার দেওয়া উচিত হইবে না। এই বিষয়ে খুব সম্প্রতি স্ট্যাণ্ডারের নিকট হইতে একটি পরামর্শ আসিয়াছে এবং তাহা অত্যন্ত কৌতুকপূর্ণ। ঐ পরামর্শ অনুসারে কাজ হইলে, যাহারা ভারতে ভোটদাতা ছিল বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবে, কেবল তাহারাই নাটালে ভোটাধিকার পাইবে। কিন্তু এই নিয়মটি কেবল গরীব ভারতীয়দের জন্য কেন? যদি এই নিয়মটি সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তবে এইরূপ ব্যবস্থায় তাহারা আপত্তি করিবে বলিয়া আমি মনে করি না। এই শর্ত অনুসারে কলোনিতে ভোটদাতাদের তালিকায় নিজেদের নাম উঠাইতে গিয়া ইয়োরোপীয়রাও যদি বেগ পান, তাহাতে আমি বিস্মিত হইব না। কারণ, তাঁহারা যে সকল রাষ্ট্র হইতে আসিয়াছেন, সে সকল রাষ্ট্রের ভোটদাতাদের তালিকায় নাম ছিল, এমন কতজন ইয়োরোপীয় নাটালে আছেন? তবে ইয়োরোপীয়দের প্রতি এইরূপ উক্তিতে প্রচণ্ড ক্রোধ ও ঘৃণার সঞ্চার হইবে। ভারতীয়দের প্রতি এইরূপ উক্তি আগ্রহের সহিত গৃহীত হইয়াছে।

একথাও বলা হইয়াছে যে, ভারতীয়রা "একজন ভারতীয়, একটি ভোট"-এর জন্য আন্দোলন করিতেছে। আমি বলিতে চাহি যে, এই উক্তির সামান্যতম ভিত্তিও নাই এবং ভারতীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অনাবশ্যকরূপে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই ঐরূপ উক্তি করা হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, যদি চিরকালের জন্য নাও হয়, তবে অন্ততঃপক্ষে বর্তমানের জন্য, ইয়োরোপীয় ভোটের সংখ্যাধিক্য রক্ষা করিবার জন্য সম্পত্তি সংক্রান্ত বর্তমান যোগ্যতাই যথেষ্ট। কিন্তু কলোনির ইয়োরোপীয় অধিবাসীরা যদি অন্যরূপ চিন্তা করেন, তবে, আমার বিশ্বাস, কোন ভারতীয়ই শিক্ষাবিষয়ক যুক্তিসংগত ও প্রকৃত যোগ্যতা এবং বর্তমানের তুলনায় বৃহত্তর সম্পত্তির যোগ্যতা সম্বন্ধে আপত্তি করিবে না। ভারতীয়রা যে বিষয়ের বিরুদ্ধে আপত্তি করিতেছে ও করিবে, তাহা হইল বর্ণবৈষম্য—জাতিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে অযোগ্যতা। মহারানীর ভারতীয় প্রজাদিগকে বার বার অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে যে, জাতি ও ধর্মের কারণে তাহাদের উপর কোনরূপ অযোগ্যতা ও অধিকার-সংকোচ আরোপ করা হইবে না। এবং এই প্রতিশ্রুতি কোনরূপ ভাবপ্রবণতার কারণে নহে, উপযুক্ততার প্রমাণের উপরই দেওয়া হইয়াছিল এবং বার বার দেওয়া হইয়াছে। সমান অধিকারের ভিত্তিতে ভারতীয়গণের সহিত নিরাপদেই ব্যবহার করা যায়, ভারতীয়রা মহারানীর প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত

এবং আইনানুগ এবং ভারতে ব্রিটিশ অধিকার ইহা ছাড়া অন্য কোনও শর্তে চিরস্থায়ীভাবে রক্ষা করা সম্ভব নহে, একথা নিঃসন্দেহে নির্ধারিত হইবার পরই এই বিষয়ের প্রথম সূচনা করা হইয়াছিল। আমি বলিতে চাই, উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে অনেক সাংঘাতিক বিচ্যুতি ঘটিয়াছে বলিয়া প্রতিশ্রুতি ত নস্যাৎ হইতে পারে না। আমার ধারণা, ব্যতিক্রম যেমন নিয়মের প্রমাণ, এই বিচ্যুতিগুলিও সেইরূপ। উহার দ্বারা প্রতিশ্রুতি বাতিল হয় না। কারণ, আমার হাতে যদি যথেষ্ট সময় ও স্থান থাকিত, এবং আমি যদি পাঠকদের ধৈর্যহানি ঘটাইবার ভয় না করিতাম, তবে এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিতাম, যেখানে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণাকে কঠোরভাবে অনুসরণ করিয়া কাজ করা হইয়াছে এবং এমন কি বর্তমানেও ভারতে ও অন্যত্র সেইরূপে কাজ করা হইতেছে। এবং বর্তমান ক্ষেত্রেও উহা হইতে বিচ্যুতির কারণ নিশ্চয়ই নাই। সুতরাং, আমি বলিতে চাই ভারতীয়রা জাতির ভিত্তিতে আরোপিত এই অযোগ্যতার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ করিয়াছে তাহা ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে এবং তাহাদের এই প্রতিবাদ উপযুক্ত মর্যাদা পাইবে বলিয়া আশা করিতেছে। এত কথা বলিবার পরে আমি আমার দেশীয় ভাইদের পক্ষ হইতে বলিতে চাই যে, ভোটদাতাদের তালিকা হইতে আপত্তিজনক ব্যক্তিদের বাদ দিবাব জন্য এবং ভবিষ্যতে যাহাতে ভারতীয় ভোট প্রাধান্য লাভ না করে, সেরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য, ভোটাধিকার সম্পর্কে গৃহীত কোনও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাহারা প্রতিবাদ করিবে না। আমি দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি যে, যে সকল অজ্ঞ ভারতীয় ভোটের অর্থ বুঝিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না, ভোটদাতাদের তালিকায় তাহারা স্থান পায়, ইহা দেখিবার ইচ্ছা ভারতীয়দেব নাই। তাহারা বলিতে চাহে যে, তাহাদের সকলে এইরূপ অজ্ঞ নহে এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এইরূপ অজ্ঞ লোক কমবেশী রহিয়াছে। প্রত্যেক সুবিবেচক ভারতীয়ের লক্ষ্য হইল কলোনির ইয়োরোপীদের ইচ্ছার সহিত যথাসম্ভব সংগতি বাখিয়া চলা। কলোনির ইয়োরোপীয় অধিবাসীদের সহিত এবং ইংলন্ড হইতে আগতদের সহিত বিরোধিতা করিয়া, সমগ্র সুযোগ নিজেবা পাইবাব চেষ্টা করা অপেক্ষা তাহারা সুবিধার কিছু অংশ ছাড়িয়া দেওয়াই শ্রেয় মনে করিবে। এই আবেদনের উদ্দেশ্য হইল, আইনপ্রণেতা ও কলোনির ইয়োরোপীয়গণকে এই একান্ত অনুরোধ করা যে, যদি কোনও ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তবে তাঁহারা যেন সেইরূপ ব্যবস্থারই উদ্ভাবন বা সমর্থন করেন, যাহা ঐ ব্যবস্থার সহিত যাহাদের স্বার্থ জড়িত, তাহাদের নিকট গ্রহণীয় হইবে। অবস্থাটিকে স্পষ্টতর করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রশ্ন সম্পর্কে কলোনির সর্বাধিক খ্যাতনামা ব্যক্তিরা কিরূপ চিন্তা করিয়াছেন, একটি ব্লু বুক হইতে তাহার কিছু উদ্ধৃতি দিয়া দেখাইবার সুযোগ লইব :

মাননীয় লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের প্রাক্তন সদস্য মিঃ সণ্ডার্স মাত্র এইটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন :

এইসব স্বাক্ষর অবশ্যই পুরাপুরি হইবে এবং নির্বাচকের নিজের হস্তাক্ষরে ও ইয়োরোপীয় হরফে হইবে, কেবলমাত্র এই সূত্রটিই ইংরেজী চিন্তাধারাকে এশীয় চিন্তাধারা কর্তৃক ডুবাইয়া দেওয়ার বিপদ অনেকখানি সামলাইতে পারিবে। (এফেয়ার্স্ অব নাটাল, সি. ৩৭৯৬-১৮৮৩)

ঐ বইয়ের ৭-এর পৃষ্ঠায় অভিবাসীগণের প্রাক্তন সংরক্ষক ক্যাপ্টেন গ্রেভ্‌স্ বলেন :

আমার মত এই যে, যে সকল ভারতীয় তাহাদের নিজেদের জন্য এবং তাহাদের পরিবারের জন্য বিনা খরচে ভারতে ফিরিয়া যাইবার দাবী পরিহার করিয়াছে, কেবল তাহারাই ন্যায়সংগতভাবে ভোটাধিকার পাইবার অধিকারী।

ইহা লক্ষণীয় যে, ক্যাপ্টেন গ্রেভ্‌স্ তাঁহার বিভাগ কর্তৃক স্বীকৃত ভারতীয়গণের, অর্থাৎ চুক্তিবন্ধ ভারতীয়গণের, কথাই বলিতেছেন। তৎকালীন এটর্নি-জেনারেল এবং বর্তমান প্রধান বিচারপতি বলেন :

ইহা লক্ষিত হইবে যে, ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি যে খসড়াটি রচনা করিয়াছি, তাহাতে এমন কতকগুলি ধারা আছে, যাহাতে মিঃ সণ্ডার্সের চিঠিতে উল্লিখিত বিকল্প পরিকল্পনা কার্যকরী করবার জন্য সিলেক্ট কমিটির সুপারিশগুলিকে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং বিদেশীগণের প্রতি বিশেষ অযোগ্যতা আরোপের প্রস্তাবটি গ্রহণ করা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

ঐ বইয়ের ১৪-র পৃষ্ঠায় তিনি পুনরায় বলেন :

যেখানে কলোনির সাধারণ আইন পূর্ণরূপে প্রচলিত নাই, এমন প্রত্যেক দেশ ও জাতির সকল লোককে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবার প্রস্তাব সম্পর্কে বলা যায় যে, কলোনির ভারতীয় ও ক্রেওল অধিবাসীরা বর্তমানে যে অধিকার ভোগ করিতেছে, এই ব্যবস্থাটি স্পষ্টতঃই তাহা লক্ষ্য করিয়াই করা হইয়াছে। আমি আমার বিবরণীতে, ক্রমিক নং ১২, ইতিপূর্বেই বলিয়াছি যে, এইরূপ কোনও ব্যবস্থার ন্যায়পরতা ও আবশ্যকতা আমি স্বীকার করিতে পারি না।

উল্লিখিত এই ব্লু বুকে ভোটাধিকার সম্পর্কে পড়িবার মতো বহু কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় রহিয়াছে এবং উহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, ঐ সময়ে বিশেষ অযোগ্যতা আরোপের পরিকল্পনাটি কলোনির অধিবাসীদের নিকট অপ্রিয় ছিল।

ভোটাধিকার সম্পর্কে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভার বিবরণীগুলি হইতে দেখা যায়, প্রত্যেক বক্তাই অভিন্নভাবে এই যুক্তি দেখাইয়াছেন যে. এই দেশ ইয়োরোপীয় শক্তির দ্বারা বিজিত হইয়াছে, আজ ইহা যে রূপ পাইয়াছে. তাহাও

ইয়োরোপীয়দের হস্তের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে, সুতরাং ভারতীয়গণকে এই দেশ অধিকার করিতে দেওয়া হইবে না। সভার বিবরণগুলি হইতে ইহাও দেখা যায় যে, কলোনিতে ভারতীয়গণকে অনধিকারী বহিরাগতরূপেই ধরা হইয়াছে। প্রথম উক্তিটি সম্পর্কে আমি কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, এই দেশের জন্য ভারতীয়রা তাহাদের রক্তপাত করে নাই বলিয়া যদি তাহাদিগকে সুযোগ-সুবিধা দিতে অস্বীকার করা হয়, তবে ইয়োরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের অন্তর্গত ইয়োরোপীয়দিগকেও ঐ সকল সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত হইবে না। যুক্তিরূপে ইহাও দেখানো যাইতে পারে যে, প্রথম শ্বেতাঙ্গ বসবাসকারীদের জন্য এখানে যে ভূমি বিশেষভাবে সংরক্ষিত, তাহাতে ইংলণ্ড হইতে আগত অভিবাসীদের অনধিকার প্রবেশ করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। এবং ইহা সুনিশ্চিত যে, রক্তদান যদি যোগ্যতার কোনও মানদণ্ড হয় এবং ব্রিটিশ উপনিবেশকারীরা যদি অন্যান্য ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ বলিয়া মনে করেন, তবে ভারতীয়রা তো বহুবার বহু ক্ষেত্রে ব্রিটেনের জন্য রক্তদান করিয়াছে। চিত্রল অভিযান ইহার সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত।

কলোনি ইয়োরোপীয়দের হস্তের দ্বারা গঠিত হইয়াছে এবং ভারতীয়রা সেখানে অনধিকার প্রবেশকারী মাত্র, এই উক্তি সম্পর্কে আমি বিনীতভাবে বলিতে চাই যে, এই সম্পর্কে ঘটনা ও তথ্য বরং তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতই প্রমাণ করে।

এ বিষয়ে আমি নিজে কোনও মন্তব্য করিব না। উপরে প্রসঙ্গক্রমে লিখিত "ভারতীয় অভিবাসী কমিশনের রিপোর্ট" হইতে আমি কিছু উদ্ধৃত করিতে চাই। এই রিপোর্টটি ধার দেওয়ার জন্য আমি বহিরাগতগণের সংরক্ষকের নিকট ঋণী রহিয়াছি।

৯৮-এর পৃষ্ঠায় অন্যতম কমিশনার মিঃ সণ্ডার্স বলেন :

> ভারতীয় অভিবাসীরা সমৃদ্ধি আনিল। মূল্য বৃদ্ধি পাইল। মানুষ আর প্রায় বিনামূল্যে জিনিস উৎপন্ন বা বিক্রয় করিয়া সন্তুষ্ট রহিল না। উহার অপেক্ষা ভালো কিছু করিতে তাহারা সমর্থ হইল। যুদ্ধ, পশমের উচ্চমূল্য, চিনি ইত্যাদির উৎপাদনের ফলে সমৃদ্ধি অব্যাহত রহিল। যেসকল স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্য লইয়া ভারতীয়রা কারবার করিত, সেগুলির মূল্যও চড়া রহিল।

৯৯-এর পৃষ্ঠায় তিনি বলেন :

> ব্যাপক জনস্বার্থের অন্যতম প্রশ্ন হিসাবে আমি ইহার আলোচনায় ফিরিয়া আসিতেছি। একটি বিষয় সুনিশ্চিত—অতি নিম্নশ্রেণীর শ্রমিক ও ভৃত্য হইবার জন্য শ্বেতাঙ্গরা নাটালে বা দক্ষিণ আফ্রিকার অন্য কোনও অঞ্চলে বসবাস করিবে না। তাহা করিবার অপেক্ষা তাহারা আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া সুবিশাল অভ্যন্তরভাগের দিকে যা

সমুদ্রপথে যাত্রা শ্রেয় মনে করিবে। ইহা যেমন সত্য, তেমনই অন্যান্য উপনিবেশ-গুলির দলিলের মতোই আমাদের দলিল-দস্তাবেজগুলিও প্রমাণ করে যে, অশ্বেতাঙ্গ শ্রমিক আমদানির ফলে মৃত্তিকার গোপন শক্তি উন্নত ও উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে ইহা শ্বেতাঙ্গ বসবাসকারীদের লাভজনক কার্যের উপযোগী অসংখ্য অভাবিত ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার দ্বারা ইহা যত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, তেমন আর কিছুর দ্বারাই হয় নাই। আমরা যদি ১৮৫৯ খৃীষ্টাব্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখিব যে, ভারতীয় শ্রমিক নিয়োগের সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতির ফলে রাজস্বের পরিমাণ অবিলম্বে বৃদ্ধি পায়, কয়েক বৎসরের মধ্যে উহা চারিগুণ বাড়িয়া উঠে। যন্ত্রবিদ্ কারিগররা কাজ পাইত না এবং তাহারা দিনে ৫/- বা তাহারও কম রোজগার করিত। তাহারা দেখিল তাহাদের মজুরি দ্বিগুণের অপেক্ষাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই উন্নতি মারিৎস্‌বার্গ হইতে সাগর পর্যন্ত সকল অঞ্চলের প্রত্যেক অধিবাসীকেই উৎসাহিত করে। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে এইরূপ আশঙ্কা (নির্ভরযোগ্য ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আশঙ্কা) ছড়াইয়া পড়ে যে, সঙ্গে সঙ্গে উহা[১] স্থগিত রাখা হইবে (আমার যদি ভুল হইয়া থাকে, তবে আমার ভুল সংশোধনের জন্য কাগজপত্র রহিয়াছে)। ফলে সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব ও মজুরি কমিতে থাকে, অভিবাসীদের আগমন হ্রাস পায়, আস্থা লোপ পায়, এবং ছাটাই ও বেতন-হ্রাসই প্রধান চিন্তা হইয়া উঠে। কয়েক বৎসর পরে, ১৮৭৩ খৃীষ্টাব্দে (১৮৬৮ খৃীষ্টাব্দে হীরক আবিষ্কৃত হইবার অনেক পরে), পুনরায় নূতন করিয়া পরিবর্তন দেখা দেয়, বাহির হইতে ভারতীয়দের আগমনের নূতন প্রতি-শ্রুতির ফল আবার ফলিতে শুরু করে, রাজস্ব, মজুরি ও বেতন বাড়িতে থাকে, আর ছাটাই জিনিসটাকে শীঘ্রই অতীতের বস্তু বলিয়া বলা হইতে থাকে (হায় এখনও যদি তাহা বলা যাইত!)।

এই ধরনের কাগজপত্রগুলি তাহাদের নিজের কাহিনী বলুক, এবং সকল প্রকার নির্বোধ ও সংকীর্ণ জাতীয় মনোবৃত্তি ও হীন ঈর্ষাকে শান্ত করুক।

শ্বেতাঙ্গ বসবাসকারীদের কল্যাণের উপর অশ্বেতাঙ্গ শ্রমিক-আমদানি যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, আরও অন্য দিক হইতে তাহার সমর্থনে জন্য আমি ডিউক অব ম্যাঞ্চেস্টারের একটি ভাষণ সম্পর্কে উল্লেখ করিতে চাই। এই ডিউক অব ম্যাঞ্চেস্টার কলোনির স্বার্থের সহিত নিজেকে একীভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি সেই সবে কুইন্‌স্‌ল্যান্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি শ্রোতাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, সেখানে অশ্বেতাঙ্গ শ্রমিক আমদানির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফল শ্বেতাঙ্গদেরই পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অথচ এই শ্বেতাঙ্গরাই অশ্বেতাঙ্গ শ্রমিক আমদানি রোধ করিয়া প্রতিযোগিতা নষ্ট করিবার আশা করিয়াছিল এবং ভুল করিয়া ভাবিয়াছিল যে, এই প্রতিযোগিতার ফলেই শ্বেতাঙ্গ বসবাসকারীরা কাজ পাইতেছে না।

১০০-র পৃষ্ঠায় ঐ ভদ্রলোক আরও বলেন :

স্বাধীন ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ, তাহাদের প্রতিযোগিতা এবং উহার ফলে ভোগ্য পণ্যগুলির মূল্যহ্রাস—যাহাতে জনসাধারণের উপকারই হইয়াছে (এবং বলিতে অদ্ভুত

[১] ভারতীয় শ্রমিক সংগ্রহ।

লাগে যে, উহার বিরুদ্ধেই জনসাধারণ অনুযোগ করিয়াছে),—এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে দেখানো হইয়াছে যে, এই সকল ভারতীয় দোকান শ্বেতাঙ্গ বণিকদের বৃহত্তর ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে সাহায্য পাইয়াছে ও পায়, এবং কার্যতঃ শ্বেতাঙ্গ বণিকরাই তাহাদের মাল বিক্রয়ের জন্য ঐ সকল লোককেই নিয়োগ করে।

যদি চান, তবে বাহির হইতে ভারতীয়গণের আগমন বন্ধ করুন; যদি এখন যথেষ্ট বাড়ি খালি পড়িয়া না থাকে, তবে এই অর্ধেকের অপেক্ষাও কম অধ্যুষিত দেশে যাহারা শস্যাদির উৎপাদন ও তাহা ভোগ করিবার শক্তি বাড়াইয়াছে, সেই আরব ও ভারতীয়-গণকে তাড়াইয়া আরও বাড়ি খালি করুন। কিন্তু এই একটি মাত্র শাখাকে অন্যান্য শাখার দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া ইহার ফলাফল কি হয়, আমরা অন্বেষণ অনুসন্ধান করি, আসুন। লক্ষ্য করুন, বাড়িগুলি খালি পড়িয়া থাকিলে কিভাবে সম্পত্তি ও আমানতের মূল্য হ্রাস পাইবে, উহার ফলে কিভাবে বাসগৃহ নির্মাণের ব্যবসায়ে এবং বাসগৃহ নির্মাণের উপর নির্ভরশীল অন্যান্য ব্যবসায়ে ও সরবরাহ-প্রতিষ্ঠান-গুলিতে অচল অবস্থা দেখা দিবে। অতঃপর লক্ষ্য করুন, কিভাবে ইহাব ফলে শ্বেতাঙ্গ যন্ত্রবিদ্ কারিগরদের চাহিদা হ্রাস পাইবে এবং এতগুলি লোকের ব্যয়-শক্তি কমিয়া যাওয়ার ফলে প্রত্যাশিত রাজস্ব কিভাবে হ্রাস পাইবে, কিভাবে ছাটাই বা করভার স্থাপন বা উভয়েরই প্রয়োজন দেখা দিবে। আসুন, আমরা এই ফলাফলের এবং অন্যান্য অসংখ্য ফলাফলের—যেগুলির বিশদ হিসাব এখানে দেওযা সম্ভব নহে—সম্মুখীন হই। তাহার পরেও যদি অন্ধ সংকীর্ণ জাতীয় ভাবপ্রবণতা বা ঈর্ষা প্রাধান্য লাভ করে, তবে তাহাই হউক।

কমিশনের সমক্ষে মিঃ হেনরি বিন্‌স্ নিম্নোক্ত মর্মে সাক্ষ্য দেন (১৫৬ পৃষ্ঠা) :

আমার মতে স্বাধীন ভারতীয় অধিবাসীরা সমাজের সর্বাধিক উপযোগী অংশ। তাহাদের একটি বৃহৎ, সচরাচর যাহা ভাবা হয় তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী বৃহৎ, অংশ কলোনির সেবা করিতেছে। তাহারা বিশেষতঃ শহরে ও গ্রামাঞ্চলে গৃহভৃত্যরূপে নিযুক্ত আছে। তাহারা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনও করিতেছে। আমি কিছু কষ্ট করিয়া যেসব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা হইতে আমি এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, স্বাধীন ভারতীয়রা গত দুই-তিন বৎসরে, প্রচুর পরিমাণ তামাক ও অন্যান্য দ্রব্যের কথা বাদ দিলেও, বার্ষিক প্রায় ১০০,০০০ মণ জোয়ার উৎপাদন করিয়াছে। স্বাধীন ভারতীয় অধিবাসী আসিবার পূর্বে পিটারমারিৎস্‌বার্গ ও ডারবানে ফল, শাকসবজি ও মাছের সরবরাহ ছিল না। বর্তমানে এই সকল জিনিস পুরাপুরি সরবরাহ হইতেছে।

ইয়োরোপ হইতে যে সকল বহিরাগত আসিয়াছে, তাহাদের আমরা কখনও বাগিচায় সবজি উৎপাদক ও মৎস্যজীবী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে দেখি নাই। এবং আমার মতে, স্বাধীন ভারতীয় অধিবাসীরা না থাকিলে মারিৎস্‌বার্গ ও ডারবানের বাজারগুলিতে সরবরাহের অবস্থা এখন আবার দশ বৎসর পূর্বেকার মতো খারাপ হইয়া পড়িবে।

...কুলীদের অভিবাসন স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দিলে ইয়োরোপীয় যন্ত্রবিদ্ কারিগরদিগকে এখন যে হারে মজুরি দেওয়া হয়, তাহার হয়তো ইতরবিশেষ হইবে না; কিন্তু এইরূপ বন্ধ করিয়া দেওয়ার অত্যল্প কাল পরেই তাহাদের চাকরির সংখ্যা এখনকার তুলনায় অনেক কমিয়া যাইবে। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের কৃষিকার্য ভারতীয় শ্রমিক ছাড়া কখনও হয় নাই এবং কখনও হইবে না।

কমিশনের সমক্ষে তৎকালীন এটর্নি-জেনারেল এবং বর্তমান প্রধান বিচারপতি এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন (৩২৭ পৃষ্ঠা):

...আমার মতে, যে সকল ভারতীয়কে আনা হইয়াছে, তাহাদের অনেককেই অনেকাংশে উপকূলভাগে শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের ব্যর্থতার জন্যই নিয়োগ করা হইয়াছে এবং যেসকল ভূমি অনাবাদী পড়িয়া থাকিত, সেগুলিতে ঐসব ভারতীয় চাষ-আবাদ করিয়াছে। সেখানে উৎপন্ন শস্য কলোনির অধিবাসীদের প্রকৃত উপকারে লাগিয়াছে। যাহারা বিনা খরচে ভারতে ফিরিয়া যাইবার সুযোগ গ্রহণ করে নাই, তাহারা বিশ্বস্ত ও উপযোগী গৃহভৃত্যে পরিণত হইয়াছে।

সাধারণতঃ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ও স্বাধীন ভারতীয়রা উভয়েই যে কলোনিতে অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে, তাহা আরও বহু অকাট্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায়। কমিশনারগণ তাঁহাদের রিপোর্টের ৮২ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন:

১৯। তাহারা মাছ ধরিবার ও মৎস্য-সংরক্ষণ করিবার কাজে প্রশংসনীয় দক্ষতা দেখাইয়াছে। ডারবান উপসাগরের স্যালিসবেরি দ্বীপে অবস্থিত ভারতীয় ধীবরদের উপনিবেশটি কেবল ভারতীয়দের পক্ষে নহে, কলোনির শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের পক্ষেও সুস্পষ্টরূপে উপযোগী হইয়াছে।

২০।...দেশের অভ্যন্তরস্থ অসংখ্য স্থানে এবং উপকূল মণ্ডলে তাহারা পতিত ও অনুৎপাদক ভূমিতে শাক-সবজি, তামাক, জোয়ার ও ফলের গাছ লাগাইয়া সযত্নে সুরক্ষিত বাগিচায় পরিণত করিয়াছে। যাহারা ডারবান ও পিটারমারিৎসবার্গের আশপাশে বসবাস করিয়াছে, তাহারা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই স্থানীয় বাজারগুলিতে শাক-সবজি সরবরাহের ব্যাপারটি নিজেদের হাতে লইতে সমর্থ হইয়াছে। স্বাধীন ভারতীয়দের এই প্রতিযোগিতা অবশ্যই উপনিবেশের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদিগকে বিরূপ করিয়া থাকিবে। কারণ, একদা তাহাদের হাতেই এই ব্যবসায়ের একচেটে অধিকারটি ছিল।...তবে স্বাধীন ভারতীয়দের প্রতি সুবিচার করিতে হইলে, আমাদিগকে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, এই ধরনের প্রতিযোগিতা বৈধ এবং ইহা সাধারণভাবে সমাজের নিকট সুস্বাগতই হইয়াছে। ভোর হইতেই স্ত্রী, পুরুষ, বয়স্ক, শিশু, সকল শ্রেণীর ভারতীয় ফেরিওয়ালারা মাথায় ভারী ঝুড়ি লইয়া দ্রুত বাস্ততার সহিত বাড়িতে বাড়িতে যায় এবং নাগরিকরা এখন এইভাবে প্রত্যহ তাহাদের নিজ নিজ বাড়ির দরজায় সস্তাদরে তাজা শাক-সবজি ও ফল কিনিতে পারে। বেশী বৎসর আগেও নহে, তাহারা এমনকি বাজারে গিয়া চড়া দর দিয়াও, এইসব জিনিস নিশ্চয়তার সহিত সংগ্রহ করিতে পারিত না।

ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে কমিশনারদের রিপোর্টের ৭৪ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে :

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, কলোনির সমগ্র ভারতীয় অধিবাসীদের বিরুদ্ধে কলোনির শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের মনে যে বিরক্তির ভাব রহিয়াছে, তাহা ইয়োরোপীয় বণিকদের সহিত, বিশেষতঃ, যাহারা ভারতীয় অভিবাসীদের ব্যাপকভাবে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, বিশেষ করিয়া চাউল, সরবরাহের দিকে প্রধানতঃ মনোনিবেশ করিয়াছে এমন সব ইয়োরোপীয় বণিকের সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আরব ব্যবসায়ীদের সুনিশ্চিত সামর্থ্যের ফলেই উদ্ভূত হইয়াছে।...

আমাদের মতে, অভিবাসন আইনের দ্বারা নাটালে যে সকল ভারতীয়কে আনা হইয়াছে, তাহাদের উপস্থিতিই আরব বণিকগণকে নাটালে আসিতে প্ররোচিত করিয়াছে। কলোনিতে এখন যে ৩০,০০০ ভারতীয় অভিবাসী রহিয়াছে, চাউলই তাহাদের প্রধান খাদ্য। এই দ্রব্যটি সরবরাহের ক্ষেত্রে এই সকল বিচক্ষণ বণিক সাফল্যের সহিত তাহাদের সকল কৌশল ও শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। ফলে, সকল চাউল ব্যবহারকারীর নিকটই উহার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরগুলিতে প্রতি বস্তার মূল্য ছিল ২১ শি., ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উহা কমিয়া হইয়াছে ১৪ শি.।...

কাফ্রীরাও নাকি পূর্ববর্তী ছয় সাত বৎসরের তুলনায় এখন শতকরা ২৫ হইতে ৩০ ভাগ কম মূল্যে আরবদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারে।

এশীয় বা "আরব" বণিকদের উপর যে নিয়ন্ত্রণাত্মক ব্যবস্থা আরোপের ইচ্ছা কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন, সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা আমাদের কমিশনের অধিকারের মধ্যে পড়ে না। **আমরা কেবল বহুল পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আমাদের এই বলিষ্ঠ অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিব যে, এই সকল বণিকের উপস্থিতি সমগ্র কলোনির পক্ষে হিতকর হইয়াছে। তাহাদের পক্ষে ক্ষতিকর কোনও আইন প্রণয়ন করিলে, তাহা যদি অন্যায় না-ও হয়, নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত হইবে।** (বড় হরফ আমার)।

* * *

৮।...তাহাদের প্রায় সকলেই মুসলমান। তাহারা হয় সম্পূর্ণরূপে পানবিরোধী, নয় পরিমিতভাবে মদ্যপান করিয়া থাকে। তাহারা স্বভাবতঃ মিতব্যয়ী ও আইনানুগ।

যে ৭২ জন ইয়োরোপীয় সাক্ষী কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কলোনিতে ভারতীয়গণের উপস্থিতির ফলাফল সম্পর্কে অভিমত দিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই বলিয়াছেন যে, কলোনির মঙ্গলের জন্য ভারতীয়গণ অপরিহার্য।

ভারতীয়গণের ভোটাধিকার পাওয়া উচিত (তাহাদের ভোটাধিকার পূর্ব হইতেই আছে), এই সম্পর্কে যুক্তি দেখাইবার উদ্দেশ্যেই আমি উপরোক্ত অংশগুলি একটু বিস্তৃতভাবে উদ্‌ধৃত করি নাই; ভারতীয়গণ কলোনিতে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে, এই অভিযোগ এবং কলোনির সমৃদ্ধিতে তাহাদের হাত নাই, এইরূপ উক্তির ভ্রান্ততা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই ঐরূপ উদ্‌ধৃতি দিয়াছি। "ভোজ্যদ্রব্যের গুণাগুণের প্রমাণ ভোজনেই।" সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণটি

হইল এই যে, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যাহাই বলা হউক না কেন, এখনও তাহাদের চাহিদা রহিয়াছে; সংরক্ষকের দপ্তর ভারতীয় শ্রমিকের চাহিদা মিটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক বিবরণীর ৫ পৃষ্ঠায় সংরক্ষক বলিতেছেন :

গত বৎসরের শেষে বৎসরের চুক্তি পূর্ণ করিবার জন্য বাকী ১,৩৩০ জন লোকের সরবরাহ হয় নাই। এই সংখ্যার সহিত ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যে ২,৭৬০ জন লোককে এখানে আনিয়া দিবার জন্য আবেদন করা হইয়াছিল, তাহা যোগ করিলে সমগ্র যোগফল হয় ৪,০৯০। বিবরণীতে যে বৎসরের কথা বলা হইতেছে, সেই বৎসরে এই সংখ্যার মধ্যে ২,০৩২ জন আসিয়া পৌঁছিয়াছিল (১,০৪৯ জন মাদ্রাজ হইতে ও ৯৮৩ জন কলিকাতা হইতে)। ফলে গত বৎসরের চুক্তি পূর্ণ করিবার জন্য এই বৎসরে ২,০৫৮ জন (বারজন লোকের অধিযাচনপত্র বাতিল হইয়াছিল) আসিয়া পৌঁছিতে বাকী ছিল।

যদি ভারতীয়রা কলোনির পক্ষে সত্যই ক্ষতিকারক হইয়া থাকে, তবে সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষা ন্যায়সংগত রীতি হইবে বাহির হইতে তাহাদের আর আগমন বন্ধ করা; তাহা হইলে বর্তমান ভারতীয় অধিবাসীদের পক্ষে কলোনিতে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করা কালক্রমে বন্ধ হইবে। দাসত্বের অনুরূপ শর্তে তাহাদিগকে আনিলে, তাহাকে ন্যায়সংগত কার্য বলা যাইবে না। সুতরাং এই আবেদন যদি ভারতীয়গণের ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন আপত্তির জবাব সন্তোষজনকভাবে দিতে পারে, ভারতীয়গণ রাজনৈতিক ক্ষমতা বা প্রভাব লাভের চেষ্টায় নহে, পরন্তু প্রতি-আন্দোলনের দ্বারা তাহাদের যে অধঃপাত ঘটাইবার পরিকল্পনা চলিতেছে, কেবল তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-রূপেই ভোটাধিকার আন্দোলন করিতেছে, এই উক্তি যদি পাঠকগণ স্বীকার করিয়া লন, তবে আমি বিনীতভাবে মনে করি যে, ভারতীয় ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়িবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আপনাদের ক্ষান্ত হইয়া এই বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করিতে বলিলে অন্যায় কিছু করিব না। "ব্রিটিশ প্রজা" ধারণাটিকে সংবাদপত্রগুলি উন্মত্ততা ও অর্থহীন বাতিক বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেও, আমি পুনরায় এই ধারণাটি সম্পর্কে আলোচনা করিব। এই ধারণাটি ছাড়া কোনরূপ ভোটাধিকার আন্দোলন হইতেই পারিত না। এই ধারণাটিকে বাদ দিলে সম্ভবতঃ রাষ্ট্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত অভিবাসনও ঘটিত না। ভারতীয়রা ব্রিটিশ প্রজা না হইলে খুব সম্ভব নাটালে তাহাদের উপস্থিতি সম্ভব হইত না। তাই আমি দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ প্রত্যেকটি ব্রিটনের নিকট এই মর্মে আবেদন করিতে চাই যে, তাঁহারা যেন "ব্রিটিশ প্রজা" ধারণাটিকে তাচ্ছিল্যভাবে অগ্রাহ্য না করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণাটি মহারানী-কৃত আইন ছিল। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, মহারানীর প্রজারাও উহা অনুমোদন করিয়াছিলেন। কারণ, মহারানী উহা নিজের খেয়ালখুশিমতো করেন নাই, তাঁহার তৎকালীন

পরামর্শদাতাদের পরামর্শক্রমেই করিয়াছিলেন এবং ভোটদাতাগণ তাঁহাদের ভোটের দ্বারা এই সকল পরামর্শদাতার উপর তাঁহাদের বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ভারত ইংলণ্ডের অধিকারে আছে এবং ইংলণ্ড ভারতের উপর তাহার অধিকার ত্যাগ করিতে চাহে না। ভারতীয়ের সম্পর্কে ব্রিটনের প্রতিটি কার্য ব্রিটনগণ ও ভারতীয়গণের মধ্যে চূড়ান্ত সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার ব্যাপারে কিছু প্রভাব বিস্তার না করিয়া পারে না। তাহা ছাড়া, ইহাও সত্য যে, ভারতীয়রা ব্রিটিশ প্রজা বলিয়াই দক্ষিণ আফ্রিকায় রহিয়াছে; কেহ পছন্দ করুক, আর না করুক, তাহাকে সহ্য করিয়া চলিতেই হইবে। সুতরাং এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অকারণে তিক্ত মনোভাবের সৃষ্টি হইতে পারে, এমন কিছু না করাই কি ভালো নহে? তাড়াহুড়া করিয়া অথবা ভিত্তিহীন ধারণাসমূহেব বশবর্তী হইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, ভারতীয়গণের প্রতি অনিচ্ছাকৃত অবিচার করা আদৌ অসম্ভব নহে।

আমি বলিতে চাই, কিভাবে ভারতীয়গণকে কলোনি হইতে বিতাড়িত করা হইবে, তাহা নহে (কারণ, তাহা অসম্ভব), পরন্তু কিভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্তোষজনক সম্পর্ক গড়িয়া তোলা যাইবে, সেই প্রশ্নই সকল বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনে জাগ্রত থাকা উচিত। আমি বলিতে চাই, এমন কি অত্যন্ত স্বার্থপরতার দিক হইতে দেখিলেও, প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে নিজের মনে অবন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি করিয়া কেহ যদি আনন্দ না পায়, তবে ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে অবন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব ও ঘৃণা সৃষ্টি করিয়া কোনও সুফল হইতে পারে না। এই নীতি ব্রিটিশ সংবিধান এবং সুবিচাব ও সততা সম্পর্কে ব্রিটিশের ধারণার বিরোধী, এবং সর্বোপরি, ভারতীয় ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীরা যে ধর্মে বিশ্বাস কবেন, সেই খ্রীষ্টধর্মের মূলনীতির নিকট ইহা ঘৃণার বস্তু।

আমি বিশেষভাবে সংবাদপত্র, সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার জননায়কগণ এবং ধর্মযাজকগণের নিকট আবেদন করিতেছি : জনমত আপনাদের হস্তে। আপনারা উহা গঠন করেন, পরিচালনা করেন। এ যাবৎ যে নীতি অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে, তাহা নির্ভুল কিনা, তাহা ভবিষ্যতেও অনুসরণ করা উচিত কিনা, ইহা আপনাদিগকেই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। ব্রিটন হিসাবে এবং জননায়করূপে আপনাদের কর্তব্য হইল এই দুই সম্প্রদায়কে বিভক্ত করা নহে, ইহাদিগকে একত্র মিলিত করা।

ভারতীয়দের অনেক দোষ-ত্রুটি আছে এবং বর্তমানে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অসন্তোষজনক মনোভাব রহিয়াছে, সেজন্য তাহারা নিজেরাও নিঃসন্দেহে কিছু পরিমাণে দায়ী। তবে দোষ-ত্রুটি যে সম্পূর্ণরূপে কেবল এক পক্ষেরই নহে, তাহা আপনাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চেষ্টা করাই আমার লক্ষ্য।

আমি প্রায়ই সংবাদপত্রগুলিতে পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি যে, ভারতীয়দের অনুযোগ করিবার মতো কিছুই নাই। আমি বলিতে চাই যে, আপনারা বা এখানকার ভারতীয়রা, কেহই নিরপেক্ষ অভিমত গঠন করিতে সমর্থ নহেন। তাই আমি বাহিরের, অর্থাৎ ইংলণ্ড ও ভারতের, জনমত ও সংবাদপত্রগুলির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিতে চাই। ভারতবাসীদের যে অনুযোগ করিবার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্তে তাঁহারা কার্যতঃ সর্বসম্মতিক্রমেই উপনীত হইয়াছেন। এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, বাহিরের মতামতগুলি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতীয়গণ কর্তৃক প্রেরিত অতিরঞ্জিত বিবরণের ভিত্তিতে গঠিত। এই প্রসঙ্গে আমি তাহা অস্বীকার করিতে চাই। ইংলণ্ডে ও ভারতে প্রেরিত বিবরণগুলি সম্পর্কে আমার কিছু জ্ঞান আছে, এইরূপ দাবী আমি সাহসের সহিত করিতেছি এবং একথা বলিতে আমার দ্বিধা নাই যে, প্রায় সমস্ত বিবরণই প্রকৃত ব্যাপারকে কমাইয়া বলিবার দোষেই দুষ্ট। এমন একটিও উক্তি করা হয় নাই, যাহা অকাট্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করা যাইতে না পারে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল এই যে, যে সকল তথ্য স্বীকৃত হইয়াছে, সেগুলি সম্পর্কে কোন ঝগড়া নাই। সেই সকল স্বীকৃত তথ্যের ভিত্তিতে গঠিত বাহিরের জনমত এই যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভাবতীয়দের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করা হয় না। চরমপন্থী সংবাদপত্র **দি স্টার** হইতে আমি একটি মাত্র অংশ উদ্ধৃত করিব। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সংযত সংবাদপত্র **দি টাইম্স্**-এর অভিমত দক্ষিণ আফ্রিকার সকলেই জানেন।

যে প্রতিনিধিদল মিঃ চেম্বারলেনের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর তারিখের **দি স্টার** পত্রিকা বলিতেছে :

> ব্রিটিশ ভারতীয় প্রজাদের উপর যে জঘন্য অত্যাচা চলিতেছে, তাহার উপর আলোকপাত করিবার পক্ষে এই বিশদ বিবরণগুলিই যথেষ্ট। নূতন ভাবতীয় অভিবাসন আইন সংশোধন বিলটি ইহাব আরও একটি দৃষ্টান্ত। এই বিলের দ্বারা ভারতীয়গণকে প্রকৃতপক্ষে ক্রীতদাসে পরিণত কবিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহা একটি পৈশাচিক অন্যায়, ইহা ব্রিটিশ প্রজাদের অবমাননা, ও ইহাব প্রণেতাগণের লজ্জার কারণ, ইহা আমাদেব সকলের অপমান। ঘোষণা ও গঠনতন্ত্রের দ্বারা যে সকল লোককে আইনের চক্ষে আমাদের সহিত সমানাধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের উপর দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়গত লালসার ফলে এইরূপ ভয়ংকর অবিচার যাহাতে অনুষ্ঠিত হইতে না পারে, সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রত্যেক ইংরেজের কর্তব্য।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যে ভারতীয়গণের প্রতি "সর্বাধিক সদাশয়তা" দেখানো হয় না, এবং বর্তমান অবস্থার জন্য ইয়োরোপীয়রাও যে দায়ী, ইহা যদি আমি আপনাদিগকে বিশ্বাস করাইতে পারি, তবে সমগ্র ভারতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে

নিরপেক্ষ আলোচনার পথ প্রশস্ত হইবে এবং সম্ভবতঃ ডাউনিং স্ট্রীটের বিনা হস্তক্ষেপেই উভয় পক্ষের সন্তোষজনক ভাবে এই প্রশ্নের সমাধান ঘটিবে। এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ধর্মযাজকগণ নীরব আছেন কেন? ইহা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, ইহার সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার ভবিষ্যৎ জড়িত। তাঁহারা রাজনীতিতে সোজাসুজি অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভারতীয়গণের ভোটাধিকার-বিলোপের দাবীতে আহূত সভা-সমিতিতে তাঁহারা যোগ দেন। কিন্তু ইহা কেবল রাজনৈতিক প্রশ্ন নহে। কলোনির ইয়োরোপীয়দের "অযৌক্তিক" বিরূপ বিরুদ্ধ মনোভাবের ফলে একটি জাতি অধঃপতিত ও অপমানিত হইবে, আর তাঁহারা তাহা নীরবে বসিয়া দেখিবেন? এইরূপ ঔদাসীন্য কি খ্রীষ্টের খ্রীষ্টধর্মের অনুমোদিত?

আমি আবার বলিতে চাই, ভারতীয়রা রাজনৈতিক ক্ষমতা চাহে না। ভোটাধিকারবিলোপের ফলে ও ভোটাধিকারবিলোপের ভিত্তিতে যে অধঃপতন এবং অন্যান্য বহু বিরূপ ফলাফল ও ব্যবস্থা ঘটিবে, কেবল তাহার চিন্তাতেই তাহারা শঙ্কিত হইয়াছে এবং তাহার প্রতিরোধের চেষ্টা করিতেছে।

পরিশেষে বক্তব্য, যাঁহারা ইহা পড়িবেন এবং ইহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে দয়া করিয়া মতামত প্রকাশ করিবেন, আমি তাঁহাদের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ থাকিব। বহু ইয়োরোপীয় ব্যক্তিগতভাবে গোপনে ভারতীয়গণের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি জানাইয়াছেন। ভারতীয় ভোটাধিকার সম্পর্কে কলোনিতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় যে সকল অসংযত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে বা যেরূপ তিক্ততার সহিত বক্তৃতাগুলি করা হইয়াছে, সেগুলিরও তাঁহারা তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছেন। আমি বলি, এই ভদ্রলোকরা যদি অগ্রসর হইয়া আসেন এবং নিজেরা যাহা বিশ্বাস করেন, সাহস করিয়া যদি তাহা প্রকাশ করেন, তবে তাঁহারা চতুর্গুণ পুরস্কৃত হইবেন। তাঁহারা কলোনির ৪০,০০০ ভারতীয়ের, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভাবতেব, কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন এবং ভারতীয়রা কলোনির অভিশাপ-স্বরূপ এই ভ্রান্ত ধারণা ইয়োরোপীয়দের মন হইতে দূর করিয়া তাঁহারা কলোনির প্রকৃত হিতসাধন করিবেন; একটি সুপ্রাচীন জাতির একাংশকে অকারণ উৎপীড়নের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া বা উদ্ধারের কাজে সাহায্য করিয়া তাঁহারা মানব-সমাজের সেবা করিবেন; তাঁহারা জানেন, এইরূপ উৎপীড়ন সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকাতেই রহিয়াছে; এবং সর্বশেষে, সর্বশেষে হইলেও ইহার গুরুত্ব আদৌ কম নহে, তাঁহাবা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রিটনদের সহিত একযোগে ইংলণ্ড ও ভারতকে প্রীতি ও শান্তিতে মিলিত কবিবাব জন্য বন্ধন-সূত্র গড়িয়া তুলিবেন। এ বিষয়ে যাঁহাবা অগ্রণী হইবেন, তাঁহাদিগকে কিছুটা পবিহাস-বিদ্রূপের সম্মুখীন হইতে হইবে। আমি বিনীতভাবে বলিতে চাই, এইরূপ একটি কীর্তি স্থাপনের জন্য একটু পরিহাস-বিদ্রূপ সহিলে ক্ষতি

হইবে না। দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান গড়িয়া তোলা খুবই সহজ। তাহাদিগকে ভালোবাসার "রেশমী ডোরে" বন্ধন করা তেমনি কঠিন। কিন্তু যাহা অর্জন করিবার যোগ্য, তাহার জন্য প্রচুর অসুবিধা ও উদ্বেগ ভোগ করা সার্থক হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহাকে অত্যন্ত বিকৃতভাবে দেখানো হইয়াছে। একটি পৃথক পুস্তিকায়[১] এই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি পূর্ণরূপে আলোচিত হইবে।

এই আবেদনটি যখন প্রস্তুত করা হইতেছিল, তখন বেলেয়ারে মিঃ মেডন একটি বক্তৃতা করেন এবং সভায় একটি অদ্ভুত প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতীয়গণ চিরদিন দাসত্ব করিয়াছে, তাই তাহারা স্বায়ত্তশাসনের অনুপযুক্ত, সভায় তিনি এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। এই মাননীয় ভদ্রলোকের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রাখিয়া আমি তাঁহার এই উক্তির প্রতিবাদ করিতেছি। যদিও তিনি তাঁহার উক্তির সমর্থনে ইতিহাসের সাহায্য লইতে চাহিয়াছেন, তথাপি আমি বলিতে সাহস করি যে, ইতিহাস তাঁহার উক্তি সপ্রমাণ করিতে পারে নাই। প্রথমতঃ আলেকজান্ডার দি গ্রেটের আক্রমণের সময় হইতেই ভারতের ইতিহাস আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু এখানে এই কথাটি আমি বলিয়া লই যে, সেই সময়কার ভারত তখনকার ইয়োরোপের তুলনায় খুব ভালোই ছিল। এই উক্তির সমর্থনে আমি হান্টারের "ইন্ডিয়ান এম্পায়ার" গ্রন্থের ১৬৯-৭০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত গ্রীকদের ভারত বর্ণনা তাঁহাকে দেখিতে অনুরোধ করি। এই বর্ণনা আমি আংশিকভাবে আমার খোলা চিঠিতে উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু সে যাহাই হউক, ঐ তারিখের পূর্ববর্তী কালের ভারত সম্পর্কে কি বলা যাইতে পারে? ইতিহাস বলে যে, ভারত আর্যদের আদিভূমি ছিল না, তাহারা মধ্য এশিয়া হইতে আসিয়াছিল, তাহাদের একটি শাখা ভারতে গিয়া সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। অন্য শাখাগুলি ইয়োরোপে গিয়াছিল। ইতিহাস এইরূপ বলে যে, সুসভ্য শাসনব্যবস্থা বলিতে প্রকৃত যাহা বুঝায়, তৎকালীন ভারতীয় শাসনব্যবস্থা তাহাই ছিল। সমগ্র আর্য সাহিত্য ঐ সময় গড়িয়া উঠিয়াছিল। আলেকজান্ডারের সময়কার ভারতবর্ষ ছিল পতনের দিকে। অন্যান্য জাতিগুলি যখন প্রায় গঠিতই হয় নাই, তখন ভারত উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল এবং এই যুগের ভারতীয়রা সেই জাতিরই বংশধর। সুতরাং, ভারতীয়রা চিরদিন দাসত্বের মধ্যে কাটাইয়াছে, এইরূপ উক্তি সত্য নহে। ভারত নিশ্চয়ই অপরাজেয়তার প্রমাণ দিতে পারে নাই। তাহাই যদি ভোটাধিকারবিলোপের কারণ হইয়া থাকে, তবে আমি কেবল এই একটি মাত্র কথা বলিব যে, এইদিক হইতে দুর্ভাগ্যবশতঃ সকল জাতিরই

১ এই পুস্তিকা পাওয়া যায় নাই।

অসামর্থ্য দেখা যাইবে। ইহা সত্য যে, ভারতের উপর ইংলণ্ড "তাহার রাজদণ্ড দোলাইতেছে।" ভারতীয়রা সেজন্য লজ্জিত নহে। তাহারা ব্রিটিশ শাসনে থাকিবার জন্য গর্ববোধ করে। কারণ, তাহারা বিশ্বাস করে যে, ইংলণ্ড তাহাদের মুক্তিদাতারূপে দেখা দিবে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার সম্ভবতঃ এই যে, ভারতীয়গণ বাইবেলে বর্ণিত ভগবানের বিশেষ প্রীতিপ্রাপ্ত জাতির মতোই বহু শতাব্দীর উৎপীড়ন ও দাসত্ববন্ধন সত্ত্বেও অদম্য রহিয়াছে। এবং অনেক ব্রিটিশ লেখক মনে করেন যে, ভারত আপন সম্মতিক্রমেই ইংলণ্ডের অধীন রহিয়াছে।

অধ্যাপক সীলী বলেন :

> ভারতেব জাতিসমূহ এমন একটি সৈন্যবাহিনীর দ্বারা বিজিত হইয়াছিল, যাহার গড়ে এক-পঞ্চমাংশ ছিল ইংরেজ। গোড়ার দিকের যে সকল যুদ্ধে কোম্পানির শক্তি চূড়ান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—আর্কট অবরোধে, পলাশীর যুদ্ধে, বক্সারের যুদ্ধে—সেগুলিতে মনে হয় কোম্পানির পক্ষে ইয়োরোপীয়দের অপেক্ষা ভারতীয় সিপাহীরাই সংখ্যায় বেশী ছিল। এবং আরও লক্ষণীয় এই যে, সিপাহীরা খারাপ যুদ্ধ করিতেছে, আর সংঘর্ষেব সমগ্র বেগ ইংরেজরা সহ্য করিতেছে, এমন কথা শোনা যায় নাই। কিন্তু একবার যদি স্বীকার করা যায় যে, সিপাহীরা সর্বদা সংখ্যায় ইংবেজদের অপেক্ষা বেশী ছিল এবং সৈনিকের যোগ্যতায় তাহারা ইংরেজদেব সহিত সমান তালে চলিতে পারিত, তবে সাহস ও শক্তিতে আমাদের অপরিসীম স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠতাই যে আমাদের সাফল্যের মূলে আছে, এই তত্ত্ব আর টিকে না।—ডিগ্‌বির **ইণ্ডিয়া ফর দি ইণ্ডিয়ান্‌স্‌ অ্যাণ্ড ফর ইংল্যাণ্ড।**

এই মাননীয় ভদ্রলোক নাকি এই কথাও বলিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে :

> আমরা (কলোনির অধিবাসীরা) কতিপয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে নাটালে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা লাভ করিযাছি। এই অবস্থাগুলি এখন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। আমাদের বিলটি অনুমোদন করিতে অস্বীকার করিবার ফলেই এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আপনারা এমন বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন যে, এখন আমাদের সুস্পষ্ট কর্তব্য হইতেছে আপনারা আমাদিগকে যে কর্তৃত্ব দিয়াছিলেন, তাহা আপনাদের হস্তে প্রত্যর্পণ করা।

এইসব ব্যাপার প্রকৃত ঘটনাবলীর কতোই না বিপরীত! ইহাতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, ব্রিটিশ সরকার এখন কলোনির উপর ভারতীয়দের ভোটাধিকার চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হইল এই যে, দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা মঞ্জুর করিবার সময়ে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এখানে ছিল, কলোনির দায়িত্বশীল সরকার তাহাকে বস্তুতপক্ষে এখন পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ডাউনিং স্ট্রীট ন্যায়সংগতভাবেই একথা বলিতে পারেন না কি?—"আমরা তোমাদিগকে বিশেষ পারিপার্শ্বিক

অবস্থায় দায়িত্বশীল শাসনাধিকার দিয়াছিলাম। এখন সে অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। তোমাদের গত বৎসরের বিল এই পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। এখন তোমরা এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছ, যাহা সমগ্র ব্রিটিশ সংবিধান ও ব্রিটিশ ন্যায়বিচারের পক্ষে বিপজ্জনক। সুতরাং আমাদের সুস্পষ্ট কর্তব্য হইল যে-মূলনীতিগুলির উপর ব্রিটিশ সংবিধান প্রতিষ্ঠিত, তাহা লইয়া তোমাদিগকে খেলা করিতে না দেওয়া।"

আমি বলিব, যখন দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল, তখনই মিঃ মেডনের আপত্তি সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারিত। যদি কলোনির ইয়োরোপীয় অধিবাসীরা ভারতীয়গণকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন, তবে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা মঞ্জুর করা হইত কিনা সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র।

এম. কে. গান্ধী

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ডারবানের ৪০নং ফীল্ড স্ট্রীটস্থ মুদ্রক টি. এল কানিংওয়ার্থ কর্তৃক মুদ্রিত একটি প্রচারপুস্তিকা হইতে।

## ৬৮. নাটালে নিরামিষ ভোজন

নাটালে, প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায়, নিরামিষভোজন চালাইবার প্রচেষ্টা কঠিন সংগ্রাম পরিচালনার মতোই দুরূহ ছিল। অথচ শারীরিক, আর্থিক ও ব্যবহারিক দিক হইতে নিরামিষভোজন এখানকার অপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ হইতে পারে, এমন স্থান অল্পই আছে। অবশ্য, বর্তমানে ইহাকে অল্পব্যয়সাধ্য বলা চলে না এবং নিরামিষাশী থাকিবার জন্য যথেষ্ট ত্যাগ-স্বীকারের প্রয়োজন হয়। নিরামিশাষী হওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। "লণ্ডনে কোনও অসুবিধা নাই, সেখানে বহুসংখ্যক নিরামিষ ভোজনাগার আছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় কিভাবে নিরামিষাশী হওয়া বা থাকা যায়? এখানে আপনি নিরামিষ পুষ্টিকর খাদ্য অতি সামান্যই পাইবেন।" বহুলোকের সহিত এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনাকালে আমার প্রশ্নের জবাবে আমি এই একইরূপ উত্তর পাইয়াছি। লোকের মনে হইতে পারে, দক্ষিণ আফ্রিকায় এইরূপ উত্তর অসম্ভব। কারণ, এখানে জলবায়ু আধা-গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মতো এবং ইহার সবজি-সম্পদ অফুরন্ত। তথাপি এই উত্তর সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত। সেরা হোটেলগুলিতেও আপনি সাধারণতঃ দুপুরের আহারের সময়ে সবজি হিসাবে একমাত্র আলু পাইবেন, তাহাও খারাপভাবে রাঁধা আলু। রাত্রের আহারের সময়ে আপনি দুই রকমের সবজি পাইবেন এবং এই সবজি-তালিকা সকল সময়ে প্রায় অপরিবর্তিতই থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার এই

উদ্যান-উপনিবেশে, যেখানে উপযুক্ত সময়ে প্রায় বিনা খরচেই আপনি ফল পাইতে পারেন, সেখানেও হোটেলগুলিতে অতি সামান্য ফলই পাওয়া যায়। ইহা এক লজ্জাজনক ব্যাপার। ডালও একেবারে মেলে না—তাহা সহজেই চোখে পড়ে। ডারবানে ডাল কেনা যায় কিনা প্রশ্ন করিয়া এক ভদ্রলোক আমাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। চার্ল্‌স্‌টাউন ও উহার পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে তিনি উহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কেবল বড়দিনের সময়ে বাদাম কিনিতে পাওয়া যায়। বর্তমান অবস্থা এইরূপ। সুতরাং প্রায় নয় মাস ধরিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া এবং নিরামিষভোজনের পক্ষে সাধারণ আলাপ-আলোচনা সত্ত্বেও যদি আমি লক্ষণীয় সাফল্যের সংবাদ কিছু দিতে না পারি, তবে নিরামিষাশী বন্ধুগণ যেন বিস্মিত হইবেন না। নিরামিষ-ভোজন সংক্রান্ত প্রচারের পথে কেবল উপরোক্ত বিষয়টিই একমাত্র অন্তরায় নহে। লোকে এখানে সোনা ছাড়া আর কিছুর কথা বড় একটা ভাবে না। সুবর্ণলালসার ব্যাধিটা এই অঞ্চলে এমনই সংক্রামক যে, তাহা এখানকার উচ্চতম ও নিম্নতম সকলকেই কবলিত করিয়াছে; আধ্যাত্মিকতার বাণী যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহারাও বাদ পড়েন না। জীবনে উন্নততর কোনও আদর্শ অনুসরণ করিবার সময় তাঁহাদের নাই; ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার মতো সময় তাঁহারা পান না।

**দি ভেজিটেরিয়ান** পত্রিকাগুলি নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহেই অধিকাংশ গ্রন্থাগারে পাঠানো হয়। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। নিরামিষ-ভোজনের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করিবার কোন সুযোগ ছাড়া হয় না। ইহার ফলে এ পর্যন্ত কিছু লোক সহানুভূতির সহিত পত্রালাপ ও প্রশ্নাদি করিয়াছেন। কিছু পুস্তকও কেনা হইয়াছে। তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পুস্তক বিতরণ করা হইয়াছে। পত্রালাপ ও আলাপ-আলোচনাগুলির মধ্যে হাস্যরসের অভাব নাই। এক ভদ্রমহিলা আমার সহিত "এসোটেরিক ক্রিশ্চিয়ানিটি" সম্পর্কে পত্রালাপ করিয়াছিলেন। "এসোটেরিক ক্রিশ্চিয়ানিটির" সহিত নিরামিষ-ভোজনের সম্পর্ক আছে দেখিয়া তিনি চটিয়া গেলেন। তিনি এমনই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যে সব বই পড়িতে দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলি তিনি না পড়িয়াই ফেরত দিলেন। এক ভদ্রলোক গুলী করিয়া বা জবাই করিয়া জীবজন্তু হননকে লজ্জাজনক কাজ মনে করিতেন। "তিনি নিজের জীবনের বিনিময়েও এই কার্য করিবেন না," কিন্তু মাংস প্রস্তুত করিয়া দিলে তাহা খাইবার কালে তাঁহার কোনরূপ করুণার উদ্রেক হইত না।

নিরামিষভোজনের দিক হইতে দেখিলে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, বিশেষতঃ নাটালে ইহার সম্ভাবনা এত বেশি যে বলা যায় না। সেখানে কেবল নিরামিষাশী কর্মীদের অভাব। মৃত্তিকা এতই উর্বর যে, উহাতে প্রায় সব কিছুই ফলিবে। সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডগুলি পড়িয়া আছে, নিপুণ হস্ত তাহাকে প্রকৃত

স্বর্ণখনিতে পরিণত করিতে পারে। যদি জোহানেস্‌বার্গের স্বর্ণখনির কাজ হইতে কিছু সংখ্যক লোকের মনোযোগ কৃষিকার্যের দ্বারা অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে অর্থ উপার্জনের দিকে ফিরাইতে পারা যাইত, এবং তাহাদিগকে বর্ণবিদ্বেষ হইতে মুক্ত করিতে পারা যাইত, তবে নাটালে যে সকল প্রকার সবজি ও ফল ফলানো সম্ভব হইত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার জলবায়ু এমন যে, এখানে যতোখানি বিস্তৃত ভূমিতে কৃষিকাজ করা সম্ভব, তাহাতে কেবল ইয়োরোপীয়রাই কখনও কাজ করিয়া উঠিতে পারিবে না। তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ভারতীয়রা রহিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষ এমনই প্রবল যে, এই বর্ণবিদ্বেষের জন্য ইয়োরোপীয়রা ভারতীয়দিগকে কাজে লাগাইবে না। আমি একজন বাগিচা-মালিকের নিকট হইতে পত্র পাইয়াছি। তিনি ভারতীয় শ্রমিক নিয়োগ করিতে চাহিলেও এই বর্ণবিদ্বেষের জন্য পারিতেছেন না। তাই নিরামিষভোজীদের দেশহিত সাধনের কাজের সুযোগ আছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ প্রজা ও ভারতীয়গণের মধ্যে মিলনের সূত্রটি দিনে দিনে দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ও ভারতীয় রাষ্ট্রনায়কগণের অভিমত এই যে, ব্রিটেন ও ভারত অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। অধ্যাত্মবাদীরা এইরূপ মিলন হইতে সুফল আশা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ প্রজারা এই মিলন ব্যাহত করিতে, এবং সম্ভব হইলে, বন্ধ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কিছু সংখ্যক নিরামিষাশী হয়তো এই সংকট নিবারণের জন্য অগ্রসর হইতে পারেন।

আমি এখন একটি পরামর্শ দিতে সাহস করিব এবং তাহার পর নাটালে আমাদের কার্যের এই দ্রুত লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণটি শেষ করিব। নিরামিষবাদী সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত সংগতিপন্ন কিছু সংখ্যক লোক যদি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করিয়া সেই সব দেশে নিরামিষ ভোজনের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সন্ধান লন এবং যে সব দেশকে তাঁহারা নিরামিষবাদ প্রচারের ও অর্থনৈতিক দিক হইতে নিরামিষাশীদের বসবাসের উপযোগী মনে করেন, সেই সব দেশে গিয়া নিরামিষাশীদিগকে বসবাস করিতে আমন্ত্রণ করেন, তবে নিরামিষবাদের পক্ষে অনেক কাজ হইবে, দরিদ্র নিরামিষাশীরা কাজের সুযোগ-সুবিধা পাইবে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নিরামিষবাদের প্রকৃত কেন্দ্রসমূহের প্রতিষ্ঠা ঘটিবে।

কিন্তু ইহা করিবার জন্য নিরামিষবাদ কেবল স্বাস্থ্যরক্ষার সুবিধাজনক উপায় হইয়া থাকিলে চলিবে না, তাহাকে ধর্মে পরিণত হইতে হইবে। ইহার মণ্ডটিকে আরও অনেক ঊর্ধ্বে উন্নীত করিতে হইবে।

**দি ভেজিটেরিয়ান, ১২-১২-১৮৯৫**

## ৬৯. নিরামিষভোজন

সম্পাদক,
**দি নাটাল মার্কারি,**
সমীপে

ডারবান,
৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬

মহাশয়,

খাদ্য সংস্কারে আগ্রহশীল ব্যক্তিরূপে আমি আপনাকে শনিবারের সংখ্যায় "নিরাময়ের নূতন বিজ্ঞান" সংক্রান্ত আপনার প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির জন্য অভিনন্দন জানাইতে চাই। ঐ প্রবন্ধে স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণের, অর্থাৎ নিরামিষ-ভোজনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। "আত্ম-অসংযমের" এই যুগে যে ঘটনা সবচেয়ে বেশি দৃষ্ট হয়, তাহা হইল এই যে, মানুষকে বহু তত্ত্ব কেবল তত্ত্ব হিসাবেই উৎসাহের সহিত সমর্থন করিতে শোনা যায়, কিন্তু সেগুলিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের ইচ্ছা দেখা যায় না।" বর্তমান যুগের এই বেদনাদায়ক বৈশিষ্ট্যটি না থাকিলে, আমরা সকলেই নিরামিষাশী হইয়া যাইতাম। কারণ, স্যার হেনরি টমসন যখন আমিষ খাদ্যকে জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য বলিয়া মনে করাকে "হীন ভ্রান্তি" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, যখন সুবিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ্‌রা ফলকে মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, যখন আমাদের সম্মুখে বুদ্ধ, পাইথাগোরাস, প্লেটো, পরফিরি, রে,.ড্যানিয়েল, ওয়েস্‌লি, হাওয়ার্ড, শেলী, স্যার আইজাক পিটম্যান, এডিসন, স্যার ডাব্‌লিউ. বি. রিচার্ডসন ও অন্যান্য অসংখ্য ব্যক্তিদের নিরামিষাশী হইবার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, তখন ইহা অন্যরূপ হইবে কেন? খ্রীষ্টান নিরামিষাশীরা দাবী করেন যে, যিশুও নিরামিষাশী ছিলেন এবং পুনর্জীবন-লাভের পরে যিশু সেঁকা মাছ খাইয়াছিলেন বলিয়া যে উল্লেখ আছে, এক সেই ঘটনা ছাড়া এই মতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার মতো আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সকল মিশনারী সর্বাধিক সাফল্য লাভ করিয়াছেন (ট্র্যাপিস্ট্‌রা), তাঁহারা নিরামিষাশী। সকল দিক্‌ হইতে বিচার করিলে নিরামিষভোজন যে আমিষভোজনের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহাই প্রমাণিত হয়। সম্ভবতঃ সাধারণভাবে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মগুরুরা ছাড়া অপর সকল ধর্মের ধর্মগুরুদের কার্যকলাপ হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অধিক মাংসাহারের মতো অপর আর কিছুই মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তির এমন ক্ষতিসাধন করে না। অধ্যাত্মবাদীরাও একথা বিশ্বাস করেন। সর্বাপেক্ষা উৎসাহী নিরামিষাশীরা বর্তমান যুগের সংশয়বাদ, জড়বাদ ও ধর্মীয় ঔদাসীন্যের কারণ হিসাবে অত্যধিক মাংসাহার ও মদ্যপান এবং তাহার ফলে মানুষের

আধ্যাত্মিক শক্তির আংশিক বা সামগ্রিক বিলোপকেই নির্দেশ করেন। মানুষের মধ্যে যে বুদ্ধিবৃত্তি আছে, যে সকল নিরামিষাশী তাহার গৌরব করেন, তাঁহারা বলেন, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান মানুষরা সকলেই কৃচ্ছ্রতাসাধনে অভ্যস্ত ছিলেন; বিশেষতঃ তাঁহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাগুলি লিখিবার সময়ে তাঁহারা কৃচ্ছ্রতা পালন করিতেন; অতএব বুদ্ধিবৃত্তির দিক হইতে বিচার করিলে নিরামিষ খাদ্যের অধিকতর উৎকর্ষ যদি প্রমাণিত নাও হয়, তবে ইহা যে পর্যাপ্ত তাহা প্রমাণিত হইয়া থাকে। নিরামিষবাদী সাময়িকপত্র ও আলোচনাপত্রগুলি হইতে এ বিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গোমাংস এবং গোমাংসজাত খাদ্য ও সেই সঙ্গে নানা ঔষধ মানুষের জীবনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে, এবং নিরামিষ ভোজন বিজয়গর্বে সাফল্য লাভ করিয়াছে। সারা পৃথিবীর কৃষকরা কার্যতঃ নিরামিষাশী, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও ব্যবহারযোগ্য প্রাণী অশ্ব নিরামিষাশী এবং সর্বাপেক্ষা হিংস্র ও কার্যতঃ ব্যবহারের অযোগ্য প্রাণী সিংহ আমিষাশী, ইহা দেখাইয়া পেশীবহুল নিরামিষাশীরা নিরামিষ খাদ্যের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিয়াছেন। নিরামিষাশী নীতি-বাদীরা এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্বার্থপর মানুষ তাহাদের বাসনাসঞ্জাত রুগ্ন ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য মানবজাতির একাংশের উপর কশাইয়ের ব্যবসায়টি চাপাইয়া দিয়াছে, অথচ তাহারা নিজেরা এই পেশা হইতে আতঙ্কে শিহরিয়া সরিয়া আসে। কেবল তাহাই নহে, মিষ্টকথায় তাহারা আমাদিগকে এই কথা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করে যে, মাংসজাত খাদ্য ও মদ্যের মতো উত্তেজক বস্তুগুলি ছাড়া আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত রাখা এবং শয়তানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন। মাংস ও মদ্যের আশ্রয় লইলে এই সব অসুবিধা যে আরও বাড়িবে, তাহা তাহারা ব[illegible] না। আর সাধারণতঃ মাংস ও মদ্য একই সঙ্গে চলে। নিরামিষভোজনে না[illegible] প্রকার ফলই সর্বাগ্রে স্থান পায়। নিরামিষভোজনকে পানোন্মত্ততার সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও সুনিশ্চিত ঔষধ বলিয়া নিরামিষভোজীরা দাবী করেন। অন্য পক্ষে, মাংসাহার পানোন্মত্ততার অভ্যাস গঠন বা বৃদ্ধি করে। নিরামিষভোজীরা আরও বলেন যে, যেহেতু মাংসাহার কেবল অপ্রয়োজনীয়ই নহে এবং উহা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক, উহাকে প্রশ্রয় দেওয়া দুর্নীতিমূলক ও পাপাত্মক। কা[illegible], উহাতে নিরীহ প্রাণী-দিগকে অনাবশ্যকভাবে যন্ত্রণা দেওয়া হইয়া থাকে এবং তাহাদের উপর নৃশংস অত্যাচার করা হয়। সর্বশেষে, নিরামিষভোজী অর্থনীতিবিদ্‌রা প্রতিবাদের আশঙ্কা না করিয়াই দৃঢ়তার সহিত [illegible]লেন যে, নিরামিষ খা[illegible]র মূল্য সর্বাপেক্ষা অল্প এবং উহা সাধারণভাবে গৃহীত হইলে, দ্রুত ক্রমবর্ধমান বিত্তহীনতা এবং এই জড়বাদী সভ্যতার দ্রুত বিস্তার ও মুষ্টিমেয় লোকের হাতে বিপুল বিত্তের পুঞ্জীভবন যদি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত না-ও হয়, বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইবে।

আমার যদি স্মরণ থাকে, ডাঃ লুইস কুহ্‌নে কেবল শারীরতাত্ত্বিক কারণেই নিরামিষভোজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। নিরামিষভোজন যাঁহারা আরম্ভ করিতে চান, তাঁহারা বিভিন্ন নিরামিষ খাদ্য হইতে উপযুক্ত খাদ্যগুলি বাছিয়া লইতে এবং সেগুলি ঠিকমতো পাক করিতে সর্বদাই অসুবিধা বোধ করেন। এ সম্পর্কে কুহ্‌নে কোনরূপ ইঙ্গিত দেন নাই। আমার নিকট নিরামিষ রন্ধনপ্রণালী সংক্রান্ত সুনির্বাচিত কতিপয় পুস্তক (১ পেন্স হইতে ১ শিলিং পর্যন্ত মূল্যের) এবং এই বিষয়ের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনাপূর্ণ কতিপয় প্রবন্ধও রহিয়াছে। সর্বাপেক্ষা অল্প মূল্যের বইগুলি বিনা মূল্যেই দেওয়া হয়। কেবল দূর হইতে নিরাময়ের এই নূতন বিজ্ঞানের প্রশংসা না করিয়া ইহার মূলনীতি-গুলিকে কার্যে প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে যদি কোনও পাঠক চান, তবে আমার নিকট নিরামিষভোজন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনাপূর্ণ যে সকল পুস্তিকা রহিয়াছে, সেগুলি আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিতই দিব। যাঁহারা বাইবেলে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের বিবেচনার জন্য আমি নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি। "পতনের" পূর্বে আমরা নিরামিষাশীই ছিলাম।

> এবং ভগবান বলিলেন : দেখ, আমি তোমাদিগকে বীজপ্রসূ প্রতিটি ওষধি দিয়াছি, সেগুলি পৃথিবীর বুকে রহিয়াছে, এবং প্রতিটি বৃক্ষ দিয়াছি, বৃক্ষে বীজবহনকারী ফল রহিয়াছে। উহা তোমাদের নিকট খাদ্যের কাজ করিবে। এবং পৃথিবীর সকল প্রাণীকে—প্রতিটি পশুকে, আকাশের প্রতিটি পাখীকে, এবং সকল সরীসৃপকে আমি আহারের জন্য লতাগুল্মাদি দিয়াছি। এবং ইহা তদনুরূপ হইল।

নিরামিষাশী খ্রীষ্টানরা বলিয়া থাকেন যে, যাহারা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে নাই, তাহারা মাংসাহার করিলে তাহার কিছু কৈফিয়ৎ থাকিতে পারে; কিন্তু যাহারা বলে, তাহারা "পুনর্জন্ম লাভ" করিয়াছে, তাহাদের এইরূপ কোনও ওজর থাকিতে পারে না। কারণ, পতনের পূর্বে মানুষের যে অবস্থা ছিল, ইহাদের অবস্থা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর না হইলেও নিশ্চয় তাহার সমান হইবে। আবার "পুনঃপ্রতিষ্ঠার" কালে—

> নেকড়ে বাঘ মেষপালকের সহিত বাস করিবে, এবং চিতা বাঘ ছাগলছানার সহিত শয়ন করিবে; এবং বাছুর, সিংহের বাচ্চা ও সুপুষ্ট পশুরা একত্র থাকিবে; এবং একটি ছোট্ট শিশু তাহাদিগকে চরাইয়া লইয়া যাইবে;...এবং সিংহ ষাঁড়ের মতো খড় খাইবে; তাহারা আমার পর্বতবাজিতে কোথাও কিছুকে আঘাত বা নষ্ট করিতে পারিবে না। কারণ, জলরাশি যেমন সমুদ্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি ভগবদ্‌জ্ঞানে সমগ্র পৃথিবী পূর্ণ থাকিবে।

সমগ্র পৃথিবীতে সেই সময় আসিতে এখন অনেক বিলম্ব আছে। কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞ ও সক্ষম—সেই খ্রীষ্টানরা—অন্ততঃ নিজেরা ইহা পালন করিতে

পারিবেন না কেন? সেই যুগের আশায় তদুপযোগী কাজ করিলে তো ক্ষতি নাই। হয়ত এইরূপ করিলে সেই যুগের আগমন অনেকখানি ত্বরিত হইতে পারে।

আপনার বশংবদ ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

**দি নাটাল মার্কারি**, ৪-২-১৮৯৬

## ৭০. নাটালের গভর্ণরের নিকট আবেদন

ডারবান,
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬

নাইট কমাণ্ডার অব দি মোস্ট ডিস্টিংগুইশ্‌ড্‌ অর্ডার অব সেণ্ট মাইকেল অ্যাণ্ড সেণ্ট জর্জ, নাটাল কলোনির গভর্নর ও প্রধান সেনাপতি এবং উহার সহ-নৌসেনাপতি, এ দেশীয় অধিবাসীদের সর্বোচ্চ নায়ক, জুলুল্যাণ্ডের গভর্নর ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি মহামান্য মাননীয় স্যার ওয়াল্টার ফ্রান্সিস হেলিহাচিন্‌সন, পিটার্সমারিৎসবার্গ, নাটাল, সমীপে

নিম্নে স্বাক্ষরকারী নাটালবাসী ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাগণের স্মারক-লিপি

বিনীতভাবে দর্শানো যাইতেছে যে :

আবেদনকারীগণ নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে এতদ্‌দ্বারা ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখের **নাটাল গভর্নমেণ্ট গেজেটে** প্রকাশিত জুলুল্যাণ্ডের অন্তর্গত নণ্ডোয়েনি শহরাঞ্চলের "এর্ভেন্‌" (গৃহ-নির্মাণের উপযোগী নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ড) ব্যবস্থার বিধি যেধাবলীর নিম্নলিখিত অংশ সম্পর্কে শ্রদ্ধার সহিত মহামান্য আপনার নিকট আবেদন করিতেছে :

৪নং ধারার অংশ : জন্মগত ও বংশগতভাবে যাঁহারা ইয়োরোপীয় এমন যেসকল ব্যক্তি এইরূপ বিক্রয়কালে ক্রেতারূপে অংশগ্রহণ করিতে চান, তাঁহাদিগকে বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট দিনের অন্ততঃপক্ষে বিশ দিন পূর্বে, তাঁহারা যে "এর্ভেন্‌" পাইতে ইচ্ছুক তাহার নম্বর বা অন্যান্য বিষয়ের যথাসম্ভব বর্ণনা দিয়া পিটার্স্‌মারিৎস্‌বার্গে জুলুল্যাণ্ডের সেক্রেটারির নিকট বা জুলুল্যাণ্ডের এশোয়েতে সরকারের সেক্রেটারির নিকট লিখিত-ভাবে নোটিশ দিতে হইবে।

১৮নং ধারার অংশ : কেবল জন্মগত ও বংশগতভাবে যাঁহারা ইয়োরোপীয় এমন ব্যক্তিরাই "এর্ভেন্‌" বা নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ড দখল করিবার অনুমোদন পাইবেন। শর্তাবলী পালন না করিলে এইরূপ কোনও ভূমিখণ্ড বা "এর্ভেন্‌" ইহার পূর্ববর্তী ধারায় যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে সেইভাবে সরকারের নিকট ফিরিয়া আসিবে।

২০নং নিয়ম : ইহা একটি সুস্পষ্ট শর্তরূপে থাকিবে এবং এই শর্ত অনুসারেই ভূমিখণ্ড বা "এর্ভেন্" বিক্রয় করা হইবে। এই নিয়মাবলীর ১০, ১১ ও ১৩ ধারা অনুসারে নিষ্কর মালিকানার জন্য আবেদনে বা মালিকানা প্রদানের দলিলে এই শর্তটি উল্লিখিত থাকিবে যে, এই নিয়মানুসারে ক্রীত নণ্ডোয়েনি শহরাঞ্চলে অবস্থিত এইসব ভূমিখণ্ড বা "এর্ভেন্"-এর মালিক কোন সময়েই এই ভূমিখণ্ড বা "এর্ভেন্" বা উহার অংশ জন্মগত ও বংশগতভাবে ইয়োরোপীয় নহে এমন কোন ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে বা বিনা ভাড়ায় থাকিবার জন্য দিতে পারিবে না এবং যদি কোনও ক্ষেত্রে এইরূপ দখলী স্বত্বের অধিকারী এইসব শর্ত ও বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে, তবে ইহার ১৭নং ধারায় বর্ণিত ব্যবস্থা অনুসারে এইরূপ ভূমিখণ্ড সরকারের নিকট ফিরিয়া আসিবে।

মহারানীর ভারতীয় প্রজাগণকে নণ্ডোয়েনির শহরাঞ্চলে সম্পত্তির মালিক হইবার বা সম্পত্তি সংগ্রহ করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যেই এই নিয়মাবলী করা হইয়াছে, আবেদনকারীগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছে।

ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় বৃটিশ প্রজাদের মধ্যে যে অপমানজনক পার্থক্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, আবেদনকারীগণ শ্রদ্ধাসহকারে কিন্তু দৃঢ়তার সহিত তাহার প্রতিবাদ করিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষের নিকট সরকার অনেক বিষয়ে মাথা নত করিয়াছেন। ইহা যদি পুনরায় সেইরূপ আর একটি বিষয় না হয়, তবে আবেদনকারীগণ ভারতীয়দিগকে এইরূপ বাদ দেওয়ার মধ্যে কোনরূপ যুক্তি খুঁজিয়া পায় না। আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে বলিতে চাহে যে, মহারানীর প্রজাদের এক অংশকে অন্য অংশের তুলনায় অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দান কেবল ব্রিটিশ নীতি ও ন্যায়পরতার বিরোধী নহে, উহা ভারতীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণার শর্তাবলী লঙ্ঘন করিয়াছে। উক্ত ঘোষণায় ব্রিটিশ ভারতীয়গণকে ইয়োরোপীয়গণের সহিত সমান সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

আবেদনকারীগণ আরও বলিতে চাহে যে, ট্রান্সভালবাসী ভারতীয়গণের পক্ষ হইতে মহারানীর সরকার যে চেষ্টা করিতেছেন, সেদিক হইতে বিচার করিলে, আলোচ্য নিয়মাবলীতে সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকারসমূহ সম্পর্কে যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা কতকটা বিস্ময়কর ও সামঞ্জস্যহীন।

আবেদনকারীগণ ইহা উল্লেখ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করে যে, অনেক ভারতীয় জুলুল্যাণ্ডের অন্যান্য অংশে নিষ্কর সম্পত্তির মালিক রহিয়াছে।

তাই আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে প্রার্থনা করে যে, নিয়মাবলীর ২৩নং ধারায় যে ক্ষমতা সংরক্ষিত রহিয়াছে, তদনুসারে মহামান্য আপনি উপরোক্ত পার্থক্য দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা সংশোধন সাধনের নির্দেশ দিবেন।

এবং এই বিচার ও করুণার কার্যটির জন্য আবেদনকারীগণ কর্তব্যবন্ধনে আবন্ধ হইয়া চিরদিন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি

(স্বাক্ষর) আবদুল করিম হাজী
ও অন্যান্য ৩৯ জন

একটি হস্তলিখিত কপির ফটোস্টাট্ হইতে।

## ৭১. ভারতীয়গণ ও পাস

সম্পাদক,
**দি নাটাল মার্কারি**
সমীপে

ডারবান,
২রা মার্চ, ১৮৯৬

মহাশয়,

রবার্ট্‌স্ ও রিচার্ড্‌স্ নামে যে দুইজন প্রতিবাদীকে সুযোগ্য পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট "ভুঁইফোড়" ও অন্যান্য আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন, তাহাদের এবং ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতি সুবিচারের খাতিরে আমি আপনাদের পত্রিকার ২৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে "ভবঘুরে আইনে" অভিযুক্ত ঐ দুই বিবাদীর মামলা এবং সেই সম্পর্কে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মতামতের যে আংশিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপ্রসঙ্গে আপনার পত্রিকার কিছু স্থান ব্যবহার করিবার অনুমতি চাই। এই বিবরণ ও অভিমত হইতে মনে হইবে যে মিঃ ওয়ালারের[১] রায়ে সুবিচার করা হয় নাই। এই ধারণাটি প্রবল করিবার জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাক্ষ্য হইতে এমন অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহা ঐ দুই প্রতিবাদীর,—কেবল ঐ দুই প্রতিবাদীর নহে, অনুরূপ অবস্থায় পতিত সকল ব্যক্তির—জন্য জনসাধারণের সহানুভূতি জাগাইবার উদ্দেশ্যে আমি ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলাম এবং এখনও চাই।

আমি বিনীতভাবে বলিতে চাই যে, তাহারা অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় পড়িয়াছিল। পুলিস তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া, এবং পরে নানাভাবে বিব্রত করিয়া,

[১] কোনও অশ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি রাত্রি ৯টার পর যদি বিনা পাসে বাড়ির বাহিরে থাকে এবং সে যদি পুলিসকে বলে যে, সে বাড়ি ফিরিতেছে, তবে তাহা তাহার নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট উত্তর। কারণ আইনে বলা হইয়াছে যে, যদি কোনও অশ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিকে রাত্রি ৯টা হইতে সকাল ৫টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তাহার নিয়োগকারীর পাস ছাড়া ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায় বা সে নিজের সম্পর্কে উপযুক্ত কৈফিয়ত দিতে না পারে, তবেই তাহাকে গ্রেপ্তার করা চলে। এই যুক্তি দেখাইয়া পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ওয়ালার মামলাটি নাকচ করিয়া দেন।

ভুল করিয়াছিল। আমি আদালতে বলিয়াছিলাম, এবং এখনও বলিতেছি যে, পুলিস যদি ভারতীয়দের সম্পর্কে কিছু সহৃদয়তা দেখায় এবং তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার সময়ে বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করে, তবে "ভবঘুরে আইনটি" আর নিপীড়নমূলক থাকে না। তাহারা দুইজনেই চুক্তিবন্ধ ভারতীয়ের সন্তান, এই ব্যাপারটি তাহাদের বিপক্ষে যাওয়া উচিত নয়—বিশেষতঃ ইংরেজ সমাজে কাহারও বিচার করিতে হইলে তাহার জন্মের পরিবর্তে যোগ্যতাই বিবেচনা করা হয়। তাহা না হইলে কশাইয়ের পুত্র কখনও সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রূপে সম্মানিত হইতে পারিতেন না। দ্বিতীয় প্রতিবাদী দুই বৎসর পূর্বে তাহার নাম পরিবর্তন করিয়াছিল, এই ব্যাপারটির উপর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অত্যধিক গুরুত্ব দিয়াছেন এবং ইহার দ্বারা তিনি গ্রেপ্তারকারী কনস্টেবল তাহাকে যে যথেষ্ট অপমান করিয়াছিল,[১] তাহার সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নাম পরিবর্তন কখন করা হইয়াছিল সে সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত কনস্টেবল কিছুই জানিত না। "ভবঘুরে আইনের" এক্তিয়ার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দ্বিতীয় প্রতিবাদী তাহার **জাতীয়তা** গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মনে করিয়াছেন। কিন্তু সে তাহার জাতীয়তা গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও, একটু লক্ষ্য করিলেই তাহার মুখাবয়ব হইতেই তাহার জাতীয়তা ধরা পড়িত। তাহার নাম ও জন্ম সম্পর্কে সে লজ্জিত বলিয়াও মনে হয় না। কারণ তাহার জন্ম ও নাম সম্পর্কে প্রশ্নগুলি করিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে উত্তর দিয়াছিল এবং তাহা সম্ভবতঃ অমায়িক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়কে খুব খুশীও করিয়াছিল। কারণ, তখনই তাঁহার নিকট হইতে এই মন্তব্যও বাহির হইয়াছিল : "হ্যাঁ, বাছা, যদি সকলে তোমার মতো হইত, তবে পুলিসের আর কোনও অসুবিধা হইত না।"

মানুষের ধর্ম পরিবর্তনে দোষের কিছু না থাকিলে মানুষের নাম পরিবর্তনেও দোষ কিছু থাকিতে পারে না। ছোট জিনিসকে বড় জিনিসের সহিত তুলনা করিলে বলিতে হয়, মিঃ কুইলিয়াম হাজী আবদুল্লা হইয়াছেন, কারণ, তিনি মুসলমান হইয়াছেন। মানিকার প্রাক্তন কন্সাল-জেনারেল মিঃ ওয়েবও ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করায় মুসলমান নাম পাইয়াছিলেন। কনস্টেবলদের দৃষ্টিতে ভারতীয়ের পক্ষে কেবল খ্রীষ্টান নাম নহে, খ্রীষ্টান পোশাক গ্রহণও অপরাধ। এবং এখন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মতে, ধর্মান্তর গ্রহণও ভারতীয়দিগকে সন্দেহ-ভাজন করিয়া তুলিবে। কিন্তু এরূপ হইবে কেন—অবশ্য যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, আইন এড়াইবার উদ্দেশ্যে নহে, সত্য বিশ্বাসের কারণেই ধর্ম-পরিবর্তন হইয়াছে। বর্তমান মামলায় আমি মনে করি, উভয় প্রতিবাদীই সৎ খ্রীষ্টান,

১ প্রতিবাদী তাহার নাম স্যামুয়েল রিচার্ড্‌স্ বলিলে কনস্টেবল হো হো করিয়া হাসিয়া

কারণ, আমি শুনিয়াছি যে ডাঃ বুথ উভয়কেই শ্রদ্ধা করেন।[১] অবশ্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইহার উত্তরে বলিবেন : "একটি লোক সৎ খ্রীষ্টান অথবা খ্রীষ্টানের ছদ্মবেশে শয়তান, তাহা লোকে বুঝিবে কিরূপে?" এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। আমি বিনীতভাবে আদালতকে বলি যে, প্রত্যেকটি মামলার বিচার তাহার নিজস্ব গুণাগুণের উপরই হওয়া উচিত এবং অন্যান্য শ্রেণীর আসামীকে বিচারের ক্ষেত্রে যে সুবিধা দেওয়া হয়, ভারতীয়গণকেও তাহা দেওয়া উচিত।

আমি বলি, ভদ্র-পোশাক-পরিহিত দুইজন লোক রাত্রি ৯-৩০ মিনিটের সময় শান্তিপূর্ণভাবে সদর রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, তাহাদিগকে প্রশ্ন করা হইলে তাহারা থামিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং বলিয়াছিল যে, তাহারা বাগিচা হইতে বাড়ি ফিরিতেছে, তাহাদিগকে যেখানে নামানো হইয়াছিল, তাহা বাড়ি হইতে সাত মিনিটেরও পথ ছিল না, তাহাদের একজন ছিল কেরানী এবং অপরজন শিক্ষক (এই দুইজন হতভাগ্য বালকের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটিয়াছিল), সুতরাং তাহাদিগকে বিচারের ক্ষেত্রে অপর আসামীদের যে সাক্ষীর সুবিধা দেওয়া হয়, তাহা দেওয়া হউক। আমি আরও বলি, এই রকম অন্যান্য ক্ষেত্রেও পুলিস যদি সন্দেহ করে, তবু সন্দেহভাজন ব্যক্তিদিগকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে পারে। যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে তাহাদিগকে হাজতে রাখিয়া ভদ্র ব্যক্তি হিসাবেই ব্যবহার করিতে পারে এবং আগে হইতেই তাহাদিগকে চোর-ডাকাত না ভাবিতে পারে। যতক্ষণ না তাহাদিগকে ভণ্ড বলিয়া প্রমাণ করা যাইতেছে, ততক্ষণ তাহাদের পোশাক, ধর্ম ও নাম সম্পর্কে মন্তব্য করা সুবিধামত স্থগিত রাখা যাইতে পারে।

প্রায় এক বৎসর পূর্বে আমি স্ট্যাণ্ডার্টন হইতে ডারবানে যাইতেছিলাম। আমার দুইজন সহযাত্রীকে চোর বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছিল। তাহাদের সহিত আমি একই কামরায় ছিলাম—সুতরাং তাহাদের মালপত্র এবং সঙ্গে আমার মালপত্র ভোক্‌স্‌রাস্ট্‌-এ তল্লাস করিয়া দেখা হইয়াছিল এবং একজন গোয়েন্দা পুলিসকে ঐ কামরায় রাখা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ভদ্র-পোশাক পরিয়া থাকায় এবং প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হওয়ায় তাহারা, যিনি তাহাদের মালপত্র তল্লাস করিতে আসিয়াছিলেন, সেই লাণ্ডড্রোস্টকে (দক্ষিণ আফ্রিকার পদস্থ কর্মচারী বা জজ) এক গ্লাস হুইস্কি খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে ও গোয়েন্দা পুলিসটির সহিত ভদ্রলোক হিসাবে সমান মর্যাদায় কথা বলিতে পারিয়াছিল। গোয়েন্দা পুলিসটি আগে হইতে তাহাদিগকে চোর বলিয়া ধরিয়া লন নাই। আর এ কথাও আমি উল্লেখ না করিয়া পারিব না যে, তাহারা ছিল ইয়োরোপীয়। এই অপ্রীতিকর কর্তব্য তাঁহাকে পালন করিতে হইতেছে বলিয়া গোয়েন্দা পুলিসটি সারা পথ

১ ডারবানের সেণ্ট আইডান্‌স্‌ চার্চের যাজক।

দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই হতভাগ্য বালক দুইটির ক্ষেত্রেও কি আমি ঐ একইরূপ ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করিতে পারি না? 'সেলে'র ভিতর না রাখিয়া তাহাদিগকে শুইবার জন্য অন্য জায়গা দেওয়া যাইতে পারিত। সেলে রাখা যদি এড়ানো না-ও যাইত, তবে তাহাদিগকে শুইবার জন্য পরিষ্কার কম্বল দেওয়া যাইতে পারিত। কনস্টেবল তাহাদের সহিত সদয়ভাবে কথা বলিতে পারিতেন। যদি তাহা করা হইত, তবে এই মামলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কখনও আসিত না।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিয়াছেন, "এই দুইজন তরুণ ভুইফোড় জামিনে খালাস হওয়া অপেক্ষা সারা রাত্রি হাজতে আটক থাকাই শ্রেয় মনে করিয়াছিল।" তাঁহার এই উক্তির আমি প্রতিবাদ করি। ইহার বিপরীতটাই সত্য। তাহারা জামিন লইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু রাত্রিতে জামিন দিতে অস্বীকার করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট এই ব্যবহারে সন্তুষ্ট হন নাই। সকালে পুনরায় তাহারা জামিনের জন্য অনুরোধ করে। দ্বিতীয় প্রতিবাদীর অনুরোধ মঞ্জুর করা হয়। কনস্টেবল প্রথম প্রতিবাদীকে জামিন দিতে অস্বীকার করে। তাহার নামের পাশে মন্তব্য লেখা হয় : "ছাড়া হইবে না।" যে খাতায় এই মন্তব্য ছিল তাহা আদালতে দাখিল করা হইয়াছিল। পরে ইন্‌স্পেক্টর বেন্নির চেষ্টায় তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইন্‌স্পেক্টর বেন্নি ব্যাপারটি জানিতে পারিয়াই ভুল সংশোধন করিয়া লন।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়াই আমি বলিতে চাই যে, প্রথম প্রতিবাদী আইন লঙ্ঘন করে নাই। ম্যাজিস্ট্রেট কোনরূপ আদেশ দেন নাই: তিনি কেবল পিতার মতো ও সদয়ভাবে এই পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, আমি যেন তাহাকে মেয়রের নিকট হইতে পাস[১] লইতে বলি। আমি বলিয়াছিলাম যে, এইরূপ করিবাব কোনও প্রয়োজন নাই, তবে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি বলিয়াই তাঁহার পরামর্শ অনুসারে আমি ইহা করিব। প্রতিবাদী এখন টাউন ক্লার্কের নিকট হইতে জবাব পাইয়াছে যে, তাহাকে পাস দেওয়া হইবে না। সে একজন কেরানী এবং রবিবারের বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সে কখনও কোনও দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হয় নাই। সে যদি রাত্রি ৯টার পর বাহির হইবার যোগ্য না হয়, তবে সে রবিবারের বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইবারও যোগ্য নয়। লোকের মনে হইবে, তাহার পক্ষে রবিবারের বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া অপেক্ষা রাত্রি ৯টার পর বাহির হওয়া কম বিপজ্জনক। কারণ, রবিবারের বিদ্যালয়ের শিক্ষক কোমল-মতি শিশুদের চরিত্রকে গঠন করেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিয়াছেন যে, তাঁহার বাহিনী "কখনও রাত্রিতে আরব বণিক বা অন্যান্য অশ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না।" এই দুইজন বালক কি "অন্যান্য অশ্বেতাঙ্গ ভদ্র-লোকদের" শ্রেণীভুক্ত হইবার অযোগ্য? আমি তাঁহার নিকট আবেদন করিতেছি

১ ছাড়ের।

এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি যে, তিনি নিজে এই বালক দুইটিকে গ্রেপ্তার করিতেন কিনা ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখুন। আমি তাঁহার নিজের কথায় বলিতেছি, "যদি তাঁহার সমস্ত বাহিনী তাঁহার নিজের মতো বিবেচক ও অমায়িক হইত, তবে কোনও অসুবিধা ঘটিত না।"

আমার মনে হয়, আমার "খোলা চিঠি" প্রসঙ্গে বলিতে গিয়া আপনি দয়া করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সত্যকার অনুযোগ-অভিযোগের ব্যাপারগুলি দ্রুত আপনার সহানুভূতি লাভ করিবে। আপনি কি এই মামলাটিকে সত্যকার অনুযোগের ব্যাপার বলিয়া মনে করেন? যদি করেন, তবে এইরূপ মামলা যাহাতে আর না ঘটে, সেজন্য আমি আপনার সহানুভূতি কামনা করি। যে সকল ভদ্র ভারতীয় যুবক আমার পরামর্শ মানে, তাহাদিগকে তাহাদের মনিবদের নিকট হইতে পাস লইতে বলা আমার পক্ষে কঠিন। আমি তাহাদিগকে মেয়রের নিকট হইতে ছাড়ের পাস লইতে বলিয়াছি। কিন্তু প্রথম আবেদনটি নামঞ্জুর হওয়ায় অন্যান্যদের উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে। জনসাধারণ যদি পুলিস কর্তৃক এইরূপ গ্রেপ্তার অনুমোদন করে, তবে ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধ অভিমত সত্ত্বেও পুলিশ পুনরায় উহা করিতে উৎসাহ পাইবে। তাই সংবাদপত্রগুলি তাহাদের মতামতের দ্বারা, দেখিয়া ভদ্র মনে হয় এমন ভারতীয়দের পক্ষে হয় মেয়রের নিকট হইতে ছাড়ের পাস পাইবার সুবিধা করিয়া দিতে পারে, নয় পুলিসের পক্ষে যাহাতে এইরূপ গ্রেপ্তার করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে তাহা করিতে পারে। কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে মামলার আশ্রয় লওয়া যায়। কিন্তু সে আশ্রয় সব শেষ উপায় হিসাবেই লওয়া যাইতে পারে।

আপনার বশংবদ ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

**দি নাটাল মার্কারি**, ৬-৩-১৮৯৬

## ৭২. জুলুল্যান্ডের অস্থায়ী সেক্রেটারি সমীপে

ডারবান,
৪ঠা মার্চ, ১৮৯৬

সি. ওয়াল্শ্,
জুলুল্যান্ডের অস্থায়ী সেক্রেটারি,
পিটার্সমারিৎস্বার্গ

মহাশয়,

নন্ডোয়েনি শহরাঞ্চলের জন্য বিধিনিষেধ সংক্রান্ত যে সকল নিয়মাবলী রচিত হইয়াছে, তাহা যে তাঁহার পূর্ববর্তী মহামান্য গভর্নরের সময়ে রচিত

এশোয়ে শহরাঞ্চলের জন্য বিধিনিষেধ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর হুবহু অনুকরণ, তাহা জানাইয়া আমরা জুলুল্যাণ্ডের মহামান্য গভর্নরের নিকট যে স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহার জবাবে গত মাসের ২৭শে তারিখে আপনি যে পত্র দিয়াছেন, বিনীতভাবে তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

অবস্থা এইরূপ হওয়ায়, আমি আবেদনকারীদের পক্ষ হইতে মহামান্য গভর্নরকে অনুরোধ করিতে সাহস করিতেছি যে, যাহাতে বর্ণবৈষম্য দূরীভূত হইতে পারে, এমনভাবে ঐ উভয় শহরাঞ্চলের বিধিনিষেধ সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিবর্তন বা সংশোধন করিবার জন্য তিনি যেন নির্দেশ দেন। যাহাই হউক, আমি একথা বলিবার সুযোগ লইতেছি যে, আমার বিনীত অভিমত এই যে, এশোয়ের জন্য অনুরূপ বিধিনিষেধ সংক্রান্ত নিয়মাবলী আছে বলিয়াই নণ্ডোয়েনি শহরাঞ্চলের জন্য বিধিনিষেধ সংক্রান্ত নিয়মাবলী কোনমতে যুক্তিসংগত হইতে পারে না। দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলে সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কে ভারতীয়দের অবস্থা লইয়া বর্তমানে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, বিশেষভাবে তাহা লক্ষ্য করিয়াই ঐ কথা বলা যাইতেছে।

আমার বিশ্বাস, মেল্‌মথ শহরাঞ্চলের জন্য এইরূপ কোনও বিধিনিষেধ সংক্রান্ত নিয়মাবলী নাই।

আপনাব বশংবদ ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

*ঔপনিবেশিক কার্যালয়ের নথি নং ৪২৭, ভলুম ২৪।*

## ৭৩. জুলুল্যাণ্ডের সেক্রেটারি সমীপে

সেণ্ট্রাল ওয়েস্ট স্ট্রীট,
ডারবান, নাটাল
৬ই মার্চ, ১৮৯৬

জুলুল্যাণ্ডের সেক্রেটারি,
পিটারমারিৎস্‌বার্গ

মহাশয়,

মেল্‌মথ শহরাঞ্চল বিধিনিষেধ সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে দেখিতেছি, বর্ণবৈষম্য নাই। আমি কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, কি কারণে এশোয়ে শহরাঞ্চল বিধিনিষেধ সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে বর্ণবৈষম্য স্থান পাইল, এবং কোন্‌ তারিখেই বা মেল্‌মথ শহরাঞ্চল বিধিনিষেধ সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল?

আপনার বশংবদ ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

*ঔপনিবেশিক কার্যালয়ের নথি নং ৪২৭, ভলুম ২৪।*

## ৭৪. দাদাভাই নওরোজির নিকট পত্র

এম. কে. গান্ধী, এডভোকেট,
দি এসোটেরিক খ্রীষ্টান ইউনিয়ন
ও
দি লণ্ডন ভেজিটেরিয়ান সোসাইটির
প্রতিনিধি

পোঃ বক্স ৬৬
সেণ্ট্রাল ওয়েস্ট স্ট্রীট
ডারবান, নাটাল
৭ই মার্চ ১৮৯৬

মাননীয় শ্রী দাদাভাই নওরোজি
ন্যাশন্যাল লিবার‍্যাল ক্লাব, লণ্ডন

মহাশয়,

পরবর্তী অধিবেশনে মন্ত্রী-সভা যে নাগরিক অধিকার বিল উত্থাপন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার এবং ব্রিটিশ কমিটির সভাপতির নিকট প্রেরিত আমার পত্রের[১] যে অনুলিপি সংবাদপত্রে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার কাটিং আমি এই সঙ্গে পাঠাইতে সাহস করিতেছি।

নণ্ডোয়েনি সম্পর্কে আবেদনকারীগণ যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, জুলুল্যাণ্ডের গভর্নর তাহা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। আমি এখন ব্রিটিশ সরকারের নিকট প্রেরণের জন্য ঐ বিষয়ে একটি স্মারকলিপি[২] প্রস্তুত

কমাণ্ডো স্মারকলিপি সম্পর্কে আপনার পত্রের জন্য আমি বিনীতভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আপনার অনুগত ভৃত্য ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

গান্ধীজীর স্বহস্তলিখিত মূল কপির ফটোস্টাট হইতে।

১ ২৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
২ ২৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

## ৭৫. ওয়েডারবার্নের নিকট পত্র

এম. কে. গান্ধী, এডভোকেট
দি এসোটেরিক খ্রীষ্টান ইউনিয়ন
ও
দি লণ্ডন ভেজিটেরিয়ান সোসাইটির
প্রতিনিধি

পোঃ অঃ বক্স ৬৬
সেণ্ট্রাল ওয়েস্ট স্ট্রীট
ডারবান, নাটাল
৭ই মার্চ ১৮৯৬

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির সভাপতি স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ, ব্যারনেট, এম. পি. ইত্যাদি, লণ্ডন

মহাশয়,

এপ্রিল মাসে নাটালের লেজিস্লেটিভ এসেম্ব্লির পরবর্তী অধিবেশনে যে নাগরিক অধিকার বিলটি উত্থাপনের জন্য সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার একটি কাটিং আমি এই সঙ্গে পাঠাইতে সাহস করিতেছি। এই বিলটি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের আইনের স্থলে প্রবর্তিত হইবে। এই বিলের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট একটি স্মারকলিপি[১] প্রেরিত হইয়াছিল। মিঃ চেম্বারলেন এই বিল অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া বলা হইতেছে। যদি তাহাই হয়, তবে উহা ভারতীয় সম্প্রদায়কে অত্যন্ত বিশ্রী অবস্থায় ফেলিবে। সংবাদপত্রগুলি সম্ভবতঃ মনে করে যে, ভারতে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ আছে এবং তাই এই বিলে ভারতীয়গণের কোনও ক্ষতি হইবে না। সেই সঙ্গে ইহাও নিঃসন্দেহ যে, ভারতীয় সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যেই এই বিলটি রচনা করা হইয়াছে। আমরা এই বিলের বিরোধিতা করিতে মনস্থ করিয়াছি। কিন্তু, আমার বিনীত অভিমত এই যে, ইতিমধ্যে হাউস অব কমন্সে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, তাহাতে খুবই কাজ হইবে এবং তাহাতে মিঃ চেম্বারলেনের মতামত ঠিকমতো বুঝা যাইবে। অন্যান্য জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বিষয়েও ভারতীয় সম্প্রদায় শীঘ্র আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আপনার কিছু সময় নষ্ট করিবে।

আপনাব অনুগত ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

স্বহস্তলিখিত মূল কপির ফটোস্টাট হইতে।

[১] ৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

## ৭৬. মিঃ চেম্বালেনের নিকট আবেদন

ডারবান, নাটাল
১১ই মার্চ, ১৮৯৬

মহারানীর প্রধান উপনিবেশ সচিব মাননীয় জোসেফ চেম্বারলেন, লণ্ডন, সমীপে

নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে নিম্নে স্বাক্ষরকারী ভারতীয়দের আবেদন

বিনীতভাবে দর্শানো যাইতেছে যে :

আবেদনকারীগণ এতদ্দ্বারা ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে "নাটাল গভর্নমেণ্ট গেজেটে" প্রকাশিত, জুলুল্যাণ্ডের অন্তর্গত নণ্ডোয়েনি শহরাঞ্চল সংক্রান্ত কতিপয় নিয়মাবলী ও বিধিনিষেধের কারণে নণ্ডোয়েনির শহরাঞ্চলে মহারানীর ভারতীয় প্রজাদের পক্ষে সম্পত্তির মালিক হইবার বা সম্পত্তি সংগ্রহ করিবার অধিকার যেভাবে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে এবং জুলুল্যাণ্ডের এশোয়ে শহরাঞ্চলেও যে অনুরূপ বিধিনিষেধ সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রবর্তিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে মহারানীর সরকারের নিকট আবেদন করিতে সাহস করিতেছে।

এই নিয়মাবলীর যে অংশ ব্রিটিশ ভারতীয়দের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :

৪নং ধারার অংশ—জন্মগত ও বংশগতভাবে যাহারা ইয়োরোপীয় এমন যে সকল ব্যক্তি এইরূপ বিক্রয়কালে (অর্থাৎ "এর্ভেন"-বিক্রয়কালে) ক্রেতারূপে অংশগ্রহণ করিতে চান, তাঁহাদিগকে বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট দিনের অন্ততঃপক্ষে বিশ দিন পূর্বে জুলুল্যাণ্ডের সেক্রেটারির নিকট আবেদন করিতে হইবে, ইত্যাদি।

১৮নং ধারার অংশ—কেবলমাত্র জন্মগত ও বংশগতভাবে যাহারা ইয়োরোপীয় এমন ব্যক্তিগণই "এর্ভেন" বা নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ড দখল করিবার অনুমোদন পাইবেন। শর্তাবলী পালন না করিলে এইরূপ কোনও ভূমিখণ্ড বা "এর্ভেন" ইহার পূর্ববর্তী ধারায় যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেইভাবে সরকারের নিকট ফিরিয়া আসিবে।

২০নং ধারার অংশ—ইহা একটি সুস্পষ্ট শর্তরূপে থাকিবে এবং এই শর্ত অনুসারেই ভূমিখণ্ড বা "এর্ভেন" বিক্রয় করা হইবে। এই নিয়মাবলীর ১০, ১১ ও ১৩ ধারা অনুসারে নিষ্কর মালিকানার জন্য আবেদনে ও মালিকানা প্রদানের দলিলে এই শর্তটি উল্লিখিত থাকিবে যে, এই নিয়মাবলী অনুসারে ক্রীত নণ্ডোয়েনি অঞ্চলে অবস্থিত এই সব ভূমিখণ্ড বা "এর্ভেন"-এর মালিক কোন সময়েই এই ভূমিখণ্ড বা

"এর্ভেন" বা উহার অংশ, জন্মগত ও বংশগতভাবে ইযোরোপীয় নহে এমন কোনও ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে বা বিনা ভাড়ায় থাকিবার জন্য দিতে পারিবে না, এবং যদি কোনও ক্ষেত্রে এইরূপ দখলী স্বত্বের অধিকারী এই সব শর্ত ও বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে, তবে ইহার ১৭নং ধারায় বর্ণিত ব্যবস্থা অনুসারে ঐরূপ ভূমিখণ্ড সরকারের নিকট ফিরিয়া আসিবে।

নণ্ডোয়েনি বিধিনিষেধ সংক্রান্ত নিয়মাবলী গেজেটে প্রকাশিত হইবার পরদিনই আবেদনকারীগণ জুলুল্যাণ্ডের মহামান্য গভর্নরের নিকট এই নিয়মাবলীতে যে বর্ণবৈষম্য রহিয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য যাহাতে নিয়মাবলীর পরিবর্তন বা সংশোধন করা হয়, সেই প্রার্থনা জানাইয়া আবেদন করিয়াছে।

উক্ত স্মারকলিপির[১]—এই স্মারকলিপির একটি কপি এই সংগে পাঠানো হইতেছে—উত্তরে আবেদনকারীগণকে জানানো হয় যে, "১৮৯১ খৃীষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে পূর্ববর্তী মাহামান্য গভর্নর এশোয়ে শহরাঞ্চলের জন্য যে সকল বিধিনিষেধ ঘোষণা ও প্রবর্তন করিয়াছিলেন," এই বিধিনিষেধগুলিও অবিকল সেইরূপ করা হইয়াছে। অতঃপর, ১৮৯৬ খৃীষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ তারিখে, ব্রিটিশ ভারতীয়গণের সম্পর্কে ঐ উভয় নিয়মাবলীর পরিবর্তন বা সংশোধন করা হউক, এই মর্মে অনুরোধ করা হয়।

১৮৯৬ খৃীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ তাবিখে এই মর্মে তাহাব উত্তর পাওয়া গিয়াছে যে, ঐ পরামর্শ গ্রহণের উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া গভর্নর মনে করেন না।

আবেদনকারীগণ দৃঢ়তার সহিত ইহা বিশ্বাস করে যে, ভারতীয় সম্প্রদায়ের উপর যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহা এতই সুস্পষ্ট যে, ইহার প্রতিকাবেব জন্য মহারানীব সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়া গত্যন্তব নাই। আবেদনকাবীগণ বিনীতভাবে বলিতে চাহে যে, স্বায়ত্ত-শাসনশীল কলোনিগুলিতে যদি এইরূপ ক্ষোভজনক এবং এইরূপ অহেতুক বৈষম্য ঘটাইবার অনুমতি দেওযা না হয়, তবে মহারানীর প্রত্যক্ষ-শাসনাধীন কলোনিতে এইরূপ অনুমতি দেওয়া আবও উচিত হয় না।

আবেদনকারীদের অনেকেবই জুলুল্যাণ্ডে সম্পত্তি রহিয়াছে। ১৮৮৯ খৃীষ্টাব্দে যখন মেল্‌মথের শহরাঞ্চল বিক্রয় করা হইয়াছিল, তখন ঐ শহবাঞ্চলে "এর্ভেন" ক্রয় কবিবার জন্য ভারতীয় সম্প্রদায় প্রায় ২,০০০ পাউণ্ড বিনিয়োগ করিয়াছিল।

আবেদনকারীগণ সসম্মানে বলিতে চাহে, যে, ভারতীয় সম্প্রদায যাহাতে

[১] ২৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাহাদের বিনোয়োজিত ২,০০০ পাউন্ডকে লাভজনক করিতে পারে, একমাত্র সেই কারণেই ভারতীয় সম্প্রদায়কে জুলুল্যান্ডে ইচ্ছামত জমি কিনিবার অনুমতি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

নাটালের সরকারী মুখপত্রটি সাধারণতঃ ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে বিরুদ্ধতা করিলেও, এই অন্যায়টিকে এতই গুরুত্বপূর্ণ মনে করিয়াছে যে, উহা সরকারের নিকট প্রেরিত স্মারকলিপিটিকে ভালো চক্ষেই দেখিয়াছে। মন্তব্যগুলি এমনই যথাযথ হইয়াছে যে, আবেদনকারীগণ সেগুলিকে নিম্নে উদ্ধৃত করিবার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে :

> শীঘ্রই জুলুল্যান্ডের নিজস্ব একটি ভারতীয় প্রশ্ন দেখা দিবে মনে হইতেছে। গত মঙ্গলবার সরকারী গেজেটে প্রকাশিত নন্ডোয়েনি শহরাঞ্চলের নববিঘোষিত "এর্ভেন" বিক্রয় সংক্রান্ত নিয়ম ও বিধিনিষেধগুলিতে এমন কতকগুলি ধারা রহিয়াছে, যেগুলি বিশেষভাবে জন্মগত ও বংশগতভাবে ইয়োরোপীয় নহে এমন ব্যক্তিদিগকে ঐ শহরাঞ্চলে সম্পত্তি ক্রয় করিবার, বা এমনকি ঐ শহরাঞ্চলের কোনও সম্পত্তিতে থাকিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবে। এই সব ব্যাপারে ভারতীয়গণ সর্বদা সর্বাগ্রণী। তাহারা অবিলম্বে এইরূপ নিয়ম ও বিধিনিষেধগুলি বলবৎ করিবার বিরুদ্ধে গভর্নরের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়াছে। জুলুল্যান্ড এখনও মহারানীর প্রত্যক্ষ শাসনে রহিয়াছে এবং সাম্রাজ্যের কর্তৃপক্ষ উহা অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে দেখাশোনা করেন। এই কথা বিবেচনা করিয়া আমরা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না যে, ব্রিটিশ সরকার যখন নাটালে নাগরিক অধিকার সংশোধন বিলকে আইনে পরিণত হইতে দিতে স্পষ্টতঃ প্রবল অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, তখন এইরূপ নিয়মাবলী কিভাবে বলবৎ হইতে পারে। ভারতীয়রা যে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে, তাহা হইতে আমরা জানিয়াছি যে, কিছুসংখ্যক ভারতীয়ের আগে হইতে জুলুল্যান্ডে নিষ্কর সম্পত্তি রহিয়াছে। তাহা যদি সত্য হয়, অন্য কারণ ছাড়িয়া দিলেও, আমাদের মনে হয় আবেদনকারীদের দাবী বিবেচনার যোগ্য। জুলু দেশে জমি দখল সম্পর্কে এমন কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা থাকিতে পারে, যাহার ফলে ভারতীয়গণের সম্পত্তির মালিক হওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তথাপি ইহা সত্য যে, ঐ অঞ্চল মহারানীর প্রত্যক্ষ-শাসনাধীন। এবং এইরূপ অবস্থায়, নাটাল দায়িত্বশীল সরকার-শাসিত কলোনি হওয়া সত্ত্বেও সেখানে যে সকল নিয়ম ও বিধিনিষেধ চলিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই, সেগুলি কিভাবে জুলুদেশে চলিতে পারে, তাহা অদ্ভুত মনে হয়।

ভারতীয় সম্প্রদায় প্রধানতঃ ব্যবসায়ী ও কারিকর লইয়াই গঠিত। কেবল ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যাটুকুই তাহাদের আছে। অনেক ক্ষেত্রে তাহাও নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকাশিত নিয়ম, বিধি-নিষেধ, আইন ও উপ-আইনগুলিতে যেরূপ ঘন ঘন বর্ণবৈষম্য প্রবেশ করে, ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে সেই সকল আইন সম্পর্কে অবহিত থাকা এবং তাহা মহারানীর সরকারের দৃষ্টিগোচর করা অসম্ভব ব্যাপার।

ব্যাপার এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, এমন কি যে সব ক্ষেত্রে বর্তমান ঘটনার মতো অনবধানতাবশতঃ ব্রিটিশ সংবিধানের মূলনীতিগুলি উপেক্ষিত হইবার ফলে অবিচার ঘটিবার অভিযোগ করা হইয়াছে, সে সব ক্ষেত্রেও আবেদনকারীরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোনও প্রতিকার আশা করিতে পারেন না।

আবেদনকারীদের আশঙ্কা এই যে, যদি মহারানীর একটি প্রত্যক্ষ-শাসিত কলোনি মহারানীর প্রজাদের একাংশকে সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকারগুলি দিতে অস্বীকার করিতে পারে, তবে দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিক ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের সরকারগুলি অধিকতর যুক্তিসংযতভাবেই অনুরূপ বা উহার অপেক্ষা অধিক কিছু করিতে পারিবে।

আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, এশোয়ের জন্য বিধিনিষেধাবলীতে বর্ণ-বৈষম্য আছে বলিয়া নণ্ডোয়েনিতেও অনুরূপ বিধিনিষেধ প্রবর্তন করিতে হইবে, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। বরং আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, যদি এশোয়ের বিধিনিষেধগুলি খারাপ হয়, তবে যাহাতে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রজাদের ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে না পারে, সেইভাবে ঐ উভয় স্থানেরই বিধিনিষেধগুলি পরিবর্তিত বা সংশোধিত হওয়া উচিত।

আবেদনকারীগণ আরও একটি বিষয়ে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সাহস করে যে, মহারানীর ভারতীয় প্রজাদের পক্ষে ক্ষতিকর হয়, এমন শ্রেণী-বৈষম্যমূলক আইন ক্রমাগত প্রণয়নের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সম্প্রদায়ের কেবল প্রচুর উদ্বেগই ঘটায় নাই, এই সকল আইনের পরিবর্তন সাধনের জন্য আবেদনগুলি করিতেও ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রচুর অর্থ ব্যয় হইতেছে; ভারতীয় সম্প্রদায় অত্যধিক সমৃদ্ধ নহে; তাই এই ব্যয় বহন করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। ক্রমাগত এইরূপ অশান্তিপূর্ণ ও বিরক্তিকর অবস্থা যে সমগ্রভাবে ভারতীয় সম্প্রদায়ের ব্যবসায়-বাণিজ্য গুরুতরভাবে ব্যাহত করিতেছে, সেকথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম।

আবেদনকারীদের বিনীত অভিমত এই যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ ভারতীয়দের অবস্থা ও মর্যাদা সম্পর্কে তদন্ত করা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কর্তৃপক্ষদের মহারানীর ভারতীয় প্রজাদিগকে অন্যান্য সকল ব্রিটিশ প্রজার সহিত সমব্যবহার করিবার নির্দেশ দেওয়া ছাড়া অন্য কিছুই মহারানীর অনুগত ও আইনানুগ ভারতীয় প্রজাগণের সামাজিক ও নাগরিক বিলুপ্তি সাধন রোধ করিতে পারিবে না।

আবেদনকারীগণ তাই বিনীতভাবে প্রার্থনা করে যে, এশোয়ে ও নণ্ডোয়েনির শহরাঞ্চলের জন্য বিধিনিষেধাবলীতে বর্তমানে মহারানীর ভারতীয় প্রজাদের উপর যে সকল অসুবিধা আরোপ করা হইয়াছে, সেগুলির পরিবর্তন বা

সংশোধনের জন্য মহারানীর সরকার আদেশ দিবেন, এবং বিনীতভাবে তাহারা এই পরামর্শও দিতে চাহে যে, তাহাদের পক্ষে ক্ষতিকর কোনরূপ শ্রেণীবৈষম্য-মূলক আইন প্রণয়ন নিষেধ করিয়া আদেশও জারী করিবেন।

এবং এই সুবিধার ও করুণার কার্যটির জন্য আবেদনকারীগণ কর্তব্যবন্ধনে বন্ধ হইয়া চিরদিন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

(স্বাঃ) আবদুল করিম হাজী আদম
ও অন্যান্য

একটি হস্তলিখিত কপির ফটোস্ট্যাট্ হইতে।

## ৭৭. ভারতীয় নাগরিক অধিকার

সম্পাদক
**দি নাটাল উইটনেস্**
সমীপে

ডারবান,
৪ঠা এপ্রিল, ১৮৯৬

মহাশয়,

গত ১১ই মার্চ তারিখে “জি. ডাব্লিউ. ডাব্লিউ.” আপনাকে একটি পত্র লিখিয়াছেন এবং ভারতীয় নাগরিক অধিকার সম্পর্কে লিখিত আমার প্রচার-পুস্তিকাটির[১] সমালোচনা করিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। উহার উত্তর হিসাবে লিখিত নিম্নলিখিত পত্রটির জন্য আপনি যদি স্থান সংকুলান করিতে পারেন, তবে আমি অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব।

প্রচার-পুস্তিকাটির আলোচনায় “জি. ডাব্লিউ. ডাব্লিউ.” আমার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে যে সুবিচার করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ। কিন্তু “আবেদনের” বিষয়বস্তুর আলোচনাও অনুরূপ সুবিচারের সহিত করিলে সুখী হইতাম। তিনি উহা নিরপেক্ষ মন লইয়া পাঠ করিলে, উহাতে যে সকল অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে, সেগুলির সহিত ভিন্নমত হইবার কোনও কারণ খুঁজিয়া পাইতেন না বলিয়াই আমার মনে হয়। কলোনির ইয়োরোপীয় অধিবাসীগণ যাহাতে ভারতীয়দের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ হস্ত অকুণ্ঠিতভাবে প্রসারিত করিতে উদ্বুদ্ধ হন এবং তাহা করিতে গিয়া যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের বর্তমান অবস্থা হইতে বিচ্যুত না হন আমি সেই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই বিষয়টির আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমি এখনও বলিতে চাই যে, আশঙ্কার কোনও কারণ নাই, এবং

[১] ২৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কলোনির ইয়োরোপীয় অধিবাসীরা শুধু যদি আন্দোলন বন্ধ হইতে দেন এবং স্থিতাবস্থা রক্ষা করিতে স্বীকৃত হন, তবে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, ভারতীয়দের ভোটের সংখ্যাধিক্যে তাঁহাদের ভোটের ভারসাম্য নষ্ট হইবে না। আমি আরও বলিতে চাই যে, যদি কখনও এইরূপ বিপদ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ঘটে, তবে পূর্ব অবস্থা বুঝিয়া তাহার প্রতিকার-ব্যবস্থা করা যাইতে পারে—সেজন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বর্ণবৈষম্য প্রবর্তনের প্রয়োজন নাই। প্রকৃত ও সংগত শিক্ষামূলক যোগ্যতাই সম্ভবতঃ ভারতীয়দের ভোটাধিক্যের জোরে ইয়োরোপীয় ভোট ভাসিয়া যাইবার বিপদ (ঐরূপ কোনও বিপদ যদি কখনও থাকে) চিরতরে রোধ করিতে পারে, এবং অত্যন্ত অবাঞ্ছিত ইয়োরোপীয় ভোটদাতা যদি কেহ থাকে, তবে তাহার নাম হইতে ভোটদাতাদের তালিকাটি যথাসম্ভব মুক্ত রাখিতে পারে।

প্রকৃত ভোটসমূহের আপেক্ষিক শক্তি বিচার করিয়া যে যুক্তিগুলি উত্থাপিত হইয়াছে, সে সম্পর্কে "জি. ডাব্লিউ. ডাব্লিউ." আপত্তি করিয়াছেন এবং "পরবর্তী বৎসরের ভোটার তালিকায় কি থাকিতে পারে, তাহার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন।" আমি বিনীতভাবে এই বিষয়টির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই যে, গত বৎসর ও গত বৎসরের আগের বৎসর ভোটাধিক্যের জোরে ভোটদাতাদের তালিকার ভারসাম্য নষ্ট করিবার মতো সকল সুযোগই ভারতীয়দের ছিল এবং নাগরিক অধিকার আইনের ফলাফল সম্পর্কে ভয় থাকায় ভারসাম্য নষ্ট করিবার সমূহ প্ররোচনাও ছিল। এখন ঐ আইন রদ হইতে চলিয়াছে, তথাপি ভারতীয় ভোটদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই। ইহার কারণ অবশ্যই হয় অসামান্য ঔদাসীন্য, নয় যোগ্যতার অভাব। কিন্তু গত দুই বৎসর যাবৎ আন্দোলন শুরু হইয়াছে। তাই এইরূপ কোনও ঔদাসীন্য উহার কারণ হইতে পারে না।

যাহাই হউক, আমি সময়াভাব ও স্থানাভাবের জন্য "জি. ডাব্লিউ. ডাব্লিউ."-র পত্রটির বিশদ আলোচনা করিতে চাহি না। তিনি যে তথ্য জানিতে চাহিয়াছেন, আমি কেবল তাহাই জানাইব, এবং আসন্ন অধিবেশনে যে নূতন বিল উত্থাপিত হইবে, তাহার সম্পর্কে উহা প্রয়োগ করিব।

তৎকালীন অবর ভারত সচিব মিঃ কার্জন ভারতীয় পরিষদ্ (কাউন্সিল) আইনের (১৮৬১) দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনাকালে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন :

> হাউসের নিকট এই বিলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা আমার কর্তব্য। ভারত সরকারের ভিত্তিকে প্রশস্ততর এবং কার্যকলাপকে ব্যাপকতর করা, বর্তমানে ভারতীয় সমাজের বেসরকারী ও দেশীয় অংশ শাসনকার্যে অংশগ্রহণের যে পরিমাণ সুযোগ পায়, তাহাকে তদপেক্ষা অধিকতর সুযোগ দান করা, এবং এইভাবে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারানী কর্তৃক

ভারতের শাসনকর্তৃত্ব গৃহীত হইবার পর, ভারতীয় সমাজের উচ্চতর শ্রেণীগুলির মধ্যে রাজনৈতিক কর্মে ও রাজনৈতিক সামর্থ্যে যে উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটিয়াছে, তাহাকে সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া এই বিলের উদ্দেশ্য। এই বিলের ফলে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় পরিষদ্ আইনটি সংশোধিত হইবে। দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতে আইন প্রণয়নের নানাবিধ ক্ষমতা রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল ক্ষমতা কিছুটা জটিল ও পরস্পর বিরোধী। এই সকল ক্ষমতা টিউডর বংশীয় ও স্টুয়ার্ট বংশীয় শাসকদের প্রদত্ত সনদসমূহের কাল হইতেই পুরাতন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে ছিল। কিন্তু বর্তমানে ভারতে যে আধুনিক আইন প্রণয়ন-ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে, ভাইস্রয় লর্ড ক্যানিং এবং ভারত সচিব স্যার সি. উড—ইনি পরে লর্ড উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন—তাহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে স্যার সি. উড সেই বৎসরের ভারতীয় পরিষদ্ আইনটি হাউসে পাস. করান। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের আইনের ফলে ভারতে তিনটি আইন পরিষদ্ গঠিত হয়—ভাইস্রয়ের সর্বোচ্চ আইন পরিষদ্ এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক আইন পরিষদ্গুলি। কেবল গভর্নর-জেনারেল ও তাঁহার কার্যকরী পরিষদের সদস্যদিগকে লইয়াই ভাইস্রয়ের সর্বোচ্চ আইন পরিষদ্ গঠিত হয়। তাহাতে ন্যূনতম ছয়জন ও ঊর্ধ্বতম বারোজন অতিরিক্ত সদস্য গৃহীত হন। ঐ সকল সদস্যকে গভর্নর-জেনারেল মনোনীত করেন এবং উঁহাদের অন্ততঃপক্ষে অর্ধাংশকে, তাঁহারা ইয়োরোপীয় বা দেশীয় অধিবাসী, যাহাই হউন না কেন, বেসরকারী লোক হইতে হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের পরিষদ্গুলিতে ন্যূনতম চারিজন ও ঊর্ধ্বতম আটজন অতিরিক্ত সদস্য গৃহীত হন। তাঁহাদিগকে প্রাদেশিক গভর্নর মনোনীত করেন। তাঁহাদের অন্ততঃ অর্ধাংশকে বেসরকারী ব্যক্তি হইতে হয়। ঐ আইন পাস হইবার পরে বাংলাদেশে এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও আইন পরিষদ্ স্থাপিত হইয়াছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্নর ও মনোনীত বারোজন সদস্য লইয়া এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ক্ষেত্রে লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্নর ও নয়জন মনোনীত সদস্য লইয়া আইন পরিষদ্-গুলি গঠিত হয়। উভয় প্রদেশেই মনোনীত সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশকে অবশ্যই বেসরকারী হইতে হয়।...এইরূপে বুদ্ধিমান্, শক্তিমান্ ও জনসেবার মনোভাবে উদ্বুদ্ধ কিছুসংখ্যক দেশীয় ভদ্রলোককে অগ্রসর হইয়া শাসনকার্যে তাঁহাদের নিজ নিজ কর্মশক্তি নিয়োগ করিবার জন্য প্রণোদিত করা গিয়াছে, এবং নিঃসন্দেহে এই আইন পরিষদ্গুলির যোগ্যতার মান অনেক উচ্চ হইয়াছে।

এই সংশোধক আইনে বাজেট **আলোচনা** করিবার অধিকার এবং প্রশ্নাদি উত্থাপনের অধিকার (এই সকল অধিকার পূর্বে ছিল না) দেওয়া হইতেছে। ইহা দ্বারা সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইতেছে এবং (অস্পষ্টভাবে) নির্বাচনের একটি ব্যবস্থাও দেওয়া হইতেছে। অবশ্য, আইনটিতে কেবল অনুমতি দেওয়া আছে, উহা বাধ্যতামূলক নহে।

উপরোক্ত আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ অনুসারে বোম্বাই পরিষদের অতিরিক্ত সদস্যদের আঠারোটি আসনের মধ্যে আটটি নির্বাচনের দ্বারা পূর্ণ করা হয়। বোম্বাই কর্পোরেশনের (একটি প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান), বোম্বাই কর্পোরেশন ব্যতীত সপারিষদ গভর্নর বিভিন্ন সময়ে যাহাদিগকে নির্দেশ দিবেন এমন

অন্যান্য মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বা তাহার দল বা দলগুলির, জেলা লোকাল বোর্ড বা দলগুলির—যেগুলিকে উপরোক্তভাবে নির্দেশ দেওয়া হইবে, দাক্ষিণাত্যের সর্দারগুলি বা অনুরূপ অন্যান্য বড় জোতদার শ্রেণী—যাহাদিগকে উপরোক্তভাবে নির্দেশ দেওয়া হইবে, বণিক সংঘগুলির, ব্যবসায়ীগণের এবং কারখানার মালিকগণের—যাহাদিগকে উপরোক্তভাবে নির্দেশ দেওয়া হইবে, এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সংখ্যাধিক ভোটে সদস্য নির্বাচনের ক্ষমতা থাকিবে। বিভিন্ন প্রদেশে যেখানে আইন পরিষদ্ রহিয়াছে, সেখানে ঐ সকল পরিষদে বিভিন্ন প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নির্বাচনের বা "সুপারিশক্রমে মনোনয়নের" জন্য অনুরূপ নিয়মাবলীও প্রকাশিত হইয়াছে।

উহাতে ভোটাধিকার বা নির্বাচিত সদস্য সম্পর্কে কোনরূপ জাতি-বা বর্ণ-বৈষম্য নাই। বোম্বাই পরিষদের পক্ষ হইতে প্রেরিত সর্বোচ্চ আইন পরিষদের সদস্য (ভারতীয়) পদত্যাগ করিলে, ভারতীয়গণ এবং একজন ইয়োরোপীয় ঐ পদের প্রার্থীরূপে দাঁড়ান। পরবর্তী সপ্তাহের ডাকে উহার ফলাফল জানা যাইবে।

এই সকল বিষয়ে প্রামাণ্যভাবে বলিবার যোগ্যতা আছে এমন সুবিখ্যাত ব্যক্তিগণ আইন-পরিষদের ও পৌরসভাসমূহের প্রতিনিধিত্বকে কিভাবে দেখিয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্য আমি কেবল একটিমাত্র উদ্ধৃতি দিব। সোসাইটি অব আর্টস্-এ একটি বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে স্যার উইলিয়াম উইলসন হাণ্টার ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বলেন :

> আমাদের সভাপতি লর্ড রিপন ভারতীয় পৌরসংঘগুলিকে স্মরণযোগ্য প্রেরণা দান করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে পৌরসভাগুলির পরিচালনাধীনে ১৫,০০০,০০০ অধিবাসী ছিল এবং ঐ সকল পৌরসভা ও পরিষদ্গুলিতে যে ১০,৫৮৫ জন সদস্য রহিয়াছেন, তাঁহাদের অর্ধেকের উপর করদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত হইয়াছেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের লর্ড ক্রসের আইন অনুসারে এখন সর্বোচ্চ সরকার ও প্রদেশ সরকারসমূহের আইন পরিষদ্গুলিতে এই প্রতিনিধিমূলক শাসনের নীতি সতর্কতার সহিত সম্প্রসারিত করা হইতেছে।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণার এক অংশ এইরূপ :

> আমরা আমাদের অন্যান্য সকল প্রজার সহিত যে কর্তব্যবন্ধনে আবদ্ধ আছি, অনুরূপ কর্তব্যবন্ধনেই আমাদের ভারতীয় অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের সহিতও আমরা আমাদিগকে আবদ্ধ মনে করি। এবং আমরা আরও এইরূপ ইচ্ছা পোষণ করি যে, আমাদের প্রজাগণ শিক্ষা, যোগ্যতা ও সততার দ্বারা কর্তব্য পালনের উপযুক্ত হইলে, জাতিধর্ম নির্বিশেষে বিনা বাধায় ও নিরপেক্ষভাবে আমাদের অধীনে নানা কার্যে যথাসম্ভব নিযুক্ত হইবে।

নূতন নাগরিক অধিকার বিলটিকে এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করিলে, উহা অত্যন্ত দুর্বোধ্য হইয়া উঠে। কলোনির অধিবাসীদের সম্মুখে যে প্রশ্নটি রহিয়াছে, তাহা অতীব সরল। ভারতীয় সম্প্রদায়ের ভোটাধিকার লোপ করিবার প্রয়োজন আছে কি? যদি প্রয়োজন থাকে, তবে আমি বলিব, ভারতে ভারতীয়রা প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, এই কথায় ঐ প্রয়োজন কম হইয়া যাইবে না। কিন্তু প্রয়োজন যদি না থাকে, তবে ভারতীয়গণকে দ্ব্যর্থক আইন প্রণয়নের দ্বারা ব্যস্ত-বিব্রত করা কেন? ভারতীয়রা ভারতে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরের দ্বারা যদি এখানকার ভোটাধিকার প্রশ্নের সমাধান হয়, তবে আমি বলিব, এই বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্যাবলী এত অল্প নহে যে, কলোনির অধিবাসীরা এখনই এবং চিরতরে ইহার মীমাংসা করিয়া ফেলিতে পারেন না। সেরূপ করিলে আর আইন প্রণয়ন করিয়া ব্যাপারটিকে অকারণ অর্থব্যয়ের দ্বারা আদালতে মীমাংসার জন্য ফেলিয়া রাখিয়া দিতে হয় না।

আপনার অনুগত
**এম. কে. গান্ধী**

***দি নাটাল উইটনেস***, ১৭-৪-১৮৯৬

## ৭৮. নাটাল এসেম্ব্‌লির নিকট

ডারবান,
৭শে এপ্রিল, ১৮৯৬

পিটারমারিৎস্‌বার্গে আইনসভায় সমবেত মাননীয় নাটাল বিধানসভার মাননীয় স্পীকার ও সদস্যগণ সমীপে
কলোনিবাসী নিম্নে স্বাক্ষরকারী ভারতীয়গণের আবেদন
বিনীতভাবে দর্শানো যাইতেছে যে :

নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে ও উহার পক্ষ হইতে এই আবেদনকারীগণ আপনাদের বিবেচনার্থে উত্থাপিত নাগরিক অধিকার আইন সংশোধন বিল সম্পর্কে এই মাননীয় আইনসভার নিকট সশ্রদ্ধভাবে আবেদন

আবেদনকারীগণ ধরিয়া লইতেছে যে, ভারতীয় সম্প্রদায়ের সম্পর্কে প্রযুক্ত হওয়াই এই বিলটির, একমাত্র উদ্দেশ্য না হইলেও, প্রধানতম উদ্দেশ্য। কারণ,

ইহার দ্বারা ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ আইনকে বাতিল করিয়া তৎপরিবর্তে ইহাকেই চালু করা হইবে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ আইনে কলোনিস্থ ভারতীয়গণকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করাই উদ্দেশ্য ছিল।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ আইনটি যখন বিবেচিত হইতেছিল, তখন ঐ একই বিষয়ে ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে এই মাননীয় আইনসভার নিকট একটি স্মারকলিপি[১] পেশ করা হইয়াছিল। ঐ স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছিল যে, ভারতে ভারতীয়গণের নির্বাচনমূলক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ রহিয়াছে।

যাহারা ইয়োরোপীয় বংশোদ্ভূত নহে, এবং যাহাদের নিজ নিজ দেশে নির্বাচনমূলক প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান নাই, বর্তমান বিল তাহাদিগকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছে।

তাই প্রতিবাদ করিবার ব্যাপারে আবেদনকারীগণ একটি বিশ্রী বেদনাদায়ক অবস্থায় পড়িয়াছে।

তথাপি, বিলটিতে ভারতীয় ভোটাধিকার সম্পর্কে আলোচনার জন্য স্পষ্ট না বলা হইলেও নীরব প্রস্তাব রহিয়াছে দেখিয়া, আবেদনকারীগণ এই বিল সম্পর্কে তাহাদের মতামত সশ্রদ্ধভাবে প্রকাশ করা এবং তৎসহ কি কারণে তাহারা বিশ্বাস করে যে, ভারতে ভারতীয়গণের নির্বাচনমূলক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ রহিয়াছে, তাহা দেখানো, তাহাদের কর্তব্য বলিয়া মনে করে।

"ভারতীয় কাউন্সিল আইন (১৮৬১) সংশোধন বিল"-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার সূত্রপাত করিয়া ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ তারিখে হাউস অব কমন্সে তৎকালীন অবর ভারত সচিব বলিয়াছিলেন :

> হাউসের নিকট এই বিলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা আমার কর্তব্য। ভারত সরকারের ভিত্তিকে প্রশস্ততর এবং কার্যকলাপকে ব্যাপকতর করা, ভারতীয় সমাজের বেসরকারী ও দেশীয় অংশ বর্তমানে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের যে পরিমাণ সুযোগ পায়, তাহাকে তদপেক্ষা অধিকতর সুযোগ দান করা, এবং এইভাবে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারানী কর্তৃক ভারতের শাসনকর্তৃত্ব গৃহীত হইবার পর ভারতীয় সমাজের উচ্চতর শ্রেণীগুলির মধ্যে রাজনৈতিক কর্মে ও রাজনৈতিক সামর্থ্যে যে উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটিয়াছে, তাহাকে সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া এই বিলের উদ্দেশ্য। এই বিলের ফলে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল আইনটি সংশোধিত হইবে। দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতে আইন প্রণয়নের নানাবিধ ক্ষমতা বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল ক্ষমতা কিছুটা জটিল ও পরস্পরবিরোধী। এই সকল ক্ষমতা টিউডর বংশীয় ও স্টুয়ার্ট বংশীয় শাসকদের প্রদত্ত সনদসমূহের কাল হইতেই পুরাতন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে ছিল। কিন্তু বর্তমানে ভারতে যে আধুনিক আইন-প্রণয়ন-ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে, ভাইস্‌রয় লর্ড ক্যানিং এবং ভারত সচিব স্যার সি. উড—ইনি পরে লর্ড উপাধিতে

[১] ২৮শে জুন তারিখের স্মারকলিপি। ৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভূষিত হইয়াছিলেন—তাহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে স্যার সি. উড সেই বৎসরের ভারতীয় পরিষদ্ আইনটি হাউসে পাস করান। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের আইনের বলে ভারতে তিনটি আইন পরিষদ্ গঠিত হয়—ভাইস্রয়ের সর্বোচ্চ আইন পরিষদ্ এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক আইন পরিষদ্গুলি। কেবল গভর্নর-জেনারেল ও তাঁহার কার্যকরী পরিষদের সদস্যদিগকে লইয়াই ভাইস্রয়ের সর্বোচ্চ আইন পরিষদ্টি গঠিত হয়। তাহাতে ন্যূনতম ছয়জন ও ঊর্ধ্বতম বারোজন অতিরিক্ত সদস্য গৃহীত হন। ঐ সকল সদস্যকে গভর্নর-জেনারেল মনোনীত করেন এবং উঁহাদের অন্ততঃপক্ষে অর্ধাংশকে, তাঁহারা ইয়োরোপীয় বা দেশীয় অধিবাসী, যাহাই হউন না কেন,—বেসরকারী লোক হইতে হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের পরিষদ্গুলিতেও ন্যূনতম চারিজন ও ঊর্ধ্বতম আটজন অতিরিক্ত সদস্য গৃহীত হন। তাঁহাদিগকে প্রাদেশিক গভর্নর মনোনীত করেন। তাঁহাদের অন্ততঃ অর্ধাংশকে বেসরকারী ব্যক্তি হইতে হয়। ঐ আইন পাস হইবার পরে বাংলাদেশে এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও আইন পরিষদ্গুলি স্থাপিত হইয়াছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণর ও মনোনীত বারোজন সদস্য লইয়া এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ক্ষেত্রে লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্নর ও নয়জন মনোনীত সদস্য লইয়া আইন পরিষদ্গুলি গঠিত হয়। উভয় প্রদেশেই মনোনীত সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশকে অবশ্যই বেসরকারী হইতে হয়।...এইরূপে বুদ্ধিমান্, শক্তিমান্ ও জন-সেবার মনোভাবে উদ্বুদ্ধ কিছুসংখ্যক দেশীয় ভদ্রলোককে অগ্রসর হইয়া শাসনকার্যে তাঁহাদের নিজ নিজ কর্মশক্তি নিয়োগ করিবার জন্য প্রণোদিত করা গিয়াছে, এবং নিঃসন্দেহে এই আইন পরিষদ্গুলির যোগ্যতার মান অনেক উচ্চ হইয়াছে।

এই "সংশোধক আইন" প্রত্যেক কাউন্সিলের মনোনীত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা ছাড়াও সদস্যগণকে প্রত্যেক বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব আলোচনা এবং "প্রশ্নাদি করিবার" ক্ষমতা দিয়াছে। নির্বাচনের মূলনীতি ইহার মধ্যে রহিয়াছে। প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই আইন পরিষদ্গুলি প্রতিনিধিত্বশীলতা ভোগ করিতেছে। মনোনীত সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার মাননীয় প্রস্তাবক বলিয়াছিলেন :

এই সংযোজনার উদ্দেশ্যটি অত্যন্ত সহজভাবেই বলা হইয়াছে এবং, আমার মনে হয়, হাউস-ও উহা অতি সহজেই বুঝিবেন। কেবল বাছাইয়ের জন্য ক্ষেত্রটি প্রসারিত করিয়াই আপনারা পরিষদ্গুলির প্রতিনিধিত্বের মূল্য বৃদ্ধি করিতেছেন।

আবেদনকারীগণ বলিতে সাহস করে যে, এখন কিন্তু এই সকল পরিষদ্ "ভোটাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত" প্রতিনিধিত্বশীলতা ভোগ করে।

"নির্বাচনমূলক নীতির ভিত্তিতে গঠিত নহে এইরূপ পরিষদ্সমূহের কোনও সংস্কারই সন্তোষজনক হইবে না" এই মর্মে মিঃ শোয়ান এম. পি. কর্তৃক আনীত সংশোধন-প্রস্তাব সম্পর্কে বলিতে গিয়া মিঃ কার্জন বলেন :

আমি এ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই যে, মনোনয়ন, নির্বাচন বা প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ এইরূপ কোনও নীতিকে এই বিলের দ্বারা বাদ দেওয়া হয় নাই।

হাউসের অনুমতি লইয়া আমি ১ অনুচ্ছেদের উপধারার শব্দগুলি পড়িতেছি। ইহা এইরূপ : "কি পদ্ধতিতে এইরূপ অনুমোদনগুলি বা কোনও একটি অনুমোদন যথাক্রমে গভর্নর-জেনারেল, গভর্নরগণ ও লেপ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নরগণ করিবেন, সে সম্পর্কে সপরিষদ্‌ ভারত সচিবের অনুমোদনক্রমে সপরিষদ্‌ গভর্নর-জেনারেল মাঝে মাঝে বিধিনিষেধ প্রণয়ন করিবেন এবং সে বিষয়ে নির্দেশ দিবেন।..."

ঐ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে লর্ড কিম্বার্লি নিজেই তাঁহার অভিমত প্রকাশ । তিনি বলিয়াছিলেন :

আমি বলিতে বাধ্য যে, এই নির্বাচনমূলক নীতি সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণরূপে সন্তোষ প্রকাশ করিতেছি।

এই আইনে ভারত সচিবও লর্ড কিম্বার্লি কর্তৃক প্রকাশিত মতামতগুলির সহিত একমত হইয়াছেন :

এই সকল পরিষদে (কাউন্‌সিলে) নির্বাচনমূলক পন্থায় মনোনীত হইবার জন্য ভারতের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারেন এমন প্রতিনিধি নির্বাচন, মনোনয়ন ও প্রেরণের জন্য আমন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা ভাইস্‌রয়ের থাকিবে।

এই বিলটির দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার মাননীয় প্রস্তাবকের বক্তৃতাগুলি এবং উহার সংশোধন প্রস্তাবগুলি ব্যাখ্যা করিবার পর এই বিষয়ে বলিতে গিয়া মাননীয় মিঃ গ্ল্যাডস্টোন বলিয়াছিলেন :

আমার মনে হয়, আমি ন্যায়সংগতভাবেই বলিতে পারি যে, নির্বাচনমূলক নীতিটি যে একমাত্র অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়া আমরা আশা করি, অবর সচিবের ভাষণে উহা সেই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।...ইহা সুস্পষ্ট যে, হাউসের সম্মুখে বৃহৎ প্রশ্ন হইল—এবং প্রচুর ও গভীর কৌতূহল উদ্রিক্ত করে এমন প্রশ্নাবলীর ইহা অন্যতম—ভারত শাসন-ব্যবস্থায় নির্বাচনমূলক নীতির প্রবর্তন। এ বিষয়ে আমি যাহা চাই, তাহা হইল এই যে, ইহার প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলি অকৃত্রিম ধরনের হইবে, এবং তাহার ফলে নির্বাচনমূলক নীতি যেটুকু সুযোগ পাইবে, তাহা বাস্তব হইবে, এবং ইহাতে নীতির কোনও তারতম্য থাকিবে না। আমার মনে হয়, মাননীয় ভদ্রলোক (মিঃ কার্জন) নির্বাচনমূলক নীতিকে যে স্বীকৃতি দিয়াছেন, তাহা সাবধানে দিলেও অকপট স্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই নহে।

উপরোক্ত আইন অনুসারে যে সকল বিধিনিষেধ প্রবর্তিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি সম্পর্কে এখন বিবেচনা করিয়া আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, পূর্বে যে সকল মন্তব্য উদ্ধৃত করা হইয়াছিল, সেগুলি ঠিক বলিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বোম্বাই আইন পরিষদ্‌টির কথা

ধরিলে, আঠারোজন মনোনীত সদস্যের মধ্যে আটজন, আইন পরিষদ্সমূহের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছে এমন বিভিন্ন প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নির্বাচিত বা বিধিনিষেধাবলীর ভাষায়, "সুপারিশ অনুসারে মনোনীত" হন। বোম্বাই কর্পোরেশন (ইহা নিজেই একটি প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান), বোম্বাই কর্পোরেশন ছাড়া অন্যান্য যে সকল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে সপারিষদ গভর্নর নির্দেশ দিয়াছেন, সেগুলি, উপরোক্তভাবে নির্দেশিত জেলা লোকাল বোর্ডসমূহ, উপরোক্তভাবে নির্দেশিত দাক্ষিণাত্যের সর্দারসমূহ ও অন্যান্য বড় জমিদারশ্রেণী, উপরোক্তভাবে নির্দেশিত বণিক সংঘ ও ব্যবসায়ী সংঘ ইত্যাদি, এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ভোটাধিক্যের বলে অথবা আইনসংগতভাবে প্রতিষ্ঠিত নহে এমন সংঘগুলির ক্ষেত্রে যে সকল নিয়ম অনুসারে ঐ সকল সংঘের প্রস্তাবাদি গৃহীত হয় বা বৈষয়িক ব্যাপারাদিতে যে ভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সেই সকল নিয়ম অনুসারে, বা সেইভাবে এই আটজন সদস্যকে নির্বাচন বা সুপারিশ করে।

'এই মাননীয় সভা লক্ষ্য করিবেন, দাক্ষিণাত্যের সর্দারসমূহে পরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে ভোট দেন, এমন কি এইরূপ লোকও আছেন।

অন্যান্য পরিষদের বিধিনিষেধসমূহও প্রায় অনুরূপ।

ভারতে আইন পরিষদ্সমূহের এবং রাজনৈতিক ভোটাধিকারের স্বরূপ হইল এই। সুতরাং আবেদনকারীগণ সশ্রদ্ধভাবে দেখাইয়া দিতে চাহে যে, পার্থক্য এখানে প্রকারগত নহে, কেবল পরিমাণগত। কারণ ইহা নহে যে, ভারতীয়রা প্রতিনিধিমূলক নীতি জানে না বা বোঝে না। আবেদনকারীগণ উপরে আংশিকভাবে উদ্ধৃত মাননীয় মিঃ গ্ল্যাডস্টোনের ভাষণ হইতে পুনরায় উদ্ধৃতি দিলেই সর্বাপেক্ষা ভালো করিবে: কেন নির্বাচন-নীতিকে সীমাবদ্ধ আকারে প্রয়োগ করা হইয়াছে, সে সম্পর্কে তিনি এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন :

> এই শক্তিশালী শাসনযন্ত্রকে (অর্থাৎ নির্বাচনমূলক নীতিকে) চালাইবার চেষ্টা সম্পর্কে যে সকল প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি কার্যকরী হইলে পর যে ফলাফল আমরা প্রত্যাশা করিতেছি, তাহা যদি কিছু পরিমাণেও না পাওয়া যায়, তবে তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আশাভঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইবে, একথা মহারানীর সরকারের বোঝা উচিত। পরিমাণের কথা আমি বলিতেছি না, আমি উহার উৎকর্ষের উপরই অধিক জোর দিতেছি। ভারতবর্ষ একটি এশীয় দেশ, ইহার সভ্যতা সুপ্রাচীন, ইহার প্রতিষ্ঠানসমূহও বিশেষ ধরনের, ইহা বহু জাতি, ধর্ম ও আদর্শে পূর্ণ। ইহার বিস্তার সুবিশাল, ইহার জনসংখ্যা বিপুল, সম্ভবতঃ চীনদেশ ছাড়া এত অধিক সংখ্যক মানুষ আর কোনও একটি শাসনব্যবস্থার অধীন হয় নাই। এইরূপ একটি দেশে আমরা যাহাই করি না কেন, তাহা কার্যতঃ সম্পন্ন করিবার পথে যে বহু অসুবিধা আছে, তাহা আমি বুঝি। অসুবিধাগুলি যতই বৃহৎ হউক, কার্যটি মহৎ এবং এই কার্যটিকে সাফল্যময় সমাপ্তির পথে অগ্রসর করাইবার জন্য অতীব বিচক্ষণতা ও প্রযত্নের প্রয়োজন।

এই সকল চিন্তা আমাদিগকে সানন্দে ভারতের এক সুমহৎ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এবং এই সুবিশাল ও প্রায় অপরিমেয় দেশের শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনমূলক নীতির, তাহা যতই সীমাবদ্ধ হউক না কেন, সত্যকার প্রয়োগের সফলতা সম্পর্কে আশান্বিত হইতে প্রণোদিত করে।

ভারতীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে যাঁহাদের বলিবার যোগ্যতা আছে, তাঁহারা ভারতীয় পরিষদ্গুলির প্রতিনিধিমূলকতা সম্পর্কে একমত বলিয়াই মনে হয়।

ভারতীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত বিশেষজ্ঞ স্যার উইলিয়ম উইল্সন্ হাণ্টার বলেন :

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের লর্ড ক্রসের আইন অনুসারে এক্ষণে প্রতিনিধিমূলকতার নীতি সর্বোচ্চ ও প্রাদেশিক সরকারের আইন পরিষদ্গুলিতে সতর্কতার সহিত সম্প্রসারিত করা হইতেছে।

নাটালে ভারতীয় ভোটাধিকার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে **দি টাইম্স্** বলেন :

ভারতে ভারতীয়গণ যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, নাটালে তাহার অপেক্ষা উন্নততর সুযোগ-সুবিধা উহারা দাবী করিতে পারে না, এবং ভারতে তাহাদের কোনরূপ ভোটাধিকার নাই, এই যুক্তি প্রকৃত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যহীন। ভারতে ইংরেজরা যে ভোটাধিকার ভোগ করে, ভারতীয়রাও ঠিক সেই ভোটাধিকারই ভোগ করিয়া থাকে।

পৌরসভার ভোটাধিকার সম্পর্কে আলোচনা করিবার পর প্রবন্ধটিতে আরও বলা হয় যে :

ভারতে আমাদের শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন অনুসারে কিছু পরিবর্তিত হইয়া অনুরূপ নীতিই, যাহাকে উচ্চতর নির্বাচকমণ্ডলী বলা যাইতে পারে, তৎপ্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সর্বোচ্চ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ্গুলিকে ২২ কোটি ১০ লক্ষ ব্রিটিশ প্রজা সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতে হয়। ঐ সকল পরিষদের নির্বাচিত সদস্যারা প্রধানতঃ দেশীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহের দ্বারাই নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সর্বোচ্চ ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে সরকারী প্রতিনিধিদের বাদ দিলে, প্রায় অর্ধেক সদস্য দেশীয় লোক। এই তুলনাটিকে অত্যধিক টানিলে ভুল হইবে। তবে ভারতে ভারতীয়দের ভোট নাই, এই কারণ দেখাইয়া ব্রিটিশ কলোনিসমূহে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রজাদিগকে ভোটাধিকার দানের বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেওয়া হয়, ইহাতে তাহার জবাব মিলিবে। ভোটের দ্বারা শাসনের যতোখানি ব্যবস্থা ভারতে রহিয়াছে, তাহাতে ইংরেজ ও ভারতীয়ের অধিকার সমান, এবং পৌরসভায়, প্রাদেশিক ও সর্বোচ্চ আইন পরিষদ্সমূহে দেশীয় স্বার্থসমূহ বলিষ্ঠভাবে জনপ্রতিনিধি-গণের দ্বারা আলোচিত হইবার সুযোগ পাইয়া থাকে।

ভারতে পৌরসভার ভোটাধিকার অত্যন্ত ব্যাপক, এবং সমগ্র ব্রিটিশ ভারত মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ও লোকাল বোর্ডে ছাইয়া আছে।

পূর্ব হইতেই যে শ্রেণীর ভারতীয়রা নাটালের ভোটার-তালিকাভুক্ত হইয়া আছে, তাহাদের সম্পর্কে **দি টাইম্স্** পত্রিকার উপরোক্ত প্রবন্ধে বলা হইয়াছে :

> ঠিক এই শ্রেণীর লোকেরাই ভারতের মিউনিসিপ্যাল ও অন্যান্য নির্বাচকমণ্ডলীর অতীব মূল্যবান্ অংশরূপে রহিয়াছে। ভারতের ৭৫০টি পৌরসভার সবগুলিতে ব্রিটিশ ও দেশীয় ভোটাররা সমান অধিকার ভোগ করে এবং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ৯,৭৯০ জন দেশীয় ও ৮৩৯ জন ইয়োরোপীয় মিউনিসিপ্যাল কমিশনার (পারিষদ) ছিলেন। সুতরাং ভারতীয় মিউনিসিপ্যাল বোর্ডগুলিতে প্রতি ৮টি ভারতীয় ভোটে ১টি ইয়োরোপীয় ভোট ছিল। অন্যপক্ষে, নাটাল নির্বাচকমণ্ডলীতে প্রতি ৩৭টি ইয়োরোপীয় ভোটে ১টি করিয়া ব্রিটিশ ভারতীয় ভোট আছে।...একথা অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতীয় পৌরসভাগুলি দেড় কোটি লোকের তত্ত্বাবধান করে ও পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় করে।

প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকৃতি ও নানাবিধ দায়িত্বের সহিত ভারতীয়দের পরিচয় সম্পর্কে ঐ একই প্রবন্ধে বলা হইয়াছে :

> পৃথিবীতে সম্ভবতঃ আর কোনও দেশ নাই যেখানে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ এত গভীরভাবে জনসাধারণের জীবনে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের প্রতিটি বর্ণের, প্রতিটি ব্যবসায়ের, প্রতিটি গ্রামের পঞ্চায়েত রহিয়াছে। পঞ্চায়েত যে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের জন্য কার্যতঃ আইন প্রণয়ন এবং উহার শাসন পরিচালন করে। গত বৎসর প্যারিশ কাউন্সিল্স্ আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত এমন কি ইংলণ্ডেও এইরূপ কোনও গ্রামীণ স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থা ছিল না।

ঐ একই বিষয়ে মিঃ শোয়ান এম. পি. বলেন :

> ভাবিবেন না যে, নির্বাচনের প্রশ্নটি কোনও অভিনব ব্যাপার।...নির্বাচনের প্রশ্ন ছাড়া আর কোনও প্রশ্ন নাই, যাহা বিশেষভাবে ভারতীয়। আমাদের অধিকাংশ সভ্যতাই ভারত হইতে আসিয়াছে। এবং ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, আমরা নিজেরা প্রাচ্যের নির্বাচন-নীতিকে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্যই তাহার অনুশীলন করিতেছি।

এই অবস্থায় এই বিলটি যে-ভারতীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে তাহারা বেশ বেগ পাইতেছে।

আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, বিলটির মধ্যে যে অস্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থকতা রহিয়াছে, তাহা অতিশয় অবাঞ্ছনীয় এবং ইয়োরোপীয় বা ভারতীয় সম্প্রদায়, কাহারও পক্ষে ন্যায়সংগত নহে। উহা উভয় সম্প্রদায়কেই অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখিবে এবং এই অনিশ্চয়তা ভারতীয়গণের পক্ষে পীড়াদায়ক।

আবেদনকারীগণ এই বিষয়ে মাননীয় আইনসভার মনোযোগ আকর্ষণ

করিতে চাহে যে, বর্তমান ভোটার-তালিকা অনুসারে প্রতি ৩৮ জন ইয়োরোপীয় পিছু একজন করিয়া ভারতীয় রহিয়াছে এবং ভারতীয় ভোটাররা নিজ সম্প্রদায়ের সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেণীর লোক, দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা কলোনির অধিবাসী এবং ইহার ভালমন্দের সহিত তাহাদের বৈষয়িক স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত।

অবশ্য, একথা বলা হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে ভারতীয় ভোটের অনুপাত কিরূপ আকার ধারণ করিবে, তাহা বর্তমান তালিকা হইতে বলা যায় না। কিন্তু বিগত যে দুই বৎসর ধরিয়া ভারতীয় সম্প্রদায়ের ভোটাধিকার বিলোপের ভীতি প্রদর্শিত হইতেছে, সেই দুই বৎসরে আর কোনও ভারতীয়ের নাম ভোটার-তালিকাভুক্ত হয় নাই। আবেদনকারীগণের বিনীত অভিমত এই যে, এই ব্যাপারটিই ভোটের ভবিষ্যৎ অনুপাত সংক্রান্ত যুক্তি খণ্ডন করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

আবেদনকারীগণ তাহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে সাহস পায় যে, আসল ব্যাপার হইল, বৈধ সম্পত্তিগত যোগ্যতার মান অত্যন্ত ন্যূন হওয়া সত্ত্বেও কলোনিতে ঐরূপ যোগ্যতা আছে এমন ভারতীয়ের সংখ্যা অধিক নহে।

আবেদনকারীগণ সশ্রদ্ধভাবে বলিতে চাহে যে, বিলটি অতীব বিদ্বেষপ্রসূ বর্ণবৈষম্য প্রবর্তন করিতেছে। কারণ, অন্য যে সকল দেশে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ নাই, সেখানকার অধিবাসীরা এখানে ভোটার হইতে পারিবে না, অথচ ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অধিবাসীরা তাহাদের দেশে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ না থাকিলেও এখানে আসিয়া কলোনির "সাধারণ ভোটাধিকার আইন" অনুসারে ভোটার হইতে পারিবে।

ইহার ফলে, পিতা ইয়োরোপীয় হইলেই সন্দেহজনক চরিত্রের অ-ইয়োরোপীয় স্ত্রীলোকদের গর্ভজাত সন্তানরা ভোটার হইবার যোগ্যতা পাইবে, কিন্তু যদি কোনও সম্ভ্রান্তবংশীয়া ইয়োরোপীয় মহিলা কোনও অ-ইয়োরোপীয় জাতির কোনও সম্ভ্রান্ত পুরুষকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করেন, তবে তাঁহার পুত্র কলোনির সাধারণ ভোটাধিকার আইন অনুসারে ভোটার হইবার যোগ্যতা পাইবে না।

ভারতীয়গণ এই বিলের আওতায় পড়িবে বলিয়া যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তবে যে পদ্ধতিতে তাহাদিগকে ভোটার-তালিকাভুক্ত হইতে হইবে, তাহা তাহাদের সম্প্রদায়ের নিকট ক্রমাগত বিরক্তির কারণ হইয়া থাকিবে, এবং উহার ফলে পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা দেখা দিতে পারে এবং ভারতীয় সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে গুরুতর মতদ্বৈধের সৃষ্টি হইতে পারে।

তাহা ছাড়া, এই বিলের ফলে ভারতীয় সম্প্রদায় আপন অধিকারসমূহ প্রমাণ করিবার জন্য ক্রমাগত মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত হইবে। আবেদনকারী-

গণ মনে করে যে, কলোনির আদালতের আশ্রয় না লইয়াই ঐ সকল অধিকার সুনির্দিষ্ট করা যাইতে পারে।

সর্বোপরি, ইহার ফলে, ইয়োরোপীয়রা এখন ভারতীয়গণের ভোটাধিকার-বিলোপের জন্য যে আন্দোলন করিতেছেন, তাহা তাঁহাদের হাত হইতে ভারতীয় সম্প্রদায়ের হাতে চলিয়া যাইবে। এবং আবেদনকারীগণ আশঙ্কা করে যে, এই আন্দোলন নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিবে।

তাই অত্যন্ত বিনীতভাবে বলা যাইতেছে যে, কলোনিবাসী সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিক হইতেই এইরূপ অবস্থা অতীব অবাঞ্ছিত।

আবেদনকারীগণ এক বৎসরের অধিককাল ধরিয়া সযত্ন অনুসন্ধানের পর এই সিদ্ধান্তে আসিতে ভরসা করিয়াছে যে, ভারতীয়দের ভোট সংখ্যাধিক্যের জোরে ইয়োরোপীয়দের ভোটের ভারসাম্য নষ্ট করিবে, এইরূপ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক, এবং তাই তাহারা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করিতেছে ও আশা করিতে সাহস করিতেছে যে, মাননীয় আইনসভা বিশেষভাবে ভারতীয় ভোট সংকোচন করিবার ও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বর্ণবৈষম্য প্রবর্তন করিবার উদ্দেশ্যে আনীত বিলে সম্মতিদানের পূর্বে প্রকৃত অবস্থা কি সে সম্পর্কে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপ অনুসন্ধানের ফলে বাসকারী কতজন ভারতীয়ের ভোটার-তালিকাভুক্ত হইবার জন্য বৈধ সম্পত্তিগত যোগ্যতা রহিয়াছে, তাহা জানা যাইবে।

এই সুবিচার ও করুণার কার্যটির জন্য আবেদনকারীগণ কর্তব্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া চিরদিন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

(স্বাঃ) আবদুল করিম হাজী আদম
ও অন্যান্য

একটি মুদ্রিত কপির ফটোস্টাট হইতে।

## ৭৯. দাদাভাই নওরোজির নিকট তার

দাদাভাই নওরোজি, স্যার উইলিয়াম হাণ্টার এবং তৎসহ চেম্বারলেনের নিকট প্রেরিত তারবার্তার মূলপাঠ।

ডারবান,
৭ই মে, ১৮৯৬

ভারতীয় সম্প্রদায় নাটাল ভোটাধিকার বিল অথবা গত রাত্রিতে প্রস্তাবিত মন্ত্রীসভা কর্তৃক তাহার পরিবর্তন গ্রহণ না করিতে আপনাকে অনুরোধ করিতেছে স্মারকলিপি[১] প্রস্তুত হইতেছে।

ঔপনিবেশিক কার্যালয়ের নথি, নং ১৭৯, ভলুম ১৯৬।

## ৮০. নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী,
পিটারমারিৎস্‌বার্গ,
সমীপে

ডারবান,
১৪ই মে, ১৮৯৬

মহাশয়,

নাগরিক অধিকার বিলের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনাকালে আপনি নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে :

> সদস্যগণ সম্ভবত জানেন না যে, এই দেশে একটি প্রতিষ্ঠান আছে, উহা নিজভাবে একটি অতিশয় শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, অতীব সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, যদিও কার্যতঃ একটি গুপ্ত প্রতিষ্ঠান—তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের কথাই বলিতেছেন।

আপনার বক্তৃতাটি যথাযথভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে কিনা আমি কি একথা জিজ্ঞাসা করিবার দুঃসাহস করিতে পারি এবং তাহা যদি হইয়া থাকে তবে কংগ্রেস "কার্যতঃ একটি গুপ্ত প্রতিষ্ঠান", এইরূপ বিশ্বাসের কি কোনও কারণ আছে? আমি এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই যে, যখন এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের সংকল্প করা হয়, তখন সেকথা বিভিন্ন সংবাদপত্রে ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং যখন ঐ প্রতিষ্ঠান বাস্তবিক

[১] ৩১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গঠিত হইয়াছিল, তখন উহার গঠনের সংবাদ উইট্‌নেস কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার বার্ষিক বিবরণ, সদস্যগণের তালিকা এবং নিয়মাবলী সংবাদ-পত্রসমূহকে দেওয়া হইয়াছিল, সংবাদপত্রসমূহ সেগুলি সম্পর্কে মন্তব্যও করিয়াছিলেন, এবং কংগ্রেসের অবৈতনিক সম্পাদক রূপে আমি এই সকল কাগজ সরকারের নিকট পাঠাইয়াছিলাম।

আপনার একান্ত বশংবদ
(স্বাঃ) এম. কে. গান্ধী
নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের
অবৈতনিক সম্পাদক

শবরমতী সংগ্রহালয়ে রক্ষিত একটি কপি হইতে।

## ৮১. নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস

সি বার্ড,
প্রধান অবর-সচিব
ঔপনিবেশিক কার্যালয়
পিটারমারিৎস্‌বার্গ

ডারবান,
১৮ই মে, ১৮৯৬

মহাশয়,

নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীকে লিখিত আমার পত্রের উত্তরে এই মাসের ১৬ই তারিখে আপনি যে পত্র ২৮০৭।৯৬ দিয়াছেন, বিনীতভাবে তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

ঐ বিষয় সম্পর্কে আমি বিনীতভাবে বলিতে চাহি যে, কংগ্রেসের অধিবেশনগুলি প্রকাশ্যভাবেই হয় এবং সেগুলি সংবাদপত্র ও সর্বসাধারণের জন্য সর্বদা মুক্ত থাকে। কতিপয় ইয়োরোপীয় ভদ্রলোক, যাঁহারা এই সকল অধিবেশনে আগ্রহান্বিত হইতে পারেন বলিয়া কংগ্রেসের সদস্যগণ মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। একজন ভদ্রলোক আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের একটি সভায় যোগ দিয়াছিলেন। অনিমন্ত্রিত ইয়োরোপীয় দর্শকরাও দুই-এক বার কংগ্রেসের সভায় যোগ দিয়াছেন।

কংগ্রেসের একটি নিয়মে রহিয়াছে যে, ইয়োরোপীয়রা ইহার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইতে পারেন। তদনুসারে, দুইজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাঁহারা ঐ সম্মান গ্রহণ করিতে রাজী

আছেন কিনা, কিন্তু তাঁহারা সম্মত হইতে চাহেন নাই। কংগ্রেসের কার্যাবলীর বিবরণ নিয়মিতভাবে রাখা হয়।

আপনার একান্ত বশংবদ
(স্বাঃ) এম. কে. গান্ধী
নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের
অবৈতনিক সম্পাদক

শবরমতী সংগ্রহালয়ে রক্ষিত একটি কপি হইতে।

## ৮২. পরীক্ষামূলক মামলাটির জন্য বিভিন্ন ব্যয়

মাননীয়
ব্রিটিশ এজেন্ট

প্রিটোরিয়া,
১৪ই মে, ১৮৯৬

মহাশয়,

রিপাবলিকবাসী ব্রিটিশ ভারতীয়গণ সম্পর্কে আপনি অনুগ্রহ করিয়া একটি সাক্ষাৎকারের সুযোগ দিয়াছিলেন। ঐ সাক্ষাৎকারকালে আমি সাহস করিয়া এই কথা বলিয়াছিলাম যে, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩নং আইনের ব্যাখ্যা কি, তাহা লইয়া এখানকার ভারতীয় সম্প্রদায় যদি কোনও পরীক্ষামূলক মামলা করে, তবে তাহার বিভিন্ন ব্যয়ভার মহারানীর সরকার বহন করিবেন। উক্ত প্রতিনিধিদলের পক্ষ হইতে আমি আপনাকে মাননীয় উপনিবেশ সচিবের নিকট মহারানীর সরকার মামলাটি চালাইবার খরচ দিবেন কিনা তাহা জানিবার জন্য তার করিতে অনুরোধ করিতেছি। এইরূপ অনুরোধের কারণগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১। ফ্রী স্টেটের প্রধান বিচারপতির রোয়েদাদের ফলেই এই পরীক্ষামূলক মামলাটির প্রয়োজন হইয়াছে। ট্রান্সভালের ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিপন্ন হইলেও তাহাদের মনোভাব সম্পর্কে সন্ধান না লইয়া, এবং সালিস নির্বাচনের বিরুদ্ধে তাহারা সশ্রদ্ধভাবে আপত্তি জানানো সত্ত্বেও (১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ব্লু বুক, সি. ৭৯১১, ৩৫ পৃঃ ৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) মহারানীর সরকার ঐ সালিস মানিয়া লইয়াছেন।

২। উপরোক্ত ব্লু বুকের ৩৪ পৃষ্ঠায় (৯নং) ও ৪৬ পৃষ্ঠায় (১২নং এনক্লোজার) প্রকাশিত তারযোগে প্রেরিত নির্দেশাবলী হইতে দৃষ্ট হয় যে, মহারানীর সরকার একটি পরীক্ষামূলক মামলা করিবার কথা ভাবিতেছিলেন। ভারতীয় সম্প্রদায়ের কোনও ব্যক্তির নামে মামলাটি দায়ের করা হইলেও, আমি

বলিতে চাই, মহারানীর সরকার উহার ব্যয়ভার বহন করিবেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত।

৩। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের "কনভেনশনের" ১৪ অনুচ্ছেদের দ্বারা ভারতীয় সম্প্রদায়কে অবনমন ও সুযোগসুবিধাহীনতার হাত হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও, ট্র্যান্সভালে তাহাদের উপর যে অবনমন ও সুযোগ-সুবিধাহীনতা চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য ব্রিটিশ ভারতীয়রা ইতিপূর্বেই গুরু ব্যয়ভার বহন করিয়াছে, এবং, সে তুলনায় বলিতে গেলে, তাহাদের আর্থিক অবস্থা এমন নহে যে এই ব্যয়ভার তাহারা বহন করিতে পারে। আমি এইরূপ আশা করি যে, আপনি আপনার তারবার্তায় কি কি কারণে এই ব্যয়ভার বহনের জন্য অনুরোধ করা হইতেছে, তাহা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করিবেন।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আপনি অদ্য দয়া করিয়া যে প্রতিনিধিদলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাহার পক্ষ হইতে, আপনি যে সৌজন্যের সহিত আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং আমাদের বক্তব্যগুলি যে সধৈর্য সহানুভূতির সহিত শুনিয়াছেন, সেজন্য পুনরায় আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

প্রতিনিধিদলের পক্ষ হইতে।

আপনার একান্ত বশংবদ

(স্বাঃ) এম. কে. গান্ধী

কেপ টাউনস্থ মহারানীর হাই-কমিশনার কর্তৃক প্রধান উপনিবেশ সচিবের নিকট ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে প্রেরিত ডেস্‌প্যাচের সহিত প্রেরিত সহ-লিপি।

## ৮৩. মিঃ চেম্বারলেনের নিকট

ডারবান,
২২শে মে, ১৮৯৬

মহারানীর প্রধান উপনিবেশ সচিব মাননীয় জোসেফ চেম্বারলেন মহোদয়, লন্ডন, সমীপে

নাটাল কলোনিবাসী নিম্নে স্বাক্ষরকারী ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাদের আবেদন

বিনীতভাবে দর্শানো যাইতেছে যে :

নাটাল লেজিস্‌লেটিভ এসেম্ব্‌লিতে নাটাল সরকার যে নাগরিক অধিকার আইন সংশোধন বিল উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে

কতিপয় সংশোধনসহ তৃতীয় দফায় আলোচিত হইয়াছে। আবেদনকারীগণ ঐ বিল সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আপনার বিবেচনার জন্য এতদ্দ্বারা সশ্রদ্ধভাবে মাননীয় আপনার নিকট উপস্থিত করিতেছে।

১৮৯৬ খৃীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখে **নাটাল গভর্ণমেণ্ট গেজেটে** এই বিলের যে মূল পাঠ বাহির হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত রূপ :

> ভোটাধিকার সংক্রান্ত আইনটি সংশোধন করিবার জন্য : যেহেতু ভোটাধিকার সংক্রান্ত আইনটির সংশোধনেব প্রয়োজন রহিয়াছে, সেই হেতু নাটাল লেজিস্লেটিভ এসেম্ব্লি ও কাউন্সিলের পরামর্শ ও সম্মতিসহ এই বিলটি মহারানী কর্তৃক নিম্নলিখিতভাবে বিধিবদ্ধ হউক :
>
> ১। ১৮৯৪ খৃীষ্টাব্দের ২৫নং আইনটি বাতিল হইবে এবং এতদ্দ্বারা উহা বাতিল করা হইতেছে।
>
> ২। এই আইনের ৩ ধারার আওতায় আসিবে এমন ব্যক্তিগণ ছাড়া কেহই কোনও নির্বাচকের তালিকায় বা কোনও ভোটার-তালিকায় নিজ নাম লিপিবদ্ধ করাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। অথবা—এ পর্যন্ত নির্বাচনমূলক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ নাই এমন দেশের অধিবাসী বা পিতার দিক হইতে ঐরূপ অধিবাসীর বংশধর, এইরূপ কোনও ব্যক্তি (ইয়োরোপীয় বংশোদ্ভূত নহে বলিযা) এই আইনের আওতা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সপরিষদ্ গভর্নরের নিকট হইতে প্রথমে অনুমতি সংগ্রহ না করিলে ১৮৯৩ খৃীষ্টাব্দের সংবিধান আইনের ২২ ধাবার বা বিধান সভার সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও আইনের এক্তিযারের মধ্যে তালিকায বা কোনও ভোটার-তালিকায় মিজ নাম লিপিবদ্ধ করাইবার যোগ্য বলিযা বিবেচিত হইবে না বা নির্বাচকরূপে ভোট দিতে পাবিবে না।
>
> ৩। ২ ধারায় উল্লিখিত শ্রেণীর যে সকল ব্যক্তির নাম, এই আইন বলবৎ হইবার তারিখে, বলবৎ কোনও ভোটার-তালিকায থাকিবে এবং যাহারা অন্যভাবে নির্বাচক হইবার জন্য উপযুক্ত ও যোগ্য বিবেচিত হইবে, এই আইনের ২ ধারার ব্যবস্থাবলী তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

উপরোক্ত বিলের ১ ধারার দ্বারা যে আইনটিকে বাতিল করা হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত রূপ :

> যেহেতু ভোটাধিকার সংক্রান্ত আইনটির সংশোধন করা এবং পার্লামেণ্টারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অধীনে ভোটাধিকার সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে অভ্যস্ত নহে এমন এশীয় জাতিসমূহের লোকদিগকে ঐ আইন হইতে বাদ দেওয়া প্রয়োজন, সেইহেতু নাটাল বিধান পরিষদ্ ও বিধান সভা কর্তৃক আনীত, তাহাদের পরামর্শ-সম্বলিত ও সম্মতিপ্রাপ্ত এই বিলটি মহামহিমান্বিতা মহারানী কর্তৃক নিম্নলিখিত-ভাবে বিধিবদ্ধ হউক :
>
> ১। এই আইনের ২ ধারায় বাদ দেওয়া হইয়াছে এমন ব্যক্তিগণ ছাড়া এশীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিগণ ১৮৯৩ খৃীষ্টাব্দের সংবিধান আইনের ২২ ধারা বা বিধান সভার সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত আইনের এক্তিয়ারের মধ্যে কোনও নির্বাচকের তালিকায় বা

কোনও ভোটার-তালিকায় নিজ নাম লিপিবদ্ধ করাইবার জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না বা নির্বাচকরূপে ভোট দিতে পারিবে না।

২। এই আইনের ১ ধারায় উল্লিখিত শ্রেণীর যে সকল ব্যক্তির নাম এই আইন বলবৎ হইবার তারিখে বলবৎ কোনও ভোটার-তালিকায় থাকিবে এবং যাহারা অন্যভাবে নির্বাচক হইবার উপযুক্ত ও যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, উক্ত ধারার ব্যবস্থাবলী তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৩। ইহাকে অননুমত না করিতে মহারানী অনুগ্রহ করিয়াছেন, এই মর্মে **নাটাল গভর্ণমেণ্ট গেজেটে** একটি ঘোষণার দ্বারা গভর্নর যতদিন না বিজ্ঞপ্তি দিবেন, ততদিন এই আইন কার্যকরী হইবে না, এবং অতঃপর ঐ ঘোষণা বা অন্য কোনও ঘোষণার দ্বারা যেদিন গভর্নর বিজ্ঞপ্তি দিবেন, তাহার পর হইতে এই আইন কার্যকরী হইবে।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল তারিখে আলোচ্য বিল সম্পর্কে ভারতীয় সম্প্রদায়ের মতামতগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া একটি আবেদন[১] লেজিস্‌লেটিভ এসেম্ব্লির নিকট পেশ করা হইয়াছিল। ঐ আবেদনের একটি কপি "ক" চিহ্নিত করিয়া এই সঙ্গে সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইতেছে।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে বিলটির দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা হইয়াছিল। বক্তৃতাদানকালে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী স্যার জন রবিন্‌সন্ বলিয়াছিলেন যে, উপরোক্ত বিলে "নির্বাচনমূলক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান-সমূহের" পূর্বে "ভোটাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত" শব্দগুলি যোগ করিবার বিষয়ে আপনাদের সম্মতি আছে কিনা তাহা জানিবার জন্য মন্ত্রীরা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং আপনারা উহাতে সম্মত হইয়াছেন।

তাহার ফলে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে উক্ত আবেদনকারীগণ মাননীয় আপনার নিকট নিম্নলিখিত তারবার্তা প্রেরণ

> নাটাল ভোটাধিকার বিল বা গত রাত্রিতে প্রস্তাবিত মন্ত্রীসভা কর্তৃক উহার পরিবর্তন যাহাতে আপনি গ্রহণ না করেন, সেজন্য ভারতীয় সম্প্রদায় আন্তরিকভাবে আপনাকে অনুরোধ করিতেছে; স্মারকলিপি প্রস্তুত হইতেছে।

কিন্তু ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে তারিখে "কমিটির" অধিবেশনে মাননীয় স্যার জন রবিন্‌সন ঘোষণা করেন যে, মাননীয় আপনি "ভোটাধিকার" শব্দটির অব্যবহিত পূর্বে "পার্লামেণ্টারী" শব্দটি যোগ করা সম্পর্কে সম্মত হইয়াছেন।

[১] ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল তারিখ-সম্বলিত স্মারকলিপি, এই পুস্তকের ২৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সুতরাং এখন প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে বিলের পাঠ হইবে "**পার্লামেণ্টারী ভোটাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত** নির্বাচনমূলক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ।"

আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে এইরূপ মনে করে যে, ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে, এবং প্রকৃতপক্ষে সকল সম্প্রদায়ের পক্ষেই, বর্তমান বিলটি, উহার দ্বারা যে আইন বাতিল করা হইতেছে, তদপেক্ষা মন্দতর হইবে।

তাই আবেদনকারীগণ এই বিষয়ে ক্ষুব্ধ হইয়াছে যে, আপনি ঐ বিলটি অনুগ্রহপূর্বক অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের এই বিশ্বাস আছে যে, এই আবেদনে নিম্নে যে সকল তথ্য ও যুক্তি সন্নিবেশ করা হইতেছে, তাহা দেখিয়া আপনি আপনার মতামত পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

আবেদনকারীগণ আগাগোড়া এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে যে, ভারতে ভারতীয়গণ "নির্বাচনমূলক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ"-র সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু ভোটাধিকার প্রশ্ন সম্পর্কে যে সকল কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলি হইতে দেখা যায় যে, ভারতীয়গণের এইরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহ আছে বলিয়া আপনি মনে করেন না। আপনার মতামতের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রাখিয়া আবেদনকারীগণ উহার বিপরীত মতের সমর্থনে প্রদত্ত, "ক" সংযোজনায় উদ্ধৃত অংশগুলির প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহে।

বর্তমান বিল সম্পর্কে প্রদত্ত আপনার অনুমোদন এবং তৎসহ ভারতে "নির্বাচনমূলক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ" সম্পর্কে মাননীয় আপনার অভিমত নাটালে ভারতীয় সম্প্রদায়কে অত্যন্ত বিশ্রী ও বেদনাদায়ক অবস্থায় ফেলিয়াছে।

আবেদনকারীগণ বলিতে সাহস করে যে :

১। নাটালে ভারতীয়গণের ভোটাধিকার সংকোচ করিয়া কোনও আইন প্রণয়নের প্রয়োজন নাই।

২। যদি এই বিষয়ে কোনও সংশয় থাকে, তবে এইরূপ প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, তৎসম্পর্কে প্রথমে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা উচিত।

৩। প্রয়োজনীয়তা আছে, এইরূপ ধরিয়া লইলেও বর্তমান বিলটি সোজা-সুজি ও খোলাখুলিভাবে সেই সব অসুবিধা দূর করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

৪। এইরূপ প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এই অসুবিধার সমাধানের জন্য শ্রেণীবৈষম্যমূলক আইন-প্রণয়ন ছাড়া কোনও বিল কল্পনা করা যায় না, এই বিষয়ে যদি মহারানীর সরকার সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে যে

কোনও নাগরিক অধিকার বিলে ভারতীয় এই নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করাই শ্রেয়।

৫। বর্তমান বিল অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থক হওয়ায় ইহার ফলে অন্তহীন মামলা-মোকদ্দমার উদ্ভব হইবে।

৬। ইহার ফলে ভারতীয় সম্প্রদায় তাহার সাধ্যাতীত ব্যয়ভারে জড়াইয়া পড়িবে।

৭। আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, এই বিল ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতি প্রযুক্ত হইবে ধরিয়া লইলে, উহার কার্যকারিতার আওতা হইতে কোনও কোনও লোককে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য যে রীতির ব্যবস্থা উহাতে আছে, তাহা যথেচ্ছ, অসংগত, এবং তাহার ফলে ভারতীয় সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে মতবিরোধ হইবার সম্ভাবনা আছে।

৮। যে আইনটি বাতিল করা হইতেছে, তাহার মতই এই বিলেও ইয়োরোপীয় ও অন্যান্য লোকদের মধ্যে ক্ষোভজনক বৈষম্য সৃষ্টি করা হইয়াছে।

আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে বলিতে চাহে যে, নাটালে ভোটদাতাদের তালিকা বর্তমানে যেরূপ রহিয়াছে, তাহাতে ভারতীয় ভোটাধিকার সংকোচনের জন্য কোনও আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করা একান্তই অনাবশ্যক। মহারানীর প্রজাদের একটি বিরাট অংশকে যে বিলের সুবিধা-অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, সে সম্পর্কে অনাবশ্যক তাড়াহুড়া করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, ৯৩০৯ জন ইয়োরোপীয় ভোটারের স্থলে মাত্র ২৫১ জন ভারতীয় ভোটার রহিয়াছে। তন্মধ্যে ২০১ জন হয় ব্যবসায়ী, নয় কেরানী, সহকারী কর্মচারী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইত্যাদি এবং ৫০ জন বাগিচা শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রেণীর লোক, এবং এই সকল ভোটদাতার অধিকাংশই দীর্ঘকাল ধরিয়া এখানে বসবাস করিতেছে। আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, এই সংখ্যার দ্বারা বিধিনিষেধমূলক কোনও আইন প্রণয়ন সংগত বলিয়া প্রমাণিত হয় না। আলোচ্য বিলটি একটি সুদূর এবং সম্ভাব্য ও সম্ভবপর বিপদ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রচনা করা হইয়াছে। যে বিপদ নাই, তাহা আছে বলিয়াই প্রকৃত পক্ষে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। বিলের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার সূত্রপাত করিয়া মাননীয় স্যার জন রবিন্‌সন ভারতীয় ভোটের সংখ্যাধিক্যের দ্বারা ইয়োরোপীয় ভোটের প্রাধান্য নষ্ট হওয়া সম্পর্কে তাঁহার আশঙ্কাকে তিনটি কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যথা,

১। বর্তমানে যে বিলের দ্বারা নাগরিক অধিকার আইনটিকে বাতিল করা হইতেছে, সেই বিল সম্পর্কে মহারানীর সরকারের নিকট যে আবেদন পাঠানো হইয়াছিল, তাহাতে প্রায় ৯,০০০ ভারতীয় স্বাক্ষর করিয়াছিল, এই বিষয়টি।

২। কলোনিতে আসন্ন সাধারণ নির্বাচন।

৩। নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের অস্তিত্ব।

প্রথম কারণটি সম্পর্কে বলা যায়, এমন কি এই বিষয় সংক্রান্ত পত্রালাপে নাটাল সরকার এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ৯,০০০ স্বাক্ষরকারীই ভোটদাতাদের তালিকায় স্থান পাইতে চাহে। ঐ আবেদনের প্রথম অনুচ্ছেদটিই এই যুক্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট উত্তর। আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, ঐ স্বাক্ষরকারী ভারতীয়গণ কখনও ঐরূপ কিছু দাবি করে নাই। ইহা সুনিশ্চিত যে, তাহারা ভারতীয়গণের সামগ্রিকভাবে ভোটাধিকার বিলোপের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করিয়াছিল। আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে ইহা ভাবিতে সাহস করে যে, সম্পত্তিগত যোগ্যতা থাক বা না থাক, প্রত্যেকটি ভারতীয়ই এই বিলের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আবেদনকারীগণ স্বীকার করে যে, বিলের মাননীয় উত্থাপক প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয়গণের কিছু পরিমাণ সংগঠন শক্তি সম্পর্কে যে উল্লেখ করিয়াছেন, এই ব্যাপার হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। কিন্তু আবেদনকারীগণ সশ্রদ্ধভাবে বলিতে চাহে যে, সংগঠনশক্তি যতই প্রবল হউক না কেন, তাহা স্বাভাবিক অন্তরায়গুলি অতিক্রম করিতে পারিবে না। ৯,০০০ স্বাক্ষরকারীর মধ্যে, পূর্ব হইতে ভোটার-তালিকায় যাহাদের নাম আছে, তাহাদিগকে বাদ দিলে একশত জনেরও বৈধ সম্পত্তিগত যোগ্যতা নাই।

দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে মাননীয় উত্থাপক বলিয়াছেন :

> তিনি সদস্যগণকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারেন যে, শীঘ্রই একটি সাধারণ নির্বাচন হইবে, এবং কি তালিকার ভিত্তিতে সেই সাধারণ নির্বাচন হইবে, তাহা তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কতসংখ্যক ভারতীয় নির্বাচক আগামী নির্বাচনী তালিকায় থাকিবে বা না থাকিবে, ইহা তাঁহার বলিবার কথা নহে; কিন্তু সরকার মনে করেন যে, আর বিলম্ব না করিয়া এই প্রশ্নটিকে দৃঢ়তার সহিত ধরিবার এবং অবিলম্বে চিরতরে উহার সমাধান করিবার উপযুক্ত সময় আসিয়া গিয়াছে।

আবেদনকারীগণ মাননীয় সদস্যের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা রাখিয়াই বলিতে চাহে যে, এই সকল আশঙ্কার প্রকৃত কোনও ভিত্তি নাই। অভিবাসীগণের সংরক্ষকের ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের বিবরণ অনুসারে, কলোনির ৪৬,৩৪৩ জন ভারতীয়ের মধ্যে মাত্র ৩০,৩০৩ জন স্বাধীন ভারতীয়। তাহার সহিত, ধরুন, ৫,০০০ ব্যবসায়ী ভারতীয় অধিবাসী যোগ করা যাইতে পারে। এইভাবে যেখানে ৪৫,০০০-এর অধিক ইয়োরোপীয় আছে, সেখানে ইয়োরোপের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে এমন মাত্র ৩৫,০০০ ভারতীয় আছে। ইহা সহজেই বোঝা যায় যে, ১৬,০০০ চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়রা চুক্তিবদ্ধ থাকাকালে কখনও প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। কিন্তু ৩০,৩০৩ জন ভারতীয়ের অধিকাংশই চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের তুলনায় এক স্তর মাত্র উচ্চে রহিয়াছে। এবং আবেদনকারীগণ তাহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারে যে, এই কলোনিতে

এমন বহু সহস্র ভারতীয় আছে, যাহারা বৎসরে ১০ পাউণ্ড ভাড়া দেয় না। প্রকৃতপক্ষে, বহু সহস্র ভারতীয়কে ঐ পরিমাণ অর্থেই কোনক্রমে জীবন রক্ষা করিতে হয়। তাই আবেদনকারীগণ জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, আগামী বৎসর ভোটদাতাদের তালিকায় ভারতীয়দের সংখ্যাধিক্যে ভারসাম্য নষ্ট হইবার শঙ্কা কোথায়?

ভোটাধিকার বিলোপ করা হইবে বলিয়া গত দুই বৎসর ধরিয়া ভয় দেখানো হইয়াছে। সেই সময় হইতে নির্বাচক-তালিকা দুইবার সংশোধন করা হইয়াছে। পাছে তাহাদের অনেককে বাদ দেওয়া হয়, এই ভয়ে ভারতীয়গণের পক্ষে ভোট বৃদ্ধি করিবার জন্য অবহিত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তথাপি ভারতীয় সম্প্রদায়ের দিক্ হইতে ভোটদাতাদের তালিকায় একটি ভোটও সংযোজিত হয় নাই।

কিন্তু মাননীয় উত্থাপক আরও বলিয়াছেন যে :

> সদস্যগণ সম্ভবতঃ জানেন না যে, এই দেশে একটি প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। উহা নিজভাবে বেশ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, অতিশয় ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। যদিও কার্যতঃ একটি গুপ্ত প্রতিষ্ঠান। —তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের কথাই বলিতেছেন। এই প্রতিষ্ঠানটির বেশ মোটা তহবিল আছে। অতিশয় সক্রিয় ও সক্ষম ব্যক্তিদের দ্বারা উহা পরিচালিত হয়। এবং কলোনির ব্যাপারে বলিষ্ঠ রাজনৈতিক শক্তি প্রয়োগ করাই উহার স্বীকৃত উদ্দেশ্য।

আবেদনকারীগণ বলিতে সাহস করে যে, কংগ্রেস সম্পর্কে মূল্যায়ন তথ্যাবলীর দ্বারা যথাযথ বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। নাটালের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেসের অবৈতনিক সম্পাদকের মধ্যে যে পত্রালাপ হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, গোপনতার অভিযোগটি একটি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়াই করা হইয়াছে (ক্রোড়পত্র, ক, খ, গ, ঘ)।[১] এই মাসের ২০শে তারিখে তিনি বিধানসভায় এ বিষয়ে একটি বিবৃতিও দিয়াছেন।

কোনও আকারে বা প্রকারে "বলিষ্ঠ রাজনৈতিক শক্তি প্রয়োগ" করিবার ইচ্ছা বা চেষ্টাও কংগ্রেস করে নাই। কংগ্রেসের উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল; এইগুলি গত বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় প্রত্যেক কাগজেই প্রকাশিত হইয়াছিল :

"১। কলোনিবাসী ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়গণের মধ্যে উন্নততর পারস্পরিক বোঝাপড়া ঘটানো ও বন্ধুত্ব গড়িয়া তোলা।

২। সংবাদপত্রসমূহে লিখিয়া, পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া, বক্তৃতা দিয়া, এবং অন্যান্য নানাভাবে ভারত ও ভারতীয়গণ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় প্রচার করা।

৩। ভারতীয়গণকে, বিশেষতঃ কলোনিতে জাত ভারতীয়গণকে, ভারতীয়

[১] ৩০৮ ও ৩০৯ পৃষ্ঠাদ্বয় দ্রষ্টব্য।

ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষাদান করা এবং তাহাদিগকে ভারতীয় নানা বিষয় সম্পর্কে পর্যালোচনা করিতে প্রণোদিত করা।

৪। ভারতীয়রা যে সকল বিভিন্ন অভাব-অসুবিধা ভোগ করিতেছে, সেগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং সেই সকল অভাব-অভিযোগ দূর করিবার জন্য বিধিসম্মত সকল উপায়ে আন্দোলন করা।

৫। চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং বিশেষ অসুবিধাগুলির হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তাহাদিগকে সাহায্য করা।

৬। সকল প্রকার সংগত উপায়ে দরিদ্র ও দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করা।

৭। নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে ভারতীয়গণকে উন্নততর পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিবে, এমন সকল কিছুই সাধারণভাবে করা।

এইরূপে প্রতীয়মান হইবে যে, কংগ্রেসের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভকরা নহে, অধঃপতন প্রতিরোধ করা। তহবিল সম্পর্কে বলিতে গেলে, এই আবেদন লিখিবার সময়ে কংগ্রেসের ১,০৮০ পাউন্ড মূল্যের সম্পত্তি এবং ব্যাঙ্কে ১৪৮ পা. ৭ শি. ৮ পে. আমানত রহিয়াছে। এই তহবিল হইতে দাতব্যকার্য, আবেদন সমূহের মুদ্রণ ও অন্যান্য কাজের ব্যয়নির্বাহ হইবে। আবেদনকারীদের বিনীত অভিমত এই যে, কংগ্রেসের বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এই তহবিল যথেষ্ট নহে। তহবিলের অভাবে শিক্ষা-সংক্রান্ত কার্য অত্যন্ত ব্যাহত হইতেছে। সুতরাং আবেদনকারীগণ বলিতে সাহস করে যে, বর্তমান বিলে যে বিপদ হইতে রক্ষার চেষ্টা রহিয়াছে, সে বিপদের কোনও অস্তিত্ব নাই।

যাহাই হউক, আবেদনকারীগণ উপরোক্ত তথ্যগুলিকে কেবল তাহাদের কথার ভিত্তিতেই নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য মহারানীর সরকারকে অনুরোধ করিতেছে না। ঐ সকল তথ্যের কোনটি সম্পর্কে যদি কোনও সন্দেহ থাকে—এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি হইল এই যে, বহু সহস্র ভারতীয়ের ভোটদাতা হইবার প্রয়োজনীয় সম্পত্তিগত যোগ্যতা নাই,—তবে আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, সেইগুলি সম্পর্কে তদন্ত করা, বিশেষতঃ ৫০ পাউন্ড মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি আছে বা বৎসরে ১০ পাউন্ড ভাড়া দেয় এমন কতজন ভারতীয় কলোনিতে আছে, সে বিষয়ে সন্ধান লওয়া সমুচিত পন্থা হইবে। এইরূপ একটি হিসাব প্রস্তুত করিতে বেশী সময় বা অর্থ লাগিবে না, এবং উহা ভোটাধিকার সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের পক্ষে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। আবেদনকারীদের বিনীত অভিমত এই যে, অত্যন্ত তাড়াহুড়া করিয়া কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে তাহা সামগ্রিকভাবে কলোনির সর্বাধিক স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে এবং যে প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইবার মর্যাদা তাহারা লাভ করিয়াছে, তাহার মুখপাত্ররূপে আবেদন-

কারীগণ বিনীতভাবে মহারানীর সরকারকে নিশ্চয়তা দিতে পারে যে, আগামী বৎসরের সাধারণ নির্বাচনের ভোটার-তালিকায় একজনও ভারতীয় ভোটারকে স্থান দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিবার কোনও অভিপ্রায় তাহাদের নাই।

বর্তমান বিল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে একটি সম্ভবতঃ সরকারী প্রেরণায় লিখিত প্রবন্ধে সরকারী মুখপত্র, এই বিপদ যে "কাল্পনিক", এইরূপ মত সমর্থন করিয়াছে। উহা বলিতেছে :

তাহা ছাড়া আমরা নিশ্চিতভাবে বোধ করি যে, যদি এশীয়দের ভোট কখনও এই কলোনিতে ইয়োরোপীয় শাসনের স্থায়িত্বকে বিপন্ন করে, তবে সাম্রাজ্য-সরকার ঐরূপ কোনও অসুবিধার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় ও পন্থা আবিষ্কার করিবেন। ইয়োরোপীয় বংশোদ্ভূত নহে, এমন সকল ব্যক্তির ভোটাধিকার লাভের ক্ষেত্রে এই নূতন বিল কতিপয় সীমা আরোপ করিয়াছে, এবং এখন, এমন কি যখন দেশীয় আইনের আওতায় দেশী লোক ছাড়া সকল জাতি ও শ্রেণীর ব্রিটিশ প্রজার জন্য ভোটাধিকার লাভের পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে, তখন মোট ৯৫৬০ জন তালিকাভুক্ত ভোটারের মধ্যে মাত্র প্রায় ২৫০ জন ভারতীয় ভোটার-তালিকায় স্থান পাইয়াছে, অর্থাৎ ৩৮ জন ইয়োরোপীয় ভোটার পিছু একজন ভারতীয় ভোটার, এইরূপ আনুপাতিক হার রহিয়াছে। সুতরাং চিরকালের জন্য না হইলেও, সর্ব অবস্থায় দীর্ঘকালের জন্য এই বিল শ্বেতাঙ্গদের প্রয়োজনসমূহ মিটাইতে পারিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দক্ষিণ ক্যারোলিনায় ২১ বৎসরের অধিক বয়স্ক নিগ্রোদের সংখ্যা ১৩২,৯৪৯ এবং ২১ বৎসরের অধিক বয়স্ক শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা ১০৭,৫৬৭; তথাপি সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গগণ সেখানে শাসন-ক্ষমতা হস্তগত রাখিযাছে। প্রকৃত ব্যাপার হইল এই যে, সংখ্যা যাহাই হউক না কেন, উন্নততর জাতি চিরকালই শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিবে। **সুতরাং আমরা এইরূপ বিশ্বাসের পক্ষপাতী যে, ভারতীয় ভোট সংখ্যাধিক্যের জোরে ইয়োরোপীয় ভোটকে দাবাইয়া দিবে, এইরূপ বিপদ কাল্পনিক মাত্র।** আমরা এ বিষয়ে যতদূর জানি, তাহা হইতে এইরূপই ভাবিতে পারি যে, ভারত এমন একটি দেশ "যেখানে নির্বাচন-মূলক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ" রহিয়াছে বলিয়া ধরা হইবে। বস্তুতঃ, ভারতীয়গণ ঐরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও দায়িত্বের সহিত অপরিচিত বলিয়া যে যুক্তি প্রায়ই প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা প্রকৃতপক্ষে যথার্থ নহে, কারণ, ভারতে প্রায় ৭৫০টি পৌরসভা রহিয়াছে এবং সেগুলিতে ব্রিটিশ ও দেশীয় ভোটারগণ সমান অধিকার ভোগ করেন, এবং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ৯,৭৯০ জন দেশীয় লোক ও ৮৩৯ জন ইয়োরোপীয় পৌরসভার কমিশনার (সদস্য) ছিলেন।...যাহাই হউক, "নির্বাচনমূলক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ রহিয়াছে" এমন একটি দেশ হইতে ভারতের অধিবাসীরা আসিয়াছে মনে করা হইবে, এমনকি ইহাও যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও এখানে **ভোটের ভারসাম্য বিনষ্ট হইবার বিপদটি আদৌ সম্ভাব্য বলিয়া আমরা মনে করি না। কারণ, অতীত অভিজ্ঞতা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে-শ্রেণীর ভারতীয়রা এখানে আসিয়াছে, তাহারা সাধারণতঃ ভোটাধিকার লইয়া মাথা ঘামায় না, এবং, তাহা ছাড়া, তাহাদের অধিকাংশেরই এমন কি প্রয়োজনীয় সামান্য সম্পত্তিগত যোগ্যতাও নাই।** এই সকল বিষয় ছাড়াও, আমরা যে-সাম্রাজ্যের একটি অংশ, সেই সাম্রাজ্যের কতকগুলি দায়িত্ব ও কর্তব্য রহিয়াছে, এবং তাহা ভোটাধিকারের মতো একটি সুযোগ-

সুবিধা ভোগ হইতে ভারতীয়গণকে ভারতীয় হিসাবে বাদ দিতে পারে না। সুতরাং, আমরা এই ব্যাপারে যতখানি জড়িত, তাহাতে এইরূপ মনোভাব আমাদের অধিকার-বহির্ভূত বলিয়া উহা বর্জন করা যাইতে পারে। নূতন আইনে সংকোচনমূলক ব্যবস্থাগুলি যদি ভোটার-তালিকায় অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তিদের প্রবেশ রোধ করিতে না পারে, তাহা হইলে ভোটাধিকার লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা আরও বাড়াইয়া দিতে আমাদের কোনও বাধা নাই। বর্তমানে উহার মান খুবই নিচু রহিয়াছে। তাই সম্পত্তি-গত যোগ্যতা সহজেই বাড়ানো যাইতে, এমনকি দ্বিগুণ করা যাইতে পারে, এবং শিক্ষাগত পরীক্ষার ব্যবস্থাও আরোপ করা যাইতে পারে। উহাতে ভোটার-তালিকা হইতে একজনও ইয়োরোপীয় বাদ পড়িবে না, কিন্তু ভারতীয় ভোটারদের উপর উহার ব্যাপক ক্রিয়া দেখা দিবে। ধরুন, ১০০ পাউণ্ড মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি আছে বা বার্ষিক ২০ পাউণ্ড ভাড়া দেয় এবং ইংরেজী পড়িতে ও লিখিতে পারে, এমন ভারতীয়ের সংখ্যা অত্যল্প হইবে এবং এই ব্যবস্থাও যদি ব্যর্থ হয়, তবে মিসিসিপি পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে বা অবস্থা অনুযায়ী উহার কিছু পরিবর্তন করিয়া লইতে আমাদের কোনও বাধা নাই। (৫ই মার্চ, ১৮৯৬)

সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, সরকারী মুখপত্র অনুসারে, ভোটার-তালিকায় ভারতীয়দের বহু সংখ্যায় অযথা প্রবেশ বন্ধ করিবার পক্ষে বর্তমান সম্পত্তিগত যোগ্যতার মানই যথেষ্ট উচ্চ রহিয়াছে, এবং ভারতীয় সম্প্রদায়কে ব্যস্ত-বিব্রত করা, তাহাদিগকে ব্যয়বহুল মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত করাই—এই বিলের একমাত্র উদ্দেশ্য।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের *মরিসাস আলমানাক* অনুসারে, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐ দ্বীপে অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ২৫৯,২২৪ ভারতীয় এবং 'সাধারণ অধিবাসী' এই শীর্ষকে ১০৬,৯৯৫।

সেখানে ভোটাধিকারের যোগ্যতা নিম্নলিখিতরূপ :

প্রত্যেকটি পুরুষ নিম্নলিখিত যোগ্যতাগুলি থাকিলে যে কোনও নির্বাচনী এলাকার জন্য যে কোনও বৎসর ভোটার-রূপে তালিকাভুক্ত হইতে পারিবে, এবং তালিকাভুক্ত হইলে, ঐ নির্বাচনী এলাকার জন্য পরিষদের সদস্য নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবে। যোগ্যতাগুলি হইল এই :

১। তাহার বয়স একুশ বৎসর হইয়াছে।

২। তাহার আইনগত কোনরূপ অক্ষমতা নাই।

৩। সে জন্ম বা নাগরিকত্ব গ্রহণের ফলে ব্রিটিশ প্রজা।

৪। সে তালিকাভুক্ত হইবার তারিখের অন্ততঃপক্ষে তিন বৎসর পূর্ব হইতে কলোনিতে বাস করিতেছে এবং তাহার নিম্নলিখিত যোগ্যতাগুলির কোনও একটি রহিয়াছে :

(ক) প্রত্যেক বৎসরের ১লা জানুয়ারি তারিখে এবং তৎপূর্ববর্তী পঞ্জিকাগত ছয় মাসকাল সে ঐ এলাকায় ঐ সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল প্রকার কর ও অন্যান্য খরচ-খরচা মিটাইবার পরও বার্ষিক ৩০০ ও মাসিক ২৫ টাকা মূল্যের সম্পত্তির অধিকারী রহিয়াছে।

(খ) সে তালিকাভুক্ত হইবার তারিখে এবং ১লা জানুয়ারির পূর্ববর্তী পঞ্জিকা-গত ছয় মাস ধরিয়া ঐ এলাকায় অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির জন্য মাসিক অন্ততঃপক্ষে ২৫ টাকা হারে ভাড়া দিতেছে ও দিয়াছে।

(গ) সে ঐ বৎসরের ১লা জানুয়ারির পূর্ববর্তী পঞ্জিকাগত তিন মাসকাল যাবৎ ঐ এলাকায় বাস করিয়াছে, অথবা তথায় তাহার প্রধান ব্যবসায়-স্থান বা নিয়োগস্থান রহিয়াছে এবং কলোনিতে তাহার অন্ততঃপক্ষে ৩০০০ টাকা মূল্যের অস্থাবর সম্পত্তি আছে।

(ঘ) সে উপরোক্ত যোগ্যতাসমূহের যে কোন একটির অধিকারী এমন কোনও বিধবার জ্যেষ্ঠপুত্র।

(ঙ) সে ঐ বৎসরের ১লা জানুয়ারির পূর্ববর্তী পঞ্জিকাগত তিন মাসকাল যাবৎ ঐ এলাকায় বাস করিতেছে বা তথায় তাহার প্রধান ব্যবসায়-স্থান বা নিয়োগস্থান রহিয়াছে এবং সে বার্ষিক অন্ততঃপক্ষে ৬০০ টাকা বা মাসিক অন্ততঃপক্ষে ৫০ টাকা মাহিনা পায়।

(চ) ঐ বৎসরের ১লা জানুয়ারির পূর্ববর্তী পঞ্জিকাগত তিন মাসকাল যাবৎ সে ঐ এলাকায় বাস করিতেছে বা তথায় তাহার প্রধান ব্যবসায়-স্থান বা নিয়োগস্থান রহিয়াছে এবং সে বার্ষিক অন্ততঃপক্ষে ৫০ টাকা লাইসেন্স কর দেয়।

এইরূপ শর্তে যে—

১। যদি কোনও ব্যক্তি আমাদের ডোমিনিয়নসমূহের কোনও আদালত কর্তৃক মিথ্যা সাক্ষ্যদানের জন্য দণ্ডিত হয়, বা ঐরূপ কোনও আদালত কর্তৃক প্রাণদণ্ডে বা সশ্রম কারাদণ্ডে বা বারো মাসের অধিককাল মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, এবং যদি সে প্রদত্ত দণ্ড বা উপযুক্ত ক্ষমতাধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক ঐ দণ্ডের পরিবর্তে প্রদত্ত অপর দণ্ড ভোগ না করে বা আমাদের নিকট হইতে মার্জনা লাভ না করে, তবে সেই ব্যক্তি ভোটার-রূপে তালিকাভুক্ত হইতে বা পরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে পারিবে না।

২। যদি কোনও ব্যক্তি ঐ বৎসরের ১লা জানুয়ারি তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পঞ্জিকাগত বারো মাসের মধ্যে জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট বা স্থানীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হইতে প্রদত্ত সাহায্য গ্রহণ করে, তবে সেই ব্যক্তি সেই বৎসর ভোটার-রূপে তালিকাভুক্ত হইতে পারিবে না।

৩। যদি কোনও ব্যক্তি তালিকাভুক্তকারী কর্মচারী বা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে তাহার তালিকাভুক্ত হইবার দাবী-পত্রে তাহার নিজের হাতে নাম স্বাক্ষর না করে বা তাহাতে ঐরূপ স্বাক্ষরের তারিখ এবং তালিকাভুক্ত হইবার যোগ্যতা না লিখে, তবে সেই ব্যক্তি ঐ বৎসর ভোটার-রূপে তালিকাভুক্ত হইতে পারিবে না।

৪। যদি কোনও ব্যক্তি যে এলাকায় সে বাস করে, সেই এলাকায় (গ), (ঘ), (ঙ) ও (চ) যোগ্যতার বলে তালিকাভুক্ত হইবার দাবী করে, তবে সেই ব্যক্তি ঐ যোগ্যতার বলে যে এলাকায় তাহার ব্যবসায়-স্থান বা নিয়োগস্থান রহিয়াছে, সেই এলাকায় তালিকাভুক্ত হইতে পারিবে না। পাল্টা অবস্থাতেও অনুরূপ ব্যবস্থা হইবে।

মরিসাসে ভারতীয় অধিবাসীর সংখ্যা সাধারণ অধিবাসীদের সংখ্যার দ্বিগুণ এবং নাটালে ভারতীয়গণ যে শ্রেণীভুক্ত, মরিসাসে ভারতীয়গণ সেই শ্রেণীভুক্ত

হওয়া সত্ত্বেও, এই সকল যোগ্যতার ব্যবস্থা থাকায়, মরিসাসে কোনও গোলযোগ হয় নাই। মরিসাসে ভারতীয়গণ আবার নাটালের ভারতীয়গণ অপেক্ষা অনেক অধিক সমৃদ্ধ।

যাহাই হউক, যদি ধরিয়া লওয়া যায়, ভারতীয় ভোটাধিকার সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রহিয়াছে, তথাপি আবেদনকারীগণ সশ্রদ্ধভাবে বলিতে চাহে যে, বর্তমান বিলটি সরল ও অকপটভাবে সেই প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে না। নাটালের মাননীয় ও বিজ্ঞ এটর্নি-জেনারেল দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিতর্ককালে বর্তমান আইনটিকে ঈষৎ পরিবর্তিত করিবার পরামর্শ প্রসঙ্গে এইরূপ নাকি বলিয়াছেন :

> তিনি উহা করিতে সম্মত হইতেছেন না এই কারণে যে, উহাতে দেখায়, ইহা যেন পরোক্ষভাবে ও চুপিচুপি করা হইতেছিল, কিন্তু সরকার ইহা প্রকাশ্য দিবালোকে করিতে চাহিয়াছিলেন।

বর্তমান বিলটি কাহাকেও কিছু জানিতে দেয় না। এই বিলটি যেভাবে পাস করা হইতেছে, তাহার অপেক্ষা "পরোক্ষভাবে ও চুপি-চুপি" কিছু করিবার শ্রেষ্ঠতর পদ্ধতি কল্পনা করাও কঠিন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখের **দি নাটাল এড্ভার্টাইজার** পত্রিকা বলেন :

> "...বর্তমান বিলটি পরোক্ষ ব্যবস্থা ছাড়া আর কি? গত অধিবেশনে যে ব্যবস্থা-সম্পন্ন করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল, তাহাকে চুপিচুপি ও পরোক্ষভাবে কার্যকরী করিতে প্রয়াস পাওয়াই হইল ইহার সমগ্র উদ্দেশ্য। মিঃ এস্কোম্ব্ স্বীকার করিয়াছিলেন যে, সেই ব্যবস্থাটি নৃশংসভাবে রূঢ় হইয়াছিল এবং উহাকেই সাম্রাজ্যিক সরকারের অনুমোদন না পাইবার কারণরূপে তিনি সঙ্গতভাবেই নির্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি আরও স্বীকার করিয়াছিলেন যে, সেই "নৃশংস" বিলটির যে উদ্দেশ্য ছিল, ঠিক সেই উদ্দেশ্যই এই বিলটির রহিয়াছে, কেবলমাত্র ইহাতে ইহার উদ্দেশ্য সৎ ও সরলভাবে বিবৃত করা হয় নাই; অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্য সরাসরি সিদ্ধ হওয়া স্পষ্টতঃই সম্ভব নহে, তাহাই এই বিল চুপিচুপি ও পরোক্ষভাবে করিবার চেষ্টা করিতেছে।

নাটালে ভারতীয় ভোটাধিকার সংকোচনের জন্য আইন প্রণয়নের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মহারানীর সরকারের যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, শ্রেণী-বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়ন ভিন্ন এই প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে না ভাবিয়া মহারানীর সরকার যদি স্থির সন্তুষ্ট হন, তাহা ছাড়া, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের সহৃদয় ঘোষণাটি সত্ত্বেও ইয়োরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের প্রতি যে ব্যবহার করা হইয়া থাকে, সেইরূপ সম-ব্যবহার ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাদের প্রতি না করিলেও চলিতে পারে, কলোনির ইয়োরোপীয় অধিবাসীদের এই মত যদি মহারানীর সরকার গ্রহণ করেন, তবে আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, এইরূপ দ্ব্যর্থক

আইন-প্রণয়নের দ্বারা মামলা-মোকদ্দমা ও গোলযোগের দ্বার উন্মুক্ত রাখা অপেক্ষা যে সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভারতীয়দের ভোগ করা উচিত নহে বলিয়া মহারানীর সরকার মনে করেন, সেই সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা হইতে ভারতীয় এই নাম উল্লেখ করিয়া ভারতীয়দিগকে বাদ দেওয়াই নিশ্চয় অধিকতর শ্রেয় ও অধিকতর সন্তোষজনক হইবে।

সম্মতি দেওয়া হইলে, তাহার ফলে উহার দ্ব্যর্থকতার জন্য মামলা-মোকদ্দমার যে উদ্ভব হইবে, তাহা একটি সর্বজনস্বীকৃত ব্যাপার। ভারতীয় ভোটাধিকার প্রশ্নটির যে, নাটালের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষায়, "চিরতরে সমাধান" হওয়া উচিত, ইহা যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সেকথাও সকলে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি নাটালের জনমতের যাঁহারা নেতৃত্ব করেন, তাঁহাদের অধিকাংশের মতে, এই বিলের দ্বারা ঐ প্রশ্নের চিরতরে সমাধান হইবে না।

ভারতবর্ষে ভারতীয়গণের যে পার্লামেণ্টারী ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নির্বাচনমূলক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ রহিয়াছে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বহু বিশদ ও হুবহু উদ্ধৃতি দানের পর, নাটাল বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা মিঃ বিন্‌স্ বলেন :

> তিনি আশা করেন, এই বিল যে সেই কারণে অন্যায়, তাহা তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ আছে এবং নির্বাচনমূলক নীতি স্বীকৃত হয়। ভারতীয়দের পার্লামেণ্টারী ভোটাধিকার আছে এবং সেখানে বিপুল পরিমাণে পৌর ভোটাধিকার আছে। এই ভোটাধিকার স্থানীয় শাসনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। আর তাহাই যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে তাহাদের জন্য এই বিল পাস করিয়া লাভ কি! তিনি বিধানসভায় যে সকল তথ্য বিবৃত করিয়াছেন, সেগুলি তিনি সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে সাধ্যমত গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহ যে ভারতে আছে, তাহা এই সকল তথ্য চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিয়াছে। এই একটি বিষয়ে কোনও সংশয় নাই যে, যদি এই ধরনের একটি বিল আইনে পরিণত হয়, **তবে উহা অন্তহীন মামলা-মোকদ্দমা, অসুবিধা ও গোলযোগের সৃষ্টি করিবে। বিলটি যথেষ্ট পরিমাণে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নহে।** তাঁহারা অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কিছু চাহেন। তিনি এই প্রশ্নের সমাধান দেখিতে এবং সমাধানের জন্য সকল প্রকারে সাধ্যমত সাহায্য করিতে চান। কিন্তু তিনি মনে করেন যে, **এই বিল ভ্রান্ত নীতির ভিত্তিতে রচিত হইয়াছে,** উহাতে এমন সব তথ্য রহিয়াছে, **যাহা নির্ভুল নহে, এবং উহা অন্তহীন মামলা-মোকদ্দমা, অসুবিধা ও গোলযোগের সৃষ্টি করিবে।** এই বিলের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার সমর্থনে ভোট দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

বিধানসভার অন্যতম প্রধান সদস্য এবং নাটালের অন্যতম প্রধান আইনজীবী মিঃ বেল্‌ কলোনির সাধারণ আইন অনুসারে ভারতীয়দের ভোটাধিকার থাকার বিরোধী হইলেও, তিনি মিঃ বিন্‌সের সহিত একমত হইয়া এই বিল পাস না

করিবার জন্য ভারতীয়দের এবং সাধারণভাবে কলোনির পক্ষ হইতে পরিষদের নিকট আন্তরিকভাবে এইরূপ আবেদন করেন যে

> ইহা মামলা-মোকদ্দমা ঘটাইবে, বৈরিভাব সৃষ্টি করিবে এবং ভারতীয়দের নিজেদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিবে। তাহা ছাড়া, ইহা প্রিভি কাউন্সিলে নানা আবেদন পাঠাইবার কারণ হইবে এবং এই পরিষদের সদস্য নির্বাচন ব্যাহত করিবে। এই ব্যবস্থার ফলে যে সকল বৃহৎ সমস্যা দেখা দিবে, সেগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি আশা করেন যে, এই বিলের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা আর অগ্রসর হইবে না।

৮ই মে তারিখের **দি নাটাল উইট্‌নেস** পত্রিকা অবস্থাটির বর্ণনা সংক্ষেপে এইরূপ দিয়াছেন :

> এই বিল বর্তমানে যেভাবে রহিয়াছে, সেইভাবে যদি আইনে পরিণত হয়, তবে কলোনি গুরুত্বপূর্ণ মামলা-মোকদ্দমায় জড়াইয়া পড়িবে—আমাদের এই সতর্কবাণী মিঃ বিন্‌স্‌ ও মিঃ বেলের সমর্থন লাভ করিয়াছে এবং মিঃ স্মিথের নেই-রুটির চেয়ে ভালো যে অর্ধেক রুটি, তাহা ঐ কঠিন মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে। এই বিলের ফলে যে সকল অতীব সূক্ষ্ম প্রশ্ন দেখা দিবে এবং আইনের আশ্রয় লইবার সম্ভাবনা দূর করিবার জন্য বিলের শব্দগুলি পরিবর্তন না করিলে, সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ঐ সকল প্রশ্নের বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহে সংগ্রাম চলিবে, সেগুলি বিবেচনা করিয়া আমরা ভাবিতে বাধ্য হইতেছি যে, মহারানীর আইন সংক্রান্ত পরামর্শদাতাদের দ্বারা এই বিলটি বিবেচিত হয় নাই। এই প্রশ্নগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি রহিয়াছে : যে আইন ইংলণ্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণ আইনের বিরোধী, কলোনি কি সেই আইন বিধিবদ্ধ করিতে পারে? ব্রিটিশ ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজা কিনা? অর্থাৎ এই বিলের ফলে সাম্রাজ্যে ব্রিটিশ ভারতের মর্যাদা কি, সেই সমগ্র প্রশ্নই উত্থাপিত হইবে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ঘোষণা প্রচারিত হইবার পর সেই দলিলের দ্বারা প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা-সমূহের কোনও অংশ কি নাটালে প্রণীত বিশেষ আইনসমূহ প্রত্যাহার করিতে পারে?

**দি নাটাল এডভার্টাইজার** ৮ই মে তারিখে উহার প্রধান প্রবন্ধে বিলটির দ্ব্যর্থকতা ও অস্পষ্টতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিবার পর বলে যে :

> প্রকৃত অবস্থা হইল এই যে, বর্তমান বিলের প্রতিটি লাইনের পশ্চাতে বহু বিতর্কমূলক বিষয় আত্মগোপন করিয়া আছে। এইগুলি একদিন বাহিরে আসিবে এবং এই কলোনিতে ভোটের ব্যাপারে ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়দের মধ্যে সংগ্রামকে উহা বহু বৎসরের জন্য, এবং সম্ভবতঃ অধিকতর তিক্ততার সহিত, স্থায়ী করিবে।

এই ভয়ংকর ভাবী অবস্থার হাত হইতে—এই নিয়ত আন্দোলনের হাত হইতে—এবং যে বিপদ নাই তাহা এড়াইবার জন্য এই যে এত কিছু করা হইতেছে, তাহা হইতে, যদি সমগ্র কলোনিকে না-ও হয়, তবে ভারতীয় সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার জন্য মহারানীর সরকারের নিকট আবেদনকারীগণ আবেদন করিতেছে।

এইরূপ সংগ্রামের জন্য যে ব্যয় হইবে, তাহা যে ভারতীয় সম্প্রদায়ের

ক্ষমতার বাহিরে, সে কথা যুক্তি দিয়া প্রমাণ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। সমগ্র সংগ্রামটি অসম হইতেছে।

তাহা ছাড়া "পার্লামেণ্টারী ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন-মূলক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ" ভারতীয়দের নাই বলিয়া উচ্চতম আইনজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল তাঁহাদের মত দিয়াছেন, এই কথা যদি ধরিয়াও লওয়া যায়, তাহা হইলেও আবেদনকারীদের বিনীত অভিমত এই যে, যে পদ্ধতিতে ভারতীয়গণ ভোটার-তালিকায় স্থান পাইতে পারিবে, তাহা সকল দিক হইতে অসন্তোষজনক হইয়াছে।

বিলের যে অংশে গভর্নরের উপর ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে, সেই অংশ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে **দি নাটাল উইট্‌নেস** বলে :

"...ইহা শ্রেষ্ঠ সাংবিধানিক নীতিগুলির উপর আক্রমণ করিয়াছে এবং নাটালের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনের মধ্যে, বলা যায়, একটি অজ্ঞাত বিষয় প্রবিষ্ট করাইয়াছে—অর্থাৎ তৃতীয় অনুচ্ছেদে ছয়জন লইয়া গঠিত একটি নির্বাচকমণ্ডলী ভোটার তালিকাভুক্ত করিবার জন্য যোগ্য ও উপযুক্ত এশীয়দিগকে বাছিয়া লইবে, এইরূপ যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহার ফলাফল কিভাবে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের উপর গিয়া পড়িবে।...মন্ত্রীসভার মাথায় একটি ধারণা (অর্থাৎ পরোক্ষ নির্বাচনের ধারণা) ঢুকিয়াছে মনে হয়। কিন্তু নিজদিগকে ও গভর্নরকে এইরূপে পরোক্ষ নির্বাচকমণ্ডলীতে পরিণত করিয়া তাঁহারা নিঃসন্দেহে কেবল ধৃষ্ট নহে, অত্যন্ত অনুচিত একটি কার্যও করিতেছেন।

ঐ একই প্রশ্নে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া উহা বলিয়াছে :

বিধানসভা এই বিল পাস করিয়া জনসাধারণের নিকট প্রশংসা লাভ করেন নাই। এই বিল সম্পর্কে অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় সদস্যই সন্দিহান রহিয়াছেন। তাঁহারা ইহার মধ্যে একটি জোড়াতালি লক্ষ্য করিয়াছেন। এই জোড়াতালি সম্পূর্ণরূপে বিফল হইতে পারে। এবং এই বিল যখন সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন আমরা বলিয়াছিলাম যে, ইহা যেমন বিধানসভার অধিকারসমূহের উপর আক্রমণ, তেমনই সাংবিধানিক নীতি-গুলির উপরও আক্রমণ। ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, এই সকল নীতিকে অক্ষুণ্নরূপে রক্ষা করিবার পবিত্র প্রতিশ্রুতিতে সকল সদস্যই আবদ্ধ আছেন। কোন কোন সদস্যকে শেষ আপত্তিটির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। মিঃ বেল বলিয়াছেন যে, ভোটাধিকার কেবল জনসাধারণের হস্তেই ন্যস্ত হইতে পারে, তাই উহাকে গভর্নর ও মন্ত্রীসভার হস্তে ন্যস্ত করা উচিত নহে। অবশ্য, জনসাধারণের প্রতিনিধিরাই ঐ অধিকার প্রয়োগ করিতে পারে।...কিন্তু সংবাদপত্র কেবল বর্তমান আইনসভার কথাই চিন্তা করে না, ভবিষ্যৎ সকল আইনসভার কথাও চিন্তা করে।... একটি মহান্ সাংবিধানিক নীতি একবার ভঙ্গ করা হইলে, তাহা যতই সামান্য পরিমাণে হউক না কেন, ক্ষমতালোভী সরকার কর্তৃক সেই ভাঙন বিস্তৃততর হইবার আশু আশঙ্কা রহিয়াছে।

ইয়োরোপীয়গণের দৃষ্টিতে ইহাই হইল আপত্তি। উহার সহিত একমত হইলেও, আবেদনকারীগণের ঐ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নীতি সম্পর্কে অধিকতর

গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি রহিয়াছে। ভারতীয় সম্প্রদায় দেখিতে চাহিতেছে, ভোটার-তালিকায় কতজন ভারতীয় ভোটার স্থান পাইল, ইহাই বড় কথা নহে। ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে তাহাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাসমূহ এবং ইয়োরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের সহিত সমান **মর্যাদাদানের** যে প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ ভারতীয়গণকে একাধিক বার মহামহিমান্বিতা মহামান্য সম্রাজ্ঞী দিয়াছেন এবং তৎসম্পর্কে নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায়কে মহারানীর সরকার মাননীয় প্রাক্তন প্রধান উপনিবেশ সচিবের বিশেষ নির্দেশনামায় যে প্রতিশ্রুতি বিশেষভাবে দিয়াছেন, তাহা রক্ষা করাই বড় কথা। যদি অন্যান্য ব্রিটিশ প্রজারা কতিপয় যোগ্যতা থাকায় অধিকাররূপে ভোটাধিকার দাবী করিতে পারে, তবে আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতে চাহে যে, ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজারা তাহা পারিবে না কেন?

পদ্ধতিটি জটিল এবং ইহা ভোটাধিকার আন্দোলনকে চিরদিন জীয়াইয়া রাখিবে। তাহাছাড়া, ইহা আন্দোলনটিকে ইয়োরোপীয়গণের নিকট হইতে ভারতীয়গণের নিকট হস্তান্তরিত করিবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা কালে বিধানসভার বক্তৃতাগুলি হইতে দেখা যাইতেছে যে, সপারিষদ্ গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক আদৌ যদি ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়, তবে তাহা অত্যল্প পরিমাণেই হইবে।

ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মতদ্বৈধ সৃষ্টি করিবার জন্য ইহা করা হইয়াছে। কারণ, যে আবেদনকারীকে বাতিল করা হইবে, সে যদি মনে করে যে, সে অন্য ভারতীয় আবেদনকারীর সহিত সমান গুণসম্পন্ন, তবে সেই অন্য আবেদন-কারীকে সুবিধা দিলে সে ক্রুদ্ধ হইবে।

মাননীয় আপনার ভোটাধিকার সংক্রান্ত নির্দেশনামায় ভারতীয়গণের পক্ষে ভোটাধিকার লাভের অধিকারী হইবার জন্য শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা ও বৈষয়িক স্বার্থের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, যদি কিছু পরিমাণ শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা ও বৈষয়িক স্বার্থ কলোনিতে ভারতীয়ের ভোটার হইবার যোগ্য হইবার পক্ষে যথেষ্ট হয়, তবে ঐ ক্ষমতা সপারিষদ্ গভর্নরের হস্তে ছাড়িয়া না দিয়া, ঐরূপ একটি পরীক্ষার প্রবর্তন করা চলিতে পারে। এই প্রসঙ্গে আবেদনকারীগণ **দি নাটাল মার্কারি** পত্রিকার পূর্বে উদ্ধৃত প্রধান প্রবন্ধটির একাংশের প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহে। যাহারা এই বিলের কার্যকারিতার আওতায় আসিবে, তাহাদের কি কি যোগ্যতার প্রয়োজন, তাহা যদি বলা হইত, তবে বিলের ঐ অংশের বিতর্ক-মূলক ভাবটি দূর হইত, এবং যাহারা এই বিলের কার্যকারিতার আওতায় আসিবে, তাহারা ঠিক জানিতে পারিত ভোটদানের অধিকারী হইবার জন্য

তাহাদের কি কি যোগ্যতা থাকা দরকার। ৮ই মে তারিখের **দি নাটাল এডভার্টাইজার** পত্রিকায় অবস্থাটি সুন্দরভাবে সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে :

> কতিপয় ভারতীয়কে ভোটার তালিকায় স্থান দেওয়ার অধিকার সপরিষদ্ গভর্নরের থাকিবে,—এই ব্যবস্থাটির মধ্যে বর্তমান বিলের কাপট্যের আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। অসামর্থ্য হইতে অব্যাহতি দেওয়ার এই ক্ষমতাটি মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হইবে, যতই অল্প পরিমাণে হউক না কেন, তবু ব্যবহৃত হইবে, সাম্রাজ্য সরকার যাহাতে এইরূপ ভাবেন, সেই ধারণার বশবর্তী হইয়াই স্পষ্টতঃ এই অনুচ্ছেদটি ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তথাপি এটর্নি-জেনারেল ঘোষণা করিয়াছেন যে, "যাহাই হউক, তিনি ইহা উল্লেখ করিতে চাহেন যে, বর্তমান বিল অনুসারে সপরিষদ্ গভর্নরের মাধ্যমে ভিন্ন এইরূপ পরিস্থিতিতে কাহাকেও গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। মন্ত্রীদের দায়িত্বের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা সম্প্রদায়ের সকল অংশই বুঝিতে শুরু করিয়াছে, এবং তাহারা বেশ জানে যে, মন্ত্রীরা যদি ভারতীয় নির্বাচক ঢুকাইয়া নির্বাচন ক্ষেত্রগুলিকে শিথিল করিয়া তুলিবার দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করেন, তবে পক্ষকালের বেশী তাঁহারা তাঁহাদের গদিতে থাকিতে পারিবেন না।" তিনি আরও বলেন যে, "ইয়োরোপীয় জাতির লোকদের মধ্যে দেশের নির্বাচক তালিকা সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ থাকুক, এই দাবী ছাড়া আর কোন কথাই সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় ধ্বনিত হইবে না। ইহা হইতেই তাহাদের আরম্ভ এবং আগাগোড়া এই লক্ষ্যই তাহাদের সম্মুখে রহিয়াছে।"...মন্ত্রীদের এই সকল ঘোষণার যদি কোনও অর্থ থাকে, তবে তাহা হইল এই যে, অব্যাহতি দানের ক্ষমতা প্রয়োগের কোনও ইচ্ছাই সরকারের নাই। তবে কেন উহাকে বিলে স্থান দেওয়া হইয়াছে? যে ধারাটিকে ধারার প্রণয়নকারীরা উহা অপ্রযোজ্য রাখা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, তাহা ঢুকাইয়া দেওয়ায় কি অন্ততঃপক্ষে একটা কপটতার ভাব, বা আরও সুস্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, পরোক্ষ কৌশল প্রয়োগের ভাব রহিয়া যাইবে না?

এই বিলের কার্যকারিতার আওতা হইতে অব্যাহতি পাইবার অনুমতি লাভের জন্য আবেদন করা এবং সেই সঙ্গে ঐ আবেদন বাতিল হইবার সম্ভাবনার ঝুঁকি লওয়া কোনও ধনী ভারতীয় বণিকের পক্ষে আনন্দদায়ক হইবে না। কলোনির সাধারণ আইন অনুসারে অনুরূপ অবস্থায় যদি অ-ইয়োরোপীয়রা ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে না পারে, তবে এখনও পর্যন্ত যে সকল দেশে পার্লামেণ্টারী ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন-মূলক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ নাই, সেই সকল দেশ হইতে আগত ইয়োরোপীয়রা কেন ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে, তাহা বোঝা কঠিন।

সরকারের মতে, বর্তমান বিল একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা। দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনাকালে মাননীয় ও বিজ্ঞ এটর্নি-জেনারেল বলিয়াছেন, "তাঁহাদের বিশ্বাসের, দৃঢ় বিশ্বাসের, প্রতিপন্থী হইয়া এ বিলটি যে উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে, তাহা করিতে এই বিল যদি অসমর্থ হয়, তবে কলোনিতে কখনও শান্তি থাকিবে না," ইত্যাদি। সুতরাং এই বিলটিই শেষ নহে। তাই আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, এই অবস্থায় শ্রেণীবৈষম্যমূলক আইন

প্রণয়নের আশ্রয় না লইয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য সমস্ত উপায় পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় এবং সেগুলি ব্যর্থ হয় (ধরিয়া লওয়া যাইতেছে যে, ভারতীয় ভোটের দ্বারা অভিভূত হইয়া ইয়োরোপীয় ভোটের প্রাধান্য নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে), ততক্ষণ বর্তমান বিলের মতো কোনও বিল পাস করা উচিত হইবে না। আবেদনকারীগণ বলিতে সাহস করে যে, এই প্রশ্নটি মহারানীর কেবল মুষ্টিমেয় প্রজার সহিত জড়িত নহে, ইহা মহারানীর সুবিশ্বস্ত ৩০০,০০০,০০০ প্রজার সহিত জড়িত। কতসংখ্যক বা কি ধরনের ভারতীয় ভোটাধিকার পাইবে, তাহাই প্রশ্ন নহে; আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে বলিতে চাহে যে, ব্রিটিশ ভারতীয়গণ ভারতের বাহিরে এবং কলোনিগুলিতে এবং মিত্রপক্ষীয় রাজ্যগুলিতে কি **মর্যাদা** ভোগ করিবে তাহাই হইল প্রশ্ন। কোনও ভদ্র ভারতীয় কি ব্যবসায় বা অন্য কোনও কার্য উপলক্ষে ভারতের বাহিরে যাইতে সাহস করিতে এবং তথায় কোনরূপ **মর্যাদা** পাইতে আশা করিতে পারে? ভারতীয় সম্প্রদায় দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিতে চাহে না; কিন্তু তাহাদের উপর হীন শর্তাদির আরোপ ব্যতিরেকে তাহারা শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে কাজ-কারবার করিবার সুযোগ পাইতে পারে। সুতরাং আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, ভারতীয় ভোট প্রাধান্য লাভ করিবে, এরূপ সামান্যতম বিপদও যদি থাকে, তবে শিক্ষাগত যোগ্যতার পরীক্ষাটিই সকলের উপর আরোপ করা যাইতে পারে; তাহার সহিত সম্পত্তিগত যোগ্যতা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, অথবা না-ও করা যাইতে পারে। সরকারী মুখপত্রের মতেও, তাহাতে সকল প্রকার আশঙ্কা সাফল্যের সহিত দূরীভূত হইবে। এই পরীক্ষাও যদি ব্যর্থ হয়, তবে ইয়োরোপীয় ভোটের বিশেষ ক্ষতি হইবে না, অথচ ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে যাইবে এমন কোন কঠিনতর পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যদি ভোটাধিকার হইতে ভারতীয়গণের সামগ্রিক বহিষ্কার ছাড়া কম কিছু নাটাল সরকারের কাছে গ্রহণীয় না হয়, এবং এইরূপ দাবী সমর্থন করিতে মহারানীর সরকারের ইচ্ছা থাকে, তবে আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, ভারতীয় এই নামটি উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে বিশেষভাবে বহিষ্কৃত না করিলে অন্য কিছুতে এই অসুবিধা সন্তোষজনকভাবে দূর হইবে না।

আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে এই বিষয়ে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহে যে, কলোনিবাসী ইয়োরোপীয়রা সমগ্রভাবে এইরূপ দাবী করিতেছেন না। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে উদাসীন আছেন বলিয়াই মনে হয়। **দি নাটাল এডভার্টাইজার** এই ঔদাসীন্যের জন্য এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়াছে :

> এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট হইতে যেভাবে ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে সম্ভবতঃ চতুর্থ একটি ব্যাপারও প্রকাশ পাইয়াছে। সেটি হইল—নিজ রাজনীতি সম্পর্কে কলোনির ঔদাসীন্য। কলোনিবাসী কতজন লোক আলোচ্য

বিলটি পড়িবার মতো শ্রমটুকুও স্বীকার করিয়াছে, তাহা আবিষ্কার করা সম্ভব হইলে অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক হইত। সম্ভবতঃ উহাদের যে অংশ উহা পাঠ করে নাই, তাহার পরিমাণ বিস্ময়কর হইবে। এ বিষয়ে কলোনিবাসী জনসাধারণের নির্বিকার ভাবটি ইহা হইতেই প্রকাশ পাইয়াছে যে, কলোনির প্রতিটি স্থানের কথা দূরে থাক— প্রতিটি কেন্দ্রেও ইহার প্রচারের জন্য এবং এ বিষয়ে পার্লামেণ্ট কেবল এমন বিল পাস করিবেন যাহাতে অতঃপর এই বিষয়ে সকল বিতর্ক ব্যর্থ হইবে এইরূপ দাবীগঠনের জন্য সভা-সমিতি করা হয় নাই। এই প্রশ্নের প্রকৃত গুরুত্ব সম্পর্কে যদি কলোনি সম্পূর্ণরূপে সচেতন থাকিত, তবে সংবাদপত্রসমূহের স্তম্ভগুলিও এই প্রশ্ন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও বুদ্ধিদৃপ্ত পত্রালাপে পূর্ণ থাকিত। কিন্তু সেরূপ কিছু ঘটে নাই। তাহার ফলে সরকার এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন, যাহাতে এ বিষয়ে কার্যকরীভাবে প্রতিকার হইবে বলিয়া মনে করা হইলেও আসলে তাহা পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে অধিকতর মন্দ ও বিপজ্জনক অবস্থায় ফেলিবে।

উপরে উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, বর্তমান বিলটি কোনও পক্ষকেই সন্তুষ্ট করে নাই। নাটালের মন্ত্রীসভা এবং এখানকার উভয় আইন পরিষদের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রাখিয়াই আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, তাঁহাদের এই বিলটি গ্রহণ করার বিশেষ কোনও অর্থ নাই। যে সকল সদস্য এই বিলের সক্রিয় বিরোধিতা হইতে বিরত ছিলেন, তাঁহারাও, **দি নাটাল উইট্‌নেসের** ভাষায়, ইহার সম্পর্কে সন্দিহান আছেন।

আবেদনকারীগণ আশা করে যে, উপরে যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কাল্পনিক মাত্র, এবং যাহারা ভারতীয়দিগকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহে, তাহাদের দিক হইতেও যেমন, এবং ভারতীয়দের দিক হইতেও তেমনি, বিলটি যে সন্তোষজনক নহে, তাহা তাহারা (আবেদনকারীগণ) আপনাকে সন্তোষজনকভাবে দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। যাহাই হউক, আবেদনকারীগণ দাবী করে যে, প্রশ্নটি তাড়াহুড়া করিয়া চুকাইয়া ফেলা যে উচিত হইবে না এবং তাহা করিবার যে কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই, তাহা দেখাইবার জন্য যথেষ্ট তথ্য ও যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। **দি নাটাল উইট্‌নেস** মনে করে যে, "বিলটি তাড়াহুড়া করিয়া পাস করিবার জন্য এই উদ্‌বেগ সম্পর্কে কোনও কারণ, অন্ততঃপক্ষে সন্তোষজনক কারণ, দেখানো হয় নাই।" **দি নাটাল এডভার্টাইজারের** মত এই যে, "এই ভারতীয় ভোটাধিকার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং চিরতরে ইহার সমাধান করিবার জন্য তাড়াহুড়া করা উচিত হইবে না। প্রকৃতপক্ষে, সর্বোত্তম পন্থা হইবে, প্রস্তাবিত বিলটি স্থগিত রাখা এবং এবিষয়ে যথাযথ তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইলে, সমগ্র ব্যাপারটি বিবেচনার জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট পেশ করা।"

ভারতীয় সম্প্রদায়ের মনোভাবটি লণ্ডন **টাইম্‌সের** ভাষায় সুন্দরভাবে

প্রকাশ করা চলে। **দি টাইম্‌স্‌** (সাপ্তাহিক সংস্করণ, ২০শে মার্চ, ১৮৯৬) বলিয়াছে :

> বিদেশে বা ব্রিটিশ কলোনিসমূহে যেখানেই ভারতীয়রা কাজের সন্ধানে যাইবে, সেখানে যদি তাহাদিগকে ব্রিটিশ প্রজার **মর্যাদাসহ** যাইবার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে আফ্রিকার পুনর্গঠন ভারতীয় শ্রমিকের নিকট নূতন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করিবে। ভারত সরকার এবং ভারতীয়গণ নিজেরা বিশ্বাস করে যে, দক্ষিণ আফ্রিকাতেই তাহাদের মর্যাদার এই প্রশ্ন স্থির হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যদি তাহারা ব্রিটিশ প্রজার **মর্যাদা** লাভ করে, তবে অন্যত্র তাহাদের ক্ষেত্রে উহা অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব হইবে। যদি তাহারা দক্ষিণ আফ্রিকায় ঐ মর্যাদা লাভ করিতে না পারে, তবে অন্যত্র উহা লাভ করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইবে। তাহারা সহজেই ইহা স্বীকার করে যে, সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া অভিবাসনের মূল্যরূপে যে সকল ভারতীয় শ্রমিক কয়েক বৎসরের জন্য কাজ করিবার চুক্তি স্বীকার করিয়া লয়, উহাতে তাহাদের অধিকার যতই ক্ষুন্ন হউক না কেন, চুক্তির শর্তাবলী তাহারা অবশ্যই পূর্ণ করিবে। কিন্তু তাহারা এই মত পোষণ করে যে, চুক্তিবদ্ধ শ্রমের মেয়াদ শেষ হইবার পর যে কোনও কলোনিতে বা দেশে তাহারা বসবাস করিতে স্থির করিবে, সেখানে তাহারা ব্রিটিশ প্রজার **মর্যাদা** পাইবার অধিকারী।...ভারত সরকার তাই যুক্তিসংগতভাবেই বলিতে পারেন যে, ভারতীয় শ্রমিকগণ তাহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ বৎসরগুলি দক্ষিণ আফ্রিকাকে দান করিবার পর যে দেশকে তাহারা আপন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, সেখানে তাহাদিগকে ব্রিটিশ প্রজার **মর্যাদা** দিতে অস্বীকার করিয়া, তাহাদিগকে ভারতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করা উচিত হইবে না। সিদ্ধান্ত যাহাই হউক না কেন, ইহা ভারতে অভিবাসনের ভবিষ্যৎ বিকাশের ধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিবে।

বিশেষভাবে ভোটাধিকারের এই প্রশ্ন এবং **নাটাল গভর্ণমেণ্ট গেজেট** হইতে সংকলিত ও বর্তমানে নির্ভুল বলিয়া গৃহীত পরিসংখ্যান আলোচনা করিয়া ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি তারিখের (সাপ্তাহিক সংস্করণ) সংখ্যায় ঐ একই সংবাদপত্র বলে যে :

> এই হিসাব অনুসারে কলোনিতে যেখানে ৯,৩০৯ জন তালিকাভুক্ত ইয়োরোপীয় ভোটার রহিয়াছে, সেখানে ব্রিটিশ ভারতীয় বংশোদ্ভূত তালিকাভুক্ত ভোটার রহিয়াছে ২৫১ জন।...যদি মিঃ গান্ধীর বিবৃতিগুলি নির্ভুল হয়, তবে ব্যবহারিক রাজনীতির সীমার মধ্যে কোনও সময়েই ভারতীয় ভোট সংখ্যাধিক্যে ইয়োরোপীয় ভোটের প্রাধান্য নষ্ট করিবে বলিয়াও মনে হয় না।...শ্রমচুক্তির অধীন সকল ভারতীয় অভিবাসীকে কেবল বাদ দেওয়া হয় নাই, যাহারা বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের দ্বারা নিজদিগকে ধনী নাগরিকের অবস্থায় উন্নীত করিতে পারিয়াছে, এমন একটি অতীব ক্ষুদ্র শ্রেণী ছাড়া সকল প্রকার ব্রিটিশ ভারতীয়কেই বাদ দেওয়া হইয়াছে।...
>
> তথ্যগুলি হইতে দেখা যায় যে, এমন কি বর্তমান আইন অনুসারেও নাটালে কোনও ব্রিটিশ ভারতীয়ের পক্ষে ভোটাধিকার লাভ করিতে দীর্ঘ সময় লাগে। ২৫১ জন ভোটারের মধ্যে ৬৩ জন ব্রিটিশ ভারতীয় ছাড়া বাকী সকলেই ১০ বৎসরের অধিক

কাল এবং অধিকাংশ ১৪ বৎসরের অধিক কাল কলোনিতে বাস করিয়াছেন। উক্ত ৬৩ জন ভারতীয়ের অনেকেই পুঁজি লইয়া জীবিকার্জন শুরু করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা কলোনিতে ১০ বৎসরের কম বাস করিয়াছেন। পেশা অনুসারে ব্রিটিশ ভারতীয় ভোটার-তালিকা বিশ্লেষণ করিলে যে ফল পাওয়া যায়, তাহা যাঁহারা এই সমস্যার সমাধান দেখিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে সমভাবে উৎসাহজনক।

ঠিক এই শ্রেণীর লোকেরাই ভারতে পৌর ও অন্যান্য নির্বাচনমণ্ডলীতে অতীব মূল্যবান্ অংশরূপে রহিয়াছেন। ভারতীয়রা ভারতে যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, নাটালে তাহার অপেক্ষা উচ্চতর সুযোগ-সুবিধা দাবী করিতে পারে না এবং ভারতে কোনরূপ ভোটাধিকার তাহাদের নাই, এই যুক্তি প্রকৃত ঘটনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে।...ভারতে ভোটের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা যতখানি রহিয়াছে, তাহাতে ইংরেজ ও ভারতীয় সমান মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করে এবং পৌর, প্রাদেশিক ও সর্বোচ্চ পরিষদ্গুলিতে, সর্বত্রই একই ভাবে দেশীয় স্বার্থগুলি শক্তিশালী প্রতিনিধি-গণের দ্বারা রক্ষিত হয়। ব্রিটিশ ভারতীয়রা প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি ও দায়িত্বসমূহের সহিত অপরিচিত, এই অজুহাতও পরীক্ষায় টেকে না। সম্ভবতঃ পৃথিবীতে আর কোনও দেশ নাই, যেখানে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসাধারণের জীবনের মধ্যে এমন গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছে।...

এখন মিঃ চেম্বারলেনের সম্মুখে যে প্রশ্ন রহিয়াছে, **তাহা কোনও পাণ্ডিত্যের ব্যাপার নহে। ইহা তর্কের প্রশ্নও নহে, ইহা বর্ণসচেতনতার প্রশ্ন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মহারানীর ঘোষণা ভারতীয়দিগকে ব্রিটিশ প্রজার পূর্ণ অধিকার দিয়াছে এবং তাহারা ইংরেজদের সহিত সমান মর্যাদায় ও অধিকারে ইংলণ্ডে ভোট দেয় এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে আসন লাভ করে।** কিন্তু বহু জাতি লইয়া গঠিত একটি সুবিশাল সাম্রাজ্যে এই সকল প্রশ্ন অপরিহার্য, এবং বাষ্পীয় পোত বৃহত্তর ব্রিটেনের অংগীভূত জাতি-গুলিকে যতই অধিকতর সান্নিধ্যে আনিবে, এই প্রশ্নগুলি ততই তীব্রতর আকারে আত্ম-প্রকাশ করিবে। দুইটি জিনিস সুস্পষ্ট। এই সকল প্রশ্নকে অস্বীকার করিলে সেগুলির সমাধান আপনিই হইয়া যাইবে না, এবং ব্রিটেনে সরকার শক্তিশালী হইলে তাহা এই সকল প্রশ্নের বিচারের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আপীলের আদালতের প্রশ্ন মিটাইতে পারে। **আমরা আমাদের নিজেদের প্রজাদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির একটি সংঘর্ষ ঘটিতে দিতে পারি না।** বহিরাগতদের আসা বন্ধ করিয়া দিয়া নাটালের বিকাশের ধারাকে অকস্মাৎ রুদ্ধ করা যেমন ভারত সরকারের পক্ষে অন্যায় হইবে, তেমনি যেসব ভারতীয় কলোনিতে বহু বৎসরের মিতব্যয়িতা ও প্রশংসনীয় শ্রমের দ্বারা নিজদিগকে নাগরিকের প্রকৃত মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছে, তাহাদিগকে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রজার নাগরিকত্বের অধিকার-সমূহ দিতে অস্বীকার করাও নাটালের পক্ষে উচিত হইবে না। (**উপরের বড় হরফগুলি আবেদনকারীগণের**)।

এখন আবেদনকারীগণ তাহাদের মামলা আপনার হাতেই ছাড়িয়া দিতেছে, এবং আন্তরিকভাবে প্রার্থনা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত আশা করিতেছে যে, পূর্বে ইহাতে যে বিলের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে রাজকীয় সম্মতিদান করা হইবে না এবং ভারতীয় ভোটের দ্বারা ইয়োরোপীয় ভোটের প্রাধান্য নষ্ট হইবার কোনও আশংকা যদি থাকে, তবে বর্তমান আইনের আমলে ঐরূপ

কোনও বিপদ প্রকৃত আছে কিনা তাহা স্থির করিবার জন্য একটি তদন্তের আদেশ দেওয়া হইবে, বা ন্যায় বিচারের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে এমন অপর কোনও সাহায্য দেওয়া হইবে।

এবং এই সুবিচার ও করুণার কার্যটির জন্য আবেদনকারীগণ কর্তব্যবন্ধনে বন্ধ হইয়া চিরদিন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

(স্বাঃ) আবদুল করীম হাজী আদম
ও অন্যান্য

একটি মুদ্রিত কপির ফটোস্টাট্ হইতে।

## ৮৪. ভারতে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্‌কালে সাক্ষাৎকার

[৪ঠা জুন, ১৮৯৬]

কলোনিতে তখন সাধারণভাবে ভারতীয় ব্যাপারগুলির অবস্থা কি ছিল, সে সম্পর্কে গান্ধীজীর মতামত জানিবার জন্য **দি নাটাল এডভার্টাইজার** পত্রিকার একজন সংবাদদাতা গান্ধীজীর ভারতে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্‌কালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকারের নিম্নলিখিত বিবরণীটি ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে মিঃ গান্ধী বলেন, কংগ্রেসের বর্তমান সদস্যসংখ্যা ৩০০। বার্ষিক চাঁদা ৩ পাউন্ড, উহা অগ্রিম দেয়। কেবল যাহারা চাঁদা দিতে পারে, তাহাদিগকেই নহে, যাহারা কংগ্রেসের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কাজ করিতে পারে, তাহাদিগকেও সদস্যতালিকাভুক্ত করা কংগ্রেসের লক্ষ্য। তাঁহারা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে এবং যাহাতে কংগ্রেসের উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের জন্য স্থায়ী অর্থাগমের ব্যবস্থা থাকে, সেজন্য ঐ অর্থ সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করিতে চাহেন।

সাক্ষাৎকারী প্রশ্ন করেন, "এই উদ্দেশ্যগুলি কি?"

উত্তর হইল—"সেগুলি দুই ধরনের—রাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক। শিক্ষামূলক অংশটি সম্পর্কে বলিতে গেলে, আমরা কলোনিতে জাত ভারতীয়দিগকে ভারত এবং ঔপনিবেশিক ইতিহাস, পানবিরোধিতা প্রভৃতি তাহাদের নিজেদের সামাজিক মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয় পড়িবার জন্য বৃত্তি দিয়া উৎসাহিত করিয়া শিক্ষাদান করিতে চাহি।"

"কংগ্রেসের সদস্য হইবার জন্য কি অন্য কোনও যোগ্যতার প্রয়োজন আছে?"

"হ্যাঁ, একটি হইল এই যে, সদস্যগণকে ইংরেজী পড়িতে, লিখিতে ও বলিতে সমর্থ হইতে হইবে। এই শর্তটি বর্তমানে কঠোরতার সহিত আরোপ করা হয় নাই।"

"আর্থিক দিক হইতে এখন কংগ্রেসের অবস্থা কেমন?"

"কংগ্রেসের হাতে ১৯৪ পাউণ্ড জমা রহিয়াছে, তাহাছাড়া, আম্‌গেনি রোডে ইহার সম্পত্তি রহিয়াছে। আমি চাই, সদস্যগণ আমার অনুপস্থিতি কালে এই তহবিল বাড়াইয়া ১১০০ পাউণ্ড করিবেন, এবং তাহা কেন করা যাইবে না, আমি তাহার কোনও কারণ দেখিতেছি না। ইহাকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে উহা যথেষ্ট সাহায্য করিবে।"

"রাজনৈতিক দিক হইতে কংগ্রেসের মনোভাব কি?"

"ইহা কোনরূপ শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতে চাহে না; ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলি যাহাতে পূর্ণ হয়, সেই ব্যবস্থা করাই ইহার বর্তমান উদ্দেশ্য। ভারতে ভারতীয়গণ যে মর্যাদা ভোগ করে, তাহা যখন তাহারা কলোনিতেও ভোগ করিবে, তখন কংগ্রেসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। অন্য কোনও দলের প্রাধান্য নষ্ট করিবার জন্য একটা রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইবার কোনরূপ ইচ্ছা ইহার নাই।"

"কলোনিতে ভারতীয় ভোটারের সংখ্যা কত?"

"ভোটার-তালিকায় যেখানে ৯,৩০৯ জন ইয়োরোপীয় ভোটার রহিয়াছে, সেখানে ভারতীয় ভোটার আছে মাত্র ২৫১ জন। উক্ত ২৫১ জনের মধ্যে ১৪৩ জন ডারবানে আছে এবং কংগ্রেস সর্বাধিক চেষ্টা করিলেও ২০০ জনের বেশী লোক দাঁড় করাইতে পারিবে না। আমি বলিয়াছি, ইহার সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা হইল ইয়োরোপীয়দের সহিত সমান মর্যাদা লাভ করা এবং ইহার জন্য যে কোনও যোগ্যতার প্রয়োজন হউক, তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। সমভাবে প্রযুক্ত হইলে এমন কি সম্পত্তিগত যোগ্যতার মান বৃদ্ধি করাতেও আমরা রাজী আছি।"

"আপনাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী কি হইবে?"

"যে কর্মসূচী বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। কংগ্রেস পুস্তিকাদি প্রকাশের দ্বারা ভারতীয় সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগগুলিকে কলোনি, ভারত ও ইংলণ্ডের সর্বত্র প্রচার করিতে, এবং ভারতীয় প্রশ্নগুলি জনসাধারণের সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে দেখা দিলে, সেগুলি সম্পর্কে সংবাদপত্রসমূহে লিখিতে, এবং ইহার প্রচারকার্যের জন্য অর্থ-সংগ্রহ করিতে থাকিবে। এ পর্যন্ত কংগ্রেস ইহার সভা-সমিতিতে সংবাদপত্রগুলিকে আমন্ত্রণ করে নাই। কিন্তু এখন স্থির করা হইয়াছে যে, মাঝে মাঝে ঐরূপ করা হইবে এবং ইহার কর্মপ্রচেষ্টাসমূহ সম্পর্কে সংবাদপত্রগুলিকে জ্ঞাতব্য তথ্য সরবরাহ করা হইবে। ইহার সভা-

সমিতিতে সংবাদপত্রগুলিকে আমন্ত্রণ করিবার আগে কংগ্রেস নিজের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত হইতে চাহিয়াছিল। একটি বিষয়ে আমি ভুল সংশোধন করিতে চাই। আমাকে যে মানপত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেসের বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে। তাহা ঠিক নহে। উদ্দেশ্যগুলি বিবেচনা করা হইতেছে এবং সর্বপ্রকার বৈধ উপায়ে সেগুলিকে সিদ্ধ করিবার জন্য কংগ্রেসকে কাজ করিয়া যাইতে হইবে, এবং কংগ্রেস ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্য কোনও আইন প্রণয়নে বর্ণবৈষম্য প্রবর্তনের সকল চেষ্টার প্রতিরোধ করিবে, কারণ, বর্ণবৈষম্যের প্রবর্তন ঘটিলে ইহা অন্যান্য উপনিবেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও কাজে লাগানো হইতে পারে।

## ৮৫. একটি ভারতীয় সমাবেশ

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখে ডারবানের তামিল ও গুজরাটী ভারতীয়গণ অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির সহিত একত্র হইয়া তাহাদের পক্ষ হইতে নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের অবৈতনিক সম্পাদকরূপে গান্ধীজী যে হিতকর কার্যাবলী করিয়াছেন, তাহাতে স্বীকৃতিদানের উদ্দেশ্যে ভারতীয় কংগ্রেস হলে সমবেত হইয়াছিলেন। ইহাতে বহু লোক যোগ দিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। শ্রী দাদা আবদুল্লা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্রী লরেন্স তামিল অংশের জন্য শ্রোতাদের কাছে দোভাষীর কাজ করিয়াছিলেন। **দি নাটাল এডভার্টাইজার** হইতে নিম্নে ইহার একটি বিবরণ প্রদত্ত হইল :

গান্ধীজীকে অভিনন্দন দিবার পর তিনি তাঁহাদের সহৃদয়তা স্বীকার করিয়া বলেন, এই অনুষ্ঠান হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, নাটালে ভারতীয়গণ যে জাতিরই প্রতিনিধিত্ব করুক না কেন, তাহারা সকলেই নিবিড়তর ভাবে ঐক্যবদ্ধ হইবার অনুকূলে রহিয়াছে। কংগ্রেসের লক্ষ্যগুলি সম্পর্কে তাহাদের মধ্যে কোনও মতদ্বৈধ আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। নতুবা তাঁহারা কংগ্রেসের সম্পাদককে সম্মান জানাইবার জন্য এইভাবে সমবেত হইতেন না। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে তিনি মাদ্রাজী ভারতীয়দিগকে কংগ্রেসে যোগদানের জন্য অপর এক সন্ধ্যায়[১] যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, এখন পুনরায় তাহা করিবেন। এ পর্যন্ত যাঁহারা যোগদান করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা সন্তোষজনক নহে। কিন্তু তিনি আশা করেন যে, এখন হইতে তাঁহারা অধিকতর সংখ্যায় যোগদান

১ ইহাতে পূর্ববর্তী একটি সভার কথা বলা হইতেছে। ঐ সভায় একটি মানপত্র দেওয়া হইয়াছিল। এই সভার বা তাঁহার বক্তৃতার বিবরণটি কিন্তু পাওয়া যাইতেছে না।

করিবেন। তিনি তামিল ভাষায় বলিতে অক্ষম বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত যে, মাদ্রাজী ভারতীয়গণের দূরে থাকা সম্পর্কে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা মাদ্রাজী ভারতীয়গণের বা ভারতীয় সম্প্রদায়ের অন্য কোনও অংশের প্রতি কটাক্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইবে না। কংগ্রেসের লক্ষ্য কি, তাঁহারা সকলেই জানেন। কেবল কথার দ্বারা ঐ সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, এবং সেইজন্যই তিনি তাঁহাদিগকে কথার দ্বারা নহে—কার্যের দ্বারা তাহাদের সকলের কল্যাণের সহিত জড়িত এই সকল উদ্দেশ্যের প্রতি আগ্রহশীল হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি শ্রোতাদিগকে মারিৎস্‌বার্গ, লেডিস্মিথ ও অন্যান্য কেন্দ্রসমূহে প্রতিনিধি পাঠাইবার এবং তথাকার ভারতীয়দিগকে কংগ্রেসের সদস্য করিবার জন্য বিশেষভাবে বলিতেছেন। এইসব স্থানে সকল শ্রেণীর ভারতীয়ই বাস করেন, কিন্তু তখনও কংগ্রেসে তাঁহাদের প্রতিনিধি কেহ ছিল না।

আজ সকালে মিঃ গান্ধী সমুদ্রপথে ভারতে রওনা হইয়া গিয়াছেন।

**দি নাটাল এডভার্টাইজার**, ৫-৬-১৮৯৬

## যে সকল সূত্র হইতে রচনাসমূহ প্রধানতঃ সংগৃহীত হইয়াছে

**ঔপনিবেশিক কার্যালয়ের কাগজপত্র** : লণ্ডনস্থ ঔপনিবেশিক কার্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত এই সকল কাগজ-পত্রের মধ্যে রহিয়াছে উপনিবেশ সচিবের নিকট প্রেরিত ঔপনিবেশিক সেক্রেটারি, নাটালের গভর্নর ও কেপটাউনস্থ ব্রিটিশ হাই কমিশনারের পত্রাবলী; নাটালের আইনসভাগুলির ভোটাভুটি ও কার্যধারার বিবরণী, আইনসভাগুলির নিকট প্রেরিত আবেদনসমূহ, ক্রমানুসারে প্রকাশিত পত্রাবলীর তালিকা; এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও লণ্ডনে প্রকাশিত দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপার সংক্রান্ত দলিলপত্র ও ব্লু বুকসমূহ।

**দাদাভাই নওরোজি : দি গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান অব ইণ্ডিয়া :** আর. পি. মাসানি কর্তৃক রচিত ও ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের অ্যালেন অ্যাণ্ড আনুইন কর্তৃক প্রকাশিত।

**গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়, নয়া দিল্লী** : গান্ধী সাহিত্য, ফটোস্ট্যাট লিপিসমূহের সংকলন, মাইক্রোফিল্ম, এবং চিঠিপত্র ও অন্যান্য প্রামাণ্য কাগজপত্রের সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার; গান্ধী স্মারক নিধির তত্ত্বাবধানে রক্ষিত।

**কাঠিয়াবাড় টাইমস্** : রাজকোট হইতে প্রকাশিত ইংগ-গুজরাটী সাপ্তাহিক।

**মহাত্মা : দি লাইফ অব মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী :** ১৯৫১-৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের ঝাবেরি ও টেণ্ডুলকর কর্তৃক আট খণ্ডে প্রকাশিত ডি. জি. টেণ্ডুলকর রচিত।

**দি নাটাল এডভার্টাইজার** : ডারবান হইতে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র।

**দি নাটাল মার্কারি** (১৮৫২—) : ডারবানের দৈনিক সংবাদপত্র।

**দি নাটাল উইটনেস** (১৮৪৬—) : পিটারমারিৎস্বুর্গ হইতে প্রকাশিত স্বতন্ত্র দৈনিক সংবাদপত্র।

**শবরমতী সংগ্রহালয়, আমেদাবাদ** : শবরমতী আশ্রম সংরক্ষণ ও স্মারকনিধি কর্তৃক রক্ষিত ও পরিচালিত; এখানে গান্ধীজী কর্তৃক রচিত ও গান্ধীজী সম্পর্কে লিখিত পুস্তকসমূহ, ১৮৯৩ হইতে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার দশ-বারোটিরও বেশী প্রধান সংবাদপত্রের কাটিংয়ের ফাইলসমূহ, ব্লু বুকসমূহ এবং নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের কিছু কাগজপত্র-সহ ১৮৯৩ হইতে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কার গান্ধীজীর প্রামাণ্য কাগজপত্রগুলি রহিয়াছে।

**শ্রীমদ্‌রাজচন্দ্র** : মনসুখলাল আর মেহ্‌তা (সম্পাদক ও প্রকাশক), ১৯১৪; গুজরাটী ভাষায় লিখিত রাজচন্দ্রের রচনাবলী সংকলন।

**দি স্টোরি অব মাই এক্সপেরিমেণ্ট উইথ্‌ ট্রুথ** : এম. কে. গান্ধী-রচিত; আমেদাবাদ, নবজীবন পাবলিশিং হাউস, ১৯৫৬। মূল গুজরাটী হইতে মহাদেব দেশাই কর্তৃক অনূদিত গান্ধীজীর আত্মজীবনী, দুই খণ্ডে প্রকাশিত : ১ম খণ্ড, ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং ২য় খণ্ড ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথমে **ইয়ং ইণ্ডিয়া** কাগজে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

**দি টাইম্‌স্‌ অব নাটাল** (১৮৫১—১৯২৭) : পিটারমারিৎস্‌বুর্গের দৈনিক সংবাদপত্র।

**দি ভেজিটেরিয়ান** (১৮৮৮—) : স্বতন্ত্র সাময়িকপত্ররূপে ইহার প্রকাশ আরম্ভ হয় এবং পরে লণ্ডন ভেজিটারিয়ান সোসাইটির সাপ্তাহিক সরকারী মুখপত্র হইয়া উঠে।

**দি ভেজিটেরিয়ান মেসেঞ্জার** : মাঞ্চেস্টারের ভেজিটেরিয়ান সোসাইটির মুখপত্র।

# কালপঞ্জী

## ( ১৮৬৯-৯৬ )

ইহাতে গান্ধীজীর জীবনী সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত একটি পটভূমিকা এবং ঐ সময়কার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় কার্যকলাপের সংকেত দেওয়া হইতেছে।

### ১৮৬৯

**২রা অক্টোবর** : পোরবন্দরে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম।

### ১৮৭৬

১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত রাজকোটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। কস্তুরবাঈয়ের সহিত বাগ্‌দান।

### ১৮৮১

অ্যাল্‌ফ্রেড হাই স্কুলে প্রবেশ।
কস্তুরবাঈয়ের সহিত বিবাহ।

### ১৮৮৪-৮৫

মাংসাহার পরীক্ষা এবং গুরুজনদিগকে প্রতারণা করা এড়াইবার জন্য মাংসাহার ত্যাগ।
তেষট্টি বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু।

### ১৮৮৭

**নভেম্বর** : প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্য লাভ এবং ভবনগরে শ্যামলদাস কলেজে যোগদান।

### ১৮৮৮

**এপ্রিল-মে** : পড়াশুনায় লাজুকতা, ইংলণ্ডে আইন পড়িতে যাইবার জন্য সুপারিশ; উহাতে মাতার সম্মতিলাভ মদ্য, স্ত্রীলোক ও মাংস বর্জনের প্রতিশ্রুতিদান।

**১০ই আগস্ট** : রাজকোট হইতে বোম্বাই যাত্রা; বোম্বাইয়ে তাঁহাদের জাতির সভায় তাঁহাকে বিদেশ গমন হইতে বিরত করিবার চেষ্টা।

**৪ঠা সেপ্টেম্বর** : বিদেশে গিয়া পড়াশুনার বিরুদ্ধে তাঁহার জাতির প্রবীণগণের কঠিন বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁহার সমুদ্র-পথে ইংলণ্ড যাত্রা।

**২৮শে অক্টোবর** : লণ্ডনে উপস্থিতি।

**৬ই নভেম্বর** : ইনার টেম্‌পলে যোগদান।

## ১৮৮৯

।নরামিষভোজী বলিয়া তিনি যেটুকু পশ্চাদ্‌পদ বোধ করিতেছিলেন, তাহা তিনি 'ইংরেজ ভদ্রলোক' সাজিয়া পুরাইয়া লইবেন, স্থির করিলেন এবং সেজন্য বক্তৃতাকৌশল, ফরাসী ভাষা, নৃত্য ও পাশ্চাত্য-সংগীত শিখিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তিনি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিলেন।

**সেপ্টেম্বর** : ঐ মাসের শেষাশেষি বিখ্যাত লণ্ডন ডক ধর্মঘটের অবসান ঘটাইবার জন্য কার্ডিন্যাল ম্যানিং যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ম্যানিংকে অভিনন্দন জানাইবার উদ্দেশ্যে গান্ধীজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

প্যারিস প্রদর্শনী দেখিতে যান (মে ও অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি কোনও সময়ে)

**নভেম্বর** : ব্লাভাত্‌স্কি ও অ্যানী বেসাণ্টের সহিত পরিচিত হন; কিন্তু থিওজফিক্যাল সোসাইটির নিয়মিত সদস্য হইতে অস্বীকার করেন।

**ডিসেম্বর** : লণ্ডনে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন, কিন্তু অকৃতকার্য হন। ঐ বৎসর থিওজফিস্টদের প্রভাবের ফলে তিনি থিওজফি সংক্রান্ত বহু পুস্তক এবং এডুইন আর্নল্ডের "দি সং সেলেশ্চিয়্যাল" ও "দি লাইট অব এশিয়া", মূল "ভগবদ্‌গীতা" ও বাইবেলসহ বহু ধর্ম-সাহিত্য পাঠ করেন। গীর্জার উপাসনায় যোগ দেন, এবং ডাঃ জোসেফ পার্কারের মতো বিখ্যাত ধর্মীয় বক্তাদের বক্তৃতা মনোযোগের সহিত শোনেন।

## ১৮৯০

**এই** বৎসরের গোড়ার দিকে তিনি মাঞ্চেস্টারের "দি ভেজিটেরিয়ান মেসেঞ্জার" ও লণ্ডনের "দি ভেজিটেরিয়ান" সাময়িকপত্রগুলি এবং ঐ সকল স্থানের নিরামিষাশী সমিতিগুলির কথা জানিতে পারেন। জোসিয়া ওল্ডফীল্ডের সহিত আন্তর্জাতিক নিরামিষাশীদের সভায় যোগ দেন। সরলভাবে জীবন-যাপন আরম্ভ করেন; খাদ্য সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতে থাকেন কিছুকাল একটি-নিরামিষাশীদের ক্লাব পরিচালনা করেন; জোসিয়া ওল্ড-ফীল্ড উহার সভাপতি, এডুইন আর্নল্ড উহার সহ-সভাপতি এবং তিনি নিজে উহার সম্পাদক ছিলেন।

**জন্ন** : **প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।**

**সেপ্টেম্বর ১৯** : "ভেজিটেরিয়ান সোসাইটিতে" যোগ দেন এবং উহার **কার্যকরী সমিতির সদস্য হন।**

## ১৮৯১

**৩০শে জান্নয়ারি** : চার্লস্ ব্র্যাড্‌লর শব-সৎকার অনন্ষ্ঠানে যোগ দেন। ব্র্যাড্‌ল-র নাস্তিকতা তাঁহার উপর রেখাপাত করে না, বেসাণ্ট-রচিত "হাউ আই বিকেম্ এ থিওজফিস্ট" পড়িয়া নাস্তিকতার প্রতি তাঁহার বিরন্ধ ভাব আরও দঢ় হয়।

**২০শে ফেব্রন্য়ারি** : ডাঃ এলিন্‌সন জন্মনিরোধ সম্পর্কে পিউরিটান-মতবাদ-বিরোধী মত পোষণ করিতেন এবং তাঁহার সহিত গান্ধীজীর মতের মিল ছিল না। তাহা সত্ত্বেও গান্ধীজী ডাঃ এলিন্‌সনের সোসাইটির সদস্যপদ সংক্রান্ত দাবীর সমর্থনে ভেজিটেরিয়ান সোসাইটির সভায় তাঁহার জীবনের প্রথম বক্তৃতাটি দেন।

**২১শে ফেব্রন্য়ারি** : "দি ভেজিটেরিয়ান" পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধে মদ্যকে "মানব জাতির সেই শত্রন্, সভ্যতার সেই অভিশাপ" বলিয়া বর্ণনা করেন।

**২৬শে মার্চ** : লণ্ডন থিওজফিক্যাল সোসাইটির অন্যতম এসোসিয়েট মেম্বর (মিত্র সদস্য) রন্পে তালিকাভুক্ত হন।

**১লা মে** : ভেজিটেরিয়ান সোসাইটিসমন্হের সংযন্ক্ত সংঘের সভায় তিনি সোসাইটির প্রতিনিধি নিযন্ক্ত হন।

**১০ই জন্ন** : "বারে" যোগদানের জন্য আহন্ত হন।

আইন সংক্রান্ত পড়াশন্না করিবার সময় তিনি দাদাভাই ন ওরোজির বক্তৃতা-গন্লি শোনেন। সততা ও শ্রমের উপর গন্রন্ত্ব আরোপ করিয়া ফ্রেডেরিক পিন্‌কাট যে পরামর্শ দেন, তাহা আইনজীবীরন্পে নিজ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁহার হন্দয় আশায় পন্র্ণ করে।

**১১ই জন্ন** : হাই কোর্টে তালিকাভুক্ত হন।

**১২ই জন্ন** : সমন্দ্রযোগে ভারতে রওনা হন।

**৫-৯ই জন্লাই** : বোম্বাই পেঁছেন এবং অত্যন্ত দন্ঃখের সহিত তাঁহার মাতার মৃত্যু-সংবাদ জানিতে পারেন।

মণিকার, কবি ও ব্রহ্মচারী রাজচন্দ্রের (রায়চাঁদভাই) সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরে তিনি ইঁহাকে ধর্মানন্ভূতির দিক হইতে টলস্টয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর এবং নিজের জীবনের উপর উল্লেখযোগ্য তিনজন প্রভাববিস্তারকারীর অন্যতম বলিয়া মনে করেন। সমন্দ্রযাত্রার বিরন্দ্ধে জাতির যে নির্দেশ ছিল, তাহা লঙ্ঘন করায় তিনি নাসিকে প্রায়শ্চিত্ত করেন।

**২০শে জুলাই** : পুনরায় সমাজে গৃহীত হন, অবশ্য এখনও একাংশ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিয়া রাখে।

**১৬ই নভেম্বর** : বোম্বাই হাই কোর্টে এড্ভোকেটরূপে প্রবেশ লাভের অনুমতি চাহিয়া দরখাস্ত করেন।

## ১৮৯২

**মার্চ-এপ্রিল** : পরিবারে শিশুদের আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান আরম্ভ করেন এবং খাদ্য ও পরিচ্ছদে পাশ্চাত্য রীতি অবলম্বন করেন।

**১৪ই মার্চ** : গেজেটে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা কাঠিয়াবাড় এজেন্সি আদালতসমূহে ব্যারিস্টারি করিবার অনুমতি পান।

রাজকোটে ব্যারিস্টারি করা কঠিন দেখিয়া অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বোম্বাই যাত্রা করেন। বন্ধুর সহিত খাদ্য সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতে থাকেন। প্রথম মামলাটি ভয় পাইয়া ছাড়িয়া দেন এবং আরজির খসড়া করাই অধিকতর পছন্দসই মনে করেন। শিক্ষকের কাজ খুঁজিতে বাধ্য হন, কিন্তু স্নাতক না হওয়ায় শিক্ষকরূপে গৃহীত হন না।

ছয় মাস বাদে বোম্বাইয়ে কাজ-কর্ম গুটাইয়া, পুনরায় রাজকোটে দাদার সহিত মিলিত হন। তাঁহার সহিত দরখাস্ত ও আরজির খসড়া করিয়া মাসে ৩০০৲ টাকা পাইতে আরম্ভ করেন।

## ১৮৯৩

**এপ্রিল** : দাদা আবদুল্লা এন্ড কোম্পানি কর্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন-সংক্রান্ত কাজ করিবার সুযোগ প্রদত্ত হইলে স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে রাজকোটে রাখিয়া এবং এক বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন ভাবিয়া সত্বর সমুদ্রপথে ডারবান যাত্রা করেন।

**মে** : এই মাসের শেষাশেষি নাটাল বন্দরে পোঁছেন, সেখানে ভারতীয়গণকে যে অসম্মান দেখানো হয়, তাহাতে বিস্মিত হন।

**মে-জুন** : পোঁছিবার পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে ডারবান আদালতে যান; তাঁহাকে পাগড়ি খুলিতে বলিলে তিনি আদালত-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করেন। ঘটনাটি সম্পর্কে সংবাদপত্রে লেখেন; "অবাঞ্ছিত অতিথি" বলিয়া অভিহিত হন, কিন্তু প্রচুর প্রচার লাভ করেন।

সাত-আট দিন বাদে মক্কেলের কাজে প্রিটোরিয়া যাত্রা করেন। ট্রেন ও ঘোড়ার গাড়িতে যাত্রাকালে বর্ণবিদ্বেষের তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বর্ণবিদ্বেষের ব্যাধি "সমূলে উৎপাটিত করিবার" জন্য সংগ্রাম করিতে এবং "সেই কার্যে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে" সংকল্প করেন। এটর্নি ও ধর্ম-

যাজক বেকার তাঁহাকে বর্ণবিদ্বেষের প্রাবল্য সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া একটি দরিদ্র স্ত্রীলোকের সরাইখানায় তাঁহার থাকার ব্যবস্থা করিয়া দেন। বেকারের প্রার্থনা-সভাগুলিতে যোগ দেন এবং কোয়েকার সম্প্রদায়ের মিঃ কোটেস, এবং মিস্ হ্যারিস ও মিস্ গ্যাবের মতো খ্রীষ্টানদের সহিত পরিচিত হন। ইঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব হয়।

প্রিটোরিয়ায় অবস্থানের প্রথম সপ্তাহে শেঠ তায়েব হাজী খানের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ট্রান্সভালে ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে ভারতীয় মেনন্ সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের এক সভায় বক্তৃতা দেন। ভারতীয় বসবাসকারীদের অভাব-অভিযোগসমূহের প্রতিকারের সন্ধানে একটি সংঘ গড়িয়া তুলিবার জন্য পরামর্শ দেন এবং সে বিষয়ে সাহায্য করিতে চান। প্রিটোরিয়ায় অবস্থানে ফলে তিনি ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটে ভারতীয়দের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠভাবে জ্ঞান লাভ করেন। প্রেসিডেন্ট ক্রুগারের বাড়ির নিকট ফুটপাথ হইতে তাঁহাকে লাথি মারিয়া সরাইয়া দেওয়া হইল। তিনি ভারতীয়গণ কর্তৃক ফুটপাথ ব্যবহার নিষেধক বিধি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, কিন্তু এই শ্বেতাঙ্গ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে মামলা করিবার জন্য তাঁহাকে চাপ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগের জন্য কখনও আদালতে যাইবেন না এই যুক্তিতে মামলা করিতে অস্বীকার করেন।

**২২শে আগস্ট—২রা সেপ্টেম্বর** : প্রধান খাদ্য সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতে থাকেন। মিঃ কোটেস ও অন্যান্য খ্রীষ্টানদের সহিত অবিরত মেলা-মেশার ফলে এই সময়ে তিনি খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে বইগুলি পড়িতে উৎসাহী হন এবং তাঁহাদের সহিত নানারূপ আলাপ-আলোচনা করেন, কিন্তু বাইবেল ও খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে তাঁহাদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা কঠিন মনে করেন।

## ১৮৯৪

**এপ্রিল** : তাঁহার মক্কেল দাদা আবদুল্লার জন্য মামলার কাগজপত্রাদি প্রস্তুত করিবার কালে আইনজীবীর কার্যে যে প্রকৃত ঘটনা বা সত্যের সর্বাধিক গুরুত্ব রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করেন। মামলা-মোকদ্দমা করা যে নির্বুদ্ধিতা—ইহাতে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিবার ফলে তিনি সালিশ করিয়া মামলা মিটাইয়া দেন। তাঁহার পেশাগত কাজ শেষ হইলে তিনি ডারবানে ফিরিয়া আসেন।

বিদায়-সভায় "দি নাটাল মার্কারি" পত্রিকায় আসন্ন ভোটাধিকার বিলোপ আইন সম্পর্কে একটি ঘোষণা দেখিতে পান এবং উপস্থিত ভারতীয় বণিক-দিগকে উহা প্রতিরোধ করিবার জন্য উৎসাহিত করেন। তাঁহাদের আন্দোলনে

নেতৃত্ব করিবার জন্য তাঁহাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া সেখানে আরও একমাস-কাল থাকিয়া যাওয়া স্থির করেন। এবং এই সিদ্ধান্তটি গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে গভীর মনোযোগের সহিত পুস্তক পাঠ করিতে থাকেন। টলস্টয়-রচিত "ভগবানের রাজ্য তোমার অন্তরে" পুস্তকখানি তাঁহাকে অভিভূত করে। ইংলণ্ডে খ্রীষ্টান বন্ধুদের সহিত পত্রালাপ করেন। ভারতেও রায়চাঁদ-ভাইয়ের মতো ধার্মিক মনীষীদের সহিত পত্রালাপ করেন। তাঁহার প্রশ্ন-গুলির উত্তরে রায়চাঁদভাইয়ের জবাবগুলি হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁহাকে পুনরায় সুনিশ্চিত করে।

**২২শে (?) মে** : প্রধান ভারতীয় বণিকগণের এক সভায় বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন।

**২৭শে জুন** : ভারতীয়গণের আবেদন পেশ না হওয়া পর্যন্ত ভোটাধিকার আইন সংশোধন বিলের আলোচনা স্থগিত রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া নাটাল বিধান সভার স্পীকাব, প্রধানমন্ত্রী রবিন্সন ও এটর্নি-জেনারেল এস্কোম্বের নিকট তারবার্তা পাঠান। বিলের আলোচনা দুই দিন স্থগিত থাকে।

**২৮শে জুন** : বিলের প্রতিবাদ করিয়া এবং একটি তদন্ত কমিশনের দাবী জানাইয়া ৫০০ ভারতীয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি আবেদন লেজিস্লেটিভ এসেম্ব্লিতে পেশ করেন।

**২৯শে জুন** : প্রতিনিধিদলসহ প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন; ভারতীয়-গণের বক্তব্য আরও বিশদভাবে পেশ করিবার জন্য এক সপ্তাহ সময় চাহিয়া অনুরোধ জানান।

**১লা জুলাই** : ফীল্ড স্ট্রীটে ভারতীয়গণের একটি সভায় যোগ দেন ও বক্তৃতা করেন।

**৩রা জুলাই** : নাটাল গভর্নর সমীপে প্রতিনিধিদলসহ উপস্থিত হন এবং লেজিস্লেটিভ এসেম্ব্লিতে তৃতীয় পর্যায়ে আলোচিত নাগরিক অধিকার বিলে তিনি যাহাতে সম্মতি না দেন, সেজন্য অনুরোধ জানান।

**৫ই জুলাই** : দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়গণের পক্ষ হইতে ইংলণ্ডে দাদাভাই নওরোজির হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করিয়া তাহার সহিত পত্রালাপ শুরু করেন।

**৬ই জুলাই** : ভোটাধিকার বিল বাতিল করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বিধান পরিষদের নিকট ভারতীয়গণ দ্বিতীয় আবেদন পেশ করেন।

**৭ই জুলাই** : পরিষদে ভোটাধিকার বিলের তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনা হয়।

**১০ই জুলাই** : ভারতীয়গণ কর্তৃক সাম্রাজ্য সরকারের নিকট আবেদন করা পর্যন্ত, রাজকীয় সম্মতি লাভের জন্য সাম্রাজ্য সরকারের নিকট বিলটির

প্রেরণ স্থগিত রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গভর্নরের নিকট আবেদন করেন।

**১৭ই জুলাই** : উপনিবেশ সচিব লর্ড রিপনের উদ্দেশে লিখিত ১০,০০০ ভারতীয়ের দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি দীর্ঘ গণ-আবেদন নাটালের গভর্নরের নিকট দাখিল করেন। জনহিতকর কার্য চলাইয়া যাইবার জন্য নাটালে স্থায়িভাবে বাস শুরু করেন।

**২২শে আগস্ট** : বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আন্দোলন চালাইয়া যাইবার জন্য নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন, উহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন; উপনিবেশে জাত ভারতীয়গণের সংঘও প্রতিষ্ঠা করেন।

**৩রা সেপ্টেম্বর** : নাটাল আইনজীবী সমিতির বিরোধিতা সত্ত্বেও নাটালের আদালতসমূহে ব্যারিস্টারি করিবার জন্য সর্বোচ্চ আদালত হইতে অনুমতি পান। আদালতে পাগড়ি খুলিতে বলিতে আদালতের নিয়ম পালন করেন এবং "বৃহত্তর সংগ্রামগুলির" জন্য শক্তি সংরক্ষণ করেন।

**১৯শে সেপ্টেম্বর** : গোপী মহারাজের মামলায় নামেন; সম্ভবতঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় ইহাই তাঁহার প্রথম মামলা; ইহাতে তিনি জয়লাভ করেন; কিন্তু জনহিতকর কার্যই তাঁহার আইনজীবীর জীবনের উপর প্রাধান্য লাভ করে।

**২৬শে নভেম্বর** : এসোটেরিক খ্রীষ্টান সোসাইটির পুস্তক বিক্রয়ের এজেণ্ট হইয়া এসোটেরিক খ্রীষ্টান সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান আগ্রহের পরিচয় দেন।

**(১৯শে তারিখের পূর্ব পর্যন্ত) ডিসেম্বর** : বহু প্রামাণ্য উদ্ধৃতি সহ নাটালের আইনপ্রণেতাগণের উদ্দেশে "খোলা চিঠি" লেখেন।

**১৯শে ডিসেম্বর** : ভারতীয় বসবাসকারীদের সমস্যা সম্পর্কে সহানুভূতিপূর্ণ-দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আবেদন করিয়া ইয়োরোপীয়দের মধ্যে প্রচারপত্র বিলি করেন।

## ১৮৯৫

**এপ্রিল** : ডারবানের নিকটবর্তী ট্র্যাপিস্ট মঠ দর্শন করেন; এখানে আধ্যাত্মিক দিক হইতে যে নিরামিষ আহার অনুশীলন করা হইতেছিল, তাহা তাঁহার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

**৬ই এপ্রিল** : ভারতীয় সালিশ মামলায় প্রদত্ত অসন্তোষজনক রোয়েদাদ সম্পর্কে ব্রিটিশ ভারতীয় বণিকগণের কমিটির মারফত হাই কমিশনারের নিকট আবেদন করেন।

**(৫ই তারিখের পূর্বে) মে** : ভারতীয় অভিবাসন বিলের পুনরায় চুক্তিবন্ধকরণ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলির বিরুদ্ধে নাটাল বিধান সভায় আবেদন করেন।

**(১৪ই তারিখের পরে) মে** : ভারতীয়গণের ব্যবসায় সংক্রান্ত অধিকারসমূহকে আদালতের করুণার উপর নির্ভরশীল করিয়া যে রোয়েদাদ দেওয়া হইয়াছে—সেই অবিচার সম্পর্কে পুনরায় লর্ড রিপনের নিকট আবেদন করেন। বৈষম্যমূলক আইন ও অধিকারহীনতার বিরুদ্ধে ভারতীয় স্বার্থ-সমূহ রক্ষা করিবার জন্য ভারতের ভাইসরয় লর্ড এল্‌গিনের হস্তক্ষেপ দাবী করেন।

**১৭ই জুন** : চুক্তিবন্ধ শ্রমিক বালসুন্দরমের পক্ষ সমর্থন করেন এবং তাহাকে মুক্ত করেন। এই মামলার ফলে তিনি চুক্তিবন্ধ শ্রমিকদের সংস্পর্শে আসেন।

**২৬শে জুন** : অভিবাসন বিলের যে সকল অনুচ্ছেদ চুক্তিবন্ধ শ্রমিকদের সহিত জড়িত ছিল, সেগুলির বিরুদ্ধে বিধান পরিষদের নিকট আবেদন করেন।

**১১ই আগস্ট** : চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়াছে এমন ভারতীয়দের ৩ পাউন্ড লাইসেন্স ফী ধার্যের প্রতিবাদ করিয়া চেম্বারলেনের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ আবেদন পেশ করেন। লর্ড এল্‌গিনকে হস্তক্ষেপ করিতে, বা ভারতীয় শ্রমিকদিগকে আর আসিতে না দিতে অনুরোধ জানান।

**২৯শে আগস্ট** : দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ব্রিটিশ ভারতীয়গণের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে লণ্ডনে দাদাভাই নওরোজি চেম্বারলেনের নিকট একটি প্রতি-নিধিদলের নেতৃত্ব করেন।

**১২ই সেপ্টেম্বর** : চেম্বারলেন নাটাল সরকারকে বর্তমান আকারে নাগরিক অধিকার বিল অনুমোদন করিতে সাম্রাজ্য সরকারের অস্বীকৃতি জানাইয়া দেন।

**২৫শে, ৩০শে সেপ্টেম্বর** : নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস একটি গুপ্ত প্রতিষ্ঠান বা তিনি তাহার বেতনভোগী কর্মচারী, ইহা অস্বীকার করিয়া গান্ধীজী সংবাদপত্রে চিঠি লেখেন, কিন্তু কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের খসড়া রচনার দায়িত্ব স্বীকার করেন।

**২২শে অক্টোবর** : নাগরিকগণকে বাধ্যতামূলক সামরিক কার্য হইতে অব্যাহতি দিয়া যে "কম্যাণ্ডো চুক্তি" হইয়াছিল, তাহাতে উল্লিখিত "ব্রিটিশ প্রজা" কথাগুলি কেবল শ্বেতাঙ্গদের পক্ষেই প্রযোজ্য, এইরূপ ব্যাখ্যার প্রতিবাদ জানাইয়া, ব্রিটিশ ভারতীয় রক্ষা কমিটি ও জোহানেসবার্গের ভারতীয়গণ চেম্বারলেনের নিকট তার পাঠান।

**১৮ই নভেম্বর** : নাটাল সরকার নাগরিক অধিকার বিলের নূতন খসড়া উপনিবেশ সচিবের নিকট প্রেরণ করেন। ইয়োরোপীয়রা এশীয় আইন

প্রণয়নের সমর্থনে লেডীস্মিথ, স্যালিসবেরি, বেলেয়ার প্রভৃতি স্থানে সভা-সমিতি সংগঠন করেন।

**২৬শে নভেম্বর** : "কম্যাণ্ডো চুক্তি" দ্বারা বৈষম্য ঘটাইবার বিরুদ্ধে চেম্বারলেনের নিকট গান্ধীজী স্মারকলিপি প্রেরণ করেন।

**১৬ই ডিসেম্বর** : "ভারতীয় নাগরিক অধিকার : দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ প্রতিটি ব্রিটনের নিকট একটি আবেদন" প্রকাশ করেন।

ঐ বৎসর টলস্টয়-রচিত "সংক্ষেপে যিশুর বাণী : কি কর্তব্য?" ও অন্যান্য পুস্তক তাঁহার উপর গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং তাঁহাকে "সর্বজনীন প্রেমের অসীম সম্ভাবনাসমূহ" সম্পর্কে শিক্ষা দেয়।

## ১৮৯৬

**২৩শে জানুয়ারি** : গান্ধীজী নাটাল আদালতে গুজরাটী দোভাষীর একটি পদের জন্য আবেদন করেন।

**২৭শে জানুয়ারি** : লণ্ডনের "টাইম্‌স্" পত্রিকা গান্ধীজী সম্পর্কে বলে যে, তিনি এমন একজন "যিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার ভারতীয় সহ-প্রজাগণের কল্যাণ চেষ্টার জন্য সম্মানলাভের অধিকারী হইয়াছেন।"

**২৬শে ফেব্রুয়ারি** : শহরাঞ্চল সংক্রান্ত বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া জুলুল্যাণ্ডের গভর্নরের নিকট আবেদন করেন।

**৩রা মার্চ** : নাটাল সরকারী গেজেট আইনসভায় উত্থাপিত নাগরিক অধিকার বিলের নূতন খসড়ার পাঠ প্রকাশ করে।

**৫ই মার্চ** : শহরাঞ্চল সংক্রান্ত বিধিনিষেধ সম্পর্কে প্রেরিত আবেদন সরকার কর্তৃক অগ্রাহ্য হয়।

**১১ই মার্চ** : শহরাঞ্চল সংক্রান্ত বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে গান্ধীজী চেম্বারলেনের নিকট আবেদন করেন।

**২৭শে এপ্রিল** : নাগরিক অধিকার বিল সংশোধিত আকারে নাটাল পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হয়; ইহার দ্বারা অন্যদেশীয় যেসব লোক নিজ দেশে পার্লামেণ্টারী অধিকার ভোগ করে না, তাহাদিগকে এখানে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। নাটালের ভারতীয়গণ এই বিলের বিরুদ্ধে পিটারমারিৎস্‌বার্গে বিধান সভায় আবেদন করে।

**৬ই মে** : ভোটাধিকার বিলের দ্বিতীয় দফা আলোচনা হয়।

**৭ই মে** : ভারতীয়দের পক্ষ হইতে ঐ বিষয়ে স্মারকলিপি না পাঠানো পর্যন্ত নাগরিক অধিকার বিল বা তাহার কোনরূপ পরিবর্তন যাহাতে স্বীকার না করা হয়, সেজন্য অনুরোধ করিয়া চেম্বারলেন ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির নিকট গান্ধীজী তার করেন।

**১৩ই মে** : নাগরিক অধিকার বিলের তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনা হয় এবং তাহা বিধান সভায় পাস হয়।

**১৮ই মে** : গান্ধীজী প্রতিনিধিদল সহ প্রিটোরিয়াস্থ মহারানীর এজেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইনের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে ভারতীয় সম্প্রদায় যে পরীক্ষামূলক মামলা করিবার কথা ভাবিতেছে, তাহার ব্যয় সরকারকে বহন করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পত্র লেখেন।

**২৬শে মে** : গান্ধীজী ভারতে রওনা হইতেছিলেন; ডারবানের ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে "ভারতে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ, জননেতা ও জনপ্রতিষ্ঠানের নিকট দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণের প্রতিনিধিরূপে তাহাদের অভাব-অভিযোগের কথা উত্থাপন করিবার" অধিকার দেন।

**৪ঠা জুন** : কংগ্রেস হলে বিদায়-সভায় ডারবানের ভারতীয়গণ গান্ধীজীকে মানপত্র দেন।

**৫ই জুন** : গান্ধীজী ভারতে রওনা হন।

## দক্ষিণ আফ্রিকার সাংবিধানিক গঠন

### (১৮৯০-১৯১৪)

### কেপ কলোনি

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের "সংবিধান অর্ডিন্যান্স"-এর শর্তাবলী অনুসারে কেপ কলোনিতে শাসন-যন্ত্র গভর্নরকে লইয়া গঠিত ছিল। গভর্নরের শাসন-ক্ষমতা-সমূহ ছিল, কিন্তু আইনসভার নিকট তাঁহার দায়িত্ব ছিল না। আইনসভাটি বিধানসভা (লেজিস্‌লেটিভ এসেম্ব্‌লি) ও বিধান পরিষদ্ (লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল) লইয়া গঠিত ছিল। ঐ উভয় প্রতিষ্ঠানই ছিল নির্বাচনমূলক। কলোনিকে সাতটি মণ্ডলে ভাগ করিবার ভিত্তিতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের বিধান পরিষদের পুনর্গঠন হয়। আইনসভায় মণ্ডলগুলি তাহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে। আইনসভাটি কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো ন্যূনাধিক ঔপনিবেশিক ধরনে গঠিত, তবে উহাকে স্থানীয় প্রয়োজনগুলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া লওয়া হইয়াছে।

ঊর্ধ্বতন পরিষদের জন্য ভোটাধিকার অত্যন্ত অল্প, সেজন্য অত্যধিক সম্পত্তিগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ভোটাধিকার ও ব্যালট আইনে এই ব্যবস্থা করা হয় যে, ভোটারের ৫০ পাউন্ড বার্ষিক আয় বা ৭৫ পাউন্ড মূল্যের স্থায়ী সম্পত্তি থাকিতে হইবে। উহাতে এই ব্যবস্থাও থাকে যে, লিখিতে জানে কিনা সেবিষয়ে পরীক্ষা করা হইবে। যদিও নিয়মটি সকলের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য, তথাপি উহা অশ্বেতাঙ্গ ভোটারদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে। অশ্বেতাঙ্গ ভোটারদের সংখ্যার তুলনায় শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের সংখ্যা বহুগুণে বেশী।

সংবিধানটি উদারপন্থী ঔপনিবেশিক ধরনের। উহার স্থানীয় নীতিসমূহ নির্ধারণের ক্ষমতা আছে, তবে ঐগুলিকে কার্যতঃ প্রয়োগের জন্য ব্রিটেনের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা চালু ছিল। কেপ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ইউনিয়নের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের গ্লেন-গ্রে আইন অনুসারে "সাধারণ পরিষদের" কাঠামোর মধ্যে গ্রাম ও জিলা পরিষদ্‌সমূহের মাধ্যমে দেশীয় অধিবাসীদের জন্য আংশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়। ছয়জন সদস্য লইয়া প্রত্যেকটি পরিষদ্ গঠিত হয়। উহাতে চারজন নির্বাচিত ও দুইজন মনোনীত সদস্য থাকেন। একজন ইয়োরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট উহার সভাপতি হন। সাধারণ

পরিষদে প্রত্যেকটি জিলা পরিষদ্ হইতে তিনজন করিয়া আফ্রিকান প্রতিনিধি-রূপে আসেন। উঁহাদের মধ্যে একজন মনোনীত ও দুইজন নির্বাচিত থাকেন। স্বায়ত্তশাসনের প্রচুর ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের হস্তে রহিয়াছে। সাধারণ পরিষদের আয় সাধারণতঃ স্বল্প খাজনা ও কুটির কর হইতে আসে। জিলা পরিষদের কর স্থাপনের নিজস্ব কোনও অধিকার নাই। ১৮৯৯-১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গ্লেন-গ্রে আইন কলোনির কেণ্টানি ও অন্যান্য জিলাসমূহে সম্প্রসারিত করা হয়।

যে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের দক্ষিণ আফ্রিকা আইনের ভিত্তিতে ইউনিয়ন সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে কেপের বর্ণনিরপেক্ষ ভোটাধিকার-ব্যবস্থার পক্ষে রক্ষা-কবচ রাখা হয়। উহাতে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ থাকে যে, যদি কেবল জাতি বা বর্ণের কারণে কেপ প্রদেশে লোকের ভোটাধিকারসমূহ খর্ব করিতে পারে এমন কোনও পরিবর্তনসাধন করিতে হয়, তবে তাহা কেবল ইউনিয়ন পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের মিলিত অধিবেশনে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে সম্পন্ন করা যাইবে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কেপ টাউনে ব্রিটিশ হাই-কমিশনারের কার্যালয় ছিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকান মন্ত্রীসভার হস্তে কার্যকরী ক্ষমতা চলিয়া যাইবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি দক্ষিণ আফ্রিকান রাজনীতির কেন্দ্র ছিলেন। এখন কেপটাউনই ইউনিয়ন আইনসভার অধিবেশন-স্থল হইল।

## নাটাল

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নাটাল দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা লাভ করে। বিধান পরিষদ্ কর্তৃক গৃহীত এবং সাম্রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিলটিতে একটি দুই-পরিষদ্-বিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা থাকে : ১০ বৎসরের জন্য নিযুক্ত ১১ জন মনোনীত সদস্য লইয়া গঠিত বিধান পরিষদ্ (লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল) এবং চার বৎসরের মেয়াদে ৩৭ জন সদস্য লইয়া গঠিত বিধান সভা (লেজিস্লেটিভ এসেম্ব্লি) ও মন্ত্রী-সভাসহ গভর্নরের হস্তে শাসন-ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। ভোটাধিকার সম্পর্কে বলিতে গেলে, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নাটালের প্রথম প্রধান মন্ত্রী স্যার জন রবিনসন ভোটাধিকার বিলোপ আইন ও অভিবাসন আইন প্রণয়ন করেন। ভোটাধিকার বিলোপ আইনের দ্বারা এশীয়দের ক্ষতি হয় এবং অভিবাসন আইনের দ্বারা কলোনিতে অচুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের প্রবেশ প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে নাটাল সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কতিপয় দেশীয় লোকের প্রাণদণ্ডাদেশ সাম্রাজ্য সরকার কর্তৃক স্থগিত করা হইলে একটি সাংবিধানিক সংকটের উদ্ভব হয়, নাটাল সরকার প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। দায়িত্বশীল ঔপনিবেশিক সরকারের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা

ব্রিটিশ সরকারের নাই, এই মর্মে উপনিবেশ সচিব প্রতিশ্রুতি দিলে নাটাল সরকার পুনরায় কার্যভার গ্রহণ করেন।

## অরেঞ্জ রিভার কলোনি

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অরেঞ্জ রিভার কলোনি রুস্টেনবুর্গ গ্রন্ড্‌ওয়েট বা ১৮৫৮-৬০ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধান অনুসারে শাসিত হইতে থাকে। এই সংবিধানে একজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং একটি শাসন পরিষদের ব্যবস্থা থাকে। শাসন পরিষদের সদস্যগণ আংশিকভাবে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক এবং আংশিকভাবে ভোক্‌স্রাদ কর্তৃক নিযুক্ত হন। ভোক্‌স্রাদটি আবার বয়স্ক নাগরিকগণের ভোটে নির্বাচিত হয়। সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরূপে থাকেন। এই সংবিধানে জনসাধারণের সার্বভৌমতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহাতে ঘোষণা করা হয় যে, খ্রীষ্টধর্ম-প্রতিষ্ঠানে বা রাষ্ট্রে, কোথাও অশ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সমতা সাধনের ইচ্ছা তাঁহাদের নাই। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং তৎপরবর্তী দুই বৎসরে ব্লোয়েমফোন্টেনের সন্ধি দ্বারা অরেঞ্জ রিভার কলোনি ও ট্রান্সভালের মধ্যে বন্ধন দৃঢ়তর হয়। উভয় দেশের প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত "মিলিত পরিষদের" অধিবেশন ব্লোয়েমফোন্টেনে ও প্রিটোরিয়ায় হয় এবং একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারল) ইউনিয়নের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া "মিলিত পরিষদ্" শিক্ষা, বিচার-ব্যবস্থা, দেশীয়দের পরিচালনা ও অনুরূপ বিভিন্ন ব্যাপারে অধিকতর আনুরূপ্য সাধনের ব্যবস্থা করেন।

বুয়ার যুদ্ধের শেষে এই কলোনি ব্রিটিশ ক্ষমতাধীন হইলে সামরিক সরকার উহার শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। কিন্তু ভেরীনিগিংয়ের সন্ধির ফলে উহার অবসান ঘটে। এই সন্ধির ফলে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্নর ও প্রধান রাজকর্মচারীদের লইয়া গঠিত শাসন পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় স্বার্থসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে এমন মনোনীত বেসরকারী সংখ্যালঘু সদস্যগণসহ একটি বিধান পরিষদ্ গঠিত হয়। পরে দুইটি রিপাবলিকের সাধারণ স্বার্থগত বিষয়গুলির ব্যবস্থাপনার জন্য ১৪ জন সরকারী ও ৪ জন মনোনীত বেসরকারী সদস্য লইয়া "আন্তরৌপনিবেশিক পরিষদ্" গঠিত হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দেই কলোনি স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা লাভ করে। ইহার সংবিধানে পুরাতন রিপাবলিকের বৈশিষ্ট্যগত কঠোর বর্ণ-বৈষম্যসহ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্বেতাঙ্গদের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা হয় এবং এইরূপ বিধিবন্ধ করা হয় যে, আইনসভার দ্বিতীয় পরিষদ্ (লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল) মনোনীত সদস্যদের লইয়া গঠিত হইবে এবং প্রথম বারে গভর্নর কর্তৃক ও পরে সপারিষদ গভর্নর কর্তৃক সদস্যদের নিয়োগ করা হইবে।

## ট্র্যান্সভাল

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ট্র্যান্সভাল "রাজকীয় উপনিবেশ সংবিধান"—একটি মনোনীত শাসন পরিষদ্ ও একটি লেজিস্‌লেটিভ এসেম্ব্লি—লাভ করিয়াছিল। প্রিটোরিয়া কন্‌ভেন্‌শনের দ্বারা উহা সংশোধিত হয়। এই কন্‌ভেন্‌শন অনুসারে ব্রিটিশ সার্বভৌমতার অধীনে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। লন্ডন কন্‌ভেন্‌শনে পূর্বতন কন্‌ভেন্‌শনের প্রস্তাবনাটি বর্জন করায় উহা বাতিল হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ট্র্যান্সভাল উভয়ের সাধারণ স্বার্থগত বিষয়ে পরামর্শদানের জন্য একটি স্থায়ী পরিষদ্ প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে অরেঞ্জ রিভার কলোনির সহিত মিলিত হয়।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশগণ কর্তৃক ট্র্যান্সভাল অধিকৃত হইলে মিলনার শাসন-পরিচালক নিযুক্ত হন। পুরাতন গঠনতন্ত্র সংক্রান্ত পুস্তক আগাগোড়া পরিবর্তন করা হয় এবং সলোমন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে একটি ঘোষণার দ্বারা কেপের অনুরূপভাবে বহুসংখ্যক আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে জোহানেসবার্গ এবং পর বৎসর প্রিটোরিয়া পৌর শাসনের ক্ষমতা লাভ করে। ভেরীনিগিংয়ের সন্ধি রাজকীয় কলোনির মর্যাদা দেয় এবং উহাতে ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে দায়িত্বশীল শাসনাধিকার লাভের ব্যবস্থা থাকে। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ট্র্যান্সভাল একটি শাসন পরিষদ্ ও একটি বিধান পরিষদ্ লাভ করে। উভয় পরিষদ্ই মনোনীত এবং একজন লেফ্টেন্যাণ্ট গভর্নর সহ শাসন বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি বিধান পরিষদ্ এবং ঐ বৎসর কিছু পরে আন্তরোপনিবেশিক পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লিটলটন সংবিধানটি ঘোষিত হয় এবং উহাতে একটি নির্বাচিত বিধান-সভার ব্যবস্থা থাকে। এবং গভর্নরের নিকট দায়িত্বশীল কর্মচারীদের হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। বিধান সভাটি ৪৪ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে স্থির হয়। ইহাতে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত শাসন বিভাগীয় কর্মচারীগণ ছাড়া আর সকল সদস্যই নির্বাচিত হইবেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে "লেটার্স্ পেটেণ্টের" দ্বারা লিট্‌ল্‌টন সংবিধান বাতিল করা হইলে পর স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরাতন রিপাবলিকের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ট্র্যান্সভালে প্রাপ্তবয়স্ক শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের ভোটাধিকার প্রবর্তিত হয়, তবে অশ্বেতাঙ্গরা আইনগত অধিকারগুলি পায়। প্রতিনিধি-মূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত দেশীয় অধিবাসীদিগকে (natives) ভোটাধিকারদান স্থগিত থাকে। এইরূপে ইয়োরোপীয়দের অত্যধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা সুনিশ্চিত হয়। অরেঞ্জ রিভার কলোনির অনুকরণেই

দ্বিতীয় পরিষদ্ বা লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলকে মনোনীত সদস্যদের দ্বারা গঠন করা হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনের পরে সরকার অধিকার-সংকোচনমূলক বহু আইন প্রণয়ন করেন।

## ইউনিয়ন

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার চারটি রাজ্য একত্রিত হইয়া "দক্ষিণ আফ্রিকান ইউনিয়নে" পরিণত হয়। ইউনিয়ন গভর্নমেণ্ট শাসন পরিষদের কিছুসংখ্যক সদস্যগণের সাহায্যপ্রাপ্ত সপরিষদ্ গভর্নর-জেনারেল এবং দশ-জনের অনধিক বিভাগীয় মন্ত্রী লইয়া গঠিত হয়।

ইউনিয়নের উপর সার্বভৌম কর্তৃত্ব রহিয়াছে ইউনিয়ন পার্লামেণ্টের; এই পার্লামেণ্টে আছেন রাজা এবং ইউনিয়নের আইন পরিষদ্‌গুলি—সেনেট ও হাউস অব এসেম্ব্‌লি। অর্থ-সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়েই উভয় পরিষদের আইন প্রণয়নের সমান অধিকার রহিয়াছে। সকল বিলই উভয় পরিষদ্ কর্তৃক পাস হওয়া চাই, কোনরূপ অচল অবস্থার সৃষ্টি হইলে মিলিত অধিবেশনের দ্বারা তাহার অবসান ঘটাইতে হইবে। সংবিধানের তিনটি সুরক্ষিত অনুচ্ছেদ ব্যতীত পার্লামেণ্ট নিজ সংবিধান (দক্ষিণ আফ্রিকা আইন) পরিবর্তন করিতে পারে। কেবল উভয় পরিষদের মিলিত অধিবেশনে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যেই ঐ তিনটি সুরক্ষিত অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করা যাইতে পারে। ঐ সকল অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা রহিয়াছে : (১) ইংরেজী ও ওলন্দাজ ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি, (২) জাতি ও বর্ণের কারণে কেপ প্রদেশে লোকের ভোটদান ক্ষমতা হ্রাস করিতে পারে ভোটাধিকার-ব্যবস্থার এমন যে কোনও পরিবর্তন, এবং (৩) অপর দুইটি অনুচ্ছেদ এবং এই অনুচ্ছেদটি ব্যতীত স্বাভাবিক দ্বৈপরিষদিক পদ্ধতিতে পার্লামেণ্টকে এই আইন সংশোধন করিবার ক্ষমতা দান।

হাউস অব এসেম্ব্‌লি জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়, উহাতে ১৫৯টি আসন আছে, সবগুলিই ইয়োরোপীয়দের জন্য। এই আসনগুলির মধ্যে ১৫০টি সমগ্র চারটি প্রদেশের ভোটারদেব দ্বারা, ছয়টি দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার ইয়োরোপীয় ভোটারদের দ্বারা এবং তিনটি কেপের আফ্রিকান ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হয়। ভোটাররা (১) ২১ বৎসরের অধিক বয়স্ক ইয়োরোপীয়; অধিবাসীদিগকে ছয় বৎসর ও ব্রিটিশ প্রজাদিগকে ইউনিয়নে পাঁচ বৎসর বাস করিতে হয়, তাহার পর তাহারা নাগরিক অধিকারের জন্য আবেদন করিতে পারে; উহা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবেচনার উপর নির্ভর করে। (২) কেপ ও নাটালের অশ্বেতাঙ্গ পুরুষরা শিক্ষিত হইলে এবং বৎসরে ৭৫ পাউণ্ড উপার্জন করিলে বা তাহাদের ৫০ পাউণ্ড মূল্যের স্থায়ী সম্পত্তি

থাকিলে ভোট দানের অধিকার পাইবে; এবং কেবলমাত্র কেপে আফ্রিকান পুরুষরা শিক্ষিত হইলে এবং বৎসরে ৭৫ পাউন্ড উপার্জন করিলে বা তাহাদের ৫০ পাউন্ড মূল্যের স্থায়ী সম্পত্তি থাকিলে, তিনজন সদস্য নির্বাচনের জন্য একটি পৃথক ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবে। নির্বাচকমণ্ডলী-গুলির ভোটার সংখ্যা সমান, সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য শতকরা ১৫ ভাগ কম-বেশি হইতে পারে।

সেনেটের মেয়াদ দশ বৎসর, সদস্য সংখ্যা ৪৮, সদস্যরা সকলেই ইয়োরোপীয় ও সম্পত্তির মালিক; প্রতি প্রদেশ হইতে আটজন সদস্য পার্লামেণ্ট-সদস্যদের ও প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদের দ্বারা নির্বাচিত হন। দুইজন সদস্য নির্বাচিত হন দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার পার্লামেণ্ট সদস্যদের ও বিধান সভার দ্বারা। দশজনকে সরকার নিয়োগ করেন এবং চারজন সর্দারগণ, দেশীয় পরিষদ্‌সমূহ ও দেশীয় পরামর্শ পর্ষদ্‌সমূহের মাধ্যমে পরোক্ষ নির্বাচনে আফ্রিকানদের দ্বারা পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন।

## প্রাদেশিক সরকারসমূহ

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া এইগুলি গঠিত : (১) ব্যবস্থাপক, ইনি ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন, পার্লামেণ্টের জ্ঞাতসারে কেবল মাত্র সপরিষদ্‌ গভর্নর-জেনারেলই ইঁহাকে অপসারিত করিতে পারেন; (২) তিন বৎসরের জন্য এবং প্রাদেশিক পরিষদ্‌সমূহের সদস্যদের আনুপাতিক ভোটে নির্বাচিত চারজন সদস্য লইয়া গঠিত কার্যকরী কমিটি; এবং (৩) ইউনিয়ন হাউস অব এসেম্ব্লির অনুরূপ ভোটাধিকার-ব্যবস্থায় নির্বাচিত এবং তিন বৎসর শেষ হইলে ভাঙিয়া দেওয়া হইবে এমন প্রাদেশিক পরিষদ্‌-সমূহ।

ব্যবস্থাপকের দ্বৈত ভূমিকা রহিয়াছে। কার্যকরী কমিটির সভাপতি রূপে তিনি বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আর্থিক ব্যয়বরাদ্দের ব্যাপারে তিনি সুপারিশ করিতে পারেন, কিন্তু ভোট দিতে পারেন না। তিনি ইউনিয়ন সরকারের প্রতিনিধিরূপে প্রাদেশিক পরিষদ্‌সমূহের এক্তিয়ার-বহির্ভূত বিষয়সমূহ সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা করিতে পারেন।

কার্যকরী কমিটিগুলির হস্তে অবশিষ্ট ক্ষমতাবলী ন্যস্ত থাকে। প্রাদেশিক পরিষদ্‌গুলিতে আইন প্রণয়নকারী সংস্থার সকল গুণাবলীই রহিয়াছে; সপরিষদ্‌ গভর্নর-জেনারেলের অনুমোদন সাপেক্ষ, পার্লামেণ্ট আইনের বিরোধী নহে এমন সকল বিশেষ বিষয়েই অর্ডিন্যান্স জারী করিবার ক্ষমতাও ইহাদের রহিয়াছে। ইহাদের ক্ষমতাধীন বিষয়সমূহ হইতেছে শিক্ষা (উচ্চতর শিক্ষা ছাড়া), হাসপাতালসমূহ, পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহ, এবং

রেলপথ ছাড়া স্থানীয় কার্যাবলী। পার্লামেণ্টারী ও পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহের যে অপূর্ব যোগসাধন হইল, তাহা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বকে দুর্বল না করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাবের একপ্রকার সন্তুষ্টিবিধান। সকল কিছু অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা ইউনিয়ন সরকারের হস্তে রহিয়াছে। ব্লোয়েমফোণ্টেনে অবস্থিত আপীল-বিভাগ সহ দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বোচ্চ আদালতের শাখা-সমূহরূপে প্রাদেশিক বিভাগগুলি রহিয়াছে। প্রাদেশিক অর্ডিন্যান্সসমূহের যুক্তিযুক্ততা নির্ধারণের ক্ষমতাসমূহ সর্বোচ্চ আদালতের আছে।

বাজেটের শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত প্রাদেশিক করসমূহ হইতে প্রাদেশিক রাজস্ব সংগৃহীত হইতে পারে; অবশিষ্টাংশ কেন্দ্রীয় সরকার হইতে সাহায্য দিয়া পূরণ করা হয়; ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের আর্থিক সম্পর্কসমূহ সংক্রান্ত আইনের দ্বারা প্রদেশগুলির মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়।

# দক্ষিণ আফ্রিকার সংক্ষিপ্ত কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী

এই কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জীটি ঘটনাসমূহের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দেওয়া হইতেছে না; ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর জীবন ও কর্মকালে কি কি শক্তি কাজ করিতেছিল, তাহার কিছুটা বুঝিবার জন্য পাঠককে সাহায্য করিতে পারে, কেবল এমন ঘটনাবলীই ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৭৯৫ প্রধানতঃ ভারতবর্ষে যাতায়াতের পথে সামরিক দিক হইতে কেপের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের কারণেই ওলন্দাজদের সহিত ব্যবস্থা করিয়া ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী কেপ অধিকার করে। ঐ সময়ে তথায় শ্বেতাঙ্গ বসবাসকারীর সংখ্যা ছিল ১৬,০০০।

১৮০২ আমিয়াঁর সন্ধি অনুসারে কেপ কলোনি ওলন্দাজ প্রজাতান্ত্রিক সরকারের হাতে ফিরিয়া যায়।

১৮০৬ ব্রিটেন কর্তৃক কেপ পুনরায় বিজিত হয়।

১৮১৫ ভিয়েনা কংগ্রেস ব্রিটেনের হস্তে কেপ কলোনি ছাড়িয়া দেওয়া অনুমোদন করে।

১৮২০ ব্রিটিশ বসবাসকারীদের প্রথম দলটি কেপ কলোনির উপকূলে অবতরণ করে।

১৮২৩ কেপের বিভিন্ন ব্যাপার সম্পর্কে তদন্ত কমিশন বসে।

১৮৩৪ কেপ কলোনিতে আইন পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত পৌর পরিষদ্গুলি প্রবর্তিত হয়। ক্রীতদাস প্রথা তুলিয়া দেওয়া হয়।

১৮৩৬ বিখ্যাত দেশান্তরযাত্রা শুরু হয়।

১৮৩৮ নাটালে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পত্তন ঘটে।

১৮৪১ কেপ কলোনির নাগরিকগণ একটি বিধানসভার জন্য আবেদন করেন।

১৮৪৩ ব্রিটিশগণ কর্তৃক কেপ কলোনির সহিত নাটাল সংযোজিত হয়।

১৮৪৫ নাটালে বিচার যন্ত্র প্রবর্তিত হয়; এ পর্যন্ত উহা কলোনির গভর্নর ও আইন পরিষদের কর্তৃত্বাধীন ছিল।

১৮৪৬ কেপ কলোনির গভর্নর হাই-কমিশনার নিযুক্ত হন।

১৮৪৭ নাটালের শহর অঞ্চলে নির্বাচনমূলক পৌর-পর্ষদ্গুলির ব্যবস্থা করা হয়।

১৮৪৮ নাটাল একটি মনোনীত বিধান পরিষদ্ পায়। ফ্রী স্টেট অরেঞ্জ রিভার সভারেনটি বলিয়া ঘোষিত হয়।

১৮৫২ স্যাণ্ডে রিভার কন্ভেন্শন্ ট্র্যান্সভালে বুয়ারদের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়।

১৮৫৩ কেপ কলোনি সংবিধান অর্ডিন্যান্স ঘোষিত হয়।

১৮৫৪ ব্লোয়েম্ফোণ্টেন কন্ভেন্শনের পরে অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট ও ট্র্যান্সভাল স্বাধীনতা লাভ করে। ডারবান ও পিটারমারিৎস্বার্গের পৌরসভাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৫৫ শ্রমিকরূপে অপরাধীদের আমদানির জন্য রানীর নিকট আবেদন করিয়া নাটাল ব্যর্থ হয়।

১৮৫৬ নাটালকে ব্রিটিশরাজের অধীন কলোনির মর্যাদাসহ প্রতিনিধিমূলক সরকার ও ভোটাধিকার এবং সংখ্যাগুরু নির্বাচিত সদস্যবিশিষ্ট বিধান পরিষদ্ দেওয়া হয়। অত্যধিক সম্পত্তিগত যোগ্যতা দেশীয় লোকদিগকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করে।

১৮৫৭ নাটাল সর্বোচ্চ আদালত পুনর্গঠিত হয় এবং আইনে অভিযুক্ত অপরাধীদের জুরীর দ্বারা বিচারব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। বিধান-পরিষদের এই সর্বপ্রথম অধিবেশন পিটারমারিৎস্বার্গে হয়।

১৮৫৮ নাটাল কর্তৃক আমাতোঙ্গা উপজাতীয়দের শ্রমিকরূপে কাজে নিয়োগের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। যবদ্বীপ হইতে চীনা ও মালয়ী শ্রমিকদিগকে আনা হয়। ভারত সরকারের নিকট আবেদন সফল হয়।

১৮৫৯ নাটাল বিধান পরিষদ্ ভারতীয় শ্রমিক আমদানির জন্য আইন পাস করে।

১৮৬০ নাটালের আখের ক্ষেতগুলিতে কাজ করিবার জন্য মাদ্রাজ হইতে ভারতীয় চুক্তিবন্ধ শ্রমিকের প্রথম দলটি দক্ষিণ আফ্রিকার ভূমিতে পদার্পণ করে।

১৮৬৬ নাটালে ভারতীয় চুক্তিবন্ধ শ্রমিকদের সংখ্যা ৫,০০০-এ পৌঁছে।

১৮৬৮ বাসুতোল্যাণ্ড ব্রিটিশ রাজের অধিকারে যায়।

১৮৬৯ ফ্রী স্টেটে হীরক খনিসমূহ আবিষ্কৃত হয়।

১৮৭০ কিম্বার্লিতে হীরক আবিষ্কৃত হয়।

চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়াছে এমন শ্রমিকদিগকে নাটালে ভূমি দেওয়ার অনুমতি দিয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২ আইন পাস হয়।

ব্রিটিশ রাজ ও ফ্রী স্টেটের মধ্যে বাসুতোল্যাণ্ড ভাগ করিয়া লওয়া হয়।

১৮৭২ কেপ কলোনিতে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৭৬ দেশীয় বিষয়সমূহ সংক্রান্ত কমিশন শাসন-কর্তৃপক্ষের হস্তে দেশীয়দের ব্যাপারে অধিকতর ক্ষমতা দান করে। প্রিটোরিয়ার পত্তন হয়। রেলপথ নির্মাণ ও পোতাশ্রয়ের উন্নতিসাধনের জন্য পুনরায় ভারতীয় শ্রমিক আমদানি শুরু করা হয়।

১৮৭৭ ট্র্যান্সভাল অধিকারভুক্ত হয়।

১৮৭৮ ট্র্যান্সভাল হইতে ব্রিটিশ অধিকার প্রত্যাহার করাইবার চেষ্টায় ক্রুগার ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

১৮৭৯ মনোনীত শাসন পরিষদ্ ও বিধান সভা সহ ট্র্যান্সভালকে রাজকীয় উপনিবেশের মর্যাদা দেওয়া হয়। "উহার পতাকাতলে একটি ঐক্যবদ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকা" গঠনের জন্য আফ্রিকাণ্ডার বণ্ড্ সংগঠনটি গঠিত হয়।

১৮৮০-১ ট্র্যান্সভালের স্বাধীনতা যুদ্ধ বা বুয়ার যুদ্ধ।

১৮৮১ প্রিটোরিয়া কন্‌ভেন্‌শন ট্র্যান্সভালকে "মহারানীর সরকারের কর্তৃত্ব সাপেক্ষ স্বায়ত্তশাসন" দেয়।
নাটাল হইতে ভারতীয় শ্রমিকগণ ট্র্যান্সভালে প্রবেশ করে।

১৮৮২ ট্র্যান্সভালে বাসস্থান (Location) কমিশন গঠিত হয়। নির্দিষ্ট স্থানসমূহে দেশীয়দের অপসারণ অনুমোদিত হয়, কিন্তু বলবৎ হয় না।

১৮৮৩ ট্র্যান্সভালের নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার প্রিটোরিয়া কন্‌ভেন্‌শন সংশোধন করাইবার চেষ্টায় লণ্ডনে যান।

১৮৮৪ ব্রিটেন ও দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকের মধ্যে অনুষ্ঠিত লণ্ডন কন্-ভেন্‌শনের ফলে দেশীয়রা ছাড়া অন্য সকলে রিপাবলিকে প্রবেশ, ভ্রমণ ও বাস করিবার স্বাধীনতা, ব্যবসায় করিবার স্বাধীনতা এবং নাগরিকগণের উপর ধার্য নহে এমন করগুলি হইতে অব্যাহতি লাভ করে।
৩২ জন সদস্যবিশিষ্ট আফ্রিকানাণ্ডার পার্টির নেতারূপে হফ্‌মায়ার পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হন।
কলোনির এশীয় অধিবাসীদিগকে কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার শ্রেষ্ঠ উপায় উদ্ভাবনের জন্য নাটাল বিধান পরিষদ্ একটি কমিশন গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করেন।
সংকোচনমূলক আইন প্রণয়নের জন্য ট্র্যান্সভালের জনসাধারণের দাবি সাম্রাজ্য সরকারের নিকট জ্ঞাপন করা হয়।

১৮৮৫ এশীয়দিগকে নির্দিষ্ট স্থানসমূহে পৃথকভাবে রাখিবার জন্য ইয়োরোপীয়দের দাবি অনুসারে সাম্রাজ্য সরকারের অনুমোদনসহ ট্র্যান্সভালে এশীয়দের অধিকারসমূহ সংকোচন করিয়া ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইন প্রণয়ন করা হয়।

নাটাল সরকার বিচারপতি র‍্যাগের অধীনে ভারতীয় অভিবাসন কমিশন নিয়োগ করেন। ইঁহাদের অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় কৃষি ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত কাজ-কারবারে প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিযোগী-রূপে, চুক্তিবদ্ধ নহে এমন ভারতীয়দের উপস্থিতির বিরুদ্ধে কলোনিতে ইয়োরোপীয়দের মত অত্যন্ত প্রবল।

বেচুয়ানাল্যাণ্ডকে ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং দক্ষিণ অঞ্চল লইয়া রাজকীয় উপনিবেশ গঠিত হয়।

১৮৮৬ বেচুয়ানাল্যাণ্ডে একাংশ কেপ কলোনির সহিত সংযুক্ত করা হয়। ট্র্যান্সভালে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হয়।

ভারতীয়দের বিরুদ্ধে নাটালের ইয়োরোপীয়দের অভিযোগসমূহ তদন্ত করিয়া দেখিবার জন্য কমিশন নিযুক্ত হয়। সাম্রাজ্য সরকার ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইনের অন্তর্নিহিত এশীয়বিরোধী আইন প্রণয়নের বিরোধিতা না করিবার ইচ্ছা ঘোষণা করেন, তবে তাঁহারা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ট্রান্সভালে ভারতীয়দের বসবাস করিবার অধিকারকে স্বীকৃতি দেন।

১৮৮৭ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩ আইন সংশোধিত হয়।

নাটাল সরকারের অধীনস্থ জুলুল্যাণ্ডের একাংশের উপর ব্রিটিশ সার্বভৌমতা ঘোষিত হয়। কেপ কলোনিতে আইনসভার ভোটদাতা তালিকাভুক্ত করণ আইন পাশ হয়।

প্রথম ঔপনিবেশিক সম্মেলন কর্তৃক ঘনিষ্ঠতর রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের পরিকল্পনাগুলির আলোচনা বাতিল হয়।

১৮৮৮ কাফ্রীদের সহিত শ্রেণীভুক্তকরণ সম্পর্কে এবং রাত্রি ৯টার পর পথে চলাফেরা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে ট্র্যান্সভাল সরকারের নিকট ভারতীয়গণের আবেদন অগ্রাহ্য হয়।

ইসমাইল সুলিমানের মামলার ফলে স্থির হইয়া যায় যে, নির্দিষ্ট স্থানে ভিন্ন এশীয়গণ ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে পারিবে না। বিবাদটি সালিসের জন্য অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের প্রধান বিচারপতির নিকট পাঠানো হয়। অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের প্রধান বিচারপতির রোয়েদাদ স্বীকার করে যে, আদালতসমূহের ব্যাখ্যাসাপেক্ষ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইন কার্যকরী করিবার অধিকার সরকারের আছে।

১৮৮৯ রোড্‌স্‌ মাটাবিলির নিকট হইতে খনি সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন। মাটাবিলি যুদ্ধ ও বিদ্রোহ রোডেসিয়া বিজয়ে সমাপ্ত হয়।
রাজকীয় সনদের দ্বারা ব্রিটিশ সাউথ কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৯০ কেপে রোড্‌স্‌ তাঁহার প্রথম মন্ত্রী-সভা গঠন করেন।
ব্রিটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানি মাসোনাল্যাণ্ড অধিকার করে।

১৮৯২ কেপ কলোনিতে ভোটাধিকার ও ব্যালট আইন পাশ হয়।
ট্র্যান্স্‌ভালে উইটল্যাণ্ডারদের জাতীয় সংঘ গঠিত হয়।

১৮৯৩ ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন কার্যকরী করিবার উপায় ও পন্থা উদ্ভাবনের জন্য ভোক্‌স্রাদ কর্তৃক প্রস্তাব গৃহীত হয়।
নাটাল দায়িত্বশীল শাসনাধিকার পায়।
স্যার জন রবিন্‌সন কর্তৃক নাটালের প্রথম মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।
কেপ কলোনিতে দেশীয় শ্রমিক সংক্রান্ত কমিশন প্রত্যেকটি দেশীয় পুরুষের উপর একটি বিশেষ কর স্থাপনের সুপারিশ করেন। সেই বৎসরে কাজে নিযুক্ত থাকায় তাহারা গৃহে অনুপস্থিত ছিল, এইরূপ প্রমাণ করিতে পারিলে ঐ কর হইতে অব্যাহতি পাইবে।
ট্র্যান্স্‌ভালে চেম্বার অব মাইন্‌স্‌ দেশীয় শ্রম কমিশনের অধীনে বিশেষ শ্রমিক সংগঠন স্থাপন করে।

১৮৯৪ নাটালে দায়িত্বশীল সরকারের অধীনে প্রথম শাসনব্যবস্থা ভারতীয় অভিবাসনের সাহায্যে প্রদত্ত বার্ষিক মঞ্জুরি তুলিয়া দেওয়ার জন্য পার্লামেণ্টের অনুমোদন লাভ করে।
নাটালে নাগরিক অধিকার আইন সংশোধন বিল উত্থাপিত হয়।
'গ্লেন-গ্রে' আইন কেপ কলোনিকে দেশীয় পুরুষদের উপর কর স্থাপনের বৈধ অধিকার দেয়।
দেশীয় পুরুষদের উপর কলোনি কর স্থাপন করে।
উইটওয়াটাস্‌র্যাণ্ডে স্বর্ণ ও হীরক আবিষ্কার।
পোণ্ডোল্যাণ্ড কেপের সহিত সংযুক্ত হয়।
দেশীয় স্বার্থসমূহের' সংরক্ষণব্যবস্থা সহ সোয়াজিল্যাণ্ড দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়।
কেপ পার্লামেণ্ট ইস্ট লণ্ডন মিউনিসিপ্যালিটিকে ভারতীয়দিগকে শহরের ফুটপাতগুলি ব্যবহার করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবার ক্ষমতা দেয়।

১৮৯৫ ট্র্যান্স্‌ভাল সোয়াজিল্যাণ্ড সংরক্ষণের কর্তৃত্ব লাভ করে।
ব্রিটিশ বেচুয়ানাল্যাণ্ড কেপ কলোনির সহিত সংযুক্ত হয়।

কেপে গভর্নর-জেনারেলের অধীনে সাধারণ পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়।
নাটালে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ আইন পাস হয়।
১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইন কার্যকরী করিবার প্রশ্ন সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্য ট্রান্সভালে কমিশন নিয়োগ করা হয়।
উইটল্যান্ডারগণ সংস্কার-সাধন সংঘ গঠন করে।
জোহানেসবার্গের উপর জেমসনের হানা। হাই কমিশনার কর্তৃক অস্বীকৃতি ঘোষণা।

১৮৯৬ নাটালে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ নং ভোটাধিকার বিলোপ আইন চালু হয়।
রোডস কেপের প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন।
ট্রান্সভাল দেশীয় শ্রমিক কমিশন পর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকায় শ্রমিক সংগ্রহ কেন্দ্রসমূহ স্থাপনের জন্য একচেটিয়া অধিকার লাভ করে।
ট্রান্সভালে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইন সম্পর্কে কমিশনের রিপোর্ট ভোকস্রাদ কর্তৃক গৃহীত হয়।

১৮৯৭ ৩ আইন শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করে। নাটালে নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। এসকোম্বের স্থলে পদলাভে বিনু কৃতকার্য হন।
নাটালে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ নং অভি সংকোচন আইন পাস হয়।
১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ নং ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স দান আইন পাস হয়।
ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের মধ্যে ব্লোয়েমফোন্টেন কনভেনশনের অনুষ্ঠান।
কেপে হাই কমিশনার রূপে মিলনারের নিয়োগ।
রানীর হীরক জয়ন্তী।
লণ্ডনে বৃটেন ও উপনিবেশসমূহের প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলন।

১৮৯৮ ব্লোয়েমফোণ্টেনে ট্রান্সভাল ও ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের সম্মেলন।
শুল্ক সংঘে নাটালের যোগদান।
'বণ্ড' পার্টির কর্তারূপে শ্রাইনার কেপের প্রধান মন্ত্রী হন; ক্র্যুগার পুনরায় প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন।
ট্রান্সভাল ও ফ্রী স্টেটের ফেডারেল র‍্যাণ্ডের সর্বপ্রথম অধিবেশন।

১৮৯৯ বুয়ার যুদ্ধ বাধে। ব্রিটিশ মুখপাত্র ভারতীয়গণের প্রতি দুর্ব্যবহারকে যুদ্ধের অন্যতম কারণ বলিয়া মনে করেন।
ভারত হইতে আগত ব্রিটিশ সৈন্যদল ডারবানে নামে।

১৯০০ অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের ব্রিটিশ অঞ্চল অরেঞ্জ রিভার কলোনি নামে ঘোষিত হয়। ট্র্যান্সভাল অধিকৃত ও সংযুক্ত হয়। ব্রিটিশ বন্দী-শিবির-গুলিতে ২০,০০০ আশ্রয়প্রার্থী বুয়ার নারী ও শিশুর মৃত্যু ঘটে। ভূমি ব্যবস্থা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

১৯০১ জোহানেস্‌বার্গে পৌর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০২ ভেরীনিগিংয়ের সন্ধির ফলে বুয়ার যুদ্ধ শেষ হয়।
রোড্‌সের মৃত্যু ঘটে।
প্রিটোরিয়ায় পৌর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।
পর্তুগীজ ইস্ট আফ্রিকান সরকার দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্রমিকদলভুক্ত হইবার জন্য উহার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হইতে সংগৃহীত প্রত্যেক দেশীয় শ্রমিক পিছু ১৩ শিলিং ফী দিতে চায়।
ট্র্যান্সভাল ও অরেঞ্জ রিভার কলোনিতে নূতন সরকারগুলি ঘোষিত হয়।
চেম্বারলেন দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ করেন। সন্ধির শর্তসমূহ শিথিল করিবার জন্য বুয়ারদের আবেদন প্রিটোরিয়া ও ব্লোয়েম্‌ফোণ্টেনে অগ্রাহ্য হয়।

১৯০৩ শান্তি সংরক্ষণ অর্ডিন্যান্সের দ্বারা ট্র্যান্সভালে ভারতীয়গণের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করা হয়।
ট্র্যান্সভাল ব্রিটিশ ভারতীয় সংঘ গঠিত হয়, এবং উহা এশীয় কার্যালয়ের ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে দরখাস্ত পেশ করে।
ব্লোয়েম্‌ফোণ্টেনে শুল্ক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।
সাধারণ স্বার্থগত বিষয়সমূহে হাই কমিশনারকে পরামর্শদানের জন্য ট্র্যান্সভাল ও অরেঞ্জ রিভার কলোনি হইতে বেসরকারী প্রতিনিধিগণকে লইয়া আন্তরৌপনিবেশিক পরিষদ্‌ স্থাপিত হয়।
ব্লোয়েম্‌ফোণ্টেন কন্‌ভেন্‌শন দেশীয় বিষয়সমূহ সংক্রান্ত কমিশন প্রতিষ্ঠা করে।
ট্র্যান্সভাল বিধান পরিষদ্‌ বাহির হইতে চুক্তিবন্ধরূপে অশ্বেতাঙ্গ শ্রমিক আগমনের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে।
ট্র্যান্সভালে ষোল বৎসরের অধিক বয়স্ক পুরুষ ও তেরো বৎসরের অধিক বয়স্ক স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে বার্ষিক ৩ পাউন্ড কর প্রযোজ্য করা হয়।

১৯০৪ ক্রুগারের মৃত্যু ঘটে। জোহানেস্‌বার্গে প্লেগ মহামারী দেখা দেয়। লর্ড কার্জনের ডেসপ্যাচে বলা হয় যে, তাহাদের সম্মুখে "নাটালের

তিক্ত দৃষ্টান্ত” থাকায় ভারতীয় শ্রমিকদিগকে ট্র্যান্সভালে পাঠাইবার উৎসাহ ভারতবর্ষে নাই।

চীনা শ্রমিক আমদানি সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স ঔপনিবেশিক কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১৯০৫ স্মাট্‌স্ দক্ষিণ আফ্রিকার স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারের দাবি লইয়া ব্রিটেনে যান এবং ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ক্যাম্‌বেল-ব্যানারম্যানের নিকট হইতে তৎসম্পর্কে প্রতিশ্রুতি লাভ করেন।

ট্র্যান্সভালে “হেট্ ভোক্” (জনসাধারণের পার্টি) গঠিত হয়।

লিট্‌ল্‌টন সংবিধান পাস হয়।

১৯০৬ লেটার্স পেটেণ্ট দ্বারা ট্র্যান্সভালে লিট্‌ল্‌টন সংবিধান বাতিল করা হয় এবং দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা মঞ্জুর হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকান রাজ্যগুলির রাজনৈতিক ঐক্যের বিষয় বিবেচনার জন্য কেপ সরকার লর্ড মেল্‌বোর্নকে অনুরোধ জানান।

এশীয় তালিকাভুক্তকরণ অর্ডিন্যান্স পাস হয়। ভবিষ্যতে এশীয়-দিগকে ট্র্যান্সভাল হইতে বাহিরে রাখিবার জন্য আইন করা হয়।

কেপ কলোনি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের অভিবাসন আইন পাস করে।

১৯০৭ জুলু বিদ্রোহ।

অরেঞ্জ রিভার কলোনিকে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা মঞ্জুর করা হয়।

ভারতীয় শ্রমিক সংক্রান্ত কমিশন ভারতীয় শ্রমিক আমদানির সুপারিশ করে।

ট্র্যান্সভালে সাধারণ নির্বাচনের ফলে “হেট্ ভোক্’ শাসনক্ষমতা লাভ করে, বোথা প্রধান মন্ত্রী হন। এশীয় (চীনা) শ্রমিক অর্ডিন্যান্সের মেয়াদ শেষ হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন সম্পর্কে মেল্‌বোর্নের স্মারকলিপি প্রকাশিত হয়।

লণ্ডনে প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলন।

১৯০৮ কেপে সাধারণ নির্বাচনের ফলে মেরিম্যানের নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকান পার্টি শাসনক্ষমতা লাভ করে।

ফেডারেশন গঠন অপেক্ষা ইউনিয়ন গঠনের জন্য পরিকল্পিত সং-বিধানের অধিকাংশ শর্তেই ডারবানে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলন সম্মত হয়।

স্বেচ্ছায় তালিকাভুক্ত হওয়াকে বৈধ করিবার জন্য ৩৬ নং আইন পাস হয়।

রেজিস্ট্রেসন আইন বাতিল না হওয়ায় ভারতীয় নেতৃবর্গ আইন অমান্য করিবার সিন্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আন্তরৌপনিবেশিক পরিষদ্ ভাঙিয়া দেওয়া হয়।

ট্র্যান্সভালে হের্ট্জগ ইংরেজী ও ওলন্দাজ ভাষার ব্যবহার আবশ্যিক করেন।

জ়ুলুল্যাণ্ডে বিদ্রোহ দমন করা হয়।

১৯০৯ ইউনিয়ন আইনের খসড়ারূপে ন্যাশনাল কনভেনসন (জাতীয় সম্মেলন) একটি বিবরণী প্রণয়ন করে এবং উহা ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকা আইনরূপে গৃহীত হয়।

১৯১০ দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকান দলের নেতা জেনারেল বোথার অধীনে প্রথম ইউনিয়ন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। উহাতে হের্ট্জগ ও স্মাট্স্-ও থাকেন।

ভারতীয়গণ অহিংসভাবে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের অভিবাসন আইন ভঙ্গ করেন।

১৯১১ দক্ষিণ আফ্রিকান সরকার বিনা চুক্তিতে অভিবাসন বন্ধ করেন।

বোথার নেতৃত্বে সংযুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকান ডোমিনিয়নের প্রতিনিধিগণ প্রথম সাম্রাজ্য-সম্মেলনে যোগ দেন।

ভারতে চুক্তিবন্ধ শ্রমিক ব্যবস্থা নিষিদ্ধ হয়।

১৯১২ হের্টজগ বোথার দল ত্যাগ করেন এবং "জাতীয়তাবাদী পার্টি" গঠন করেন। "আগে দক্ষিণ আফ্রিকা, পরে সাম্রাজ্য", ইহাই তাঁহার ধ্বনি হয়।

আর্থিক সম্পর্কসমূহ তদন্ত কমিশন।

১৯১৩ ভূমি আইন পাস হয়।

নাটালে ভারতীয়গণের নিষ্ক্রিয় প্রতিবোধ আন্দোলন। নাটাল সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ট্র্যান্সভালে মহান্ অভিযান।

সাধারণ ধর্মঘট।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের অভিবাসন নিয়ামক আইন (১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২ আইন)। ভারতীয় রিলিফ (ভার লাঘব) আইনের দ্বাবা ৩ পাউণ্ড কর বাতিল। ভারতীয়গণ কর্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকান সবকারের সম্মেলন কমিশন বর্জন।

স্মাট্স্-গান্ধী পত্রালাপ। দাবিসমূহ স্বীকৃত হইবার ফলে সংগ্রামের অবসান।

আর্থিক সম্পর্কসমূহ সংক্রান্ত আইন (১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ আইন) ও অভিবাসন আইন (১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ আইন) পাস হয়।

১৯১৪ সাধারণ ধর্মঘট; ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের নির্বাসিত করিয়া স্মাট্‌স্ অবৈধ কাজ করেন। ধর্মঘট ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

স্মার্ট্‌স্-গান্ধী চুক্তি; গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতে যাত্রা করেন।

## সংক্ষিপ্ত পরিচয়

**অ্যানস্টে, টমাস চিশোম** (১৮১৬-১৮৭৩) : আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ্; ১৮৪৭-৫২ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্টের সদস্য।

**আইরিশ হোম রুল বিল** : ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্ল্যাডস্টোন কর্তৃক এই বিলটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয়। ইহা অতি সামান্য একটি ব্যবস্থামাত্র ছিল; ইহাতে আয়ারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থাটি পার্লামেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত শাসকের হস্তে ন্যস্ত করা হয়, কিন্তু করস্থাপনের ক্ষমতা প্রধানতঃ ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের হস্তে থাকে। এই বিল ইংলণ্ড ও আল্স্টার উভয়ত্র প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হয় এবং হাউস অব কমন্স্ উহা বাতিল করেন। গ্ল্যাডস্টোন পুনরায় কার্যভার গ্রহণ করিয়া ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হোম রুল বিল উত্থাপন করেন, বিলটি কমন্সে পাস হইলেও বিপুল ভোটাধিক্যে লর্ড্সে বাতিল হয়।

**১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ আইন** : এই আইন পার্লামেণ্টের তদন্ত কমিশনের তথ্যাবলীর উপর ভিত্তি করিয়া ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়াধিকার বাতিল করে এবং উহার কার্যকে নিজ অধিকারভুক্ত অঞ্চল-সমূহের শাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সনদটি পুনরায় অনুমোদিত হইলে, সনদ আইনে এইরূপ ব্যবস্থা থাকে যে, ধর্ম, জাতি, জন্মস্থান, বংশ ও বর্ণের কারণে অযোগ্য বিবেচনা করিয়া ভারতের কোনও দেশীয় অধিবাসীকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কোন পদ, কার্য ও নিয়োগ হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

**১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইন** : ট্রান্সভালের একটি আইন; ইহা "তথাকথিত কুলী, আরব, মালয়ী ও তুর্কী সাম্রাজ্যের মুসলমান প্রজাদের" ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। ঐ আইনের ফলে ঐ সকল লোককে রিপাবলিকে অধিকতর নাগরিক অধিকারসমূহ ও স্থাবর সম্পত্তির মালিক হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। "কুলীদের" ক্ষেত্রে পরে ইহার ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ভোক্স্রাদের প্রস্তাব অনুসারে এই "কুলীদিগকে" স্বাস্থ্যনীতির কারণে কতিপয় নির্ধারিত রাস্তায়, ওয়ার্ডে ও স্থানে স্থাবর সম্পত্তির মালিক হইবার অধিকার দেওয়া হয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভোক্স্রাদের অপর একটি প্রস্তাবে সকল এশীয়কেই নির্দিষ্ট স্থানসমূহে বাস ও ব্যবসায় করিতে বাধ্য করিবার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়। নাম (রেজেস্ট্রি) তালিকাভুক্ত করাইলে এবং ৩ পাউণ্ড

ফী দিলে, তবেই তাহারা ব্যবসায় করিতে পারিবে। আইনটিকে লণ্ডন কন্‌ভেন্‌শনের বিরোধী বলিয়া মনে করা হয়।

**আদম আবদুল করীম হাজী** : দাদা আবদুল্লা অ্যান্ড কোম্পানির পরিচালক অংশীদার, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় নাগরিক অধিকার বিল প্রতিরোধের জন্য ডারবানে গঠিত ভারতীয়গণের প্রথম কমিটির সভাপতি।

**আবদুল্লা দাদা** : ডারবানের অন্যতম প্রধান ভারতীয় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান দাদা আবদুল্লা অ্যান্ড কোম্পানির মালিক। এই প্রতিষ্ঠানের মামলা চালাইবার জন্য গান্ধীজী প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছিলেন।

**আমটালি** : ঐ একই নামের শহরসহ দক্ষিণ রোডেশিয়ার একটি অঞ্চল; একটি বৃহৎ ইয়োরোপীয় উপনিবেশ।

**ইসমাইল সুলিমানের মামলা** : ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ইসমাইল সুলিমান নামে একজন আরব ব্যবসায়ীকে একটি নির্দিষ্ট স্থান ভিন্ন অন্যত্র ব্যবসায় জন্য লাইসেন্স দিতে অস্বীকার করা হয়। তৎসম্পর্কেই এই মামলা। অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের প্রধান বিচারপতির সালিসে দেশীয় ট্রাইব্যুন্যাল-গুলির ব্যাখ্যাসাপেক্ষ এতদ্‌বিষয়ক আইন (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন) বলবৎ করিবার অধিকার দক্ষিণ আফ্রিকান সরকারের আছে বলিয়া স্বীকৃত হয়। অবশ্য পরে ট্র্যান্সভালের সর্বোচ্চ আদালত বিপরীত রায় দেন, এবং বলেন যে, ঐ আইন অনুসারে এশীয়দিগকে লাইসেন্স হইতে বঞ্চিত করিবার ক্ষমতা সরকারের নাই।

**ইস্ট কোর্ট** : ডারবান হইতে প্রায় ১৫০ মাইল দূরবর্তী একটি শহর।

**ইস্ট লণ্ডন** : উপকূলে অবস্থিত কেপ কলোনির গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বন্দর।

**এলিসন, ডাঃ টি. আর.** : স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ক লেখক। তাঁহার রচনাবলী গান্ধীজীর সহায়ক হইয়াছিল। জন্মনিরোধ সম্পর্কে তাঁহার নব্যপন্থী মতামতের জন্য নিন্দিত হওয়া পর্যন্ত তিনি লণ্ডন ভেজিটারিয়ান সোসাইটির সদস্য ছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী প্লুরিসিতে পীড়িত হইলে তিনি গান্ধীজীর সেবা-শুশ্রূষা করেন।

**এলগিন, লর্ড (১৮৪৯-১৯১৭)** : ১৮৯৪ হইতে ১৮৯৯ পর্যন্ত ভারতের ভাইস্‌রয়; পরে দক্ষিণ আফ্রিকান যুদ্ধের পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ের তদন্ত করিবার জন্য নিযুক্ত "রাজকীয় কমিশনের" সভাপতি, ১৯০৫ হইতে ১৯০৮ পর্যন্ত উপনিবেশ সচিব।

**এশোয়ে** : জুলুল্যান্ড সংরক্ষিত অঞ্চলের শাসনকেন্দ্র।

**এসোটেরিক খৃষ্টান ইউনিয়ন** : এই প্রতিষ্ঠানটি এডোয়ার্ড মেট্‌ল্যান্ড কর্তৃক ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী ইহার এজেন্ট নিযুক্ত হন। "এসোটেরিক" শব্দটির মধ্যে কিছুটা অতীন্দ্রিয়বাদ

রহিয়াছে, উহার অর্থ, ঐশীবিদ্যার গোপন তত্ত্বে যাহারা দীক্ষিত, তাহাদের জন্য।

**এস্‌কোম্ব্‌, স্যার হেন্‌রি (১৮৩৮-৯৯)** : নাটালের সর্বোচ্চ আদালতের অন্যতম প্রধান অ্যাডভোকেট; নাটাল সর্বোচ্চ আদালতের 'বারে' গান্ধীজীকে প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্য তিনি ওকালতি করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নাটালের প্রধানমন্ত্রী।

**ওয়েডারবার্ন, উইলিয়ম** : বোম্বাই সিভিল সার্ভিসের সদস্যরূপে ভারতে ২৫ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন; অবসর গ্রহণের পর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পার্লামেণ্টের সদস্য ছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির সভাপতি হন, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন।

**ওয়েব, অ্যালফ্রেড** : পার্লামেণ্টের সদস্য। "ইণ্ডিয়া" ও অন্যান্য সাময়িকপত্রে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়গণের বিষয়ে প্রায়ই লিখিতেন। কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে (১৮৯৪) সভাপতিত্ব করেন এবং ব্রিটিশ কমিটির সদস্য হন।

**ওয়েলিংটন** : কেপ কলোনির শহর।

**ওসমান, দাদা** : নাটালের জনৈক প্রধান বণিক; ইনি নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন এবং ভারতীয়গণের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

**কমরুদ্দিন, মহম্মদ কাশিম** : জোহানেসবার্গের ভারতীয় বণিক এবং নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য।

**কাঠিয়াবাড়** : কতিপয় ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের সমষ্টি, বর্তমানে সৌরাষ্ট্র নামে পরিচিত।

**কিংস্‌ফোর্ড, ডাঃ অ্যানা** : ডক্টর অব মেডিসিন; নিরামিষাশী, "দি পারফেক্ট ওয়ে ইন্‌ ডায়েট" নামে তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; পরে এডোয়ার্ড মেট্‌ল্যাণ্ডের সহিত "অ্যাড্রেসেস অন্‌ ভেজিটেরিয়ানিজ্‌ম্‌" ও অন্যান্য পুস্তক রচনায় সহযোগিতা করেন।

**কেইন্‌, উইলিয়াম স্প্রস্টন** (১৮৪২-১৯০৩) : চারবার ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হন, কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির ভারতীয় পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটিতে কাজ করেন; ভারতের জন্য স্বায়ত্তশাসন সমর্থন করেন। দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের দাবি সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন।

**কেনিংটন** : লণ্ডনের একটি শহরতলি।

**কেপ টাউন** : দক্ষিণ আফ্রিকার 'মাতৃ-নগর'। কেপ প্রদেশের রাজধানী ও ইউনিয়নের আইনপ্রণয়ন-কেন্দ্র।

**ক্যাম্বেল, হেন্‌রি** : ট্রান্সভালের ব্রিটিশ ভারতীয় বণিকগণের অ্যাডভোকেট ও প্রধান এজেণ্ট ছিলেন। তাঁহাদের জন্য আবেদনগুলি রচনা ও পেশ করিতেন।

**ক্রনিকল্‌ পাশ্চালে** : আদম হইতে ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কালক্রমিক ঘটনা-বলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ; সপ্তম শতাব্দীতে সংকলিত বলিয়া মনে করা হয়।

**গনি, আবদুল** : ট্রান্সভালের জনৈক প্রাচীনতম অধিবাসী, জোহানেস্‌বার্গের মহম্মদ কাশিম কমরুদ্দিনের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অংশীদার ও কর্মসচিব। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সহিত প্রথম যাঁহাদের পরিচয় হয়, তাঁহাদের অন্যতম। ট্রান্সভাল ব্রিটিশ ভারতীয় সংঘের (১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) সভাপতি।

**চার্লস্‌টাউন** : নাটাল সীমান্তের মধ্যে ডারবান হইতে ৩১৮ মাইল দূরে অবস্থিত শহর।

**চেম্বারলেন, জোসেফ** (১৮৩৬-১৯১৪) : উপনিবেশ সচিব। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ করেন। তাঁহার ৮ বৎসর কার্যকালের মধ্যে ক্রুগারের সহিত আলোচনাসমূহের ব্যর্থতায় পর্যবসান, তাহার ফলে বুয়ার যুদ্ধ এবং ভেরীনিগিংয়ের সন্ধি ঘটে। লর্ড মিল্‌নারের সহিত একযোগে তিনি ট্রান্সভাল ও নাটালের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে সাহায্য করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন।

**জার্মিস্টন** : ট্রান্সভালের প্রধান রেলওয়ে স্টেশন।

**গ্রেডপুর** : সৌরাষ্ট্রের একটি রেলওয়ে স্টেশন।

**জুনাগড়** : সৌরাষ্ট্রের একটি ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্য, বর্তমানে বোম্বাই রাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত।

**জোহানেস্‌বার্গ** : উইটওয়াটার্স্‌র্যান্ড অঞ্চলের মহানগরী, ট্রান্সভালের সমৃদ্ধতম স্বর্ণখনি।

**টিউটনিক মার্ক** : উত্তর ইউরোপের জাতিসমূহের মধ্যে প্রচলিত এক প্রকার প্রাচীন সমিতি। সাধারণের ব্যবহারযোগ্য জমি সকলে মিলিয়া চাষ করে এবং নিজেদের সমিতিতে বিচারব্যবস্থা করে, এমন পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত সম্প্রদায়।

**ডাণ্ডি** : ডারবান হইতে প্রায় ২৫০ মাইল দূরে অবস্থিত ক্ষুদ্র শহর।

**ডারবান** : নাটালের বন্দর, বাণিজ্যিক রাজধানী ও 'প্রবেশপথ'।

**ডেলাগোয়া বে** : ডারবান হইতে ২৯৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত বন্দর ও বাণিজ্য-কেন্দ্র, পর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকার রাজধানী; লুরেঞ্চো মার্ক্স্ নামেও পরিচিত।

**তায়েবজী, বদরুদ্দিন** (১৮৪৪-১৯০৬) : বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েশনের সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত এবং কার্যতঃ উহার সভাপতি। কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে (১৮৮৭) সভাপতিত্ব করেন। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি (১৮৯৫)। দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে মনোনীত হন, তাঁহার চেষ্টায় পৌর-সভার ভোটাধিকার আইন পাস হয়।

**দাদা, হাজী মহম্মদ হাজী** : অন্যতম প্রধান ব্যবসায়ী ও ভারতীয় সম্প্রদায়ের নেতা। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নাগরিক অধিকার বিলের প্রতিরোধে প্রথম আলোচনা-সভায় সভাপতিত্ব করেন। ১৮৯৪ হইতে ১৮৯৯ পর্যন্ত নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের উপ-সভাপতি ছিলেন।

**ধন্ধুক** : কাঠিয়াবাড়ে (সৌরাষ্ট্র) অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র শহর।

**ধোলা** : কাঠিয়াবাড়ে (সৌরাষ্ট্র) একটি রেলওয়ে জংসন।

**নওরোজি, দাদাভাই** (১৮২৫-১৯১৭) : পথিকৃৎ ভারতীয় রাজনীতিবিদ্; প্রায়ই "ভারতের মহান্ বৃদ্ধ" নামে পরিচিত। ১৮৮৬, ১৮৯৩ ও ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে তিনবার কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। "স্বরাজ" বা স্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের সদস্যরূপে এবং লণ্ডনস্থ কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির অন্যতম প্রধান সদস্যরূপে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়গণের আদর্শসাধনের জন্য প্রচুর চেষ্টা করেন।

**নজর, মনসুখলাল হীরালাল** (১৮৬২-১৯০৬) : কৃতী ভারতীয় ছাত্র। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়া তথায় বসবাস শুরু করেন। দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের পক্ষে লণ্ডনে প্রচারকার্য চালাইবার জন্য ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হন। নাটালে জনহিতকর কার্যে ও ভারতীয়দের আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

**নন্ডোয়েন** : জুলুল্যাণ্ডের একটি শহরাঞ্চল ও বিভাগ; একদা খনি অঞ্চল রূপে পরিচিত ছিল।

**নিউ ক্যাস্ল্** : নাটালের শহর; কয়লা, জোয়ার, পশম ও তামাকের জন্য বিখ্যাত।

**পাইন টাউন** : ডারবান হইতে ১৭ মাইল দূরে অবস্থিত ক্ষুদ্র শহর।

**পিটারমারিৎস্‌বার্গ** : নাটালের রাজধানী; সংক্ষেপে পি. এম. বার্গ বা মারিৎস্‌-বার্গ নামেও পরিচিত; ডারবান হইতে ৭১ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানেই ঔপনিবেশিক কার্যালয় রহিয়াছে।

**পোর্ট এলিজাবেথ** : কেপ প্রদেশের দ্বিতীয় নগর ও বন্দর।

**প্রিটোরিয়া** : ইউনিয়নের প্রশাসনিক রাজধানী; ডারবান হইতে ৫১১ মাইল দূরে অবস্থিত।

**ফসেট, হেনরি** (১৮৩৩-১৮৮৪) : কেম্‌ব্রিজে অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক ও রাজনীতিবিদ্‌। পার্লামেণ্টে ভারতীয় রাজনীতিঘটিত ও আর্থিক বিষয়ের আলোচনায় যুক্ত থাকিতেন।

**বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার সুরেন্দ্রনাথ** (১৮৪৮-১৯২৫) : প্রথম শ্রেণীর নরমপন্থী রাজনীতিবিদ্‌। তিনি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলের সদস্যরূপে ব্রিটেনে যান। বাংলার বিধান পরিষদের সদস্য (১৮৯৩-১৯০১)। কলিকাতার অন্যতম প্রধান সংবাদপত্র "বেঙ্গলীর" মালিক ও সম্পাদক। মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার অনুসারে ভাইস্‌রয়ের শাসন পরিষদের সদস্য হন। ১৮৯৫ ও ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন।

**বার্ডউড, স্যার জর্জ খ্রীষ্টোফার মোল্‌স্বার্থ্‌** (১৮৩২-১৯১৭) : ভারতে জন্ম, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই মেডিক্যাল সার্ভিসে এবং পরে ত্রিশ বৎসর লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিসে কাজ করেন। "রিপোর্ট অন্‌ দি মিস্‌লেনিয়াস্‌ ওল্ড রেকর্ডস্‌ অব দি ইণ্ডিয়া অফিস" ও "দি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট্‌স্‌ অব ইণ্ডিয়া"-র লেখক।

**বার্ন্‌স্‌, জন** (১৮৫৮-১৯৪৩) : ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে অন্যতম [illegible]তিমান্‌ শ্রমিক প্রতিনিধি (১৮৯৭-১৯১৮)। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের লণ্ডন ডক ধর্মঘটের সময়ে শ্রমিকদের বন্ধুরূপে খ্যাতি লাভ করেন।

**বার্বার্টন** : ট্র্যান্সভালের একটি শহর, প্রিটোরিয়া হইতে ২৮৩ মাইল দূরে অবস্থিত।

**বিন্‌স্‌, স্যার হেনরি** (১৮৩৭-১৮৯৯) : ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নাটাল সরকার কর্তৃক চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক চুক্তির সংশোধনের জন্য ভারত সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে যে দুই-সদস্যবিশিষ্ট কমিশন পাঠানো হয়, তাহার সদস্য। নাটাল বিধান সভায় সংগঠিত বিরোধী দলের নেতা। এস্‌কোম্বের পরবর্তী নাটালের প্রধান মন্ত্রী।

**বুথ, ডাঃ** : ডারবানস্থ সেণ্ট এইড্যান্‌ মিশনের কর্তা। তিনি ভারতীয়গণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র দাতব্য হাসপাতালটির তত্ত্বাবধান করিতেন। ১৮৯৯

খ্রীষ্টাব্দে, বুয়ার যুদ্ধের সময়ে, তিনি ভারতীয় এম্বুল্যান্স বাহিনীকে শিক্ষা দেন।

**বেল, স্যার হেনরি :** অন্যতম প্রধান আইনজীবী ও নাটাল বিধান সভার খ্যাতিমান্ সদস্য; তিনি ১৯০৪ ও ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে নাটালের প্রশাসনিক পরিচালক হন।

**ব্লোয়েম্‌ফোন্টেন** : ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের পর অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের রাজধানী এবং ইউনিয়নের বিচার বিভাগীয় রাজধানী। জোহানেস্‌বার্গ হইতে ২৫৪ মাইল দূরে অবস্থিত।

**ভবনগর :** কাঠিয়াবাড়ের একটি ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্য, বর্তমানে বোম্বাই রাজ্যের সহিত সংযুক্ত।

**ভেরুলাম** : ডারবান হইতে ১৯ মাইল দূরে অবস্থিত ঐতিহাসিক শহরাঞ্চল। এখানে বহু স্বাধীন ভারতীয় বসবাস করিয়াছিলেন।

**ভোক্‌স্‌রাস্ট** : ডারবান হইতে ৩০৮ মাইল দূরে অবস্থিত নাটালের ক্ষুদ্র শহর।

**মেইন, স্যার হেনরি সাম্‌নার** (১৮২২-১৮৮৮) : বিখ্যাত আইনবিদ্, 'এন্‌সিয়েণ্ট ল', 'আর্লি হিস্টরি অব ইন্‌স্টিট্যুশন্‌স্' ও 'ভিলেজ কমিউ-নিটিজ্ ইন ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। ১৮৬২-৬৯ ও ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন।

**মেটল্যাণ্ড, এডোয়ার্ড** (১৮২৪-১৮৯৭) : অতীন্দ্রিয়বাদ সংক্রান্ত বিষয়সমূহের লেখক ও নিরামিষবাদে অনুরাগী; ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে "এসোটেরিক খ্রীষ্টান ইউনিয়ন" স্থাপন করেন। গান্ধীজী তাহার সহিত পত্রালাপ করিতেন এবং তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

**মেল্‌সথ** : জুলুল্যাণ্ডের শহরাঞ্চল ও বিভাগ।

**মেহ্‌তা, স্যার ফিরোজশাহ্** (১৮৪৫-১৯১৫) : ভারতীয় নেতা, বোম্বাইয়ের জনজীবনে দীর্ঘকাল তাঁহার প্রাধান্য ছিল; বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এসোসিয়ে-শনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; তিনি তিনবার বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সভাপতি হন। বোম্বাই আইন পরিষদের ও পরে ভাইস্‌রয়ের শাসন পরিষদের সদস্য। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম পথিকৃৎ প্রতিষ্ঠাতা; তিনি ১৮৯০ ও ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

**রবিন্‌সন, স্যার জন** (১৮৩৯-১৯০৩) ; ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ঔপনিবেশিক সম্মেলনে নাটালের প্রতিনিধিত্ব করেন; ১৮৯৩-৭ খ্রীষ্টাব্দে নাটালের প্রথম প্রধান মন্ত্রী ও ঔপনিবেশিক সচিব।

**রাজকোট** : সৌরাষ্ট্রের একটি প্রাক্তন দেশীয় রাজ্য; গান্ধী পরিবারের গোড়ার দিকের বাসস্থান।

**রিচমণ্ড** : পিটারমারিৎসবার্গের নিকটবর্তী একটি শহর।

**রিপন, লর্ড** (১৮২৭-১৯০৯) : ১৮৮০ হইতে ১৮৮৪ পর্যন্ত ভারতের ভাইসরয় এবং ১৮৯২ হইতে ১৮৯৫ পর্যন্ত উপনিবেশ সচিব। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পর চেম্বারলেন উপনিবেশ সচিব হন।

**রুস্তমজী, পার্শী** : নাটালের মানবপ্রেমিক ও জনহিতৈষী ভারতীয় বণিক। তিনি প্রথমে গান্ধীজীর সহকর্মী ও অনুরাগী বন্ধু ও পরে মক্কেল হন। তিনি নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস ও উহার কার্য দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করেন।

**লাউটন, এফ. এ.** : ডারবানের উকিল, তিনি ভারতীয়গণের পরামর্শদাতা ও কৌঁসুলী রূপে কাজ করেন। প্রায়ই গান্ধীজীর সহিত একত্র আদালতে মামলা চালাইতেন।

**লণ্ডন কন্ভেনশন** : বুয়ার ও ব্রিটিশগণের মধ্যে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার ১৪ ধারায় দেশীয় অধিবাসী ছাড়া সকল ব্যক্তিকেই দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবলিকে (বা ট্র্যান্সভালে) প্রবেশ করিবার, ভ্রমণ করিবার, সম্পত্তির মালিক হইবার ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়। বুয়ার সরকার "দেশীয় অধিবাসী" বলিতে ভারতীয়দিগকেও বুঝায় এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এই মত অগ্রাহ্য হয়।

**"শকুন্তলা"** : ভারতের মহাকবি ও নাট্যকার (আন্দাজ ৪০০ খৃষ্টাব্দ) কালিদাসের বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক। গ্রন্থমধ্যে (১৪৬ পৃষ্ঠা) যে কাব্যাংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে গ্যেটে রচিত ঐ নাটকের বিখ্যাত প্রশস্তির ই. বি. ইস্টুইক-কৃত ইংরেজী অনুবাদ। বর্তমান পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

**সিডেনহাম** : ডারবানের একটি শহরতলি।

**সোরাঠ** : সৌরাষ্ট্রের একটি জেলা।

**স্প্রেঞ্জার** : ডারবানের উত্তরে অবস্থিত ঐতিহাসিক গ্রাম।

**স্যাক্সন উইট্যান্** : 'উইটানাজেমট্' বা অ্যাংলো-স্যাক্সন রাজাদের পরিষদ্ হইতে এই শব্দের উৎপত্তি। অ্যাংলো-স্যাক্সন রাজারা তাঁহাদের অভিরুচি হইলে সকল বিষয়ে ঐ পরিষদের পরামর্শ লইতেন।

**স্যালিসবেরি** : দক্ষিণ রোডেসিয়ার রাজধানী।

**হাণ্টার, স্যার উইলিয়াম উইলসন** (১৮৪০-১৯০০) : পঁচিশ বৎসরকাল ভারতে কাজ করেন; "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার" ও অপর কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন।

১৪ খণ্ডে "দি ইম্পিরিয়্যাল গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়া" সংকলন করেন। ভাইস্‌রয়ের আইন পরিষদের সদস্য হন (১৮৮১-১৮৮৭)। ভারত হইতে অবসর লইয়া কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির সদস্য হন এবং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে "দি টাইমস্‌" পত্রিকায় ভারতীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন।

**হেবার, বিশপ রেজিন্যাল্ড** (১৭৮৩-১৮২৬) : কলিকাতার বিশপ; কলিকাতায় বিশপ্‌স্‌ কলেজ স্থাপন করেন; ভারতে প্রচুর পরিমাণে ভ্রমণ করেন।

## ইংরেজী নহে এমন আখ্যাসমূহের অর্থ

**অগ্নিপুরাণ**—হিন্দুদিগের অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম। ইহাতে পূজাপদ্ধতি, রাজধর্ম ও রণনীতির কথা আছে।

**অনাদি**—যাঁহার আদি নাই।

**আর্যধর্ম**—হিন্দুধর্মের অপর নাম।

**উইটল্যান্ডার**—শ্বেতাঙ্গ বিদেশীয়দের, সাধারণতঃ দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চল হইতে ট্র্যান্সভালে আসিয়াছে এমন ব্রিটিশ প্রজাদের সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকানদের (ওলন্দাজ) প্রদত্ত আখ্যা।

**উপনিষদ**—বেদের প্রধান অংশ, বেদের সারভূত। উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব ও মানব মুক্তির কথা আছে।

**এর্ভেন**—দক্ষিণ আফ্রিকার শহরাঞ্চলে অবস্থিত নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ড।

**কপিল**—কপিল মুনি। অনুমান, খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে সাংখ্যদর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। মানবাত্মার মুক্তিতত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছেন।

**কাফ্রী**—দক্ষিণ আফ্রিকান জাতির লোক। দক্ষিণ আফ্রিকার দেশীয় অধিবাসী সম্পর্কে শিথিলভাবে প্রয়োগ করা হয়।

**কুলী**—দক্ষিণ আফ্রিকার সকল ভারতীয়ের প্রতিই নির্বিশেষে এই আখ্যা প্রয়োগ করা হয়।

**গীতা**—ভগবদ্গীতা।

**জৈন**—বর্ধমান মহাবীর জৈনধর্ম প্রচার করেন। ইনি বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। ইঁহার ধর্মেরও মূল কথা ছিল অহিংসা ও সর্ব জীবে করুণা।

**ঠাকুর সাহেব**—ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যগুলির, বিশেষতঃ পূর্বতন কাঠিয়াবাড় দেশীয় রাজ্যগুলির বা সৌরাষ্ট্রের, শাসকগণের আখ্যা।

**তালুক**—জেলার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর রাজস্ব বা প্রশাসন সংক্রান্ত বিভাগ, কতিপয় গ্রাম ও শহর লইয়া গঠিত।

**তামিল**—মাদ্রাজ প্রদেশের ভাষা।

**তেলেগু**—অন্ধ্র প্রদেশের ভাষা।

**দেওয়ান**—পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলির প্রধান মন্ত্রী।

**পঞ্চায়েত**—গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রামের নানা কার্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

**পানিনি**—বিখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণকার। অনুমান, খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্যাকরণ রচনা করেন।

**পৃথুরাজ**—দৈহিক শক্তির জন্য সুখ্যাত পৌরাণিক সূর্যবংশীয় রাজা।

**বিষ্ণু**—পালনকর্তা ভগবান। অবতার গ্রহণ করিয়া মানবসমাজে অধর্মের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপন করেন।

**বেঠ**—বলপ্রয়োগে বা বিনা পারিশ্রমিকে খাটাইবার প্রথার গুজরাটী প্রতিশব্দ।

**বেদ**—হিন্দুগণের আদি অপৌরুষেয় ধর্মশাস্ত্র। চতুর্বেদ—ঋক্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ।

**ব্রহ্মা**—সৃষ্টিকর্তা ভগবান।

**ভগবদ্গীতা**—হিন্দুদিগের অতি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। গীতা মহাভারতের অন্তর্গত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অনাসক্তি যোগ বা ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন।

**ভীম**—পঞ্চ পাণ্ডবের অন্যতম।

**ভোক্‌স্‌রাদ**—অনেক সময় 'রাদ' রূপে সংক্ষেপিত করা হয়। ট্র্যান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের জাতীয় বিধান সভার দক্ষিণ আফ্রিকান (ওলন্দাজ) প্রতিশব্দ।

**মনু**—বিখ্যাত হিন্দু শাস্ত্রকার—মনুসংহিতার লেখক।

**মহাভারত**—অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত। ইহাতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা ও হিন্দু-ধর্মের ব্যাখ্যা আছে। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র।

**মেমন**—গুজরাটের কচ্ছ অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণের অন্যতম প্রধান অংশ।

**মোহাতরফা**—ব্যবসায় কর (ফরাসী শব্দজাত)।

**রাজপুত**—রাজপুতানার ক্ষত্রিয়গণ।

**রামায়ণ**—শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র।

**ল্যান্ডড্রস্ট**—দক্ষিণ আফ্রিকান বিচারপতি।

**শিব**—মহাদেব—সংহারকর্তা ভগবান।

**সর্দার**—বড় জমিদার; সরকার কর্তৃক ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে এমন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; মূলতঃ সৈন্যদলের সেনাপতি বা কর্তা।

**সাঁওতাল**—বাংলা ও বিহারের অন্যতম আদিবাসী সম্প্রদায়।

**সিজাম্বক**—গণ্ডারের চামড়া হইতে তৈয়ারী একরকম চাবুকের দক্ষিণ আফ্রিকান প্রতিশব্দ।

**হরিশ্চন্দ্র**—সত্যসন্ধ অযোধ্যারাজ। সত্যরক্ষার জন্য জীবনে সর্বপ্রকার দুঃখ বরণ করিয়াছিলেন।

---

# নির্ঘণ্ট